

সূচীপত্র

১। বঙ্গ রাষ্ট্রের	১
২। ভৌগ	৭৩
৩। পলিন	১৫৭
৪। মিডিয়া	১৯৯
৫। নিয়তি	২৮৫
৬। বাসস্থান	২৯১
৭। বৃন্দাবন-বিলাস	৩১৩
৮। কবি-কাননিকা	৩৪৩

বঙ্গে রাঠোর

(ঐতিহাসিক নাটক)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজয়াবিনোদ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

নন্দলাল	মোজাদার ।
রত্নলাল	ঐ দ্রাও ।
ব্রজনাথ	ঐ দেওয়ান ।
গজানন	ঐ ভৃত্য ।
হুসেমান	পাঠান উজীর ।
হুনিব	পাঠান আমীর ।
রত্নলাল ওরফে দাঈজ	নন্দলালের পিতা ।
জৈহুদ্দীন	ঐ পুত্র ।
সহবৎ	ঐ সহচর ।
মোনাঈব	মোগল সুবেদার ।

পুরুষগণ ।

টোডরমল	মোগল সেনাপতি ।
মুন্সী বা	পাঠান জায়গীরদার ।
কালু	পাইক সর্দার ।
ভোগাই	ঐ পুত্র ।
পাইকগন, পাঠানগণ, সরদার, মৈত্রগণ ।			
স্ত্রীগণ ।			
হুবনেছরা	নন্দলালের স্ত্রী ।
কলি বেগম	হুসেমানের কন্যা ।
ভোগাইয়ের মাতা, বি, আমা নারীগণ ইত্যাদি ।			

বন্ধে রাঠোর

প্রথম অঙ্ক

(কালু পাইকের প্রবেশ)

প্রথম দৃশ্য

ঘন।

রঙ্গলাল ও ভোলাই।

ভোলাই। হঠাৎ ছোটাবাবু, তুমি যে আমাদের অবাক করে দিলে। চার্লস পকাশজন পাঠানের হাত থেকে একজন অধিকারক একা ছিনিয়ে আনলে!

রঙ্গ। স্থপাতি যা করবার পরে কবিস্। শেষ রক্ষা না করতে পারলে ছিনিয়ে আনা মিছে। তা বুঝেছিস্?

ভোলাই। তা খুব বুঝেছি। তবে কি জান ছোটাবাবু, সে পারব কথা পরে। এখন যা বন্ধদের কাজ করেছে, তার জন্য তারিফ করব না? শুধু হাতে একদিকে কুম, আর লাঠি হাতে একদিকে পকাশজন জোয়ান পাঠান। ক'রে তাদের মহড়া নিলে ছোটাবাবু?

রঙ্গ। আমি যে তোর বাপের সাক্ষরদে রে হতভাগা!

ভোলাই। আমিও ত আমার বাপের সাক্ষরদে। আমি ত পারবুম না! লাঠি হাতে বড় জোয়ান পকাশজন পাঠানের মোড়া নিতে পারি। বাবাও কি পারে?

রঙ্গ। ও কথা বলিস্ নি রে হতভাগা! তোর আমার ওস্তাদ সে। কলুসদ্ধাব না পারে কি?

ভোলাই। বিয়া স্থপাতি করব কেন ছোটাবাবু, যা খাঁচী কথা তাই বলব। বাবা আমার পালায়ান বাট। অনেক অসন্তবকে সম্ভব করেছে। কিন্তু পকাশজন পাশোয়ান পাঠান, তাদের সঙ্গে একা লড়াই ক'রে হেরে, এ মিছে কইব কেন, এ আমার বাবাও পারবে না।

কালু। ঠিক বলেছিস ভোলা।

ভোলাই। কেনন বাবা, ঠিক বলেছি না?

কালু। ঠিক বলেছিস। ছোটাবাবু অসুস্থ কীর্তি দেখিয়ে দিলে। আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। ঠিক বলেছিস্। তবে একটা কথা বলতে ভুলে গেছিস্। তোর বাবা পারেনা বলেছিস কি ভোলা? আমি বলছি, তোর বাবার বাবাও পারত না। যখন কবির খাঁর লাম্বা-মোয়ানোর ভিতর বিজাহের মত ঢুকে, ছোটাবাবু তার কোমর ধরে ডান্ডার গড়ানে থেকে লাটার মত গড়িয়ে দিলে, তখন আমি একবারে অবাক হয়ে গিচ্ছিলুম। এমন হতভম্ব হয়েছিলুম যে, ছোটাবাবুর সাহায্যে যে ঘাব, তাও পারি নি। বুঝি ছোটাবাবু তার পীর সাহেবের মূর্তি দেখে আমি চোক বুজ ফেলেছিলুম! যখন চোক চাইলুম, তখন দেখি, পাঠী কেলে সব বেটা পাঠান পালাচ্ছে।

ভোলাই। কবির খাঁর কি হ'ল?

কালু। ম'ল, আবার কি হবে? সে লাখির মৈলার বাঘডান্ডার অত উঁচু থেকে সে পাড়েছে, পাখরের জান হ'লেও গুঁড়িয়ে যায়, সে কি আর বাচে! আমি নিজেই বেটাকে বাধে ক'রে কাশাইয়ের ঘোতে ভাসিয়ে দিয়ে এলুম।

রঙ্গ। সে কি আম'র করেছি ওস্তাদ?

কালু। তবে কে করেছে ছোটাবাবু?

রঙ্গ। পীরসাক্ষরী করেছে। যখন পাঠীর ভিতর থেকে স্রীলোকের কণ্ঠে বলতে শুনলুম—এ আন্ন! আগের কি ইচ্ছত রাখেনওয়াল! আমি হিম! কোই নেহি হায়—তখন বুঝলুম, মুদ্রা খা কোনও স্রীলোককে তোর ক'রে ধরে নিয়ে যাচ্ছে! মনে হ'ভেই আর স্থির থাকতে পারলুম না। তার পর

তোমার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল, তুমি জান। তুমি যখন বললে একা অত শুণ্ডাকে হারিয়ে দেওয়া অসম্ভব, তখন বৃকলুব, এরূপ অবস্থায় এক পীরসাহেব ভিন্ন আর কেউ সে ত্রীলোককে শুণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। এই মনে হ'তেই পীর-সাহেবকে স্মরণ ক'রে ছুটলুম। তার পর কি হয়েছে, আমি জানি না।

কালু। তোমাকে আর জানতে হবে না। আমি সব স্নেহে নিয়েছি। সাফরদীসাহেব যদি এই কাজ ক'রে থাকেন, তা হ'লে তুমিই সেই হজরত সাফরদী; আর আমি তোমার গোলাম।

রঙ্গ। ও কথা বলতে নেই—সেলাম, সেলাম—তুমি যে আমার ওস্তাদ!

কালু। তোমার মত সাফরদু পেয়ে আমার ওস্তাদী সার্থক হয়েছে। আমি ধন্য।

রঙ্গ। তার পর? মুদা খাঁ আমাকে শাসিয়ে গেছে।

কালু। তাব পর আবার কি? সে ঘরে গিয়ে তাদের জেনামাকে শাসান্—তার বাপ বুড়ো সাদী থাকে শাসাক্। আমি কি মিছে কয়েছি ছোট-বাবু! কালু তামাসা জানে না। তার জবান খুট নয়। যা একবার মুখে বলেছি, তার আর নড়চড় হবে না। হজরত সাফরদীর মোহাই দিয়ে বলছি, আমরা সমস্ত পাক আজ থেকে তোমার গোলাম।

রঙ্গ। আমার সেলাম—আমার সেলাম—আমার সেলাম।

কালু। আ—মর হুতভাগা ছোঁড়া, দাঁড়িয়ে দেখেছিস কি? ছোটবাবুর পায়ে গড়িয়ে পড়।

ভোলাই। সে কি আমি আজ পড়েছি বাবা! অনেক কাল থেকে ওই চরণে প'ড়ে আছি।

রঙ্গ। কালু দাদা, তার পর ত হ'ল—এখন বিবি সাহেবকে কোথায় রাখা যায়?

কালু। কেন, যতকণ না তার আপনার লোক খুঁজে পাওয়া যায়, ততকণ তাকে বাড়িতে নিয়ে তোমার মা'র কাছে রেখে দাও।

রঙ্গ। তাই ত মনে করেছিলুম, কিন্তু এ দিনমানে তা হয় না।

কালু। কেন? ভয় কি? পঠোনের ভয় করছ? মনে করছ, মুদা খাঁ আবার বিবি সাহেবকে পথ থেকে ছিনিয়ে নেবে?

রঙ্গ। সে ভয় করি নি! বিবি সাহেবের ইচ্ছা নয়। তিনি বলেন, যা হবার তা বনের মধ্যে হয়ে গেছে। বাইরের লোকে তার লাঞ্চার কথা জানে না। এখন দিনমানে লোকালয়ে গেলে লোক-জানাঝানি হবার সম্ভাবনা। বিবি সাহেবকে দেখে, আর তার কথার আদব কায়দা শুনে বোধ হচ্ছে যে, তিনি কোনও আমীরের কত্তা। কি ক'রে যে তিনি মেদিনীপুরের জঙ্গলে এসে পড়েছেন, তা বুঝতে পারছি না। তবে তিনি যে একটা বড় লোকের জেনানা, এটা আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে। তাই আমি মনে করছি, সন্দো পর্যন্ত তিনি তোমাদের ঘরে থাকুন। সন্ধ্যার পর তাঁকে আমি মা'র কাছে নিয়ে যাব।

কালু। আবার ঘরে আমীরের বেটী?

রঙ্গ।। দোষ কি? সে কত বড় বাপের বেটী? যত বড়ই হোক, বাঙ্গলার সুলতানের চেয়ে ত আর বড় নয়? যারা এক দিন বাঙ্গলার মনন নিয়ে বাজী খেলেছে, সেই বাজীকরদের বংশধরের ঘর বিবি সাহেব একবার দেখে যাক্। তা ছাড়া, আর কোন জায়গাতে তাকে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব না।

কালু। বেশ হুজুর! পাঠাবার ব্যবস্থা তুমি কর। মিয়া সাহেবেরা যদিই আসে,—আমরা আগে থাকতেই তাদের থানাপিনার জোগাড় করি।

রঙ্গ। কর।

[কালুর প্রস্থান।]

ভোলাই। (উচ্চ হাস্য ও মদের বোতল বাহির করণ) হুজুর! হুজুর!

রঙ্গ। কি রে ছোঁড়া, এখনি বার করছিস?

ভোলাই। আবার মিছে দেবী কেন—ওস্তা শিগগিরং।

রঙ্গ। ওরে বেটী, আবার সংস্কৃত ক'স দেখছি যে!

ভোলাই। কইব না? আমি কি যে সে লোক—নায়েব ম'শায় চেলো। নায়েব ম'শায় কথার কথার বগে শুভ শিগগিরং—শুভ শিগগিরং।

রঙ্গ। না রে, আজকে খাওয়াটা ঠিক নয়।

ভোলাই। কেন?

রঙ্গ। এক জন আগরতের তার ষাড়ে প'ড়ে গেছে, বুকে ছিস?

ভোলাই। তা পড়ুক না, তাতে কি?

রঙ্গ। তুই বোকা, বুঝিস না। সে নিশ্চর

কোন আয়ীরের কথা। হাতাল হয়ে কি শেষকালে তার কাছে বে-আদবি ক'রে বসবে?

ভোলাই। (উচ্চ হাত) — ছোটবাবু! তুমি আর আমাকে হাসিয়ে না, এমন মম দুনিয়ায় নেই যে, তোমাকে বে-আদব করতে পারে।

রঙ্গ। দেখ—যুঝে দেখ।

ভোলাই। আমি বুকেছি—তুমি একটু থাও। রঙ্গ। একবারে কাজ শেষ ক'রে খেলে ভাল হ'ত না? বিবি সাহেবকে তোদের ঘরে রেখে আসি।

ভোলাই। সে আর তোমাকে যেতে হবে না। রাববাণী মা আছে, সেই বেটাই নিয়ে যাবে। চৌপলে বোতলে ক'রে মেদিনীপুর থেকে তোমার জন্ত বিলাহী সরাপ নিয়ে এলুম! তুমি এ সরাপ একটুও মুখে না দিলে—মন মানবে কেন? যা কারদানী দেখেছ, তাতে একটু না খেলে গায়ের বাঁধা মরবে না। এর পরে আর কোনও কাজ করতে পারবে না।

রঙ্গ। তবে যা, শিগ'গির ছটা শালপাতার চৌঙা ক'রে নিয়ে আয়।

ভোলাই। পেসাদ পাব?

রঙ্গ। পাবি হই কি! চারপলে বোতলের সমস্ত মম একা পেয়ে কি বনের ভেতর এখন গড়াগড়ি খাব? [ভোলাইয়ের প্রস্থান।]

একটু থাই। শাদা চোখে মেজাজ ঠিক রাখতে পারব না। যে কাণ্ড বাধিয়ে বসেছি, তাঁর জের এখন কোথায় গিয়ে মেটে, তার ঠিক কি। সাদী খাঁর চক্ষুস্ত বংশ। আমাদের প্রজাদের উপর অত্যাচার করলেও কোন একটা কথা বলবার ঘো নেই। অথচ আমাদের পক্ষ থেকে—যদি সামান্য গুজুটি হয়, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ শাদাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়—কথায় কথায় সাধু দাদাকে চরায়াদের কাছে মাক চাইতে হয়। যা হ'ক একটা হ'য়ে যাক। এ রকম ক'রে মোজাদারী করার চেয়ে ভিক্ষে ক'রে থাওয়া ভাল। তা যা হ'ক, এত সাবধান হ'লুম, দূরে রইলুম, সাদীপানে চেয়ে পিছনে ফিরে কথা কইলুম—তবু চোখোচোখি হয়ে গেল। হয়ে গেল, গেল। তাতে আর কি হয়েছে? ভাগ্যে দেখা ছিল—অহুর্য়াম্পত্তা পাঠানীর মুখ—ভাগ্যে দেখা ছিল—হয়ে গেল। তাতে আর কি হয়েছে। আরে রাম, রাম, ও কথা কি ভাবতে আছে! এখন বিবি সাহেবের আয়ীরের হাতে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হই।—এনেছিল?

(পত্রানামৃত পানপাত্র হস্তে
ভোলাইয়ের প্রবেশ)

ভোলাই। এনেছি।

রঙ্গ। তবে দে, একটু থাই, কি বলিস?

ভোলাই। আবার বলাবলি কি? শুভ্র শিগ'গির। এর পরে কখন কি বাধা প'ড়ে যাবে, ঠিক কি? শরীরটে একবার তাকি ক'রে নাও। যে অদ্ভুত কাজ করেছে, বাপ! শুনে আমি চমকে গেছি। করিম খাঁ পালোয়ান—তাকে জাহান্নামে পাঠানো কি সহজ মেহনতের কাজ? সর্বদেবের বাধাটা ত মেরে নাও। তার পর যা হবার তাই হবে।

(রঙ্গালের পান)

রঙ্গ। দেখ ভোলাই, এই মদটুকু থাই ব'লে মায়ের বড় মনঃকষ্ট। দাদা ত—আমার সঙ্গে কথাই বন না। নায়েব ম'শাই আমাকে দেখলেই—কপাল চাপড়ান।

(ভোলাইকে মস্তদান)

ভোলাই। নায়েব মোশার কথা ছেড়ে দাও। বড়ো কেবল দুনিয়ায় কপাল চাপড়াতেই এসেছে। আর বড়বাবু ত পীরতুল্য লোক। তাঁর কথা না কওয়াতে কিছু আসে যায় না। তবে বড় মার যে ছুঃখু, ওইটেতেই যা ছুঃখু। তবে তুমি যে কেন না থাও, তার ত কেউ জানে না। এক জানতে জানি আমি।

রঙ্গ। কেন বল দেখি?

ভোলাই। দেশের যত বেটা গুণ্ডাকে জব্ব করতে। শাদা চোখে বেটাদের খুঁজে উপস্থিত হ'তে তোমার চক্ষুজ্ঞা হয়, তাই চোখ ছুটোকে একটু রঙিন ক'রে নাও। তুমি না থাকলে গুণ্ডাবেটাদের অত্যাচারে আজকাল গেরস্তদের ইজ্জত রাখা ভার হয়ে উঠত। শাদা চোখে থাকলে তুমি কি বিবি-সাহেবকে উদ্ধার করতে পারতে?

রঙ্গ। না, তা পারতুম না; শাদা চোখে সাহস হ'ত না। দেখ ভোলাই,—জলমানশার মুক্তার পরে দেশটা এক রকম অরাজক হয়ে গেছে। (মস্তদান)

ভোলাই। সে ত দেখতেই পাচ্ছি হুজুর!

(মস্তদান)

রঙ্গ। এখানকার বাদশা, এ কোনও কাজের নয়। এর আমলে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। গুণ্ডারী

করতে করতে তাদের আশ্পর্ক। এতদূর বেড়ে গেছে যে, আজ তারা স্বজাতির উপরেও আক্রমণ করতে ইতস্ততঃ করে নি। এ ছদ্মস্ত পাঠান সরদারগুলোকে শাসনে রাখতে পারে এমন লোক কেউ নেই। (মতপান)

ভোলাই। তুমি আছ—(মতপান)

রঙ্গ। আমি যদি পাঠান হতুম, তা হ'লে থাকতুম বটে। এই যে এত কাণ্ড করলুম, মরিয়া হয়ে মুন্না খাঁর আক্রমণ থেকে বিবি-সাহেবকে রক্ষা করলুম, এতে ফল হবে কি জানিস? বিবি-সাহেবের আয়ীরেরা আমাকেই হয় ত'দোষী ক'রে বসবে।

ভোলাই। দোষী করবে?

রঙ্গ। দোষী করা আশ্চর্য নয়। আপনাদের দোষ কালন করতে পাঠান এখন যদি মিথ্যা কথা কয়, তা হ'লে পাঠান পাঠানের কথাই বিশ্বাস করবে। আমরা হাজার হালক ক'রে সত্য বললেও সে কথা মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেবে।

ভোলাই। বল কি?

রঙ্গ। বাঃ! থানা মাল এনেছি! ত রে ভোলাই?

ভোলাই। কেমন ছোটবাবু, মাল থানা নয়?

রঙ্গ। চমৎকার! খেতে না খেতেই মাথা চমক'রে উঠেছে।

ভোলাই। করবে না? বিশ বোতল চেকে তবে ওটিকে পছন্দ ক'রে এনেছি।

রঙ্গ। দেখ, আর থাওয়া ঠিক নয়—বিবি-সাহেব আছে।

ভোলাই। থাকলেই বা বিবি-সাহেব, ও ত চিরকালই আছে। তুমি যত দিন বেঁচে থাকবে, তত দিন এমন কত বিবি-সাহেব থাকবে তার ঠিক কি!—আর একটু খাও ছোটবাবু!

রঙ্গ। তুই বিবি-সাহেবকে দেখেছিস?

(মতপান ও ভোলাইকে দান)

ভোলাই। না ছোটবাবু! তবে মিছে কইব কেন, দেখবার চেষ্টা করেছিলুম।

রঙ্গ। তার পর?

ভোলাই। যে গাছের তলায় বিবি-সাহেবের পালকী, পা টিপে টিপে সেই দিকে যাচ্ছিলুম। কোথায় ছিল রায়বাধিনী বা; যেটা আমার মৎসব বৃকতে গেলে এক টাকী নিয়ে আমাকে তেড়ে এলো।

আমিও অমন ছুট; থাকলেই গর্দানটা গিছলো আর কি!

রঙ্গ। কেমন? কেমন পাহারাদার যেনে এসেছি! বেশ করেছে ভোলাই। কে সে দ্বীলোক, কার বেটা, কোথা থেকে এসেছে, এখনও কিছু জানি না। কিন্তু যখন দে ইজ্জত বজায় রাখতে আমাদের আশ্রয় নিয়েছে, তখন আমাদের সম্বন্ধে একটুও তার নিন্দার কথা কইবার না থাকে, সেটা আমাদের দেখা উচিত নয় কি?

ভোলাই। খুব উচিত। কাজটা আমার খুবই অজ্ঞার হচ্ছিল। মা'র জন্ত সেটা আর হ'তে পেলো না। হয়েছিল কি জান হজুর, ছেলেবেলায় আদীর কাছে পরীর গল্প শুনতুম। আজ, গোড়ের বাদশায় মহলের খাস দারোগা ছিল। আদীর তখন গোড়ো থাকত। 'আদী সেখানকার বাদশা-খানী:৭৭ মেয়েদের রূপের কথা বলতো—বলতো, তারা সব এক একটা বেহেশতের পরী। তাদের রঙ যেন চাঁদের আলো। জল খেলে জল দেখা যায়। তারা কথা কইত না ত যেন সারেঙে ছড়ি দিত। এ-ও শুনলুম না কি,—আদীরের বেটা। তাই পরী দেখতে গিয়েছিলুম। গিয়ে, আরে বাপ, কি লাঞ্ছনা!—

রঙ্গ। ঠিক বলেছে।

ভোলাই। ঠিক?—(মতপান)

রঙ্গ। তোর আদী এক বর্ণও মিলে কয় নি।

(মতপান)

ভোলাই। আদী বলত, তাদের দাঁতগুলো যেন মুকোর সার। চোখ দুটা যেন শ্বেতপদ্মের পাপড়ী। তাতে উমদা উমদা অলঙ্কারে নীলা বদানো।

রঙ্গ। ঠিক বলেছে!

ভোলাই। তুমি তাকে দেখেছ ছোটবাবু?

রঙ্গ। দেখবো না, কিছুতেই দেখবো না মনে ক'রে কি ক'রে যে দেখে ফেললুম, ভোলাই, তা আমি বলতে পারছি না।

ভোলাই। কি রকম দেখলে হজুর—ঠিক পরী?

রঙ্গ। পরী ত আর কখন দেখি নি, তা কেমন ক'রে বলব? তবে এমন হুন্সরী আমি ত কখনো চক্ষে দেখি নি।

ভোলাই। তা হ'লে ঠিক পরী। তা হাঁ ছোটবাবু, পাঠানীও তোমাকে দেখেছে?

রঙ্গ। কেন, এ কথা জানবার তোর দরকার কি ?

ভোলাই। তুমি বলই না শুনি।

রঙ্গ। আর বলতে হবে না। নে, আমি আর খান না। বাঁদ-বাকীটে তুই খেয়ে নে।

ভোলাই। আর খাবে না ?

রঙ্গ। না। আজকে নেণা করতে আমার কেমন ভয় করছে।

ভোলাই। তবে আমিও খাব না। আমারও কেমন ভয় করছে।

রঙ্গ। তোর আবার কিসের ভয় ভয় হ'ল ?

ভোলাই। কি জানি, নেশার ঝোঁকে পরীবোটিকে যদি ছোট-মা বলে ফেলি !

রঙ্গ। বেটা পেঁচি মাতাল!—উঠে যা।

ভোলাই। কি করি হুজুর, পেঁচি কি সাথে হই ! তুমি গোপালের কাছে মনের কথা গোপন করলে কেন ? কথা খুলে বল—এখনি আমি পেঁচা হব। (মুখ বিকৃত করণ)

রঙ্গ। কতখণ খ'রে তার সঙ্গে কাপার্তা হ'ল, সে আর আমাকে দেখে নি ?

ভোলাই। ও কথা নয়, তুমি বল, চোখোচোখি হয়েছে।

রঙ্গ। যদিই হয়ে থাকে, তাতে কি হয়েছে ?

ভোলাই। বস।

রঙ্গ। আর মর বেটা, বস কি ?

ভোলাই। বস—বস ! আবার কি ! ছোট-মা ? এই তোমাকে মোড়োরমার সেলাম। আর এই হাঁজর পেরণাম।

রঙ্গ। ভোলা ! তুই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলি।

ভোলাই। কিছু করি নি হুজুর ? তুমি দেখেছ তাকে, সে দেখেছে তোমাকে। সে যদি পরীবগম হয়, তা হ'লে তুমি পরীবগম হ'।

রঙ্গ। ভোলাই ! তুই সাবধান হ'।

ভোলাই। যাকে দেখে নিরেট পুরুষ ভোলা ভুলে গেছে—সেই তোমাকে দেখেছে একটা আঙুর—

রঙ্গ। তুই যদি এ রকম মাতলারী করবি, তা হ'লে রাগ করব—উঠে যাব।

ভোলাই। (পদ ধরিয়া)—মোহাই হুজুর, আর

বলব না। তুমি রাগ করবে ! ও বাবা, নাক কর হুজুর ! তুমি রাগ করবে !

রঙ্গ। এ রকম সময়ে ও রকম কথা মনেও আনা পাপ তা আনিস ? মনে আনলেও তার ইজ্জত-হানি হয়।

ভোলাই। আর বলব না—এই নাক বলছি।

রঙ্গ। সে বিপদ, তাকে রক্ষা করতে আমার বুক বেঁধেছি। তার সম্বন্ধ অইটে রেখে যদি আমরা তাকে তার আত্মীয়ের কাছে পাঠাতে পারি, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক।

ভোলাই। বে-আদবি করেছি, বে-আদবি করেছি।

দাও, আর একটু আমাকে পেনাদ ক'রে দাও।

রঙ্গ। তুই মাতাল হয়ে আসল কথা ভুলে গেছিস। আমি হিন্দু, সে মুসলমান।

ভোলাই। ইন্ ! কি বলেছি ! তুমি হুজুর আমার কান ম'লে দাও। উঃ !

রঙ্গ। আরে মর ! কাদতে লাগলি কেন ?

ভোলাই। ছোটমা জন্মতে না জন্মতে কবরে গেল ! উঃ—তুমি হিন্দু আর সে মুসলমান। মাঝখানে এচটা প্রকাণ্ড জাতের কথা পাহাড়ের মত আড় হয়ে পড়েছে।

রঙ্গ। উঠে যা—উঠে যা, তোর মা আসছে।

ভোলাই। ভাণা আপদ ! বেটা আমাকে মশুখলে কাদতেও দেবে না। দাও, পেনাদ ক'রে দাও।

রঙ্গ। আর দেরী করিস নি, ওঠ, ওঠ, উঠে ওই মৌতলার গিয়ে বসগে যা। তোর মা কি বলে, শুনে, আমিও সেখানে যাছি।

ভোলাই। পেনাদ ক'রে দাও।

রঙ্গ। আ—মর, বেটা ঝালালে।

ভোলাই। শুভগু শিখ'গিরং—শুভগু শিখ'গিরং।

রঙ্গ। (মস্তকান ও ভোলাইকে বোতল প্রদান) যা।

ভোলাই। উঃ ! তুমি হিন্দু—সে মুসলমান—

উঃ !

[ভোলাইয়ের প্রস্থান।]

(ভোলাইয়ের মাতার প্রবেশ)

ভো-মা। ও উল্লুককে সেখানে পাঠিয়েছিলেন কেন হুজুর ?

রঙ্গ। সে আর বাবে না বউ! এখন খবর কি
বল। বিবি-সাহেবের দান হয়ে গেছে?

ভো-মা। গেছে।

রঙ্গ। তবে আর বিলম্ব করছিস কেন—নিরে বা।

ভো-মা। তুমি একবার এস ছোটবাবু

রঙ্গ। কেন?

ভো-মা। বিবি-সাহেব তোমাকে কি বলবে।

রঙ্গ। ভালো আপদ! আবার আমাকে তার
বলবার কি আছে? আমাদের এখনকার অবস্থার
খাঁচ তাকে একটু দিতে পারলি নি?

ভো-মা। দিয়েছিলুম।

রঙ্গ। তাতে কি বললে?

ভো-মা। বললে তা হোক, একটা কথা তাঁকে
জিজ্ঞাসা করব। তার উত্তর তিনি দিতে পারবেন।

রঙ্গ। তুই পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলি?

ভো-মা। করেছিলুম। বিবি বললে—যদি
বন্দ্যাস দরকার হয়, বাবু-সাহেবকে বলব।

রঙ্গ। কে সে, কোথা থেকে এসেছে, কোথা
যাবে, সঙ্গে কে ছিল, কিছু বললে না?

ভো-মা। কিছু না, সব তোমাকে কইবে বলেছে।

রঙ্গ। কি যত্নশীল!—চ'।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

বীথ।

কলিবেগম বীথের উপর বেশ-শুক কার্গো নিযুক্ত।

নিম্নে পাইক-বালকগণ।

বালকগণের গীত:

তোমায় পেয়েছি পেয়েছি পেয়েছি :—

যখন পেয়েছি গুগো চাঁদবদনী রাণী।

তোমায় ধরেছি ধরেছি ধরেছি—

রাজ্য পায়ে ঢেলে দিছি

কোমল হৃদয়খানি ॥

তোমায় বসিয়ে কাছে করব বতন,

কন ঢেলে দিব মনের বতন,

সরল মনে করব খেলা

বত রক্তর জ্বালি।

আনমনে চ'লে যাবে বেলা

গুগো বেলারাণী ॥

(ভোলাইয়ের মাতা ও রঙ্গলালের প্রবেশ)

ভো-মা। বিবি-সাহেব!

কলি। বাবু-সাহেব এসেছেন?

(শব্দবাক্তে উত্থান)

ভো-মা। ছেলেরা একটু স'রে আর।

[বালকগণ ও ভোলাইয়ের মাতার প্রস্থান।]

রঙ্গ। কি জন্ত তলব করেছেন বিবি-সাহেব?

কলি। আপনি নিকটে আছেন।

রঙ্গ। কি বলবেন, ওইখান থেকেই বলুন।

আমার অন্তর যাবার—

কলি। বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে? তা হ'ক,
আমি আপনাকে বেশীক্ষণ আটকে রাখব না। (রঙ্গ-
লালের সমীপে আগমন)

রঙ্গ। (স্বগত) এত অন্তর হ'ল—এত অন্তর
হ'ল!—(প্রকাশ্যে) বিবি-সাহেব! আমি আমি—

কলি। আপনার কথা আমি ওই রকমের মুখে
শুনছি। বেশ করেছেন! তাতে লজ্জা কি? রণজয়ে
বিশ্রামই হচ্ছে বিজয়ীর শ্রেষ্ঠ লাভ।

রঙ্গ। (স্বগত) দেবিস, রঙ্গলাল দেখিস। পিছনে
যেবের পুত্র নিয়ে প্রকাণ্ড একটা রূপের সাগর যেন
উথলে আসছে। হুঁ মিয়াং রঙ্গলাল—সামান রঙ্গলাল!
চারিদিক থেকে কারা যেন লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে,
তার যেন না তোকে মাতাল বলে টেঁচিয়ে ধরে।

কলি। দান ক'রে উঠে ভিক্ষে চুল শুকিয়ে
নিচ্ছিলুম। স্তব্ধতা আমার বে-আদবী বাক করবেন।
যিনি আমার ইচ্ছিত বজায় রেখেছেন, তাঁর সম্মুখে
সকোচের একটা অস্তিনয় দেখানো আমি ভক্ততা মনে
করি না।

রঙ্গ। কি জন্ত আমাকে ডাকিয়েছেন বলুন।

কলি। আমার পরিচয় আপনি জানতে চেয়ে-
ছিলেন?

রঙ্গ। জানবার প্রয়োজন হয়েছে বিবি-সাহেব!

কলি। তা আমিও বুঝছি। আপনি বতকণ না

কীরোর গ্রন্থাবলী

আমাকে আমার কোনও আত্মীয়ের হাতে ভুলে দিতে পারছেন, ততক্ষণ নিশ্চিত হ'তে পারছেন না।

রঙ্গ। কিছুই পারছি না। আমি হিন্দু। আপনাদের দেশের মাদব-কায়দা আমি কিছুই জানি না। তার উপর আপনি হুমকী—ভারি হুমকী। আমার আমি—

কলি। হুমকী—কেমন, এই কথা বলতে চাচ্ছেন ?

রঙ্গ। না বিবি-সাহেব—আপনি কথা শেষ করতে দিন।

কলি। আর শেষ করবার প্রয়োজন নেই—আপনি যা বলবেন, আমি বুঝছি।

রঙ্গ। না বিবি-সাহেব, আপনি বুঝেন নি।

কলি। না বাবু-সাহেব, আমি বুঝছি।

রঙ্গ। আমি বলছিলাম—আমি—

কলি। অতি হুমকী বুঝাপক।

রঙ্গ। না আর আমি কথা কইব না।

কলি। আর আপনাকে কটতে হবে না। তার পর আমার বক্তব্য শুধু। আপনি আমার পরিচয় যাকে তাকে দিয়ে জানতে চাচ্ছিলেন কেন ? আপনি নিজে এসে জানলেই ত হ'ত।

রঙ্গ। এসেছি—এইবারে বলুন।

কলি। বলছি। কিন্তু তার আগে আপনি বলুন দেখি, যদি আমার কোন আত্মীয় না থাকে ?

রঙ্গ। বলেন কি ?

কলি। যদি না থাকে, তা হ'লে আপনি কি করবেন ?

রঙ্গ। আনাকে মাতাল দেখে আপনি রহস্ত করবেন না। এ কথা আমি বিশ্বাস করব কেন ক'রে ?

কলি। যদিও কথা—বিশ্বাস করতে বলছি না। যদি না থাকে, তাহা হ'লে বলুন, আপনি কি করবেন ? মাথা হেঁট ক'রে ভাববার সময় নেই। কেন না, আমি অনেকক্ষণ বেহাষার মত আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি।

রঙ্গ। কেউ নেই ?

কলি। আত্মীয় ব'লে পরিচয় দিয়ে অনেকে আসতে পারে। কিন্তু প্রকৃত আত্মীয় এক পিতা ছাড়া আর কেউ নেই। না, ভুলে গেছি বাবু-সাহেব, আপনার কথাটা ভুলে গেছি—আপনি ও পিতা ছাড়া আর কেউ নেই।

রঙ্গ। আপনার পিতা কোথায় আছেন বলুন।

কলি। পিতার সংবাদই যদি দিতে পারব, তা হ'লে এরূপ কথার উত্থাপন ক'রবেন ? আপনার দেখছি দাঁড়াতে কষ্ট হ'চ্ছে। আপনি বসুন।

রঙ্গ। না বিবি-সাহেব, আমার কিছু কষ্ট হয় নি। আমি বেশ দাঁড়িয়ে আছি, আপনি বলুন।

কলি। আমি দেখছি, আপনি বেশ দাঁড়িয়ে নেই, আপনার পা টলছে। অতি পরিশ্রমের পর আপনি একটু সরাপ খেয়েছেন, তাতে লজ্জা কি—আপনি বসুন। (হস্তধারণ)—আমার অনুরোধে আপনি বসুন। বসবার যোগ্য জায়গা নয়—ওড়না পাতিয়া—এইতে বসুন।

রঙ্গ। না, না—কি করেন—কি করেন ? দেখবে—ওরা দেখবে।

কলি। দেখলেই বা, আমরা ত চৌকুরস্তি করছি নি। আমার অনেক কাহিনী। কিছুক্ষণ না বসলে বলতে পারব না।

রঙ্গ। আপনার এ অতি মূল্যবান ওড়না—

কলি। এর এখন আর কোনও মূল্য নেই। দুঃস্বাদ্য হস্তস্পর্শে এ কলঙ্কিত হয়েছে। এ বস্ত্রও পরিভাগ ক'রে যদি আপনাদের এ স্থানের মোটা কাপড়ে আমি বেহাষাধান করতে পারতুম, তা হ'লে নিশ্চিত হতুম।

রঙ্গ। আপনার হকুম অমান্য করতে পারলুম না।

কলি। আমার অনুরোধ-রক্ষা আপনার অঙ্গুগ্রহ। (উভয়ের উপবেশন)—আপনি বাঙ্গলার কোনও খবর রাখেন ?

রঙ্গ। না বিবি-সাহেব। আমি এই মেদিনীপুরের বাহিরে কখনও পা দিই নি।

কলি। বাঙ্গলার এক জন মূলতান আছেন, তা জানেন ?

রঙ্গ। তা জানি। গোড়ে এক জন বাদশা থাকেন। আগে ছিলেন মুলেমান শা। এখন হয়েছেন তাঁর পুত্র দায়ুদ খাঁ।

কলি। এই ত সব জানেন বাবু-সাহেব ?

রঙ্গ। আমরা মোজাদ্দার কিনা, কাজেই ও খবরটা আমাদের রাখতে হয়।

কলি। তাঁর উজীরের নাম জানেন ?

রঙ্গ। তাঁর নাম—তাঁর নাম—

কলি। মুখের দিকে চাচ্ছেন কি? তাঁর নাম কি আমার মুখে লেখা আছে?

রঙ্গ। আপনি কি মঙ্গোলী সাহেবের কথা?

কলি। জানি না জানি না ক'রে আপনি যে অনেক জানা কথা কয়ে দিলেন বাবু-সাহেব। পূর্বেই বলেছি, আপনি এখন আমার এক জন আত্মীয়। আত্মীয়ের কাছে আত্মগোপন পাপ। আমি উজ্জীর মুসলমান মঙ্গোলীর কথা। উঠবেন না—উঠবেন না। এ পরিচয় দিয়ে আপনার কাছে আমার মর্যাদা নতুন ক'রে কিছু বাড়ল না। অপরিসীম বিপন্নকে আপনি যে মর্যাদা দেখিয়েছেন, সেই মর্যাদাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

রঙ্গ। উজ্জীর-পুত্রি!

কলি। ছিলুম। আপনাকে বলতে ভুল হয়ে গেছে। এখন আর আমি উজ্জীর-পুত্রী নই।

রঙ্গ। কেন? আপনার পিতা কি উজ্জীরেতে ইতফা দিয়েছেন?

কলি। বুদ্ধির দোষে উজ্জীরী হারিয়েছেন।

রঙ্গ। রাজা কি তাঁকে বরখাস্ত করেছেন?

কলি। রাজা! কোথায় রাজা? বাঙ্গলার আর রাজা নেই। বাঙ্গলা এখন মোগল বাদশা আকবরের অধিকারে। মোগলে গোড়া দখল করেছে।

রঙ্গ। কই, এ কথা ত স্তনি নি!

কলি। আপনি কেন, এ প্রদেশের কেউ এখনও শোনে নি—মোগল এত শীঘ্র পাঠানদের পরাস্ত করেছে। তবে শুনতে আর বড় বিলম্ব নেই। মুঘল খাঁ আকবরের মর্যাদাকোশে এত শীঘ্র পরাস্ত হয়ে গেলেন যে, দেখতে দেখতে মোগল-রাজধানী গোড়ে এসে উপস্থিত হ'ল। পাঠানরা তখন এমন বিপন্ন যে, নিজের জী-কঙ্কাকে রক্ষা করবারও অবকাশ পেলে না।

রঙ্গ। আপনার পিতার পরিবার? তাঁদের কি হ'ল?

কলি। তাদের কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না। পিতার বংশের দুর্দশার কথা এই বেদিনীপুরের জঙ্গলে হ'লে এক জন হিন্দু আত্মীয়কে বলবার জন্ত একমাত্র অবশিষ্ট আমি আছি।

রঙ্গ। সকলে মরেছে, না মোগল খ'রে নিয়ে গিয়েছে?

কলি। একমাত্র মা মরেছেন।

রঙ্গ। থাক, আর বলতে হবে না। আপনার ভাই—

কলি। ছিল। এখন নেই। মঙ্গোলী বংশের একমাত্র আমি জীবিত আছি।

রঙ্গ। তা হ'লে আপনাকে কার কাছে নিয়ে যাব বলুন।

কলি। সেই কথাই বলব ব'লে আপনার ক্ষুণ্ণিত ব্যাঘাত ক'রে আপনাকে ডাকিয়ে এনেছি। এইবার আমার নিবেদন শুনুন। পিতা যদি আমার জীবিত না থাকেন, তা হ'লে এ ছনিয়ায় আমার আপনার আর কেউ নেই। এক্ষণ অবস্থায়, যেখানে ইচ্ছত রেখে চলতে পারি, এমন কোন আশ্রয় আমাকে দেখার ব্যবস্থা আপনি করতে পারেন?

রঙ্গ। কত দিনের জন্ত?

কলি। যত দিন বাঁচব।

রঙ্গ। কিরূপ ভাবে থাকতে চান?

কলি। সেটা আপনি যে রকম ভাল বুঝবেন। যাতে আমার ইচ্ছত বজায় থাকে—তাতে দাসী হয়ে থাকতেও আমার আপত্তি নেই।

রঙ্গ। তাতে আমি ভাল বুঝব কি?

কলি। বেশ, আপনি না বুঝতে চান, আমিই বুঝব। আপনি শুধু স্থানটা দেখিয়ে দেবেন।

রঙ্গ। বেগম-সাহেব! আপনাকে মানের সহিত রাখতে পারি, এমন কোনও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

কলি। মুসলমান না পান—হিন্দু?

রঙ্গ। সে আগে না জেনে বলতে পারি না।

কলি। আপনার বাড়ী? (বাঙ্গলার নীরবে অবস্থিতি) ব'লে কি বিপদে ফেললুম?

রঙ্গ। যদি বালি, না।

কলি। তা হ'লে আমি নিশ্চিত হয়ে নিজেই নিজের ইচ্ছত রক্ষা করি।

রঙ্গ। কেমন ক'রে করবেন?

কলি। তা আপনাকে আমি বলব কেন?

রঙ্গ। একটু আগে যেমন ইচ্ছত রক্ষা করেছিলেন?

কলি। এখন দেখছি আপনি মাতাল। আপনি উঠে যান। (দাঁড়াইলেন)

রঙ্গ। (দাঁড়াইয়া)—মাতাল ত বটেই বেগম-সাহেব! সে কথা ত আপনাকে বলতেই যাচ্ছিলুম। আপনি আমাকে বলতে দিগেন না। তবে—বে-আবদী

কীরোর-গ্রন্থাবলী

হয়, আমি দেখছি, আমি বেয়ে মাতাল, আর
ন না বেয়ে মাতাল।

কলি। (হাস্য) বাবু-সাহেব! আমি প্যান্ প্যান্
। চোখের জল ফেলা বাঙ্গালী রমণী নই। আমি
নী। (ছোরা বাহির করণ) বুঝেছেন?

রঙ্গ। বুঝেছি। আমিই মাতাল বিবিসাহেব!
মুদ্রা খাঁর কাছে ধরা দিলেন কেন?

কলি। অতর্কিতে ধরেছে। এক আকস্মিক
ংপাতে আমি কিছু হতভম্ব হয়েছিলাম।

রঙ্গ। তাই হবে, আমি বুঝতে পেরেছি।

কলি। বাবু-সাহেব! আপনিও আমার বে-আদবী
। করবেন। আপনি আমাকে মুক্ত করতে গিয়ে
আমাকে রক্ষা করেন নি, সেই বর্বর পাঠানকেও
ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। যখন তা
আমার মর্যাদা নাশের সম্ভাবনা দেখতুম, তখন
বুকে এই ছোরা মারতুম। তাকে মেরে নিজে
ম।

রঙ্গ। আমি যদি আপনার পিতার সমীপে
নাকে উপস্থিত করতে পারি?

কলি। কোথায় পিতা? তিনি হতাবশিষ্ট পাঠান
। নিয়ে এখনও প্রাণপণে শত্রুকে বাধা দিচ্ছেন।
ান থেকে তাঁর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি।

রঙ্গ। এ বনে আপনি তা হ'লে কার সঙ্গে এসে-
লন?

কলি। এক হাবসী খোজা বীর আমার রক্ষী
।। সে সর্পিঘাতে মারা গেছে। যে গাছের তলায়
যে আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছিলুম, সেখানে হয় ত
নও তার মৃতদেহ পড়ে আছে। অবশিষ্ট যা ডুলি-
ারা আমার সঙ্গে ছিল, তারা সব এ দেশের। সেই
আর ভয়ে তারা ডুলি ফেলে পালিয়েছে।

রঙ্গ। বেগম-সাহেব! আপনার পিতার সন্ধান
হবার না নিয়ে আমি কোনও সহজতর দিতে পারছি
।

কলি। আপনি কি বর্তমানে যাবেন?

রঙ্গ। সন্ধান করতে করতে যদি প্রয়োজন হয়,
যাব।

কলি। এই যে বজেন, আমি মেদিনীপুরের বাইরে
কখনও পা দিই নি?

রঙ্গ। দিই নি, এইবারে দেব।

কলি। মাথার ঠিক অবস্থায় বলছেন?

রঙ্গ। আপনার কথা শুনে আমার নেশা ছুটে গেছে।

কলি। যে ক'দিন আপনার সঙ্গে দেখা না হবে,
সে ক'দিন আমি কোথায় থাকব?

রঙ্গ। সন্ধ্যার পর আপনাকে একবার মার' কাছে
নিয়ে যাব। দরিদ্র হিন্দুর গৃহে যা যদি আপনাকে
রাখতে সাহস করেন, তা হ'লে সেইখানেই আপনি
থাকবেন। নইলে আমার পরম হৃদয় কতকগুলি
দরিদ্র মুসলমান আছে, তারা পূর্ণকুটীরে বাস করে,
তাদের মধ্যে এক স্থানে আপনাকে রেখে যাব।

কলি। সেখানে থাকার কি সুবিধা হবে?

রঙ্গ। তারা গোলামের মত আপনার সেবা করবে।
তবে আপনার যোগা, অশন, বসন, শয্যা—এ সব
দিতে পারবে না। আপনি যে ওড়নার আন্তরণ ক'রে
আমাকে বসিয়েছেন, এ তারা কখন চক্ষে দেখে নি।
তবে তাদের পূর্বপুরুষ দেখেছে।

কলি। কি রকম?

রঙ্গ। গোড়ের বাদশা হুসেন সার আমল পর্যন্ত
তারা গোড়ে ছিল। তারা ছিল বাদশার খাস পল্টন।
তাদের কথা অধিক বলবার সময় নেই। একটু পূর্বে,
ইজ্জত রাখতে, কারও ঘরে আপনি দাসী হয়ে থাকতে
চেয়েছিলেন। যদি সেখানে থাকতে চান, তা হ'লে
আপনার মর্যাদা অটুট থাকবে, আমি এই মাত্র আশা
দিতে পারি।

কলি। বর্তমানে কবে রওনা হবেন?

রঙ্গ। আজ রাতেই। মায়ের সঙ্গে আপনার
একবার সাক্ষাৎ করিয়ে দেবার অপেক্ষা।

কলি। এর উপর আমার আর কোনও কথা
কইবার অধিকার নেই বাবু-সাহেব! তবে আর একটা
কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। পিতার সঙ্গে যদি
আপনার সাক্ষাৎ হয়, তা হ'লে তাঁকে কি বলবেন?

রঙ্গ। যা ঘটনা ঘটেছে, যেক্রম ক'রে আপনাকে
পেয়েছি, সব বলব।

কলি। তা বললে যে আমাকে উদ্ধার করার
কোনও ফল হবে না।

রঙ্গ। কেন?

কলি। পিতা আমার বড় অভিমানী। আপনাকে
সে কথা বলি নি। পিতা যদি জানতে পারেন, তাঁর
কতকগুলো অপরিচিত বুকের হাতে হাতে
বৃক্ষচাত আনারের মত লোকালুকি হয়েছে, তা হ'লে
তিনি আমাকে হয় ত কড়া ব'লেই বীকার করবেন না।

রজ। বাবার মুখে আপনি যে আনাকে বিবশ
করে কেলসেন।

কলি। এই যে অনবগুণিত মন্তকে এক খাঁচলে
ব'লে আপনার সঙ্গে এতকণ ধ'রে বাক্যলাপ করলুম,
এ কথাও ত তা হ'লে আপনি বলবেন?

রজ। যদি প্রব্রহ্মে এমন অবস্থা ঘটে যে, এ
কথা না কইলেই নয়, তা হ'লে মিথ্যা কইতে পারব
না। নতুবা উপবাচক হয়ে আপনার সম্বন্ধে অগ্রয়োজনীয়
কোনও কথার উত্থাপন করব না।

কলি। আমি যদি আপনাকে সত্য গোপনে
অগ্ররোধ করি?

রজ। আমি মিথ্যা কইতে পারব না।

কলি। বেশ, আপনি পিতার অগ্রসন্ধান করুন।

রজ। ওরে! এইবার তোর বিবিসাহেবকে নিয়ে
যা।

(বালকগণের প্রবেশ)

বালকগণের গীত।

তবে এস ঘরে এস ঘরে

মোদের কুঁড়ে ঘরে।

বলতে কথা সরম লাগে

নিয়ে যেতে ভয় করে ॥

ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো,

য'দিন থাক ত'দিন ভালো,

থাকবে য'দিন রাখা দিয়ে থাকব

প'ড়ে দোরে ॥

কি আছে তা করব দান,

(তবে) প্রাণ দিয়ে তোমার

রাখব মান,

শত্রু যদি ধরতে আসে করব সড়কি

বেঁধা তারে।

মুণ্ড ছিড়ে গড়িয়ে দেব

(তোমার) রাজ্য চরণ প'রে ॥

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

ভুবনেধরী ও গজানন।

ভুবনে। তুই এই বিবাহটা রোধ করতে পারলি নি?

গজা। বিবাহ কি আমার স্রুযে হয়েছে যে,

রোধ করব।

ভুবনে। সে ত মিছামিছি কারও সঙ্গে কলহ
করবার ছেলে নয়।

গজা। সে তুমি জানলে আর আমি জানলুম।

অন্তে ত তা বুঝবে না। বিশেষতঃ জায়গীরদারের ছেলের

সঙ্গে লড়াই। লোকে বুঝেও বুঝবে না। তোমার

ঘেওরকেই দোষী করবে। করবে কেন, করছে। বড়

বাবু কারও কাছে মুখ পাচ্ছেন না।

ভুবনে। সে কোথা গেল, জানতে পারলি?

গজা। তা জানতে পারলে ত ধ'রে আনতুম।

কোথাও তাকে খুঁজে পেলুম না ব'লে মনে করলুম,

তিনি বাড়ী এসেছেন।

ভুবনে। তাকে খুঁজে আনতে না পারলে যে, আমি

নিশ্চিত হ'তে পারছি না।

গজা। আমিও কি পারছি মা? ছোট বাবু

কাড়িক ভয় করবার ছেলে নয়। তিনি বাড়ী আসবার

হ'লে এতক্ষণ নিশ্চয় আসতেন।

ভুবনে। তা হ'লে নিশ্চয় সে বিপদে পড়েছে।

গজা। বিপদে পড়েন নি। সে বিষয়ে আমি

নিশ্চিত জেনে এসেছি।

ভুবনে। তবে সে আসছে না কেন? বেলা শেষ

হয়ে গেল। সে বেশ জানে, সে না খেলে তার মা

জলপর্যন্ত মুখে দেবে না। বিপদে না পড়লে কখন

সে আসতে এত বিলম্ব করে? সে নিশ্চয় বিপদে

পড়েছে। তুই ছোটবাবুকে খুঁজে নিয়ে আয়। যেখান

থেকে পারিস নিয়ে আয়। যদি অসুখে না চায়, জোবু

ক'রে ধ'রে আনবি। বলবি, তোমার মা কাঁদাকাটি

করছেন। তুমি শীগ্গির চল।

গজা। বড়বাবু এসে যদি আমায় খোঁজ করেন?

ভুবনে। আমি তার জবাবদিহি করব।

গজা। (স্বগত) দম্ভ মানুষের বেটা তুমি।

মায়ের মেহকেও তুমি হার মানিয়েছ। [প্রস্থান।]

ভুবনে। তাই ত। কি যে বিপদ ঘটলে, তা

তো বুঝতে পারছি না। মরণটা হয় ত বাঁচি। শান্তডীকে জালা পোহাতে হ'ল না! শব্দর কোথায় যে গেলেন, এই বাইশ বৎসরেও তাঁর বোঁজ হ'ল না। মাঝখান থেকে ভোগ ভুগতে রইলুম আমি। জন্মান্বরে কত যে পাপ করেছিলুম, তার অবধি নেই।

নন্দ। (নেপথ্যে) গজা! কিরে আর!

গজা। (নেপথ্যে) আজ্ঞে আমি ছোটবাবুকে খুঁজতে বাচ্চি।

নন্দ। (নেপথ্যে) তোকে কোথাও বেতে হবে না, কিরে আর।

(নন্দলালের প্রবেশ)

ভুবনে। হ্যাঁগা! দেখা পেলে?

নন্দ। আ মরু বেটা, কথা শুনহিস না কেন?

গজা। (নেপথ্যে) মা খুঁজতে বলেছেন।

নন্দ। বলুক, তুই কিরে আর! তোকে খুঁজতে হবে না।

ভুবনে। খুঁজে পেলে?

নন্দ। দেখ গজা! এইবারে মার খেয়ে মরবি।

ভুবনে। বসি, আমার কথাই উত্তর দিচ্ছ না কেন?

নন্দ। কি তোমার কথা, তা তার উত্তর দেব?

ভুবনে। তাকে খুঁজে পেলে কি না বল না।

নন্দ। সে চুপোয় গেছে। এখানে কোথায় তোকে খুঁজে পাব?

ভুবনে। আ মরি! কথার স্রী দেখ একবার।

নন্দ। এখন দেখছি, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগারও মুহূর্ত হ'লে ছিল ভাল।

ভুবনে। বালাই, কি অপরাধে সে মরতে যাবে?

নন্দ। অপরাধ এখন জানতে পারবে এখন। এ বংশে এমন কুলাঙ্গার কোথা থেকে জন্মাল?

ভুবনে। কেন, কুলাঙ্গার সে কিসে হ'ল? একটু আদটু নেশা করে ব'লে? তোমার বংশে সকলেই কি তোমার মত পদ্মরাজ যুধিষ্ঠির জন্মেছিল? নেশা কি আর কেউ করে নি?

নন্দ। শুধু নেশা করলে সে আমার বাপের ঠাকুর।

ভুবনে। আর কি সে করেছে?

নন্দ। আমার মুখ করেছে। লক্ষীছাড়া হ'তে সব নষ্ট হ'ল দেখছি।

ভুবনে। দেখ, কিছু না জেনে শুনে, মিছামিছি আমার সমুখে তাকে গাল দিও না।

নন্দ। আর তুমিও—যাক যতটুকু মমতা দেখান উচিত—তার অতিরিক্ত মমতা তাকে দেখিও না।

ভুবনে। মমতাটা কি দেখালুম?

নন্দ। জন্মের মত তার মাথাটি খেয়ে দিয়েছ, আবার দেখাবে কি? শুনেছ ত, মায়ের চেয়ে যে অধিক মমতা দেখায়—

ভুবনে। তাকে বলে ডান। তা আমি ডাইনীই ত। বল না, স্পষ্ট ক'রেই বল না—আমি ডাইনী। তা সে কথা অত বোর প্যাঁচ ক'রে বলবার দরকার কি?

নন্দ। একদিনের জন্তও ছোড়াটাকে শাসন করতে দিলে না। তার ইহকাল পরকাল সব নষ্ট করলে।

ভুবনে। নষ্ট করলুম আমি না তুমি? তুমি কি শাসন করতে জান?

নন্দ। হয়েছে—হয়েছে—থাম।

ভুবনে। তুমি যে রকম শাসন-কর্তা প্রকৃষ, তাতে সে যদি খরাপ হয়, সে ত তোমারই দোষ।

নন্দ। হয়েছে, বুঝছি, থাম। গজা আসছে।

ভুবনে। আশুক না গজা। আমি কি কাউকেও ভয় ক'রে কথা বলছি।

নন্দ। আচ্ছা এ সবকিছু আমারই দোষ।

ভুবনে। নিশ্চয়—তা আবার ঢোক গিলে বলছ কি?

(গজাননের প্রবেশ)

নন্দ। সে হতভাগাকে খোঁজা রেখ না তোকে বলি, এখনি কর!

গজা। বল!

ভুবনে। আমার সমুখে তাকে হতভাগা হতভাগা ক'র না।

নন্দ। এখনি একখানা পালকী—

ভুবনে। কি জন্ত সে হতভাগা হ'তে যাবে?

নন্দ। কি জালা, আমাকে কথা কইতে দেবে না?

ভুবনে। ও ছেলে ব'লে তাই—একটু আদটু নেশা ক'রে থাকে। অস্ত্র ছেলে হ'লে এতদিন আরও কত কি করত।

নন্দ। তাই করেছে, আর করত নয়।

ভুবনে। কি করেছে?

নন্দ। আমার মুখ করেছে। সর্দিয়া থেকে

আমার বাস ওঠাবার জোগাড় করেছে। (গজাননের প্রাতি) বা বললুম—বুঝি!

[গজাননের প্রস্থান।]

ভুবনে। ওকে এমন সময় পাল্‌কী আনতে পাঠালে কেন?

নন্দ। তোমাকে এখন রঙা হ'তে হবে।

ভুবনে। কোথায়?

নন্দ। আপাততঃ তোমার বাপের বাড়ী।

ভুবনে। তার পর?

নন্দ। তার পর যেমন বুঝবে। কিরিয়ে আনবার হয়, কিরিয়ে আনবে। না হয়, পিসের কাছে বিষ্ণুপুরে পাঠিয়ে দেব।

ভুবনে। পাঠানদের সঙ্গে দালা করবে নাকি?

নন্দ। দালা আমাকে করতে হবে না। যা করবার পাঠানরাই করবার ব্যবস্থা করেছে। আজই হ'ক, কালই হ'ক, দুদিন পরেই হ'ক, তারা আমাদের বাড়ী চড়াও হবে। ব্যাপার বড়ই গুরুতর, সমস্ত পাঠান জোট বেঁধেছে।

ভুবনে। তাদের এমন মর্মান্তিক আক্রোশ হ'ল, কারণটা কি?

নন্দ। কারণটা এখনও বুঝতে পারছ না? তবে আর হতভাগাকে গাল দিচ্ছি কেন?

ভুবনে। পাঠানদের মেয়েছেলের সঙ্গে কি কোনও তামাসা বিজ্ঞপ করেছে?

নন্দ। বিজ্ঞপ কি—ছিনিয়ে এনেছে।

ভুবনে। বল কি?

নন্দ। এই ত শুনিছি। সমস্ত খবর এখনও পাই নি। ব্যাপারটা কি জানবার জন্য নায়েব শাহিকে পাঠিয়েছি।

ভুবনে। মিথ্যা কথা! তার কি এত সাহস হ'তে পারে?

নন্দ। মিথ্যা কি সত্য, নায়েব শাহী কিরে এলেই জানতে পারবে। তবে তিনি আজ রাতেই তোমাকে স্থানান্তরে পাঠিয়ে দেবার কথা ব'লে পাঠিয়েছেন।

ভুবনে। তোমাদের ফেলে যাব, আমার মন স্থির হবে কেন? বিশেষতঃ বোকা ছেলেরা কোথায় রইল, জানতে পারলুম না।

নন্দ। কি করবে—তোমার বরাত। যদি ইজ্জত রাখতে হয়, তা হ'লে তোমাকে এখানে রাখতে সাহস করি না।

ভুবনে। তোমরাও আমার সঙ্গে চল না কেন?

নন্দ। ছোড়াকে পাই, তার হাত পা বেঁধে

তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।

ভুবনে। আর তুমি?

নন্দ। আমি? তুমি কি কেপেছ। আমি

পালিয়ে বংশের নাম ভুবনে দেব?

নায়েব। (নেপথ্যে) বড়বাবু।

নন্দ। বাই নায়েব শাহী।

নায়েব। (নেপথ্যে) থাকে পাঠিয়েছ?

নন্দ। না।

নায়েব। (নেপথ্যে) বিলম্ব ক'র না।

নন্দ। ওই শোন—প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও।

নায়েব। (নেপথ্যে) তোমাকেও বিশেষ প্রয়োজন।

নন্দ। বাচ্ছি—বাচ্ছি। যা বলবার বললুম বড় বো। এর পর বলতে আসবার বোধ হয় সময় পাৰ না।

[প্রস্থান।]

ভুবনে। যা ভয় করলুম, তাই হ'ল! শেষকালে ছেলেরা চরিত্রহীন হয়ে পড়ল। হয়ে এমন বিপদ বাধালে যে, স্বামী ছেড়ে, তাকে ছেড়ে, ঘর ছেড়ে, আমাকে পালাতে হ'ল। এ বিপদ থেকে যদি বাবু নিস্তার পান, তা হ'লে রঙ্গলালকে তার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দেব। আর না—আর না। মাতৃহীন শিশুকে হত্যাকার ঘর থেকে কুড়িয়ে মাহুত করোছ। নিজে বন্দ্য—তাকেই গর্ভস্থ সন্তান মনে ক'রে, মোহে, সত্যই ত তার পরকাল নষ্ট করোছ! আজ সে যে কার্য করেছে, কুলবধু হ'য়ে আমি ত তার সে পশু ব্যবহারের সমর্থন করতে পারি না! আর না—আর না! আর আমি তার সঙ্গে মাতা-পুত্রের গতানো সম্পর্ক রাখব না। বলতে বুকটা কাঁপবে—তা কাঁপুক। কথা মুখ দে বার করতে বারংবার বাধা পড়বে, তা পড়ুক। আমি এইবার দেখা পেলেই তাকে তার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দেব।

(কিয়ের প্রবেশ)

ঝি। ওমা! মা! কোথায় তুমি?

ভুবনে। কি হয়েছে—কি হয়েছে?

ঝি। ছোটবাবু ও কাকে ধ'রে বাড়ীতে আনছে গো!

ভুবনে। কোথায়—কোথায় ?

শি। ওই যে ঝড়কীর বাগানের ভিতর দিয়ে
গে।

ভুবনে। চুপ চুপ—গোল করিস নি!

শি। টপি টপি—নখের উপর ভর দিয়ে—

ভুবনে। কোথায় দেখিয়ে দিবি চল।

শি। তুমি যাও না, তুমি যাও। দেখে আমার
গা কেমন কেমন করছে! ওমা! কি দেখা!
ছড়ী আবার ছোটাবুর কাঁধে ভর দিয়ে আসছে।

ভুবনে। আ মম! চোঁচিয়ে মরছ' কেন ?

শি। তুমি নিজে গিয়ে দেখে এস বাপু! পিঠে
বিহুনি-করা চুল, মাথা খালি, পায়ে জুতো, চোখ চুল
চুল করছে, ট'লে ট'লে পড়ছে! তুমি দেখে এস
বাপু! আমার দেখে লজ্জা করছে।

ভুবনে। বেশ, তোকে যেতে হবে না। দরজা
বন্ধ ক'রে তুই ঘরে থাক—আমি না ডাকলে এখন
আর কাউকেও দোর খুলে দিস নি। কর্তাবাবু এলেও
না। খবরদার, কেউ যেন না জানতে পারে। তাই ত।
বোকাটা আজ মান, সন্ত্রাস, ধর্ম সব নষ্ট করলে নাকি ?
[উভয়ের প্রধান।

চতুর্থ দৃশ্য

ঝড়কীর বাগান।

রঙ্গলাল ও কলিবেগম।

রঙ্গ। এইখানে এই গাছের তলার কিছুক্ষণের
জন্ত আপনাকে বিশ্রাম করতে হবে। গোপালজী
করেন, এইখান থেকেই আপনার এই নিদারুণ কষ্টের
অবসান হয়। আপনার অধুরোধে এই পথটা হাঁটিয়ে
এনে বড়ই নির্ভর দিতার কাজ করছি।

কলি। আপনার কোনও অপরাধ নেই। আমি
যে পথ হাঁটিতে এত অপারাগ, তা আমি নিজেই জানতুম
না।

রঙ্গ। যা হ'বার হয়ে গেছে—এইবারে মা'র সঙ্গে
দেখা। মা'র অহুমতি পেলেই, আপনাকে বাড়ীটুকু
পর্যন্ত আর একবার হাঁটিতে হবে। সেই শেষ।
আমতে আসতে পথে আপনাকে সবতাই বলেছি।
দয়াময়ী মা আমার, আমার মুখে সমস্ত কথা শুনে যদি

আপনাকে গৃহে স্থান দেন, তবেই আমি নিজে
ভাগ্যবান মনে করব। যদি না দেন, আপনি যেন সে
জন্ত ক্ষুব্ধ হবেন না।

কলি। ক্ষুব্ধ হব না। তবে বুঝব, তা হ'লে আমি
একান্তই ভাগ্যহীন।

রঙ্গ। তখনই আপনাকে সেই দরিদ্রদের কুটীরে
ফিরতে হবে।

কলি। তখনই ফিরব।

রঙ্গ। সেইখানেই থাকতে হবে।

কলি। আপনি কিরে না আসা পর্যন্ত আমি
জন্ত কোথাও যাব না।

রঙ্গ। না না—তা কেন? আপনার পিতার
সংবাদ পেলে তখনই সেখানে চ'লে যাবেন।

কলি। সংবাদ কি, পিতা যদি জানতে পেরে
আমাকে নিয়ে যাবার জন্ত লোক পাঠান, তবু আমি
যাব না।

রঙ্গ। না না—সে কি বলছেন?

কলি। পিতা যদি নিজে আসেন, তবু যাব না।

রঙ্গ। এ আপনি গোল করছেন।

কলি। গোল আপনি করছেন—এতক্ষণ বেশ
কথা কইছিলেন। এইবারে মজা আবার আপনার
মস্তিষ্ক নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। পিতা আমার সঙ্গে
সেই পর্ণকুটীরে ব'সে আপনার দিগে আসবার অপেক্ষা
করবেন।

রঙ্গ। ও কথা বলতে নেই।

কলি। আপনি বলাচ্ছেন যে। অথচ বাক্য-
ক্ষুরণে আর আমার শক্তি নাই! আপনি আমার
সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

[কলির কুজাস্তরালে গমন ও রঙ্গলালের প্রস্থান।

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

ভুবনে। কই—কোথাও ত দেখতে পেমুখ না!
বোকা মুখটা তাকে নিয়ে গায়ের ভিতর ঢুকল না কি ?
আর ত আমি থাকতে পারি না! তিনি তখনই
আমাকে যাবার জন্ত প্রস্তুত হ'তে বলেছিলেন।
এখন এখন ক'রে বোকাটাকে খুঁজতে যে রাত হয়ে
গেল! ওদিকে যে কি কাণ্ড হচ্ছে, তা ত বুঝতে
পারছি না! না আর না। স্বামীর কাছে তিরস্কার,
শোকের কাছে গঞ্জনা—এ সব একদিনও কানে
তুলি নি। কিন্তু এ কি? একদল পুত্র কার্যের প্রস্র

দিলে আমার যে ধর্ম বার ! মায়ের মমতার সন্তানের চরিত্রহানি এক কথা, আর আমার মমতার আর এক কথা। মমতা ? কিসের মমতা ? নিজের পেটে ছেলে হ'ল না—গোপাল আমাকে পুত্র-স্নেহের অধিকারী করেন নি—তবে কেন তাকে মমতা দেখিয়ে নিজের মান, সম্মান, ধর্ম সব জলাঞ্জলি দিতে বসেছি ? আর না—আর না। একবার তাকে দেখতে গেলে হয়।

(রক্তশালের প্রবেশ)

রক্ত। মা !

ভুবনে। এই যে—এই যে—রক্তশাল ! তুমি এসেছ ?

রক্ত। এসেছি। গোল ক'র না মা !

ভুবনে। রক্তশাল ! আর তুমি আমাকে মা ব'ল না।

রক্ত। মা বলব না !

ভুবনে। না। আমি তোমার ভ্রাতৃজ্ঞায়া। শৈশব থেকে তোমাকে মানুষ করেছি, এই যা। মনে দুঃখ ক'র না।

রক্ত। কি বলো ! (হাস্ত) আর একবার বল।

ভুবনে। দুঃখ ক'র না রক্তশাল !

রক্ত। দুঃখ ? ভারি আনন্দ—কেয়া আনন্দ—আর একবার বল।

ভুবনে। যত দিন তুমি শিশু ছিলে, তত দিন তোমার মা বলা সেজেছিল। এমন তুমি যুব-পুরুষ। আর হু'দিন পরেই তুমি বিবাহিত হবে। তোমার বধু হবে আমার যা'। সে আমাকে যখন দিদি ব'লে ডাকবে, তোমার মত মা বলতে পারবে না, তখন আগে হ'তেই তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। এখন থেকে আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্কাত্মবায়ী আলাপ করবার সময় এসেছে।

রক্ত। হ ! বুঝতে পেরেছি। এ কথা আজ আমাকে কেন বল্ল, তাও বুঝতে পেরেছি। তবে এ কথার জবাব দেবার আমার সময় নেই।

ভুবনে। তার পর ? তুমি কি ক'রে এসেছ বল দেখি ? সাদী খাঁর ছেলে আমাদের বাড়ী আক্রমণ করতে আসছে কেন ?

রক্ত। এ কথারও জবাব দেবার আমার সময় নেই। এখন আমার একটি অসম্পূর্ণ কাজ তোমাকে পূর্ণ করতে হবে।

ভুবনে। কি করতে হবে বল।

রক্ত। শুনেছি নৃত্যকাগার থেকে কুড়িরে তুমি আমাকে মানুষ করেছ। মায়ের অভাব এ বয়স পর্য্যন্ত তুমি আমাকে বুঝতে দাও নি। আমি কিন্তু এ যাবৎ তোমার স্নেহের উপর কেবল অত্যাচারই ক'রে আসছি।

ভুবনে। পাগলের মত এ সব কি বলছিস, রক্তশাল ? কথার স্রী ছাঁদ কি তোমার আজুও হ'ল না ?

রক্ত। আমি মাতাল হই, আর বাই হই—সেহঁটা ত বুঝতে পারি ? আজ আবার নিগুতভাবে তোমার সেই প্রগাঢ় স্নেহের নিদর্শন দেখতে পেলুম। বাড়ীতে কি চাকর কেউ নাই—ভিতর বাড়ী—বার বাড়ী—সব যেন শূন্য। দাদাও নেই। হতাশ হ'য়ে গৃহত্যাগ করতে গিয়ে দেখি, তুমি আছ। সকলেই পালিয়েছে—তুমিই কেবল আমার স্নেহ পায়ে ঠেলে গৃহত্যাগ করতে পার নি।

ভুবনে। আমার স্তুতি করতে তোমার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠের অসম্মান ক'র না রক্তশাল !

রক্ত। দাদা ! দাদা ! (যুক্ত করে প্রণাম)—ঊঁর অসম্মান—আমি করব ?

ভুবনে। আমি তোমাকে কোল পর্য্যন্ত তুলতে পেরেছিলুম। নীরস স্তম্ভ তোমার মুখে দিয়ে শিল্পকে প্রভারণা করেছিলুম, কিন্তু তিনি ঊঁর বন্ধের উচ্ছ্রাস আবারও তোমার জীবন রক্ষা করেছেন।

রক্ত। মা ! আমি স্বপ্নেও কখন তাঁকে গুরু ভিন্ন অন্য কোনওরূপে চিন্তা করি নি।

ভুবনে। তিনি গৃহত্যাগ ক'রে থাকেন, তা হ'লে তা তোমারই রক্ষার উদ্দেশ্যে করেছেন।

রক্ত। হ ! এইবারে বুঝছি আমি মাতাল। রসনা আমার মনকে লুকিয়ে এমন কথা কয়েছে, বাতে তোমারও মনে আমি আঘাত দিয়েছি। বেশ, বেশ ! এইবারে স্নেহময়ি, আমার আবেদন শোন।

ভুবনে। অমন ক'রে কথা কয়ো না রক্তশাল ! তুমি স্নেহের পাত্র ব'লে তোমাকে যতটুকু স্নেহ দেখানো প্রয়োজন, ততটুকু দেখিয়েছি।—আমি বেশী কিছু করি নি।

রক্ত। আমি কিন্তু তার উপর যত অত্যাচার করতে পেরেছি—করেছি। আজ সেই স্নেহের উপর শেষ অত্যাচার করব। তুমি আজ একটু সাহায্য ক'রে তোমার স্নেহের কার্য সম্পূর্ণ কর।

ভুবনে। কি বলতে চাও, শীঘ্র বল। আমিও
অন্তর বাবার জন্ত বাড়ী থেকে পা বাড়িয়ে রয়েছি।

রঙ্গ। তুমিও পা বাড়িয়ে রয়েছ ?

ভুবনে। শুধু তোমার সঙ্গে দেখা না করে যেতে
পাচ্ছিলুম না।

রঙ্গ। আর কেন, সাফাৎ ত হয়েছে, এইবারে যাও।

ভুবনে। তুমি যে কি বলবে বলছিলে ?

রঙ্গ। যে কথা জিজ্ঞাসা করব, তার জবাব তুমি
আগেই দিয়েছ। গৃহত্যাগিনী রাগগৃহিণীর কাছে
আবেদন করার আহার কিছু নাই।

ভুবনে। পাগলামী করিস কেন ? কি বলতে
চাস বল। যদি থাকবার প্রয়োজন বুঝি—তা হ'লে
যাব না।

রঙ্গ। যাবে না ?

ভুবনে। এই যে বললুম।

রঙ্গ। যদি পাঠানে বাড়ী আক্রমণ করতে আসে ?

ভুবনে। তবু থাকব।

রঙ্গ। যদি গা শুদ্ধ লোক পালিয়ে যায় ? দাদা
যদি বাড়ী রক্ষা করতে অপারগ হন ? পাঠান যদি—

ভুবনে। বাজে বক্ছিস কেন রঙ্গলাল ! তোর
বদিও মা নই, এ গর্ভে ধারণ করা ছাড়া মায়ের সমস্ত
কাৰ্য্য আমি করেছি। তুই নিজেকে বিজ্ঞ মনে করতে
পারিস, আমি কিন্তু এখনো তোকে—সেই শিশুই দেখে
থাকি, তোর হৃদয়ে আমি আর কি গম্ভীর কথা কইব !
তোরা দাদা এ কথা কইলে তাকে আমি বলতে পারতুম।
মূৰ্খ রাঠোর ! রাজপুতানা থেকে বাঙ্গলায় এসে
এধানকার সজল বায়ুতে তোদের সাহস সিক্ত হ'তে
পারে; কিন্তু আমি শিশোদীয় কত্তা। চিতোর—
আমাদের সতীত্বের আকর তুমি—অনন্ত ফুলিঙ্গের
প্রবাহ পাঠিয়ে—যেখানে শিশোদীয় কত্তা আছে,
সেইখানেই তার সতী-হৃদয় ক্ষতবেজে উদ্দীপ্ত ক'রে
রেখেছে। গায়ে লোক না থাকে, তোরাও যদি না
থাকিস—পাঠান যদি অন্তঃপুরের দ্বার ভগ্ন করে—
যদি থাকবার প্রয়োজন বুঝি, আমি থাকব।

রঙ্গ। নিশ্চিন্ত—বিবিসাহেব ! এইবারে
আহ্ন।

(কলিবেগমের প্রবেশ)

ভুবনে। এ কি ! এ কাকে সঙ্গে ক'রে এনেছিল
রঙ্গলাল ?

রঙ্গ। আহ্ন—নিঃসঙ্কোচে আহ্ন। এই ইনিই

আমার—এখন থেকে তোমাকে কি ব'লে ডাকব ?

কলি। আমি বলছি—আপনার মা। আমি

অন্তরাল থেকে সব শুনেছি। উনি সম্পর্ক ত্যাগ করতে
চাইলেও আপনি ত্যাগ করবেন না।

ভুবনে। কে তুমি মা ?

কলি। তোমার কাছে পরিচয় গোপন ক'রব

কেন—আমি অভাগিনীই গোড়ের উজীর-পুত্রী।

রঙ্গ। মোগলের সঙ্গে মুলতানের যুদ্ধ বেধেছে।
এর পিতা রক্ষীর সঙ্গে একে কটকে রওনা ক'রে যুদ্ধ
করতে গিয়েছেন। হুয়ায়া মুদা খাঁ পথ থেকে একে
চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল। তোমার আশীর্বাদে আমি
একে হুয়ায়া হাত থেকে রক্ষা করেছি।

ভুবনে। রঙ্গলাল—রঙ্গলাল—রঙ্গলাল ! এখন
মনে হচ্ছে—আমিই তোমাকে গর্ভে ধারণ
করেছি।

রঙ্গ। এখন শেষ-রক্ষা তুমি।

ভুবনে। এর উত্তর পরে। মায়ের মূখ দেখে
বুঝতে পারছি, মূখে তার জল দিতে সামান্য মাত্র বিলম্ব
করলে, তোমার এই অপূর্ণ পুরুষকার নিফল হবে।
বাড়ীতে একে নিয়ে যাবার বিলম্ব সহ্যে না—এই
চাবিকাটি নাও। পাঠানের আসবার কথা শুনে
পুরোহিত মন্দির ফেলে পালিয়েছে। তুমি গিয়ে
এখনি গোপালবাড়ীর দ্বার উন্মোচন কর।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।

এস মা, এইবারে আমার কাঁধে ভর দাও।

কলি। কোথায় নিয়ে যাবেন রঙ্গন ?

ভুবনে। গোপাল-মন্দিরে।

কলি। সে কতদূর ?

ভুবনে। ছ'পা চললেই দেখতে পাবে। অতি
নিকটে।

কলি। আমি কি এতই ক্লান্ত যে ছ'পা চলতে
আপনার কাঁধে ভর দিতে হবে ?

ভুবনে। ক্লান্ত কি না তুমিই বল। তুমি কি
বরাবর নিজের পায়েই ভর দিয়ে এখানে এসেছ ?

কলি। কোথায় নিয়ে যাবে নিয়ে চল মা !

[ভুবনেরবীরী স্বক্বে হস্ত রক্ষা ও

উজ্জয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

গোপাল-বন্দির।

রজলাল।

রজ। গোপাল! তোমার ঘরে রজ নেই—কিন্তু ঘরের প্রতি বায়ু-কণা আজ মাদকতার পূর্ণ করে রেখেছে। বতবার এ বায়ুর খাঁস নিচ্ছি, ততবারই আমার নেশা বেড়ে যাচ্ছে। রক্ষা কব, মস্তিষ্ক আমার ক্ষতিত হবার উপক্রম করেছে।

ভুবনে। (নেপথ্যে) রজলাল!

রজ। এই যে আমি পাড়িয়ে আছি।

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

ভুবনে। যাও, এখনি তোমার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। তোমাকে না দেখে তিনি বড়ই ব্যাকুল হয়েছেন।

রজ। এই অবস্থাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করব?

ভুবনে। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ্য অবস্থা আর কখনও তোমার আসে নি।

রজ। বিবি-সাহেবের বাতপার অসুস্থকানে যাব। হয় ত বর্তমান পর্যন্ত বেতে হবে।

ভুবনে। আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। তার পর যেখানেই যাও, কিছু মুখে দিয়ে যাত্রা কর। বাইরের ফটক আবার তুমি বন্ধ করে চলে যাও। খবরদার, বন্ধ করতে যেন বিস্মৃত হয়ে না।

রজ। চাবী?

ভুবনে। তোমার দাদার হাতে দিও।

[রজলালের প্রস্থান।]

ভুবনে। এস মা! আর একটু এস। তোমার পথ-কষ্টের এইবারে শেষ হ'ল।

(কলি বেগমের প্রবেশ)

কলি। এ কোথার আনলে মা?

ভুবনে। এই আমাদের কুল-দেবতা গোপালের মন্দির।

কলি। সে কি মা, আমি যে মুসলমানী।

ভুবনে। সত্য মা! কিন্তু আজ তুমি অতিথি, হিন্দুর চক্ষে দেবী। অতিথি-স্বপিনী নারায়ণি! তুমি যে আমার জয়লক্ষী—নিরাশ্রয় বিপন্নর মুক্তি ধরে তুমি আমাকে ছলনা করতে এসেছিলে; কিন্তু মা, এই গোপালের কৃপায় তুমি আমাকে প্রত্যাহত

করতে পার নি। বিশেষতঃ একটু আগে আমি আমার দেবরের একটা বে কালিদামর চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করেছিলেন—তুমি এসে সোনার জলে সেটিকে ধুয়ে দিয়েছ। তোমাকে সোনার আসনে বসিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারতুম, তবে আমার আক্ষেপ মিটে যেত। তা করবার সময় নেই, বুঝতেই পারছ মা, এখন আমরা নিরাশ্রয়, তাই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় গোপালের ঘরে তোমাকে নিয়ে এসেছি।

কলি। আমি যদি না যাই?

ভুবনে। না যাই কি মা-মন্দির, আগেই তুমি এসেছ। আর তোমার বাহির হবার উপায় নেই।

কলি। বলেন কি? তবে কি আমি বন্দিনী?

ভুবনে। না ভাগ্যবতি—তুমি মুক্তা। গীর নাম-স্মরণে হুনিয়ার বন্ধন শিথিল হয়, তাঁর ঘরে তুমি বন্দিনী হবে কেন? নাও—এইবারে গোপালের প্রসাদ—জীবন রক্ষা করবে এস।

কলি। আমি ত খাব না।

ভুবনে। না খাও মরতে হবে।

কলি। সে-ও ভাল—আমি মরব।

ভুবনে। তবে মর! বুঝছ কি মা, তোমাকে উপলক্ষ করে আজ এইখানে রাজপুত আর পাঠানের বলের পরীক্ষা হবে। বেচৈ খাঁক, দেখবে। মর, আমার ইষ্টদেবতার সম্মুখে তোমাকে সমাধিস্থ করব। তোমার দেহ পাঠানকে আর স্পর্শ করতে দেব না।

কলি। আমার বাপ যদি স্পর্শ করতে চান?

ভুবনে। হিন্দুর চক্ষে পিতাই ঈশ্বর। তাঁর পাঠান ব'লে স্বতন্ত্র অভিধান নাই।

কলি। দাও মা, গোপালের প্রসাদ খেতে দাও—আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে।

ভুবনে। তাই ব্রল—তবে আর একটু তোমাকে কষ্ট দেব। মন্দিরের উপরটা দেখেছ?

কলি। তাই ত মা, এমন স্নান্য কাকর্ষ্যবস্তু মন্দির—তাঁর মাথাটা তাক্স কেন?

ভুবনে। বলছি—বলছি—(মন্দিরদ্বার উন্মোচন)
—আর একটু এস—আর একটু এস।

(পট-পরিবর্তন।)

কলি। আহা, এ কি! এমন সোনার বরণ ছেলেকে এ ঘরে এমন করে বন্ধ করে রেখেছ কেন?

ভুবনে। তুমি ওকে সোনার বরণ দেখলে?

কলি। এমন কখনও কখনও দেখি নি। মা'র কাছে এক দিন গোপালের কথা শুনেছিলাম—আজ দেখলাম।

ভুবনে। মা'র কাছে শুনেছিলে।

কলি। পিতা আমার পাঠান—মা ছিলেন হিন্দু-রমণী।

ভুবনে। ভাগ্যবতি, তুমি ধন্য! আর তোমাকে এখানে এনে আমি ধন্য। বড় ছই ব'লে শুকে বন্ধ ক'রে রেখেছি। গোপাল! এক দিন যে পাঠান তোমার মন্দিরের চূড়া ভেঙ্গে দিয়েছিল, আজ সেই পাঠানের উজীর-পত্নী তোমার ঘরে অতিথি। দুর্ভাগ্যের বল আশ্রিত-বংশল! যে করুণায় বহু অন্তর্গামী বলীয়ান পাঠানের হাত থেকে একটি নগণ্য বালককে উপলব্ধ ক'রে এই বিপন্নাকে রক্ষা করেছে—গোপাল! সে করুণাকে অসম্পূর্ণ রেখ না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন।

সাবাজ খাঁ ও জুনিদ খাঁ।

সাবাজ। ব্যাকুল হবেন না জনাবালি! যুদ্ধে উভয়পক্ষই কখনও জয়ী হয় না। যোদ্ধার যদি কর্তব্যের ক্রটি না হয়, তা হ'লে পরাজয়ে আক্ষেপ করবার তার কিছুই থাকে না। দরদৃষ্টকে দোষ দিন।

জুনিদ। আমার শক্তিতে বতদূর সাধা আমি করেছি।

সাবাজ। তবে আর কি? আপনার সাহস বীরা ও বুদ্ধি সমস্তই তা আমার জানা আছে। তবু এখন যে কোন উপায়ে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আপনার ক্ষোভের কিছু কি অবশিষ্ট আছে?

জুনিদ। বারো জনা গেছে।

সাবাজ। সিকি তা আছে?

জুনিদ। তাতে কি হবে?

সাবাজ। তাতে এখন কিছু হবে না। এ সামান্য পাঁচ হাজার কেম, মোগলের নৃশন ধরুণের কামানের

সম্মুখে হালকা সৈন্ত নিয়ে উপস্থিত হ'লেও আমরা দাঁড়াতে পারব না। তবে এই কামানের সবককতা করবার অল্প উপায় উদ্ভাবন করবার সময় এখনও বর্ধেই আছে।

জুনিদ। কি তা হ'লে ককতব্য?

সাবাজ। কটককে কেন্দ্র ক'রে আত্মরক্ষা।

জঙ্গল এ দেশের আবরণ; জঙ্গলভরা পাহাড় এ সকল স্থানের স্বাভাবিক কেন্দ্র। আপনার বা সৈন্তাবশেষ সংগ্রহ করুন। উজীরের বা সৈন্ত অবশিষ্ট আছে, তিনি সংগ্রহ করুন। বাকী সৈন্ত স্থলতানের। এই তিন দল একত্র হ'লে এখনও আমাদের প্রায় বাট-হাজার সৈন্ত আছে। তার ওপর এ দেশে বহুকাল ধরে অনেক পাঠান জায়গীরদার বাস করছে। হু'পাচ-ঘর ছত্রী জমীদার আছে। সকলে সাহায্য করলে আরও দশ বারো হাজার সৈন্ত আমরা পেতে পারি। জঙ্গল নদী আর পাহাড়ের সাহায্যে এই সৈন্ত নিয়ে আত্মরক্ষার প্রস্তুত থাকলে মোগলকে উড়িয়ার প্রবেশে এখনও অনেক বেগ পেতে হবে। এর পরে আমরা একটু সময় পেলে পাঠান-মর্যাদারক্ষার কোনও কি একটা ব্যবস্থা করতে পারব না?

জুনিদ। উত্তম পরামর্শ।

সাবাজ। এই কথা দাস্তিক উজীরকে আপনি শোনান। আমার দেওয়া পরামর্শ ব'লে পাছে তিনি গ্রহণ না করেন, সেই জন্য আমার নাম তাঁর কাছে উল্লেখ করতে আমি আপনাকে নিবেদন করি।

জুনিদ। আমি কি হীন কাপুরুষ যে, আপনার পরামর্শ নিজের ব'লে তাঁর কাছে উল্লেখ করব?

সাবাজ। বেশ, তবে বলবেন। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল না।

জুনিদ। এখন উজীর সাহেবকে কোথায় পাও?

সাবাজ। আপনারা মান্দারগের পথে এসেছেন, স্থলতান বর্দ্ধমান হয়ে এই কাড়খণ্ডের পথ ধরেছিলেন। উজীর তাঁর উড়িয়া-গমনের সাহায্য করতে সেই পথের কোন না কোন স্থানে অবস্থান করছেন।

জুনিদ। বেশ, আমি তাঁর খবর নিতে চাই।

সাবাজ। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে বলবেন, আমি স্থলতান ও রাজার অস্ত্রান্ত পরিবারবর্গকে মহানদী পার করিয়ে দিয়েছি, স্থলতানও এতক্ষণ বৈতরণীর পারে।

জুনিদ। উজীরের কতা?

সাবাজ। কই, তিনি ত তাকে আমার কাছে পাঠান নাই।

জুনিদ। বলেন কি?

সাবাজ। কি বুঝক? উজীর-কন্ডার স্মরণেই যে, হুজুর কথা সব ভুল হয়ে গেল?

জুনিদ। না জনাবালি—উজীর সাহেব কন্ডাকে আমার সঙ্গেই পাঠাতে চেয়েছিলেন। একদুপ সময়ে তাকে সঙ্গে রাখা, আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি নি।

সাবাজ। ভালই করেছেন—অনুচা। বুঝতীকে তার পিতার আশ্রয়ে রাখাই কর্তব্য। বিবাহটা হয়ে গেলে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে তাকে সঙ্গে রাখতে পারতেন। নইলে এর পর যদি আপনার পেরস্পরের বিবাহ না হ'ত, তা হ'লে বালিকার অবস্থা একটু বিপন্ন হয়ে পড়ত। আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি আপনার চরিত্রের উপর ইঙ্গিত করছি না।

জুনিদ। না—না—আপনি ঠিকই বলেছেন। বিবাহ? এই ত হ'তে হ'তে হ'ল না! মোগলের আক্রমণে কে যে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তার ঠিক ছিল না।

সাবাজ। এখনও ত আমরা দরিয়ায় ভাসছি।

জুনিদ। আর তার সঙ্গে দেখাই হবে কি না তার ঠিক কি?

সাবাজ। কিছুই বিচিত্র নয়।

জুনিদ। তবে আপনার সঙ্গে মিলিত হ'তে তিনি হাবসী-সরদার নসীব খাঁর উপর ভার দিয়েছেন। এই কথা শুনেছিলুম, তাই জিজ্ঞাসা করলুম।

সাবাজ। আমার কাছে সে আসে নি।

জুনিদ। যাক—উজীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'লেই সে কথা জানতে পারব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনুমধ্যস্থ বৃক্ষতল।

মৃত হাবসী-সরদারের পার্শ্বে বসিয়া

ভোলাই।

ভোলাই। (হাবসীকে পরীক্ষা) বেটা বেজার মাতাল হয়েছে দেখছি। ও মিঞা—মিঞা? ওঠ। এ তোমার খাস বাড়ীর বৈঠকখানা নয়! এ বাবা ব্যাড-খণ্ডের জঙ্গল—এখানে যদের ভেতরে বাবে বাছা

পায়ে, হাতী রাসা ক'রে খাব—বেলা বাসে—ওঠ। কই, বেটা লাড়াক দেখে না বে—হি বাবা! মদ আয়রাত খাই, কিন্তু তোমার মতন এমন বে-একদার হই না। এক পিলে মন খেরেও ঢোল-কপাটা খেলে আসি। (হস্তধারা গা তৈলিয়া)—ওঠ—ওঠ—ওঠ—ওঠ? ওঃ! কেয়া চেহারা? হাবসী ত হাবসী। বেটার কি সবই বেয়াড়া? একটা ভেলের কুপো—তাতে হাত পা গুলো জুড়ে দিয়েছে। বেটার মন খাওয়া কি বেয়াড়া। পেটটি ফুলে একটা মশক হয়েছে। হী-করা মুখে দাঁত ক'টি—বাঃ! বাঃ! ঠিক বেন ক্লপো-বীধানো হ'কো। বলি ও মিঞা! তবে থাক তুই প'ড়ে, উঠলে একটু বথরা পেতিস। আর পেচি নি। এই—(বোতল নিজের মুখের কাছে ধরিয়া) দেখ—এখনও দেখ। এখনও হাত বাড়ালে পেতে পারি। দেখ—এই দেখ—গেল, চ'লে গেল। এখনও হ' দিলে পাস। এক—দো—তিন—ঘা শালা—ফাঁকি পড়লি। (মত্তপান ও বোতল উগুড় করিয়া)—এই দেখ, সব শেষ।

(রক্তশালের প্রবেশ)

রক্ত। ভোলাই?

ভোলাই। এই যে হজুর।

রক্ত। কি করছিস?

ভোলাই। আস্তে হজুর, কিছু করি নি। ব'সে ব'সে হাবসী বেটাকে আকুলে দিছি।

রক্ত। হাবসী! হাবসী কে?

ভোলাই। ঐ যে দেখুন না, বেটা পুঁটে মাতাল—ছটাকখানেক মদ খেয়ে বেঁ-একদার হয়ে প'ড়ে আছে। বেটা নড়েও না—চড়েও না, ডাকলেও সাড়া দেয় না, বেহ'স। ওঠ, বেটা হাবসী, ওঠ। আমাদের হজুর এসেছে, সেলাম কর। হজুর! বেটা তারি ফকড়—সব গুনতে পাচ্ছে, কেবল কৈফিয়ৎ দেবার ভয়ে কথা কছে না।

রক্ত। (স্বগত) এ ত তা হ'লে বিবি সাহেবেরই রক্ষী হাবসী দেখছি, লোকটা সর্গাঘাতেই মরেছে।

ভোলাই। ওঠ, না বেটা? হী ক'রে ইয়ারকি করছিস কি? হজুর এসেছে—সেলাম কর। মনে করছ আমি তোমার ভিটকিলিরি বুঝতে পারছি না! ওঠ,—নইলে এই ঈশা বোতল তোর পেটে পুরে তোর গুড়ির হুকুকে পর্যন্ত দেশছাড়া ক'রে দেব।

রঙ্গ। ও মাতাল, না তুই মাতাল!

ভোলাই। আমি মাতাল? ছোট বাবু তুমি এই কথা বলে? এই হাবসী বেটার কাছে আমার অপমান করলে!

রঙ্গ। ও কি বেঁচে আছে?

ভোলাই। এঁা। --বেঁচে নেই? ম'রে ম'রে বেটা আমাকে তামাসা করছে। হুজুর! ঐ দেখ, জীব নাড়ছে।

রঙ্গ। মে চ'লে আর।

ভোলাই। তাই ত হুজুর, এতকাল মদ খেয়ে মাতাল হলাম না, আজ মরা হাবসীর কাছে ঠ'কে গেলুম!

রঙ্গ। চ'লে আর।

ভোলাই। আগে জানতে পারলে যে বেটাকে এক ঢোক মদ খাইয়ে দিতুম। তাই ত হাবসী মিঞা, আমার ত আর কিছু নেই যে, তোমাকে খাইয়ে বাঁচিয়ে তুলব।

রঙ্গ। তবু দেখে মাতলাসী করতে লাগল! তবে তুই থাক ভোলাই, আমি মনে করেছিলুম, তোকে সঙ্গে নেব। তা আর হ'ল না।

ভোলাই। কোথায় হুজুর?

রঙ্গ। যখন তোর মাথারই ঠিক নেই, তখন তোকে ব'লে কি হবে?

ভোলাই। আচ্ছা, ব'লে দেখ - যদি তাতে মাথা ঠিক না হয়, তা হ'লে এই বোতলের বাড়ি--(মন্তকে আঘাত করিবার উদ্যোগ)

রঙ্গ। (ভোলাইয়ের হাত ধরিয়া) খুব তোর মাথা ঠিক আছে। আমার সঙ্গে বর্দ্ধমান যেতে পারবি?

ভোলাই। খুব পারব। তুমি আমার সঙ্গে চলতে পারবে? (অগ্রগমন ও পতন)

রঙ্গ। না ভোলাই, সত্য সত্যই তুই একটু মাতাল হয়েছিস। তা হ'লে তুই থাক; আমি একাই যাই।

ভোলাই। আমি যখন জানতে পারলুম, তখন একা একা তোমাকে যেতে দেব?

রঙ্গ। কি করব, যদি দেবী করলে চলত, তা হ'লে তোকে সঙ্গে নিতুম। কিন্তু আমি আর এক লহমাও দেবী করতে পারব না

ভোলাই। না ছোটবাবু, আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে।

রঙ্গ। তোর এ অবস্থায় আমি তোকে কেমন ক'রে সঙ্গে নিই।

ভোলাই।- একবার পড়েছি ব'লে ঝাঝ ঝাঝ পড়ব? আর যদিই পড়ি, পড়লে কি আর আমি উঠব না? তুমি আমাকে হাবসী পেয়েছ? নাও--ফের--চল।

রঙ্গ। ও দিকে কোথায় যাচ্ছিস?

ভোলাই। বর্দ্ধমান কোন্ দিকে?

রঙ্গ। উত্তর দিকে।

ভোলাই। আরে মিঞা বর্দ্ধমান! তুমিও দেখছি মাতালের ওপর মাতাল। হাবসীর চেয়ে বে-আড়া। যদি হুজুরের খাতিরে পা কোনও রকমে ঠিক করলুম, যে দিকে চললুম, তুমি মিঞা কি না তার উটেটা দিকে চ'লে গেলে! বর্দ্ধমান কি করতে যাবে?

রঙ্গ। বিবি-সাহেবের বাপের তল্লাস করতে।

ভোলাই। বর্দ্ধমান এখান থেকে কত দূর।

রঙ্গ। শুনলুম, এখান থেকে প্রায় চল্লিশ পরিতাল্লিশ ক্রোশ দূর হবে।

ভোলাই। সেই দেশে তুমি একা যাবে?

রঙ্গ। কি করব ভোলাই, আমাকে যেতেই হবে।

ভোলাই। তা হ'লে এখান থেকে গিয়ে আরও ছ'চার পেয়ালা খেয়েছ বল।

রঙ্গ। ভোলাই, আর খাই নি। মনে করছি আর খাব না।

ভোলাই। আর খাবার দরকার কি? যে মদ খেয়েছ, ও নেশা আর এ জন্মে যুচ্ছে না।

রঙ্গ। কি বলছিস?

ভোলাই। ঠিক বলছি। মাতাল আমি, না মাতাল তুমি। ওই হাবসী বেটা ম'রে জন্মের যতন শুয়েছে, আর তুমি ভুত হয়ে পথে পথে ঘুরতে বেরিয়েছ। নাও, আর বর্দ্ধমান যেতে হবে না--ফেরো।

রঙ্গ। না ভোলাই, আমাকে যেতে নিষেধ ক'র না।

ভোলাই। তা হ'লে বর্দ্ধমানে খণ্ডরবাড়ী যাচ্ছ বল?

রঙ্গ। দূর গাথা!

ভোলাই। গাথা হ'তে পারি, কিন্তু ভেড়া নই ছোটবাবু। বেটা একবার কাছটিতে পেয়েই তোমাকে গিলে খেয়েছে। তুমি যখন ছট্ বলতে চল্লিশ ক্রোশ

বর্দ্ধমান চলেছ, মাঝে মেদিনীপুর—জন্ম সে তোমাকে আর পদার্থ রাখে নি।

রঙ্গ। নে বাতলায়ী করে না, পথ ছাড়।

ভোলাই। ঠেলে যাও—ঠেলে যাও। বড়মার অকলের নিধি তুমি—কোথাকার পথে পড়া খুঁটো মুক্তোর খাতিরে আমি তোমাকে বর্দ্ধমানে যেতে দেব ?

রঙ্গ। তুমি আমার সঙ্গে বারামারি করবি না কি ?

ভোলাই। দরকার হয়, তাও করতে হবে বই কি।

রঙ্গ। তা হ'লে ত তোকে জানিয়ে অস্ত্রায় করলুম।

ভোলাই। তুমি কি জানাও—খোলা জানিয়ে দেয়। আজ সকালে হুজুর সমস্ত পাইক হলফ ক'রে তোমার গোলামী নিয়েছে। আমি সেই গোলামের গোলাম ভোলাই। আমাকে ভুলিয়ে যাওয়া কি তোমার ক্ষমতা ?

রঙ্গ। আমি যে তোর বড়মার অমুমতি পেয়েছি।

ভোলাই। রাখ তোমার অমুমতি। আমি যেমন তোমার বর্দ্ধমান বুঝেছি, বড়মাও সেই রকম বুঝেছে। বড়বাবুর হুকুম পেয়েছ ?

রঙ্গ। মা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর দেখা পাই নি। রাজি থাকতে মেদিনীপুর পার হ'তে হবে ব'লে, আমি আর তাঁর দেখার অপেক্ষা করি নি।

ভোলাই। বাবার সঙ্গে দেখা করেছে ?

রঙ্গ। তোর বাবা এখন অসুখা কাজে ব্যস্ত। সে তোদের যে যেখানে মরদ আছে, তাদের এক স্থানে জড় করবার জন্ত ছোটোছুট করছে। তাকে এখন আমার এই সামান্য ব্যাপারের জন্ত মাথা বামাতে দিতে আছে ?

ভোলাই। ফেরো—ফেরো। তুমি বড়বাবুকে লুকিয়েছ, বাবাকে লুকিয়েছ, মাঝে ফাঁকি দিয়েছ। ছোটবাবু, তুমি ছোটবাবু না হ'লে আমি তোমাকে জুরোচোর বলতুম, ফেরো।

রঙ্গ। তা যা বলেছিস ঠিক। বর্দ্ধমান যে কোথায়, কতদূর, তা আমি বলি নি। মায়ের সঙ্গে একটু জুয়াচুরী করেছি।

ভোলাই। কেমন, ঠিক বলেছি ত ? এইবারে ফেরো।

রঙ্গ। আর আমি যে প্রতিশ্রুত হয়েছি! কথা মিথ্যা হয়ে যাবে ?

ভোলাই। আরে রাখ তোমার পিতিজুতো ? বেশ,

পিতিজুতো হয়ে থাক,—বর্দ্ধমান তোমার কাছে এগিয়ে আসবে।

রঙ্গ। এতক্ষণ বেশ কইছিলি। এইবারে আবার বাতলায়ী আরম্ভ করলি।

ভোলাই। লাগ—লাগ—ভেলুকি লাগ। আর বর্দ্ধমান চ'লে আর। হাড়ী-ঝি-পেঁচোর মার আজ্ঞে—চ'লে আর। বর্দ্ধমানের রাজা মাটা—বুড়ীকে ঘ'রে কাঁচ ক'রে কাটি—হু—

রঙ্গ। নে আর বাতলায় করে না; সু'জ্ঞান লোক এই দিকে আসছে, চল, ঐকটু আড়ালে বাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(সুলেমান ও জুনিদের প্রবেশ)

সুলে। জুনিদ, আমার প্রত্যাশা আর ক'র না।

জুনিদ। তা কি হয় জনাবালি ? আপনার কাছেই বালা থেকে আমার সমস্ত বিদ্যালিক্ষা। আপনার শিক্ষার সাহসেই আমি বিশ হাজার পাঠান নিয়ে লক্ষ যোগলকে আক্রমণ করেছিলুম।

সুলে। আবার আমরাই দোষে তোমার সেই অমামুদিক বীরত্বের কার্য্য বার্থ্য হ'ল।

জুনিদ। আপনার দোষে হবে কেন ? নদীবের দোষে।

সুলে। ত্তোক বাক্যে আমাকে ভুলিও না। বার-বার যোগলের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছি মনে ক'রে আমি যে পূর্ক-মস্ত ভাগ্য করেছি, এটা মনে ক'র না। সমস্ত হারিয়েছি—এক কত্তা বাদে আমার সব গেছে, তবু বাপ, আমি মঙ্গোলীবংশের দম্ভ পরিভাগ্য করি নি। আমিই তোমার পরাজয়ের কারণ। সমান সমান সৈন্ত—যোগলের প্রচণ্ড কায়ানের কাছে দাঁড়াতে পারলুম না। তবু আরও এক দিন তাদের গতিরোধ করা আমার সাধ্য ছিল।

জুনিদ। এক দিন হ'লে ত আমি টোডরমলের সৈন্ত পর্য্যন্ত নিশ্চুল করতুম ; অন্ততঃ একবেলা রাখতে পারলে আমি পরাস্ত হতুম না।

সুলে। রোধ করবার সামর্থ্য সঙ্গেও বুদ্ধির দোমে তা আমি করতে পারলুম না। আমার কামান, গোলা বাক্স রসদ সমস্ত শত্রুতে অধিকার ক'রে নিয়েছে, সৈন্ত একরূপ নিশ্চুলই হয়েছে। অবশিষ্ট বৎসামান্য যা ছিল, যে যেখানে পেয়েছে পালিয়েছে। বেশী আর কি বলব জুনিদ, বিশ ক্রোশ রাস্তা আমি একা

আসছি। আমাকে একটা কথা ব'লে আশঙ্ক করে এমনও একটা আমার সহচর নেই। একমাত্র সঙ্গী বল, ভৃত্য বল, বাহক বল—একমাত্র বোড়া আমার অবশিষ্ট ছিল, সেও উপযুক্ত আহার ও সেবার অভাবে পথের মাঝে ব'রে গেছে।

জুনিদ। এতদূর দুর্দশা!

হুসে। এতদূর দুর্দশা! ফকীরের কোমরে তলোয়ার বঁধা শোভা পায় না ব'লে এই বাড়িগ্রামের জঙ্গলে একটা গাছে তাকে আমি স্থলিরে রেখে এসেছি।

জুনিদ। আপনার বংশের সেই পবিত্র তরবারি—

হুসে। পার, বুড়িরে আন। আমার কন্ডাকে গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সেইট যৌতুক স্বরূপ গ্রহণ ক'র। যাও জুনিদ, কন্ডাকে নাও, আর আমার তলোয়ার নাও। সামান্য পথিক সে তলোয়ার স্পর্শ করতে সাহস করবে না।

জুনিদ। আহুন জনাবালি, সঙ্গে আহুন। সে সকল কথা পরে। ঘেঁষে বোধ হচ্ছে, সারাদিন আপনি অন্নভল স্পর্শ করেন নি।

হুসে। না জুনিদ, আর আমাকে খাবার জন্ত অক্লম্ব ক'র না। আমি ইচ্ছা করেছি, এখান থেকে নাগপুর হয়ে, বোম্বাই হয়ে, সমুদ্রপথে মহাসাগরীক চ'লে যাব। শুধু তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই এ দিকে এসেছি।

জুনিদ। সে পরের কথা পরে। এখন ত আমার ডাবুতে গিরে জীবন রক্ষা করুন।

হুসে। তোমার ভাবী ঋণ হয়ে যাব, না উজীর হয়ে যাব?

জুনিদ। সে ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে। এখন আপনি বা আছেন, সেই মুহুর্তে যাবেন। আপনি উজীর।

হুসে। কোথার মুলতান যে, আমি উজীর? মুলতান রাজাহারা পথিক, আমি ফকীর।

জুনিদ। বেশ, নিজেকে উজীর না বলতে চান, • পাঠান-সৈন্তের সেনাপতি ত আপনি?

হুসে। আমার নিজের কিন্তু একটও সৈন্ত নেই।

জুনিদ। না থাকে, দেব।

হুসে। একমাত্র তুমিই পাঠানকুলের মান-রক্ষা করেছ। তোমার সৈন্ত ত আমি নেব না।

জুনিদ। না নেন, অস্ত্র সৈন্ত হবে।

হুসে। কোথায় পাবে?

জুনিদ। যোগেশ্বর এক আক্রমণেই কি বাদশা-থেকে পাঠানকুল নির্মূল হয়ে গেল! বক্তারায় খিলজীর সময় থেকে এ দেশে পাঠান বাস করছে। পাঠানের সঙ্গে কত রাজপুত এ দেশে নিজেরের প্রতিষ্ঠা করেছে। এই জেলাতেই কিছু না হয়, অন্ততঃ বিশ পঁচিশ হাজার খিলজী পাঠান আছে। সৈন্তের আপনার ভাবনা কি?

হুসে। কিরতে আমার আর অভিক্রটি হচ্ছে না, জুনিদ খাঁ!

জুনিদ। আমার আপনাকে কেহাতে অভিক্রটি হচ্ছে। সৈন্ত দিতে পারি—কিরবেন। না পারি, আপনার বা অভিক্রটি করবেন। আমি কোনও আপত্তি করব না।

হুসে। তোমার ডাবু এখান থেকে কত দূর?

জুনিদ। আপনি স্বপ্নের জন্ত এই তরুণীকে বিশ্রাম করুন। আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি। দোহাই, আর কোথাও যাবেন না।

হুসে। রইলুম জুনিদ খাঁ।

জুনিদ। ভাল কথা—আপনার কন্ডা ত সাবাহ খাঁর দলে মিশতে পারেন নি?

হুসে। মিশতে আমি নিষেধ করেছিলুম। একায়েক তাকে কটকে নিয়ে যেতে নদীতীর উপর ভার দিয়েছিলুম।

জুনিদ। সেটা কি ভাল করেছেন?—আমি জানতুম—

হুসে। জুনিদ খাঁ! তোমারই কাছে আমি ফকীর। নিশ্চিন্ত হও—সিংহশাবকে কেউ স্পর্শ করতে সাহস করবে না।

[জুনিদের প্রস্থান।

বিশ্রাম? একেবারে বিশ্রাম নেওয়াই কর্তব্য ছিল। যাক—একবার দেখি, অদৃষ্ট আরও কত নীচে আমাকে ফেলতে পারে। (বুদ্ধতলে উপবেশন করিতে করিতে) ঠিক জায়গায় এনে ফেলছে খোদা! এই ত মাঘবের শেষ বিরামস্থান—তখন আবার সেই বিষয়ের দিকে টানছ কেন? যোগসঙ্গে পরাস্ত ক'রে বাদশায় আবার পাঠানের প্রতিষ্ঠা করব, সে আশা আর নেই। তবে কিসের জন্য বৈটে আছি? কলি! না! তাকেও অন্ততঃ সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখলে বুঝি নিশ্চিন্ত হয়ে

মরতে পারি।—(মৃত হাবসীকে দেখিয়া)—এ কি! নদীব ধী! নদীব ধী, আমার কত? পরপার থেকে যদি কথা কইবার শক্তি থাকে, শীত বন, আমার কত? কোথায়? নদীব ধী—নদীব ধী! (মৃতদেহ পরীক্ষা)—হার! তোমার সঙ্গে যদি কতবারও মৃতদেহ দেখতে পেতুম, তা হ'লেও মৃত্যুর পূর্বে নিশ্চিত হতুম। ঠিক হয়েছে। আক্ষেপ করবার তুমি আর কিছু রাখ নি। মূর্খ হলেমান! আগেই তোমার মরা কতবার ছিল। হৃদয়শয় এই চরমটুকু ভোগ করবার লোভ সংবরণ করতে পার নি, তাই তুমি এখনও জীবিত ছিলে। আর কেন হতভাগ্য, যাও—যোগ্যস্থানে চ'লে যাও—যোগ্য স্থানে চ'লে যাও। (ছুরিকা বাহির)—কে ও—ফরীদ? নিতে এসেছিস—আয়! আয়!—

(রক্তশালার প্রবেশ)

তাই ত! এ কি রক্তমাটা হ'ল! কই ফরীদ! কবরস্থ শ্রিতর? কোথায় তুমি? আমাকে আত্মহত্যা করতে দেবে না ব'লেই কি এই অপরিচিত যুবকে লহমার ভক্ত নিঃসৃষ্টি প্রতিফলিত করলে?

রক্ত। জনাবালি, এই রাত্রিকালে বনের ধারে না ব'সে, নিকটের কোনও আশ্রয়ে রাত্রি অতিবাহিত করলে হয় না?

হুসে। কে তুমি?

রক্ত। এখানে আর কথা কেন? সেই-খানেই চলুন না। পরিচয় দিলেও ত আপনি বুঝতে পারবেন না?

হুসে। (স্বগত) জিজ্ঞাসা করব? জিজ্ঞাসা করব? কোথায় কলি, একবার তত্ত্ব নেব?

রক্ত। জনাবালি, হকুম?

হুসে। (স্বগত)—না না! ছুনিয়া ছাড়তে চলেছিস, তখন আর কেন হুসেমান? এই চরম দেখেও তোমার জ্ঞান হ'ল না? বেঁচে থেকে আরও কত কি কুৎসিত কথা শুনতে চাস?

রক্ত। হজুরালি! হকুম?

হুসে। না—আমি যাব না, তুমি যাও। (রক্তশালার উপবেশন) এ কি, বসছ কেন?—কি বিপদ! তুমি এখানে বসলে কেন?—যাও।

রক্ত। আপনি এখানে থাকলে আমি ত যাব না।

হুসে। কি বিপদ! এর মানে কি?

রক্ত। মানে আর কিছু নয় হজুরালি! আপনি যখন একা,—আর সময় রাত্রি, স্থান জঙ্গল, তা দেখে চ'লে যাওয়া আমার কুজীতে লেগে নি।

হুসে। তুমি কি আমার রক্তক এলে না কি?

রক্ত। অহঙ্কার করব কেন জনাবালি, যখন শক্তি আপনার জানি না। তবে আপনার বর্তমান অবস্থা দেখে আমি উঠতে পারি না।

হুসে। ও সব কথা রাখ—চ'লে যাও—যাও (স্বগত) থোদা! এ কি! হুশুশু মরতেও দিলে না দেখছি।

[প্রস্থানোচ্চত।

রক্ত। নিকটে আশ্রয় আছে।

হুসে। থাক, আমার প্রয়োজন নাই।

[প্রস্থান।

(ভোলাইয়ের প্রবেশ)

রক্ত। ভোলাই? শীগ্গির যা, নায়েব মশাইকে খবর দে আমি বাড়ী চললুম। আর আমাকে বর্ধমান যেতে হ'ল না।

ভোলাই। বর্ধমান এসেছে?

রক্ত। তুই সাধু বাপের বেটা, তোর কথার জোর কত, কথার টানে বর্ধমান কাছে এসেছে। কিন্তু দেখিস—আবার যেন বর্ধমান স'রে না যায়?

ভোলাই। আবার? বর্ধমানের মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকব।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বন

বন্ধ-রমণীগণের সঙ্গ।

ভারতীর কুটারে এ কি দেখে এলাম সই। মরমভাঙ্গা কথা সে যে কেমন ক'রে কই ॥ কেমন নাপিত সে যে কেমন না তার হিয়া এমন চাঁচর চিকণ বেশ দিলেক মুড়াইরা ॥ তু'রে-করা কোটি চাঁদ সোনার গোয়াল। কোন প্রাণে কে দিল রে তার শ্রীকরে করল ॥

কি করছে তার সোনার বউ—কি করছে
তার মায়।

পরান ছাড়া দেহ বুকি লোটোর আদিনার ॥
রাধার পায়ে দাসদাস লিখে বন্দাবনে
(সোরা শুনে এলেন গো)
রাধার রূপে কালাচাঁদ নাচিবে কীর্তনে ॥
(রাধাভাগীর ঞ্জের দায়ে—শুনে এলেন গো)

(সাবাজের প্রবেশ)

সাবাজ। হাঁ রে এ আমি কোথায় এসেছি বলতে
পারিস?

১ম রমণী। কুথাকে যাবে?

সাবাজ। কোথাও যাব না—স্থানটার নামটা
জানতে চাচ্ছি।

১ম রমণী। ঘোষালের ডাক্তার বটে।

সাবাজ। (স্বগত) তাই ত! এই বাইশ বছরে
স্থানের এতই পরিবর্তন হয়ে গেছে যে, বাড়ীর দোরের
কাছে এসেও পথ চিনতে পারলুম না। (প্রকাশ্যে)
সরদিয়া গ্রাম কোন্ দিকে?

১ম রমণী। হোই? সরদিয়া লগিচ বটে! ছই
ঠাকুরবাড়ী! তাখা লও, হুঁ থা আমাদের রাজ্জা
রইছে।

সাবাজ। কে গো, ছত্ৰীবাবু?

১ম রমণী। হু—আজ্ঞে।

সাবাজ। তোরা কি?

১ম রমণী। বাউরি গো?

সাবাজ। কোথা গিয়েছিলি?

১ম রমণী। মেদিনীপুর হাট করত্যা গেই-
ছিলুম।

সাবাজ। আজ্ঞা, বাবুদের এখন কে আছে বলতে
পারিস?

১ম রমণী। হোই? বড়বাবু রইছা, ছোটবাবু
রইছা, সকাইও রইছেন বটে!

সাবাজ। আর?

(জনৈক বৃদ্ধের প্রবেশ)

বৃদ্ধ। হোই ছুড়ীগুলো করছিস কি? ছুট্যা চল
লবাবু টুকুটা খান্না হইছে—ছুট্যা চল—বর বাড়ী
ছুট্যা লিবে—ছুট্যা চল।

সাবাজ। কি জন্ত খান্না হ'ল রে?

বৃদ্ধ। আমি ত ছোড়া বটো—কইত্যা মারবো—
কইত্যা মারবো।

[সাবাজ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

সাবাজ। তাই ত গোপাল! আর যে এক পা
এগুবো, তার উপায় রাখলে না, তোমার মন্দিরকে
লুকিয়ে একবার বাড়ী দেখে আসব মনে করেছিলুম।
অন্তর্যামী তা তুমি করতে দিলে না। বাইশ বৎসর
পূর্বের সমস্ত মনের কথা প্রত্যেক ইষ্টকে কোদিত
ক'রে—গোপাল! তোমার মন্দির পেই তীত্র মর্শ্ব-
বেদনার কাহিনী আমাকে পড়াবার জন্ত যেন দাঁড়িয়ে
উঠেছে। না—না—আর আমার যাওয়া হ'ল না।
গোপাল! ডাক্তার মন্দির চোখের সম্মুখে ধ'রে আর
আমাকে টিটকারী দিও না; তোমাকে পরিত্যাগের
কল পেয়েছি, মর্শ্বত্যাগ করলুম, কিন্তু পাঠান পাঠানই
রইল—আমাকে আপনার করলে না—তেলে জল
মিশতে পারলে না। সোনার সংসার পরিত্যাগ ক'রে
নূতন সংসার পাতলুম—সে সংসারও ভেঙ্গে গেল!
একমাত্র বালকপুত্র অবশিষ্ট। গোপাল! আত্ম-
প্রতারকের চড়াপ্ত শাস্তি হয়েছে! প্রায়শ্চিত্ত যে করব,
তারও উপায় রাখ নি। তবে আর নয়—আর নয়—
গোপাল, সেলাম! দেশ নব-চৈতন্যধর্ম্মে মেতেছে,
আর আমি এমন শুভ সময়ে মর্শ্বত্যাগ করেছি।
শান্তি! শান্তি! শান্তি! ভগবান কোথা শান্তি?

(জৈহুদীনের প্রবেশ)

জৈহু। বাবা?

সাবাজ। এ কি জৈহুদীন! তুমি কেন ক'রে
এলে?

জৈহু। আমি বরাবর আপনার পিছন পিছন
আসছি। কার সঙ্গে কথা কইছিলেন বলে আপনার
কাছে আসি নি।

সাবাজ। তোমার রক্ষী?

জৈহু। দূরে আছে—আসতে বলব।

সাবাজ। থাক, আমি বলছি। সহবৎ ণী?

(সহবৎ ণীর প্রবেশ)

সহবৎ, এ—আমার সঙ্গে থাক—ভূমি তাঁবুতে
কিরে বাও।

[সহবৎ ণীর প্রস্থান।]

জৈহু। পথ ছেড়ে এ দিকে এলেন কেন বাবা ?

সাবাজ। কেন এলুম—এ কথাই ঠিক উত্তর তোমাকে দিতে পারব না ত।

জৈহু। কেন পারবেন না বাবা ?

সাবাজ। তখনলে তোমার ভয় হবে।

জৈহু। না বাবা, আমার ভয় হবে না। আপনি বলুন।

সাবাজ। তোমার বাবার বলতে ভয় হচ্ছে। (জৈহুদীনের হস্ত নিজ বক্ষে রাখিয়া) বুঝতে পারছ বাপ ?

জৈহু। তাই ত বাবা, আপনার বুক যে বড় টিথ টিথ করছে ?

সাবাজ। বুঝতে পেরেছ, আমি কত ভীত হয়েছি। তবু আমি বৃদ্ধ। আমার হৃদয়ের রক্ত-প্রবাহ মন্দীভূত হয়ে এসেছে।

জৈহু। কাকে এত ভয় করছেন বাবা ?

সাবাজ। যাকে ভয় করছি, তাকে এখনও দেখি নি।

জৈহু। না দেখে এত ভয় !

সাবাজ। দেখবার আগেই এত ভয় !

জৈহু। সে কি বাব ?

সাবাজ। এই ত জৈহুদীন ভুল করলে ? বাষকে কি কখনও ভয় করছি শুনেছ ?

জৈহু। তা হ'লে সে কি বাবা ?

সাবাজ। আমি দেখতে পাচ্ছি না—তুমি দেখ দেখি ওদিকে কিছু দেখতে পাও কি না।

জৈহু। একখানা বাগান।

সাবাজ। সেই বাগানের মধ্যে—একটু তুলে ধরি, তা হ'লেই দেখতে পাবে।

জৈহু। দেখতে পেরেছি—একটা যেন মসজিদ—হী বাবা ও মসজিদে এত মিনার কেন ?

সাবাজ। ও হচ্ছে হিন্দুর মসজিদ। ওকে মন্দির বলে। ওই, ওর ভিতরে যে আছে, তাকে আমি ভয় করি।

জৈহু। মসজিদের ভিতরে ত কিছু থাকে না।

সাবাজ। কিছু থাকে না—অথবা যিনি থাকেন, তাঁর আকার নেই। তাঁকেই অর্চনা করতে দেখানে সর্দারাই ভক্তের সমাগম হয়। তবে ও মন্দিরে যিনি আছেন, তাঁর আকার আছে।

জৈহু। তাঁকেই আপনার ভয় ?

সাবাজ। বিষম ভয়। আমি এখান থেকে তাঁর মন্দিরের চূড়া দেখবার আগেই কাঁপছি।

জৈহু। সে কি এতই হৃদ্যন্ত ?

সাবাজ। না বাপ, সে তোমারই মত বালক, তোমারই মত কোমল।

জৈহু। তাকে আপনি ভয় করছেন।

সাবাজ। কতবার বলব জৈহুদীন! মৃত্যুকে আমি তিলমাত্রও ভয় করি না, কিন্তু ওই মন্দিরের চারি পার্শ্বের মুহূসকরণশীল বায়ুকেও আমি ভয় করছি। পাছে মন্দিরগাজের একটা কণা সমীরে ভেসে এসে আমার বক্ষ স্পর্শ করে।

জৈহু। স্পর্শ করলেই কি আপনার মৃত্যু হবে ?

সাবাজ। আবার ভুল করছ জৈহুদীন!

জৈহু। তবে কি হবে ? আমি যে আপনার কথা বুঝতে পারছি না বাবা!

সাবাজ। কি হবে, আমিও তোমাকে বোঝাতে পারব না। মনের সে অবস্থার যদি আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে অভিশাষ করি, মৃত্যু আমার স্পর্শ-ভয়ে দূরে সরে যাবে। হবে কেন জৈহুদীন তার মুহূ ফিরা আগে হ'তেই আরম্ভ হয়েছে। বাপ, এস, এ স্থান ত্যাগ করি। তুমি কাছে রয়েছ। তোমার এই অপরিচিত বান্ধবহীন নির্জন দেশে আমি মাত্র তোমার সঙ্গী। অহুচররা এখান থেকে অনেক দূরে। যদিও জানি, ডাকলে মৃত্যু আসবে না, তবু তুমি কাছে থাকলে মৃত্যুকেও ডাকতে পারব না! (জৈহুদীন উত্তর করতলে চকু ও মুখ আবৃত করিল)—এস, আমরা তাঁরূতে ফিরে যাই। জৈহুদীন—জৈহুদীন! ও কি ? ও কি করছ জৈহুদীন—কাঁদছ ? জৈহুদীন! (মুখাবরণ উন্মোচন) তুমি কাঁদবে কেন ? তোমার ত এতে কাঁদবার কিছু নেই।

জৈহু। না—কাঁদব কেন ? আমি ভাবছিলাম, কেমন ক'রে আপনার ভয়টা দূর করি।

সাবাজ। আমার ভয় তুমি দূর করবে ?

জৈহু। কেন, আপনি কি মনে করেছেন, আমি পারব না ?

সাবাজ। তুমি সিংহশাবক—টাকা করলে তুমি অসাধ্য-সাধন করতে পার; কিন্তু আমার ভয় কি জয়,

যখন তুমি জান না, তখন তুমি কেমন করে তা দূর করবে ?

জৈহ্ন। কিজ তু ভয় নাই বা জানলুম। যার জন্ত ভয়, তাকে দূর করলেই হ'ল।

সাবাজ। কেমন করে দূর করবে ?

জৈহ্ন। ওই মন্দিরের ভিতর যে আছে, তাকে আমি কেটে ফেলব।

সাবাজ। হাঁ, তা করতে পারলেই আমার মহা-দেহের কার্য পূর্ণ হয়।

জৈহ্ন। আপনি কি মনে করেছেন বাবা, আমি তাকে কাটতে পারব না ?

সাবাজ। তুমি তাঁকে কাটতে পার, কিন্তু আমি তাঁর কাছে অপরাধী, আমার অপরাধে তাঁকে কাটবে কেন ?

জৈহ্ন। এতকণে ব্যতীত পেরেছি। তা আপনি কেমন করে তার কাছ অপরাধ করলেন ? আমরা ছিলুম গোড়ে, আর সে আছে এই জঙ্গলভরা দেশের এক মন্দিরে।

সাবাজ। আমি চিরদিন গোড়ে ছিলুম না। প্রায় সাইশ বৎসর পূর্বে আমি এই দেশে ছিলাম। সেই সময় গোপালের সঙ্গে আমার বড়ই প্রণয় ছিল।

জৈহ্ন। কি বল্লেন—গোপাল! গোপাল কি ?

সাবাজ। ওই মন্দিরে যিনি বাস করেন, তাঁর নাম গোপাল।

জৈহ্ন। বাইশ বৎসর আগে যাকে দেখেছেন, এখন সে আমার মত বালক হবে কেমন করে ?

সাবাজ। সে চির-কিশোর।

জৈহ্ন। বাঃ—বাঃ! এ ত মজার গোপাল! তারই কাছে অপরাধ করেছেন ?

সাবাজ। তাঁরই কাছে অপরাধ।

জৈহ্ন। বেশ, তবে গোপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। অপরাধের মার্জনা চান।

সাবাজ। ইহজন্মে সে অপরাধের মার্জনা নেই।

জৈহ্ন। মার্জনা নেই মানে কি বাবা ? গোপাল কি আপনাকে মাক করবে না ? তা যদি সে না করে, তা হ'লে তাকে আমি কেটে ফেলব। আমি এক ফকীরের মুখে শুনেছি, যে অপরাধ করে, সে বন্ত না পাণী, যে অপরাধের মাক করতে জানে না, সে তার চেয়ে বেশী পাণী।

সাবাজ। আমার সেখানে বাবার ঘো নেই।

জৈহ্ন। বেশ, আমাকে অহমতি করুন। আমি বাই—আপনার হ'লে মাক চাই।

সাবাজ। তুমিই বা কেমন করে বাবে ? আমার বেশী তোমারও তাই। তুমি মুসলমান। গোপালের মন্দিরদ্বারে যে হিন্দু রক্ষী আছে, সে ত তোমাকে মন্দিরে ঢুকতে দেবে না।

জৈহ্ন। ভালয় ভালয় ঢুকতে না দেয় তরোয়ারের জোরে ঢুকব।

সাবাজ। শুধু কি তোমারই তরোয়ারের জোর আছে জৈহ্নদীন! তাদেরও কি নেই ?

জৈহ্ন। না ঢুকতে পারি, মন্দিরদ্বারে ম'রব—গোপালকে আমার পরিচয় শোনাতে শোনাতে মাটিতে দেহ রাখব। আমি পাঠান, আমি কি মরণের ভয়ে পেছিয়ে আসব ?

সাবাজ। তুমি পাঠান নও জৈহ্নদীন।

জৈহ্ন। পাঠান নই ?

সাবাজ। না। তুমি রাজপুত-মুসলমান। তোমার মা ছিলেন পাঠানী পিতা রাজপুত।

জৈহ্ন। আপনি রাজপুত ?

সাবাজ। রাজপুত। শুধু তাই নয়, পূর্বে আমি হিন্দু ছিলাম।

জৈহ্ন। তবে ত আমিও রাজপুত—আমিও রাজপুত। বাবা! তবে আমি গোপালকে দেখব।

সাবাজ। ভাগ্যবশে দেখা হয়, দেখবে। তোমাকে অহমতি দিতে পারি না। ক্ষুদ্র হও না বীর। তুমি সাহসী হ'লেও নিতান্ত বালক—এই উচ্চতুমি থেকে ওই মন্দির-চূড়া দেখতে পেয়েছ ব'লে ও মন্দির নিতান্ত নিকটে মনে হয় না। এখান থেকে ছই ক্রোশের কম নয়। তার উপর এখান থেকে ওখানে বাবার হুগম পথ নেই। পথও নিরাপদ নয়।

জৈহ্ন। শুধু কি এই বাধা ?

সাবাজ। আরও অনেক বাধা। যদি ওখানে তোমার বাবার একান্তই ইচ্ছা হ'লে থাক, আজ রাত্রির মত অপেক্ষা কর। কাল তোমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। রাত্রি হয়ে যাচ্ছে; আজ শিবিরে কিয়ে চল। বেতে আবার দাঁড়ালে কেন ? (জৈহ্নদীন করপল্লবে মুখ আচ্ছাদন করিল) এ তুমি কি যে-আদমী করছ জৈহ্নদীন ?

জৈহ্ন। বাবা, রাত্রিকাল—কেউ দেখতে পাবে না।

সাবাজ। তুমি বাবো?

জৈহ্ন। আপনি আমাকে ওই মন্দিরের কাছে পৌঁছ
এসিয়ে দিয়ে আছেন না কেন?

সাবাজ। তুমি কি বাবার খোঁজটা কিছুতেই
ত্যাগ করতে পারছ না?

জৈহ্ন। কেঁ যেন কোথা থেকে আমাকে বলছে
—ওই চোর—ওই চোর—পালিয়ে যাচ্ছে।

সাবাজ। একান্তই বাবে? কিন্তু জৈহ্নদীন,
আর যদি আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ না হয়?

জৈহ্ন। আর দেখা হবে না?

সাবাজ। ভয় নেই বালক! আমি তোমাকে পথে
কেলে যাব না। যদি আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়,
তুমি নিরাশ্রয় হবে না। তোমার সাহস পরীক্ষা করলুম
—সমুদ্র হ'লুম। ভয় নেই—তোমাকে ওখানে পাঠাবার
যদি অল্প উপায় না করতে পারি, আমিই তোমাকে
ওই গোপাল-মন্দিরের দ্বারে রেখে আসব। তৎপূর্বে
আমার অপরাধটা কি তোমাকে একবার জানান
কর্তব্য। জানাবার জন্য বৃষ্টি গোপালের ইচ্ছায় প্রকৃতি
আজ সাহায্য করেছে। কৃষ্ণাচ্যুতীর চাঁদ দিগন্তরাল
থেকে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছে। পশ্চিমাকাশের
নীলিমা পূর্বাকাশের পলায়নপর নীলিমা থেকে বৃকে
আশ্রয় দিয়ে দেখতে দেখতে নিবিড় হয়ে উঠল।
জৈহ্নদীন, চাঁদকে পিছন কর। তোমাকে আর একবার
ভুলে ধরি, তুমি আর একবার গোপাল-মন্দির নিরীক্ষণ
কর। (উদ্ভোলন)

জৈহ্ন। বা! বা! কি শোভাই হয়েছে বাবা!
প্রতি মিনারের মাথার সোনার গোলক চাঁদের কিরণে
এক একটা সোনার চাঁদ হ'য়ে যেন সাগরদীঘিতে
ভাসছে।

সাবাজ। মন্দিরের কি শোভা এখন ব্যুত
পারছ?

জৈহ্ন। খুব পারছি।

সাবাজ। ক'টি চুড়া দেখতে পাচ্ছ?

জৈহ্ন। যে ক'টা আছে সব।

সাবাজ। ক'টা?

জৈহ্ন। এক দুই (অঙ্গুলি-নির্দেশে গণনা)—
আটটা।

সাবাজ। আর একটা ছিল। (জৈহ্নদীনকে
ভূমিতে রক্ষা)

জৈহ্ন। আরও একটা ছিল?

সাবাজ। যেটাই ছিল সবাই বধা হলে। সেটি
সবাই চেয়ে বড়—সবাই চেয়ে ছোট।

জৈহ্ন। তা হ'লে ত মন্দিরের শোভার হানি
হয়েছে?

সাবাজ। হানি কেন বাপ, পূর্বপ্রাচীর কণামাত্রও
এখন ও-মন্দিরে নেই। ওই ময় চুড়ার মন্দির—হিন্দুরা
যাকে নবরত্নের মন্দির বলে, এক সময় এ দেশের
লোকের একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল।

জৈহ্ন। সে চুড়ার কি হ'ল?

সাবাজ। তার মাথার উজ্জল সুবর্ণ-গোলক বাইশ
বৎসর পূর্বে এমনি এক রাজির চাঁদের আলোকে
মেদিনীপুরের জায়গীরদার সাদী খাঁর বেগমবহলে কিরণ
নিক্ষেপ করেছিল। সেই বে-আদবীর শাস্তি দিতে
জায়গীরদার ঐ মন্দিরের শ্রেষ্ঠ চুড়া ভেঙ্গে দিয়েছে।

জৈহ্ন। উঃ! সাদী খাঁ ত বড় নিষ্ঠুর! আপনি
সে চুড়া ভাঙা দেখেছেন?

সাবাজ। দেখেছি—পদ্মর মত ঠাঁড়িয়ে ঠাঁড়িয়ে
দেখেছি। তখন এমন শক্তি ছিল না যে, পাঠানের এই
অকারণ অত্যাচারের প্রতিবিধান করি। তবে মর্যাদাসিক
যাতনায় গোপালের সম্মুখে প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা
নিরে সেই দিনেই দেশত্যাগ করেছিলুম।

জৈহ্ন। প্রতিশোধ নিতে পারেন নি?

সাবাজ। প্রতিশোধ কেন ক'রে নেব? বাড়ী
থেকে বেগিয়ে অদৃষ্টবশে আপনাকে হারিয়ে ফেলেছি।
আজ বাইশ বৎসর পরে গোপালের চক্রে মোগলের
তাড়নে এখানে এসে পড়েছি। নইলে এ দেশে আমার
আর আসবার সম্ভাবনা ছিল না।

(ব্রজনাথের প্রবেশ)

ব্রজ। আপনারা কে গো?

সাবাজ। আমরা বিদেশী। তাই ত! এ কি!
ঘোবাল বুড়ো আজও বেঁচে আছে?

(ব্রজ নিকটে আসিয়া সাবাজের
মুখ নিরীক্ষণ করিলেন)

সাবাজ। (স্বগত) আমাকে চিনলে না কি?
আমার চেয়ে বড়, তবু ঘোবাল ঠিক সেই আছে।
কিন্তু হায়, মানসিক পীড়ায় আমি ওর চেয়ে বৃদ্ধ
হয়েছি।

ব্রজ। কেও? ছড়র, সেলার।

সাবাজ। আপনি কি আমাকে চেনেন?

ব্রজ। আজ্ঞে—আজ্ঞে—মেশের মালেক আপনারা, বাদশার জাত, আপনারদের আর চেনবার দরকার হয় না।

সাবাজ। যুথের দিকে বিশেষ রকমে দেখছিলেন বলে আমি মনে করেছিলুম, আপনি হয়ত কোথাও আমাকে দেখেছেন?

ব্রজ। আজ হজুর, আপনাকে মিছে কইব কেন। আপনার কণ্ঠস্বর শুনে আমি কিছু চমকে উঠেছিলুম!

সাবাজ। কোনও আত্মীয়-ভ্রম হয়েছিল বোধ হয়?

ব্রজ। আত্মীয়—আত্মীয়—(দীর্ঘশ্বাস) যাক হজুরালি! আমি বড় ব্যস্ত আছি। অধিকরূপ হজুরের কাছে থাকতে পারব না। এটি কি—

সাবাজ। পুত্র।

ব্রজ। বা! বা! অতি সুন্দর বালক! তা ওটিকে তুলে ধরে কি দেখাচ্ছিলেন?

সাবাজ। ওই দূরে একটি মন্দির রয়েছে, তাই দেখাচ্ছিলুম। বালক ওরূপ আকারের মন্দির পূর্বে কখন দেখে নি। মন্দিরটি দেখতে অতি সুন্দর বোধ হ'ল, কিন্তু দেখলুম, তার একটি চূড়া ভেঙ্গে গিয়েছে।

ব্রজ। এখন ওর সৌন্দর্য্যের কি আছে হজুর? সে চূড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের পোনেরো আনা শ্রী চ'লে গিয়েছে। যা বা ছিল, তাও দুই এক দিনের ভিতর যায়।

সাবাজ। কেন—কেন?

ব্রজ। ঐ গ্রামের মালিক বাবু রত্নলাল রায় ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামান্য একটা অছিলায় বছর বাইশ আগে মেদিনীপুরের মামলংদার ওই চূড়া ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আবার কি একটা অছিলায় পাঠানরা ওই মন্দির চূর্ণ করবার সঙ্কল্প করেছে।

সাবাজ। কি অছিলা বাবুজী?

ব্রজ। হজুরালি, মাক কক্কন, আমি আর অধিক-
কণ থাকতে পারব না; যত দেবী করব, ততই বিপদ আরও ঘনীভূত হবে। হবে কেন, হয়ে উঠেছে। আপ-
নার কাছে আমি এতকণ থাকতে পারতুম না—
তবে—

সাবাজ। আত্মীয়-ভ্রম হওয়াতে আপনি মমতায় একটু বিলম্ব ক'রে ফেলেছেন।

ব্রজ। বাইশ বছরের বিবাদ—হজুর, আপনাকে

দেখে প্রবল হয়ে জলে উঠেছিল। আর নয়—বড়ই শরট সম্বর—বেরেছেলেশের মর্ষাদা রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। রত্নলাল বাবুর প্রতিষ্ঠিত দেবতা গোপালের শ্রীবিগ্রহকে স্থানান্তরিত করতে হবে। বিলম্ব হ'লে হয়ত কিছু করতে পারব না।

জৈহু। না—গোপালকে কোথাও পাঠাতে পারবেন না।

(সাবাজ ব্রজনাথের অজ্ঞাতে হস্তদ্বারা
জৈহুদীনকে চূর্ণ করিতে বলিলেন)

ব্রজ। হজুর! আপনি কি গোপালকে মন্দিরে রাখবার আশ্বাস দিচ্ছেন?

সাবাজ। বালক আপনার কথা শুনে বোধ হয়
● একটু ব্যাকুল হয়েছে, ক্ষুদ্র বালক—ও আপনাকে আশ্বাস কি দেবে? এক আশ্বাস দিতে পারতুম আমি। কিন্তু বাবুজী, আমি মুসলমান। হিন্দুর মন্দির ভাঙ্গায় মুসলমানকে বাধা দিতে আমার অধিকার নাই।

ব্রজ। তা হ'লে হকুম কক্কন, আমি আদি।

সাবাজ। কোথায় গিয়েছিলেন?

ব্রজ। মেদিনীপুরে—মামলংদার সাদী খাঁর কাছে। যদি বিবাদের কোনরূপ একটা মীমাংসা হয়।

সাবাজ। মীমাংসা হ'ল না?

ব্রজ। একবার গেছি! এই বৃদ্ধ বয়সে সরদিয়া আর মেদিনীপুর বারবার যাতায়াত করেছি। মীমাংসা হ'ল না। তারা রায়বংশকে সরদিয়া লোক উচ্ছেদ করবার সঙ্কল্প করেছে।

সাবাজ। আপনারা অবশ্য যথাসাধ্য প্রতীকারের ব্যবস্থা করবেন?

ব্রজ। যথাসাধ্য—হজুর! সেই পরামর্শই স্থির করতে চলেছি। জানি, বড় একটা কিছু করতে পারব না। আমার পূর্ক প্রভু রত্নলাল পারেন নি। মনের হুখে তিনি নিরুদ্ধ হইয়া গেলেন। জানি, কিছু করতে পারব না। তবু মনিবকে দেশে রাখবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিছু না পারি, সাদী খাঁর বেটাকে একবার দেখে নেব।

সাবাজ। সে বুঝি আপনার বড় অপমান করেছে?

ব্রজ। আমার করলে, আমি গ্রাহ্য করতুম না। আমার সম্মুখে আমার পূর্ক প্রভুকে অকথ্য ভাষায় গাল

দিয়েছে। আমি সব সহ্য করতে পারি, আমার সমুখে আমার সে মনিবের নিন্দা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। তাঁরই মায়াতে আমি চল্লিশ বৎসর রায়েরের সংসারে আবদ্ধ আছি। এই আমার মৃত্যুকাল। আর কিছু করতে পারি আর না পারি—সরবার সময় একবার মরণ-কামড় কামড়ে যাব।

(কলু সর্দারের প্রবেশ)

কালু। বাঃ বাঃ! নায়েব মশায়, তুমি ত বেশ!

ব্রজ। চল, যাচ্ছি!

কালু। এখনও যাচ্ছি? তুমি কি নিজেই সব মাটা ক'রে দেবে না কি?

ব্রজ। এই মিঞাসাহেবের সঙ্গে ছুটো কথা কইতে দেরী হয়ে গেছে।

কালু। আবার মিঞাসাহেব কে? ওরা সব পাঠান! ওদের সঙ্গে কথা কইবার তোমার কোনও প্রয়োজন নেই।

ব্রজ। বলতে নেই—বলতে নেই। হজুরালি বড় ভাল লোক। বিশেষতঃ ওঁর এই বালক পুত্র—

সাবাজ। যান বাবুজী, আর আপনি বিলম্ব ক'রবেন না।

ব্রজ। বলেন আপনি বিদেশী। ছেলে নিয়ে এই রাষ্ট্রে এই নির্জন দেশে এসেছেন। এসে দাঁড়িয়েছেন রতিলাল বাবুর বাড়ীর দোরে। কিন্তু আজ আমার এমনি দুর্ভাগ্য মিঞাসাহেব, আপনাকে তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় করতে পারলুম না।

সাবাজ। যান—দুঃখ করবেন না। দৈবের যদি মরজি হয়, এক দিন আপনাদের ঘরে অতিথি হব।

কালু। চল এস।

ব্রজ। সেলাম হজুর।

[ব্রজনাথের প্রস্থান।]

সাবাজ। কি বালক, গোপালকে দেখতে যাবে?

জৈহু। আপনিও চলুন না বাবা!

সাবাজ। যার একটা চুড়া ভাঙতে দেখে দেশত্যাগ করেছি, ধর্মত্যাগ করেছি, জাতীয় রাঠোর নাম মুছে দিয়েছি, বাইশ বৎসর পরে ফিরে সেই মন্দিরকে ভূমিসাৎ দেখতে যাব?

জৈহু। কেন, আপনার তাঁৎশেও পাঁচ হাজার সেপাই আছে।

সাবাজ। মূর্থ বালক! তারাও যে পাঠান!

জৈহু। আগে থাকতেই হতাশ হচ্ছেন কেন বাবা?

সাবাজ। বেশ, পরীক্ষা করবে এস।

জৈহু। (কিম্বদন্তর যাইরা) হাঁ বাবা!

আপনারই নাম কি রতিলাল রায়?

সাবাজ। জৈহুদ্দীন! জৈহুদ্দীন! যদি প্রতিজ্ঞা কর, সরদিয়ায় গিয়ে আমার পশ্চিমের অন্বেষণ করবে না, আমার সেখানে কে আছে, কি আছে, জানতে চাইবে না, তা হ'লে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই। যা আমার মুখে শুনলে, ঐ বৃদ্ধের মুখে শুনলে, সে সমস্ত কথা হৃদয়মধ্যে কবরস্থ কর।

জৈহু। করলুম।

সাবাজ। আমারই নাম ছিল রতিলাল রায়।

চতুর্থ দৃশ্য

রায়দীঘি।

নসীর মামুদ।

গীত

চলত রাম সুন্দর শ্রাম পাঁচনি কাঁচনি

বেজ বেণু মুরলী খুরলী গান রে।

প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি, তপন-তনগ-

তীরে কেলি

“ধবলী শ্রামলী আগরে আগরে”

ফুকরি চলত কাহ্ন রে ॥

বয়সে কিশোর মোহন ভাতি,

বদন-ইন্দু জলদ-কাঁতি,

চাকচক্য গুজরাহার বদনে মদন ভানরে।

আগম নিগম বেদমার,

লীলায় করত গোষ্ঠবিহার,

নসীর মামুদ করত আশ

চরণে শরণ দান রে ॥

নসীর। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে! গোপাল!

তারা তোমার এই অপূর্ণ কারুকার্যময় মন্দিরের মধ্য-চড়া ভেঙে দিয়েছে—ঠিক হয়েছে! তারা অজ্ঞ; তারা কি জানে? তুমি ত কুপা ক'রে তাদের দেখাও নাই যে, তোমার নিত্য মন্দিরের চুড়া উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ

ভেদ ক'রে চ'লে গেছে। তুমি ত তাদের রূপা ক'রে
 বোঝাও নাই, বন্ধিরের চারি পার্শ্বের প্রাঙ্গণকে
 গোচারুণের মাঠ ক'রে নিত্য ব'লে গোপাল-মুর্তিতে
 তুমি পাঁচনবাড়ী হাতে দাঁড়িয়ে আছ। তুমি ত তাদের
 রূপা ক'রে ওনাও নাই, চিন্ময় নাম—চিন্ময় ধাম—নামের
 বেঠনে অনন্তরূপের লীলার তুমি ছিন্নিকাকে মোহিত ক'রে
 রেখেছ। তারা ত জানে না—অনন্ত রত—তোমার
 কাছে পৌছিবার অনন্ত পথ। তোমাকে না জেনে
 তারা অজ্ঞ বাল্কের মত পথ নিরেই মারামারি করছে।
 সেই মোহের বশে হজরতের উপদেশের স্বর্ণ বিস্মৃত
 হয়ে ফকীর-ধর্মের অঙ্গে আজ তারা বাদশাহী
 বিলাসিতার আবরণ দিতে বাগ্র হয়েছ। তার ফলে
 পরধর্মের প্রতি ঘেম আজ স্বধর্মের অস্থিরজ্ঞার প্রবেশ
 করেছে। ধর্মের নামে তুচ্ছ মৃত্তিকাকে সার ক'রে আজ
 মুসলমান মুসলমানের গলা কাটবার অস্ত্র ছুরি তুলেছে।
 মোগল আজ পাঠান দংশন করবার অস্ত্র উন্নতির মত
 ছুটে আসছে। কিন্তু লীলাময়, জীবের এই ক্ষণভঙ্গুর
 লীলামধ্যে আমি তোমার এক অপূর্ণ মধুময়ী লীলার
 আভাস পাচ্ছি। আমার মন বলেছে এই পাঠান-
 মোগলের পরম্পরের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষের কেন্দ্র-
 মধ্যে তুমি কি এক অপূর্ণ মিলন গান শোনাবার
 অস্ত্র—এ গোলাম দরবেশকে তোমার মন্দিরপার্শ্বে
 টেনে এনেছ। দেখাও গোপাল, দেখাও খোদা, সে
 লীলা কোন্ দিকে কি ভাবে কি আবেগে স্মৃতি হচ্ছে!
 গোলাম বৃকটে পারছে না। সৌরভে দিক পুরে যাচ্ছে
 —চক্ষু জলভারে অবসন্ন হ'ল—গোলাম আর কিছু
 দেখতে পাচ্ছে না।—মেহেরবাণী ক'রে তাকে দেখাও।

প্রভু মায় গোলাম, মায় গোলাম,

মায় গোলাম তেরা

তু দেওয়ান, তু দেওয়ান,

তু দেওয়ান মেরা ॥

দো রোটি এক লেঙ্গটী তেরে

পাশমো পাওয়া।

ভক্তিত ভাও দে আরোগ নাম

তেরা গাওয়া ॥

তু দেওয়ান মেহেরবান নাম

তেরা বারেরা।

গোলাম তেরা শরণে আরা চরণ

লাগে তারেরা ॥

[প্রস্থান।

(সাবাজ ও জৈহুদ্দিনের প্রবেশ)

সাবাজ। আমার বুক কাঁপছে, পা কাঁপছে
 —জৈহুদ্দীন! আর আমি অগ্রসর হতে পারব না।
 আমার জিহবার জড়তা আসছে, অধিকক্ষণ আর আমি
 তোমার সঙ্গে কথাও কইতে পারব না। বামদিকে চেয়ে
 দেখ, ওই আমার বাড়ী। দক্ষিণে চেয়ে দেখ, ওই
 রায়বংশের দেবালয়, মধ্যে দেশবিশ্রুত রায়দীঘি। এক-
 দিকে জয়নিকेतন—অন্তরিকে গোপাল-ভবন—মধ্যে
 সাগরতুল্য সরোবর স্বর্ণ ও মর্ত্যকে নিজের ছন্দে এক
 সঙ্গে শয়ন করিয়ে মমতাময়ী জননীর মত দূর অতীতের
 ঘুম পাড়ান গান গাইছে। ও গান অধিকক্ষণ শুনে
 আমি চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ব। আমার প্রভুভক্ত
 পাঠান সহচরণ হিন্দুর মন্দির-রক্ষা কার্যে তোমার
 সঙ্গী হ'ল না।

জৈহু। নাই হোক, তাতে দুঃখ কি বাপ! তারা
 তাদের মত বুঝেছে, আমি আমার মত বুঝছি।

সাবাজ। না, এখনও তোমার একমাত্র সঙ্গী
 আমি। মাতৃহীন বালক, এইখান দাঁড়িয়ে তোমাকে
 প্রথম বুঝতে হবে যে, আমি ছাড়া সংসারে তোমার
 কেউ নেই।

জৈহু। কেন, গোপাল?

সাবাজ। (স্বগত) তাই ত গোপাল! আমার
 উপর এ কি ভীষণ প্রতিশোধ নিছ! এ বিধর্মী বালক
 বলে কি?

জৈহু। গোপাল কি আপনার পুত্র ব'লে
 আমাকে সঙ্গী করতে নারাজ হবে!

সাবাজ। এর উত্তর দিতে পার না,—দিতে
 পারব না, জৈহুদ্দীন! গোপালকে যদি চিনতুম, তা
 হ'লে ধর্মাস্ত্রের গ্রহণ ক'রে তাকে পরিত্যাগ করব কেন?

কিন্তু গোপাল আমাকে পরিত্যাগ করে নি। এখন
 দেখছি জৈহুদ্দীন, গোপাল তোমাকে পুত্ররূপে দান
 ক'রে তাকে পরিত্যাগ করবার প্রচণ্ড প্রতিশোধ

নিয়েছে। তা হ'লে শোন—শোন—জৈহুদ্দীন!
 আমি দেখছি, গোপাল তোমার ভিতর থেকে উকি

মারছে। ঠিক বলেছ। এ ছিন্নির গোপালই
 তোমার একমাত্র সঙ্গী। এইবারে যাও—আমার
 কথা শুনে বুঝি ওই দেখ, বৃকান্তরালের অশ্রুত চাঁদ

রায় দীঘির অগণ্য তরঙ্গ-শিরে তার রহস্তের হাসি

বিশিরে দিচ্ছে। এ ভীষণ রহস্তেও তার বুঝি মনস্তত্ত্ব

বঙ্গের রাঠোর

হ'ল না; দেখে জৈহুদীন, হাসি জলতরঙ্গ থেকে প্রতিফলিত হ'য়ে গাছের পাতা ধ'রে চলতে লাগল।

জৈহু। গোপাল! গোপাল!! গোপাল!!!

সাবাজ। কৈ কৈ কৈ বাপ, কৈ গোপাল?—

কৈ গোপাল?

জৈহু। হাঁ বাবা, গোপাল কি জলের ভিতরে ডুবে নাচতে পারে?

সাবাজ। দেখেছ—দেখেছ—তুমি ঠিক দেখেছ?

জৈহু। আগে দেখলুম ঢেউ, তার পর দেখলুম যেন হাজার ফণাধরা সাপ—সব মাথায় মাণিক জ্বলছে—সেই ফণার উপর দাঁড়িয়ে আপনি যেমনটি বলছেন ঠিক সেই রকম—নবীন মেঘের মত ঘন নীল, মাথায় কি হুম্বর শিখিপাখার চূড়া, যুগল হাতে অধরে ধরা মুরলী—ও কি হুম্বর—ও কি হুম্বর—গোপাল! গোপাল!!

সাবাজ। একটু দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও! তুমি ঠিক দেখেছ! কিন্তু আমার চক্ষু ক্রমশঃ অন্ধ হয়ে আসছে। আমার অন্ধের যষ্টি। একবার দাঁড়াও। বুঝেছি, আর তোমাকে কাছে রাখতে পারব না। তবে একবার দাঁড়াও, যাবার পূর্বে একটি কথা ব'লে যাও। বল, গোপাল! এর পর আমাকে না দেখতে পেলে, আমার লজ্জা একটি ক্ষুদ্র নিখাস পর্য্যন্ত ত্যাগ করবে না?

জৈহু। না।

সাবাজ। তবে যাও গোপাল, যাও। বিদায়—চিরবিদায়। আমি ধর্ম্মত্যাগী, ও মন্দিরের ছায়াও স্পর্শ করতে আর আমি অধিকারী নই!

[প্রস্থান।

জৈহু। না না—ওই যে গোপাল! তুমি আমাকে ইঙ্গিত করছ। দাঁড়াও গোপাল—দাঁড়াও। আমি তোমার কাছে যাব।

(জলে ঝপ্পপ্রদান)

(পটপরিবর্তন)

মন্দির সংলগ্ন বাগান।

নসীর শামুদের কোড়ে জৈহুদীন।

নসীর। এ কি আশ্চর্য্য! এ যে দেখছি মুগলমান বালক! কোন ওরফার পুত্র! বা—কি অপূর্ণ লক্ষণযুক্ত বালক!—ব'শ।

জৈহু। কে আপনি?

নসীর। বলছি! আগে তুমি বল, পাগলের মত জলে বাঁপ দিয়ে তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে কেন?

জৈহু। জলের ভিতর গোপাল ছিল। আমি তাকে ধরতে যাচ্ছিলুম!

নসীর। জলের ভিতর গোপাল ছিল, তোমাকে বলল কে?

জৈহু। আমি দেখেছি।

নসীর। আমি যদি বলি মিছে কথা!

জৈহু। না না—আমি দেখেছি—ঠিক দেখেছি। জলের ভিতর প্রকাণ্ড সাপ—তার কত ফণা! শুধে শেষ করতে পারলুম না। সব মাথায় মাণিক জ্বলছে। গোপাল সেই সকল ফণার উপর নৃত্য করছে!

নসীর। আমি যদি বলি তুমি ভুল দেখেছ? যদি বলি, নীলাকাশ দীর্ঘির হিল্লোলভরা জলে প্রতিফলিত হ'য়ে অগণা ফণার রূপ ধরেছে, তার উপর আকাশের তারা প'ড়ে মাণিকের মত দেখিয়েছে, দেখে তোমার দৃষ্টিভ্রম হয়েছে?

জৈহু। না—না—অমন কথা বলো না। আমি ঠিক দেখেছি। গোপাল আনাকে কাছে যেতে ইঙ্গিত করলে। কিন্তু ওগো! কাছে যেতে না যেতে, বাবার উপর অজ্ঞানে গোপাল অদৃশ্য হয়ে গেল! আমাকে ধরা দিলে না। গোপাল! গোপাল!

নসীর। দাঁড়াও বাপ—দাঁড়াও, ভয় কি? যদিই তুমি গোপালকে দেখে থাক—

জৈহু। আবার যদি—আবার যদি? আমি ঠিক দেখেছি—এবার যদি—যদি বল, আমি তোমাকে কেটে ফেলব।

নসীর। বেশ বাপ, আর বলব না। তবে বল গোপালকে কেমন দেখলে?

জৈহুদীনের গীত।

মনোহর কেশ বেশ, মনোহর বালতীমালা।

মনোহর মণিকুণ্ডল ঝলমল,

মনোহর তিলক রসাল!

মনোহর অধরে মনোহর মুরলী,

মনোহর লোচনে চায়।

মনোহর কটিট, মনোহর পীতপট

মনোহর নুপুর পায় ॥

নসীর। দেখেছ—দেখেছ। ভাগ্যবান বালক,
তুমি ঠিক দেখেছ।

জৈহু। ওপো! কেনন ক'রে তাকে পাব?

নসীর। তা বলতে পারি না। গোপালের
অচেতুকী কল্পনা। আজীবন কঠোর সাধনেও বীর
সন্ধান মেলে না, ক্ষুদ্র বালক হ'য়েও তুমি বিনা সাধনে
তার দর্শন পেয়েছ। তবে সাধুসুখে শুনেছি, তাঁকে
পেতে হ'লে তাঁর নামবীজ ল'য়ে তাঁকে ডাকতে হয়।
ডাকতে—ডাকতে—ডাকতে তাঁর রূপা হ'লে তাঁকে
পাওয়া যায়।

জৈহু। সে নামবীজ কেনন ক'রে পাব? দাও
হজরত, ব'লে দাও। তুমি জান—তুমি জান।
বাঃ—বাঃ! এই যে আমি পেয়েছি—এই যে আমি
পেয়েছি (নসীর মামুদকে বেঠন) তোমাকেই যে
গোপাল দেখছি। গোপাল! গোপাল!!

নসীর। তাই ত গুরু, গোলামকে এ কি বিচিত্র
শীলা দেখাতে এখানে নিয়ে এলে! অল্পের সন্ধান
আমি ছিন্না ঘরে এলুম—আমাকে কি না এই বনদেশে
এনে রূপের সাগরে ডুবিয়ে দিলে! এস গোপাল, এস
বাপ, গোপালের চরণকমল যে কাকনময় সূত্রে বাঁধা,
সেই সূত্রের প্রান্ত আমি তোমাকেই ধরিয়ে দিই।

(মন্ত্র প্রদান)

জৈহু। আমি ধত্ত—আমি ধত্ত! গুরু—গুরু!
সেলাম—(নতজাহু) বহুত বহুত সেলাম। আনন্দে
আমার প্রাণ উথলে উঠছে, আমি গোপালকে পেয়েছি।

নসীর। আমিও আমার গুরু শ্রীসনাতন
গোশ্বামীর আদেশ মাথায় ক'রে গোপালের অধেষণে
ছিন্না ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম। এতদিন পরে তাকে
বাহর বেঠনে পেয়েছি। তবে তুমি গোপালকে বংশী-
ধারী দেখেছ। আর আমি দেখেছি আমার প্রাণের
গোপাল অসিধারী। দেখছি, বহুদিনের বিচ্ছেদের
পর প্রিয়র সঙ্গে প্রথম সন্মিলনে অভিমানে তার চাক
অধর কম্পিত হচ্ছে!

জৈহু। এইবারে আমি কি করব গুরু?

নসীর। কি করতে চাও বল। আমাকে সখা-
জ্ঞানে বল।

জৈহু। আমি ওই মন্দিরে যাব ব'লে এসেছিলুম।

নসীর। তা হ'লে এস গোপাল, আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বনপথ।

রত্নলাল ও ভোলাই।

রত্ন। শুনছিস, পাঠান হু'হাজারের ওপর জড়
হয়েছে। শুনছি, আরও চারিদিক থেকে পাঠান
আসছে।

ভোলাই। আশুক পাঠান—হু'হাজার দশহাজার
বিশহাজার কত আসতে পারে আশুক। কেউ তোমার
কিছু করতে পারবে না। পীর সাকরনী তোমার
সহায়। তুমি ব'লে, যে তোদের পীর, সেই আমাদের
গোপাল, এখন বুঝতে পারছি যেন তাই, নইলে সেই
বিশহাজারের কর্তা আজ তোমাদের ঘরে অতিথি হবে
কেন? আমি একটা মাতাল, বুদ্ধিহীন গাড়েগল,
নেশার বোঁকে কি একটা কথা কইলুম, তাই কি না
সত্যি হয়ে গেল। চল্লিশ পঞ্চাশ ক্রোশ তফাতের
বর্দ্ধমান, সে কি না কাছারী বাড়ীর ভেতরে
টুকে পেস্তা খাচ্ছে! এতে আর বুঝতে কি
বাকী আছে? গোপাল তোমাকে উচু ক'রে তুলে
ধরেছে। সে বাবা গোপালের হাত—যে যতই উচুতে
উঠুক না কেন, কচি আঙ্গুল তার এক কাটি উচু হয়ে
যাবে। কেউ নাগাল পাবে না।

রত্ন। চূপ—কে যেন দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

ভোলাই। কই—কই?

রত্ন। ওরে ভোলাই, আর এক জন আসছে!
ওরে বোধ হচ্ছে যেন-পাঠান।

ভোলাই। বাঃ—বাঃ—ঠিক হয়েছে। হুকুম কর
ছোটবাবু, গোপালের ভোগে লাগিয়ে দিই!

রত্ন। দূর হতভাগা, গোপালের সেবায় কি হিংসা
চলে রে!

ভোলাই। হিংসে কি আমারও আছে? আমি
সরল ভাবেই হাসতে হাসতে ভোগে লাগিয়ে দিই।

রত্ন। না রে পাগল! যদি আমার জয় চাস, তা
হ'লে শুনে রাখ, যেন এতটুকুও অর্ধ কলিস্ নি। কে
ওরা, কি করতে এসেছে—আগে আড়াল থেকে ভাল
করে জানি।

ভোলাই। এত রাত্রে তোমার বাড়ীর কানচে
পাঠান। এতে আর জানবার কি আছে?

রঙ্গ। (বিরক্তভাবে) তবু জানবো। বোকা,
এমন ক'রে কথা কাটাস নি।
তোলাই। তবে জানো।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সাবাজ ও সহবৎ খাঁর প্রবেশ)

সাবাজ। আবার এলে কেন সহবৎ খাঁ? আমি তো
তোমাদের সকলকেই নিষ্কৃতি দিয়েছি।

সহবৎ। আপনি নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু
আমরা ধর্মের দিকে দৃষ্টি ক'রে, কেউ এর পূর্বক্ষণ
পর্যন্ত নিষ্কৃতি নিতে পারি নি। হজুরালি, বহু দিন
আপনার অধীনে কার্য্য ক'রে বহু যুদ্ধে আপনার সঙ্গী
হ'য়ে আমরা যে গৌরব লাভ করেছি, সেটা আমরা
ভুলতে পারি নি। এই জন্য আমরা স্থির করেছিলাম যে,
ওই মন্দির ধ্বংসে বাধা না দিলেও আমরা সকলে
নিরপেক্ষ থাকবো। কিন্তু তা আর হ'ল না। আমরাও
ওত্রস্ত কাকেরদের এদেশ থেকে একেবারে উচ্ছেদ
করতে আমাদের মেদিনীপুরী পাঠান ভাইদের সঙ্গে
যোগদান করব।

সাবাজ। একুপ দাক্ষিণ কোষ হবার কি কোনও
নতুন কারণ হয়েছে?

সহবৎ। হুর্কৃত্তেরা যা করেছে, তাতে তাদের
ধ্বংসই হচ্ছে একমাত্র ঔষধ।

সাবাজ। আমাকে বলতে সঙ্কোচ কেন?

সহবৎ। এই গ্রামে রজিলাল ব'লে এক বেটা
বদমায়েস ছত্রী বাস করত।

সাবাজ। তারপর?

সহবৎ। রঙ্গলাল ব'লে তার একটা হুর্কৃত্ত ছেলে
আছে।

সাবাজ। রঙ্গলাল?

সহবৎ। হাঁ হজুরালি, ওই নামই শুনে এলাম।
তারা দুই ভাই। বড়র নাম নন্দলাল, এটা ছোট।

সাবাজ। বুঝেছি। (স্বগত) আমি গর্ভবতী পত্নীকে
পরিতাগ ক'রে গিয়েছিলাম, দেখছি গৃহভাগের পর
আমার এক পুত্র হয়েছে। (প্রকাশ্যে) সে কি
করেছে?

সহবৎ। মোগলে যা করতে পারে নি, তাই
করেছে। সমস্ত পাঠানের মাথা হেঁট করেছে।

সাবাজ। স্পষ্ট ক'রে বল। কোন পাঠান-কুল-
বহিলার উপর অভিযাচার করেছে?

৭৭—৫

সহবৎ। কোন কি? স্বয়ং উজ্জীর সাহেবের কস্তা!
সাবাজ। বল কি?

সহবৎ। এ দেশে বক্তার্য্যার ষিলিজীর আমল
থেকে অনেক পাঠান বাস করে। জ্বনিদ খাঁ তাদের
সাহায্য চাইতে সেখানে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে
তিনি নিজে এই কথা শুনে এসেছেন। হুয়ায়া সেই
কস্তার রক্ষীকে হত্যা ক'রে পথ থেকে তাকে চুরী
ক'রে নিয়ে গেছে।

সাবাজ। তা যদি ক'রে থাকে তা হ'লে শুধু
তুমি কেন, আমিও তোমাদের সঙ্গে ওই মন্দির-ধ্বংসের
সাহায্য করব।

সহবৎ। যদি কেন, জ্বনিদ খাঁ শুধু শুনে তুট
হ'ন নি। তিনি স্বচক্ষে সেই রক্ষীর মৃতদেহ দেখে
এসেছেন।

সাবাজ। দেখে কি করছেন?

সহবৎ। তা আমি জানি না। তবে সমস্ত
পাঠানকে এই দাক্ষিণ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য
প্রস্তুত থাকতে ব'লে গেছেন। মেদিনীপুরী পাঠান
আজ রাহেই এই গ্রাম আক্রমণ করবে। তারা জ্বনিদ
খাঁর ফেরবার অপেক্ষায় ব'সে আছে। এই শুনে কি
আপনি আমাকে ওই মন্দির-রক্ষায় সাহায্য করতে
আদেশ করেন?—

সাবাজ। না সহবৎ খাঁ। তবে কথাটা বড়ই
অবিশ্বাস্য। একটা ক্ষুদ্র মৌজাদারের পুত্র—

সহবৎ। যে হুর্কৃত্ত, তার ছোট বড় নেই হজুরালি!
শুনলাম রতিলাল রায় নিজেও গুইরুপ হুর্কৃত্ত ছিল।

সাবাজ। বটে—বটে!

সহবৎ। সেও এক সময় পাঠানের সঙ্গে কি অসদ্-
ব্যবহার করেছিল। পাঠানরা ওই মন্দিরের একটা
চড়া ভেঙ্গে শয়তানকে শাস্তি দিয়েছিল। শয়তানের
ছেলে দ্বিতীয় শয়তান। হুয়ায়া রঙ্গলালকে
শাস্তি দিতে সাহায্য করা আপনারও কর্তব্য।

সাবাজ। কর্তব্য বলছ কি সহবৎ খাঁ, তোমরা
বলি তাকে কমা কর, আমি করব না।

(রঙ্গলাল ও ভোলাইয়ের প্রবেশ)

রঙ্গ। এই উল্লু! জ্বনিদ অস্ত্র বার কর। তাকে
জাহানমে পাঠিয়ে চ'লে যাই।

সহবৎ। কে তুই?

ভোলাই। বরবার পর পরিতম গুনবি।

রঙ্গ। অল্প বার কহ—তোকে আমি ছেড়ে বাব না। হুয়ায়া! তুই আমার বাপকে গাল দিয়েছিল।

সাবাজ। এই—এই রঙ্গলাল?

ভোলাই। হুজুরকে গাল দিয়েছিল।

রঙ্গ। আমাকে গাল দিলে ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু পিতৃনিন্দা—স্বকর্ণে শুনেছি—হুয়ায়া কিছুতেই তোকে ক্ষমা করব না। শোন, আমিই মহাত্মা রক্তিশালের পুত্র রঙ্গলাল।

সাবাজ। (স্বগত) হা গোপাল! এই আমার রঙ্গলাল!

সহবৎ। তজ্জ্বালি! আর আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হ'ল না। খোদার মজ্জিতে হুয়ায়া নিজেই মৃত্যুমুখে উপস্থিত হয়েছে। (অস্ত্র বহিষ্করণ)

সাবাজ। উভয়েই কণেক অপেক্ষা কর।

রঙ্গ। অপেক্ষা করবার সময় নেই। আপনি সমস্ত কথা এর মুখে শুনেছেন; পাঠান আমাদের বাড়ী আক্রমণ করতে আসছে।

সাবাজ। তবু অহুরোধ করছি।

রঙ্গ। মিছে অহুরোধ জনাবালি। অতি অকথা ভাষায় এ ব্যক্তি আমার মহাত্মা পিতাকে গাল দিয়েছে। যাদের অত্যাচারে জর্জরিত হ'য়ে তিনি গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন, এ ছুটি তাদের পক্ষে সাহায্য করতে এসেছে। ওর সমস্ত কথা আমার শুনেছি। ওর সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ, তাও শুনেছি। ও বেইমান! ওকে আমি ছাড়ব না।

সাবাজ। আমি বৃদ্ধ, তোমাকে অহুরোধ করছি—

রঙ্গ। জনাবালি! রাখব না। পিতৃনিন্দা! পিতা এসে যদি অহুরোধ করতেন—

সাবাজ। (ঈশজুচশ্বরে) পিতা এসে অহুরোধ করলেও রাখতে পারতেন না?

ভোলাই। না।

সাবাজ। খাম্ উল্লুক, তোকে আমি জিজ্ঞাসা করছি না।

ভোলাই। (স্বগত)—ও বাবা! কথার এত জোর। গাটা কঁপে উঠেছে! এ—বুড়ো ত কেউ কেটা নয়?

সাবাজ। বল বাবু সাহেব?

রঙ্গ। কে আপনি?

সাবাজ। তুমি আমার কথার আগে উত্তর দাও।

রঙ্গ। রাখতে পারতুম কি না সন্দেহ।

সাবাজ। যদি তোমার পিতা তোমাকে অহুরোধ করেন?

রঙ্গ। পিতা—পিতা! তিনি কি আছেন? যে আপনি—কে আপনি?

সাবাজ। বলছি—আগে তুমি বল, সত্যই কি তুমি উজীর-কজ্জাকে অপহরণ করেছ?

রঙ্গ। না, আমি তাকে পাঠানের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছি।

সাবাজ। (পশ্চাতে চলিতে চলিতে)—রঙ্গলাল! রঙ্গলাল! কে আপনি—কে আপনি? বুঝেছ

—যাবেন না—যাবেন না,—জীবনে প্রথম—জানি না—বুঝি না, কি বলব? পিতা! দাঁড়ান।

সাবাজ। রঙ্গলাল! আমি মরেছি—অনেক দিন—এখন প্রেত—এসো না। দেখ—দূর থেকে দেখ—কাছে এসো না! অহুরোধ—তোমার পিতার পুত্রত্বলা সহচর—বহু যুদ্ধের সঙ্গী—ক্ষমা—তোমার পিতার অহুরোধ—ওই যুবককে ক্ষমা কর।

[প্রস্থান।

ভোলাই। হুজুর! ধ'রব?

রঙ্গ। না—না—না। পরিত্র দেহ স্পর্শ করিস্ নি।

ভোলাই। কঠাবাবু কঠাবাবু—সেলাম।

রঙ্গ। পিতৃ-সহচর! আপনাকে কি ব'লে সাযোদন করবো?

সহবৎ। গোলাম—গোলাম—গোলাম।

রঙ্গ। না—না—ভাই—ভাই—ভাই, আপনি আমার ভাই।

(পরস্পরে উজীর-বিনিময়)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাছারী বাটী।

হুজমান ও ব্রহ্মনাথ।

হুজ। আপনার আশ্রয়-বন্ধে আমি যে কি আপ্যায়িত হয়েছি, তা আমি একমুখে জানাতে পারছি না।

ব্রহ্ম। কিছুই করতে পারিনি মিক্রা-সাহেব। আমার বনিবের সংসার অতিথি অভাগতের সংসারের জন্ত

চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁর মৌজায় এসে আপনি যদি অনাহারে চ'লে যেতেন, তা হ'লে আমার দুঃখের অবধি থাকতো না।

হুসে। কে আপনার মনিব ?

ব্রজ। মনিব জীবিত নাই। না—না—মাগনি অতিথি—নারায়ণ—আপনার কাছে সত্য-গোপনও পাপ। প্রায় বাইশ বৎসর হ'ল, কোনও কারণে নিদারুণ মর্ষপীড়িত হয়ে মনিব আমার গৃহত্যাগ করেছেন। আর আসেন নি। আমার বিশ্বাস, তিনি জীবিত নাই, কেন না, জীবিত থাকলে তিনি অন্ততঃ আমার সঙ্গে একবার দেখা করতেন।

হুসেমান। কি কারণ, জানতে অতিক্রটি হচ্ছে।

ব্রজ। মাক করুন জনাব, এখন তা জানাতে পারিব না। যে অবস্থায় তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন, আজ বাইশ বৎসর পরে মনিবের গৃহে সেই অবস্থা। বিশ্রাম করুন। আমি আপনাকে বিশ্রাম নিতে দেখে চ'লে যাব। প্রাতঃকালে যদি ফিরে আসি, আর আপনার জানতে যদি একান্তই অতিক্রটি হয়, তা হ'লে সে মর্ষবেদনার কথা আপনাকে শোঁমিতে পারি।

হুসে। কোথায় যাবেন ?

ব্রজ। মনিবের বাড়ী।

হুসে। সে এখান থেকে কতদূর ?

ব্রজ। বেশী দূর নয়—ত-ক্রোশ দূরেকের মধ্যে। আমার এতক্ষণ সেখানে থাকাই কর্তব্য ছিল। প্রভু-পুত্র ব্যাকুল হয়ে আমার পতাকা করছেন।

হুসে। আমার জন্তই আপনি দেখা করতে পারছেন না।

ব্রজ। আমার যাবার যা প্রয়োজন, তা এখান থেকেই একরূপ নিষ্পন্ন করেছি। শুধু তাঁর সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাৎ। দেখছেন আমি বৃদ্ধ, আমার দ্বারা তাঁর কার্যে কোন শারীরিক সাধ্যের আশা নেই। বাল্যকাল থেকে মাহুয করেছি—আমি কাছে থাকলেই তাঁর যথেষ্ট সাহায্য।

হুসে। জানবার বড় কৌতূহল উদ্ভূত ক'রে দিলেন বাবুজী।

ব্রজ। বেশ ত জনাব, প্রাতঃকালেই জানবেন।

হুসে। আমি প্রাতঃকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর্তে পারিব না।

ব্রজ। সে কি, এখনি যাবেন ? এখন এই রাজি

—মৌজার চারিদিকে ঘন অঙ্গণ ! এ সময় কোথা যাবেন।

হুসে। কটক যাব ইচ্ছা করেছি।

ব্রজ। ইচ্ছা ক'রে থাকেন, প্রাতঃকালে যাবেন।

এখন ত আপনাকে আমি কোনও মতে যেতে দেব না।

হুসে। ভয় নেই, আমি মরব না।

ব্রজ। কেমন ক'রে বুঝব ?

হুসে। আমি আজ আত্মহত্যা করবার দ্রষ্ট প্রস্তুত হয়েছিলাম। যখন সে সন্ধ্যা বাধা পড়েছে, তখন বুঝবেন, শীঘ্র আমার মৃত্যু নাই।

ব্রজ। বলেন কি ? আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন ?

হুসে। দেখছেন, আমার সৈনিকের পরিচ্ছদ। আমি মিথ্যা কই নি।—আমার নিকটে আপনার উপস্থিত হ'তে যদি আর একটু বিলম্ব হ'ত, তা হ'লে এই ছোঁরা (ছোঁরা বাহির করণ) আমূল আমার বক্ষে প্রবেশ করত।

(পানীয়দায়ক লইয়া কালুর প্রবেশ)

ব্রজ। জানাবালি ! কিছু সরবৎ ?

হুসে। উঃ—যোগ্য সময়ে পানীয় এনেছ। (ছোঁরা ভূমিতে রাখিয়া কালুর হস্ত হইতে পানীয় গ্রহণ ও ব্রজনাথের হস্তিতে কালুর ছোঁরা লইয়া প্রস্থান) বাবুজী ! বড়ই উপযুক্ত সময়ে আপনি সরবৎ সরবরাহ করেছেন। আপনার আকৃতি ও আচরণ দেখে বোধ হচ্ছে আপনি সাধু।

ব্রজ। দোহাই জনাব, অযোগ্যকে অত উচ্চ অভিধান দেবেন না।

হুসে। আমার বক্তব্য আপনাকে ব'লে যাছি। (সরবৎ পান করারত করিতে) ছোঁরা বার করবার সঙ্গে সঙ্গে আমার আবার মৎস্যপাশা জেগে উঠেছিল। আমার এখন মনে হচ্ছে, আপনি ভিন্ন অস্ত্র কেহ আমাকে স্থানত্যাগ করিতে পারিত না। আপনার আমার সঙ্গে দেখা হবার কিছু পূর্বে একটি হুম্মর-কান্তি যুবক আমাকে আশ্রয় দিতে বহু সাধ্যসাধনা করেছিল। আমি তাঁর কথা রাখি নি।

(সরবৎ নিঃশেষে পান)

ব্রজ। কালু !—(কালুর পুনঃ প্রবেশ ও পানপাত্র লইয়া প্রস্থান) আপনি তারই কথা রেখেছেন।

হুলে। না বাবুজী, আমি তার উপরোধ রক্ষা করি নি। সে আমাকে বাতিবাস্ত ক'রে তুলেছিল।

ব্রজ। পাকে প্রকারে সে আপনাকে উপরোধ রক্ষা করিয়েছে। আমাকে আপনার সম্ভার দিয়েছে—সেটি আমার প্রভুপুত্র!

হুলে। আপনার প্রভুপুত্র ত। নতাস্ত বালক।

ব্রজ। আমার বলতে কিছু ভুল হয়ে গেছে। আমার মনিবের ছই পুত্র। যেটিকে দেখেছেন, সেটি ছোট। প্রভুর গৃহভাগের পর জন্মগ্রহণ করেছে। যিনি ঞ্জোঁ তিনি বিজ্ঞ, তাঁর পিতারই মত সাধু।

হুলে। আর ছোট?

ব্রজ। কেন জনাব, সে কি আপনার সঙ্গে কোনও অসদ্ব্যবহার করেছে?

হুলে। অসদ্ব্যবহার কি বাবুজী, অত্যাচার!

ব্রজ। অত্যাচার করেছে?

হুলে। ভীষণ অত্যাচার।

ব্রজ। জনাবালি—জনাবালি—(করঘোড়ে) —এই বৃদ্ধের প্রতি দয়া ক'রে তার প্রতি ক্ষমা করুন।

হুলে। (হাস্ত)—আপনার প্রতি দয়া ক'রে তার প্রতি ক্ষমা করব?

ব্রজ। আমি এখন সে দুটিকে ধ'রে এনে আপনার চরণতলে নিক্ষেপ করছি।

হুলে। সে ভীষণ অত্যাচারের ক্ষমা নেই।

ব্রজ। তারই অত্যাচারে পীড়িত হ'য়ে কি আপনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন?

হুলে। (ব্রজনাথের হস্তধারণ)—ব'স সাধু, ব'স—ভয় নেই। আত্মহত্যায় মানসিক প্রচণ্ড যন্ত্রণার অবসান করতে যাচ্ছিলুম, তোমার প্রভুপুত্র তাতে বাধা দিয়েছে। এই ছাওয়ানি—এ কি? ছোঁরা?

ব্রজ। যথাসময়ে পাবেন।

হুলে। ওঃ! বুদ্ধ! তুমি অপূৰ্ণ বুদ্ধিমান। কিন্তু ভয় নেই!—জীবন দুর্ভর হ'লেও আমি এখন থেকে তাকে বধন ক'রব।

ব্রজ। এই পর্যন্ত যা শোনালেন, আপনি বার বার বলুন। কিন্তু খোদাবন্দ! রহস্ত ক'রেও বুদ্ধকে আর ভয়ের কথা শোনাবেন না।

হুলে। কেন? ভয়ের কি কোন বিশেষ কারণ আছে বাবুজী?

ব্রজ। জনাব! যুবক কিছু উচ্ছ্বল।

হুলে। সে আমি নিজে জেনেছি। সে যখন আমার নিকটে বসেছিল, তখন তার মুখে সরাবের গন্ধ পেয়েছিলুম।

ব্রজ। তবে ত আপনি সমস্তই জেনেছেন। যুবক সর্বসম্ভবের আধার। তবে অসৎসঙ্গে প'ড়ে তার স্বভাবের কিছু বিকৃতি হয়েছে।

হুলে। এক পানদোষ; আর কোনও দোষ ধরেছে। বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে? ভয় নেই—আমাকে বন্ধুজ্ঞানে বলুন।

ব্রজ। এত দিন চরিত্রহানির কথা শুনি নি। কিন্তু আজ—

হুলে। বল বাবুজী, বল।

ব্রজ। বড় কঠিন কথা!

হুলে। যুবক কোনও রমণীর উপর অত্যাচার করেছে?

ব্রজ। যে সে রমণী হ'লে ভয়ের তত কারণ ছিল না। পাঠান-রমণী—

হুলে। (হাস্ত) পাঠান-রমণী?

ব্রজ। সেই জন্ত মন্বাত্তিক ক্রোধে এ দেশের সমস্ত পাঠান রায়বংশকে উচ্ছেদ করবার জন্ত প্রতিজ্ঞা করেছে।

হুলে। ঠিক করেছে—পাঠান তা হ'লে বেঁচে আছে।

ব্রজ। আপনি উঠেছেন যে?

হুলে। আমি এখন এ স্থান ত্যাগ করব।

ব্রজ। বিশ্রামে আপনার অভিকৃতি না হয়, আর আপনাকে ধ'রে রাখব না। কিন্তু হঠাৎ আপনার ভাবপরিবর্তনে আমার কিছু ভয় হচ্ছে। সে রমণীর সঙ্গে আপনার কি কোনও সম্বন্ধ আছে?

হুলে। আমাকে আর কোনও প্রশ্ন ক'র না—আমি উত্তর দিতে পারব না।

ব্রজ। উত্তেজিত হবেন না। আমাকে আপনি বন্ধু বলেছেন—

হুলে। পথ রোধ ক'র না—

(কালুর প্রবেশ)

কালু। দশ বার জন হেতিরার ধরা পাঠান—এক জন তাদের সরদার—মিঞা সাহেবের খবর জানতে চাচ্ছিল। আমি খবর দিতে তারা ভিতরে আসতে চায়। কি হকুম?

ব্রজ। সকলেই ?

কালু। তা জিজ্ঞাসা করি নি—জেনে আসি।
মিঞা সাহেব ? আমার ফিরে যাবার অপেক্ষা করতে
পারলেন না।

(সৈন্তগণসহ জুনিদের প্রবেশ)।

জুনিদ। চূপ রও উজুক ! তোর হুকুমে আমি
বাঁহিরে দাঁড়িয়ে থাকব ?

ব্রজ। কালু ! (ইঙ্গিতে ক্রুদ্ধ হইতে নিষেধ
করিলেন)

জুনিদ। হজুরালি। চ'লে আসুন—জলদি।
আপনার কন্ডার সন্ধান পেয়েছি।

হুশে। কোথায়—কোথায় ?

জুনিদ। এই স্থানেরই এক ছুরাখা মৌজাদার
তাকে অপহরণ ক'রে নিয়ে গেছে।

হুশে। আমায় হত্যা কর। আমার তুলা
হতভাগা ছুনিয়ায় আর নেই। আমি কতাপহারী
শয়তানেরই ঘরে অতিথি হয়ে তার দন্ত অন্নজলে উদর
পূর্ণ করেছে।

জুনিদ। এই সেই সয়তানেরই বাড়ী ? এদের
কি করব, হুকুম করুন।

হুশে। এরা নিরপরাধ—কিছু ব'ল না। পার,
সে সয়তানকেই শাস্ত দাও।

ব্রজ। না—না—আমরা অস্তায় অহুগ্রহের
ভিত্তারী নই। কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারছি না।
আপনারা যে কে তাও আমি জানি না। অতিথি
ব'লে পরিচয় গ্রহণ করি নি। কিন্তু এই যুবকের কথায়
বুঝেছি, আপনারা শক্তিবান। করযোড়ে আমি
আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, আপনারা
কিয়ৎক্ষণের জন্য এ গোলামের ঘরে বিশ্রাম
করুন। আমি একবার জেনে আসি। শুধুন
হজুরালি—আপনিও শুধুন—রায়বংশের দূর্ভাগ্যে
সত্যি যদি এমন নরাধম জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে,
তা হ'লে সে বংশের উচ্ছেদ করতে আমি নিজেই
আপনাদের সাহায্য করব।

জুনিদ। তোমার সাহায্যের কোনও প্রয়োজন
নেই। তুমি পথ ছাড়। যদি কথা না শোন,
তোমাকেই আগে জাহান্নমে পাঠিয়ে দেব।

ব্রজ। জাহান্নমে পাঠাবার কর্তা, কে তুমি ?

সৈন্ত। এই উল্লুক ধরবহার!

হুশে। দাঁড়াও ! এ যুদ্ধের প্রতি অভ্যাচার ক'র না।

আমি ঠার ব্যবহারে পরম তুষ্ট হয়েছি। উনি কে
জানতে চাও। উনি গোড়ের বাদশার ভাই।

ব্রজ। আর আপনি ?

জুনিদ। কি করছেন হজুরালি ? যে গোলামের
গোলাম হবার বোগা নয়, তার কাছে আপনি কি
করছেন ?

হুশে। কিন্তু গোলামের গোলামের কাছে আমি
জীবনের জন্য ঋণী।

ব্রজ। আর আপনি ?

হুশে। আমি তাঁর উজীর।

ব্রজ। খোদাবান্দ ! যতক্ষণ না গোলাম ফিরে
আসে, ততক্ষণ আপনার এখানে অবস্থান করতে হবে।

জুনিদ। এক মাসের মধ্যে যদি তুমি না ফিরে
এস ?

ব্রজ। আপনি রাজার ভাই ? তা হ'লে এমন
অবিজ্ঞের মত কথা কচ্ছেন কেন হজুর ! আর এই
কথাই যদি আপনার মনে উঠে থাকে, তা হ'লে
একমাসই এখানে আপনাকে অবস্থান করতে হবে।

জুনিদ। এই, এ বুদ্ধ কিম্বদ। অথবা এর মতলব
ভাল নয়। একে এখানে বন্দী ক'রে রেখে দে।

ব্রজ। কালু ! যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি,
ততক্ষণ এই উদ্ধৃত যুবককে এই খানে আবদ্ধ ক'রে
রেখে দে।

জুনিদ। কি বলি কন্মবধৃত ?

ব্রজ। অস্ত্রে হাত দিও না হজুরালি ! আমার
প্রভুর বর অভ্যাগতের রক্তে কলঙ্কিত ক'র না।

কালু। এ দিকে কি দেখছ জনাব ! হুলতান
মারাই এক সময় আমাদের পিতৃপুরুষের ব্যবসা ছিল।
মনিব আমার সাধু—তাই বারংবার তোমার কড়া কথা
সহ্য করেছে। কিন্তু আমার ভিতরে আগুন জ্বলে
উঠছে। আর শুঁকে কড়া কথা কইলে আমি বাদশার
ভাই ব'লে মানব না।

সৈন্তগণ। কেয়া ?

(গৃহের চারিদিক হইতে সশস্ত্র
পাইকগণের প্রবেশ)

পাইকগণ। কেয়া ?

কালু। বুঝতে পেরেছ হজুর ?

হুশে। জুনিদ ! অসি কোষবদ্ধ রাখ। অনেক

যুদ্ধ করে এসেছি। হোগলার যুদ্ধও দেখেছি।
কিন্তু এ বাপার—আমার মত যুদ্ধ-বাবসারীর পক্ষে—
নুতন—নুতন—নুতন।

রঙ্গ। ওরা গোড়ের বাদশাহের খাস পল্টন—
প্রসিদ্ধ পাঠকের বংশধর। গোড়ে ওদের কি গুরুত্ব
ছিল, যদি আপনাদের জানা থাকে, তা হ'লে আর
উদ্ভেজনা দেখিয়ে আবহতা করবেন না।

হুগে। যাও বাবুজি! আমরা তোমার বন্দী।
যতক্ষণ না ফিরে এস, ততক্ষণ আমরা এখানেই
রইলুম।

রঙ্গ। আমি আপনাদের গোলাম। আপনাদের
কথাটি আপনাদের বন্দী বাথতে প্রহরী। কাল!
যতক্ষণ না ফিরে আসি, ততক্ষণ এই ছই হুজুরের
বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।

[প্রস্থান।

হুগে। তত্ত্বিতের মত দাঁড়িয়ে ভাবছি কি জুনিদ?
আমার সঙ্গে বিশ্রাম করবে এস। শক্তি দেশের
কোন কেন্দ্রে কি ভাবে বুকিয়ে আছে, তা আমরা
জানতুম না। জানলে প্রতিষ্ঠিত রাজা এত সহজে
হুমমনের হাতে তুলে দিতুম না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোপাল-বাড়ীর বৈঠক।

রঙ্গলাল ও ভোলাই।

ভোলাই। করেছ কি ছোট বাবু, বড় মাকে
একা এই মন্দিরের ভিতর পুরে রেখে গেছ?

রঙ্গ। আমার ইচ্ছায় নয় ভোলাই—তাঁরাই হুগে
আমি তাঁকে গোপাল-বাড়ীতে আবদ্ধ করে
রেখে গেছি। তুই ত জানিস, তাঁর আদেশ কখনও
আমান্ত করি নি। ভাল মন্দ বিচার করি নি।

ভোলাই। যাও যাও আর দেরি কর না।
চারিদিকে শত্রু পাঠান—এমন অসমসাহসিক কাজও
করে?

রঙ্গ। (দ্বার মুক্ত করিয়া) তা হ'লে তুই ফটকে
বস। আমি ভিতর থেকে ফটক বন্ধ করে যাই।

ভোলাই। কি বল?

রঙ্গ। তুই একা। তাতে সারাদিনের পরিশ্রম।

তার ওপর তোর এখন বেত্মারের ঠিক মেই। যদিও
হুমমনেরা এখনও পর্যন্ত আসে নি, কিন্তু তারা ভিতরে
ভিতরে কি করছে জানতে পারছি না। ছুটিমাত্র
জীলোক মন্দিরে। যদি অতর্কিতে বহু লোক একেবারে
এসে ফটক আক্রমণ করে—তাই সাবধান হ'তে
চাচ্ছি। তুই ভিতরে আসতে চাপ ভিতরে আয়—
আমি ফটক বন্ধ করি। (ভোলাইয়ের ক্রন্দন)—
ওকি রে, কোঁড়ে উঠাল কেন?

ভোলাই। ছোট বাবু! তুমি শেষকালটার
আমার এই অশ্রুমানটা করলে!

(পুনরায় ক্রন্দন)

রঙ্গ। আরে মর, চোঁচাস নি—লোক-জানাজানি
হবে।

ভোলাই। ফটক, মিঞা নিজেই যখন এই কথা
শুনলে, তখন আর লোক-জানাজানির বাঁকি রইল কি?
আমার এত অপমান! যে ফটকে আমি বসে রইব,
সেই ফটক বন্ধ থাকবে? ছোট বাবু! তুমি কি মনে
করছ, তুমি আজ যা কারদানী দেখিয়েছ, তাতে আমার
ঈর্ষা হয় নি? কালু সরদারের সাক্ষ্যে হুগে তুমি
পকাশ পকাশ জন জোয়ান পাঠানকে একটা বে-পরোয়া
যায়গায় হিম-সিম খাইয়ে দিলে—দ্বার আম তার বেটা
দাঁড়ালুম সড়কা হাতে—তুমি ফটক বন্ধ করে চলে
যাবে (পুনঃ ক্রন্দন)—হুমমনের ভয়ে?

রঙ্গ। আর চোঁচাস নি—এই ফটক খোলা রইল।
আম চলুম—

ভোলাই। যাও। আমার হাতে আজ ভার
পর এসেছে—সড়কা নাচছে।

রঙ্গ। আমি যাব, আর মা ও বিবি-সাহেবকে নিয়ে
ফিরব। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো। উজীর-সাহেব
চলে যেতে না যেতে তাঁর কন্ঠাকে সেখানে উপস্থিত
করতে হবে।

ভোলাই। উপস্থিত করতেই হবে?

রঙ্গ। সে কথা আর জিজ্ঞাসা করছিস?

ভোলাই। জিজ্ঞাসা করব না? এমন পরী ছোট
মা হবে—

রঙ্গ। ভোলাই—

ভোলাই। কেউ জানবে না ছোট বাবু। যে স্বপ্নের
খিনিষ জয় করে এনেছ, তাকে এমন তুচ্ছ তাজিল্য
করে বিলিয়ে দিও না।

রঙ্গ। দেব' না ?

ভোলাই। কিছুতেই না।

রঙ্গ। তারপর—জাত ?

ভোলাই। ভালবাসার যদি জাত যায়, বাক্—

রঙ্গ। এর ভেতর আবার ভালবাসা দেখলি কোথায় ?

ভোলাই। তুমি না দেখতে পাও—আমি দেখতে পাচ্ছি।

রঙ্গ। ভালবাসা কি আমার দেখলি ?

ভোলাই। তোমার না হয় তার।

রঙ্গ। তাকে দেখলি নি চক্ষু—

ভোলাই। নাই বা দেখলুম—সে যদি পেতনী পরী হয়, তা হ'লে সে কি করে—বলতে পারি না। কিন্তু তা নয় ছোট বাবু, তোমার মুখে তার কথা শুনে আমি বুঝছি, সে জরুরের পরী। সে তোমার অদ্ভুত শক্তি চক্ষু দেখেছে। আমি কালু সরদারের বেটা—কাট-খোঁটা ভোলাই—আমি তোমার শক্তির কথা শুধু কানে শুনিছি। কিন্তু, মাইরি বলছি ছোট বাবু, আমার মনে হচ্ছিল, আমি যদি মেয়ে মানুষ হতুম, তা হ'লে তোমাকে খসম ক'রে ফেলতুম।

রঙ্গ। দু' বেটা।

ভোলাই। তবে কি জান ছোট বাবু, আমি মরদের বেটা মরদ। আমাদের বাড়ীর মেয়েরা অনেক মরদের বাড়ি ভেঙ্গে দিতে পারে। আমি মরদের অহঙ্কার ত ছাড়তে পারি না। কাজেই আমার এই ধকধকে কলজের ভালবাসা দিয়ে, আমি তোমার গোলামী কিনেছি। তুমি এখনি আমারকে মাতাল হ'লে গাল দেবে—নাইলে ছোট বাবু এই দাঁত দিয়ে কুট ক'রে তোমার পায়ের একটি আঙ্গুল কেটে নিতুম।

রঙ্গ। হয়েছে—কাটাই হয়েছে। ভোলাই আমার কলজে কেটেছি। তা হ'লে এক কাজ কর, বিবি-সাহেবকে আমি আনি, তুই তাকে সঙ্গে ক'রে আমাদের ঘরে নিয়ে যা।

ভোলাই। আমি ?

রঙ্গ। হাঁ—তুই। পথে তোর মত গ্রেহরীর প্রয়োজন। তোর বড় মা আর তাকে। সেখানে দাসা একা আছেন। আমরা কে কোথায়, কিছুই জানতে না পেয়ে অতি বিবর্ণ চিন্তে তিনি সঙ্গীহীন অবস্থান করছেন। আমি দেখা করতে গিয়েছিলুম কিন্তু দেখা করতে সাহস করি নি। কেন বুঝেছিলি ?

ভোলাই। বুঝেছি, তবু তুমি বল।

রঙ্গ। বিবি-সাহেবকে দেখে অবধি মন আমার এমন হ'ল কেন ?

ভোলাই। ঠিক ঠিক—দোষ নেই ছোট বাবু—

রঙ্গ। দোষ কি শুণ তা জানি না, কিন্তু মনের সে অবস্থায় আমি দামার সঙ্গে সাখাৎ করতে পারলুম না। ভোলাই, তাকে বলব কি ? যে কাজ করেছি, গর্কের সঙ্গে তার কথা আমি দাদাকে বলতে পুরতুম। বলে দাদা। আমাকে আলিঙ্গন করতেন। আনন্দে আজ পাঠানদের সঙ্গে আত্মবিস্তৃতি করতেন। কিন্তু আমি এত ক'রেও আজ যেন চোর হয়েছি। এ চোরের প্রাণ নিয়ে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হ'তে পারছি না।

ভোলাই। (বুক ঠিকিয়া)—আমি হব, আমি হব—আমি উপস্থিত হব। তা হ'লে তুমি আর দেয়ী ক'র না ছোট বাবু। আজকের ফাঁড়া কেটে গেল। (সচকিতে)—ছোট বাবু, একবার দাঁড়াও ত।

রঙ্গ। কি হলো ?

ভোলাই। দীঘির পাড়ে কি যেন একটা ফিস্-ফিস্‌নি আওয়াজ শুনলুম।

রঙ্গ। ও কিছু নয়। দীঘির ধারে গাছ। বাতাসে পাতার কঁাকে কঁাকে লোকের ফিস্‌ফিসে কথার মত আওয়াজ হচ্ছে। তারা যদি আসে, এমন চোরের মত লুকিয়ে আসবে কি ?

ভোলাই। সাবধানের মার নেই। তবু একবার দেখে আসি।

[ভোলাইয়ের প্রস্থান।]

রঙ্গ। অগ্নি—অগ্নি! যত নেশা ছাড়ছে, ততই মনের কোন লুকান দেশ থেকে গুচ্ছে গুচ্ছে বাক্‌বাক্‌ বেরিয়ে আমার কলজেতে এসে শাকা, মারছে। আর ত কলজে অক্ষত থাকে না! জাতির প্রবোধ দিয়ে মনকে অনেকটা আশ্রিত করেছিলুম। অবস্থার পার্থক্য আলোচনা ক'রেও মনকে মাঝে মাঝে দ্বিধার দিয়েছিলুম। আমি হিন্দু, সে মুসলমান। জাতিগত বিদ্বেষ, পরস্পরকে পার্থে রেখেও, যেন অতি দূর দূরান্তের নিষ্পেক করেছে। তার উপর সে উজীর-কত্তা। আমার অবস্থায় আমি তার পিতার গৃহে সামান্ত ভৃত্যের অধিকার পেতে পারি মাত্র। দাস্তিক্য

পাঠানী যদি আমার দিকে নিরীক্ষণ করে, প্রভুজ্ঞার লক্ষ্যমাণা করণা ভিন্ন অস্ত্র কিছু সমতার দৃষ্টি আমার প্রতি নিক্ষেপ করবে না। কিন্তু সে প্রবোধ ত বন আর মানছে না! এ কি দেখলুম—পিতা? জীবনে থাকে কখনও দেখি নি, মুঠ জেনে শেখবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি, সেই পিতা আজও জীবিত! শুধু তাই নয়, উজারের সঙ্গে সমান অবস্থাপন্ন গোড়ের কোন গদম্ব ওমরাও? আজ যদি আমি জাতি-দর্শ্য বিসর্জন দিই, পিতারই মত পূর্ব-পরিত্যক্ত সমস্ত কবরস্থ ক'রে, পিতারই কথামত প্রেতের মূর্তিতে তাঁর চরণপ্রান্তে পতিত হই, তা হ'লে এক দিনে আমি ওমরাও-পুত্র! তখন পাঠানী!—না—না থাক। এ কি আশ্ব হারিয়ে দেওয়া চিন্তা! তাই ত! নেশা ছাড়ছে না বাড়ছে? আঃ! সে কি মুকঠ? পাঠানী—পাঠানী! তাই ত গোপাল! তোমার মন্দিরে আজ কাকে আশ্রয় দিয়েছ?

[প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

নন্দলালের বাটার সম্মুখ।

নন্দলাল ও গজানন।

গজা। ছোট বাবুর সন্ধান পেয়েছ?

নন্দ। না। আর তাকে খোঁজ করবার সময় নেই। এখন গিন্নীর খবর বল।

গজা। মায়ের খবর আমি কি জানি?

নন্দ। এ কি মূর্থ! কি বলছিল?

গজা। কিছু না জানলে কি বলব!

নন্দ। (তরবারি বাহির করণ ও গজাননের কেশ-ধারণ) —বল উল্লস, গিন্নী কোথায়?

গজা। ধৈর্য ধর বড় বাবু! আমাকে কাটবার জন্য এত ব্যস্ত হ'তে হবে না। আমি গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বড় মা'র খবর তুমি কিছু জান না?

নন্দ। আমি কি জানব রে হতভাগা? তাঁকে স্থানান্তরে নিয়ে যাবার জন্য তোকে হুকুম ক'রে আমি যে চ'লে গিয়েছিলুম।

গজা। আর বাড়ীতে আসেন নি?

নন্দ। আর কথা ক'স নি। তোর কথার আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হচ্ছে।

গজা। তবু আমি জিজ্ঞাসা করব। বাবু! তাঁকে তোমার স্ত্রী জেনেই না তুমি ধৈর্য্যহারা হচ্ছে! কিন্তু তিনি যে আমার মা! আমি রাগী ভুবনেশ্বরীকে সাক্ষাৎ ভুবনেশ্বরী জ্ঞান ক'রে, অন্তরে বাহিরে ইষ্টদেবতার মত পূজা করি। মরুতে—বিশেষতঃ তোমার হাতে মরুতে আমি যে আত্মাদের সঙ্গে প্রস্তুত! কিন্তু মার কথা না জেনে মরলে যে, মরেও আমার ম্রুণ হবে না। বড় বাবু! সত্য সত্যই আমি মূর্থ, গাধা। তবু মা'র কথা একটু আমাকে বুঝতে দাও। তার পর কাটো। পাঠান তোমাদের উচ্ছেদ করবার জন্য তোমার বাড়ী-ঘরে দাঁড়িয়েছে, আর তুমি সিংহের মতন একা নিশ্চিন্তে নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে আছ, এ দেখে আত্মাদে আমার সর্ষ-শরীর মৃত্যু ক'রে উঠেছিল। গর্ষে বুক পাঁচ হাত কুলে উঠেছিল। সেই তুমি মায়ের কথায় এত আত্মহারা হ'য়ে পড়লে যে, আমার মাথার চুল টেনে ধরলে? কখনও তোমার ক্রোধ দেখি নি, আজ তুমি তাই দেখালে? বড় বাবু! আর আমার বাঁচতে ইচ্ছা নেই।

নন্দ। গজানন! আমাকে কমা কর।

গজা। ওকি বড় বাবু! ওকথা যা বলে, আর বল না। ফের ওরূপ কথা বলে, তোমাকে কাটতে সময় দেব না। তোমার সন্মুখেই আমি আত্মহত্যা করব। আমার মাথার চুল ধরেছ ব'লে আমার হুংখ নাই। এ মাথার মূল্য কি? কিন্তু বড় বাবু, তোমার ধৈর্য্য অমূল্য!

নন্দ। তবে আর কি, চল। এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার আর কোনও সার্থকতা নেই।

গজা। কেন?

নন্দ। তোর বড় মা নিরাপন্ন জেনে, আমি আততায়ী পাঠানদের সঙ্গে একা লড়াই করব ব'লে উল্লাসের সঙ্গে ঘরে ফিরে এসেছিলুম। সে উল্লাস ত আর রইল না।

গজা। কেন রইবে না! বড় বাবু! আমি তোমার হুকুম মত তখনই এক ঘোলা বেহেরার পাল্কি এনে-ছিলুম এসে দেখলুম, বাড়ীতে কেউ নেই। ভিতর-বাড়ী বার-বাড়ী একেবারে জনশূন্য। তখন মনে করলুম। মাকে রক্ষা করতে ব্যাকুল হয়ে তুমি আমার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পার নি। নিজেই

নাকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়েছে। এখন বুঝতে পারলুম
তা নয়। কিন্তু তাতে তোমার উল্লাস থাকবে না
কেন বড় বাবু? তুমি কি মনে করছ, না হারিয়ে
গেছে।

নন্দ। তোমার মনে কি নিচ্ছে?

গজা। আমার মনে যা নিক, তুমি কি মনে করেছ
বল না।

নন্দ। পাঠানে তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে।

গজা। ছি ছি! ও কথা কি মুখে উচ্চারণ করতে
আছে। বড় বাবু! তুমি না রাজপুত? রাজপুতনী
নিজের মর্যাদা রাখতে স্থানীয় মুখ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
এ কথা কখন কি শুনেছ? বিশেষত: মা ভুবনেশ্বরী!
জীবন্ত মায়ের গায়ে পাঠানে হাত দেবে! তুমি বাড়ীর
ভিতরটা দেখে এসেছ?

নন্দ। বাড়ীতে ঢুকেই হতভাগা ছোড়ার সন্ধান
অন্দের প্রবেশ করেছিলুম। গিয়ে দেখলুম, সেখানে
কেউ নেই।

গজা। আর একবার দেখে এস।

নন্দ। এইমাত্র শূন্য ঘর দেখে বাইরে ফিরে
এসেছি।

গজা। আর একবার দেখে এস। অস্থির মনে
তুমি ভাল করে দেখ নি।

নন্দ। তা বোধ হয় দেখি নি।

গজা। যাও—যাও। মা হয় ঘরে নয় মন্দিরে।

শিশোদীয়ার কন্ঠা আর কোন স্থানে আশ্রয় নেয় নি।

নন্দ। তোর মন ঠিক বলাছে?

গজা। শুধু মন কেন বড় বাবু, মুণ্ডও বলাছে।
রাজপুত! তুমি বাঙ্গলার জন্মগ্রহণ করেছ। কিন্তু
আমার জন্ম রাজস্থান। পঞ্চাশ বৎসর তোমার পিতার
সঙ্গে এ দেশে এসেছি। কিন্তু এ পঞ্চাশ বৎসরেও
বাঙ্গলাকে আমি স্বদেশ মনে করতে পারি নি। তোমাকে
আমি চক্ষু দেখলুম। শিশোদীয়ার কন্ঠাও যদি তোমার
মত চক্ষু হয়, তা হ'লে—এই যে নিম্বাস ফেলবে—
বাঙ্গলার বাতাস আর—(ফেঁকে হস্ত দিয়া)—এখানে
প্রবেশ করতে দেব না—তুমি দেখে এস। মা যদি
না ঘরে থাকেন, নিশ্চয় তিনি গোপাল-মন্দিরে।

নন্দ। তা হ'লে তুমি এখানে থাক। আমি আর
একবার বাড়ীর ভিতর দেখি। সেখান না দেখতে
পাই, তোর কথা মত একবার গোপাল মন্দিরে যাব,
সেখানেও যদি বড় বউ না থাকে, তা হ'লে শোন গজা!

তুমি রইলি, আর তোর ছোট বাবু রইল, আমি আর এ
মুখে ফিরব না।

গজা। তোমার এখানে জন্ম। আমার জন্ম
রাজস্থান। শুধু তোমরা দুই ভাই আর বড়মার
মহতায় এখানে আটকে আছি। সত্য কথা বলতে
কি—বড় বাবু, এ দেশের জন্ত আমার কোনও মমতা
নেই। তুমি যদি না ফেরো, আমিই বা এখানে
থাকবো কেন? আমার রাজস্থান বেঁচে থাক। এখান-
কার চর্যা চোখ চাই না। সেখানকার মাটি থেয়ে
আমি জীবন রাখবো।

নন্দ। সে তোমার ইচ্ছা। কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত
সিংহের মত আমি যে গ্রামে চলা-ফেরা করেছি, রাত্রি
প্রভাতে স্ত্রীর লাঞ্চার কথা শোনবার ভয়ে আমি যে
শৃগালের মত লুকিয়ে লুকিয়ে সেই গ্রামের পথে চলব,
তা জীবন থাকতে পারব না।

গজা। ও সব অলক্ষণে কথা কইছ কেন?—

নন্দ। তোর বিষাসকে অবলম্বন করে আমি বড়
বউকে খুজতে চল্লুম।

গজা। যাও। কতক্ষণ তোমার জন্ত অপেক্ষা
করবো?

নন্দ। হৃদয় পর্যন্ত। সে সময় না কিরি,
তা হ'লে বৃথা, আমি আর ফিরলুম না।

গজা। তবে যাও।

[নন্দালোর প্রস্থান।]

তাই ত গোপাল! দস্তুর সঙ্গে নিজের মর্যাদা রক্ষা
একমাত্র রাজপুতনারই অধিকার। বাঙ্গলার ছ'দিন
বাস করেই রাজপুতনীর সে অজর অধিকারের ব্যতি-
ক্রম হবে? সে হৃদয়শূন্য কথা শোনবার আগে মৃত্যু
ভাল।

সাবাজ। (নেপথ্যে) ব্রজনাথ!

গজা। এ কি? বাইণ বৎসর পরে এ কি
কণ্ঠস্বর! এ কি স্বপ্নে শুনলুম। না—না—আমি ত
দিব্য ভ্রমে আছি!

সাবাজ। (নেপথ্যে) ব্রজনাথ! একবার দাঁড়াও।

গজা। অ্যা—অ্যা! পাগল হলুম না কি, পাগল
হলুম না কি! শুভু? শুভু? রাতলাল? না—না
পাগল হয়েছি। দিবারাত্রি তার কথা ভেবে ভেবে
আমি পাগল হয়েছি—আমি পাগল হয়েছি—আমি
পাগল হয়েছি। [প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য

রত্নলাল রায়ের বাটার সান্নিধ্য।

সাবাক ও ব্রজনাথ।

সাবাক। কথা কইছ না কেন সখা ?

ব্রজ। (মুখ ফিরাইলেন) —

সাবাক। গুণ ফিরিও না। আমাকে দুটো তিরস্কার কর তুমি। তোমার মুখ ফেরানো সহ্য হচ্ছে না।

ব্রজ। বধর্মত্যাগী! আপনার মুখ দর্শন করতে নেই।

সাবাক। বেশ, আমি প্রণাম করছি। আমার প্রণামটা গ্রহণ করবার জন্যও অন্ততঃ একবার মুখ ফেরাও।

ব্রজ। আপনি কেন এলেন ?

সাবাক। দেখলুম, তুমি একান্তই আমাকে চিন্তে পারলে না, তাই এলুম। গোপালের সঙ্গে প্রতারণা করেছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারলুম না। কপট পরিচয়ে তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা কইলুম। দেখলুম, তুমি কোন মতেই আমাকে চিন্তে পারলে না। বড় ইচ্ছা হ'ল আমাকে তুমি চেনো। একবার মনে করলুম, তুমি আমাকে ডাকি। অতি কষ্টে ইচ্ছা দমিত করলুম। কিন্তু যেই তুমি চোখের অন্তরাল হ'লে, অমনি বন্ধুরে এক প্রচণ্ড অভিমান বুকের ভিতর জলে উঠল। ভাবলুম, বাইশ বৎসর পরে তোমাকে দেখা হ'লে আমি চিন্তে পারলুম, আর বহুক্ষণ আমার সঙ্গে কথা কয়েও তুমি আমাকে চিন্তে পারলে না ? গলার স্বর শুনেও পারলে না ?

ব্রজ। তুমি আর চেনবার যোগ্য নও ব'লে তোমাকে চিন্তে পারি নি। আগেকার সেই শালবৃক্ষ থাকতে, তা হ'লে যতই বৃদ্ধ হও না কেন, চিন্তে তোমাকে বিলম্ব হ'ত না। কিন্তু তুমি অজ্ঞারে পরিণত হয়েছে। আমি যে—সেই আছি। আমার এই লোল অঙ্গ আমার সে যৌবন প্রকৃতিকে আবৃত করতে পারে নি। যে ভালবাসায় আমি রত্নলাল রায়ের কাছে আবদ্ধ হয়েছিলুম, সেই ভালবাসা অক্ষুণ্ণ শক্তিতে তার বংশের সঙ্গে আমাকে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু বাবু, তুমিই শক্ততা সাধলে। তোমারই অত্যাচারে আজ প্রথম সেই বন্ধন শিথিল হ'ল।

সাবাক। না—না, বন্ধন শিথিল ক'র না। আমি এখন চ'লে যাচ্ছি।

ব্রজ। তা হ'লে এখন যাও। দ্রীপুত্রের বিরোধে আমি শূন্য-সংসার। তবু তোমার বিরোধ মরণ ক'রে তোমারই পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে সংসার করছি। তোমার পরী হুতিকাগারে এক সাধী সতীর সঙ্গে এক পুত্র কলে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা ক'রে গেছে। তুমিও আবার সে ভাল মানুষের কজার উপর অত্যাচার করতে এলে ?

সাবাক। তোমার মুখে তোমাদের বিপদের কথা শোনাও এখনে আসবার একটা কারণ।

ব্রজ। সবার চেয়ে বেশী বিপদ তুমি। তুমি অনেক-দিন মরেছ। মহা-সমারোহে তোমার আত্মশ্রদ্ধ হয়েছে, সপিণ্ডীকরণ হয়েছে। দু'দিন আগে অমাবস্তার তোমার একোদ্বিষ্ট হয়ে গেছে। প্রেত! পিণ্ডে মাত্র তোমার অধিকার। এখনও যদি তোমাকে কিছু সহ্য হয় অবশিষ্ট থাকে, তা হ'লে এখন এ দেশ ত্যাগ কর। পাঠান আমাদের ধ্বংস করুক, কিন্তু তোমাকে মৃত জেনে বন্ধুর রক্ত দিয়ে যে সংসারকে গুট করেছি, সে সুপ্রতিষ্ঠিত পবিত্র সংসার তুমি এসে ধ্বংস ক'র না।

সাবাক। না ব্রজনাথ, আর থাকব না। এই চেষ্টা। তবে যেতে যেতে একটা কথা তোমাকে ব'লে যাব। তুমি পিছন ফিরেই শোন। তোমার কাছে এই প্রথম শুনলুম, আমার দ্রী নেই। সে মমতাময়ী আমার অদর্শন-ক্লেশ সহ করতে পারে নি। তবে মমতার স্থান করুণা অধিকার করেছে। তোমার কথায় বুঝলুম, আমার পুত্রবধূ হুতিকাগার থেকে আমার সত্যোজাত শিশুকে বন্ধে তুলে নিয়েছিলেন।

ব্রজ। করুণা কাকে বলছেন জানি না। মমতা—মমতা—এমন মমতা বৃষ্টি কখন কোন জননীতে দেখি নি। সেই মমতার জন্ত বাঘের নিত্য লাহুনা, বাঘীর কাছে লাহুনা, আমার কাছে লাহুনা, ঘরে পরে লাহুনা। পাছে পুত্রবাংসল্যের তিলমাত্র অঙ্গহানি হয়, এই জন্ত না আমার পুত্র-কারণা করলেন না।

সাবাক। ব্রজনাথ! ক্ষান্ত হও, যাবার মুখে বাধা দিও না। দিলে আবার আমি তোমাদের উপর অত্যাচার করব।

ব্রজ। এর চেয়ে আর কি অত্যাচার করবেন ?

এতক্ষণ খাড়া ছিলুম, বাবু ? আপনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে।

সাবাজ। মাথা ভূমিতে ঠেকিয়ে দেব। এবারকার অত্যাচারের ভারে মাটিতে সংলগ্ন মাথা আর ভূমি উপরে তুলতে পারবে না। চোখ দিয়ে ইহজন্মে আর আকাশ দেখবার শক্তি থাকবে না। তুমি বিব্রত হবে, মা বিব্রত হবেন, বিব্রতের সংসার নিয়ে আমার স্রোত পুত্র এক মহর্ষের জন্তও স্থির হ'তে পারবে না।

ব্রজ। না—না, চ'লে যান, চ'লে যান, আর বিব্রত ক'রে কাজ নাই। আমি মরতে বসেছি, আমার বিব্রত হওয়ার কতি নেই। আপনি কি বলতে চাচ্ছিলেন, আমি অমুমানে বুকেছি। আর ব'লে কাজ নেই। পিতৃশ্রদ্ধা জানে যে নিভা আপনার পাত্রকা পূজা করে, তাকে আর বিব্রত করবেন না। আপনার এক ছাত্র পুত্রের জন্ত মায়ের একদণ্ডও শাস্তি নেই। আর তাকে অল্প পুত্রের ভার দিয়ে চরম অত্যাচার করবেন না।

সাবাজ। রঙ্গলালকে আমি দেখেছি ব্রজনাথ।

ব্রজ। তা হ'লে আবার এলে কেন ? ভূমিই ত আগে থাকতে সংসারটা চূর্ণ ক'রে 'দিয়েছে।

সাবাজ। হয় হোক। পূজবধুর মাতৃদেহ বদরাই গোলাপের মত আমার চোখের উপরে ফুটে উঠেছে; আমি দেখছি। ব্রজনাথ! তোমার হাতে সংসার তুলে দিয়ে আমি পালিয়েছিলুম। তুমি সেই সংসার বজায় রেখেছ, তোমার দেবনিধানে পরিবর্জিত তরু কখনও কু-ফল প্রসব করবে না। আমি বলছি, তুমি নিশ্চিত হয়ে থাক। আমি চলুম। আমার বংশের প্রদীপ নন্দলালকে দেখবার লোভও সংবরণ করেছিলুম, অমন সাবিত্রী তুলা পুত্রবধুকেও দেখবার লোভ সংবরণ করেছিলুম; কিন্তু লগা, তোমার কাছে অচেনা পাকবার ক্রোধ সংবরণ করতে পারি নি। তাই এলুম—দেখলুম। ব্রজনাথ! আমার প্রণাম মাও, চলুন। রঙ্গলালকে তিরস্কার ক'র না। ছোক্রে সে দ্রবস্ত, তার অপরিচিত জনকের নামের উপর শ্রদ্ধা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তার বীরত্ব দেখে গর্বে বক্ষ ফুল উঠেছে। অমূল্য কিসের সৎ, এইবারে বিদায় গ্রহণ করি।

ব্রজ। কি বলতে চেয়েছিলেন ?

সাবাজ। আর বলব না।

ব্রজ। আর।

সাবাজ। আর পিছু ডেকে না ব্রজনাথ, আমি সাবাজ খাঁ।

ব্রজ। আমারের সে খাঁ বাবু ? তাকে কোথায় রেখে এলেন ?

সাবাজ। কেন ব্রজনাথ, আমার তাকে কেন ? তবে হে কঠোর ! তোমার চোকে না কি জ্বল নেই !

ব্রজ। আপনার ওপরই রাগ। সে যে পরাধ-পুতলি। অপরিচিত স্থানে বহিঃশোলা-গাছ হয়, তার ফলেও দেবতার নৈবেদ্য হয়। তাঁর এক কথাতেই আমি বুকেছি, সে সোনার চাঁদ।

সাবাজ। সে কোথায়, আমি জানি না।

ব্রজ। সে কি ?

সাবাজ। আমি তাকে গোপাল মন্দিরের দ্বারে পৌছিয়ে দিয়েছিলুম। সে নিকরদেশ হয়ে গেছে। কোথাও তাকে খুঁজে পেলুম না। তাকে বোধ হয় রায়দীবি কোলে ক'রেছে। [প্রস্থান।

(গজাননের প্রবেশ)

গজা। বাবু! বাবু!

[প্রস্থান।

সাবাজ। (নেপথ্যে) গজানন! অরামি তোর বাবু নই, আমি সাবাজ খাঁ।

(গজাননের পুনঃ প্রবেশ)

গজা। নায়েব মশাই—নায়েব মশাই!

ব্রজ। হ'দিয়ার গজানন! একথা যদি মুখ থেকে বেরায়, তা হ'লে তুই রাজপুত নোস।

গজা। তবে আর কেন বোঁদাল মশায় চলুন! বাজলার সরস বায়ু আমারাইল না। [প্রস্থান।

ব্রজ। এ কি বিভীদিকার দৃষ্ট! দেখে হাত পা অবশ হয়ে আসছে। কিন্তু হতভাগা শেদকালে কি ব'লে গেল ? সত্য সত্যই কি অমন সোনার পুতুলটাকে জ্বলে ডুবিয়ে গেল না কি ? আর হতভাগের সংসারই দেখছি যখন ডুবতে বসলো, তখন তার একার ভাবনা ভেবে বসি কেন ? পিপাসার্ত মৃত্যু রায়বংশের রক্ত-পানের অল্প আকাশটাকে হাঁয়ের আকারে পরিণত করেছে। আমি তার কোন অংশ বদ্ধ করবো ? একথা কি গোপন থাকবে ? মা জানবে, নন্দলাল জানবে, ছোট্টটা আগুই জ্বলেনেছে। গেল গেল, ডুব গেল—রায় বংশটা বৃষ্টি বায়ুদীপির উল্লসঙ্গ স'ল।

পঞ্চম দৃশ্য

গোপাল-বাটাব সম্মুখ।

নসীরমামুদ ও জৈহুদীন।

নসীর। তাই ত গোপাল, বড় যে আক্ষেপ
রইলো, তোমার ঘাটে আমি বাঁশী দিতে পারবু না।

জৈহু। আমি যে বাঁশী নেবো না।

নসী। নেবে না?

জৈহু। না শুক, শ্রেষ্ঠ অসিধারীর পুত্র আমি।

ক'স কেনেলে বাবার মান থাকবে কেন?

নসীর। বেশ বাব, বেশ। অসি বাঁশী মিলিয়ে
নে, দেখে আমার হৃদয় আশ্রিত হোক। বাঁশীর স্বরে
অসির বন্ধার, অসির বন্ধারে বাঁশীর স্বর—তুনে
আমার কর্ণ শীতল হোক। ঐ দেখে বংশীগারী গোপাল
আমার অসিধারী গোপালকে আলিঙ্গন করবার জন্ত
তার ঘরের দ্বার উন্মোচন ক'রে রেখেছেন। যাও
গোপাল, প্রবেশ কর।

নসীরমামুদের গীত।

তুমি হো আমন দিলকো লাগায়।

যো কুছ হায় সো তুঁ হি হায়।

এক তুমকো আপনা পায়া

যো কুছ হায় সো তুঁ হি হায়।

দেলকী মকী সবকী মকীতু,

কেনুসা দিল হায় দিসনে নাহি তু;

খোদা এক দিলসে তুনে সবায়,

যো কুছ হায় সো তুঁ হি হায়।

কেয়া মুসা এক কেয়া ইন্খান,

কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান।

যৈসা চাখা তুনে বানাসা,

যো কুছ হায় সো তুঁ হি হায়।

কাবানে কেয়া, শাউর দায়েরমে কেয়া,

আগে তেবে শির হতেনে খোতায়্য

তোরে পরাওয়ান হায়গা সব জা

যো কুছ হায় সো তুঁ হি হায়।

আস্ সেলে কস জমীতক,

আউর জমীনে আস্ বসীতক,

দীহা রাই দেখা তুঁ হি নজরমে আয়া,

যো কুছ হায় সো তুঁ হি হায়।

সোচা সমঝা দেখাউলা,

তুঁ বৈসা নাকোই চুঁড় নিকালো,

আব ইয়ে সমঝ মে জকরকি আয়া,

যো কুছ হায় সো তুঁ হি হায়।

[নসীর মামুদের প্রস্থান।]

(ভোলাইয়ের প্রবেশ)

ভোলা। আরে মগ, এ ফিসির ফিসির বেটাকে
কোথাও যে খুঁজে বার করতে পারবু না গা।
এখানেও ফিসির ফিসির? এ কি, ভূত আওয়াজ
করছে না কি বাবা! না—না—ও কি! শুড় শুড়
যেরে ফটকের তিহর চুফহ! কে তুই?

জৈহু। ক'মার কথা কয়না! কে আমি তা
বলব না।

ভোলা। তোকে বলতে হবে না, তোর বলবার
আগেই তা বুঝছি। তুই পার্যানের চর। ভিতরে
কি আছে জানবার জন্ত তোকে এক মজার সাজে
সাজিয়ে পাঠিয়েছে। কার সঙ্গে কথা কইছিনি?

জৈহু। তাও ত তোমাকে বলব না।

ভোলা। উঃ! ছেঁড়া ত ভারি চাণাক। কে
তোর সঙ্গে ছিল বন্ধু? নইলে কনে পাড়িয়ে ছিড়ে
দেব। আমি কি দেখি নি মনে ববেছিস?

জৈহু। তুমি ত দেখতে জান না, তুমি কেন
ক'রে তাকে দেখাবে?

ভোলাই। উঃ! এমন চালাক ত আমি কখন
দেখি নি।

জৈহু। তোর দুর্ভাগ্য তাই দেখি নি।

ভোলাই। কি বলি?

জৈহু। হুমুখ থেকে ন'রে যা বে-আদব। এত-
ক্ষণের কথাতেও যখন তোর জ্ঞান হ'ল না, তখন তুই
মাতাল। আর আমি তোর কথার উত্তর দেব না—
(অভ্যন্তরে গমনোন্তত)।

ভোলাই। এ দিকে কোথায় চলেছ খোকা মিঞা?
এ তোমার পাঠানের মসজিদ নয়, হিন্দুর মন্দির।
এখানে তোর ঢোকবার অধিকার নেই! (ভোলার
জৈহুদীনের সম্মুখে গমন ও জৈহুদীনের অদিতে
হস্তক্ষেপ)—তাই ত! কি এ? এ যে আমাকে
অবাক ক'রে ফেললে বেরছি। বাগানের এত সাহস!
কা হ'ক, অমৃতঃ ছোটবাবুকে না জানিয়ে একে ত আমি

ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে পারি না! আচ্ছা, আমার কথা যদি তোমার কড়া বোধ হয়ে থাকে, আমাকে মাফ কর। কিন্তু এখন তোমাকে আমি ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে পারি না। ঠাকুরবাড়ীর মালিক ভিতরে গেছেন। তিনি এখন ফিরে আসবেন। তিনি যদি তোমায় যেতে বলেন, আমার আপত্তি নেই।
জৈহু। মিছে কথা। তুই ঠাকুরবাড়ীর মালিককে দেখিস্ নি।

(গমনোদ্যোগ)

ভোলাই। তবে রে বে-আদব! এই সড়ক দিয়ে তাকে আমি দেয়ালে গেঁথে ফেলব।

(সড়কি উত্তোলন। জৈহুদীন অসির দ্বারা সড়কিতে আঘাত করিল, সড়কি দূরে বিক্ষিপ্ত হইল এবং ভোলাই ভূমিতে পড়িল)

জৈহু। (ভোলাইয়ের পৃষ্ঠস্পর্শ) কি ভাই? এই-বার যাব?

ভোলাই। যাও হজরত! তবে একটি কথা বলি। যাও। বাড়ি ধরতে গিয়েছিলুম। ধরতে গিয়ে বাড়ি গুঁড়ু মটীতে পড়ছি। পড়ে পড়ে এই পা ধরলুম। যদি না বল, ম'রে ম'রেও তোমার পা ধরে থাকব।

জৈহু। কি বল?

ভোলাই। হজরত! আমি নিরুপেক্ষ। আদব জানি না, কথা জানি না। এক নাত্র বলের অঙ্কার নিয়ে খাড়া ছিলাম, তাও আমার আজ চূর্ণ হয়ে গেল। মূর্খকে ছলনা ক'র না। সত্য বল, তুমি কে?

জৈহু। তাই ত ভাই, এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন করলে!

ভোলাই। তবে কেমন ক'রে ভিতরে যেতে পারি যাও।

জৈহু। তুমি কি কিছু অনুমান করেছ?

ভোলাই। আমি যা করবার করেছি; তুমি বল।

জৈহু। কাউকেও বলবে না?

ভোলাই। মূর্খ—কথার ঠিক কোন কালেই রাখি নি। বলব না একথা হলক্ ক'রে বলতে পারি না।

জৈহু। পা ছাড়।

ভোলাই। বলবে না?

জৈহু। বলব। বলব। যখন বলেছি, তখন তুমি নিশ্চিত হও। তবে তুমি আগে বল, তুমি আমাকে কি মনে করেছ?

ভোলাই। এই ভারি গোল বাগালে।

জৈহু। বল—বল!

ভোলাই। আমি মাতাল, আমার কি চোখের যুৎ আছে?

জৈহু। বল ভাই, বল। আর আমি দেখি করতে পারব না। মন্দির আমাকে টানছে।

ভোলাই। তুমি গোপাল।

জৈহু। কি ক'রে বুঝলে ভাই?

ভোলাই। তুমি হাঁ কি না, আগে বল।

জৈহু। আমার এখন ওই নাম।

ভোলাই। কি বলে, আবার বল, আবার বল। আমি মাতাল বলে যেন আমাকে তামাসা ক'র না।

জৈহু। তামাসা নয় ভাই, বান্ধা আমাকে ওই নামে ডেকেছেন। গুরু আমাকে ঐ নাম দিয়েছেন।

আমি—(নেপথ্যভিমুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া) গোপাল! গোপাল! গোপাল!

[গ্রহণ।

ভোলাই। যাক্ বাবা, জন্ম সার্থক হয়ে গেল। পাকের ছেলে হ'য়ে মাধু ছোট বাবুর সঙ্গে গুণে আজ আমার গোপালের সঙ্গে মাথামাথি হয়ে গেল। আমি ধন্ত—আমি ধন্ত! নেপা আবার ঘেরে এলো। তবে থাক কটক, তুই আপনাকে আপনি আগুলাতে থাক। আমি কাকে কাকে চোকবুজ গোপাল গোপাল ক'রে আর একটু নেশা ক'রে নি। গোপাল—গোপাল,—গোপাল! এক এক নামে এক একটি পিপের মদ যেন চাপ্ বেঁধে ঢুক আছে। আর দাঁড়াতে পারি না। যার বাড়ীর কটক, সে নিজে আগুলাক্—আমি শুয়ে চোক বুজে কেবল দেখতে থাকি—গোপাল! গোপাল!! গোপাল!!!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনপথ।

সাবাজ ও সহবৎ।

সহবৎ। তাই ত হুজুরালি, এমন অপূর্ণ পুত্র
প্রথম-দৃষ্ট পিতার যেহ পাবার জন্ম ব্যাকুল হয়ে দাঁড়াল,
আপনি তাকে নিরাশ ক'রে পালিয়ে এলেন?

সাবাজ। অপূর্ণ? তুমিও বলছ অপূর্ণ? আমি
বলছি তোমার অপূর্ণ! তোমার কথায় সে যুবকের
পরিচয় হবে? না। একবার দেখা, মুহূর্তের জন্ম
দেখা—তবু আমিই তোমাকে বলছি—সে অপূর্ণ!
কিন্তু সহবৎ! পিতা ও পুত্রের মিলন-রহস্যটা কি
অদৃষ্ট অপূর্ণ, সেটা তুমি দেখলে না?

সহবৎ। বিলম্ব দেখলেন হুজুরালি!

সাবাজ। সর্বদা শুনেছ, সর্বত্র দেখেছ, যেহ
চিরদিনই আকর্ষণ করে, কিন্তু আজ প্রথম দেখলে
সেই যেহ তড়িৎ-প্রবাহের মত চক্ষের নিম্নে আমাকে
কত দূরে নিক্ষেপ ক'রে দিলে। এতদূর যে, আর
আমি তার সমীপস্থ হ'তে পারব না।

সহবৎ। আপনার অবস্থা দেখে আমার কান্না
আসছে।

সাবাজ। আর আমার অবস্থা স্মরণ করতে না
কতে আমার প্রবল হাসি আসছে। সহবৎ!
তোমাকে সম্মানের মত দেখি। ব্রহ্মন্তে আমি
তোমাকে মান্য করেছি। আমি যাতে হাঙ্গুছি, তুমি
তাতে কান্দবে কেন? পুত্রকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে
বাইশ বৎসরের আমার রহস্যময় জীবনের ইতিহাস
এক মুহূর্ত আমার মানের মধ্যে ভোগে উঠেছে।
গোপালের মন্দির-চূড়া ভাঙ্গার প্রতীকারের জন্ম
আমি সারদিয়া তাগ ক'রে গিয়েছিলুম। প্রতিজ্ঞা
করেছিলুম, যদি না প্রতীকার ক'রতে পারি ত আর
দেশে ফিরে আত্মীয়ের কাছে মুখ দেখাব না! গোড়ে
গেলুম। ওয়ারাহের কাছে আবেদন করলুম, বাদশার
কাছে আবেদন করলুম, কেউ আমার আবেদনে কর্ণ-
পাত করলে না। শুধু কর্ণপাত করলে না নয়
সহবৎ, বার কাছে গেলুম, তার কাছে তিরস্কার মাত্র
আমার লাভ হ'ল। বারংবারের লাঞ্ছনার শেষে
গোপালের উপরই আমার দারুণ কোপ জন্মে গেল।

ভাবলুম, যে নিজেরই আশ্রয়-মন্দির রক্ষা করতে
অপারাগ, তার আশ্রয় গ্রহণ করবার মূল্য কি? সেই
সময়েই এক ককীরের মন্থে আকৃষ্ট হ'য়ে ধর্মাত্মর
গ্রহণ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে নতন সংসার। স্ত্রীমতী
পাঠান-কন্ডার রূপে আকৃষ্ট হ'য়ে তাকে বিবাহ
করলুম। তারপর অসংখ্য ঘটনা! কি আর বলব? বান,
বশ, প্রতিষ্ঠা, ভারে ভারে এই ভাগ্যবান সাবাজকে
আশ্রয় করলে। কি বলব সহবৎ—ভাগ্যবান!
নিজেকে ভাগ্যবান বহু না?

সহবৎ। আর আপনাকে বলতে হবে না।
আপনি শিবিরে চলুন।

সাবাজ। সহবৎ, আমার কথা শুনে তুমি আমাকে
পাগল মনে ক'র না। আমি সত্য সত্যই ভাগ্যবান।
শুধু ভাগ্যবান কেন, আমার ভাগ্যের তুলনা নেই।
আমি শতব্রতা পত্নীকে তাগ ক'রে গেছি। অপূর্ণ
শুণময়ী পুত্রবধু তাগ ক'রে গেছি। পিতৃপরায়ণ,
তথনকার একমাত্র পুত্র, রতিলালের একমাত্র বংশধর
পরিতাগ ক'রে গেছি। শেষে ইহজন্মের মত
গোপালকে তাগ ক'রে গেছি। তবু—তবু আমি
ভাগ্যবান। আমি গোপালকে পরিচাণ করেছি,
কিন্তু এখন দেখছি গোপাল আমাকে পরিচাণ করে
নি। আজ বাইশ বৎসর পরে তার মন্দির চূর্ণ দেখ-
বার জন্ম আমাকে সে নিমজ্ঞ ক'রে সরদিয়ায়
নিয়ে এসেছে।

সহবৎ। ও সব কথা ছেড়ে দিন হুজুরালি।

সাবাজ। এক দিন আগে এলুম না কেন—
এক দিন পরে এলুম না কেন? ঠিক সেই দিন?
যে দিনে মন্দির চূর্ণ করবার কথা উঠেছে, সেই দিন
এলুম? যেমন এলুম, যেমন সরদিয়া-প্রান্তে পা দিলুম,
অমনি শুনলুম? সহবৎ! তুমি মুসলমান, আমার
চক্ষে খাটি মুসলমান। তোমাকে বলছি—শুনে তুমি
তৃপ্তি পাবে বলে বলছি—শোন, এ মন্দির চূর্ণ দেখতে
এখন আমার কোনও হুঃখ নেই।

সহবৎ। মন্দির চূর্ণ হবে আপনাকে বলছে কে?

সাবাজ। আহা শোন—কথায় বাধা দিও না।
আমি সত্য সত্যই বলছি, কোনও হুঃখ নাই। ভাঙ্গুক
—ভাঙ্গুক! শুধু মেদিনীপুরের পাঠান কেন, সমস্ত
পাঠান—বারা আজ আশ্চর্য্য ভাবে এখানে সমবেত
হয়েছে, তারা সকলে একত্র হ'য়ে এ মন্দির চূর্ণ করুক,
আমি তাদের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তা

দেখ। তবে একটা আশ্চর্য কথা শোন, যত্নপতির উত্তর-কোণল আর বহুপতির মথুরাপুরী কতকাল যাতীর গর্তে বিশিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের অধিপতির রান-কৃষ্ণ-নাথ কই, কাল ত কোনও ক্রমে বিলয় করতে পারলে না। সে চিয়র নামের চিয়র ধার অপক্লপ ঔজ্জল্যে আজও পর্যন্ত জগতে কিরণ বিতরণ করছে সহবৎ। তোররা মুন্সীর মন্দির ভাঙতে পার, গোপালের মুন্সীর আধার ভাঙতে পার, কিন্তু চিয়র—গোপালকে ত ভাঙতে পারবে না।

সহবৎ। এ সব কথা কেন তুলছেন? পাঠানে আপনার এ মন্দির আর ভাঙছে না।

সাবাজ। বল কি?

সহবৎ। আমি বলছি, আপনি বিশ্বাস করুন।

সাবাজ। তুমি বললেই আমি বিশ্বাস করব? আর গোপাল যে আমার এক চিরহিতৈষী নিষ্ঠাবান বান্ধবের মুখ দিয়ে এত বড় নিমন্ত্রণ কথাটা শুনিতে দিলে, সেটাকে অবিশ্বাস করব?

সহবৎ। না ক'রে কি করবেন? যে জন্ত আপনার পুত্রের উপর পাঠানের ক্রোধ হবে, সে গোলমাল মিটে যাচ্ছে।

সাবাজ। কি রকম, কি রকম?

সহবৎ। আপনার পুত্র উজ্জীর-কুমারীকে তাঁর পিতার কাছে নিয়ে যাচ্ছে।

সাবাজ। কোথায় তাঁর পিতা?

সহবৎ। খোদার বিচিত্র মর্জি! আজ তাঁরই চৈত্রার উজ্জীর সাহেব আপনার ঘরে অতিথি।

সাবাজ। বল কি?

সহবৎ। এই যে বললুম হুজুরালি! আপনি দেখতে ইচ্ছা করেন? চলুন দেখিয়ে আনি।

সাবাজ। যে ব্যক্তি আমার চির শত্রু, সেই আমার পুত্রের ঘরে অতিথি!

সহবৎ। আর পুত্রের ঘর বলছেন কেন? আপনি যখন কিরে এসেছেন, তখন সে আপনারই ঘর।

সাবাজ। আমার ঘর? সোনার চাঁক ছেলে—প্রথম দেখা—বুকের কাছে এলো আলিঙ্গন করতে পারলুম না! জ্যেষ্ঠ পুত্র—রাসের রতন গুণবান, পুত্রবধূ—সতী সীতার মত গুণবতী—তাদের আড়াল থেকেও দেখতে সাহস করলুম না! ছোট ছেলে—মাতৃবিয়োগের পর থেকে যে এক দণ্ডও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারত না, সে আমার মুখে গোপালের নাম

জনে পাগলের মত ঘোষণা করতে ছুটে পেল! আমি ধরতে গিয়ে পেছিয়ে এলুম। আমার ঘর?

সহবৎ। হুজুরালি! রাত্রি প্রভাতে সমস্ত গোলমাল মিটে যাবে। আমি রত্নলাল বাবুকে সমস্ত কথা বলেছি। আসে উজ্জীর-কুমারী বজাট মিটে বাক। এখন তিনি কিরে এসে আপনার কনিষ্ঠ পুত্রের সন্ধান করবেন।

সাবাজ। তাই ত! কোথা থেকে উজ্জীরও সরদিয়ার এসে ছুটলো? তাই কি না এই রাতেই? এক দিন আগে নয়, এক দিন পরে নয়? প্রভাতেও নয়? সহবৎ! তুমি বুঝতে পারবেন না, এ আমাদের নারদের নিমন্ত্রণ—মন্দির আর থাকে না।

(নেপথ্যে কোলাহল)

সহবৎ। হুজুরালি! একটু আড়ালে চলুন। আপনাকে এখানে কোন পাঠান দেখে, এটা আমার ইচ্ছা নয়।

সাবাজ। উজ্জীর-কুমারীকে যে দিন ছেলে রক্ষা করলে, সেই দিনেই উজ্জীর এসে অতিথি হ'ল!

[উভয়ের অন্তরালে গমন।]

(অনুচরণ সহ মুদ্রা বী ও পাঠান

সরদারের প্রবেশ)

মুদ্রা। যদি পারবেন না, সে কথা বললেই ত হোত; আমি নিজে রায়-গুপ্তিকে বুঝে নিতুম।

সর। পারব না। এ কথা আপনাকে বললে কে? তবে সেনাপতির দোসরা হুকুম না এলে পারব না।

মুদ্রা। রাত ত শেষ হ'তে চললো, আর হুকুম কবে আসবে? আপনাদের সেনাপতি মাঝে প'ড়ে ব্যাঘাত না দিলে আমি নিজেই এতক্ষণে সব কাজ শেষ ক'রে ফেলতুম। হ'াজার খিজিরি পাঠান অস্ত্র-শস্ত্র হাতে নিয়ে পুত্র সত পাড়িয়ে আছে। আপনাদের মুখ চেয়ে আমি তাদের হুকুম দিতে পারলুম না।

সর। বেশ ত, কাল যেন। একটা তুচ্ছ মোজাদার মারতে এত ব্যস্ত কেন বী সাহেব?

মুদ্রা। কাল তাদের হুকুম দিয়ে কল কি? কাল রাতেরা কি আমাদের জন্ত অপেক্ষা ক'রে বসে থাকবে?

সর। না থাকে উপায় নেই। একটা মাছি

মারতে আমরা যে এই রাত্রিতে সুকিয়ে কামান পাঠবো, তা পারবো না। কাল আমাদের এক একটা সেপাই তলোয়ারের চোটে দশ দশটা মোগলের মাথা নিয়েছে। সেই আমরা এক জন নগণ্য মৌজাদারকে শান্তি দিতে রাত্রিকালে চোরের মত মাথা গুজে যে এইদূরে এসেছি, এতেই আমাদের মাথা কাটা যাচ্ছে।

মুন্না। নগণ্য আপনারা বলছেন। তারা ত আপনাদের নগণ্য বলে না। তা যদি তারা বোধ করত, তা হ'লে উজীর-কতাকে তারা চুরি করতে সাহস করত না।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। সর্বদার এখানে আছেন?

সব। কি খবর?

সৈনিক। জনদি আছেন। আমরা মনসুবদারকে খুজে পাচ্ছি না।

সব। সে কি?

মুন্না। আর খুজে গেয়েছে। তাকে জন্মিয়া থেকে সরিয়েছে।

সব। খবরদার বা সাহেব।

সৈনিক। না—না তাঁকে কিছু বলবেন না। তাই আমাদের সন্দেহ। মনসুবদার জীবিত নেই। উজীর-কতার শোকে মনসুবদার হয় ত এ বুনা দেশের কোথাও অসাবধান হয়েছিলেন। শয়তানরা তাঁকে সেই প্রযোগে মেরে ফেলেছে।

সব। আর তোমরা?

সৈনিক। মনসুবদারের পর আগনি। আপনার হুকুম না পেলে ত আমরা কিছু করতে পারি না।

সব। দুষ্ট কামান একবারে বারিদ পূর্ণ করে প্রস্তুত রাখ। যান বা সাহেব আপনি ঘরে যান। সরদারকে ভূমিসাগ করিতে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হবে না।

[সরদার ও সৈনিকের প্রস্থান।]

মুন্না। ইয়া আল্লা! আবার আশা! শোন ভাই সব, এই ফাঁকে যদি তোরা উজীর-কুমারীর সন্ধান করতে পারিস, তা হ'লে লোক পিছু হাজার টাকা বক্দিম্। সন্ধান কর—চুপে চুপে—যেন কেয়গী পাঠান না জানতে পারে। একবার তাকে কোনও

ক্রমে ঘরের ভিতর ঢোকাতে পারিলে, আর জন্মিয়া তার সন্ধান পাবে না। ভাই সব! আমি তোমাদের পিছনের বল ঠিক করতে চবছম।

[সকলের প্রস্থান।]

সাৰাজ। জন্মে সহবৎ?

সহবৎ। ও কন্সবত মুন্না বা কি করবে?

আপনার পুত্রের সহায় যে সব বীর দেখে এসুন, তারা ওরূপ দশ হাজার পাঠানের যোগ্য। কিন্তু ওরা কি এতই হীন-বুদ্ধি হবে যে, প্রচণ্ড মোগল দশকোশ পিছনে ছেনেও, এইখানে ব'সে বারুদ-গোলা-গুলোর অপব্যয় করবে?

সাৰাজ। (হাস্য) দশ ক্রোশ পিছনে তোমাকে কে বললে? পিঠে এসে চেপেছে। হতভাগারা এতই মোহগ্রস্ত যে, তা বুঝতে পারছে না।

সহবৎ। এ সব কি বলছেন?

সাৰাজ। এই কাড়খণ্ডের পার্শ্বে এসে পড়েছে। মাঝে শুধু একটা জঙ্গলের ব্যবধান। কাসাইয়ের কণাট নিউয়েছে। শুধু এই কলাইকুণ্ডার জঙ্গল। যদি যুগাকরে তারা বুঝতে পারে আমরা এত নিকটে ছাউনি করে আছি, তা হ'লে এইখানেই পাঠান রাজঘরে হস্ত-নেস্ত হয়ে যায়।

সহবৎ। তা হ'লে কি হবে জুজাবলি?

সাৰাজ। যে সব কথা তোমার ভাই-বোরাবাদের মুখে শুনলুম, তাতে কি হবে আর জানতে ইচ্ছে হয় না। সহবৎ! সহবৎ! বিশ্বাস ঘাতক হবে?

সহবৎ। দোহাই দোহাই—ও কথা বলবেন না। অন্ততঃ এ গোলাম জীবিত থাকতে বলবেন না।

সাৰাজ। তা হ'লে যাও, উজীর যদি সত্যি আমার বাড়ীতে অতিথি, আমি তাঁকে এক চিঠি দিই, এখনি গিয়ে তাঁকে দিয়ে এম। সেই সঙ্গে এক তলোয়ার, কাড়খণ্ডের জঙ্গলে এক গাছে পেয়েছি, সেটাকে দেখে উজীরের বলে বোধ হয়েছে। চলে এস, বিলম্ব কর না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির-সমুখস্থ সোপান ।

কলিবেগম ।

(গীত)

এ মোর নুতন বীণা বেঁধেছি নুতন তারে ।

জেগেছে নুতন প্রাণ ভেসেছে নুতন গান

কি এক নুতন স্বরে ॥

নুতন বাসনা জাগে

কি নবীন অহুরাগে !

খুলেছি হৃদয়-দ্বার, আনিতে ধরে

কি জানি কেমন মোর প্রাণ বঁধুরাগে ॥

(রঙ্গালয়ের প্রবেশ)

রঙ্গ । এ কি, বেগম-সাহেব, আপনি যে একা !

কলি । বা ! বা ! কে-ও বাবু-সাহেব ? আপনিও
যে একা ?

রঙ্গ । আমার কথা পরে বলছি । আপনি আগে
বলুন, যার হাতে আপনাকে সপে দিয়ে গেছি,
তিনি ত আপনাকে ফেলে যাবার পাত্রী ন'ন ।

কলি । তিনি আমাকে ফেলে যান নি । আর যদি
আমি চিরদিনই তাঁর আশ্রয়ে থাকতে চাই, আমার
বিশ্বাস, চিরদিনই আমাকে কাছে রাখবেন । এমন
দয়াময়ী আমি জীবনে কখনও দেখি নি । ফেলে গেছেন
আপনি ।

রঙ্গ । আমি ত আপনার পিতার অমৃতক্ষানে
যাবার জন্য আপনার কাছে বিদায় নিয়ে গেছি বিবি-
সাহেব !

কলি । আপনি আমার পিতার সন্ধান
পেয়েছেন ।

রঙ্গ । কেমন ক'রে বুঝলেন ? আমি এ কথা ত
এখনও কাউকে বলি নি ।

কলি । বিস্মিত হবেন না । আপনি বিস্মিত
হচ্ছেন দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি । আপনি
সত্যবাদী । যখনই আপনাকে ফিরতে দেখেছি,
তখনই বুঝেছি, পিতার সন্ধান না নিয়ে আপনি ফেরেন
নি ।

রঙ্গ । তাঁকে পেরেছি ।

কলি । পেয়েছেন, জালই হয়েছে । আপনারা
আমাকে রক্ষার দায়িত্ব সঙ্গে সঙ্গে বুটে গেছে । না
আমুন, তাঁকে আপনি স্থাননির্দেশ ক'রে দেবেন ।
মা নিয়ে যান, তাঁর সঙ্গে যাব । নইলে আমি নিজেই
যাব বাবু-সাহেব ?

রঙ্গ । আমার নিয়ে যাওয়ায় কি আপত্তি
আছে ?

কলি । আমার আপত্তি নেই । পূর্বেই ত
বলেছি, আমার পিতার আপত্তি আছে । তাঁর সঙ্গে
যদি ভ্রমরাও থাকেন, তাঁদের আপত্তি আছে । বিশেষতঃ
এক জন আমার যদি তাঁর সঙ্গে থাকেন, আপনার
সঙ্গে আমার যাওয়ায়, তাঁরই বিশেষ আপত্তি
হবে ।

রঙ্গ । তিনি কি আপনার—

কলি । কেউ নন ।

রঙ্গ । বিবি-সাহেব ! বিদায়-মুখে একটা কথা
জিজ্ঞাসা করি, অমৃত্যু করুন ।

কলি । বলুন ।

রঙ্গ । আগে বুঝেছিলেন আপনি কুমারী ।

কলি । না বাবু-সাহেব, আমার স্বামী আছেন ।

রঙ্গ । আছেন ?

কলি । খুব আছেন । (উদ্দেশ্যে বারংবার সেলাম
করণ) তিনি দীর্ঘজীবী হউন ।

রঙ্গ । তিনি কোথায় ?

কলি । এ কথা কি উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করছেন ?

রঙ্গ । উদ্দেশ্য অতীত কিছুই নয় । আমার সঙ্গে
আপনার যাওয়ায় তাঁরই বিশেষ আপত্তি হ'তে
পারে ।

কলি । যে আমীরকে আমি উদ্দেশ্য করলুম, তাঁর
সঙ্গে আমার বিবাহের সন্ধন হয়েছিল ।

রঙ্গ । স্বামী থাকতে ?

কলি । মূর্খ রাজপুত ! পাঠান কি এতই মর্যাদা-
হীন ?

রঙ্গ । (মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) বিবি-
সাহেব বড় হৈয়ালি ! শেষ কথাটার এক বর্ণ বুঝতে
পারলেন না ।

কলি । বুঝে কাজ নেই, চ'লে যান । মা
আসছেন । আপনাকে এত কাছে পাড়িয়ে থাকতে
দেখলে, তিনি চুঃখিত হবেন ।

রঙ্গ । তাই ত ! আমি আপনার এত কাছে !

মাফ করুন, 'অন্তমনস্বে' মর্যাদার বাবদান রাখতে পারি নি।

(রঙ্গলাল পিছাইতে লাগিলেন—কলিবেগম তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন)

এ কি বিবি-সাহেব! আপনি আবার কাছে আসছেন কেন?

কলি। আমি আপনার কাছে থাকলে মা হুম্বিত হবেন না। আমি তাঁর কাছে মস্ত পেয়েছি।

রঙ্গ। ওঃ! তা হ'লে আমার এখানে থাকতে আপনারই বিশেষ আপত্তি!

কলি। তবে থাকুন।

(ভুবনেরদ্বার প্রবেশ)

ভুবনে। কলি!

কলি। কি মা?

ভুবনে। পাঠান আবার বেদীনাপুরের দিকে চ'লে গেল। আমার স্বামীকে দেখবার যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তা হ'লে এই উপযুক্ত সময়। কে-ও—রঙ্গলাল? তুমি বর্তমান গিয়েছিলে?

রঙ্গ। গেলে কি এখনি ফিরে আসতে পারতেন? বর্তমান এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ।

ভুবনে। পঞ্চাশ ক্রোশ! তুমি আমাকে ত দূরের কথা কও নি? এত দূরের কথা বললে আমি কখনই তোমাকে যেতে অনুমতি দিতেন না। বেশ, তবে এখনি ফিরে এলে কেন? পথ থেকে বেরিয়ে দূরের স্বরণেই কি তোমার সঙ্কল্পচ্যুতি হ'ল?

রঙ্গ। না, পথেই বিবি-সাহেবের পিতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।

ভুবনে। নিশ্চিত। তবে আর কি? নাকে ভুঁমি তাঁর কাছে উপস্থিত কর।

রঙ্গ। তাঁর সঙ্গে এখনও আমার পরিচয় হয় নি। আমি লুকিয়ে তাঁর পরিচয় জেনেছি।

ভুবনে। এ রকম করবার প্রয়োজন?

রঙ্গ। যে অবস্থার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সে অবস্থায় তাঁর পরিচয় নেওয়া আমি ভাল বোধ করি নি। তিনি বিপন্ন। পরিচয় গোপন ক'রে পথ চলছেন।

ভুবনে। তিনি আছে?

রঙ্গ। আছে। দেওয়ানজী তাঁকে আমাদের কাছারী-বাড়ীতেই আবদ্ধ করেছেন।

ভুবনে। কলি! এ'র সঙ্গে যাওয়া তুমি ভাল বিবেচনা কর, না আমার সঙ্গে যাওয়া ভাল মনে কর?

কলি। কাছারীবাড়ী এখান থেকে কত দূর?

ভুবনে। ক্রোশ দুই হবে।

কলি। আমি নিজেই তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়া ভাল মনে করি।

ভুবনে। সেটা যে হ'তে দিতে পারব না মা!

কলি। সঙ্গে দাসী দাও।

ভুবনে। রঙ্গলাল! তোমার দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

রঙ্গ। (অবনতমস্তকে) না।

ভুবনে। সঙ্কেচের সহিত বলছ কেন? তাঁর দেখা পাও নি, না দেখা করতে সাহস কর নি? সঙ্কেচ কেন মূর্খ! বল, আমি তাঁর সংবাদ জানতে ব্যাকুল হয়েছি।

রঙ্গ। নেশার মুখে তাঁকে অন্বেষণ করেছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে যখন নেশা ছেড়ে গেল, তখন তাঁর কাছে উপস্থিত হ'তে আমার ভয় হ'ল।

ভুবনে। তাঁর খবর পেয়েছ?

রঙ্গ। তা পেয়েছি। এখন বোধ হয়, তিনি বাড়ীতে।

ভুবনে। একা?

রঙ্গ। বোধ হয়।

ভুবনে। তাঁর সঙ্গে কী তোমার দেখা করতে ইচ্ছা আছে?

রঙ্গ। ইচ্ছা ছিল—সাহস ছিল না, এইবারে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

ভুবনে। তা হ'লে আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব ক'র না, এখনি যাও। যদি এখনও যেতে ইতস্ততঃ কর, তা হ'লে তোমাকে 'মা' বলতে যে নিষেধ করেছিলাম, তাতে আমার আর আক্ষেপ থাকবে না।

রঙ্গ। স্বামী আছে! স্বামী আছে! আর কেন, এইবার নিশ্চিত হ'য়ে দাদার সঙ্গে দেখা করি।

[রঙ্গলালের প্রস্থান।]

কলি। সন্তানের উপর আজ এত কঠোর কেন হ'লে মা!

ভুবনে। জিজ্ঞাসা কর না মা! আমার উত্তর তোমার স্তন্যে বড়ই কঠোর হবে।

কলি। কোবলতায়রি! একবার কঠোর হও, দেখি।

(ভুবনেররীর চক্ষে অঞ্চল দান)

শিশোদায়ী কল্যা! আমি তোমার পরলোকগত সতী-সঙ্গিনীদের তেজোদৃশ্য মুখশ্রী তোমার মুখে প্রতিফলিত দেখতে এসেছি। তোমার চক্ষের জল দেখতে আসি নি।

ভুবনে। তোমাদের উভয়ের মধ্যে সখ্যের পরিচয় দিয়েছি কি?

কলি। পরিচয় দেবার সমস্ত সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল—দীর্ঘ নি। অতি কষ্টে দৈর্ঘ্যধারণ করেছিলেম।

ভুবনে। তুমি ধন্য! আর তোমার সঙ্গ যদি এই সামান্য ক্ষণের জ্ঞাপ পেয়ে থাকি, তা হ'লে আমিও ধন্য।

কলি। বললে প্রতীকার নেই। নিরর্থক তাঁকে কষ্ট দেওয়া ব'লে বলি নি। আমার ভাগ্যে যা হবার তা হ'য়ে গেছে। মনঃপ্রাণ যখন আপনার সন্তানকে সমর্পণ করেছি, তখন ঠিক ভেনো মা, যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকি, আমি তাঁর। সামাজ্যের প্রলোভনেও অল্প পুরুষ আমার ইঙ্গিত আকর্ষণ করতে পারবে না।

ভুবনে। তুমি সতীকল্যা সতী। তোমাকে আর কোনও কথা আমার বলবার নেই। অতি কঠোর সমাজ বাধা না দিলে আজ আমি তোমার মুখচুষন করতুম।

কলি। মা মা! তোমার গোপালের প্রসাদ থেয়েও কি এ মুখে পবিত্রতা এলো না?

ভুবনে। ওঃ! তুমি বড় বলেছ—(হস্ত দ্বারা কলির চিবুক স্পর্শ ও চুষন) গোপাল! গোপাল! গোপাল! এ বালিকা যে তোমারই চরণামৃত—আকাশ থেকে তোমার চরণে ব'রে পড়া নির্খালা, কিন্তু বিধিলিপি—এমন রত্ন হাতে পেয়েও বুকে ধরতে পারলুম না—নিষ্কেপ করতে হ'ল!

কলি। মা! জন্ম কাতর হয়ে আসছে। বিলম্ব করলে কঁাদব। আমাকে যত শীঘ্র পার বিদায় দাও।

ভুবনে। বিদায়—এ কথা কেন ক'রে মুখে আনিবো মা? মা! গোপালহস্তিবেব চুড়ায় ব'সে তুমি সঙ্কল্প দিয়ে সতীদর্শ্য গ্রহণ করেছ। যেখানে যে

অবস্থার থাক, আমারও যদি সতীত্বের অভিমান থাকে, আমি মুক্তকণ্ঠে গোপালকে গুনিয়ে বলছি, তুমি রাঠোর-কুলবধু—আমার বা। তুমি কঁাদবে? আমি কঁাদছি। শুধু আমি কঁাদছি? আমার গোপাল কঁাদছে। শোন প্রিয়তমে! গোপালের ঘরের ঘর রোধ করতে গিয়ে শুনি, ঘন ঘন দীর্ঘবাসে গোপাল হস্তি-হস্তর কাঁপিয়ে জুলেছে।

কলি। বল কি মা, গোপালের আমার প্রতি এত করুণা?

ভুবনে। করুণা কি কলি—প্রেম! তুমি যে সতী! গোপাল সংপ্লব্দ! তুমি আজ তার ঘরে অতিথি। তুমি চ'লে যাবে, বিরহভয়ে গোপাল ব্যাকুল হয়েছে। মিথ্যা বলি নি মা! প্রথমে শোন-বার ভুল মনে করলুম। তখন আমার স্তন্য—আবার স্তন্যলুপ। মা! সে কি মর্ঘ্যভেদী দীর্ঘবাস! গোপাল ফুঁ ফিয়ে ফুঁ ফিয়ে কঁাদছে। তবু আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে বুঝ বোধেছি।

কলি। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। এক জন দাসী দাও। রাত্রি থাকতে থাকতে সে আমাকে পিতার কাছে রেখে আসুক।

ভুবনে। এই যে, দাসী গোমারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

কলি। ও কি বলছেন না!

ভুবনে। কিছু অজ্ঞায় বলি নি! সন্তানের দাজ-রস-মায়ের মত কে কোথায় আশ্বাসন করেছে? স্ত্রীতিকা ঘর থেকে যাকে বুকে ক'রে মাল্যব করেছিলেন, তুমি তাকে মনে মনে পতিভে অঙ্গীকার করেছ। বিধাতার ইচ্ছায় তোমাদের উভয়ের মধ্যে বাড়বানল-ভরা বিশাল মাগরের ব্যবধান। তা ব'লে তোমাকে আমি বন্ধের কাছে পেয়ে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করব কেন? আর মুখের দিকে চেয়ে না, দিকৃষ্টি ক'র না, আমার অনুসরণ কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গোপাল-বাটার সম্মুখ।

ভোলাই।

ভোলাই। গোপাল—গোপাল! বা! গোপাল!
বা! মেরে ফেলে চ'লে যাচ্ছিলে ভাই, সে যে আমার
ছিল ভাল। তু যে পিঠে হাত দিয়ে, ভাই বোলে
আদর ক'রে আমার দক্ষা রক্ষা ক'রে গেলে!
খোঁদার নাম নিয়ে গোপালকে আগলাতে এলুম,
গোপাল পেয়ে গেলুম। কোথা থেকে কি ক'রে
সড়কির মুখে গোপাল-কমল কুটে উঠলো। বিধতে
গেলুম, কমল লাফিয়ে বৃকে এলো। হা আল্লা!
তার মৃণাল এমন ক'রে বৃকে বিধে গেছে যে, কাল
সরদারের সড়কিও হাছাব খোঁচা দিয়ে তাকে বৃক
থেকে তুলতে পারবে না। বাবা! গোপাল-মদে
এমন নেশা? মদেব দৌরভে এমন আকুল ক'রে
দিয়েছে যে, ইচ্ছামে আর যে ভাল ক'রে চোপ মেল
চাইব, তারও উপায় নেই।

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। বাড়ীর কোথাও তবে দেখতে পেলাম
না। বাগান-বাড়ীতে পেলুম না। একমাত্র আশা—
মন্দির। কিন্তু একা একজন কে কি মন্দিরে
আছে? এই যে মন্দিরের ফটক খোলা! তবে
কি আশা সে আছে?—কে তুমি?

ভোলাই। ঢেঁক চাইতে পারছি না, তবে
কথাতে বুঝেছি, তুমি বড় বাবু। সেলাম বড় বাবু,
সেলাম।

নন্দ। কেও—ভোলাই?

ভোলাই। আজ্ঞে।

নন্দ। তুই এখানে কি করছিস?

ভোলাই। এত ত হুজুর দেখতেই পাচ্ছি।
ছোট বাবু আমাকে ফটক আগলাতে রেখে
গেছে।

নন্দ। তা বুঝি এমনি ক'রে আগলানো?

ভোলাই। আজ্ঞে এমন সুবিধার পাহারাদারী
আমার জীবনে কখন ঘটে নি।

নন্দ। আঃ—মাতাল!

ভোলাই। আজ্ঞে হুজুর, শুঁড়ির সাকী মাতাল

নই। গোপাল মদে মাতাল। উঃ! গোপাল-মদে
এত নেশা?

নন্দ। ছি—ভোলাই—অমন বাপের নাম
ভোলাই!

ভোলাই। আমার বাপের নাম কি হুজুর।

নন্দ। দূর বেটা, হুঃখের উপরও হাসি
আনালি।

ভোলাই। কিসের হুঃখ, তোমার কিসের হুঃখ?
হাসো—হাসো কেবল হাসো। আগে ছিলুম নন্দল
ভোলাই, এখন হয়েছি খাঁটি। গোপাল-মদে আমার
বাপের নাম পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছে।

নন্দ। তোর বড়-মা এর ভিতরে আছে কি বলতে
পারিস?

ভোলাই। তোমার কিসের হুঃখ? বড়-মা
গোপালের মা—তুমি—গোপালের বাপ।

নন্দ। যা বড়ম, শুনেতে পেলি?

ভোলাই। শুনেছি—গোপালের মা—বাবা তাঁর
নাম শুনো না? সেলাম—গোপালের মা! সেলাম।

নন্দ। (স্বগত) বেটা প্রচণ্ড মাতাল হয়েছে।
ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে ফল কি?

ভোলাই। গোপাল—গোপাল—গোপাল। গোপা-
লের বাপ, গোপালের মা—গোপাল যদি আমাকে
ভাই বলে, আমিও তোমাদের ছা। তা হ'লে মা
ভোলা, বাবার পায়ে কাছে গড়িয়ে যা।

নন্দ। দূর হতভাগা, দূর। আর তোর পাহারা-
দারী করতে হবে না, ঘরে যা। তোর পিয়ারের বাবু
কোথা?

ভোলাই। ভিতরে ঢুকেছিল। তার পর কি বলব
হুজুর?

নন্দ। মদ খেতে গেছে?

ভোলাই। গোপালের বাপ, কি না!—অন্তর্যামী।
কথা মুখ থেকে বেরতে না বেরতে ধ'রে ফেলেছে।

নন্দ। হাঁ রে ভোলাই!

ভোলাই। হুজুর।

নন্দ। ছোটবাবু যে মেয়েটিকে এনেছে—

ভোলাই। ছোট-মা'র কথা বলছ হুজুর?

নন্দ। দূর হ—উঠে যা (ভোলাই নন্দলালের পা
ধরিল) পা ছেড়ে দে ভোলাই। রাগে বলছি নি—
উঠে যা—তোর বাপের কাছে যা। পথে কোথাও
থাকিস নি।

ভোলাই। কেন হজুর?

নন্দ। এখনও পাঠানের ভর বার নি। এখনও তাদের আক্রমণ করবার সভাবনা আছে। তোকে এ অবস্থায় দেখতে পেলে তারা ঘেরে ফেলবে।

ভোলাই। ঘেরে ফেলবে? আমাকে? (উঠিয়া বসিল) আমি গোপালের পাইক—আমাকে পাঠানে ঘেরে ফেলবে? বল কি হজুর? গোপালের বাপ হয়ে তুমি এই কথাটা বললে! পাঠান ত এসেছিল। কই—ভোলাকে মারতে পারলে না?

নন্দ। পাঠান এসেছিল কি রে?

ভোলাই। পাঠান ত এসেছিল—

নন্দ। পাঠান এসেছিল কি? কালু সর্দারের বেটা! পাঠান এলো, তুই চুপ করে বসে রইলি।

ভোলাই। বসে কি হজুর, ওয়ে—সে কি ছোট খাট পাঠান, চোক বুজই বুকলুম, এমন এমন পালায়ান। এলো, খোশা ফটক দেখে ঢুকতে গেল, আর ভোলা সিঁড়ার একট মর্খভেনী কথা শুনে ছড় ছড় করে পালালো। হজুর! আমি তোমার গোপালের সঙ্গে আজ লড়াই করেছি। হেরে মরেছি—তা হোক, হেরে হেরেও তাকে হারিয়ে দিয়েছি। শেষকালে পিঠে হাত দিয়ে, ভাই ব'লে খোদামুদ্রি কত।—বাপ! সে কি আফেসিখান, না হুনিয়ার রাজা পালায়ান রোস্তম?

নন্দ। তবেই ঠিক হয়েছে! এ কিছু দেখতে পায় নি। বড় বটকে ঠিক ধ'রে নিয়ে গিয়েছে। রঙ্গলাল যাকে ধ'রে এনেছিল, মুদ্রা খাঁ বোধ হয়, তাকেও ফিরে পেয়েছে। পাঠানের প্রতিশোধ নেবার যে চূড়ান্ত কাজ গোপাল মূর্তি-চূর্ণ—তাও বোধ হয়, তারা শেষ করেছে।

ভোলাই। বাপ! তুমি আফেসিখান না রোস্তম? তোমার নাম উচ্চারণ করতে না করতে পাঠান পালায়ান পালিয়ে গেল।

নন্দ। ভোলাই! সত্য ক'রে বল, তোর কোনও সন্দেহ করতে হবে না, সত্য বল, তোর বড়-মা ভিতরে আছে কি না?

ভোলাই। কি ক'রে জানব হজুর! তাঁকে ঢুকতেও দেখি নি, বেরতেও দেখি নি! এই সব চোক মেলছি। তোমার হাঁটু পর্যন্ত দৃষ্টি উঠেছে। দেখছি, তোমার হাঁটু কাঁপছে, না, আমার দৃষ্টি কাঁপছে?

নন্দ। মহাত্মা কালুর পুত্র হয়ে তুই এমন পণ্ড, তা আমি জানতুম না।

ভোলাই। (দাঁড়াইয়া উঠিল) বড়-বাবু! এতক্ষণ

নেশা ছুটল।

নন্দ। আমার সর্কনাশ ক'রে তোর নেশা ছুটলেই কি আর না ছুটলেই কি। বা উল্লুক, এ ফটক আগ-লাবার কাজ তোর হয়ে গেছে। এখন থেকে চ'লে বা।

ভোলাই। বড় বাবু! বড় বাবু! কড়া কথার পাক বাপের ষাতির রাখে না।

নন্দ। ভোলাই! তোর বড়-মা'র চিন্তার আমি আত্মহারা হয়েছি। আমাকে ও ষাতির দেখাবার তোর প্রয়োজন নেই। যদিও এখনি তোকে আমি টুকরো ক'রে রেখে যেতে পারি, কিন্তু আমি তা করব না। তুই আমাকে এইখানে এই গোপালের ফটকে শুইয়ে রেখে যা, আমি কোড়ে আত্মলটি পর্যন্ত তোর বিরুদ্ধে তুলব না। (ভোলাই নন্দলালের পদ ধরিল) হয়েছে হয়েছে ওঠ। তোর সঙ্গে কথা কাটাবার আমার সময় নেই। কমা করলুম—ওঠ। আরে গেল—হতভাগা ছাড়। তুই কালুর বেটা, কালু আমার রঙ্গলালের ওতাদ—আমার ভাই।

ভোলাই। (ক্রন্দন করিতে করিতে) বড়-বাবু! অশ্রু পাইকের পেতে গোপাল-মদ সইল না। আমি এ বয়স পর্যন্ত কখনও তোমার হাঁটুর ওপর চোক তুলিনি, আজ তোমার মুখের ওপর চেয়ে জ্বাব দিলুম! আমাকে কেটে ফেল।

নন্দ। আর কাটতে হবে না ওঠ।

ভোলাই। বাবা শুনলেই আমাকে কেটে ফেলবে।

নন্দ। আর হতভাগা, এ কথা আমি কি তোর বাবাকে বলতে পারি?

ভোলাই। তুমি বলবে কেন, আমি নিজেকে বলব। বাবা যেমন শুনবে, আমি তোমার মুখের ওপর জ্বাব দিয়েছি, তখনি কেটে ফেলবে, তার পর পুত্রলোক সামলাতে না পারে কাদবে।

নন্দ। খবরদার! যদি আমাকে ভালবাসিস, তা হ'লে কখনও এ কথা তাকে বলিস নে।

ভোলাই। তা হ'লে আশীর্বাদ কর, গোপাল-মদ আমার পেটে সইবে।

নন্দ। গোপাল-মদ কি?

ভোলাই। আমি বলি, আর মদের তুমি পিপেটাকেই পেটে পুরে দাও।

নন্দ। দূর হতভাগা।

ভোলাই। বল সইবে। বল—

নন্দ। সঠিবে, সঠিবে।

(ভোলাই দাঁড়াইল ও সড়ক
অবেশণ করিয়া তুলিল)

ভোলাই। তা হ'লে বড়-ম'ন্দিরে আছে কি
না একবার দেখে এস, আমি ছোট বাবুকে খুঁজতে
চলুম।

চতুর্থ দৃশ্য

নাটমন্দিরের সমুখস্থ প্রাঙ্গণ।

ভুবনেস্থরী।

ভুবনে। আর ভাবতে পারি না। আর ভাবতে
গেলে মাথা ঠিক রাখতে পারব না। পাঠানী মা,
বিদায়। তোকে ঘরে রাখতে অজ্ঞায় সাহস আমি
কিছুতেই করতে পারি না। রাখতে গেলে আমার
কুঁড়ে ঘরের যা কিছু সঞ্চিত ধন এক পলকে মিলিয়ে
যায়। গোপাল! বায়বংশকে কেবল রহস্ত করতাই
কি তুমি ওই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করেছিলে? রহস্তের
পর রহস্ত—এত দিনের চেষ্টায় কোনও রকমে প্রাণের
সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলুম। নিয়ে অভাবকে ভাব
ক'রে দিন কাটিয়ে আসছিলুম। কিন্তু শেষে এ কি
করলে? কোথা থেকে কি ক'রে এক অভাবনীয়
অচিন্তনীয় পণ দিয়ে এ কি বিভিন্ন অতিথি আমার
ঘরে ধ'রে নিয়ে এলে? তোমার এ রহস্ত আমি সহ
করব না। কিন্তু—মনে কণা তুলতেই প্রাণ ব্যাকুল
হয়ে উঠছে। তবু পাঠানীকে বিদায় দেব। গোপাল,
তোমার এক রহস্তে সন্তোজাত শিশু কোলে ক'রে
বক্ষা পুনর্বতী হয়েছে। দ্বিতীয় রহস্তে এক মুসলমানী
বধু ঘরে পুরে আমি আবার বক্ষা হ'তে পারব না।

(কলির প্রবেশ)

কি গো? এত দেবী ক'রে এলি যে?
গোপালের সঙ্গে কি কথা কইছিলি না কি?

কলি। কথাই কইছিলুম। তুমি বললে, গোপাল
অঘটন ঘটতে পারে, পশুকে গিরি-লজ্জন করাতে
পারে। কিন্তু তার আগে একবার বলেছিলে, আমার
ও তোমার পুত্রের মধ্যে বাড়বানল-ভরা বিশাল
সাগরের ব্যবধান। তাই গোপালকে জিজ্ঞাসা
করছিলুম, গোপাল! এই সাগর শুকিয়ে তুমি
চলাচলের একটা সঙ্গ পথ ক'রে দিতে পার না?

ভুবনে। তা হ'লে আমার পুত্রকে পাবার তুমি
আশা রেখেছ?

কলি। সে কি না! অবহার তীর রহস্তে
স্বামীকে পাওয়া অতি সম্ভব জানি, কিন্তু তা ব'লে
আশাকে পরিত্যাগ করব কেন?

ভুবনে। না মা, যদি সত্যিঘের অভিমান রাখি,
তোমাকে আশা-ভাগের কথা বলতে পারি না। কণ-
পূর্বে আমি নিজের স্বামীকে দেখবার জন্য ব্যাকুল
হয়েছিলুম। সেই স্বামী আসছেন। একবার অন্তরালে
যাও, অন্তরাল থেকে তাঁকে ভাল ক'রে দেখে নাও।
যখন ডাকব, তখন কাছে এস।

কলি। কেনন ক'রে তাঁকে অভিধান করব?

ভুবনে। কেন না, তোমাদের যেমন রীতি—
সেলাম করবে।

কলি। না না। আমার স্বামীর জ্যেষ্ঠ। তোমার
তিনি স্বামী। আমি গোপালকে সেলাম করেছি।
বালক দেখে করেছি। তাঁকে করব না। জলদি বল,
কি করব?

ভুবনে। আমি যেমন ক'রে গোপালকে প্রণাম
করেছি। হাঁটু গেড়ে ভূমিতে মাথা স্পর্শ করাই
আমাদের দেবতা ও গুরুজনকে অভিধানের রীতি।

[কলির প্রস্থান।]

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। এ তুমি কি করলে বড়-বউ?
তোমাকে পাঠাবার সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে আমি নিশ্চিত
হয়ে চ'লে গেলুম, তুমি কি না ইচ্ছা ক'রে আমাকে
বিপদগ্রস্ত করলে! তোমার জন্য গো-বেচার গজানন
আমার কাছে লাঞ্ছনা খেলে।

ভুবনে। আমি ত যাচ্ছিলুম। বাবার সময় তুমি
বংশের কথা তুললে কেন? তুমি বাঠোর, তুমি
শত্রুত্রে ঘর ত্যাগ করলে না, আমি শিশৌদীয়া কস্তা
—ত্যাগ করব? রক্তলাল তোমার সঙ্গে দেখা করেছে?

নন্দ। সে বেঁচে আছে?

ভুবনে। দেখা করে নি?

নন্দ। না।

ভুবনে। আমার এত অহুরোধ সঙ্গেও সে দেখা
করলে না?

নন্দ। না। দেখা? সেই মূখ্যটাকে খুঁজতেই
জামি আশ্রয়স্থান কোনও ব্যবস্থা করতে পারলুম না।

বাক ! এখন চ'লে এস। কি তোমার অজ্ঞান সাহস ! এই ঘোর-খোলা হর্ষির-বাড়ীতে একা তুমি কেমন ক'রে ব'সে আছ ? পাঠানের প্রকৃতি আমি বুঝতে পারছি না। গুনসুখ, অজ্ঞানতার কতকগুলো দুর্ভাগ্য একটু আগে কটকের কাছ পর্যন্ত এসে ফিরে গেছে। বোধ হয় তারা বুঝেছিল, এর ভিতরে কেউ নেই। কেউ আছে জানলে, বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই তারা ফিরে যেত না। যতই সাহসিনী হও, শিশোদায়-কত্তা একা তোমার এরূপ সমর সাহস ভাল হয় নি !

ভুবনে। একা কোথায় ? কলি !

(কলির প্রবেশ)

নন্দ। আমি ত বুঝতে পারছি না—কে ইনি, বড়বউ ?

(ব্রজনাথের প্রবেশ)

ব্রজ। বড় বাবু ! বড় বাবু ! শীঘ্র আমার সঙ্গে এস। একি ! একি ? মা ? তুমি আছ ? আচ্ছা বেশ করেছ—বেশ করেছ। ভেতরে বাঙ্গালীর বুদ্ধিতে তোমাকে ঘর ছেড়ে চ'লে যেতে হুকুম করেছিলুম। তুমি যে যাও নি, বেশ করেছ। সঙ্গে উঠি কে ?

ভুবনে। মা ! ইনি আমার স্বামী। আর এই আমাদের বংশের সুহৃৎ—ভোজোন্নয়িত্র। ব্রাহ্মণ—স্বামি গুরু বশিষ্ঠ।

(কলির উভয়কে প্রণাম করণ)

ব্রজ। হুঁ মা ? এই ইনি ?

নন্দ। এই ইনি ?

ভুবনে। ইনিই।

নন্দ। অভিমানের এরূপ রীতি তুমি কোথা থেকে শিখা করলে মা ?

ব্রজ। সমুখে মা পাড়িয়ে, কে শিখালে এ কথা আর কি জিজ্ঞাসা করতে হয় বড় বাবু ? উজীর-কত্তা।

নন্দ। উজীর-কত্তা ? (অভিমাননোন্মোহ)

ভুবনে। (নন্দের হস্ত ধরিয়া) সেলাম পরে ক'র ! আগে নায়েব-মশায়ের কথা শোন।

ব্রজ। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সত্যক'রে বল, তোমার মর্যাদা অটুট আছে ?

কলি। আছে জনাবালি ! আমার এক রক্ষীর সঙ্গে আমি কটক বাছিলাম। এই গ্রামেরই সন্নিকটে একটা জঙ্গলে তার অপহৃত মুক্তা হয়। আমাকে নিঃসহায় বুকে এক দুর্ভাগ্য পাঠান-সদীর আমাকে ধ'রে নিয়ে বাছিলাম। এর পুত্র—গুধু হাতে জনাবালি—বীরের কত্তা হ'য়েও এরূপ বীরত্ব আমি দেখি নি। দেখি নি, বলার মূণ্য নেই—তুমি নি। গুধু হাতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন অজ্ঞানতার পাঠানের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন।

নন্দ। হাঁ বড় বউ ! হস্তভাগাটা এলো না—এলো না ? আমার সঙ্গে দেখা করলে না ! রত্নলাল ! রত্নলাল !

ভুবনে। বাকুল হয়ে না। এখন এ কত্তাকে কি করব বলি।

নন্দ। কি করব নায়েব ম'শায় ?

ব্রজ। কি করতে চাও মা ?

ভুবনে। সে কথা বলতে আমার ত অধিকার নেই থাকুর। তবে রাজপুতানা হ'লে বলতে পারতুম। বীর্যগুণ নারী ক্ষত্রিয় অন্তঃপুরের গর্ভ। আমাদের পুরুষের বাপরাও আফগান জয় ক'রে পাঠানপতির কত্তাকে বিবাহ করেছিলেন ! এ আপনাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাঙ্গলা। ক্ষত্রিয়ের এ বাঙ্গলার সমাজে কতটা অধিকার আছে জানি না।

ব্রজ। মা ! উজীর-কত্তাকে জিজ্ঞাসা কর, উনি কি করতে চান।

ভুবনে। আপনিই জিজ্ঞাসা করুন।

ব্রজ। মা ! পিতার কাছে ফিরে যেতে চাও, না এখানে থাকতে চাও।

কলি। স্থান আমি মনে নির্দেশ করি নি। পিতার কাছে পাঠিয়ে দিতে চান, সেখানে থাকব। এখানে রাখতে চান, থাকব। তবে দেখানোই থাকি, যে অবস্থাতেই থাকি, সর্বদাই আমি মনে করব, আমি রাঠোর-কুলবধু। এর সম্বন্ধই আমার স্বামী।

ব্রজ। এর সম্বন্ধ যদি আপনাকে পত্নী ব'লে গ্রহণ করতে না চান ?

কলি। পত্নী ব'লে আমাকে গ্রহণ করা তাঁর সাধ্য কি ? আর কুলবধুরূপে ঘরে রাখতে আপনাদেরই বা সাহস কি ? আজ যিনি বাঙ্গলার সর্বশ্রেষ্ঠ আমীর, কাল হবেন যিনি বাঙ্গালীর দণ্ডমণ্ডের বিধাতা, সেই প্রসিদ্ধ পাঠান বীর জুনিদ খাঁ আমার পাণিপ্রার্থী।

ব্রজ। তাদের সে অবস্থা আর নেই। পাঠান হানচ্যুত শক্তিহীন।

কলি। তা আমি জানি। তথাপি যে শক্তি তাদের এখনও অবশিষ্ট আছে, তাতে এক জন ক্ষুদ্র মৌজাদারের ঘর ধূলিসাৎ করতে তাদের কিছুমাত্র সময় লাগবে না।

ব্রজ। তা হ'লে, এর পর যখন তুমি গোড়ে বাদশার সিংহাসনের পার্শ্বে বসবে, তখনও কি মনে করবে তুমি রাঠোর-কুলবধু?

কলি। মা! একে বশিষ্ঠ না কি একটা বললে? তুমি যখন বলেছ, তখন আমি বুকেছিলাম, বশিষ্ঠ কথাটার মান জ্ঞানী। মা! তা হ'লে এই জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে দাও।

ব্রজ। সত্যি! ঠেকে আর বোঝাতে হবে না। তোমার কথাতেই বুঝেছি। তুমি কি বোঝবার জন্যই এতগুলো প্রশ্ন করলুম।

ভুবনে। ঠাকুর, গোপালমন্দিরের চূড়ায় ব'সে, আমি এই বালিকাতে আজ সতীত্বের ক্ষুরণ দেখেছি।

ব্রজ। তা হ'লে না-লক্ষীকে ঘরে রাখ।

ভুবনে। আপনি তা হ'লে কি করবেন?

ব্রজ। তোমার পুত্রের বৌ-ভোজের দিন মাতৃদত্ত মিষ্টান্ন আমিই সর্ব প্রথম মুখে তুলব।

নন্দ। উজীর-পুত্র! তোমাকে লাভবধু ব'লে গ্রহণ করলুম। ক্ষুদ্র মৌজাদার হ'লেও আমি রাজপুত্র। তোমার গর্ভের কথাও সেই সঙ্গে গ্রহণ করলুম। তোমাকে গৃহে রাখতে যদি আমার গৃহ ধূলিসাৎ হয়, তাও স্বীকার, তবু তোমাকে আমি রাখব।

ভুবনে। তা হ'লে আপনারা অহুমতি করুন, রত্নলাল ডাকাতের উপর ডাকাত করছে, সে আনা ত ঠিক আনা হয় নি, মাকে তার পিতাকে দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসি।

নন্দ। পিতা? বাঙ্গলার উজীর? তাঁকে কোথায় কেমন ক'রে দেখিয়ে আনবে?

ব্রজ। ভয় কি বড় বাবু! তোমার কাছারী-বাড়ীতে আজ বাঙ্গলার বাদশাহীকে আবদ্ধ করেছি।

নন্দ। বিচিত্র! বিচিত্র! তা হ'লে যাও মা, এর সঙ্গে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে ফিরে এস। বাঙ্গলা বুঝি আজ রাজপুত্রের অভিনয় দেখতে ব্যগ্র হয়েছে।

নইলে এরূপ অভাবনীয় অচিন্তনীয় ঘটনা সকলের একত্র সমাবেশ কেউ কল্পনাতেও আনতে পারে না।

ভুবনে। চল ছোট বউ, আমাদের বাপের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি।

পঞ্চম দৃশ্য

কাছারী বাটীর প্রাঙ্গণ

জুনিদ্ ও সুলেমান।

জুনিদ্। হজুরালি! আমাদের দ্বারা আর বাঙ্গলার মালিকানি চলবে না।

সুলে। বুঝতে পেরেছ জুনিদ্ খাঁ? একটা ক্ষুদ্র মৌজাদারের নায়েব আমাদের চোখের ইঙ্গিতে বন্দী ক'রে গেল।

জুনিদ্। আপনার কন্ঠার জন্য আমার এই দুঃখবস্থা?

সুলে। একটা তুচ্ছ বালিকার মোহে তোমার এই দুঃখবস্থা?

জুনিদ্। সিংহাসনের মোহ পরিত্যাগ করতে পারি, তবু আপনার কন্ঠার মোহ পরিত্যাগ করতে পারি না। সৈন্ত-সংগ্রহের নিমিত্ত আমি মেদিনীপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আপনার কন্ঠার দুঃখ-বস্থা শুনেই আমার মস্তিষ্ক একেবারে বিচলিত হয়ে গেল। খিলিজি পাঠান তিনশ' বৎসর এ দেশে বাস ক'রেও জাতির মন্তব্য বিদ্রুত হ'ল না। এক অজ্ঞাত-কুলশীলী পাঠান-কন্ঠার মর্যাদা তার শনিজের ঘরের ইজ্জত মনে ক'রে তার রক্ষার সঙ্কল্পে অস্ত্র ধরেছে, আর আমি শুনে চুপ ক'রে থাকব? কালো যে এক দিন সমস্ত বাঙ্গলার অধীশ্বরী হবে, একটা দৃগিত তুচ্ছ কাকের তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, একথা শুনে আমি কিছুতেই মস্তিষ্ক স্থির রাখতে পারলুম না। কোথা থেকে এসেছি, কি করতে এসেছি, এক মুহূর্তে সে সমস্ত ভুলে গিয়েছিলাম। দুঃখদ্বাকে ও যে যেখানে তার আত্মীয় স্বজন আছে—সকলকে ধ্বংস করতে নিজের কোঁককেই হুকুম করব মনে মনে স্থির করে-ছিলাম। হায়! কুরুণে সে সময় আপনার কথা শ্রবণে এলো। তা যদি না হ'ত, এতদূর সব কার্য আমার নিশান হয়ে যেত। দুঃখদ্বাদের শান্তি

হোতা, আপনার কন্ঠার উদ্ধার হোতা আর বিক্রম-শালী নুতন পাঠান-সৈন্তের সাহায্যে এককণে আমার প্রভুত্ব সহচরেরা রাজা টৌডরমন্দের পৃষ্ঠদেশ কত বিক্ষত করতো। মোগল-সৈন্ত হয় বন্দী, নয় সমূলে ধ্বংস হোত।

হুলে। বল, এখনও যদি মোগলকে আক্রমণ করবার তোমার সময় থাকে, তা হ'লে সাবাজ খাঁর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে যত নীচ পার তাদের আক্রমণ কর। আমি তোমার উদ্ধারের ব্যবস্থা করছি।

জুনিদ। আর আপনি ?

হুলে। আমাকে মুক্ত দেখবার জন্য তুমি ব্যাকুল হয়ে না, আমি আমার প্রিয় তরবারিকে যখন খেঁচায় হস্তচ্যুত করেছি, তখন আমার মুক্তি মূলাহীন। তুমি যদি মুক্তি চাও, বল !

জুনিদ। আপনার তরবারি আমি যদি আনিয়ো দিই ?

হুলে। রক্ত বয়সে আমাকে কন্ঠাবাতী দেখবে কেন ?

জুনিদ। বলেন কি ?

হুলে। কন্ঠাকে জীবিত দেখতে আর আমার ইচ্ছা নেই। জুনিদ থা ! যে মর্যাদার অভিমানে মঙ্গোলী বংশের একায়ত্ত ছিল, তা সর্দিয়ার অধুর্কর প্রাপ্তিরে মৃত্তিকাসং হয়েছ। আমার কন্ঠাকে এর পর তুমি রাজ্যেশ্বরী করলেও সে মর্যাদা আর ফিরে আসবে না। তরবারি ফিরে পেলে কন্ঠাকে জুনিদা থেকে সরিয়ে দেওয়াই আমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

জুনিদ। তা হ'লে যদি পারেন, আপনি আমাকে মুক্ত করুন।

হুলে। মুক্ত হয়ে কি করবে ?

জুনিদ। সর্বাগ্রে আমি আপনার কন্ঠার উদ্ধার করব।

হুলে। আর বাঙ্গলা ?

জুনিদ। তার পর বাঙ্গলা উদ্ধার করতে পারি, বহত আচ্ছা ! না পারি অন্ত ব্যবস্থা। আমার পিতৃব্য হুলেমান কেরাণী পথে হাঁটতে হাঁটতে বাঙ্গলা-টাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। আমিও সেই রকম আপনার কন্ঠাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে হিন্দুস্থানের পথে হাঁটবো ;—দেখবো, আমিও তাঁর মত কোনও একটা জায়গা কুড়িয়ে পাই কি না।

হুলে। আমি যদি তোমাকে কন্ঠা না দিই ?

জুনিদ। হুজুরাগি ! আপনাকে পিতার তুল্য শ্রদ্ধা করি। আপনি আমাকে উত্তেজিত করবেন না। আমার মনের অবস্থা ভাল নয়।

হুলে। যদি না দিই ?

জুনিদ। আপনার এখন কথার মূল্য কি ? না মেন, ভজতার খাতিরে একবার মজি আপনাকে জানাব। তার পর আপনার কন্ঠা গ্রহণ করব।

হুলে। তা ঠিক বলেছ। আমার কথার এখন মূল্য নেই। আমি স্থানচ্যুত, মোগল যুদ্ধে পরাত্ত ক'রে আমার শক্তির চিরমাত্রা অবশিষ্ট রাখে নি। কিন্তু তথাপি জুনিদ থা, আমার তরবারির মূল্য আছে।

(কালুর প্রবেশ)

কালু। খোদাবন্দ ! এ তলোয়ার কি আপনার ?

হুলে। জুনিদ থা ! তরবারি স্মরণ করতেই তরবারি এসেছে।

জুনিদ। এসেছে—আমাকে কোতল করুন।

আমি জীবিত থাকতে আপনার কন্ঠার লোভ পরিত্যাগ করবো না। তার একটি কেশাও স্পর্শ করতে দেব না।

হুলে। তরবারি কোথায় পেলে সর্দার ?

কালু। এক ওমরাও এটাকে এনেছেন। আপনাদের কাছারীবাড়ীর দেউড়িতে ঝাঁড়িয়ে আছেন।

হুলে। তাঁকে নিয়ে এস। [কালুর প্রস্থান] এখনও বল, মুক্ত ক'রে দিই।

জুনিদ। আপনিও ত বন্দী।

হুলে। আমি এখন আমারই কাছে বন্দী—আর কারও কাছে নয়। হুলেমানের হাতে তার চির প্রিয় “আফ্‌তাক”—ফিরে এসেছে।

জুনিদ। বলুন আপনি কন্ঠাকে বিনষ্ট করবেন না ?

হুলে। কন্ঠার লাহনা আর গোপন রইল না। অনেক কান হয়ে গেল। এর পরে কি তুমি তার সর্বনাশের কথা আমাকে শোনাতে চাও ? হৃদয় এখন ভেঙ্গে আসছে ! এর পরে মৃত্যু। না—না, মৃত্যুর পূর্বে ভদ্র দেহে বৃষ্টি তার হৃদিশার কাহিনী আমাকে শুনতে হবে। তা হবে না—তা হবে না। জুনিদ থা ! কন্ঠার ছুখ-কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গোলী বংশের মর্যাদাভিনান কথাটাও দেশমধ্যে প্রচারিত হোক।

(সহবৎ খাঁর প্রবেশ)

হুসে। সহবৎ খাঁ!

সহবৎ। গোলাম হজুরালি! আমার হজুর আপনার কাছে এই চিঠি পাঠিয়েছেন।

হুসে। এ জলোয়ার তুমিই এনেছ?

সহবৎ। ঝাড়গ্রামের নিকট একটি গাছে আমার প্রভু এটাকে ঝুলতে দেখেছিলেন। তিনি একে দেখে বুঝেছেন এ আপনার তরবারি।

হুসে। আমি এখানে আছি, তিনি জানলেন কি ক'রে?

জুনিদ। এ প্রাঙ্গণের উত্তরে আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না। আপনি চিঠি পড়ুন।

সহবৎ। কেও জুনিদ খাঁ? হজুরালি, সেলাম। এ পত্র আপনিও পাঠ করুন।

জুনিদ। উজীর সাহেবের পাঠ হ'লেই আমার জানা হবে।

হুসে। তুমি যা ভেবেছিলে তাই। সাবাজ খাঁও শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য করেছেন। তিনি পত্রপাঠ আমাদের উভয়েই নিজ নিজ সৈন্য নিয়ে ঝাড়পেণ্ডের জঙ্গলে মোগল শিবির আক্রমণ করতে অগ্রসর করেছেন। বলেছেন, আক্রমণের পূর্ণ প্রয়োগ চ'লে গেছে। তবে এখনও সুর্যোগ একেবারে যায় নি। এখনও আশা আছে। শত্রু রাস্তা, তার উপর ঝাড়পেণ্ড সুরক্ষিত করার তারা এখনও অবকাশ পায় নি। সূতরাং এখনও পাঠানের ভাগ্য পরিবর্তন হ'তে পারে। এ সুর্যোগ ছাড়লে আর হবে না।

জুনিদ। সহবৎ খাঁ! তোমার প্রভুকে সেলাম দিয়ে বোলো আমি উঠেছি।

হুসে। সাবাজ খাঁকে আমারও সেলাম দিয়ে বোলো, আমিও উঠেছি। তবে এই একমাত্র তরবারি ভিন্ন আর আমার কিছু নাই।

সহবৎ। আমার প্রভুর সেটা অবিস্মৃত নেই। তিনি বলেছেন, সে জন্ত উজীর সাহেব বেন ব্যাকুল না হন। তাঁর সৈন্যের অভাব হবে না।

হুসে। আমি ত তাঁর সৈন্য নিয়ে তাঁকে দুর্বল করবো না।

সহবৎ। তাঁর একটি সেগাইও আপনি পাবেন না, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। প্রভু আমাদের উদার মহৎ হ'লেও আমরা সেরূপ উদার

মহৎ নই। তাঁর প্রতি আপনার আচরণ তিনি ভুলতে পারেন। আমরা ভুলব না।

হুসে। তোমাদের প্রভুভক্তিতে সন্তুষ্ট হন। তা হ'লে জুনিদ—

জুনিদ। আমি ত আগেই উঠেছি জনাবালি।

সহবৎ। আপনি অগ্রসর হ'ন। আমি উজীর সাহেবের কৌজের ব্যবস্থা করি।

[প্রস্থান।

জুনিদ। জনাবালি! আমার মুক্তি?

(কালুর প্রবেশ)

হুসে। সর্দার! তোমার প্রভুর ফেরবার অপেক্ষা করতে পারছি না। আমরা যে এখনি মুক্তি চাই।

কালু। খোদাবন্দ! আপনি ত কখনই বন্দী হন নি। নারোব মশাই ব'লে গেছেন, যখনই আপনার দরবার অতিক্রম হবে, তখনই আপনারা চ'লে যাবেন।

হুসে। তা হ'লে জুনিদ খাঁ, তুমি অগ্রসর হও। আমি আমার অচেনা অজানা কৌজের প্রতীক্ষা করি।

(জুনিদ খাঁ কিছুদূর অগ্রসর হইলে
কলিবেগমের প্রবেশ)

জুনিদ। এ কি!

কলি। জুনিদ খাঁ, জুনিদ একটু তফাত হও। আমার সঙ্গে জেনানা।

হুসে। তাকে বাইরেই থাকতে বল। প্রয়োজন বোধ করি, আমি তাকে ডাকবো। তুমি কাছে এস। জুনিদ খাঁ! তুমি যাও।

জুনিদ। দোহাই জনাবালি, আমার প্রতি দয়া করুন।

হুসে। মূর্খ পাঠানের স্বাধীনতা একটা ভুল বালিকার চেয়ে অনেক গুণে মূল্যবান।

জুনিদ। আমি যাব না। যদি যাই, আপনার কন্ডাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

হুসে। তবে দাঁড়াও (তরবারিতে হস্ত দান)।

জুনিদ। মোঙ্গোলী—আমি জীবিত থাকতে নয়।

হুসে। তুমি তবে মৃত।

(উভয়ের অসি-যুদ্ধ)

জুনিদের হস্ত হইতে অস্ত্র পতন।)

জুনিদ। (হুসেমানের পদ ধরিয়া) দোহাই জনাবালি আমার সমুখে হত্যা করবেন না।

হুগে। তবে এই অস্ত্র নিয়ে চ'লে যাও।

জুনিদ। অগ্রে আমাকে হত্যা করুন।

হুগে। তা হ'লে দাঁড়াও, কত্নাকে অগ্রে হত্যা ক'রে পক্ষাতে তোমাকে হত্যা করবো। আশা করেছিলুম, তোমা হ'তে এক দিন না এক দিন বন্দে পাঠান-শক্তির পুনরুদ্ধার হবে। এখন বুঝেছি, হবে না। তোমারও মৃত্যু শ্রেয়ঃ। অপেক্ষা কর। এর পরে বে লোকে বলবে, এক মোঙ্গোলীয় জন্তু পাঠান-রাজ্যের ধ্বংস হ'ল, সে কলঙ্ক রাখবো না। যার মোহে তুমি আজ জাতি-গর্ব বিন্ধত হচ্ছ, তোমারই চোখের সম্মুখে আগে তাকে ছুনিয়া খেকে সরাই। তার পরে তোমাকে সরাব। নতুবা জুনিদ খাঁ,—এখনও পর্য্যন্ত সময় দিচ্ছি, তুমি স্থানত্যাগ কর।

জুনিদ। আমি স্থান ত্যাগ করবো না।

(ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ)

কলি। এসো না মা, এসো না। এ মৃত্যুর লীলা-ভূমি। জীবনময়ী তুমি—এখানে পদার্পণ ক'র না।

ভুবনে। এ কি মা কলি, এরই মধ্যে ভুলে গেলি। মন্দিরের চূড়ার ব'লে তোতে যে আমি সতী-শক্তির স্বরূপ দেখেছি। এইটুকু পথ আসতেই কি তা হারিয়ে ফেলি? সতি! এক স্বামী ভিন্ন জগতের সমস্ত জীবই সতীর সন্তান। মৃত্যুও সেইরূপ সন্তান। সতী মৃত্যুকে সন্তান জ্ঞানে শিশুর মত তাকে অঞ্চলে ঢেকে ঘুরে বেড়ায়।

কলি। তবে দাঁড়াও। দাঁড়িয়ে আমার মৃত্যু দেখ।

হুগে। কে ইনি?

কলি। পরিচয় নেবার ত অবসর দিলেন না। আর পরিচয়ে প্রয়োজন নেই।

ভুবনে। আমিও আপনার কত্না। পিতা! কি অপরাধে আমার ভগিনীকে হত্যা করছেন, এ কত্নাকে বলতে কি আপনার আপত্তি আছে?

হুগে। জুনিদ খাঁ! কিছুক্ষণের জন্তু পার্শ্বের ঘরে অবস্থান কর। আর যদি যেতে ইচ্ছা কর, এই অস্ত্র নাও—এখনও সময় আছে, চ'লে যাও।

জুনিদ। আমি যাব না জনাবালি।

(সকলরাগে গমন)

হুগে। আমি নিরঙ্ক হ'তে বাচ্ছিলাম। কে মা তুমি এসে বাধা দিলে?

ভুবনে। কি অপরাধে ভগিনীকে হত্যা করবেন? হুগে। অপরাধ? বালিকার বর্তমান অবস্থাই তার অপরাধ! এ অবস্থায় ওকে আমি রাখতে পারি না।

ভুবনে। ওর কি মর্যাদাহানির আশঙ্কা করছেন? হুগে। পূর্বে করেছিলুম। কেমন ক'রে তোমার আশ্রয় পেয়েছে জানি না। তবে তোমাকে দেখে, আর তোমার কথা শুনে বুঝেছি, তোমার আশ্রয় পেয়ে কত্নার মর্যাদা শতশতগুণে বেড়েছে। এমন অপূর্ণ অমৃত-ময় কথা আমি আর কখন শুনি নি।

ভুবনে। (জোড়করে নমস্কার) এ কত্নার গর্ব, না তার পিতার গর্ব?

হুগে। আর ব'ল না মা, আর ব'ল না! হাত আনার অবশ্য হয়ে আসছে। তবু আমি কত্নাকে কাটবো, এ কত্না জীবিত থাকলে পাঠান-রাজ্য ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

ভুবনে। এ কত্নার সঙ্গে পাঠান-রাজ্যের কি সম্বন্ধ জানি না। তবে এটা বলতে পারি যে, এক সতী কত্নার তুলনায় সারা ছুনিয়াটা মূল্যহীন। ছুনিয়া ভাঙলে আবার গড়ে। পিতা! সতীত্ব ভাঙলে আর গড়ে না।

হুগে। তবু আমি কাটবো। কত্নাকে রক্ষা করি এমন স্থান আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার বংশের ওই বালিকাই একমাত্র অবশিষ্ট। যাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব মনে করেছিলুম, তাকে এ কত্না দিতে আর আমার প্রস্তুতি নেই।

ভুবনে। পিতা! আমার ভগিনী আমাকে দিন। চির-কুমারী রেখে আমি ওর সেবা করবো।

হুগে। এইবার তোমাকে পাগলিনী বলবো। ওর যদি পরিচয় গোপন থাকতো, তোমাকে দিতে পারতুম। পরিচয় প্রকাশ হয়েছে। মঙ্গোলী বংশের মর্যাদার তুলনায় আমিও সারা ছুনিয়াটা শোলায় মত হালকা মনে করি। বিশেষতঃ বাদশা পর্য্যন্ত এ কত্নাকে পাবার প্রত্যাশী। তুমি নিয়ে রাখতে পারবে কেন। কলি! দ্রবির স্বরণ কর।

(জুনিদের পুনঃ প্রবেশ)

জুনিদ। আমার দোষাই, কাটবেন না।

হলে। এত কথা শুনেও আবার যদি তুমি কঁদতে এসো, তা হ'লে বুঝব, জুনি থা, তুমি মনুষ্যত্বহীন।

জুবনে। সর্দার! এই জিবাংহু পিতার হস্ত থেকে কতাকে উদ্ধার করতে পারবে না?

কালি। কেন পারবে না, হতুম করলেই পারি।

জুবনে। তবে রক্ষা কর।

হলে। এসো, রক্ষা কর। (উভয়ের অস্তিত্ব)

(কালুর পতন)

কালি। মা মা! এ যে স্বয়ং রোস্তম! আমি ত পারলুম না!

হলে। কি না লরলী? আর কেউ তোর আছে?

জুবনে। রঙ্গলাল! এই জিবাংহু পিতার হস্ত হ'তে বালিকাকে রক্ষা কর।

(রঙ্গলালের প্রবেশ)

হলে। কে হে তুমি?

রঙ্গ। আজ্ঞে হজুরালি, আমি।

জুবনে। রঙ্গলাল! এই জিবাংহু পিতার হস্ত হ'তে বালিকাকে রক্ষা কর। যদি পার, আমিই এই কত্যা তোমাকে দান করবো।

রঙ্গ। দানের লোভ কেন দেখাচ্ছ মা? বিবিসাহেবকে রক্ষার যে আদেশ করেছ, সেই আদেশই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

জুবনে। কেন যথেষ্ট রঙ্গলাল! তোমাকে কোলে পেয়ে একদিন বক্ষা নিজেই পূর্ণবতী মনে করেছিল। শুধু স্তম্ভপান করতে পারি নি। কিন্তু সেই পালনের গর্গে আজ অহুত্ব করলুম। বুলুম, তিলোত্তমার রূপ নিয়েও এ মুদগম্বানী তোমাকে মোহাচ্ছ করতে পারে নি। আজ আমি তার পুত্রবার দেবার জন্ত দাঁড়িয়েছি। এই ভীষ্মতুলা অস্ত্রধারী বৃদ্ধের হাতি থেকে এই কতাকে উদ্ধার ক'রে তুমি তাকে গ্রহণ কর।

রঙ্গ। ওর যে স্বামী আছেন।

জুবনে। মূর্খ! বালিকার কথার অর্থ বুঝতে পারি নি। ওর স্বামী আছেন। রঙ্গলাল, সে আর কেউ নয়, তুমি।

কালি। দস্ত পেঘব ক'র না জুনি থা, উনিই আমার স্বামী।

হলে। কি বললি কম্ববতি?

কালি। যা বলবার বলেছি, আপনি শুনেছেন।

হলে। হুবেদার মোনাইম খাঁর ঘরে তোকে প্রবেশ করতে দিলুম না। দিলে আমিই বাঙ্গালার মালিক হ'তে পারতুম। বাঙ্গালার ভারী মূল্যতান এই যুবকেও তোকে দিলুম না। দিলে হয় ত এক দিন তোকে রাজ্যেশ্বরী দেখতে পেলুম। সেই আবার হুমুখে তুই বললি, এই ক্ষুদ্র নগণ্য হিন্দু যুবক তোর স্বামী?

কালি। যতক্ষণ রসনার কথা বলবার শক্তি থাকবে, ততক্ষণ বলবো স্বামী। যখন বনের মধ্যে নিঃসহায় বুঝে বলপূর্বক পাঠান-মহা আমাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন কোথায় ছিলেন আপনি? আর কোথায় ছিলেন এই ভবিষ্যৎ বন্ধুধর? এই মহাপুরুষ একা নিরস্ত—পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী পাঠানকে বিধ্বস্ত ক'রে আমাকে রক্ষা করেছেন। না করলে এই অস্ত্র নিয়ে আপনি কতায় গলার কাছে ধ'রে আজ এই মর্যাদা-রক্ষার অভিনয় দেখাতে পারতেন না। ছ'দিন মাত্র কতায় শোকে অশ্রু বর্ষণ করতেন। আর ভবিষ্যৎ রসেশ্বর দিন ছই আমার জন্ত ব্যাকুলতা দেখিয়ে অত্ন কোন রমণীকে সিংহাসনপার্শ্বে বসিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন। আর আমি হুমুখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা ঘৃণিত নারকীর অন্তঃপুরে আমরণ বন্দিগী হয়ে থাকতুম। তখন সূর্য্য পর্জ্যন্ত আমার অস্তিত্ব জানতে পারতো না।

জুনিদ। এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

কালি। তোমার বিশ্বাস না হ'লে আমার কোনও ক্ষতি নেই জুনিদ থা! যে বংশের কত্যা আমি, সে বংশের এই মহানু প্রতিনিধি যদি এ কথা বিশ্বাস না করেন, তা হ'লে আমি ক্ষতি পাই করবো।

হলে। ব'লে যাও—আমি বিশ্বাস করছি।

কালি। সে অদ্বিতীয় বীর আমি দেখেছি। কাছে ব'সে রহস্যগাপ করেছি। ওর চরিত্রের মহত্ব অহুত্ব করেছি। রূপ দেখেছি। সে রূপ হৃদয়ে লুকিয়েছি। যেখানে লুকিয়েছি, অস্ত্র দিয়ে খণ্ড খণ্ড করলেও আপনি সে স্থান খুঁজে বার করতে পারবেন না।

জুবনে। বাবা, অস্ত্র কোষবদ্ধ করুন। পিতা ব'লে আনন্দ পেয়েছি। আপনাকেও আনন্দ আশ্রয় করতে দেখলে নিশ্চিন্ত হই। বেশী বলতে পারছি না; তবে যে কুলে জন্ম গ্রহণ করেছি, আর যে কুলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, সেই উভয় কুল স্মরণ ক'রে আপনাকে বলি, বিদ্যেবের দৃষ্টিতে এ যুবককে ক্ষুদ্র নগণ্য দেখে নিরর্থক অস্ত্রধীনায় নিজেকে জীর্ণ শীর্ণ করবেন না।

আপনার ভুলনার, আমাদের বর্তমান অবস্থার আনন্দের ক্ষুদ্র নগণ্য হ'তে পারি, কিন্তু পিতা, অতি ক্ষুদ্র তৃপ্তির অগ্রভাগে একটি যে অতি ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দু অবস্থান করে, সে তার সেই ক্ষুদ্রতার আধরণে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লুকিয়ে রাখে। এই জেনে অভিমান তাগ ক'রে ভগিনীকে আমার এই দেবরের হাতে সমর্পণ করুন। হলে। রত্নলাল! আমার কত্না তোমাকে দান করলুম, গ্রহণ কর।

কলি। জুনিদ থাঁ! ক্ষুদ্র হয়ো না, সহোদরার যা ভালবাসা, সে সমস্ত আমি তোমাকে দান করবো। (জুনিদ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।)

হলে। কিন্তু তোমাকে যোঁতুক দেবার যোগ্য আমার কিছুই নাই। এই—এই (অস্ত্র প্রদর্শন) একমাত্র অবলম্বন, বংশাধিকারিক মঙ্গোলী মহাবীরগণের হস্ত ধন—এই অসি তোমাকে প্রদান করলুম। কলি! আমার অধিকার থেকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনে রাখ, আমি হ'তে বাঙ্গলার মঙ্গোলী বংশের শেষ। মা! এই পিতা-পুত্রীর শেষ মিলন। আজ হ'তে আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আর অরণে এনো না।

[প্রস্থান।

কলি। না পিতা, যত দিন জীবিত থাকবো, তত দিন আপনি আমার হৃদয়ে আছেন মনে করবো। জুনিদ। রত্নলাল বাবু! মতিহীন রক্ত তোমাকে এই কত্না দিয়ে চ'লে গেল। কিন্তু এতে পাঠানজাতির নাপা হেঁট হ'ল। পাঠান তো এ অপমান সহ্যে না! তুমি এ কত্নাকে রাখতে পারবে?

ভুবনে। সে বিষয়ে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। বাবা! রাজপুত, কুলবধূকে কেন্দ্রন ক'রে রক্ষা করতে হয় জানে। যদি চিতোরের ইতিহাস আপনার জানা থাকতো, তা হ'লে এমন প্রশ্ন করতেন না। আলাউদ্দীন—দেবী পদ্মিনীর লোভে চিতোর জয় করতে এসে, শুধু চিতোরের দম্ভ-মুক্তিকা স্পর্শ করেছিল, কোনও রমণীর সঙ্গে হাত দিতে পারে নি।

জুনিদ। বাবু-সাহেব!—তা হ'লে আমাকে হত্যা করুন।

রত্ন। হত্যা? আপনাকে? আমাদের গৃহে আপনি অতিথি। ছিঃ ছজ্জালি, আমাকে অস্ত্র কোন প্রকারে গালি দিন।

জুনিদ। এ কথা পাঠানেরা শুনে নিরস্ত করতে

আমারও ক্ষমতা থাকবে না। তাই বলছি, আমাকে হত্যা করুন।

(অস্ত্রতাগ)

রত্ন। (জুনিদের অস্ত্র কুড়াইয়া হস্তে দান) এই নিম্ন। এই আমার উন্মুক্ত বক্ষ। মা যদি ব্যাকুল হন, জীবনে প্রথম বুঝবো উনি আমার মা ন'ন। স্ত্রী যদি ব্যাকুল হন, তা হ'লে বুঝবো মঙ্গোলী সাহেবের কত্না ওর লোকাপবাদ। উনি রাঠোর-কুলভুক্ত হবার অযোগ্য। আপনি এই বক্ষে অস্ত্র পুরে আপনার মর্মবেদনা দূর করুন।

জুনিদ। মর্মবেদনা! না বাবু-সাহেব! বালিকার প্রতি অবাধ ভালবাসার কল্পনায় তার হৃদবস্তুর চিন্তায় যে মর্মবেদনা আমার হয়েছিল, এখন তার কণমাত্রও আমাতে নাই। তোমার ব্যবহার দেখে, আর মা, তোমার মুখে রাজপুতনারীর সতীত্ব-গৌরবের কথা শুনে বুঝলুম, বালিকার পক্ষে এই রাজপুতের আশ্রয়ই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। কলি! তুমি আমাকে সহোদরার ভালবাসা দিতে এসেছ, আমাকে তাই দাও। আমার সহোদরার অভাবই পূর্ণ কর। মা! মর্মবেদনা এক দিকে যেমন ঘুচে গেল, অস্ত্র দিকে তেমনি রাশি রাশি ধেরে এলো। বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ-সুন্দরতা এক জন তুচ্ছ মোজাদারের ঘরে আবদ্ধ হয়েছে শুনলে দাস্তিক পাঠান কখন চুপ ক'রে থাকবে না। কথা গোপন থাকবে না, তার শুনবে আর যেমন শুনবে, অহনি আমার শত নিষেধ সত্ত্বেও বালিকার উদ্ধারের নিমিত্ত প্রবল বজ্রার মত সরদিয়া গ্রাম তারা প্রাবিত ক'রে চ'লে যাবে। আমি পাঠান। ইচ্ছা না থাকলেও তাদের নেতৃত্ব আমি গ্রহণ না ক'রে থাকতে পারবো না। তার একমাত্র প্রতীকার (সহসা কাটদেশ হঠতে ছোঁরা বাহির করিয়া বক্ষে আঘাত)—এই।

ভুবনে। (জুনিদকে ধরিয়া) জুনিদ! জুনিদ! বাপ! এ কি করলে?

জুনিদ। ছেড়ে দাও মা, ছেড়ে দাও! বাঙ্গলার পাঠান-রাজত্ব ধীরে ধীরে লোক-অগোচরে এই কুটীরে সমাধি হোক! (পতন ও মৃত্যু)

ভুবনে। রত্নলাল! এই মহিমান্বিত রক্তস্রুপের সম্মুখে একবার পরীক্ষা হস্ত ধর। রাজপুত-পত্নী! এই-বারে তোমার মর্যাদা।

পঞ্চম অঙ্ক

(রত্নালয়ের প্রবেশ)

প্রথম দৃশ্য

শিবির ।

মোনাইম খাঁ, টোডরমল ও ব্রহ্মনাথ ।

টোডর । সমস্ত ফৌজ নিয়ে যেতে হবে ?

ব্রহ্ম । যদি পাঠানরাছোর ভিত তুলে দিতে চান, তা হ'লে সমস্ত । নইলে পাঠানের জড় মরবে না । রাজহের প্রতিষ্ঠা করতে বহুকাল আপনাদের ক্ষেপেতে হবে ।

টোডর । পাঠান ফৌজ এ দেশে আছে ?

ব্রহ্ম । আছে ? আছে কি রাজা—আপনাদের বড় ভাগ্য, তারা আজ ব্রহ্ম ঘোষালের ঘরপরে পড়েছিল । নইলে আছে কি না আছে, আজ তারা আপনাদের ভাল করে দেখিয়ে দিত । যোগল সৈন্তকে আর দেশে কিরতে হ'ত না । আপনাদের বাঙ্গলা-জয়ের আশা এইখানেই শেষ হয়ে যেত । বড় ভাগ্য, মাঝখানে এই বুড়ো হাড়ের বোড়া পড়েছিল । লড়াইয়ের বারো আনা আমি জিতে দিয়েছি । বাদ-বাকিটুকু আপনারা শেষ করুন ।

মোনো । রাজা ! ইতো বাউরা স্থায় ।

ব্রহ্ম । আপনিও কি আমাকে বাউরা মনে করে-ছেন রাজা ?

টোডর । না ।

মোনো । তুমি যে রকম আরব্য উপজ্ঞাসের মত কথা বলছ, তাতে তুমি হয় পাগল, না হয় পাঠানের চর ।

ব্রহ্ম । পাগল বলে, কি করে প্রতিবাদ করব হুজুর ? তবে চর বেনই, তা এখন বুঝিয়ে দিচ্ছি । যদি না যান, তা হ'লে এইখানেই আপনাদের বন্দী করব । তা হ'লে কেমন করে এসেছি, আপনাদের দেখাতে দেখাতে আমার ক্ষুদ্র কৃতীরে নিয়ে যাব । হুঁধারে আপনাদের ফৌজ দাঁড়িয়ে—আপনাদের সেলাম করবে, কিন্তু আপনাদের অবস্থা যে কি কেউ জানতে পারবে না । (ইঙ্গিত)

মোনো । বাঃ বাঃ ? কি সুন্দর বলিটু বুবক !

টোডর । কি বুবক ! তুমি আমারে হ'জনকে বন্দী করতে এসেছ ?

ব্রহ্ম । বন্দী করতে আসিনি রাজা, নিরস্ত্র করতে এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে এসেছি । মৃত্যু নিরস্ত্রণ করে, জীব সে নিরস্ত্রণ খেতে এগিয়ে যায় । মৃত্যু এক জয়গার ব'সে আছে । সমুখে নিরস্ত্রণলুকু পথিকের প্রান্তর । জীব কখনও দেখানে একা আসে, কখন দল বেঁধে পাতা পেতে খিরাট ভোজে সারি সারি ব'সে যায় । মৃত্যু ব'সে দেখে—স্বস্থান থেকে এক পদও স্থান-পরিবর্তন করে না । সেই ভোজের পরিচর্যা করতে কোথা থেকে কত কি এসে মৃত্যুকে সাহায্য করে । রাজা, সেই মৃত্যুর ভোজের উৎসব দেখবার জন্য আপনাদের নিরস্ত্রণ করতে এসেছি ।

টোডর । যদি না যাই ?

ব্রহ্ম । মৃত্যুর নিরস্ত্রণ—তার আদেশ ব'লেই জানবেন ।

ব্রহ্ম । কি হুজুর ? এর কথায় নিরস্ত্রণ রাখবেন, না আরও লোক ডাকব ?

মোনো । এরূপ আহ্বানুখ আর কত ?

ব্রহ্ম । আজ্ঞে আরও একশ । মৃত্তি করতে করতে আমরা হাজার তাঁবু অতিক্রম করে চলে এলুম । আমরা সেলাম দিলুম, তারাও সেলাম দিলে ; বিভিন্ন জাতীয় লোক নিয়ে আপনাদের সৈন্ত । সমস্ত রাত্রির জাগরণে সকলেই ক্লান্ত ; স্তব্ধ উদ্যাকালে তাদের দুঃস্থ চোখের উপর দিয়ে একশ' লোকের ঝাঁক দিয়ে আসা কিছু বিড়ি বাপার নয় ।

মোনো । বুঝেছি বুবক ! তুমি অসামান্য বুদ্ধিমান । কিন্তু বুঝতে পারছি না, পাঠানের উপর তোমার এত মর্শাস্তিক ক্রোধ হলো কেন ?

ব্রহ্ম । সে কথা এখানে জিজ্ঞাসা করবেন না ! এতক্ষণ কার্যসিদ্ধির গর্বে সব ভুলে গিয়েছিলাম । বলতে মর্শভেদ হয়ে যাবে । যদি সৈন্ত আসতে চান—এখন আহুন । পাঠান-সংসারের সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝবেন ! যদি তা না করতে চান, তা হ'লে মাক করুন হুজুর, যা বলেছি তা করব ।

মোনো । আর করতে হবে না ! বুবক ! জায়গা তোমার কাছে পরাস্তব স্বীকার করছি ।

ব্রজ। (বার-বার সেলাম) তা হ'লে হুজুর, এই যুবককে আমি আপনার আশ্রয়ে নিষ্কণ করলাম। এর আত্মীয়-বন্ধন আজ বিপর। ক্ষুদ্র এক মোজা-দারকে সবংশে যুক্তিকাশ্য করতে সমস্ত পাঠান আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! যদি কিরে গিয়ে তাদের দেখতে পাই, তা হ'লেই এ জয় আমার সার্থক। নইলে—(চক্ষে বস্ত্রদান)

টোডর। কীদবেন না! আপনার এই ক্ষুদ্র শক্তিতে আমাদের বিন্মিত ক'রে কেঁদে ব্যাকুল করবেন না। কিন্তু জানতে বড় কৌতূহল হয়েছে। সামান্য মোজাদারকে ধ্বংস করতে পাঠান—

ব্রজ। রাজা! ঈশ্বরের রাজ্যে অতি হৃদয় বীণার তারেই জীবন-মরণের গান শুনে উঠে। যখন জানতে কুতূহলী হয়েছেন, তখন গোপন করব না। ঘটনাচক্রে উজ্জীর-কন্ডা কলিবেগম এই যুবকের প্রতি অল্পরাগিনী হয়েছেন।

মোনো। কি বসে? আর একবার বল।

ব্রজ। হুজুর! আবার কি আপনার অবিদ্যাস হচ্ছে?

মোনো। ব্রাহ্মণ! স্বয়ং সম্রাট তাকে লাভ করলে নিজেকে দত্ত মনে করেন।

ব্রজ। তিনি আজ রত্নলাল রায়ের পুত্রবধু।

মোনো। আমি তাকে পুত্রবধু করতে পারলে, তার জন্ত সাম্রাজ্য বিনিময় করতে পারি।

টোডর। তোমরা কি?

রঙ্গ। রাষ্ট্রের।

টোডর। উজ্জীর-কন্ডা?

রঙ্গ। রাষ্ট্রের-কুলবধু!

টোডর। কুলবধুর মন্ত্র পেয়েছে?

রঙ্গ। নইলে একমাত্র সঙ্গি-সহায় তাকে বনপ্রান্তে রেখে এখানে আসতে পারতুম না, রাজা?

ব্রজ। হুজুরালি! সেই পাঠান-কন্ডার মেহের চারি পাশে এখন যে বিশাল বহির আবরণ, তাকে স্পর্শ করতে গেলে, আপনার সাম্রাজ্য ভগ্নস্তূপের ভিতর থেকে হাহাকার করবে।

মোনো। নিশ্চিত হও যুবক! গত যুদ্ধে আমি পুত্রহীন হয়েছি। তোমাকেই পুত্রের আশ্রয়ে অন্তর্ধান করছি। রাজা! প্রস্তুত হ'ন—আপনার অমরানশক্তিকে আমি সেলাম করি। আপনারই সেনাপতিত্বে আজ পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

ব্রজ। যুদ্ধের জন্ত বেষী আয়াস করতে হবে না। আগেই পাঠানের গর্দান গেছে। জুনিদ খাঁ এই যুদ্ধের জন্তই আত্মহত্যা করেছে, উজ্জীর যুধি এতক্ষণ তীর্থে পথে। মাধা-শুভ্র পাঠান-সৈন্য কবন্ধের মত নৃত্য করেছে। (দূরে কানানধ্বনি) ওই—ওই—আহ্নন—আহ্নন, কবন্ধধ্বংসের এমন হুবিধা আর পাবেন না, আহ্নন—আহ্নন—আহ্নন। হৃদ্যদেব উঠে দেখুন, ক্ষুদ্র সরসিমা পাঠান-রাজাকে সঙ্গে নিয়ে স্রাটার ভিতরে ঢুকে গেছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রত্নলালের বহির্কান্টি।

সহবৎ।

সহবৎ। প্রভুর এ জীবন-মরণ দেখার চেয়ে, মনে হচ্ছে, স্বজাতির কানান-নিষ্কপ্ত গোলায় বৃষ্টি দিয়ে মরা আমার ছিল ভাল! কই হুজুরালি?

(সাবাজের প্রবেশ)

সাবাজ। দেখেছ?

সহবৎ। দেখেছি। সব স্থান তন্ন তন্ন ক'রে দেখেছি, কেউ নেই। তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, হিন্দু ধর্মশাশ্র-ভয়ে গোশালা গো-শুভ্র করেছে।—বাড়ীর সব আসবাব অনাদৃত ভাবে যেখানে সেখানে প'ড়ে আছে। ঘরের সকল দ্বারই একরূপ উন্মুক্ত।

সাবাজ। তবে নেই—নেই—কেউ নেই।

সহবৎ। কেউ নেই—এখানে ত নেই—ই, গ্রামে একটা এমন চোর পর্য্যন্ত নাই যে, এই অপূর্ণ সুযোগে এসে রায়ের সর্ব্বস্ব চুরি ক'রে নিয়ে যায়। এক চোরের কার্য্য করেছে আমি,—শুধু আপনার জন্ত। যে কার্য্য কখন কল্পনাতেও আনতে পারিনি। বিধর্ম্মী হয়ে হিন্দুগৃহস্থের অজ্ঞাতদারে তার অনারে প্রবেশ করেছে।

সাবাজ। তুমি সন্তান—তুমি সন্তান! ঈশ্বর যদি সুযোগ দিতেন, তা হ'লে তোমাকেও আমি এই সমারের অন্তর্ভুক্ত ক'রে দিতুম। সহবৎ, প্রেম দ্বার নিজস্ব সম্পত্তি—তার নাম ক্ষয়। জাতিধর্ম্ম নিয়ে তার নাম নর। যে তার অধিকারী, তার নাম রাষ্ট্র।

সহবৎ। যাক, আর বিলম্ব করবেন না। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখে আপনার পরিবারবর্গ গৃহভাগ ক'রে চ'লে গেছে। বলিরে যখন প্রবেশ করতে আপনার সাহস নাই, তখন এই স্বজনপরিভ্রাত্ত গৃহে আপনি প্রবেশ করুন। এই আপনার শেষ ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। সমস্ত পাঠান সর্দার আপনার অহসন্ধান করছে। তাদের অভিপ্রায় আপনাকে এই গ্রাম-সংস্কারীদের নেতা করবে। সে ভূভাগ্য আসবার আগে আপনার মৃত্যু হোক। মৃত্যু—যে প্রিয়জনের মত আপনাকে সম্মান দেখাবে, সে আহুক। এসে আপনার ঘরকেই আপনার সমাধিস্থানে পরিণত করুক।

সাবাজ। ঠিক—ঠিক! শাহির লোভে ঘর ছেড়ে দূর-দূরান্তরে ছুটে গিয়েছিলুম, নিশ্চিন্ত বসব ব'লে পাহাড়ের উপর ঘর রচনা করেছিলুম। সেই দূর, হতাশার প্রচণ্ড করপেষণে নিকট হ'য়ে গেল। পৃথিবীর মর্শ্চাকাঙ্ক্ষার পাহাড় আমার সে আশ্রয়গৃহকে নিয়ে মাটির ভিতর ঢুকে গেল। কিন্তু আমার সেই পুরাতন—এখনও চির-নূতন সৌন্দর্য্যে আমাকে কোলে নেবার জন্ত করুণা-মাথা স্থির ইঙ্গিত নিয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। যাও, সহবৎ, এইবারে তুমি চ'লে যাও। কটকে গিয়ে সেই হতাভাগ্য সুলতানকে আমার সেলাম জানিয়ে ব'ল, আমি গুলজদৌহী, পত্নীজদৌহী, ধর্ম্মজদৌহী হয়েছি, কিন্তু অভুজদৌহী হই নি।

সহবৎ। যদি পৌঁছিতে পারি ব'লব। হুজুরালি! সেলাম। মর্শ্চত্রী ছিড়ে আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। জাতির সমস্ত দোষ জেনেও আপনার পুত্রের পক্ষ অবলম্বন ক'রে আমি জাতিজদৌহী হ'তে পারলুম না। (দূরে কামানধ্বনি) ওই তারা আপনার কাছারী বাড়ী ভূমিস্যাং করছে। যদি তাদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারি ত এই উপযুক্ত সময়।

[প্রস্থান।

সাবাজ। বাস্তব্বেবতা! আমি আবার তোমার কোলে আশ্রয় নিতে এসেছি। কিন্তু মা, তুমি হৃদয়হার উন্মুক্ত ক'রে তোমার প্রিয়জনের—আমার পুত্র ও পুত্রবধূর পুনরাগমনপ্রত্যাশায় দূরে দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে রেখেছ। করুণার নেত্র একবার নাশাও মা। ধর্ম্মভাগী কানতে জানে না! কিন্তু তার বর্ষের রোদন কৃৎপিণ্ডের প্রতি পরমাণু ভেদ ক'রে কোয়ার তুলছে। ভাবমরি! এ চোখ দেখো না। সে আজ আঘেরদিরির

উৎকণ্ঠ জন্মটাবীধা প্রহর-গোলকের মত কঠোর। কিন্তু তার স্পর্শের উত্তাপে লৌহহৃদয় বিগলিত হয়। [প্রস্থান।

(ভুবনেশ্বরী ও কলির প্রবেশ)

ভুবনে। যাও মা, স্বস্তর-ঘরে একবার প্রবেশ না ক'রে যখন তুমি শান্তি পাচ্ছ না, তখন সে শান্তিতে বাধা দিতে আমাদের আর অধিকার নেই। যাও, তোমার পতি-গৃহের সন্ধান ব'লে দিয়েছি; একবার দেখানে ব'সে এসো। মৃত্যু দূর থেকে সঁর্ব্বার নিনাদ করছে। সে আমাদের আসবার আগে এ ঘরকে গ্রাস করতে পারলে না। যাও, বিলম্ব করো না। তোমার ভাস্কর ফিরে না আসতে আসতে ফিরে এস। আমি সঙ্গে যেতে পারলুম না; গেলে বুঝি আর ফিরতে পারবো না।

কলি। কেন মা, আর ফেরবার দরকার কি?—এসো না—তোমাদের চিতোরের মত অগ্নি-কুণ্ড ক'রে তার ভিতরে হ'জনে ব'সে তার নারী-গৌরবের গজ-করি।

ভুবনে। আছে—আছে। আমরা গুলজদৌহী! স্বস্তরের বংশ রক্ষার প্রত্যাশা নষ্ট করতে ধর্ম্ম আমাদের বাধা দিচ্ছে। মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে যতক্ষণ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো, ততক্ষণ তোমাকে মরতে দেব না। বিজয়লক মশি তুমি, তোমাকে রাখবার লোভ আমরা সহজে ছাড়ব না।

[কলির প্রস্থান।

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। বড় বউ! গোপালমূর্ত্তিকে স্থানান্তরিত করতে পারলুম না। এ বয়স পর্য্যন্ত একদিনও আমি গোপালকে স্পর্শ করি নি। বিশেষতঃ বাবার গৃহভাগ্যের পর এক দিনও গোপালের মুখ ভাল ক'রে দেখি নি। আজ হঠাৎ পারব কেন? নাটমন্দিরের কাছে যেতে না যেতে—মন্দিরের মাথার উপর আমার দৃষ্টি প'ড়ে গেল। দেখামাত্র, বৃকের ভিতর কতকালের ছাইচাপা আশুন হাজার হাজার প্রচণ্ড শিখা নিয়ে দপ ক'রে জলে উঠলো। আর এভাবে পারলুম না।

ভুবনে। আমারও তাই! আপদার্থ মনে ক'রে, আমি নিজেই ব্যাকুল হ'য়ে গোপালকে কোলে করতে ছুটেছিলুম। যেতে যেতে মন্দিরের মাথার উপর

আমারও দুটি প'ড়ে গেল। দেখি, ভাঙ্গা-চূড়ার ঠিক উপরটিতে চাঁদ এসে ঝাঁড়িয়েছে, অমন মনে হ'ল, চাঁদকে মাথার উপর ঝাঁড় করিয়ে তার সমস্ত হাসি যেন লুটে নিয়ে ভাঙ্গা হালির আবারের রাঠোর নামের উপর পরিহাস সারা আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সে বর্ণভেদী পরিহাসকে সমুখে ক'রে আর আমি এগুতে পারলুম না।

নন্দ। কোথায় কি অবস্থায় যে বাবার দেহ ত্যাগ হ'ল, কিছুই জানতে পারলুম না।

(কালুর প্রবেশ)

কালু। আর দেবী করছ কেন বড় বাবু! আমরা পাক। আমরা দুব্বনের গোলা দেখে পিছুবো না। তোমাদের নিরাপদে রেখে ক্ষুষ্টি ক'রে গোলার মুখে বুক দেবো। তাতে বাধা দিচ্ছ কেন বড় বাবু?

ভুবনে। তা বললে যে আমি ঘাব না কালু! মরতে হয় এক সঙ্গে মরব।

কালু। বেশ, সম্মানদের উপরে তোমার যদি এতই মমতা মা! তা হ'লে—জলদি ক'রে এস।

নন্দ। যাও বড় বউ! বৌমাকে নিয়ে এস। যদি মিছামিছি মরবার প্রয়োজন না থাকে, তা হ'লে আর বিলম্ব করা কেন?

কালু। বিলম্ব ক'র না মা, বিলম্ব ক'র না। ভোলাই!

(ভোলাইয়ের প্রবেশ)

মায়ের সঙ্গে ভুই থাক।

[কালু ও ভুবনেরবীরী প্রস্থান।

নন্দ। ভোলাই! তোর বগলে কি?

ভোলাই। আজ্ঞে হাতে সড়কি।

নন্দ। হাতে সড়কি কি আমি পেতে পাচ্ছি নে? বগলে কি?

ভোলাই। আজ্ঞে খুঁজে দেখি।

নন্দ। আবার মন এসেছিল ভোলাই!

ভোলাই। বোহাই বড় বাবু, মন নয়, জীবন এনেছি। নেশা ছাড়ছে, আর জ্বর হচ্ছে! গোপাল আবার পিঠে হাত দিয়েছে, এখনও যেন সে মধুর পরশ পিঠে মাখানো রয়েছে। ভাই ব'লে আমার ক'রে ডেকেছে। এখনও যেন সে মধুকণা কানের

ভিতর ঝঙ্কার তুলছে। কিন্তু আর থাকে না। নেশা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোপালের ছবি আমার চোখ থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে। বড় বাবু! হুকুম কর।

নন্দ। তাই ত ভোলাই! বার বার জোর কথা জেনে আমারও যে মাতাল হ'তে ইচ্ছা হচ্ছে।

ভোলাই। বড় বাবু, হুকুম কর, ছিপি খুলে ফেলি।

নন্দ। মুলমান হয়ে গোপালের প্রতি ভুই যে ভালবাসা দেখাচ্ছিল, হিন্দু হ'য়ে গোপালের সেবক ব'লে পরিচয় দিয়েও আমি গোপালকে যে সে ভালবাসার কথাও দেখাতে পারি নি।

ভোলাই। খুব দেখিয়েছ সড়কি দিয়ে বিখণ্ডে গিয়ে আমি অধম পাক যদি গোপালের আদর পাই—এতকাল ক্ষীর, ননী, ছানা খাইয়ে তুমি গোপালের ভালবাসা পাবে না? বড় বাবু! হুকুম কর। কখন থাও নি, এর একটু পেটে পড়তে না পড়তে তোমার নেশা হবে। বাদ-বাকিটুকু আমি প্রসাদ পাই।

নন্দ। তবে অপেক্ষা কর। জোর বড়-মা ছোট-মার ফিরতে দেখি হচ্ছে কেন দেখি।

(ভুবনেরবীরী পুনঃপ্রবেশ)

নন্দ। একি বড়-বউ? অমন ক'রে আসছ কেন?

ভুবনে। বুঝতে পারছি না। আমাদের অসুপস্থিতিতে পাঠান বৃষি বাড়ীতে প্রবেশ করেছে।

কলি। (নেপথ্যে) মা! মা!

নন্দ। (বাস্তবাবে) একি ব্যাপার বড়-বউ! সতাই ত পাঠান! কিন্তু ছোট বৌমা তার হাত ধ'রে নিয়ে আসছে যে!

(কলি ও সাবাজের প্রবেশ)

কলি। ভয় নেই মা! ইনি আমার পিতৃতুল্য। শৈশবে এঁর কোলে আমি কত নৃত্য করেছি, আমি বলতে পারি না। আপনাদের অসুস্থতি, ইনি হুকুম করলেই, এখন সমস্ত পাঠান আমাদের আক্রমণ করা থেকে নিরস্ত হয়।

ভুবনে। (সাবাজের মুখ নিরীকণ করিতে করিতে ভূমিত হইয়া গলম্বনে প্রণাম)।

নন্দ। করলে কি বড়-বো? জীবনের ভ্রত স্থপিত বিশ্বাসীর পারে মাথা ঠেকিয়ে মহানন্দা রত্নলাল রায়ের নাম ডুবিয়ে দিলে!

ভুবনে। প্রথমে দেখে চিন্তে পারি নি।

অপরোধ—অপরোধ—অপরোধ। অনেক দিন—অনেক দিন—আমি তখন বালিকা, ঋতুরের ঘরে নবা-গত। চ’দিন ঋতুরের ঘর করতে এসেই দেখি পাঠান গোপাল-মন্দিরের চূড়া ভাঙছে। সমস্ত গৃহীতী মুহূর্ত্তান। আপনি শোকে উদ্ভূত। তারপর, আর দেখি নি—আর দেখি নি।

নন্দ। আপনি! কে—কে? বাবা? বাবা?
শুধু—ইষ্ট—ধর্মী?

(পদতলে পতন)

সাবাজ। নন্দলাল! নন্দলাল! নন্দলাল!—

(মূর্ছা)

নন্দ। (উঠিয়া) বড়-বউ! বড়-বউ! বকে
যে বিবম বেদনা ধরলো, আর ত বেশীক্ষণ বাঁচবে না।

ভুবনে। আমি কি করব বল।

নন্দ। সে কি? আবার কি করবে বড়-বউ!
এ বাইশ বছরের ভিতরে একদিনও এমন সৌভাগ্য
আসে নি। শুধুর বাহিরের রূপ দেখে তর পাঁছ
ফেন? সর্বরূপে সর্ব অবস্থায় পিতা—পিতা! শুশ্রূষা
—শুশ্রূষা কর।

সাবাজ। (উঠিয়া) না মা—আমি সহ্য হয়েছি।

নন্দ। পিতা! পিতা! এইবারে আশীর্বাদ করুন,
গোপালকে বকে ধ’রে যেন মরতে পারি। আপনাই
জন্ত অভিমানে আমি তার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করতে গিয়ে
ফিরে এসেছি। আর ত গোপাল অভিমান করবার
উপায় রাখলে না!

সাবাজ। যাও নন্দলাল! (নন্দলালের প্রণাম-
নস্তর বেগে প্রস্থান) যাও না, তোমরাও যাও। আমি
সহ্য হয়েছি,—আমি সহ্য হয়েছি।

ভুবনে। না না ছোট বউ! তুমি থাক।
ঋতুরের শুশ্রূষা করবার ভাগ্য আমি তোমাকে দিয়ে
গোপাল-মন্দিরে চললুম। ভগিনি, এখন তুমি আমার
অন্তঃগতনা বুঝতে পারবে না। পিতৃলোকে আছেন
জেনে বছবার যার উদ্দেশে আমি স্বামী হাতে প্রাঙ্কের
পিণ্ড তুল দিয়েছি, করনার সে জ্যোতির্ময় মুষ্টি এ
কালিমায প্রভিচ্ছবি আমি দেখতে পারছি না।
ভোলাই! (ভোলাইয়ের প্রবেশ) তোর কাছে আমার
মা রইল। যার কাছে আমার মৃত-ঋতুরের রাঠোর-
গর্ভের পেটিকা। আগলে থাক—আগলে থাক।

[প্রস্থান।

কলি। ভোলাই! ভিতরে যা।

[ভোলাইয়ের প্রস্থান।

হজুরালি! রাঠোরের অতিথিসংস্কারের রীতি আমি
জানি না। আমার ঋতুর মহাশয় রতিলালের গৃহে
আপনার কিরূপ অভ্যর্থনা করব?

সাবাজ। পেয়েছি পেয়েছি। রতিলালের
কুললক্ষি। রাঠোর-গৃহের যোগ্য অভ্যর্থনা পেয়েছি।
তবে একবার দাঁড়াও, একবার দাঁড়াও। শৈশবে এই
কালে চক্কা পাঠানী বালিকার নৃত্য দেখেছি।
আর আজ একবার গর্ভবিফুরিতক্ষণা নিশ্চল রাঠোর
কুলবধূর মুক্তি দেখি।

[সাবাজের প্রস্থান ও কলির দরজা বন্ধ করণ।

তৃতীয় দৃশ্য

গর্ভ-মন্দির।

জৈহৃদীন।

জৈহৃদ। গোপাল! এত রূপ ভাই আমাকে কেন
দেখালে! মুষ্টির ভিখারী আমি, আমার হুমুখে
বাদশার ভাণ্ডার। আমি যে কোন রূপ ছেড়ে কোন
রূপ নেবো, তা বুঝতে পারছি না। চক্ষু কাল হলো।
ধর গোপাল, আমাকে ধর। নইলে দুনিয়া আমার
কাছ থেকে হারিয়ে যায়।

(গীত)

বদন-চাঁদ কোন কুঁদারী কুঁদিল গো

কেবা কুঁদিল ছট আঁধি:

দেখিতে দেখিতে যোর পরাগ

কেমন করে,

কেমনে ধৈর্য ধ’রে থাকি।

(প্রতিধ্বনি)

গোপাল। গোপাল। আমি যে তোমাকে কাটবো
বলেছিলুম। আমাকে দেখে তুমি হাসলে। এত
তালবাসা আমার জন্ত তুমি ওই পল্লপলাশ চক্ষু ছুটির
পলকে লুকিয়ে রেখেছিলে। চেয়ো না, অমন কোরে
অপাদে ইন্দিত পুরে আমার পানে চেয়ো না। দোহাই!

আমি বেরানবী কোরে অনেক দূরে এসেছি। গুরু সাহস দিয়েছে, তাই এসেছি। নইলে আসতে পারতুম না। চেয়ো না ভাই, অমন কোরে চেয়ো না। আমি তা হ'লে আর এখানে থাকতে পারবো না। এখন তোমাকে জড়িয়ে ধরব। তবু চেয়ে আছ ? তবে আর আমার দায় দোষ নেই।

(গীত)

নাসিকার আগে দোলে এ গজ-মুকুতা গো
সোনার মুড়িত তার পাশে।
বিজুরি জড়িত যেন চাঁদের কলিকা গো
শেষের আড়ালে থাকি হাসে।

(প্রতীধ্বনি)

এ কি ? আমাকে এ কারা তামাসা করছে ! মনে হচ্ছে যেন কতকগুলো মেয়ে এই ঘরের কোণে কোণে লুকিয়ে আছে। তারা আমাকে চেনে না ব'লে তামাসা করছে। দাও গোপাল, তুমি তাদের আমার পরিচয় দিয়ে দাও। ব'লে দাও ভাই, ব'লে দাও, আমরা ছুটি ভাই। আমবা ও বাবা রতিলাল রায়।

নেপথ্যে। (অধীরকণ্ঠে) পেয়েছি—পেয়েছি।

জৈহু। না না ! এ কারা কথা কইলে ?

নেপথ্যে। খবর দে—খবর দে—জলুদি—

জৈহু। এ কি গোপাল ! কেঁপে উঠলে কেন ভাই ?

নেপথ্যে। এই ঘরে—এই ঘরে।

জৈহু। এ কারা কথা কইছে ! কথা শুনে এদের মতলব ত ভাল বোধ হচ্ছে না।

নেপথ্যে। আর বাবে কোথা ! হঠাৎকে খবর দে।

জৈহু। তাই ত গোপাল ? তুমি যে আবার কাঁপলে। (পাদপীঠে উঠিয়া গোপালকে ধারণ) এখনও কাঁপছ ! তা হ'লে ত আর সন্দেহই নেই। যারা আসছে, তারা নিশ্চয়ই ছবম্ন। ভয় কি গোপাল, ভয় কি ভাই ! আমি অস্ত্র ধরতে জানি। আমিও তোমার মত বালক বটি, কিন্তু আমি পাঠানী মায়ের পেটে জন্মেছি। পিতৃকুল মাতৃকুল দুই কুলই আমার অস্ত্রব্যবসায়ী। আমি শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারীর প্রিয়তম শিষ্য ! সেই গুরুদত্ত অস্ত্র আমার সঙ্গে আছে, ভয় কি।

নেপথ্যে। ঠিক—ঠিক এই ঘরে। খবর দে, জলুদি—জলুদি।

জৈহু। তবু কাঁপছ ! তবে এস ভাই, তোমাকে আমি আগে লুকিয়ে রাখি। ভয় কি আমার কাঁলজা, ভয় কি ? ছবম্ন তোমাকে ছুঁতে পারবে না ! তুমি বাঁশীর গোপাল, আর আমি ভাই, অসির গোপাল। তারা এসে আমাকে দেখবে—তোমাকে দেখতে পাবে না।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির-সংসর্গ চত্বর।

পাঠানগণ।

১ম পাঠান। আমি ভিতর থেকে কথা শুনেছি।

২য়। পাঠান। আমিও শুনেছি দোরে কান পেতে। বলছে—“পরাণ কেমন করে”। এতটুকু সন্দেহ নেই।

(মুদ্রা খাঁর প্রবেশ)

হজুর ! সন্ধান পেয়েছি।

মুদ্রা। চূপ, গোলা করো না। আমিও টের পেয়েছি। আস্তে আস্তে গলার হর শুনেছি। শুনেই বুঝেছি, এই মন্দিরেই বদমায়েস রত্নলাল বেগম সাহেবকে পুরে রেখে গেছে। এমন মিটে গলা আমি উমেরে কখন শুনি নি। এই সুযোগ—রায়েরা প্রাণভয়ে সরদিয়া ফেলে পালিয়েছে। রায়েদের উপর উত্তেজিত করতে যে কথা কেরাণীসরদারকে বলেছিলুম, খোদার মজ্জিতে তাই সত্য হয়ে গেছে। মতিহীন রাজপুত জুনিদ থাকে একলা পেয়ে কাছারী বাড়ীতে পুরে গুম্বুখন করেছে। পাঠানরা জানতে পেরে রাগে অন্ধ হ'য়ে কাছারী-বাড়ীর উপর কামান দাগছে। কামানের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। বুঝতে পারছ না ? এই ঘরে তারা রায়েদের বাড়ী মন্দির কবরে দিতে আসছে। জুনিদ খাঁর কোজ বিবিসাহেবের খবর জানতে না জানতে ; এই বেলা সরদিয়া জনশ্রুত। গাঁয়ের যেখানে যে কেউ ছিল, সব পালিয়েছে। এই বেলা—এই বেলা ! এই সুযোগ গেলে আর হবে না।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

কুটাল কুস্তল, কুহ্ম কাছনি

কাস্তি কুবলয় ভাস রে।

কুষ্টিভাধর, কুমুদ-কৌমুদী

কুন্দকোরক হাস রে।

১ম পাঠান। হজুর!

মুন্না। জলদি জলদি। কলজে কেটে টুকুড়া
হ'ল। নিয়ে আর। বকসিন্—হাজার—হাজার—
নশহাজার।

পঞ্চম দৃশ্য

গোপাল-মন্দির।

বেদীপার্শ্বে জৈমুদীন।

জৈমু। আর ভয় কি! গোপাল, তোমাকে এমন
কারগায় লুকিয়ে এসেছি যে, তুমি নিজেকে ধরা দিলে,
এক গুরু ভিন্ন আর কেউ তোমাকে খুঁজে বার করতে
পারবে না। কিন্তু গোপাল! ও রূপ দেখেও যে
আখির পিপাসা গেল না। গোপাল! ভাই! কি
কোমল অঙ্গ তোমার! একবার বুকে ক'রে এ আলার
বিস্ময় যে হ'ল না।

(গীত)

রূপ লাগি আঁধি বুয়ে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কানে প্রতি অঙ্গ বোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া বোর কানে।
পরশ পিরীতি লাগি ধির নাহি বাধে ॥

(নেপথ্যে—দ্বারভঙ্গ-শব্দ)

তাই ত! মনে ছিল না ত! দ্রবমন—গোপালকে
হাতেতে ধাসছে। (বেদীর উপরে উঠিয়া) মা! মা!
যে স্তম্ভপান করিয়ে আমাকে গোপাল দেখবার চোখ
দিয়েছে, আমার হাতে গোপালের শক্রনাশের বল
দিয়ে সেই স্তম্ভমায়া পূর্ণ কর।

(পাঠানগণের প্রবেশ)

১ম পা। উ! কি অন্ধকার!

২ম পা। ভাই ত রে ভাই, কিছু যে দেখতে
পাচ্ছি না। মশাল না এনে ত বড় অস্তায় করেছি।

১ম পা। বাইরে বেশ ফর্শা হয়েছে। এর
ভিত্তরে যে এত অন্ধকার, তা কি ক'রে জানবো! ওরে
দেখ, চুটো মাণিকের মত কি যেন জ্বলেছে!

২ম পা। ওই রায়সের ঠাকুর রে! ওই গোপাল!

(মুন্না খাঁর প্রবেশ)

মুন্না। কি রে? তোরা ঘেরি করছিল কেন!

উ! কি অন্ধকার!

১ম পা। হজুর! কিছু দেখতে পাচ্ছি না যে, কি
হবে?

মুন্না। হা আজা! তবে ত সব মশা। মশাল—
মশাল। আজা! একটা মশাল! তাই ত অন্ধকারে জল
জল করছে ও কি রে?

২য় পা। হজুর! ওই ঠাকুরের চুটো চোখ।

মুন্না। বা! বা! কেয়া রে—কেয়া রে!

১ম পা। হজুর! হজুর! আছে—আছে। বিবি-
সাহেব আছে। নিবাসের শব্দ—শুনতে পেরেছি।

মুন্না। বিবি-সাহেব! আর বুখা লুকিয়ে কষ্ট
দাও কেন! তোমাকে না নিয়ে ত যাব না। বেরিয়ে
এস। আমি এই জেলার মালেক। মেহেরবাণী ক'রে
বাইরে এস। তবু আসছ না? মনে করেছে, রত্নলাল
তোমাকে রাখতে পারবে? তবে শোন। তার বাপের
এই মন্দিরের চূড়া আমরাই চুর্ণ ক'রে দিয়েছি।

১ম পা। হজুর! ঠাকুরের চোক যেন দ্বিগুণ
হয়ে জলে উঠলো!

মুন্না। তবে র'স তো। ঠাকুরের চোক চুটোর
দফা আগে রফা করি। আছাড় মেরে পুতুলটাকে
মাটিতে গুঁড়িয়ে দিই।

১ম ও ২য় পা। হজুর! হজুর! ঠাকুর নড়ছে!

মুন্না। যা—যা—তাই ত—তাই ত!

১ম ও ২য় পা। পালিয়ে—পালিয়ে—এ কেয়া
তাজ্জব! এ কেয়া তাজ্জব!

[উভয়ের পলায়ন।

মুন্না। কেলে বাসনি—কেলে বাসনি—আমি
যাব। অন্ধকার—অন্ধকার। পথ দেখতে পাচ্ছি না।

জৈমু। (লক্ষ্য প্রদানে অবতরণ) এই যে একেবারে
লম্বাপথ দেখিয়ে দিচ্ছি। (অস্ত্রাঘাত, মুন্না খাঁর পতন)
পর-বিদ্যেবী মূর্খ পাঠান! একদিন অন্ধকারে তোর বাপ
এই মন্দিরের চূড়া ভেঙে, আমার বাপের কলিজায়
ছোরা বেরেছিল, এত দিন পরে তাকে মেরে শোধ
নিলাম।

নেপথ্যে। দোহাই নন্দলাল বাবু! দোহাই!
আগেই মরেছি। মরাকে মেরো না!

জৈমু। এ কি! ভাই? নন্দলাল ত আমার
ভাই। তাই ত—ওই যে! বাবার মত মূর্তি। কিন্তু
আমি ত দেখা দিতে পারব না। পরিচয় দিতে বানা।
আমি ত দেখা দেবো না।

[অন্ত দিক্ দিয়া প্রস্থান।

(নন্দলালের প্রবেশ)

(জৈনস্বামীকে কোলে লইয়া
ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ।)

নন্দ। কই? গোপাল—গোপাল কই? গোপাল!
গোপাল। কোথার তুমি?—এ কি! কে তুমি?

মুন্না। নন্দলাল বাবু!—আমি!

নন্দ। আমি? (মুখ নিরীক্ষণ) এ কি! বাঁ
সাহেব?

মুন্না। কমা—নন্দলাল বাবু, কমা। আজ
বিশ পঁচিশ বৎসর ধরে আমরা পিতাপুত্রের নিরীহ
তোমাদের উপর যে অত্যাচার করে আসছি,—আজ
তার প্রতিফল।

নন্দ। কে আপনাকে মারলে বাঁ সাহেব?

মুন্না। তোমাদের গোপাল।

নন্দ। আমাদের গোপাল! গোপাল কে?

মুন্না। তোমাদের গোপালকে তুমি চিনলে না
নন্দলাল বাবু! আমি চিনলুম! তুমি, কে গোপাল
বললে! নন্দীর মত কোমল বালক। অতি অত্যা-
চারে পাথরে প্রাণ এসেছে। অচল গোপাল সচল
হয়েছে। অস্ত্র ধরে আমাকে কেটেছে!

নন্দ। পাঠান! আপনি আমার অপেক্ষা ভাগ্য-
বান্। গোপাল আপনাকে না কেটে যদি আমাকে
কাটতো, তা হ'লে সে আরও কাজ ভাল করতো। আমি
নরায়ন। হিন্দু নাম আমার প্রতারণা। আহন—
আপনি আমার কান্দে উঠুন।

মুন্না। না না। আমার দিন শেষ—যেতে দাও—
কমা।

নন্দ। তা হ'তে পারে না।

[মুন্না ধাক্কা লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

বন্দিত্যস্তর।

নন্দলাল।

নন্দ। বড়-বউ! বড়-বউ! গোপাল আমাকে
কাপুরুষ দেখে হেয়জ্ঞানে নিজেই অস্ত্র ধরে আত্মরক্ষা
করেছে। ক'রে এ পাপ মুখ দেখতে হ'বে ব'লে
বন্দির ছেড়ে চ'লে গেছে।

ভুবনে। কেন বাবে! যেতে দেয় কে? এই
নাও রক্তাক্ত আমি। তোমার সচল গোপালকে ধ'রে
এনেছি।

নন্দ। তাই ত! কোথা থেকে কেমন করে ধ'রে
আনলে বড়-বউ?

ভুবনে। দেখছ—দেখছ? বুঝতে পারছ না?

নন্দ। বা! বা! বড়-বউ! আবার যে রক্তলাল
বালক হ'য়ে তোমার হাত ধ'রেছে।

জৈনস্ব। আমি ত পরিচয় দেবো না।

নন্দ। তোমার পরিচয় দিচ্ছি। তুমি আমার
তাই। রক্তলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ বংশধর।

ভুবনে। পরিচয় দিতে চাইলেও ত আমরা পরি-
চয় নেবো না। নিতে আমাদের সাহস নেই। শুধু
তাই বললে কেন গোপাল! তুমি তাই, বাপ, পিতা-
মহ। আমার খসুর যা করতে পারেন নি, আমার স্বামী
যা পারেন নি, তাই তুমি করেছ। এরা পারলে না
দেখে গোপাল! তুমি আমার পাঠানী মায়ের গর্ভে
স্থান নিয়ে সচল হয়ে এখানে ফিরে এসেছ।

জৈনস্ব। দুঃখম্ন পাছে গোপালের গায়ে হাত দেয়,
তাই আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছি।

ভুবনে। কই লুকিয়েছ! এই যে আমি তপ্ত
বুকের প্রতি পরমাগতে গোপালের জীভল দেহ স্পর্শ
করছি।

জৈনস্ব। আমি পরিচয় দেবো।

ভুবনে। আমি ত নেবো না। দিতে এলে, কানে
আঙুল দিয়ে থাকবো।

জৈনস্ব। (অস্ত্র নিক্ষেপ ও বাহু দিয়া ভুবনেশ্বরীর
গলদেশ বেধেন) বা! বা! আমি তোমার ছেলে।

ভুবনে। জন্ম-জন্মান্তরের হারানিবি! আর এক-
বার বল।

জৈনস্ব। বা! বা! বড় ঘুম পাচ্ছে। তোমার
কোলে গুয়ে ঘুমবো।

ভুবনে। দাঁড়িয়ে দেখছ কি স্বামিন্! রক্তলালকে
পুত্র বলতে পার নি। গোপাল পুত্র বুকে ধ'রে
অপুত্রক নাম দূর কর।

নন্দ। আর বাপ! আর ব্রহ্ম-গোপাল—বুকে
আয়।

ভুবনে। এইবারে চ'লে এস।

নন্দ। চল চল। (নেপথ্যে ভীম কোলাহল ও কামানধ্বনি) বড় বউ, আর ত যাওয়া হ'ল না। (মুহম্মুহ কামান-গর্জন) ওই ফটক ভগ্নরূপে পরিণত হ'ল। বিরাট ধূলিরাশি আকাশমার্গে উঠে নবোদিত সূর্য্যকে ঢেকে ফেললে অন্ধকারে মন্দির-প্রাঙ্গণ ভুবে গেল।

ভুবনে। গোপাল! গোপাল!—এ কি ঘুম! গোপাল!

(কোলে গ্রহণ)

নন্দ। ওই মন্দির-দ্বারে যা পড়লো! ওই যাবার পথ রুদ্ধ হলো।

ভুবনে। ব'সে পড়, ব'সে পড়। (চৈতন্যদীনকে কোলে শয়ন করাইয়া উপবেশন) গোপালকে ঘেরে ব'সে পড়। যশোদার ঘেহ! একবার বুকে আয়। আমি আমার গোপালকে আচ্ছাদন করি।

(কোলাহল—মুহম্মুহ কামান-গর্জন ও মন্দির ভঙ্গ)

(পুনঃ কোলাহল)

নেপথ্যে। হুঁসিয়ার পাঠান! পালা পালা। (কামান-গর্জন) দু'গুন মোগল এসে পড়েছে। কামান দাগছে—পালা—পালা।

(রঙ্গলালের বেগে প্রবেশ)

রঙ্গ। দাদা! দাদা! দেখা করতে এসেছি। মা! মা! মোগলের কাছ থেকে সনন্দ নিয়ে দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। জলেখরের রাণী! রাজাকে ডেকে দাও, সনন্দ চরণে রেখে ধৃত হই। ডেকে দাও মা, একবার ডেকে দাও। পাঠান পালিয়েছে। স্তূপভেদ ক'রে বাইরে এসে পুত্রকে আশীর্বাদ কর।

(হস্তকে হস্ত দিয়া উপবেশন)

(কলির প্রবেশ)

কলি। এ কি ছোট বাবু! মাথায় হাত দিয়ে বসেছ যে!

রঙ্গ। সমস্ত শেষ হয়ে গেছে! মন্দিরের চিহ্নমাত্র নেই।

কলি। তা আমিও দেখছি। কিন্তু স্তূপ আছে।

আর সেই স্তূপের ভিতরে আমার নবজীবনদানী মা, আর তাঁর মহানু স্বামী আছেন। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, তাঁরা গোপালকে কোলে ক'রে মেহসন্তাষণে ডাকবার জন্য বিরাট আকাশের একটি কণার প্রত্যাশায় তোমার করন্যার মুখের পানে চেয়ে আছেন।

(ভোলাইয়ের প্রবেশ)

রঙ্গ। তাই ত দেবি, সব বুধা হ'ল! দাদার সঙ্গে দেখা করতে পারলুম না! দাদা!

কলি। ভোলাই!

ভোলাই। ছোট মা!

কলি। তোর কাছে এখনও সে বোতল আছে?

ভোলাই। আছে মা, আছে। (বোতল বাহির করিয়া) বড় বাবু প্রগাঢ় ক'রে দেবে ব'লে চ'লে গেল, আর এলো না। আর ত একে স্পর্শ করতে পারলুম না!

কাল। আমাকে দাও।

ভোলাই। এই নাও! এই নাও। মাটিতে পর্য্যন্ত একে রাখতে ভরসা করছি না। যখন চোখ ছিল, তখন দেখি গোপাল নিজে মন্দিরের ভিতরে-বাইরে আনন্দে নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে। আর এখন নেশা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার হুঁ চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। আমি গোপালকে দেখতে পাচ্ছি না, তার মন্দির দেখতে পাচ্ছি না।

কলি। ছোট বাবু! যদি মা বেঁচে থাকেন? যদি তোমার ভাই এখনও জীবিত থাকেন?

রঙ্গ। এ কি বলছ! এই বিশাল স্তূপ আর আমি একা। সন্দিগ্ধ জনশ্রুতি।

কলি। এই নাও ছোট বাবু!

রঙ্গ। এ নিয়ে আর কি করব?

কলি। পান কর। কাল প্রাতঃকালে যখন তুমি পান করেছিলে, তখন তোমাকে আমি আফিসিয়ানের বীরত্ব দেখেছিলুম। এখন দেখছি নেশা চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সে অপূর্ণ মনুষ্যত্ব চ'লে যাচ্ছে। তুমি দেখছ সন্দিগ্ধ শ্রুতি। কিন্তু আমি ত দেখছি না। ছোট বাবু! আমি দেখছি, এক লাখ লোক আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু একটু মামকতার অভাবে সে লোক জন-শক্তি আজ কার্যহীন। নাও, পান কর। (হস্তে বোতল দান)

রঙ্গ। (বোতল নিক্ষেপ ও কলির হস্তধারণ)

তবে এস ছোট-বউ! ও মাদকতার আর আমার প্রয়োজন নেই। ভোলাই! দেখে আর, শুণুপমধ্যে একটা ক্ষুদ্র পিঙ্গলিকারও প্রবেশের পথ আছে কি না। (ভোলাইয়ের আগমন) এস শক্তি! তোমার অগ্রিমর যাবির দীপ্তি আগে থাকতেই আমার মস্তিষ্ক মাদকতার ভরিয়ে দিয়েছে। এইবারে এই কোমল করাসুলির প্রান্ত দিয়ে মাদকতার প্রবাহ আমার ধমনী-পথে ছুটে আহুক। হৃদয় তীব্র-জীবন-স্পন্দনে নৃত্য করুক, দেহ একবার মত্ত মেঘ-মাতঙ্গের মত বলীয়ান হোক।

কলি। আর আমার যে হৃদয়ের রাজা, তার সিংহাসন-তল থেকে বাদশা তার সিংহাসন-গর্ভে কুড়িয়ে নিয়ে যাক।

রঙ্গ। দেখতে পেলি ভোলাই?

ভোলাই। এই একটা খিলনে ভেঙ্গে পড়েছে, এইখান দিয়ে একটু ফাঁক আছে।

রঙ্গ। ঠিক—ঠিক ভোলাই, এই ত ছিল গর্ভ-মন্দিরের প্রবেশদ্বার! স'রে আর ভোলাই, স'রে আর।

ভোলাই। কেন ছোট বাবু?

রঙ্গ। এই পথ দিয়ে আমি মন্দিরে প্রবেশ করব।

ভোলাই। (খিলানের মুখ পরীক্ষা ও তুলিতে বলপ্রয়োগ) সে কি ছোট বাবু, এ তো হাড়ের ভাং যেন।

রঙ্গ। কই দেখি। (হাটীতে বন্ধ দিয়া ও খিলানে পৃষ্ঠ দিয়া উত্তোলন) ছোট বউ! এইবারে যাও, মা আর দাদাকে খুঁজে এসো।

(মন্দির মধ্যে কলির প্রবেশ)

কলি। ছোট বাবু! মাকে পেয়েছি। কিন্তু মা তো নেই।

রঙ্গ। (হস্তদ্বয় দ্বিবৎ কুণ্ডিত হইল দাদা?)

কলি। হায়! তাঁকেও পেয়েছি। কিন্তু তিনিও ভাবিত নেই।

রঙ্গ। চ'লে এসো—জলদি চ'লে এস—

কলি। পেয়েছি—পেয়েছি।

রঙ্গ। কি পেয়েছ? (স্বর ক্রমশঃ গম্ভীর হইতে লাগিল)

কলি। গোপাল!

রঙ্গ। নিয়ে এসো—জলদি নিয়ে এসো।

ভোলাই। নিয়ে এসো ছোট মা, নিয়ে এসো।

রঙ্গ। জলদি—জলদি।

(মুচ্ছিত জৈমুদীনকে কোলে লইয়া

কলির বহিরাগমন-)

ভোলাই। গোপাল! গোপাল!—এম গোপাল!

কলি। এ কি! ছোট বাবু, এ যে তোমার ভাই!

রঙ্গ। ভাই?

কলি। আমার পাঠানী শাওড়ীর গর্ভজাত সন্তান!

রঙ্গ। নিয়ে যাও—ছোট-বউ। গোপাললালকে নিয়ে যাও। বংশ রক্ষা কর! বংশ রক্ষা কর।

কলি। আর কেন, তুমিও এস।

রঙ্গ। ছোট-বউ! বড়-বউ আমাকে যে মাতৃ-স্নেহে শৈশবে বুকে তুলে মাথায় করেছিলেন, তুমিও সেই স্নেহে গোপাল বালককে মাথায় কর—বংশ রক্ষা কর।

কলি। আর তুমি?

রঙ্গ। ভোলাই!

ভোলাই। ছোট বাবু! কি করলে?

রঙ্গ। চির জাগন্ত প্রহরী হ'য়ে—গোপালকে, তার মাকে রক্ষা।

কলি। ছোট বাবু, বেরিয়ে এস—বেরিয়ে এস।

রঙ্গ। দেবি! মাকে উদ্ধার করবার লোভে তোমার মুখ দেখে পাহাড় মাথায় তুলেছিলুম। মা নেই, তোমারও মুখ দেখতে পাচ্ছি না—পাহাড় চেপে ধরেছে—আর বেরবার উপায় নেই! মা! মা! মা!

(শুণুপ সম্মুখে ভোলাই ও কলির

বারংবার মন্তক অবনমন)

ভীষ্ম

(নাটক)

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

কীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ প্রণীত

উৎসর্গ

“যাঁহার সদিচ্ছা-প্রেরণায় ও আশীর্ব্বাদে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে, সেই
পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সারদানন্দ স্বামীজী মহারাজকে ইহা উৎসর্গীকৃত হইল।”

নাট্যোন্নিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

মহাদেব, ত্রীকৃষ্ণ, বলরাম, ভীষ্ম, পরশুরাম, শান্তনু, শাৰ, জর্ঘোষন, ভ্রুশাসন, কর্ণ, শকুনি,
বিহুৰ, সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, ভীম, অৰ্জুন, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী, ধোমা, বিচিত্রবীৰ্য্য,
কাশীরাজ, জপদ, বিরাট, অকুতব্রণ, বক, নারদ, বাস, দশার্ণরাজ, মনন্দ,
বৃদ্ধতাপস, দাসরাজ, ব্রাহ্মণবেশী বহু, দৌণারিক, বহুগণ,
রাজগণ, সভাসদ, দূতগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

গন্ধা, হ্রাতি, সত্যবতী, অম্বা, অম্বালিকা, অম্বিকা, দাসরাণী, বহুপত্নীগণ,
বন্দিনীগণ, সখীগণ, পুরনারীগণ, ইত্যাদি।

ভীষ্ম

প্রথম অঙ্ক

ঐশ্বর্যবান-দৃশ্য

বহুগণ ও বহুপত্নীগণ ।

(গীত)

জাগ ধবল-তরঙ্গমালিনী ।

জাগ শরণো জরু কন্তে পুত্র তামতটশালিনী ।

শঙ্কর-মৌলি-বিহারিণি বিমলে

দূরপ্রচারি দুহুতহারি, শুভ বঙ্করি সলিলে

পূণ্য তরঙ্গে করুণাপাঙ্গে

বশিষ্ঠ-গিরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে

এস গঙ্গে, এস কুলদায়িনী কলোশালিনী ।

ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিত-শ্রীপদে

সুধদে শুভদে মুক্তিদে নীরদে—

এস মন্দাকিনী এস মন্দাকিনী—

পুণ্যদেশবিশেষ-বিশালিনী ।

১ম ব। উঠ মা জাকুবী, জাগ,

ভীতার্জ সন্তান

সমবেত মোরা তব তীরে । ব্রহ্মশাপ

বিসোচিতো ধবাবিশালিনী, একদিন

সগর-সন্তান-ভঙ্গে তরঙ্গ ঢালিয়া

মুক্তি দিয়াছিলে, সলিলে ত্রিতাপ হর ।

ব্রহ্মশাপে অঙ্গ জর ভর, অষ্ট ভ্রাতা

কাতর অন্তর, তোমারে স্মরি যা দেবি,

সুহৃদ্র নরের জননি !

১ম ব-প।

ভীতা মোরা

পতির বিপদে । জাগো সতী, এস সতী—

সতীর মর্যাদা-রক্ষা, বিধির বিধানে

ভায়, কলারঙ্গ হ'তে, পড়েছে তোমার

শিরে । কলারঙ্গ হ'তে সত্যের আচ্ছাদনে

চিম্মর সে নারায়ণ গলিয়া গলিয়া,

বিশ্বপ্রণমে শ্রীমূর্তি ঢালিয়া, রচেছেন

যে অপূর্ণ বধুর সংসার, বধু তুমি
তার । তোমার মহিমা, তব স্রষ্টা নাহি
জানে, বিষ্ণু বসে ধ্যানে, শিব মত্ত গানে—
জটা কল কল, ভাসিছে বাকল নিভা
নয়নের ধারে, তব ধরিতে না পারে,
হে জননি, বেদত্রয়ী ধারার প্রতিমা ।
পতি-হৃদে ত্রিহারাণা মোরা । রক্ষা কর
দ্রবময়ি !

(গঙ্গার আবির্ভাব)

গঙ্গা । কে কীদে করুণ-কণ্ঠে তীরে ?

১ম ব-প। নন্দিনী নন্দন মোরা—

বিপন্ন তোমার তীরে ।

কৃপা-দৃষ্টি কর ভাগীরথি ।

গঙ্গা ।

এ কি !

বহুগণ ? এ কি সর্বভুবন-ঈশ্বর !

তোমরা বিপন্ন ! দারুণ বিষময়-কথা

শুনালে আমারে । নিজ নিজ শক্তি সাধে

হে জাগ্রত জগতজীবন, দ্রবময়ী

জ্ঞানে, রহস্ত ক'র না মো'রে !

১ম ব।

এ কি বাতা !

রহস্ত করিব কারে ? ধীর পুত্র-তটে

দেবতা অজ্ঞাত শুধু অসত্যের কণা

যোমভেদী পাণমূর্তি ধরে, মন্দাকিনি,

তীরে মোরা রহস্ত করিব ?

১ম ব-প।

হা, হা, একে

মর্ম-হাতনায় ব্যাধিত সন্তান, তুমি

সে ব্যাধায় হানিও না বাণ ।

গঙ্গা ।

অপরাধ

কম লোকেধর ! বিশ্ব-গৃহে অষ্ট দিক

দ্বারে, অষ্টমূর্তি দ্বাররূপে অগতের

বিপন্ন করিছ ঘুর । তোমরা বিপন্ন !

দেখেও যে বহু আদি বিশ্বাসিতে নারি !

১ম ব। দাক্ষিণ বিপন্ন মাতা,

ব্রহ্মশাপে জীর্ণ কলেবর।

গঙ্গা। ব্রহ্মশাপ। কোন্ অপরাধে ?

১ম ব। সুদেহ অচল পাশে, মহাতপা

আগবের পবিত্র আশ্রয় দরশিরা

নিজ নিজ পত্নী সাথে অষ্টবহু সোরা

গিয়াছিল ব্রহ্মণ্ডিলাবে। মুগ্ধপত্নী

আতুলিত, সর্ক-ঋতু-পুষ্পসমাবৃত

সে অপূর্ণ দেবের বাহিত স্থান, দেবি,

মুহুর্তে হরিল মনঃ প্রাণ। সন্তপ্ণে

সমীর প্রবেশে, সন্তপ্ণে রবিরশ্মি

হাসে, রক্তময়ী বিশোলা চপলা, সারা

দিবানিশি বহুধারামত, অবিরত

রেণুর পরশ সম সন্তপ্ণে ঝরে।

দেখিতে দেখিতে জ্ঞানহীন—কে বা সোরা,

কোথায় ভবন, কোথা হ'তে আগমন,

দণ্ডমধ্যে সব পাশরিহু। জ্ঞানমূর্তি

তপোধন ছিল কোন গুহা-মাঝে ধ্যানে,

জনপ্রাণী না ছিল উত্তানে। ইচ্ছামত

ভ্রমিতে ভ্রমিতে, দেখিলাম এক স্থানে,

দাঁড়াইয়া মনোহর কলতরুতলে

অপূর্ণ শ্রীমতী গাভী সুরভী-নন্দিনী।

স্বলক্ষণা কামধেনু করিয়া দর্শন,

আমার বরণী তাহা লভিতে করিল

আকিঞ্চন। আছে চির প্রথা, এ সংসারে

জঞ্জাল ঘটায় নারী। কর্তৃ-শূন্যবনে

একাকিনী শবলা বিচরে হেরি, লুপ্ত

হ'ল মন, তাহে নারী-প্ররোচন, সবে মিলি

নন্দিনীরে করিহু হরণ। দিবাদুষ্টি

ঋষি, চোর-কার্য্য জানিলেন ধ্যানে। দিলা

অভিশাপ। মহাপাপ মোচন কারণ

হে জননি, নররূপে পলি বধায়।

ঋষির চরণ ধরি লভিয়াছি ক্ষমা।

সপ্ত বহু কিরিবে সত্তর। গর্ভদাসে

বন্দী রবে—ভূমি স্পর্শে মুক্তি পাবে তারা।

কিন্তু নাগো,

কর্ম্মফলে ইচ্ছামুত্ৰা ল'য়ে

আমারে ভ্রমিতে হবে অবনীমণ্ডলে।

গঙ্গা। সোঁর কুলে কেন এলে

বুঝেছি আতাসে।

নারী মূর্তি ধ'রে, নরলোকে সোঁরে, জেমা

সবে জঠরে ধরিতে হবে।

১ম ব।

তোমা বিনা

হে বিশ্বপুঞ্জিতা মাতা, আর কার গর্ভে

লব স্থান ?

গঙ্গা।

ভাগ্যবতী আমি বে রমণী,

হব অষ্টবহুর জননী। বল, কোথা

যাব, মর্ত্যভূমে কাহারে বরিব ?

১ম ব-প।

এ কি

কথা সতি ! তুমি জান কেবা তব পতি ?

তুষার বরণ দেহ, অবতসে চাক্র

শশিকলা; রত্ন-কল্ল-দেহ সমুজ্জ্বল,

চল চল অঙ্গে তার তরঙ্গ বিকল

তুমি সদা—তুমি কারে করিবে বরণ

তুমি জান, পুত্র কি বা বলিবে জননি।

গঙ্গা। নিশ্চিত হও হে বহুগণ !

শঙ্করের অংশে জাত মহাভীষ রাজা,

ব্রহ্মশাপে ধরাতেল শাস্ত্রহর রূপে অবতার !

দেব-কার্য্য করিতে সাধন, আমি গঙ্গা

শাস্ত্রহরে করিব বরণ। গুন সবে,

জন্মমাত্র সপ্তপুত্রে দিব বিসর্জন।

অষ্টম নন্দনে শুধু পালিব যতনে।

১ম ব-প।

জয় হ'ক

মাতা। দেবরাজো বাজিল চন্দ্রভূজি ! ধীরে

সুরভি পবন বহে। আতুল জগদ,

উজ্জাসে নয়ন-নীরে সিক্ত করে তব

কলেবরে—বহুগণ মুক্ত হ'ল আজি।

[গঙ্গা, সপ্তবহু ও সপ্তবহু-পত্নীগণের

প্রস্থান।

১ম ব। ভৌম-নরকের ভোগ-ব্যবস্থা আমার—

দেব-দেহ প্রবেশিলে মুক্তিকা-পিঞ্জরে।

হে বিধি কল্পনা কর, স্বরণে শিহরে

অঙ্গ মোর—বড়ই হতেছি ভীত আমি—

এক কর্ম্ম বিনাশিতে, কর্ম্মক্ষেত্র-নাথ্যে

কুদ্র তুণখণ্ড সম, বায়ুর কুৎকারে

কোথা হ'তে কোথা যাব উড়ে—কে রোধিবে

গতি মোর—কেবা দিবে আশ্রয় আমারে ?

১ম ব-প। নাথ ! দাসী যাবে সাথে।

১ম ব।

তুমি যাবে ?

সর্বনাশী, দেবরাজ্যে প্রলুব্ধ কবিবা
দেবত্ব ঘৃণালি মোর, শিরোপরে ঢেলে
দিলি কলঙ্কের ডালি লজ্জাহীনা নারী,
সঙ্গে বাধি বলিলি কেমনে ?

১ম ব-প। নারী হ'তে
জন্মে পাপ, নারী হ'তে পুনঃ তার ক্ষয়—
হৃদিশা দিয়েছি আমি, হৃদিশা ঘৃণাব
তব, ক'র না সংশয়। নাথ, কর ক্ষমা,
সঙ্গে লই যোরে।

১ম ব। সঙ্গে লব ? শুন ছাতি,
প্রতিজ্ঞা আমার। যত দিন ধরামারে
করিব বিহার, নারীয়ে লব না সঙ্গী
জীবনের পথে। যাও, যতদিন নাহি
ফিরি স্বরাজ্যে আমার—বিরহে বিশ্রাম
লও, ভুঞ্জ কক্ষফল অভাগিনী।

[প্রস্থান।

১ম ব-প। যাও প্রভু! যেথা রও,
তুমি মম গতি।
আমা হ'তে যদি তব স্বর্ণের বিচ্যুতি,
আমি ছারাক্রমে, তব সাথে
হৃদার্থ সে কক্ষপথে করিব ভ্রমণ।

(ছাতির গীত)

মরম-ভাঙা কথা ক'রো না
করমের লেখা পীড়িছে মরমে,
আর পীড়া তারে দিও না।
সঙ্গে যেতে মানা যাব না সাথে,
বাধা কি হে সখা চলিতে সে পথে—
গোপনে দেখিতে গোপনে কাদিতে—
তুমি শুধু ফিরে চেয়ো না।

প্রথম দৃশ্য

ভীষ ও পরশুরাম।

গঙ্গাগর্ভ।

রাঘ। ধনুর্ধর সমস্তই শিখাহু
তোমারে।
আমার ভাগ্যের
যেখানে যা কিছু ছিল অপূর্ণ রতন
করিয়া স্রবণ,

আধরণ করি আমি
তোমারে করিহু দান।
এখন যতপি তুমি কর অভিলাষ
ত্রিলোক করিতে পার কর।
জগতে নির্ভয়,
তুমি শ্রেষ্ঠ বহুবাহী।
ভাগ্যদোষে,
যদি কভু গুরুশিষ্যে হয় মহারণ,
শুন পুত্র, জয়ী হবে তুমি।

ভীষ। প্রণবি চরণে গুরু।
জ্ঞানহীন আমি বনচারী,
নরমুর্তি প্রথম নেহারি তব মুখে।
তোমারি আদেশে,
জাহ্নবীর শুভ্র জলে
নিজরূপে প্রতিবিম্ব হেরি,
বুঝিছি মানব আমি।
নরজ্ঞান পেহু তোমা হ'তে।
অস্বজ্ঞান তোমার কুপায়,
বুদ্ধিরান্ত সঙ্গে সঙ্গে তুমি হে জাগালে।
শুনিলাম আশিস্ বচন,
বর্ণে বর্ণে কল্পণার ধারা বরিষণ।
তবু শুনি অঙ্গ মোর উঠিছে শিহরি—
বল গুরু, বল মোরে,
গুরু-শিষ্যে কেন হবে রণ ?
বাম। কেন হবে, কে বলিবে ?

সাধা আছে কার ?
মোহভরা ধরণীর এ অজ্ঞেয় লীলা
বিধি নিজে বুঝিতে না পারে।
বিধাতা রচিছে বিশ্ব,
ধরা চলে বিধির বিধানে,
তথাপি যতপি বিধি মরদেহ ধরে,
ভাগ্যদোষে ধরায় বিচরে,
সাধা নাই বলে পুত্র কি অদৃষ্ট তার।
লোকমুখে শুনি আমি বিধু অবতার।
ভক্তিতরে নরে
বিধুজ্ঞানে পূজে হে আমারে।
সেই আমি আত্মজ্ঞানে পূর্ণ অধিকারী,
নিজ করে কাটিয়াছি জননীর শির।
ভীষ। এ কি বিপ্র, কি কথা বলিলে
এ সংসারে কিছু নাহি জানি।

দেবতা জননী—

একমাত্র দেখিরাছি তাঁরে !

জননী আমার ধ্যান,

জননী আমার জ্ঞান,

জাগ্রতে স্বপনে

একমাত্র মাতৃদেবী সজ্জিনী আমার।

চেন মাতা—মুষ্টি করুণার—

তুমি হস্তা তাঁর।

ধনু ধ'রে কলুষিত করে,

অজ্ঞান জানিয়া মোরে বিছা দিলে দান !

এ বিছা লব না আমি—

যা কিছু শিখেছি তব পাশে,

বিপ্রাধম ! এই দণ্ডে লহ ফিরাইয়া।

কোথা তুমি মা আমার ?

বড়ই বিপন্ন আমি।

না ল'য়ে তোমার অমূল্য

দারুণ দুর্গতি—দেখে যাও

ধনুর্বেদ অগ্নিসম জলিছে অন্তরে।

রাম। সত্য কথা বলিছ তোমারে !

জ্যোতির্ময় হেরিয়া বদন

ভেবেছিছ সত্য পাবে এখানে আদর।

সত্য কথা শুনে

প্রাণে যদি জাগে রে যন্ত্রণা—

এই-দণ্ডে বিছা মোর ফিরে দে আমারে।

সম্মুখে জাহ্নবী-জল !—চল চল—

আজি দেখি পূর্ণোন্মাদে তরা।

লহ জরা, কর আচমন,

শিক্ষা মোর কর হে অর্পণ—

চ'লে যাই অন্ত দেশে—

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। কর কি, কর কি তুমি অবোধ

সন্তান ?

আপনি করুণা করি গুরুরূপ ধরি,

যে মহাত্মা সম্মুখে তোমার,

তিনি বিষ্ণু অবতার—

আজন্ম আপাণ-বিদ্ধ দেহী নারায়ণ।

ভীষ্ম। স্বর্গদাপি গরীয়সী

জননীকে বধেছে যে জন,

তারে তুমি বল নারায়ণ !

গঙ্গা। কে বধেছে—কাহারে বধেছে ?

শুক্রমাত্র মুহূর্তের লীলা—

একমাত্র পিতৃভক্তি কারণ তাহার।

মুহূর্তের স্বপ্ন আবরণ।

পুত্রের ভক্তির টানে

মুহূর্তে জীবনে মাতা ফিরিল আবার।

ত্রিভুবনে কেহ না জানিল।

তপোধন সত্য যদি করিত গোপন।

বিচিত্র চরিত্র তাঁর

চিরদিন রহিত হে অজ্ঞাত তোমার।

কিন্তু পুত্র, অসত্য হইলে প্রতিষ্ঠিত,

যদিও ভক্তি তব রহিত অটল,

শিক্ষা তব হইত নিশ্চল।

কম ঋণি সন্তানে আমার।

সংসার-প্রবেশ-মুখে

প্রথমে সে পেয়েছে তোমারে।

রূপায় ! যতপি করছে রূপা—

সে রূপার অপূর্ণ রহিয়া—

বালকে বৃষিতে দাও, ব্রহ্মবাদী ঋণি।

ভীষ্ম। বুঝিরাছি, কম ঋণিরাজ !

ধনুর্বেদে সর্বশেষে সত্য দিলে দান।

বেদে সত্য -সনাতন গান।

একমাত্র সত্য অন্ত—সত্য বোহের সংহারে।

একমাত্র অন্ত-সত্য মোর সার।

রাম। কমলান তোমারে সন্তানে

যাও বীর, লহ জ্ঞানভার।

আজি হ'তে ত্রিভুবনে তব অধিকার।

দেবতা গুরুর্ক যক্ষ তোমার ইচ্ছিতে

আজি হ'তে তব পদে করিবে প্রশ্রিত।

ভীষ্ম। প্রথম চরণে গুরুদেব !

রাম। করি আলীকাদ,

জ্যোতির্ময় অংগমালী সম

দীপ্তভেজে ভ্রম তুমি বিশাল সম্মারে।

হও বৎস, আপনার আপনি তুলনা।

আকাশে যেমন বজ্র,

সিন্ধুজলে বাড়ব অনল

প্রকৃতির গুপ্তগৃহে

সঞ্চিত রহন্ত মত

অসীম অনন্ত কাল ধ'রে

লোক-চক্ষু করিতেছে লীলা,

সেই মত ভব নাম
মানবের স্বভি-সরোবরে
চির তপ্ত কমল শোভায়
অনন্ত সৌন্দর্যে বীর বহক ফুটিয়া।

তীর্থ। আশীশ করিহু সার
সত্য হ'ক কবচ আমার।
তনু গুরু,
তোমার সমক্ষে আমি করিলাম পণ,
এ জীবনে রণে
করিব না কিছু আমি পৃষ্ঠপ্রদর্শন।

রাম। প্রণমি চরণে মাতঃ
লগ্ন করে করে, স'পে দি' তোমারে
তোমারি সন্তিত রক্তভার!

গঙ্গা। লহ মৌর নমস্কার ঋষি।
এস পুত্র,
ধাহার গচ্ছিত ধন তুমি,
সেই ভব পুণ্যময় পিতার শ্রীকরে
তোমারে করিব সমর্পণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গঙ্গাতীরস্থ উপত্যকা।

পরশুরাম।

রাম। পতিতপাবনি গঙ্গে! দে মা, সন্তানকে
এইবারে মুক্ত দে। একবিংশতিবার পৃথিবীকে
নিষ্কলিয়া করেছি। অপরাধী নিরপরাধ—যুবা, বৃদ্ধ,
শিশু—কউকেও প্রাণে রাখি নি। তাদের মাতা,
পত্নীর অলস্ত নিম্নাস আজও পর্যন্ত আমার দেহ দগ্ধ
করছে। জাহ্নবি, তোর সন্তানকে সর্কবিজ্ঞা দান
ক'রে আমি ক্ষত্রিয়নাশের প্রায়শ্চিত্ত করেছি, তবে আর
কেন মা, শাস্তিবারিরূপে আমার সর্কাজ সিক্ত ক'রে,
আমাকে সে চিন্তার আগা থেকে নিষ্কৃত দে।

(সত্যবতীর প্রবেশ)

সত্য। হ্যাঁ গা, তুমি কে? বলতে পার, ক'দিন
ধ'রে থাকছে থাকছে, গঙ্গার জল শুকিয়ে যাচ্ছে কেন?
একবার ক'রে শুকিয়ে যাচ্ছে, আবার ধানিকফল পরে
প্রবল বেগে বান আসছে। এমন খারাটা কেন হচ্ছে
বলতে পার গা?

রাম। তুমি কে মা?

সত্য। আমি দাসরাজকন্যা সত্যবতী। আমার
গায়ে মৎস্তের গন্ধ ব'লে লোকে মৎস্তগন্ধা বলে।

রাম। তুই সত্যবতী—মা, মা—অধম সন্তানের
নমস্কার নিবি?

সত্য। ও কি বল, বাবাঠাকুর, আমি শূদ্রাণী।
আমাকে রক্ষা কর। কি সর্কনাশের কথা বললে—
পদধূলি দাও—রক্ষা কর।

রাম। তুই শূদ্রাণী? সে কি যে বেটা? তুই
যে নারায়ণের জননী।

সত্য। আমি কুমারী, এ কথা বললে যে গাল
দেওয়া হয় ঠাকুর?

রাম। বলেছি—ঠিক বলেছি। তুই মা, তোকে
কি আমি তামাসা করছি!

সত্য। তা তুমিই ত নারায়ণ!

রাম। তা তোর যখন আমি সন্তান, তখন আমি
নারায়ণ বই কি!

সত্য। তা বা হ'ক, ও কথা আর ব'ল না।

রাম। কেন মা, তোর কি সন্তানের কথা মনে
নেই?

সত্য। ওগো সে স্বপ্ন—আমার ভয় করছে—স্বপ্নে
আমার এক সন্তান হয়েছিল।

রাম। ভয় কি মা? ধীর নাম স্মরণে ভব-ভয় দূর
হ'য়ে যায়, তুমি তাঁর মা। তোমা হ'তে জগৎ চরিতার্থ
হয়েছে। তোমার ভয় কি?

সত্য। না না—ভয় করে। আমার বাপ-মা আছে।
তারা মূর্খ। এ সব কথা কিছু বুঝবে না। এ কথা
শুনলে, আমাকে মেরে ফেলবে।

রাম। আমার এ গুহ্য কথা, ত'রা তির্য আর কেউ
জানতে পারবে না।

সত্য। সে যদি স্বপ্ন না হবে, তা হ'লে আমার
গায়ে মাছের গন্ধ যুগল না কেন? ঋষি বলেছিল,
তোমার গায়ে পদ্মের গন্ধ হবে, কিন্তু কই বাবাঠাকুর,
আজও ত তা হ'ল না?

রাম। ঋষি-বাক্য মিথ্যা হয় না। তবে উপযুক্ত
স্থান-কাল না হ'লে, তার সত্যতার উপলব্ধি হয় না।
মা, আমি যে আজ তোমার দেহে পদ্মগন্ধের আভ্রণ
পাচ্ছি।

সত্য। তাই ত করুণাময়, এ কি করলে! এক
নিম্বাসে আমার দেহ থেকে কুংসিং মৎস্তগন্ধ দূর ক'রে
দিলে!

রাম। আমি কিছু করি নি না। এ মধুরতা তোমার তিতরে হৃৎপুট ছিল, আমি কেবল আগিয়ে দিয়েছি। শোন না, জগতে অন্তরবাণী প্রচার করবার জন্য যে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হয়েছেন, তুমি তাঁর না। আপনো অঙ্গকে তিনি তোমার সহায়।

সত্য। তাঁকে যে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে ঠাকুর।

রাম। তাঁকে প্রত্যক্ষ করবার মন্ত্রও তুমি পেয়েছিলে। কালবশে তা তুমি ভুলে গিয়েছ। আশীর্বাদ করি, আজ হ'তে আবার সে মন্ত্র তোমার মনে জাগরুক হ'ক।

সত্য। জেগেছে—জেগেছে—মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে শোনার ছবি ভেসে উঠেছে। গুরু, গুরু! অহমতি কর—আমার সন্তানকে একবার আবাহন করি।

রাম। না, এখন নয়। রাগাবশে নিজের কোঁতুহল চরিতার্থ করতে কখন তাঁকে ডেকে না। যখন একান্ত প্রয়োজন বুঝবে, তখনই তাঁকে এই মন্ত্রে স্মরণ করবে। বেদবাসি-জননি! তুমি জান না,—তুমি অনন্ত সৌভাগ্যের অধিকারিণী।

সত্য। কে তুমি গুরু—ময়া ক'রে কোথা থেকে এসে, মূৰ্খ দাসকন্ডাকে রূপা করলে? কোন অজানা দেশ থেকে এসে মমতার ভাণ্ডার খুলে দিলে?

রাম। সময়ে জানতে পারবে। এখন আমি তোমাকে পরিচয় দিতে পারবুম না। আমি দেবকার্যে এ দেশে এসেছিলুম—কার্য শেষ ক'রে আশ্রমে ফিরে চলেছি। না, আমি চললুম।

[প্রস্থান।

সত্য। তাই ত—গঙ্গা শুকিয়ে যায় কেন, এ কথা ত বাবা-ঠাকুরের কাছে জানা হ'ল না! ওই আবার বান আসছে—ওই তীব্রবেগে জলছোটার শব্দ উঠেছে।

(পশ্চাৎ হইতে শাস্ত্রমুর প্রবেশ)

শা। সর্কানাশি, স্বামিধাতিনি, নির্ভূরে—এত অভিমান? (সত্যবতীর স্বন্ধে হস্ত দান) এমন কি পুরুষ-বাক্য প্রয়োগ করেছিলুম প্রাণেশ্বর, যে, বোল বৎসর—না, না—কে তুমি?

সত্য। তুমি কে গা?

শা। আমি—আমি জগতের সর্কশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের শিখরে বসেও সর্কালেক্ষা ভাগ্যহীন। স্মদরি! তুমি

আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে আমার পত্নী-ভ্রমে স্পর্শ ক'রেছি।

সত্য। তোমার স্ত্রী কোথায়?

শা। সে কথা আর জিজ্ঞাসা ক'র না! বোল বৎসর পূর্বে তাঁকে কোন এক বিশেষ কারণে তিরস্কার ক'রেছিলুম, সেই জন্য তিনি আমাকে পরিত্যাগ ক'রে গেছেন। বোল বৎসর পরে আমার বোধ হ'ল, আমি যেন তাঁকে দেখতে পেয়েছি। এক দেবকান্তি বালক গঙ্গাপ্রোতকে রুদ্ধ ক'রে নদীগর্ভে শরচালনা শিক্ষা করছিল। একটী রমণী তাঁরে দাঁড়িয়ে তার খেলা দেখ-ছিলেন। আমি কাছে যেতে-না-যেতেই তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর অমনি দেখতে দেখতে সমস্ত বাঁধা জল বানের মত নীচের দিকে ছুটে এল। আমি আর এগুতে পারিলাম না। এমন সময় তোমার অঙ্গ-দোরভে সহসা দিগন্ত আমোদিত হয়ে উঠল। সেই দোরভে প্রলুপ্ত হ'য়ে, আমি অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, আমার স্ত্রী মনে ক'রে তোমার গায়ে হাত দিয়েছি। পাগল মনে ক'রে আমাকে ক্ষমা কর।

সত্য। তুমি গর্হিত কাজ কর নি—আমি কুমারী।

শা। কুমারী! আমাকে বিবাহ করতে চাও?

সত্য। আমি বিবাহ ক'রতে চাইলেই বা তুমি বিবাহ করবে কি ক'রে? এই ত তুমি বললে, তোমার স্ত্রী আছে। আর আমি দেখছি, তুমি তার শোকে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শা। তা বেড়াছি।

সত্য। তবে? তুমি বিবাহের কথা তুললে কি ক'রে? এই বুঝি তোমার শোকের পরিমাণ?

শা। যথার্থই আমি শোকার্ত। কিন্তু স্মদরি, আমি যে তোমার অমর্যাদা করেছি।

সত্য। আমি জেলের মেয়ে, আমার আবার মর্যাদা অমর্যাদা কি?

শা। জেলের মেয়ে!—তাই ত! তা হ'লে তোমার কি করতে পারি?

সত্য। কি করতে চাও?

শা। তোমার মনোমত পাত্রকে যদি তুমি বিবাহ কর, আমি সাহায্য ক'রতে চাই।

সত্য। কে তুমি?

শা। আমি হস্তিনার রাজা।

সত্য। এখন দেখছি যথার্থই তুমি পাগল

হয়েছে। হাঁ রাজা, তুমি যাকে প্রাণেশ্বরী বলেছ, অস্ত্রে আবার তাকে প্রাণেশ্বরী বলবে?

শা। তুমি চুকলে রীবন্ধ—আমি তোমাকে—পন্নী বলে গ্রহণ করলুম।

সত্য। তা হ'লে আমার বাপ-মাকে খবর দি?

শা। নাও, তোমার পিতাকে নিয়ে এস। আজ আমি পূর্বপন্নীর আশা পরিত্যাগ করলুম।

[সত্যবতীর প্রস্থান।]

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। কি রাজা, আমাকে চিনতে পারেন?

শা। ম্যা ম্যা—কে আপনি?

গঙ্গা। এষ্ট তুচ্ছ যোল বৎসরের অদর্শন—এরই মধ্যে আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন? মহারাজ! এই কি আপনার পেমের গভীরতা—ভালবাসার টান?

শা। অ্যা ম্যা! রাগি! এত দিন পরে? কি করলুম—কি করলুম?

গঙ্গা। প'ড় না প'ড় না—কিছু কর নি রাজা! আমি অন্তরাল থেকে সব দেখেছি—তোমাদের প্রেমা-বাগ শুনেছি। তুমি ভাগই করেছ মহারাজ! এত দিন যে তুমি আমার অপেক্ষা করেছ, আমার বিরহে জর্জরিত হয়েও আমাকে স্মরণে রেখেছ—এই তোমার মহত্ত্ব। তুমি নিঃসঙ্কোচে ওই রমণীকে ভার্য্যাক্রমে গ্রহণ কর। আমি সুখী বৈ হুঃখিত হব না।

শা। আর তুমি? আমার সর্ধকল্পনার অধিষ্ঠাত্রী—তুমি কি করবে? এ হতভাগাকে ধরা দিয়ে আবার কি পরিত্যাগ করবে?

গঙ্গা। রাজা, পুত্রপ্রতিজ্ঞা স্মরণ কর। আমি দেবকার্য্য সাধনের ক্ত তোমাকে স্বামিহে বরণ করে-ছিলুম।

শা। কে তুমি?

গঙ্গা। আমি মহর্ষিগণ-নিষেবিতা জহ্নু তনয়া। গঙ্গা। আপনার পুত্রগণ মহাতেজা অষ্টবহু। আপব বশিষ্ঠের শাপে তাঁরা মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বহুদের সঙ্গে আমি অঙ্গীকার করেছিলুম, জন্মগ্রহণ ক'রবামাত্র তাঁদের মানবরূপ থেকে মুক্ত করব। এই জন্ত ভূমিষ্ঠ হওমাত্র তাঁদের আমি জলে নিক্ষেপ করেছিলুম।

শা। দেবি! তবে কি আমি পুত্রহীন?

গঙ্গা। কিন্তু মহারাজ আপনাকে শোকার্ত

দেখে, আমি তাঁদের কাছে এক পুত্র ভিক্ষা করেছিলুম। তাঁরা দয়ার্দ্ৰ হ'য়ে আপনাকে এক পুত্র দান করেছেন। এই নিন্ মহারাজ, (অন্তরাল হইতে ভীষ্মকে আনয়ন পূর্বক) অষ্টবহুর অংশে জাত গঙ্গাভক্ত এই উপহার গ্রহণ করুন। হে পুত্রকাম! এই পুত্র লাভ ক'রে তুমি আজ পুত্রবান-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'লে। গাঙ্গের! ইনিই তোমার পিতা—রাজর্ষিগণ-পুজিত, সর্বলোকে বিখ্যাত, সত্য-বাদী শাস্ত্রজ্ঞ। দেবকার্য্য-সাধনের জন্ত আমি এত-কাল তোমাকে পিতৃহে হ'তে বঞ্চিত রেখেছিলাম। তোমার পিতার আশ্রয় গ্রহণ করবার পূর্বে তুমি শুনে রাখ, তোমার এ দেহ ভগবানের ব্যবহারের জন্ত নির্মিত হয়েছে। যাও, অগ্রসর হও—তোমার পিতার পদধূলি গ্রহণ কর।

ভীষ্ম। পিতা! অজ্ঞান অবাধ আমি,

পিতৃমহত্বের মর্ম্ম নহি অবগত।

কিন্তু সর্ধশাস্ত্রে করে গান

পিতা মহা হইতে মহান,

জগতে সচলমুষ্টি বিতু নারায়ণ।

উচ্চতায় একাদশ বিরাট আকাশ

তোমার চরণ-প্রান্তে শির করে নত।

শত আচার্য্যের সম গুরুত্ব তোমার,

তুমি হে দেবতা দেবতার।

বাক্য মুখে নাহি আসে,

শক্তিহীন প্রবল উন্নাসে,

অস্ত্র চরণ মোরে দাও হে শরণ।

গতি স্থিতি এই মোর সার।

শা। বন্ধে এস—জন্মের ধন।

গঙ্গা। বল রাজা, ঋণমুক্ত আমি—

(শাস্ত্রধর চক্ষে বস্ত্রদান)

শা। ঋণমুক্ত তুমি!

তব ঋণ জন্মে জন্মে, শুদ্বিতে নারিব।

প্রতিদণ্ডে উত্তপ্ত নিষাদে

তোমার রেহের কথা করিব স্মরণ।

যাও দেবি, যাও—

ক্ষুদ্র আমি, সাধ্য নাহি ধরিতে তোমায়ে।

কিন্তু স্মৃতি কেমনে মুছিব?

অপূর্ব করুণা তব,

মধুময় প্রেমের বন্ধন

হে জাহ্নবি, কেমনে তুলিব?

গঙ্গা। কৈদ না কৈদ না বাসি,
দেবকার্য্য করহ স্মরণ।
মৃত্তিকা-পিঞ্জর মাঝে আবদ্ধ এ প্রাণ
ভুলে গেছে মুক্তির সে মুক্তকণ্ঠে গান।
তাকে বন্ধ তরঙ্গ-প্রহারে।
এস নাথ, জাহ্নবীর তীরে পুজ্ঞে করে ধরে
স্বামিপুত্র সমুখে রাখিয়া
গঙ্গা দিবে গঙ্গাজলে দেহ-বিসর্জন।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজসভা।

(বন্দিনীগণের সঙ্গীত)

পুণ্য-প্রবাহিণী এখানে বহিছে,
পুণ্য-কাহিনী আকাশে ছুটিছে,
বিশাল ভুবনে ভরেছে গান।

পুরুরাজ-কাহিনী নন্দিত মেদিনী
সখ জরবির জনক চরণ পর

আগন জীবন করিল দান ॥

সেই ফুলে জাত তুমি দেবব্রত
হে শান্তনু-সুত জগত-প্রাণ!

যশস্বি ফুরে আবার সাদরে

করুক তোমারে হে মহান্, মহান হইতে যাইয়ান্।

(অক্লতব্রণ, ভীষ্ম, শানত, সুনন্দ
ও সভাসদগণ)

শা। শুন সর্ব্ব পুরবাসি!
সর্ব্বগুণাকর পুত্র পেয়েছি যখন,
ক'রেছি মনন,
রাজ্যভার দিব তার শিরে,
বানপ্রস্থে করিব গমন।
বহুদিন হ'তে পুত্রহারা চ'লে গেছে দারা—
শোক তাপে হইয়া জর্জর নিরন্তর
জীবন ছিল হে মোর ব্যাধির আগার।
শান্তি আশে ভ্রমিব কাননে।
যথা জ্যোষ্ঠ দেবাশি মহান্
রাজ্য মোরে ক'রে দান
নিরঞ্জে যোগানন্দে আছেন মগন,
সেখা তাঁর শ্রীচরণে লইব শরণ।

৭৫—১১

পৌরবের হিতাকাঙ্ক্ষী, পুরোহিত, সখা,
আদেশ করুন মোরে।

অ। শুভ ইচ্ছা মহারাজ।
বাধা দিতে আশ্রয়ের নাহি অধিকার।
কার্ত্তিকের সদৃশ কুমার—
শুনিলাম সর্ব্ববিদ্যা আয়ত্ত তাহার।
শুরু হোর মহাতেজা জামদগ্ন্য রাম,
নামের স্মরণে ধীর পূর্ণ মনস্কায়,
ধমুর্কেন্দ্রে পারদর্শী করিলা কুমারে।
রাজ্যভার যোগ্য মহাজন তোমার নন্দন—
ইথে কারো নাহিক সংশয়।
তবু মনে লয়, সংসার-প্রবেশ মুখে
হ্রস্ব এ রাজ্যভার কুমারের শিরে
নহে রাজ্য মেহ নিদর্শন—শান্তির কারণ।

শা। কিবা মত সচিব-প্রধান?

সু। এক-মত মতিমান্।

মনোবাধ্য বুঝেছি রাজন্!

জয়া ধীর সুরতঙ্গিরণী

শান্তিরূপে ছদ্মমধ্যে লেভেছিল। স্থান,

গৃহ আজি তাঁর চক্ষে শ্মশান সমান।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা যুক্তি মম নয়।

কিন্তু প্রভু ক্ষুদ্রজীব মোরা—

শান্তি অন্বেষণে

ভ্রমিতে সংসারপথে

নিত্য কত বাঞ্ছা জাগে মনে।

মলিলের বিষ সম, নানা বর্ষ ধরে,

উঠে, জাগে, আবার মিলায়—

কিন্তু প্রভু! ফললাভ বিধির ইচ্ছায়।

মম অভিপ্রায়—

কিছুদিন দেবব্রতে শিক্ষা ক'রে দান

বানপ্রস্থে করুন প্রয়াণ।

শা। করিতে নারিহু অঙ্গীকার—

বিধির ইচ্ছায় যদি

গতি স্থিতি সংযত আমার—

অঙ্গীকার কেমনে করিব?

এবে ধর করে সচিবপ্রধান,

জাহ্নবীর মেহভরা মধুময় দান।

ষোড়শ বরষ রাণী অতি সন্তনে

রেখেছিল অঞ্চলে বাঁধিয়া

ধর করে—ধর মতিমান্।

ন। আহন কুমার,
পুরুষের প্রতিনিধিরূপে
আপনারে করি আবাহন।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌ। মহারাজ! এক জেলে আর জেলেনী
একটা মেরেকে সঙ্গে ক'রে দোরে এসে দাঁড়িয়েছে।

শা। সচিব! তোমার বিজ্ঞতার প্রশংসা করি।
বিধাতার ইচ্ছা না হ'লে, বাহুধের ইচ্ছার কিছু হয় না।
রাণীর অনুসন্ধান বনে ভ্রমণ করতে করতে দৈবাবধি
হয়ে কাল এক কুমারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে
অস্বীকার করেছি। তার পর এই পুত্র পেয়ে আনন্দে
আত্মহারা হয়ে তার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম।
সেই বৃদ্ধি এসেছে।

দৌ। মহারাজ! তাঁর গা থেকে এক আশ্চর্য্য
গন্ধ বা'র হচ্ছে।

শা। তাঁকে সমুদ্রের সহিত নিয়ে এস।

[দৌবারিকের প্রস্থান।]

সচিব! বাধা হয়ে আরও কিছুকালের জন্য দেখছি
আমাকে সংসারে আরক্ত হ'তে হ'ল! সুতরাং
তোমরা কুমারকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবার
বন্দোবস্ত কর।

অ। অপেক্ষা করুন মহারাজ, ভবিষ্যৎ রাজ্যের
সভাপ্রবেশের অপেক্ষা করুন। এই ত বুঝলেন, সমস্তই
দৈবাবধি। বা! বা! এ কি বিচিত্র নারী মহারাজ!
দেহের সদৃশ্যে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

(দাসরাজ, দাসরাণী ও সভ্যবতীর প্রবেশ)

দা-রাজ। কি রে রাজা, তুই আমার মেয়েকে বিয়ে
করবি ব'লে তাকে যে ফেলে চ'লে এলি?

শা। দেবব্রত! তোমার বিমাতাকে প্রত্যাগমন
ক'রে নিয়ে এস।

ভীষ্ম। এস মা! নগর-প্রবেশমুখে মায়ের অভাব
অনুভব ক'রে আমি প্রবল অশান্তি অনুভব করছিলাম।
বিধাতা আমার মনোবেদনা বুঝে ভিন্নরূপের আবরণে
তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন! যে জগদধিকা সর্বভূতে
মাতৃরূপে অবস্থান করছেন, তুমি তাঁর প্রতিনিধি!
সর্বকল্যাণময়ী, শরণ্যো! আমি তোমার পাদমূলে মস্তক
অবনত করছি, মুগ্ধ সন্তানকে আশ্রয় দাও।

দা-রাণী। বা রে রাজা, এ যে বেশ মিষ্টি মিষ্টি

কথা কর রে—এ যে মনটা একদমে তুলিয়ে দিলেক
রে!

দা-রাজ। থাম—জ্ঞানী মাগী—দাঁড়া! এ কে রে
রাজা?

শা। আমার পুত্র।

দা-রাজ। ওই! শুন্নি মাগী—আমোদ করছিলি
কি? রাজার ছেলে রয়েছে। তুই কাকে মেয়ে
দিচ্ছিলি? এ বেয়ে কি তোর পাটরাণী হবে? রাজা-
রাজভাড়া যেমন ছ দশটা বী রাখে না, এও সেই রকম
বিয়ে।

দা-রাণী। তাই ত রে! লিকে বল।

শা। না ধীবর, ভর ক'র না। আমার প্রথম
মহিষী স্বর্গারোহণ করছেন। সুতরাং তোমার কস্তাই
পাটরাণী হবেন। আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি, আর দার-
পরিগ্রহ করব না।

দা-রাজ। আমার বেটার যে ছেলে হবে, তার
কি হবে?

শা। তার সম্বন্ধে কি করতে হবে বল?

দা-রাজ। তাকে রাজা করতে হবে।

শা। তা কেনন ক'রে করব ধীবর? আমার সর্ব-
গুণালঙ্কৃত কার্তিকেশ্বরত্বা জ্যেষ্ঠপুত্র তোমারই সম্মুখে
দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দা-রাজ। তা লর—যদি আমার মেয়েকে লিতে
চাস, তা হ'লে এই সব প্রজার সাক্ষাতে বল—আমার
মেয়ের ছেলেকে রাজা করতে হবে।

শা। তা আমি জীবন থাকতে বলতে পারব না।

দা-রাজ। তবে আমার মেয়েকে ছুঁলি কেন
রাজা? আমাদের কি ইজ্জত নেই?

শা। স্পর্শ ক'রেছি ব'লেই কি আমি বিবাহের
অস্বীকার করেছি?

দা-রাজ। এত দূর কেন দেখালি রাজা? আমার
বেটার কি বিয়ে হবে না।

শা। শোন ধীবর! আমি যে অবস্থায় তোমার
কস্তার অঙ্গস্পর্শ করেছি, তা তোমার কস্তা অবগত
আছে। তখন আমি পুত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত
ছিলুম না। এখন যখন পুত্র পেয়েছি, তখন তোমাকে
যা' বলি তা শোন। যদি আমাকে তোমার কস্তাদানে
অভিক্রুচি থাকে ত দাঁও। আমি তোমার কস্তাকে
রাজোদ্বারীর সমস্ত মর্যাদা দান করব। তাঁর পুত্রেরাও
রাজকুমারের সমস্ত মর্যাদা প্রাপ্ত হবে; কিন্তু আমার

জ্যেষ্ঠপুত্র বর্ভরাদে তাঁদের সিংহাসনদানের অঙ্গীকার করতে ধর্মত: আমি অশক্ত।

দা-রাজ। না রাজা, দিতে পারব না। যদি এই সকলের সমুদে দিবা গেলে বলতে পারিস, আমার বেটীর ছেলে ছাড়া আর কাউকেও রাজ্য দিবি নি, তা হ'লে বেটীকে তোর হাতে দিতে পারি।

শা। হৃন্দরি! আমাকে কমা কর। এ ধর্মবিরুদ্ধ পণে আমি আবদ্ধ হ'তে পারলুম না। সুতরাং তোমার সঙ্গে আমি যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলুম, ধর্মের নামে আমি তা হ'তে মুক্ত হলাম।

দা-রাণী। ও হতচ্ছাড়া! করলি কি? নিজের ইজ্জত ত আগেরই খুইয়েছিস—এখন আমাদের ইজ্জতটা শুদ্ধ নষ্ট করলি?

দা-রাজ। শোন বেটী—শোন—আমার জাত-কুটুম আছে। তারা যদি এ খবর শোনে যে রাজা তোর গায়ে হাত দিয়ে, তাকে বিয়ে ক'রব ব'লে, শেষে তাকে ত্যাগ করেছে, আর এ কথা জ্ঞানে আমি তাকে ঘরে নিয়েছি, তা হ'লে সকলে আমাকে এক-ঘরে করবে—কেউ আর আমার ঘরে জলগ্রহণ করবে না। তাই বলি, এখন থেকে তুই অপনার পথ দেখ। আর আমার বাড়ীতে মাথা গলাস্‌নি। নে—আর রাণী, চ'লে আর।

ভীষ্ম। ধীরে যেও না! ক্ষণেক অপেক্ষা কর। তোমার কি হবে মা?

সত্য। কি যে হ'ল, তা এখনও বুঝতে পারছি না! কি হবে, তা কেমন ক'রে বলব?

ভীষ্ম। আমি যদি মা রাজ্যের অধিকার পরিত্যাগ করি?

সত্য। এমন অপর্যায় কথা আমি কেমন ক'রে বলব। তুমি মা ব'লে আমার কাছে এলে! যে আগ্রহে তুমি আমাকে মা বলেছ—আর সেই নামের সঙ্গে আর যে একটা কি নাম জড়িয়ে দিয়েছ—তাতে তোমাকে আর আমার গর্ভের সন্তানে ত প্রভেদ দেখতে পাচ্ছি না। আমি কেমন ক'রে তোমাকে বলব, তুমি আমার গর্ভের সন্তানের জন্ত রাজ্য ছেড়ে দাও?

ভীষ্ম। তুমি আমার মাই বটে। স্তন দাসরাজ—আর আপনারা পুরবাসী, আপনারাও সকলে শুনুন। এই স্তননীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হবে, সেই সন্তানই আমাদের রাজ্যাধিকারী। আমি তার জন্ত রাজ্যের সমস্ত অধিকার পরিত্যাগ করলুম।

শা। এ কি করলে—এ কি করলে প্রাণাধিক?

অ। এ কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলে রাজকুমার?

ভীষ্ম। এস মা, এইবারে আমার সঙ্গে এস!

দা-রাণী। বা—বা! এ যে চমৎকার ছেলে রে—কস ক'রে রাজ্যটা ছেড়ে দিলেক!

দা-রাজ। চমৎকার বই কি রাণি!—তুই মাহুঘের মত মাহুঘ বটে। তবে একটু অপেক্ষা কর, একটু দাঁড়া। যা বলি—তা ভারীই বলি! তবে কি জানিস বাপ, মায়া—মায়া—তুই ত রাজ্য ছেড়ে দিলি—কিন্তু তোর ছেলে? সে বেটা যদি মাঝখান থেকে বৈকে বসে?

ভীষ্ম। দাসরাজ! আমি ত বিবাহ করি নি!

দা-রাজ। হবে ত—বিয়ে করলেই ছ'পাচটা ছেলেও হবে ত—

দা-রাণী। গুরে রাজা—আর কাজ নেই—গুরে বুঝতে পেরেছি—ফাস্ত দে—এমন কথা কখন শুনি নি—এক নিশ্চেষ্টে রাজ্য ছেড়ে দিলে রে! গুরে আমার গা কাঁপছে—আর লয়।

দা-রাজ। তুই থাম।—যদি সে ছেলে আমার লাতির গলাটা ধ'রে সিংহাসন থেকে ফেলে দেয়?

শা। ল'য়ে যাও—অন্ধ আমি—

শূন্ত চারিধার!

ল'য়ে যাও কে আছ কোথায়।

ধ'রে ল'য়ে যাও দেবদ্রতে!

এ কি হ'ল?

এ কি ইচ্ছা মর্ধ্যভরী তোমার বিধাতা

ভীষ্ম। স্থির হও অন্তর আমার!

বসেছে ব্যাকুল ওই দেবতা গগনে,

অবিস্তৃত প্রিয়নেত্র চাহে তব পানে।

যেহে আছে নীরব প্রকৃতি,

বায়ু স্তম্ভ গতি—

নিখাস করিয়া বদ্ধ

পদতলে নিশ্চলা ধরণী।

এস সত্য-ধারা-রূপা জননী জাহ্নবী!

হৃদয়ের রক্তে, রক্ষে,

শক্তিরূপে পশ মা আমার।

অটল কর মা মোরে প্রতিজ্ঞা-পালনে।

স্তন দাস, প্রতিজ্ঞা আমার—

আজি হ'তে করিলাম ব্রহ্মচর্য্য সার।

আজি হ'তে ধরণীর সমস্ত রমণী
আমার জননী।
আজি হ'তে পুরুষশ্রেণে যে হইবে রাজা,
আমি তাঁর প্রজা।
আকাশ-বিহারী গুন অপরীরা।
আমি তার রাজ্যারক্ষা চির অঙ্গধারী।

নেপথ্যে। ধন্য ধন্য শান্তনুন্দন!

সকলে। ধন্য তুমি পুরুষ মহান!

নেপথ্যে। হে গাঙ্গের!

প্রতিজ্ঞা ভীষণ!

দেবসত্ত্ব দে কারণ

তোমারে করিল আজি ভীম নাম দান।

শ। বিচিঞ্জী কুমার! কার্য শেষ

কিছুমাত্র নাহি বলিবার—

বর দিগ্ধ, আজি হ'তে ইচ্ছা-মৃত্যু তুমি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উদ্যান।

অম্বা, শাব ও সখীগণ।

অম্বা। সখি, অতিথি আজি বিদায় গ্রহণ করবেন।

তোরা সকলে তাঁর উপযুক্ত সন্মতি কর।

(সখীগণের গীত)

এস রণজয়ী, এস রণজয়ী,

হুস্মাগত পুরুষবর,

বল রণজয়ী! বল রণজয়ী,

কোন দেশে ছিল তোমার থর,

আসিলে, দেখিলে, জিনিষে, ধরিলে,

গাথিলে মরম মরম'পর

বিধিলে নয়নে নয়নাপাঙ্গ

নিয়ালার খেলা করিলে সাজ,

বরের পরশে কাঁপিলে অঙ্গ,

এত কি কঠোর কুহুম-শর॥

শাব। অম্বা! তোমার রূপগুণের কথা শুনে,

তোমাকে শুধু দেখ'বার জন্য তোমাদের গৃহে অতিথি

হয়েছিলুম। আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। আমি
অতিথ্য গ্রহণ করতে এসে, তোমার এই কোমল
কর ভিক্ষা পেয়েছি।

অম্বা। আমারও অতিথ্য সার্থক হয়েছে। আমি
আপনার নাম, রূপ ও গুণগ্রন্থের কথা শুনে, বহুদিন
থেকে আপনাকে দেখ'বার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলুম।

শাব। আমিও হয়েছিলুম। লোকমুখে শুনতুম,
অপূর্ণ রূপ-জ্যোতিতে অরণ্য আলোকিত করতে ধনু-
র্বাণ করে তুমি যুগ্মা করতে যাও। এ বীরনারী
দর্শনের দোস্ত আমি পরিত্যাগ করতে পারি নি।
এসে আমার নয়ন-মন চরিতার্থ হয়েছে। এখন
চল রাজকুমারি, তোমার বৃদ্ধ পিতার কাছে গিয়ে,
তাঁর সমক্ষে তোমার পানি প্রার্থনা করি।

অম্বা। যদি পিতা দানে অমত করেন?

শাব। পানিগ্রহণের সাহস না থাকলেও আমি
এখানে আসি নি, কর দিয়ে তোমার কর স্পর্শ করি
নি। কুলে, শীলে, শক্তিতে আমি কাশীরাজের চেয়ে
কোনমতে নান নই। আমি তোমার কর প্রার্থনা
করলে, তোমার পিতা কোনমতে আমাকে প্রত্যাখ্যান
করতে সাহস করবেন না। তুমি নিঃসঙ্কোচে আমার
সঙ্গে এস।

অম্বা। আর যেতে হবে না, ওই পিতা আপনার
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন।

(কাশীরাজের প্রবেশ)

কা-রা। অম্বা! (শাব কর্তৃক অম্বার হস্তত্যাগ)

অম্বা। মহারাজ!

কা-রা। অতিথির সমাক সন্মতি করেছ?

অম্বা। যথাসাধ্য করেছি।

কা-রা। যথাসাধ্য কেন অম্বা! বল, সাধের
অতিরিক্ত করেছ। অতিথি গৃহস্থের বাড়ীতে
এলে তাকে অন্ন-পানাদিতে ভূষ্ট করতে হয়।
এই হ'চ্ছে শাস্ত্রের ব্যবস্থা। কিন্তু তুমি
শাস্ত্রাদেশের পারে চ'লে গিয়েছ! অতিথিকে পানিদান
করেছ।

শাব। মহারাজ! তাতে আপনার কণ্ঠার
কোনও অপরাধ নেই। অপরাধ এই হতভাগ্য
অতিথির।

কা-রা। হারই অপরাধ হ'ক, আমি বৃদ্ধ, কিন্তু
বিপন্ন।

শাশু। আপনার অন্তরের কথা আমি বুঝেছি।

কা-রা। আমিও আপনার অন্তরের কথা বুঝেছি।

আপনি এখন আমাকে বলিবেন, আমি শাস্ত্ররাজ—
আমি যখন আপনার কন্ঠার হাতে হাত দিয়েছি,
তখন আপনার বিপন্ন হবার কোনও কারণ
নেই।

শাশু। আপনি কি আমার যোগ্যতায় সন্দেহ
করেন?

কা-রা। এ কথা বললে আপনিও কি আমার
কথার শ্রদ্ধা করবেন?

শাশু। না, তা কব্ব না, বরং এ কথা যে
দেও আপনার মুখ থেকে বেরবে, সেই দেওই
আমি আপনাকে মতিহীন বাতুল ব'লে অশ্রদ্ধা করব
এবং আপনার রাজ্যের সমস্ত রথীকে সমরে আহ্বান
ক'রে, আমি সবার সমক্ষে বলপূর্ব্বক অত্যাচার
নিয়ে নিজরাজ্যে রাজ্যেশ্বরের আসনে স্থান
দেব।

কা-রা। এতই যদি তোমার বলের অহঙ্কার
শাস্ত্ররাজ, তা হ'লে আমার অজ্ঞাতসারে গোপনে আমার
কন্ঠার করধারণ করলে কেন?

শাশু। জানি, কাশীরাজ এমন হীনবুদ্ধি ন'ন যে,
আমি তাঁর কন্ঠার কর প্রার্থনা করলে, তিনি আমাকে
প্রত্যাখ্যান করবেন। শাস্ত্ররাজকে কন্ঠাদান করলে
কাশীরাজের গৌরব শতগুণে বর্দ্ধিত হবে। এই বিশ্বাসে
আমি অস্ত্রের কর গ্রহণ করেছি।

কা-রা। অত্যাচার!

অত্যাচার! মহারাজ!

কা-রা। তুমি আমার অনুচা যুবতী কন্ঠা। তথাপি
তোমাকে এই যুবক ছদ্মবেশী অতিথির সেবার ভার
কেন দিয়েছিলুম তা জান?

অত্যাচার। এই মাত্র জানতুম, আপনি অশ্রদ্ধ ব'লে
আমাকে অতিথি-সেবার অধিকার প্রদান করে-
ছেন। এ ছাড়া যদি আপনার অস্ত্র কোনও অভিশ্রম
থাকে, তা আমি জানি না।

কা-রা। তা জানি না?

অত্যাচার। এই যে বললুম পিতা।

কা-রা। ভাল, তা না জানি, কিন্তু এটা ত জানি,
তোমার অপর দুই ভগিনী অন্তঃপুরচারিণী, কিন্তু তুমি
পুত্রের হ্রায় জনসঙ্কেত রথো বিচরণ করবার অধিকার
পেয়েছ?

অত্যাচার। তা জানি, কিন্তু কেন, তা জানি না।

কা-রা। যদি না জানি, তবে শোন। আর তোমার
সঙ্গে সঙ্গে তোমার গুপ্ত প্রণয়ীও এ কথা শুন।
আমি পুত্রহীন ব'লে, সন্ত্রীক বিশ্বনাথের আরাধনা
করেছিলুম। কিন্তু বিশ্বনাথ আমাকে পুত্র না দিয়ে
তিন কন্ঠা দান করেন। আমার রাজ্যরক্ষার জন্ত আমি
তোমাকে পুত্রভাবে পালন ক'রে এসেছি, পুত্রোচিত
শিক্ষা দিয়েছি। তাই তোমার চরিত্রবল পরীক্ষার
জন্ত আমি তোমার উপর এই অতিথি-সংস্কারের ভার
দিয়েছিলুম।

অত্যাচার। বড়ই ভুল করেছিলেন মহারাজ!
মহেশ্বর যখন আপনাকে পুত্র দেন নি, তখনই আপনার
বোঝা উচিত ছিল, আপনার কন্ঠা পুরুষ-হৃদয় নিয়ে
জন্মগ্রহণ করতে পারে না। আপনার বোঝা উচিত
ছিল, যতই আমাকে আপনি পুরুষের হ্রায় প্রস্তুত
করতে চেষ্টা করুন না, তথাপি আমি নারী। পুরুষ-
শ্রেষ্ঠ এই নরপতির প্রেমাভাব প্রাপ্ত হয়ে আমার
নারী-হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে।

কা-রা। তা বেশ হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে
তোমার সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে, আমার রাজ্যের উত্তরাধি-
কারীর অভাব অনুভব ক'রে, আমারও প্রাণ উদ্বেলিত
হ'য়ে উঠেছে—অত্যাচার কথায় এসেছে।

শাশু। সে এদিকেও এগেছে, ওদিকেও এগেছে।
বয়সাবদ্ধ মহারাজ, এখন কন্ঠার এই কর-প্রার্থীর উপর
আশীর্বাদ করুন।

কা-রা। করপ্রার্থী নও শাস্ত্ররাজ, তুমি কর-
গ্রাহী। এ সাহস তোমার কেন হয়েছে বলব?
তুমি জান, আমি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, তোমাকে কন্ঠা-
দানের অনিচ্ছা থাকলেও বাধা দিতে পারব
না।

শাশু। বাধা দেবার কি ইচ্ছা আছে?

কা-রা। মনে মনে আছে বই কি।

শাশু। বেশ, তা হ'লে আপনার হৃৎকরবার
প্রয়োজন নেই রাজা! আমি আপনার কন্ঠাকে
একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত এখানে রেখে
যাচ্ছি। যদি আমাকে কন্ঠাদান অনভিপ্রেত হয়,
তা হ'লে ইতিমধ্যে যে কোন রথীকে এনে আপনি
বাধা দেবার চেষ্টা করুন, আমার তাহাতে কোনও
আপত্তি নেই।

কা-রা। আপনিও শুন শাস্ত্ররাজ, আমি আমার

এই কত্থাকে পুত্রিকা ক'রে রাখ'ব ব'লে অভিমাত্র করেছিলুম। অর্থাৎ আমি এই কত্থাকে এই মর্মে দান করব মনে করেছিলুম যে, এই কত্থার গর্ভে যে সন্তান হবে, সে আমার উত্তরাধিকারী হবে। সে পুত্রের উপর আমার জামাতার কোনও অধিকার থাকবে না। আপনি এই মর্মে এই কত্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন কি শাশুরাজ ?

শাশু। অরু, খল, কাপুরুষ ভিন্ন অস্ত্রে কেহই একুশ মর্মে আপনার কত্থা গ্রহণ করবে না।

অথ। আত্মহত্যা করব, সেও ভাল, তথাপি আমিও একুশ ঘণ্টা মর্মে আত্মদান করব না।

কা-রা। বেশ, তবে অপেক্ষা করুন। আমার অঙ্কালিকা ও অধিকার নামে অপর দু'টি কত্থা আছে। যদি বিবাহ দিই, তা হ'লে তিনটি কত্থারই এক সঙ্গে বিবাহ দেব। আমি অগ্র্যেই হস্তিনাপুরের রাজা ভীষ্মের কাছে এই মর্মে দূত পাঠিয়েছি। এখন ভীষ্ম যদি অম্বার পাণিগ্রহণেই ইচ্ছা করেন, তা হ'লে কি হবে শাশুরাজ !

শাশু। ভীষ্ম! সে কে ? ভীষ্ম হস্তিনাপুরের রাজা, এ মিথ্যা সংবাদ আপনাকে কে দিলে ? ভীষ্ম ? সেটা ত কাপুরুষ, নপুংসক। কাপুরুষ ব'লে সে জায়া প্রাণা রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করেছে। ক্রীষ ব'লে সে বিবাহ করবে না, প্রতিজ্ঞা করেছে। পুরুষ হ'লে কখনও কি একুশ প্রতিজ্ঞা করে ? শাস্ত্রের মৃত্যুর পরেও ভীষ্ম রাজ্যাগ্রহণ করতে সাহস করে নি। হস্তিনাপুরের প্রকৃত রাজা এখন বিচিত্রবীণা—ভীষ্ম তার আশ্রিত ভৃত্য। (হাত) রাজা, বয়সের সঙ্গে কি আপনার এতই বৃদ্ধি লোপ পেয়েছে যে, আপনি বেছে বেছে একটা ক্রীষকে ভাস্কর্য্যদে বরণ করতে নিমন্ত্রণ করেছেন ?

অথ। পিতা! করুণা ক'রে এই মহাম্ভার হাতে আমাকে অর্পণ করুন।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! ভীষ্মের কাছে গিয়ে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছি। তাই শুনে তিনি বলেছেন যে, আপনি যদি কত্থাকে বীৰ্য্যন্তরা কল্পতে পারেন, তা হ'লেই তিনি আসতে পারেন। নতুবা ভিক্ষাশ্রম তিনি আপনার কত্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন না।

কা-রা। শাশুরাজ! বিধাতা আপনার ইচ্ছামত

আপনার প্রেমের উত্তর দিয়েছেন। আমি একেবারে তিন কত্থাকেই বীৰ্য্যন্তরা ক'রে স্বরক্ষা করব।

অথ। রাজা! আমি জানি, আপনি জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। সুতরাং আমিও বীৰ্য্যন্তরা হবার গৌরবলোভ ত্যাগ করতে পারছি না।

শাশু। এ ত আনন্দেরই কথা অথ। তবে এ বীরত্বের পরীক্ষায় তোমার দুটি ভগিনী তোমার সপত্নীরূপে পরীক্ষিত হবে। তা হ'লে আসি মহারাজ! আমি আর এক মূর্তিতে অগণ্য রাজত্বপূর্ণ কানীশরাজের সভায় নির্দিষ্ট দিবসে উপস্থিত হব।

অথ। মহারাজ! আমি দে গুপ্তভিনয়ের অপেক্ষারইদূর, যে দিন প্রভাকরপত্নী ছায়ায় ভ্রায় আমি রাজসভা থেকে বরণা প্রভুর অনুগামিনী হব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

(ছাত্রের গীত)

আমারে কাদারে চ'লে গেছে চ'লে গেছে সে।

(ওগো) আমারই করম দোষে ॥

সে পথে চলিতে মানা,

সঙ্গে যাওয়া হ'ল না,

সাথে গেছে চোখের ধারা দূ প্রবাসে ॥

তটিনী রূপ ধ'রে কাদিছে বিবিরাম—

এস হে ফিরে এস স্বদেশে গুণধাম,

তোমারি পদতরি আকুল বুকে ধরি

উজান ব'রে ফিরি আপন দেশে,

যেথা তোমারি সে আছে ব'লে পথেরি পাশে।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। থাকে থাকে জাগে স্বপ্নকথা!

সংসারের কোলাহল করি অতিক্রম

অতি হৃদয় বড়ল ব্যভার,

থাকে থাকে বীরে

আশাত করে সে এই দেহ-পুরস্বারে।

বলে "আমি সঙ্গে যাব করেছিছ পণ,
অভিলাষে সঙ্গে সঙ্গে করি আগমন।
কিন্তু তব প্রতিজ্ঞা দারুণ
বেড়াক্রমে ধেরে তোমা করিছে ভ্রমণ;
অতিক্রমি পামপদ পরশিতে নারি।
হে প্রভু! হে হৃদয়-ঈশ্বর!
দূর হ'তে দেখি আমি,
দূর হ'তে করি নমস্কার।
দূর হ'তে চক্ষুজল নিত্য স্রোতরূপে
অলক্ষ্যে তোমার পদে ঢালি উপহার।
তুলে লও একবিন্দু, ধর হে হৃদয়ে
আকুল হিয়ার দান—
ক'র নাকো তার অপমান।
শুন নাথ!
কল্লারস্ত হ'তে আমি আশ্রিতা তোমার।"
কেবা বলে, কেন বলে?
আমি ব্রহ্মচারী
ধরণীর যত নারী জননী আমার।
ক্ষণমাত্র যেই লই নিজার আশ্রয়—
মুহূর্ত্তে ধরণী ছেড়ে
যেই আমি চলি স্বপ্নদেশে,
অমনি সে করুণা-সঙ্গীতে
ছেরে যায় সমস্ত গগন।
স্বপ্ন-জগতের সেই সুধাময়ী ধারা
মুহূর্ত্তে অন্তরে মোর
কোন্ দূরান্তরে ল'য়ে যায় ভাসাইয়া।
কেন যায়, কেবা যায় ল'য়ে?
স্বপ্নরাজ্যে কেবা তুমি এত শক্তিদারা—
হিমালয় সদৃশ এ অটল হৃদয়
নিমিষে টলায়ে দাও তুমি?
হে মনোজ্ঞা সঙ্গীতরূপিণী!
শুন মম বাণী—
আমি, আকুমার ব্রহ্মচারী
ধরণীর যত নারী জননী আমার।
সত্য মোর একান্ত আশ্রয়
সত্য-বলে জগতে নির্ভয় আমি।
শুন দেবি—যেথা থাক করহ শ্রবণ
মম পণ—
আজি হ'তে যত দিন রব ধরাতলে
আমি হ'তে নির্ভাসিত করিছ স্বপনে।

সম্মতির জ্ঞান রাজ্য আজি হ'তে
আশ্রয় আমার।

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। এ কি প্রতিজ্ঞা করলে পুত্র!
ভীষ্ম। কে ও মা? তুমি? এ কি আমি সত্যই
তোমাকে দেখছি—না এখনও আমি স্বপ্ন দেখছি?
গঙ্গা। না পুত্র, আর ত তুমি স্বপ্ন দেখবে না।
সত্যই তুমি আমাকে দেখছ।
ভীষ্ম। মা! নবপরিচিত পিতৃদেব সম্মুখে বহুতে
আমি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করেছি। তোমাকে
দীপ্তচক্ষে আমি বিসর্জিত হ'তে দেখেছি। তুমি
কেমন ক'রে আবার এলে মা?
গঙ্গা। তোমার ভীষণ প্রতিজ্ঞা আমাকে এখানে
এনেছে। এই মুহূর্ত্তপূর্বে তুমি স্বপ্নকে এ জন্মের
মত পরিচয় করলে। আর নিজা তোমার চোখের
পলক স্পর্শ করবে না। চিরবিনিমিত্ত যোগিরাজ তোমার
স্বপ্নকে আশ্রয় ক'রে, স্বপ্নরাজ্যের কত অধিবাসী জীবন
ধারণ ক'রে আছে, তা ত তুমি জান না। আমিও
তাদের মধ্যে এক জন। বিস্ময়চরণে উদ্ভূত হয়ে,
ব্রহ্মার কণ্ঠলুতে বাস ক'রে, হরজটায় নৃত্য ক'রেও
আমি সন্তান-বাৎসল্য ত্যাগ করতে পারি নি। তাই
স্বপ্নাবিষ্ট তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে মাঝে মাঝে আমি
চিন্তের তৃপ্তিসাধন করতুমি। আজ তোমার সঙ্গে দেখা
করতে এসে দেখি, তুমি চিরজাগরণ-ব্রত গ্রহণ
করেছ। তাই আমাকেও বাধ্য হয়ে এই জাগ্রতের
রাজ্যে আসতে হয়েছে।

ভীষ্ম। মা! যদি জানেন, তা হ'লে অহুগ্রহ ক'রে
বলুন, আমার স্বপ্নাবস্থায় ক্ষীণ করুণকণ্ঠে কে রমণী
নিত্য আমার কাছে এসে জন্মন করে।

গঙ্গা। জানি, কিন্তু বলব না। আর তুমিও
আর কখন তা জানবার অভিলাষ ক'র না। ইচ্ছা-
মুহূর্ত্তে যোগি, তা জানলে, যে জন্তু তোমার কাছে
এসেছি, সে কার্য সিদ্ধ হবে না। তোমার মানব-
জীবনের কার্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তার পরিচয়
প্রাপ্তিহীন তোমার মৃত্যু-ইচ্ছা হবে।

ভীষ্ম। বেশ মা, আর জিজ্ঞাসা করব না, এখন
কি জন্তু অধম পুত্রের কাছে এসেছেন বলুন?

গঙ্গা। তুমি আকুমার ব্রহ্মচার্যের প্রতিজ্ঞা

করেত। তোমার ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্বের সঙ্গে
বৈরথ দ্বন্দ্ব অপ্রাপ্যবরসেই প্রাণ দিয়েছে। এই জন্য
তোমার পিতৃপুরুষ পিণ্ডলোপভয়ে আবার ব্যাকুল
হয়েছেন।

ভীষ্ম। ভাট বিচিত্রবীৰ্য্য ত বর্তমান। একটু
প্রাপ্যবর হ'লেই আমি তার বিবাহের ব্যবস্থা করব।

গন্ধা। তা ক'রতে পারি, কিন্তু যে পুত্র স্বেযোগে
তুমি তোমার ভ্রাতার বিবাহ দেবে, সে শুভ স্বেযোগ
যদি তার কীবদশায় আর উপস্থিত না হয়! তুমি
প্রতিজ্ঞা করেত, কত্যা বীরাণ্ডলা না হ'লে তাকে
পৌরব-গৃহে আনবে না।

ভীষ্ম। না মা, তা আনব না। এতে যদি
বংশলোপে পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ হয়, তার আর
শ্রুতীকার নেই।

গন্ধা। কিন্তু সেই শুভ স্বেযোগ এসেছে। আমি
সেই সংবাদটি তোমাকে দিতে এসেছি। তুমি জান,
কিছুদিন পূর্বে কাশীরাজ তাঁর কন্যার বিবাহের জন্য
তোমার কাছে ভাট পাঠিয়েছিলেন।

ভীষ্ম। জানি।

গন্ধা। তাঁরই তিন কন্যা স্বয়ম্বর।

ভীষ্ম। কই, তা ত আমি জানি না।

গন্ধা। কোন শক্তিমান নরপতি নিজেকে সেট কন্যা-
দ্বয়কে গ্রহণ করবার অভিলাষে কৌশলে তোমার
কাছ থেকে এ সংবাদ গোপন করেছেন। আজ এই
মুহুর্তে যদি তুমি কাশীরাজের ব্যুৎধানী অভিযুখে যাত্রা
না কর, তা হ'লে কোনওমতে সময়ে স্বয়ম্বর সভায়
উপস্থিত হ'তে পারবে না।

ভীষ্ম। যথা আজ্ঞা জননী, এই মুহুর্তেই আমি
কাশীরাজ্য অভিযুখে যাত্রা করব।

তাজ নিঙ্গা, জাগো যোধগণ!

ঘন অন্ধকার-ভেদি রণ-নিমন্ত্রণ।

অটুহাসি হাসে শুই সমররঞ্জিনী।

বাক্সাও দামামা তেরী,

শঙ্খসবে পুরাও গগন।

মুহুর্ত ভিতরে রণসজ্জা প'রে

পূরধারে সমবেত হও সব রথী।

পালের বিলাছে কার্যা পণ্ড হয়ে যাবে।

নমি আমি চরণে জননি!

আশীষ করহ আমারে দান।

আমি ভাগবান—

এখনও মা মেহমশে অধম সন্তানে

রেখেছ অমৃতপূর্ণ ছাসা-আবরণে।

গন্ধা। যে চিরমঙ্গলময় মোরে

ইন্দ্রতুলা সন্তানের করেছেন মাতা,

সেই সিদ্ধিদাতা ভগবান্

করুন তোমার পুত্র মঙ্গল বিধান।

[গন্ধার প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

স্বয়ম্বর সভা।

শাধ, রাজগণ ও কাশীরাজ।

কা-রা। সমাগত রাজতত্ত্বর্গ, আমি আপনাদের
কাছে যা নিবেদন করছি, তা আপনারা অবহিত
হয়ে শ্রবণ করুন। ভগবান্ শঙ্করের বরে আমি বৃদ্ধ-
বয়সে তিন কন্যারই লাভ ক'রেছি। কিন্তু লাভ
করবার পর থেকেই আমি চিন্তাভারে একান্ত অশক্ত। আমি
একে বৃদ্ধ, তার ওপর রোগে একান্ত অশক্ত। তিনটি
কন্যাকে উপযুক্ত বরে সমর্পণ না ক'রতে পারলে
আমার যে কর্তব্যের একটা বিশেষ ক্রটি হবে, এই
ভেবে আমি রোগশয্যায় প'ড়ে ব্যাকুল হয়েছিলুম।
সেই অবস্থাতেই আমি মনে মনে স্থির ক'রেছিলুম,
যেই আমি যোগযুক্ত হব, অমনি যোগ্য কুল থেকে
উপযুক্ত পাত্র সন্ধান ক'রে, কল্যাণশীল সন্তান
করব। এই ভেবে, আমার যোগ ফল মনে ক'রে,
হস্তিনারাজের কাছে আমি প্রথমে দূত প্রেরণ করি।
হস্তিনাপতি ভীষ্ম—

শাধ। ভুল—ভুল—মহারাজ, আপসি ভ্রম
করছেন—ভীষ্ম হস্তিনাপতি নয়।

সকলে। না, না—ভুল—ভুল—আপনার বিরাট
ভুল।

শাধ। হস্তিনাপতি বিচিত্রবীৰ্য্য। ভীষ্ম তার
একজন ভৃত্যমাত্র।

১ম রা। শামাজ ভৃত্য—মন্ত্রীও নয়, সেনাপতিও
নয়, অমাত্যও নয়—শামাজ ভৃত্য।

সকলে। মাইনে পায় না।

কা-রা। বাক্, অত সংবাদ রাখবার আমার
অবসর হয় নি। ভীষ্ম দূতমুখে আমার প্রস্তাব শুনে

বলেছিলেন, আমি যদি কত্ভাগুলিকে বীর্ণাশুভ করি, তবেই তিনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেন, নতুবা ভিক্ষাস্বরূপ তিনি কত্ভা গ্রহণের ইচ্ছা করেন না।

সকলে। ভণ্ড—ভণ্ড—প্রচণ্ড ভণ্ড—সে জানে, কেউ তাকে নিমন্ত্রণ করবে না।

কা-রা। তা তিনি যাই হ'ন, তাঁর কথা মত তাঁর বীরত্বে বিশ্বাস ক'রে, আমি কত্ভাগুলিকে বীর্ণাশুভ করেছি এবং যিনি যিনি আমার কুলের উপযুক্ত বংশ-গোরবে গরীয়ান, সেই সেই নৃপতিকে নিমন্ত্রণ করেছি। কিন্তু যার কথায় এ কার্য্য করেছি, তিনি ভিন্ন আর সকলেই আজিকার সভায় উপস্থিত।

শা-ব। যাদের বৃক বল আছে, যারা যথার্থই ক্ষত্রিয়দের অভিমান রাখে, তারা আপনার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারে নি। যে বীরপুরুষ পিতৃকর্তৃক রাজ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, পিতার মৃত্যুর পরেও রাজ্যগ্রহণ করতে সাহসী না হয়ে যে সিংহাসনে একটা বালককে বসিয়ে পৌত্রবংশের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, সে যে এই স্বয়ংবর-সভায়—এ বীরগুহলীর মাঝে—কখনও উপস্থিত হবে না, এ আপনার পূর্বেই বোঝা উচিত ছিল।

কা-রা। এখন আমার কর্তব্য কি, আপনারা সকলে একবাক্যে বলুন। আপনারা সর্ববাহিনীসম্মতি-ক্রমে আমার কত্ভাগুলিকে যে ভাবে সম্ভ্রাদান করতে বলেন, আমি সেই ভাবেই সম্ভ্রাদান করতে প্রস্তুত আছি।

১ম রা। তা হ'লে কত্ভাগুলিকে সভায় আনয়ন করুন। তাদের না দেখলে আমরা মৌমাংসা করতে পারব না।

শা-ব। তাদেরও অভিপ্রায় জানা আমাদের সকলের কর্তব্য। কাশীরাজ। রাজগণের অভিপ্রায় মত অগ্রে আপনার কত্ভাগুলিকে সভায় আনয়ন করুন।

সকলে। সর্ববাদি-সম্মত। কত্ভা আনয়ন করুন—কত্ভা আনয়ন করুন।

কা-রা। বেজধারিণি! কত্ভাগণকে সভামধ্যে আনয়ন কর।

(সবীগণপরিবৃত্তা অহা, অঘালিকা ও অধিকার প্রবেশ)

শা-ব। (স্বগত) বা! বা! এ তিন কত্ভাই

১ম—১২

যে অপূর্ণ হৃদয়। এর একটরও লোভ আমি সংবরণ করতে পারছি না। ভীষ কি, তাঁর শক্তি কিরূপ—আমি জানি না! কিন্তু এই কটা রাজাকেই আমি ফুৎকারে দিগন্ত উড়িয়ে দিতে পারি। আমি এ সুবিধা কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না। আমি এ মেঘগুলোকে সমরে পরাস্ত ক'রে তিন কত্ভাই গ্রহণ করব।

কা-বা। কি করব, এইবারে আপনারা অহুমতি করুন।

১ম রা। স্বয়ংবর—স্বয়ংবর—তিন কত্ভার প্রত্যেককে স্ব স্ব মনোমত পতি-নির্বাচনের আদেশ করুন।

২য় রা। না, না মহারাজ, কুলশীল—কুলশীল—যে কুলশীলে সর্বশ্রেষ্ঠ হবে, তাকে দান করুন।

৩য় রা। না—মহারাজ—বিজ্ঞত—বিজ্ঞতা। বধসে অথবা জ্ঞানে যে শ্রেষ্ঠ, তাকে দান করুন। আপনার কত্ভাগুলি লুপ্ত থাকবে।

(অবশিষ্ট সকলে—ভিক্ষা—ভিক্ষা—ইত্যাদি বলিয়া চাঁৎকার করতে লাগিল)

শা-ব। স্থির হও কাপুরুষগণ! তোমাদের পুরুষত্বের মর্ম্ম তোমাদের উত্তরবেই প্রতিপন্ন হয়েছে। উন্নত কাশীরাজ, আপনি যে মর্ম্মে কত্ভাদান করবার জ্ঞান আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করেছেন, আমি তা ভিন্ন অজ্ঞ কোনও উপায়ে আপনার কত্ভাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করি না। আমি একমাত্র বার্ষাশুভে আপনার কত্ভাকে গ্রহণ করব।

অহা। শুন হে রাজগুণগণ!

ক্ষত্রিয় রমণী ব'লে যেই নারী

করে অভিমান,

স্বামীর বীরত্ব-গর্বে

একমাত্র অলঙ্কার তার!

বীরত্ব স্বামীর রূপ, বীরত্ব ঘোঁষন,

বীরত্ব তাহার পূর্ণ জ্ঞানের পরিচয়।

বীরত্ব-বিহীন যেরা—

সে অত্যাগা, মননের মূর্ত্তি যদি ধরে,

সে অপূর্ণ দেহরূপ

বীরাসনা-চক্ষে ধরে মর্কটের শোভা।

শুন সব মর আবেদন,

সমরে বিজয়ী হ'য়ে

বেবা মোরে করিবে গ্রহণ
আমি তাঁর নারী।
তাহার চরণ স্মরি
আগে হ'তে তাঁর পদে করি আমি নতি।
শাব। ধন্ত তুমি নরেন্দ্রনন্দিনি!

বীর্ঘ্যগুহে—

আমি তব পাণি লাগে করি আবেদন।
সমরে আত্মান করি
কেবা কোথা আছ শক্তিধারী
সাধা থাকে দাও এসে বাধা।
আমি কালীরাজ-কন্ডালাতে
করিয়াম বাহর প্রসার।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। যত্নপি মৃত্যুর ভয়
না থাকে তোমার,
কর রাজা বাহর প্রসার।
নহে, এই দণ্ডে ক্ষুদ্র বাহু কর আকুলন।
বিন্ময়ে চেও না মুখপানে
ক্ষত্রবীর প্রতিবন্দী সনে
অস্ত্রে অস্ত্রে কর পরিচয়।
ধর্ম অস্ত্র মহাশয়,
এখনি হউক স্থির রাজস্ব-সমুৎপে
রমণীর অঙ্গস্পর্শে যোগা-বীর কেবা।
সকলে। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে—বাঁড়ের
শব্দ বাধে ধরেছে।

অম্বা। এ কি এ বিচিত্র বিধি-লীলা!
দেবকান্তি তীত্রজ্যোতিমান,
কোথা হ'তে আগমন? কে ইনি মহান?
পীনন্দ, দীর্ঘবাহু, প্রশান্ত গম্ভীর,
গজেন্দ্র বিক্রম, সিংহগতি।
রূপসিদ্ধিশিরে উচ্চ তরঙ্গের মত,
যুবতী-সদয় তটে করিতে আবাতি
কোথা হ'তে কে এল এ পুরুষ-প্রধান?
কোথা শাব? কোথা মোর পণ?
কোথা তুমি মকর-কেতন—
শরঙ্গপ কোথা তীর তব?
দেখ চেয়ে বিন্ময়ে বিহ্বলা আমি নারী।
বুঝিতে না পারি, কোথা মোর ধাম,
কিবা—কিবা—কি হবে আমার পরিণাম।

ভীষ্ম। এ কি রাজা, স্থাপু মত
কি হেতু নিখর?
কর্তব্য করছ স্থির—
গুনে বীর্ঘ্যপণ—বিনা নিমন্ত্রণ,
আসিয়াছি কত্কা আমি করিতে গ্রহণ।
থাকে সাধা, বাধা দাও মোরে।
নহে, হেটমুণ্ডে যুবতীরে করিয়া প্রণতি,
ক্ষতগতি সভাগুল কর পরিহার।

শাব। বাতুল করিয়া জান,
উত্তরে বুঝিয়া অপমান,
রে অভাগা,
নীরবে দেখিতেছিছ মত্ততা তোমার।
দেখিলাম, মৃত্যুপিপাসায়
পতঙ্গের প্রায়
কোথা হ'তে এলি তুই অনলের মুখে।
আর মূর্খ বতিহীন,
এ দম্ভ অদম্ভ মৌর—
এখনি মিটাই তোর মৃত্যুর পিপাসা।
(অন্তঃস্বর, শাধের পরাভব ও পলায়ন)

অম্বা। এ কি হ'ল?
মুহুর্তে সাধের স্বপ্ন চূর্ণ হ'য়ে গেল!
ভীষ্ম। গুন কালীরাজ!
আমি ভীষ্ম শান্তনু-নন্দন
বীর্ঘ্যপণে তব কত্কা করিছ গ্রহণ।
গুন সর্ব সভাস্থ নরপতি,
বাধা দিতে যদি থাকে মতি,
সমরে আত্মান করি সব।
একেক দৈরথ রণে
অথবা সমষ্টি শক্তি একত্রীকরণে,
যে উপায়ে, যে কৌশলে,
বাধা দিতে থাকে অভিলাষ,
এস এস সবারে করিছ নিমন্ত্রণ।
[অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে লইয়া
ভীষ্মের প্রস্থান।]

১ম রাজা। এক সঙ্গে যদি, তবে আর ভয় কি?
এস ভাই, সকলে মিলে আমরা ভীষ্মকে আক্রমণ করি।
সকলে। এক সঙ্গে যদি, তবে আর ভয় কি—
মারি—মারি—মারি।

[রাজগণের প্রস্থান।]

(নেপথ্যে)। পালা—পালা—আর বুকে কাজ
নেই, পালা।

কা-রা। বক্তা আমি, বীরশ্রেষ্ঠ
জামাতা আমার।
কই শাব—কোথা শাব—
কোথা তুমি—কোথা মহাবীর ?
বুদ্ধ দেখে বীরদর্প,
গোপনে প্রেমের আলাপ—
কোথা শাব, কোথা হে রাজন ?
ধর কস্তা—সে যে ওঠে হস্তিনার রথে !
কই শাব ? ওই শাব।
ভীষ্মের হুতীত শরে
লাকে লাকে পলারনে বালালীলা করে।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর।

(সত্যবতী ও বিচিত্রবীর্য়োর প্রবেশ)

সত্য। পুরদ্বারে দাও পূর্ণঘট,
সমস্ত তোরণ আজি সাজাও পল্লবে।
আসে ক্রান্ত রণজয়ী, এস, পুরনারী ;
সারি সারি, পথ-পার্শ্বে রহ দাঁড়াইয়া,
আনন্দে বাজাও শব্দ, কর' জয়-গান,
গৃহে গৃহে উল্লাসের তুল প্রতিলিখনি।
বিচিত্র। কোথা আর্ঘ্য গিয়াছিল মাতা ?
সত্য। তোমার গৌরব-লক্ষী
আনিতে সন্তান !
ধরাধারে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান তুমি।
শৈশবে পেয়েছ রাজ্য,
সত্তত দেবতা রক্ষী তার।
তবে আজ পৌরব, তোমার
আসে ভারে ভার।
নিজাভঙ্গে শয্যা তাজি শুন হে বালক,
আজি, বিনা বুকে সার্কীভোম বিশ্বজয়ী তুমি।
বিচিত্র। কেমনে মা, বুঝিতে না পারি।
বিনা বুকে বিশ্বজয় ? বড়ই বিস্ময়।

সঙ্গে সঙ্গে ভয় ছাড়ে আগে,
এও কি কখন হয় ?
এ বুঝি স্বপ্নের খেলা !
বল মা, এ স্বপ্নকথা নয় ?
সত্য। না পুত্র, স্বপ্নকথা নয় ?
মুক্ত চক্ষে প্রতিদিন দেখিতেছি আমি।
সে দৃষ্ট স্বপ্ন মনে ক'রে
কত দিন উঠেছি শিহরি।
মনে করি দেখি বাহা, সে বুঝি তা নয়।
জিকুবনে কে গুনেছে কবে—
ছায়তঃ ধর্ম্যতঃ প্রাপ্য নিজ অধিকার
অবহেলে করি পরিহার
বিশ্ব জয় শক্তি ল'য়ে
কে কবে রে বালকের ভূতাক্রমে কিরে ?
বিশ্ব-বিমোহন-রূপে
দেব-দেহ করি আবরণ
ফলমূল্যশনে করে জীবন ধারণ ?
জগতে জননৌ সর্বনারী জ্ঞানে,
ঋষি-আচরণে বাল ব্রহ্মচারী ?
সব সত্য, কিন্তু বুঝি এটা স্বপ্নকথা,
রে বালক, আমি তার মাতা।
হেন নররাজ সন্তান আমার !
ওই শুন, বাজিল ছন্দুতি।
এস বৎস, ঘাই আগুসারি,
গৃহে প্রবেশিল মোর বিজয়ী সন্তান !
(মঙ্গলঘট শব্দ লইয়া পুরবাসিনীগণের প্রবেশ)
(অধা, অস্থালিকা ও অস্থিকাকে লইয়া
ভীষ্মের প্রবেশ)

(গীত)

সার্থক ধনুধারণ হে জাহ্নবী-জীবন।
হে কোরব-কুল-গৌরব শত্রুদল-নাশন ॥
তোমার তুলনা তুমি হে।
তোমার চরণ করিয়া পরশ ধনু ভারতভূমি হে।
নিজ দর্পণে তোমারই দৃষ্ট
ধরেছ নয়নে বিশাল বিশ্ব
তুমি রাজা তার তুমিই তোমার
তব হিয়া তব আসন।

ভীষ্ম। মা, আপনাদি আশীর্বাদে কান্দীরাজ-গৃহে
স্বয়ংবর-সভার সমস্ত রাজভবগকে বুকে পরাস্ত ক'রে,

রাজার এই তিন কন্যাকে জয়শ্রী-স্বরূপ বহন ক'রে এনেছি। মা, তাই বিচিত্রবীর্যের বধুরূপে ইহাদিগকে গ্রহণ করুন। (বিচিত্রবীর্যের প্রতি) গ্রহণ কর রাজা, এরা তোমার ধর্মপত্নী। আমি তোমার প্রজা—এই তিন রত্ন আমি তোমাকে উপহার প্রদান করছি।

বিচিত্র। হাঁ মা, আমি গ্রহণ করব? দাদা বলছেন, উপহার—আবার বলছেন, প্রজা। দাদা এ কথা কেন বললেন মা? আমি দাদাকে বই আর ত কাউকে জানি না। তুমি বলেছ, দাদা আমার গুরু—তবে দাদা প্রজা কেন বললেন মা?

সত্য। তোমার জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মচারী—তুমি তার পরম প্রিয়—একমাত্র স্নেহের ধন—তাই তিনি তোমাকে আদর করত নিজেকে প্রজা বলেছেন—আর এই আশীর্ব্বাদে তিনটি ফুলকে উপহার বলেছেন। জ্যেষ্ঠের পাদপদ্মে প্রণাম ক'রে তাঁর আদেশ পালন কর। বৎস! এর পূর্বেই তোমাকে বল'ছিলুম, গুরুর আশীর্ব্বাদে বিনামূল্যে তুমি আজ বিশ্বজয়ী হ'লে।

ভীষ্ম। সমস্ত পরাস্ত নৃপতি কর-স্বরূপ এই তিন কন্যা তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন! বিশ্বজয়ী সম্রাট! আমি কেবলমাত্র তোমার বিজয়লক্ষ্যার বাহক।

(হুনন্দ ও অমাত্যগণের প্রবেশ)

সকলে। জয়, ভীষ্মের জয়—জয় হস্তিনাপতির জয়!

ভীষ্ম। মন্ত্রিবর! সমস্ত রাজার বিবাহের আয়োজন করুন। সমস্ত রাজ্যমধ্যে সংবাদ প্রেরণ করুন। দেশে দেশে রাজাদের নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করুন।

হুনন্দ। যথা আজ্ঞা। অমাত্যবর্গ! আপনারা সব এখন থেকেই প্রস্তুত হ'ন। আমি এখনি আপনাদের মধ্যে যার যে কার্গি, নির্দিষ্ট ক'রে দিচ্ছি।

অম্বা। (স্বগত) এ কি প্রতারণা!

এ কি লাঞ্ছনা!

এই ক্ষুদ্র শিশু—

যারে দেখে সেহ হৃদে জাগে,

তার ক্ষুদ্র কর ধ'রে,

আমারে করিতে হবে প্রেম-আলাপন?

ছি ছি—ঘৃণা! স্বরণে লজ্জার মরি;

অপ্রেমিক ব্রহ্মচারী—

নয়নে প্রেমের চিহ্ন করিয়া গোপন

প্রতারণা ক'রে আমারে হরিল স্বয়ংবরে।

এ কি স্বপ্ন ভাঙ্গিলে শব্দর?

সত্য। এস মা! আমার সঙ্গে এস—পুনরায় তোমাদিগকে বরণ ক'রে ঘরে নেবার জন্ত উগ্রীব হয়ে রয়েছে। এ কি মা! তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

অম্বা। আয় বজ্র—কোথা বজ্র?

চূর্ণ কর মন্তক আমার;

পৃথিবীর অভ্যন্তরে

কোথা আছে হে অনল বিশ্বদগ্ধকারী?

একবার শিখা তুল ধরণীর শিরে

জ্ঞান-গর্ভে অন্ধকার অস্তিত্ব আমার

সমস্ত পুড়াও চিরতরে।

বিলোপ কর হ দেব

দীপ্ত মুখে এ প্রচণ্ড অপমান-আলা!

সত্য। এ কি মা! তুমি কান্দছ? ভীষ্ম!

এ বালিকা রোদন করছ কেন? জিজ্ঞাসা কর!

ভীষ্ম। কেন বালা, তুমি রোদন করছ?

(অকৃতব্রণের প্রবেশ)

অম্বা। হে ভীষ্ম! আপনি ধর্মপরাধণ ও সর্বশাস্ত্র-বিশারদ। আমার ধর্মহৃত্ত বাক্য শ্রবণ ক'রে তার অহুষ্ঠান করুন। আমি পূর্বে শাবপতিক মনে মনে বরণ করেছি। তিনিও নির্জনে পিতার অজ্ঞাতদারে আমাকে বরণ করেছেন। আমি আর অন্য পুরুষকে প্রার্থনা করি না। আপনি বুদ্ধি বলে সমাক অবধারণ ক'রে যা বোঝা, তার অহুষ্ঠান করুন।

ভীষ্ম। বেশ! এ কথা শাবরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় বল নি কেন নারী? যখন রাজাদের সমরে আহ্বান ক'রে তোমাকে রথে তুলি, তখনই বা তুমি নীরব রইলে কেন?

অকৃত। সে কি বিজ্ঞপ্রধান গাঙ্গেয়! বালিকাকে এ প্রশ্ন করতে তোমার অধিকার নেই। বালিকা যা প্রার্থনা কর'ছ, শুধু তুমি সেই সময়ে বিবেচনা ক'রে উত্তর দাও।

ভীষ্ম। ব্রাহ্মণ—আমি বিপন্ন। আপনি, মাতা ও মন্ত্রী,—আপনারা বিচার ক'রে আমার হ'রে উত্তর দিন।

শাৰ। শাৰবাজ নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করছেন। অতএব আমাকে তাঁর সম্মুখীন হইতে গমন করিতে অনুরোধ করুন। এইমাত্র শুনুন—আপনি ব্রহ্মচারী আপনি আমার প্রতি দয়া করুন।

অকৃত। হে গাঙ্গেয়! আপনি পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মচারী; অতএব আর কাল-বিলম্ব না করে এ বালিকাকে পরিত্যাগ করুন।

শুনন। বালিকাকে পরিত্যাগ করুন।

সত্য। ভীষ্ম! তুমি এই সাধুদের বাক্য রক্ষা কর। বালিকাকে পরিত্যাগ করে সকলের মৰ্য্যাদা রক্ষা কর।

ভীষ্ম। প্রভু! আপনি এই বালিকার রক্ষা হয়ে শাৰবাজের হস্তে একে প্রত্যাৰ্পণ করুন।

সত্য। এস মা! পৌরবকুলবধু—আমি তোমাদের হৃদয়কে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করি।

পঞ্চম দৃশ্য

বনপথ।

শাৰ ও বৃক।

বৃক। ওর জন্ত চিন্তা করো না। গ্রাহ্যদানীতে চল, আমি নিজে দিগবিজয়ে বেরিয়ে তোমার জন্ত হুঁশী রাজকুমারী রাজধানীতে এনে উপস্থিত করছি।

শাৰ। না, চিন্তা কিসের? চিন্তা করব কেন? বৃদ্ধ করতে আমার তেমন অভিরুচিই হ'ল না।

বৃক। কেন হবে! এ কি সমানে সমানে যুদ্ধ? যে একেবারে বাহ্যাসেনটন করে লড়াই লাগিয়ে দিলুম। তার পর কচাং করে মাথাটি না কেটে, হাতটিতে বেশ করে না রক্ত মাখিয়ে, সেই হাতে প্রাণেশ্বরীর কেশাকর্ষণ না করে, একেবারে ঘরে এনে মস্তপড়া শুরু করে দিলুম। এ একটা রাজার অন্নদাস—ক্লীব—কোথা থেকে কি একটা বুজরুকি শিখে এসেছে! হট করে কোথা থেকে চোরের মত এল, আর ছুঁড়ীটাকে চোখের স্পর্শ থেকে ছেঁয়ে নিয়ে গেল। খাপের অস্ত্র খাপে রইল, আর মনের ছঃখ মনে রইল—বাকি রইল যে প্রাণ, সেইটিই কেবল কাকতালে বেঁচে গেল।

শাৰ। যখন শুনুন—ভীষ্ম রাজা নয়—সত্যি বলছি তাই, তখন আমার হাত আর কিছুতেই উঠলো না।

বৃক। আমার হাত হ'লে পক্ষাঘাত হয়ে যেত। চ'লে এসো—চ'লে এগো। এতক্ষণ ভীষ্ম নিশ্চয়ই হস্তিনার পৌছেছে—আর আমাদের পথে যেতে তাঁর মুখ দেখতে হবে না। দুর্গা—দুর্গা—যার নাম শুনে যাত্রাভঙ্গ, তার সঙ্গে লড়াই? চ'লে এস—চ'লে এস। ও সখা! দেখ দেখি, কি যেন, কি যেন, কে যেন—এই দিকে আসছে না?

শাৰ। তাই ত হে! এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক স্ত্রমরী রমণী আসছে না?

বৃক। মহারাজ! ভারী শুভ সন্যোগ—তাগ করো না। হরণ কর—হরণ কর।

শাৰ। হরণ করব কি রে মূর্থ! ব্রাহ্মণের যদি ব্রাহ্মণী হয়?

বৃক। আঃ! ভালা আপদ! ও দিকে ভীষ্ম; এ দিকে ব্রাহ্মণ—তা হ'লে তোমার আর বিয়ে হ'ল না মহারাজ! এ হরণেরই দিন এসেছে—ও বামনও বোধ হয় ছুঁড়ীটাকে কোথা থেকে হরণ করে আনছে।

শাৰ। তাই ত! এ কি? এ কি?—অম্বা!

বৃক। (স্বগত) এই অম্বা! ও বাবা—হঠাৎ এখানে অম্বা আদে কেন?

শাৰ। ও সখা—সখা! এটা কি রকম হ'ল?

বৃক। মহারাজ! আর কেন—পিছন কিরে একটু ঘন ঘন পা চালায়ে—অর্থাৎ সাধু ভাবায় যাকে চোঁচা দোঁড় বলে, তাই করে এই বনের দিকে—বুকেছ—আর লোকালয় বড় আমাদের সুবিধে হচ্ছে না—বুকেছ? যখন অম্বা আসছেন—তখন পশ্চাতে সিং নাড়তে নাড়তে হাযাও আসছেন—বুকেছ?

(নেপথ্যে) অকৃত। শাৰবাজ! যেয়ো না—মুহুর্তের জন্ত অপেক্ষা কর।

বৃক। মহারাজ, আমার প্রাতঃকালিক পীড়া হয়েছে—বুকেছ—বুকেছ—এর ভাবার্থ বুকেছ?

[প্রস্থান।

(অকৃতব্রণ ও অম্বার প্রবেশ)

অকৃত। কেমন মা! ইনিই ত শাৰবাজ?

অম্বা। ইনিই শাৰবাজ।

অকৃত। তা হ'লে আমি এইস্থানে থেকেই বিদায় গ্রহণ করতে পারি ?

অম্বা। আর কিয়ৎকণ অপেক্ষা করবেন না ?

অকৃত। না, আমি বিজয়ী পক্ষের লোক। আমাকে দেখলে তোমার সঙ্গে বিশ্রান্তালাপে রাজার সঙ্কোচ হবে। এ অবস্থায় আমার থাকা ত কোন-মতেই নীতিসঙ্গত নয়।

অম্বা। তবে আহ্নন—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

অকৃত। তোমার মঙ্গল হ'ক।

[প্রস্থান।

অম্বা। মহারাজ! আমি আপনার উদ্দেশে আগমন করেছি।

শাষ। আমার উদ্দেশে কেন অম্বা ? ভীষ্ম ত তোমাকে হরণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিল ?

অম্বা। নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমার মনের কথা শুনে, তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেছেন।

শাষ। তা ভালই করেছেন! তা—তুমি এখন কি করতে চাও ? গৃহে ফিরে যেতে চাও ? বল, আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

অম্বা। পথ দেখিয়ে দেবেন কি মহারাজ ? আমি আপনাকে বরণ করতে এসেছি।

শাষ। তা' কেমন ক'রে হবে ? বার বাধা কি রমণীর বরণ হয় অম্বা ? আমি তোমাকে কেমন ক'রে গ্রহণ করব ? তুমি অস্ত্রপূরী—এক রাজা ইতিপূর্বে তোমার পানিগ্রহণ করেছেন। তুমি তারই কাছে পুনরায় গমন কর।

অম্বা। তিন আমার পানিগ্রহণ করেন নি। মহারাজ! ভীষ্ম ব্রহ্মচারী। পাণ্ডে তিনি কর গ্রহণ করেন, এই ভয়ে আমি তার রথারোহণ করেছিলাম।

শাষ। বেশ করেছ—এখন ঘরে যাও। শাষ-রাজ কি ভিক্ষুক যে এক জন অতি হীন পরামতোজ্ঞার আশ্রিত হুল বুড়িয়ে নাকের কাছে ধরবে ?

অম্বা। দোদাই মহারাজ, এই ঘৃণিত বাক্য প্রয়োগে আমাকে অপমানিত করবেন না।

শাষ। তুমি যে ইচ্ছাপূরক নিজেকে অপমানিত করেছ, রাজকুমারি! পথের মাঝে দাঁড়িয়ে রাজধানী গমনে বাধা দিচ্ছ। নিষেধবাক্য কানে তুলছ না। তুমি যে সমস্ত কথা বলছ, আমার তা প্রত্যারণা ব'লে বোধ হচ্ছে।

অম্বা। আমি সন্তক স্পর্শ ক'রে শপথ করছি, আপনা বাতিরেকে অস্ত্র বরকে আমি ধ্যান করি না। আমি আত্মাকে স্পর্শ ক'রে শপথ করছি, আমি অস্ত্রপূরী নই। শাষরাজ! আমি আপনার প্রসন্নতা ভিক্ষা করছি, আমাকে গ্রহণ করুন।

শাষ। যাও, যাও—অনঙ্গ-শর-পীড়িতা নির্লজ্জা দ্বিচারিণী, তুমি আমার আশা পারিত্যাগ ক'রে অস্ত্র পুরুষের ভজনা কর।

অম্বা। এই বটে মোর

বোধ্য অভিধান!

সতাই পাষণ্ড যদি দেখে দ্বিচারিণী,

তবে আর ভাষা কেন কুল-ললনার ?

(শাষের পথরোধকরণ)

শাষ। কি নারী!—রোধিলে কেন পথ ?

এখনো কি মিষ্টবাক্য শুনিবার আছে প্রয়োজন ?

অম্বা। শুনিব না, শুনাইব তোরে!

শাষরাজ আর তুই নহিস দুর্মতি!

ঘৃণিত তব্বর!

অশক্ত দুর্বল বুঝে কাশী-নরেশ্বরে
অতিথির আবরণে অঙ্গ ঢেকেছিল।

এই কর-চুরি-অভিলাষে
পশেছিল তাঁহার আবাসে।

অতিথি দেবতা-জ্ঞানে
শুনেছিল মিনতি-বচন।

অতিথিরে ভিক্ষা দিতে
করেছিল কর প্রসারণ,—

মুখে তোর করি নাই চর্য্য প্রহার!

এখনো নয়নে তোর
কামলিন্দা তীব্রভেজে জাগে।

কত অনুরাগে তুই—

রে ঘৃণিত পুরুষহীন!—

এই কুল-ললনার প্রেম যেতেছিল।

ভীষ্ম-ভয়ে অজি ভীকু তাজিলি আমারে!

ধিক তোর বলবীৰ্য্যে, ধিক তোর নামে!

তোর রাজ্যে, তোর প্রেমে,

তোর বংশে, তোর নামে,

দেখ পশু, এই আমি করি পদাঘাত!

শাষ। তবে রে পাপিষ্ঠা কামাতুরা
কুলটা লালসামুষ্টি নারী—

(অকৃতব্রণের প্রবেশ)

অকৃত । সাবধান মতিহীন রাজা !

মহমন্ত নরাধম !

ললনার সঙ্গে কর-পরশের আগে

ভীষ্মের প্রচণ্ড তেজ করহ স্মরণ ।

(শাষের পলায়ন)

অম্বা । মৃত্যু—মৃত্যু—

কেন দ্বিজ বাঁচাতে আসিলে ?

সমস্ত দেখেছ তুমি,

সমস্ত আলাপ-কথা শুনিয়াছ তুমি ।

দেখে শুনে কেন দ্বিজ,

অভাগীরে বাঁচাতে আসিলে ?

ভিক্ষা দাও—হে তপস্বী করুণ-জন্ম !

জীবন প্রচণ্ড বন্ধি—

দগ্ধ করে এ দেহের প্রতি পরমাণু ।

মৃত্যু দাও—মৃত্যু দাও—

হে ব্রাহ্মণ ! মৃত্যু দাও যোরে ।

অকৃত । না জননী, মৃত্যু কেন দিব ?

জীবন জীবের বন্ধ—যোগা ব্যবহারে

কর্মের বন্ধন ছিন্ন করে ।

যোয়ো না, যেয়ো না ক্ষিপ্তা,

মরণে ক'র না আবাহন ।

মৃত্যু তোরে শাস্তি নাহি দিবে ।

অম্বা । পায়ে ধরি,

পথ রোধ ক'র না ব্রাহ্মণ ।

অকৃত । বৃথা অহুস,

কিছুতে দিব না যেতে বালা !

(বৃদ্ধ তাপসের প্রবেশ)

বৃ-তা ! এক দ্বিজাধম ! তুমি এই অবলাকে
পথের মাঝে একাকিনী দেখে অত্যাচার করছ ? দূর-
মপসর—দূরমপসর ।

অম্বা । না—না—মহাত্মা—মহাত্মা—তিরস্কার
করবেন না । ইনি এক দুর্ভিক্ষের অত্যাচার থেকে
আমাকে রক্ষা করেছেন ।

বৃ-তা । তবে ত বড়ই অপরাধ করেছি । ব্রাহ্মণ,
আমাকে ক্ষমা করুন ।

অকৃত । আমি অকৃত শিশু, ধর্মবির । আমি
আপনার বাক্য শ্রবণে ব'লেই গ্রহণ করেছি ।—

এখন এই অত্যাচারিতাকে দয়া করে আশ্রয় দিতে
পারেন ?

বৃ-তা । কে তোমার উপর অত্যাচার করেছে না ?

অম্বা । যদি প্রতীকারে প্রতিশ্রুত হন, কষ্টাক্রে
আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হন, তবে বলি ।

বৃ-তা । তোমার কথা শুনে বোধ হ'চ্ছে, শত্রু
প্রবল ।

অম্বা । অত্যন্ত প্রবল ! নইলে ঋষির আশ্রয়
গ্রহণ করতে উগতা হয়েছি কেন ? আপনারা ভিন্ন
আর কেউ তাকে দমন করতে পারবে না—আমার
এ মর্গভেদী অপমানের শোধ দিতে পারবে না ।

বৃ-তা । আমরা দুর্বল ফলশ্রীশী সন্ন্যাসী । আমরা
কি প্রতীকার করব জননী ?

অম্বা । ও কথা বলবেন না ; আপনার তপস্যার
বলেই, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা জ্যোতির্মণ্ডলী যে যার
কক্ষে অবস্থিত হয়ে আলোক প্রদান করছে । নইলে
তারা এতদিন কক্ষচ্যুত হয়ে যেত । আপনারা সমস্ত
সন্ন্যাসী মিলেও একটা অত্যাচারী রাজাকে দমন
করতে পারবেন না ?

বৃ-তা । মহা আর্মি উত্তর দিতে পারবুম না ।
আর্মি ও আমার সঙ্গী তাপসগণ সকলে মিলে আত্মো-
পাস্ত ঘটনা শুনে, তোমার প্রেমের উত্তর দেব । স্থির
হও ।

অম্বা । এই আশ্বাস-বাক্যই আমার প্রধান ও
প্রথম আশ্রয় ।

বৃ-তা । অদূরেই আমার আশ্রম, তুমি সেইখানে
গমন কর । আমি তাপসদের সংবাদ প্রদান করি ।

[বৃদ্ধ তাপসের প্রস্থান ।

অম্বা । করুণাময় ! এইবারে আমার প্রণাম
গ্রহণ করুন এবং সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারীকে গিয়ে
বলুন—এইবারে আমি সুরক্ষিত হয়েছি ।

অকৃত । রাজকুমারি ! তোমার কথা শুনে মনে
আমার একটা বিধম আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল । এত
শাশ্বরাজের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের তোমার অভিপ্রায়
নয় ।

অম্বা । যে কাপুরুষ অবলার উপর হস্তক্ষেপ করতে
অগ্রসর হয়, সে ত আপনার আচরণে আপনিই বিধবৃত্ত ।
আমিই তাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারি । তার কৃত
তপস্বীর আশ্রয়, গ্রহণ করবার প্রয়োজন কি ? ভীষ্মই

আমার এই বিপদের নিদান। যুদ্ধ ছাড়াই হ'ক, কি তপঃ প্রভাবেই হ'ক, ভীষ্মকে এর প্রতিফল প্রদান করুব।

অকৃত। তোমার যুদ্ধ, সে ত রহস্যের কথা! এই ক্ষুদ্র জীবনে তুমি এমন কি তপস্তা করবে যে, ভীষ্মের তপঃপ্রভাবের তুল্য হবে?

অহা। পৃথিবীতে যে কোন রাজা তাকে শিক্ষা দিতে পারবে, আমি তারই শরণাগত হব।

অকৃত। পৃথিবীর সমস্ত রাজা একত্র হ'লেও ভীষ্মের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। ভীষ্মের রথে যখন তুমি আরোহণ করেছ, তখন নিজেও তাঁ' কঠক বুঝতে পেরেছ।

অহা। ভীষ্মহুতর ব্রাহ্মণ! আমি তোমাকে প্রণাম করি, তুমি এখন আমাকে পরিত্যাগ কর।

অকৃত। না, পরিত্যাগ করুব না। অভাগিনি! তোমার অবস্থা দেখে আমি ব্যাকুল হয়েছি। ভীষ্ম আমাকে তোমার রক্ষারূপে সঙ্গে প্রেরণ করেছেন। তোমার এ দারুণ দুর্ভাগ্য দেখে তোমাকে ত পরিত্যাগ করতে পারব না!

অহা। আপনি আমার সঙ্গে থেকে কি করবেন?

অকৃত। আমি তোমাকে আশ্রয় দেব।

অহা। (হাত) যাও ব্রাহ্মণ, তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছ।

অকৃত। যদি তোমাকে কেউ আশ্রয়দানের সাহায্য করতে পারে, সে আমি। আর যেখানে যাও, কাশীরাজ-নন্দিনী, মনোভঙ্গ দলিতা কালনাগিনীর মত তুমি কেবল আপনার বিবে আপনই দগ্ধ হবে।

অহা। বলেন কি! দোহাই প্রভু, অহুমতি করুন, আমি এ কথা বিশ্বাস করি! নইলে পারছি না। ভীষ্মহুতর ব্রাহ্মণ! আপনি ত কোনও মতে ভীষ্মের সমকক্ষ ন'ন।

অকৃত। হুধু আমি কেন রাজকুমারি! এ বিশ্বের মধ্যে এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ ভীষ্মের সমকক্ষ যোদ্ধা নাই।

অহা। কে তিনি?

অকৃত। তিনি আমার গুরু, একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিক্ষেপিতকারী জামদগ্ন্য রাম।

অহা। দোহাই প্রভু! রাম কোথা ব'লে দিন। আমি তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করি।

অকৃত। সেই অভিপ্রায়েই ত তোমাকে বললুম রাজকুমারি! চল, তাপসের আশ্রমে তোমাকে রেখে আসি। তুমি তাঁদের কাছে আর কিছু প্রার্থনা ক'র না, শুধু ভার্গবের কাছে নিয়ে যাবার অজ্ঞ আবেদন কর। যাতে সহজে তুমি তাঁর আশ্রয় পাও, তারও উপায় আমি তোমাকে ব'লে দিচ্ছি। তিনি ব্রহ্মবাদী ঋষি—তিনি যদি তোমাকে আশ্রয় দেন, তবেই তোমার মঙ্গল। নইলে ত্রিভুবনে তোমার আর স্থান নাই। এস, আমার সঙ্গে এস!

ষষ্ঠ দৃশ্য

পরশুরামের আশ্রম।

পরশুরাম ও তাপসকুমারগণ।

(গীত)

হেথা ঘন বিজন বনে প্রথম জাগিল রবি।
জাগিয়া উঠিল প্রথম বাহু সঙ্গে জাগিল জাহ্নবী ॥
ওই পারে ছিল বসিয়া তারা, এ পারে নীরব ধরা,
নিশ্চল ছিল নীল চোলাকল বস্ত্র নয়নধারা,
সহসা প্রণবে পুরে অরণ্য, চকিতে পুরিল

বিশাল শূন্য

হ'লো রে জগত-জীবন ধজ্ঞ অনলে করিল হবি।
ভাসে সোমরসে সামগান, প্রকৃতি ঝাঁকিল ছবি ॥

১ম তা কু। দয়াময়! দেখুন দেখুন—একটি জীলোক পাগলের মত আপনার আশ্রমের দিকে ছুটে আসছে।

রাম। তাই ত হে, এ যে দেখছি বিপদা! হয় ত কোন দুর্ভাগ্য এই রমণীকে আক্রমণ করতে আসছে।

নেপথ্যে। রক্ষা কর—রক্ষা কর—রাম! রক্ষা কর—নরদেহধারী নারায়ণ!

রাম। ভয় নাই, ভয় নাই।

(অব্যাহার প্রবেশ)

অহা। রক্ষা কর হে ভার্গব!

অত্যাচারে প্রণীড়িতা আমি।

নহে, আমি না হ'তে নির্ভাণ

আহতি দাও এ অভাগীরে!

রাম। কে তুমি ?

অম্বা। ভুবনে বান্ধবহীনা আমি,
অত্যাচারে নিষ্পেষিতা আমি।

দুঃস্বার্থ বিবরণে জর্জরিতা আমি।

রাম। কে তোমার উপর অত্যাচার করেছে ?

অম্বা। আগে বলুন প্রভু, আশ্রয় দিলুম।

১ম তা। সে আর বলতে হয় না। ভার্গবের
পাদপদ্মে যে দণ্ডে এসে পড়েছ, সেই দণ্ডেই আশ্রয়
পেয়েছ।

রাম। কে তুমি ? কার কণ্ঠা ? যাকুলা না হয়ে
আমার কাছে তোমার মনোবেদনা প্রকাশ কর।

অম্বা। আমি কানীশ-কণ্ঠা অম্বা। আমার
পিতা আমাকে ও আমার দুই ভগিনীকে বীরাণ্ডকা
বরণবরা করেন। কিন্তু তৎপূর্বে আমি শাবরাজকে
মনে মনে বরণ করি। শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম আমাদের
তিন ভগিনীকেই সভামধা হইতে বলপূর্বক গ্রহণ
করেন। আমি ভীষ্মকে আমার মনের কথা প্রকাশ
ক'রে বলি, তাই শুনে তিনি আমাকে পরিত্যাগ
করেন। আমি শাঘের কাছে গমন করলে অস্ত্রপূর্কী
ব'লে তিনিও অম্বাকে পরিত্যাগ করেন। এই উভয়
কর্তৃক পরিত্যক্তা হ'য়ে, আমি বান্ধবহীনা হ'য়ে
ক্ষতিভলে বিচরণ করছি।

রাম। বড়ই দুঃখের কথা রাজকুমারী। তবে
আমাকে কি করতে হবে বল ? যদি শাবরাজের
কাছে যেতে ইচ্ছা কর, তা হ'লে বল। আমি শাব-
রাজকে আদেশ করি। সে তোমাকে গ্রহণ করুক। যদি
ভীষ্মের কাছে যেতে ইচ্ছা কর, তা হ'লেও বল। আমি
ভীষ্মকে আদেশ করি।

অম্বা। ভীষ্ম শাব আপনাদের আদেশে আমাকে
গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু ভীষ্ম যদি আপনাদের আদেশ
মান্ত না করে ?

রাম। তুমি কি মনে করছ, ভীষ্ম আমার কথা
রাখবে না ?

অম্বা। মনে করা কি ভগবন্, সে নিশ্চিত রাখবে
না। ভীষ্ম লুক্ক দান্তিক সমরবিজয়।

রাম। হুঁ, তোমার অভিপ্রায় আমি বুঝ করি।

অম্বা। ভগবন্। এই ভীষ্মই আমার দুর্দশার
একমাত্র কারণ ! তিনি তাঁর এক অপ্রাপ্তবয়স্ক জাতীর
লজ্জা আমাকে হরণ করেছিলেন। ভীষ্ম প্রত্যেক,
তাকে সংহার করুন।

রাম। কিন্তু মা ! বেদবিদগণের আদেশ ব্যতিরেকে
আমি যে অস্ত্র ধরি না। আমি পূর্বে পৃথিবীকে
নিঃক্ষত্রিয়া ক'রে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।

অম্বা। সেই সঙ্গে এ প্রতিজ্ঞাও ত করেছিলেন
প্রভু যে, যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব্রহ্মদেবী
হয়, আপনি তাকে বিনাশ করবেন। যদি কেহ ভীত
হয়ে শরণাপন্ন হয়, আপনি জীবন থাকতে তাকে
পরিত্যাগ করবেন না। আর যে ব্যক্তি সমাগত
ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় করবে, আপনি তাকেও বিনাশ
করবেন।

রাম। এ গুহ্য কথা তোমাকে কে বললে ?

অম্বা। আপনাদের প্রিয়শিষ্য অকৃতব্রণ হোত্রবাহন।
তিনি আশ্রয় দিয়েছেন ব'লেই আজ আপনাকে
পেয়েছি। আমি আপনাদের শরণার্থী—ভীষ্ম
সমাগত ক্ষত্রিয়বিজয়ী—এবং তিনি ব্রহ্মদেবী কি না,
সে পরিচয়ও আপনি অচিরে প্রাপ্ত হবেন।

রাম। নিশ্চিত হও রাজনন্দিনী ! অকৃতব্রণ
যখন তোমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তখন আমারও
আশ্রয় পেয়েছ—জেনে রাখ। এখন কেবল একবার
বেদবিদগণের অনুমতির অপেক্ষা।

(তাপসগণের প্রবেশ)

তা। ভগবন্ ভার্গব ! আমাদের প্রণাম গ্রহণ
করুন। এই যুবতী ইতিপূর্বে আমাদের
আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এঁর অভিযোগ আত্মোপাস্ত
শুনে, বিচার বিতর্ক ক'রে আমরা স্থির করেছি
যে, ভীষ্মই রমণীর একমাত্র দুঃখের কারণ।
তিনি ব্রহ্মচারী হ'য়ে স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করেছেন
এবং যুবতীকে গ্রহণ ক'রে অপরের হস্তে প্রদান করে-
ছেন। এতে তাঁর কপটতা হয়েছে। আপনি এই
রমণীকে গ্রহণ করতে ভীষ্মের প্রতি নিয়োগ করুন।

রাম। আপনাদের আদেশ শিরোধার্য !

সপ্তম দৃশ্য

ভীষ্ম ও অকৃতব্রণ।

অকৃত। গাঙ্গেয় ! আমি তোমার বধের ব্যবস্থা
ক'রে এসেছি।

ভীষ্ম। কি ক'রে প্রভু ?

অকৃত। অভাগিনী কান্নারানন্দিনীর আর কেউ নেই দেখে, আমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি।

ভীষ্ম। আপনি আশ্রয় দিয়েছেন ?

অকৃত। সত্যসঙ্গর ব্রহ্মচারী! তুমি আমাকে বালিকার সঙ্গে তার রক্ষিত্রপে প্রেরণ করেছিলেন কেন? শাশুরাজের কাছে তাকে নিয়ে গেলুম। পাণিষ্ঠ তাকে কটুবাক্যে লাঞ্চিত করে দূর করে দিলে। এমন কি, তার কোমল শরীরে আঘাত পর্যন্ত করতে উত্তত হল! কি করি, তোমার নাম নিয়ে আমি পাণ্ডবের অভ্যচার থেকে তাকে রক্ষা করেছি।

ভীষ্ম। মহাত্মন! সে ত আপনার মহত্ত্বের অমুঘারা কার্যই হয়েছে।

অকৃত। কিন্তু উদ্ধার করে দেখি, তার কেউ নেই। সে শাশুরকে হারালে, তোনাকে হারালে, পিতাকে হারালে। এক মুহুর্তে গর্কিণী রাজনন্দিনী নীচ ভিখারিণীর অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল! যুবতী দেখতে দেখতে উন্মাদিনী। কমলদলকোমল পাণিষ্ঠ দিয়ে আমার পাশস্পর্শ করে অভাগিনী অবিরল বাষ্পজল বর্ষণ করতে লাগল, আর মৃত্যু-কায়না করতে লাগল। তার সে মর্ষভেদী অবস্থা দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। গাঙ্গেয়—আমি ভবিষ্যৎ আর লক্ষ্য না করে, তোমার প্রীতি বিম্বত হয়ে, বালিকাকে আশ্রয় প্রদান করলুম।

ভীষ্ম। পিতৃদখা! আপনি আমার প্রতি স্নেহ কখনই বিম্বত হ'তে পারেন না। আমি পিতার কাছে শুনেছি, আপনার ভক্তি ও বিশ্বাসই এক দিন পৌরব বংশকে মহাবিগ্ধ থেকে রক্ষা করেছে। আপনারই ভক্তির টানে বিপথগা জননী জাহ্নবী পৌরবের কুল-বধূরূপে অবতীর্ণা হয়েছিলেন, মেহবশেই আপনি গুরু রামের সযোপে গমন না করে, আমাদের গৃহে মঙ্গলময় পুরোহিতরূপে অবস্থান করছেন। আপনি আমার প্রতি স্নেহবশেই বালিকাকে আশ্রয় দিবার জন্ত ব্যাকুল হয়েছিলেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ, বালিকা আপনার আশ্রয় প্রাপ্ত হয়নি।

অকৃত। সে কি ভীষ্ম, আমি যে নিজে উপযাচক হ'রে তাকে আশ্রয় দিয়েছি? বালিকা ব্রং আমাকে তোমার অহুগত ও হৃকল বুখে আশ্রয় গ্রহণ করতে চায় নি।

ভীষ্ম। আপনি একটু সেই অবস্থা স্মরণ করে দেখুন।

অকৃত। তাই ত, এ তুমি কি বলাছ ?

ভীষ্ম। অহা যদি আপনার আশ্রয় পেত, তা হ'লে যুগপ্রলয় উপস্থিত হ'ত। আমি আপনার অমুরোধ উপেক্ষা করতে পারতুম না। সেই অভাভিলাষিণী রমণীকে গ্রহণ করে বিচিত্রবীর্ষকে প্রদান করতুম! আপনি বিশেষ চিন্তা করে দেখুন।

অকৃত। না, অভাগিনী আমার আশ্রয় গ্রহণ করে নি।

ভীষ্ম। সে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না।

অকৃত। কেন গাঙ্গেয় ?

ভীষ্ম। কেন? তবে শুভ্রন ব্রাহ্মণ! আমার গুহ কথা শ্রবণ করুন। আমি নর-নারায়ণের আগমন-প্রতীক্ষায় এই সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্যাত্রত অবলম্বন করে ব'সে আছি। আমি সেই উভয় স্তম্ভিকে এক রথে দেখব—এবং আমার একমাত্র পূজোপকরণ শত্ৰু-পুষ্প তাঁদের চরণে অঞ্জলি দিব। সত্যের পথ ব্রহ্ম হ'লে আর ত তাঁরা এখানে আসতে পারতেন না! আমি দিব্যরাত্রি বিনিদ্র হয়ে সেই পথের দ্বার রক্ষা করছি।

অকৃত। কিন্তু আমি যে তাঁকে গুরু রামের আশ্রয় গ্রহণ করবার উপায় করে দিয়েছি। সে কি আশ্রয় পাবে না?

ভীষ্ম। আশ্রয় পেলেও আমার আর ভয়ের কোনও কারণ নাই। আপনার আশ্রয় গ্রহণ করবার পর, আপনার আদেশে সে যদি জামদগ্ন্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে যেত, তা হ'লে আমার ভয়ের কারণ ছিল! আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন, ব্রাহ্মণ, আমি নিরাপদ।

(স্বনন্দের প্রবেশ)

হ। মহারাজ! ঋষি জামদগ্ন্য আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন!

ভীষ্ম। কত দূরে সন্নী? (পরশুরামের আগমন) আহুন ভগবান—দাসের গৃহে পবিত্র করুন। আমার পরম সৌভাগ্য, রাজা বিচিত্রবীর্ষের ভাগ্য, রাজ্যের ভাগ্য—রাজগৃহে আপনার পদধূলি পতিত হ'ল।

অকৃত। দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ধন্যবরণে সৌম্য বদনকান্তি আচ্ছাদন করে গুরু ভীষ্মের কাছে আগমন করছেন—দৃঢ়প্রতিজ্ঞার আবরণে মুখকমল আবৃত করে শান্তমুনন গুরুকে অভ্যর্থনা করছেন। তাই ত করুণার আর্দ্র হয়ে আমি পৃথিবীতে কি ভীষণ ঘটনার সূচনা করলুম!

(সত্যবতী ও বিচিত্রবীৰ্য্যের প্রবেশ)

(সকলের রাসকে প্রণাম করণ ও
পাণ্ড অর্ঘ্য প্রদান)

সত্য। দয়াময়! এই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রহ্ম-
চারী ভীষ্ম—আর এই আমার কনিষ্ঠ পুত্র হস্তিনাপতি
বিচিত্রবীৰ্য্য। আমার এই পুত্রদ্বয়কে আশীর্বাদ
করুন!

রাম। এই তোমার পুত্র বিচিত্রবীৰ্য্য? এঁরই
জন্ম কি, রাজমাতা, ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যাকে
স্বয়ম্বর সভা থেকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ ক'রে এনেছেন?

সত্য। আমি রমণী—আমি ত এর যথাযথ
উত্তর দিতে পারব না! প্রভু! আমার পুত্র সম্মুখে,
তাকে জিজ্ঞাসা করুন।

রাম। তা হ'লে মা, তুমি তোমার কনিষ্ঠ পুত্রকে
নিয়ে অন্তঃপুরে গমন কর। আমাদের কথোপকথন
শোনবার তুমি অধিকারিণী নও।

সত্য। প্রভু! দাসীদের উপর ক্রোধ করবেন
না! আমরা আপনার আশ্রিত।

রাম। কেউ কারও আশ্রিত নয় মা! আশ্রয়
এক—তার নাম সত্য। রাজা যেমন প্রজার আশ্রয়—
প্রজাও তেমনি রাজার আশ্রয়। আবার রাজা প্রজা
রাজ্য—সমস্তই সেই এক সত্যকে অবলম্বন ক'রে
দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যের অপলাপ হ'লেই ধ্বংসপ্রাপ্ত
হয়।

সত্য। প্রভু! আমার পুত্রের কোনও অপরাধ
নেই। তিনি সত্যাত্মী। সত্যাত্মী ব'লেই তিনি
ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করেছেন, রাজ্যত্যাগে সন্মাদী
হয়েছেন।

রাম। সেইজন্যই কি তিনি কাশীরাজের কন্যার
উপর অধিকার স্থাপন করতে গিয়েছিলেন? আমিও
ত আকুর্ষার ব্রহ্মচারী, রাণী! কিন্তু নারী সম্বন্ধে
বিসংবাদ ঘটতে পারে, এমন ব্যাপারে আমি কখন
লিপ্ত হই নি!

সু। মা! ধর্ম্মির আদেশ পালন করুন! আর
এখানে মহর্ষের জন্ত থাকবেন না।

সত্য। আমি থাকব না, বল কি সুনন্দ! আমার
জীবন-বরণ নিয়ে এই প্রশ্ন—আমি অন্তরালে
দাঁড়িয়ে থাকব? ভীষ্ম! তুমি ব্রহ্মর্ষির প্রেমের
বখায্য উত্তর দাও।

ভীষ্ম। ব্রহ্মর্ষি! আপনাতে আমাতে প্রভেদ
আছে। আপনি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়। যেখানে
বীরদের অভিমান নিয়ে কথা হয়, সেখানে ব্রাহ্মণ
নিস্তদ্ধ থাকতে পারেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় পারে না।
কাশীরাজ কন্যাগুলিকে বীৰ্য্যপূজা করেছিলেন ব'লে,
আমি ব্রহ্মচারী হ'য়েও ভূপালগণকে পরাজিত ক'রে
তাদের গ্রহণ করেছি; গ্রহণ ক'রে আমার
রাজ্যকে উপটোকন দিয়েছি!

রাম। অথ! তোমার প্রতি অমুরাগিণী ছিলেন
না। তুমি কি বিবেচনায় তাঁকে হরণ ক'রে আবার
বিসর্জন করেছ? তিনি তোমা হ'তেই ধর্ম্মচ্যুত
হয়েছেন।

ভীষ্ম। ধর্ম্মচ্যুতি হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে
কাশীরাজকন্যা যত অপরাধী, আমি তত নই।

রাম। তুমি বলপূর্ব্বক তাঁকে গ্রহণ করেছিলে,
সুতরাং এখন অস্ত্র কে তার পানিগ্রহণ করবে?
তুমি হরণ করেছিলে ব'লে, শাষরাজ তাঁকে প্রত্যা-
ধান করেছেন। অতএব তুমি আমার নিয়োগমু-
সারে অথাকৈ গ্রহণ কর! তা হ'লেই রাজকন্যা
আপনার ধর্ম্মলাভে সমর্থ হবেন।

ভীষ্ম। কমা করুন ঋষি, বিচিত্রবীৰ্য্যকে আমি
এ কন্যা দিতে পারব না।

রাম। ভীষ্ম, আমার বাক্য প্রণিধান কর।

ভীষ্ম। প্রণিধান ক'রেই আমি বলেছি। পূর্বে
ইনি আমাকে বলেছেন, আমি শাষরাজের প্রতি
অমুরাগিণী হয়েছি, তার পর আমার অমুরাগিণী নিয়ে
ইনি শাষের কাছে গিয়েছিলেন। শাষ প্রত্যাধান
করলে কি রাখলে, তা জানবার আমার আর
প্রয়োজন নেই! আমার এইরূপ একটি ব্রত আছে
যে, আমি তপ, অমুকম্পা, অর্থলোভ বা অস্ত্র কোন
অভিলাষের বশীভূত হ'য়ে কখনই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পরিত্যাগ
করব না।

সু। আপনার ঐ ব্রতের জন্তই ভীষ্ম নামের
গৌরব। ও নাম মাহুবে দেয় নি। দেবতার হৃদ-
ধ্বনির সঙ্গে আকাশ হ'তে ওই নাম আপনাকে
পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন। যে দিন ব্রতের সামান্য মাত্রাও
অঙ্গহানি হবে, সেই দিন বায়ুর ফুৎকারে ওই নাম চূর্ণ
হ'য়ে, আবার আকাশে মিশিয়ে যাবে। গাজের!
আর ধরণী ও নামের গন্ধ পর্য্যন্ত খুঁজে পাবে না।

রাম। দেখ ভীষ্ম, তুমি যদি আমার বাক্য রক্ষা

ভার্গব, অস্ত্র দিকে ত্রিলোকবাসীর প্রিয় সত্যনিষ্ঠ চির-ব্রহ্মচারী শান্তমু-নন্দন। কেউ এ যুদ্ধ দেখতে প্রবী নয়। দেবতা বিপন্ন, কার যে জয় কামনা করবেন, তা বুঝতে পারছেন না। অথচ তাঁরা এ অপূর্ণ দ্বৈরথ যুদ্ধ দর্শনের দোষ সংবরণ করতেও পারছেন না। যুদ্ধ হবে কি শাশ্বরাজ, এ যুদ্ধ তুমিই বাধিয়েছ।

শা। আমিই যদি এ শোচনীয় যুদ্ধের কারণ; তবে আমার সঙ্গে এ যুদ্ধ না হয়ে ভীষ্মের সঙ্গে জামিনয়ের এ যুদ্ধ হচ্ছে কেন? অত্যাচার করলুম আমি, কিন্তু ভীষ্মের উপর অস্বাভাবিক এ প্রচণ্ড ক্রোধ হ'ল কেন?

অকৃত। তা জানি না। জী-চরিত্র দেবতারও বুঝতে পারেন না, আমি তোমার এ প্রশ্নের উত্তর কি দেব? যদি বুঝতে চাও, আর যদি বুঝতে সাহস থাকে, তা হ'লে রাজা, অথাকেই তুমি এই প্রশ্ন কর না কেন?

শা। কোথায় অথাকে পাব?

অকৃত। কোথায় পাবে, তাও জানি না। যদি তাকে সন্ধান ক'রে অন্নয়-বিনয়ে এখনও সম্ভব করতে পার, তা হ'লে শাশ্বরাজ, এখনও তুমি জগতের মহা উপকার সাধন করতে পার। মূর্খ রাজা, তোমার দুর্ভাববাহারে আজ তুমার প্রজলিত হ'য়ে উঠেছে। চীরধারী ভট্টাচার-বিমণ্ডিত রজোগুণবিরহিত অহায়া রাম, তোমাদের অত্যাচার থেকে এক নিরাশ্রয়কে রক্ষা করতে, তাঁর পরিতাপ পরণু ক্রাবার গ্রহণ করেছেন। যাও, রাজা, যাও। রামের পরণু যদি তোমার যুদ্ধে পতিত হবার অভিলাষ না কর, তা হ'লে যেমন ক'রে পার, অস্বাভাবিক অহমসন্ধান কর। যে কোন উপায়ে এই অনর্থক সংগ্রামের নিবৃত্তি কর। ঐ দ্রুতি বাজল। ঐ গুন, ঋষিকণ্ঠের বেদধ্বনি। ঐ দেখ, দেবতার দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত গগন পরিপূর্ণ হয়ে গেল। বৃষ্টি, দ্বৈরথ সমরের প্রতিদ্বন্দ্বিযুগল এতক্ষণ পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছেন। যাও শাশ্বরাজ, এ অনর্থের একমাত্র কারণ তুমি। তোমাকে দেখে আমার ক্রোধ প্রজলিত হয়ে উঠেছে। যদি এখনও কোনও প্রকারে অথাকে প্রসন্ন করতে পার, তা হ'লে শুধু তুমি সেই প্রচণ্ড ভেজস্বিনী রমণীকে পাবে না, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেবতার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে। [অকৃতব্রণের প্রস্থান।

শা। কোথা অথ, কে দিবে সন্ধান?

ওই দূরে দাঁড়িয়েছে ব্রহ্মবাদী ঋষি।

ভূমিপার্শ্বী গুজ্জটাতার—

গুজ্জ শৈল-প্রাকারের তুল্য শির হ'তে, হিম-নদী বাধা-যেন নিধর তরঙ্গে।

সঙ্গে ওই ঋষিসম্মত বেদগানে রত, করিতেছে ভার্গবের কল্যাণ-কামনা।

এ দিকে পাণ্ডুর বর্ণ হয়-যুক্ত রথে গুজ্জবাসী শ্বেতোকীষ-ধারী ব্রহ্মচারী

মন্তকে পাণ্ডুর-বর্ণ ছত্র আবরণ

রণ-প্রতীকায় ওই শান্তমু-নন্দন।

মধ্যে শূত্র—অজ্ঞাত অরুণ সমীরণ।

কোথা অথ? রমণীর হোথা কোথা স্থান?

কোথা অথ, কে দিবে সন্ধান?

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। অস্বাভাবিক সন্ধান চাও রাজা?

শা। কে মা তুমি?

গঙ্গা। পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন?

অভিলাষ থাকে যদি অস্বাভাবিক সন্ধান,

এস মম সনে।

ভীষ্মবধ সম্বন্ধ করিয়া

একাকিনী প্রারোপবেশনে নারী

বসিয়াছে তটিনীর তীরে;

প্রতিহিংসা চোখে জল অনলের প্রায়।

শুকপ্রায় ভট্টিনীর কায়—

জলজন্তু মরিছে উত্তাপে।

তোমার ভীষণ পাপ করছ স্বরণ।

ভীষ্মের নিধন—জেনো রাণী,

কত্রকুল বিনাশের প্রারম্ভ চ্চনা।

নাশের সমস্ত পাপ—

অনাখিনী ক্ষত্রনারী তীব্র অভিশাপ—

সমস্তই তব শিরে পড়িবে রাজন!

বিলম্ব ক'র না—এস ত্বর,

ভীষ্মের পবিত্র রক্ত

সিক্ত না করিতে ধরণীরে,

না উঠিতে ত্রিভুবনে শোক-কোলাহল

রমণীরে তুষ্ট কর তুমি।

শা। চল মা—দেখাও তারে।

আত্মবলিদানে যদি তুষ্ট হয় নারী,

আত্মবলি দিব তার পদে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণস্থল।

(রাম ও ভীষ্মের প্রবেশ)

রাম। সঙ্কল্প ক'রে স্বস্ত্যয়ন-কার্য শেষ করেছ
গাঙ্গের ?

ভীষ্ম। আজ্ঞে প্রভু করেছি।

রাম। ত্রাঙ্কণের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছ ?

ভীষ্ম। করেছি।

রাম। আমিও প্রস্তুত হয়েছি। তা হ'লে আর
বিলম্ব ক'র না। প্রস্তুত হয়ে রণ-প্রাঙ্গণে চল।

ভীষ্ম। আমি ত অগ্রেই প্রস্তুত হয়েছি ঋষি,
কিন্তু আপনি প্রস্তুত হয়েছেন কই ?

রাম। প্রস্তুত না হ'লে তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান
করব কেন ?

ভীষ্ম। কই, আমি দেখতে পাচ্ছি না ত্রাঙ্কণ !
সেই জন্ত আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার উৎসাহ
হচ্ছে না। আপনি যদি যুদ্ধে অভিনায়ী হন, তা
হ'লে রথে আরোহণ করুন, এবং কবচ ধারণ করুন।

রাম। (সহাস্তে) ভীষ্ম ! মেনিনী আমার রথ,
চারি বেদ আমার অশ্ব, বায়ু আমার সারথি, বেদমাতা
গায়ত্রী আমার বর্শ।

ভীষ্ম। ত্রাঙ্কবাদী ঋষি, আপনার সে বর্শ,
আপনার সে রথাস্ব, আপনিই দেখতে পান। জগতে
সে রূপ ভাগ্যবান কয়জন আছেন ? দেবতারাও
তা দেখতে পান কি না সন্দেহ। সে ইন্দ্রাদি দ্বিক্-
পালের দর্শনীয় অপূর্ব রথ কবচ, আপনি ইন্দ্রাদিকেই
প্রদর্শন করুন। আমি দেহধারী, ত্রাঙ্কণ নই—ক্ষত্রিয়।
ক্ষত্রিয় যে রণসজ্জা সংগ্রহ করে যুদ্ধ ক'রে, ক্ষত্র-ব্রতধারী
ত্রাঙ্কণ আপনাকেও তাই করতে হবে। লোকে যে
বলবে, রথারোহী শান্তনু-নন্দন, ভূতলস্থ ত্রাঙ্কণের অঙ্গে
শর নিক্ষেপ করেছে, আমি সে ভূর্নাম গ্রহণ করতে
জন্ম গ্রহণ করি নি। মাহুবে দেখতে পায়, এমন রথে
আরোহণ করুন ; মাহুবে দেখতে পায়, এমন কবচ
পরধান করুন ; মাহুবে দেখে বিস্মিত হয়, এমন
সারথিকে রথের ভার প্রদান করুন। নইলে আমি
যুদ্ধ করব না। আপনাকে পরাজিত জ্ঞান ক'রে সমর-
ক্ষেত্র পরিত্যাগ করব।

রাম। একান্তই দেখিবে গাঙ্গের ?

ভীষ্ম। একান্তই দেখিব ঋষি।

রাম। যে মনে রয়েছে বিশ্ব

দেব প্রজাপতি,

যেই মনে লীলাময়ী দেবী ভগবতী,

ইচ্ছাময় বিভু নারায়ণ।

সংকল্প কারণ,

সেই মন দাও জাগাইরা।

কল্পনায় জাগ রে শুকন স্মৃশোভন,

কল্পনায় যুদ্ধ হও চিত্তাশ্বের সনে,

বেদজ্ঞ ত্রাঙ্কণ হও সারথি আমার।

(পট পরিবর্তন)

ভীষ্ম। হের প্রভু ! অদ্বুত দর্শন,

বিতীর্ণ নগরোপম দিব্যাস্থ-শোভন,

আয়ুধ কবচ হের পূর্ণ ভারে ভারে।

সুসজ্জিত হৈম অলঙ্কারে,

লাঞ্ছিত করিয়া রবি শশী

কি অপূর্ব দিব্য রথ

সংসা জাগিল রণস্থলে !

হের, ধর্ম করে করিয়া ধারণ

অঙ্গুলি তুগীর বন্ধনে

গৌরবের হিতকারী বেদজ্ঞ ত্রাঙ্কণ

সারথি বসেছে তব রথে

ধন্য আমি গুন হে ভার্গব !

(পট পরিবর্তন—পূর্ব দৃশ্য)

সঙ্কল্প করেছে মনে মনে,

যে রথে করিয়া আরোহণ

বৈষ্ণবাস্ত্রে সুসজ্জিত বিভু নারায়ণ

যষ্ঠ অবতার ভূগুপতি,

কার্ত্তবীৰ্য্যে সবংশে বদিলে,

একাধিক বিংশবার ক্ষত বিনাশিলে,—

জোগেছিল সাধ মনে

হে গুরু, হে পবিত্র ভার্গব !

রণ দিব রথারোহী সে রাশের সনে।

রাম। তবে অবিলম্বে এস রণাঙ্গনে।

ভীষ্ম। প্রণমি চরণে গুরু,

কর আশীর্বাদ, এ নব বৈরথ যুদ্ধে

শ্রিত্য যেন হয় রণজয়ী।

রাম। পরম সন্তুষ্ট আমি

তব আচরণে,
ঝর ঝর অশ্ব বিন্দু করিল নোচনে
চে গাজের !
সে সর্ব আশিস-রূপে
তোমারে করিছ আমি দান ।
ধৈর্য ধরি সযতনে করহ সংগ্রাম ।
তুমি হও জয়ী কিংবা জয়ী হয় রাম,
তুবন হউক পূর্ণ তোমার গৌরবে ।
ঋষি-বাক্যে বালিকার লইয়াছি ভার,
জয় আশীর্বাদ, ভীম, করিতে নারিছ ।

ভীম । আর প্রয়োজন য়ার

নাহি তপোধন,
অজ্ঞাতে করেছ শিষ্যে বিশ্বজয়ী তুমি ।
এবে ধর্মবাক্য প্রভু, শুনাব তোমারে ;
অত্যাধি পবিত্র শরীরে
ব্রহ্মবিজ্ঞা, স্মরহং তপস্শাচরণ,
ব্রহ্মতেজ, বেদ সনাতন—
যাহা কিছু করেছে অর্জন, ঋষিরাজ,
তাহে না হানিব আমি শর ।
অঙ্গ ধ'রে ক্ষত্রিয়ত করিয়া গ্রহণ
ক্ষত্রতেজ যাহা কিছু করিলে ধারণ,
শুদ্ধ মাত্র তাহে
বিস্মৃত করিব আমি বাণের প্রহারে ।

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীর ।

অম্বা ।

(নেপথ্যে মেঘ গর্জন)

অম্বা । বাজ, বাজ, হৃদুভি আবার বাজ !
মেঘতার হৃদুভি—আবার বাজ । আকাশে বেজে
বেজে জগৎকে শুনিযে দে—“প্রবলকে ক্ষান্ত করতে,
বান্ধবহীনা অবলাকে রক্ষা করতে, মেঘতার অভয়বাণী
স্বরূপ আমি আছি ।” দে হৃদুভি, শুনিযে দে—
“ক্ষত্রকুলান্তক রায়ের প্রহারে হৃদান্ত ভীমের নাশ হ'ল,
আবার ক্ষত্রিয়কুল নিমূল হ'ল ।”

জাগো মা কুমারী কৃষ্ণে,

চতুর্ভুজে দেবী কপালিনী !

বালার্কসদৃশাকারী

জাগো জাগো শক্তিম্বর
সংগ্রামে বিজয়প্রদা
হে বরদা, জাগো সনাতনী !
ধরিয়া কুমারী-ব্রত
অনশন করি মাত্র সার,
বান্ধববিহীন-নারী
পূজে তোয়া সুরেশ্বরী,—
একমাত্র আকিঞ্চন
হৃদয় সে ভীমের সংহার ।

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা । কেন কাশীরাজ-নন্দিনী, তুমি এই কঠোর
অনশন-ব্রত ধারণ ক'রে, এই ক্ষুদ্র শ্রোতস্থিনী-তীরে
ব'সে আ'হ ?

অম্বা । তুমি কে দেবী ?

গঙ্গা । আগে তুমি আমার কণার উত্তর দাও ।
যেহেতু তোমার ব্রতের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না ।
অম্বা । আমি ভীমবধের সংকল্প ক'রে এই
কঠোর ব্রত গ্রহণ করেছি ।

গঙ্গা । এই ত দেখলুম, কুরুক্ষেত্রে ভীম ভার্গবে
বুদ্ধ হচ্ছে ।

অম্বা । বুদ্ধ কি তুমি নিজের চক্ষে দেখে এলে ?

গঙ্গা । নিজের চক্ষে দেখে এলুম । ভীমের
পরাজয়-পক্ষে ভার্গববীর্যই যথেষ্ট । তুমি মাঝখান
থেকে, এ উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত কে ? তোমার
তপস্যার উত্তাপে ক্ষুদ্র নদীর জল ঝেঁ হয়ে উঠেছে ।
বৎসে ! তুমি তপস্তা থেকে নিবৃত্ত হও ।

অম্বা । ঠিক বসুধা দেবি,—ভীমের সংহারে ভার্গব-
বীর্যই যথেষ্ট ?

গঙ্গা । কেন, তুমি কি সন্দেহ কর ?

অম্বা । গুরুশিষ্যে রণ,

তাই দেবী প্রতিকণ

সন্দেহ আগিছে মোর মনে ।

পাছে করি রণজয়,

করুণায় আর্দ্রচিত্ত মহাত্মা ভার্গব

হন ক্ষান্ত ভীমের সংহারে !

তাই অবরুদ্ধ করিতে সে করুণার ঘর

বসেছি কঠোর তপে তটিনীর তীরে ।

গঙ্গা। চিরসত্যপ্রিয়ী ভীষ্ম সাধু ব্রহ্মচারী,
তুমি শো কুমারী।
সংসারে আশ্রয়-প্রাপ্তি
একমাত্র উদ্দেশ্য তোমার।
তাজ এ দারুণ অভিমানে—
ধর নারী, রমণীর প্রাণ।
আশ্রয় করহ বালা অপর পাম্পে,
জগতে গৃহিণীরূপে কর অহুষ্ঠান।
অথ। এখনও শ্রদ্ধা আছে,
কেন শ্রদ্ধা যাবে?
যাও দেবী, নিজের মঙ্গল কর ধ্যান।
ভীষ্মের সংহার
একমাত্র উদ্দেশ্য আমার।
যত দিন মৃত ভীষ্মে না করি দর্শন
তত দিন নিদ্রা আমি করেছি বর্জন।
এ জগতে কোন প্রলোভন
আমারে সংকল্পশূন্য করিতে নারিবে।
বিশ্বের বিধাতা যদি সাথে গো আমার,
বিশ্ব-রত্ন চরণে লুটায়,
আপনি যতপি নারায়ণ
এ কর গ্রহণে লোভ দেখায় আমারে,
তবু না নিবৃত্ত হব ভীষ্মের সংহারে।
গঙ্গা। পাপিষ্ঠা কামুকী তুই।
এক জনে সঙ্গোপনে করি আশ্রয়দান,
ভীষ্মের অপূর্ণ বীৰ্য্য হেরি,
ফের তুই তার তরে কামাতুরা নারী।
জগতে গোপন তুই করেছিস প্রাণ,
ভেবেছিস নারী তোরে বৃদ্ধিতে নারিবে?
আকুমার ব্রহ্মচারী রাম তপোধন
বিধাক্ত অন্তর তোর না ক'রে দর্শন
তোর বাক্যে বুদ্ধ করে প্রিয় শিষ্য সনে।
যতপি বৃদ্ধি ঋষি তোর প্রভাবনা,
মুখ তোর এক কথা,
মন তোর অন্ত কথা কর,
কতু ঋষি দিত না আশ্রয়।
যুগ্মকরে যদি রাম
পারিত চিনিতে তোর নাগিনীর প্রাণ,
তখনি পাপিষ্ঠা তোরে করিত বর্জন।
অথ। ভাল দেবী,
তুমি ত চিনেছ মোরে?

প্রথমি ভোমারে—
নিজ কার্যে কয়হ গমন।
পাপিষ্ঠার অঙ্গ-সমীরণে
দেব-অঙ্গে কি কারণ কলুষ মাথাও?
যাও—চ'লে যাও। দেবী তুমি—
তপস্তায় বিরচিত শরীর তোমার,
তপে বিষ দিও না আমার।
গঙ্গা। এখনও দেখ বালা
আপন অন্তরে,
এখনও ভাগ্যলক্ষ্মী রয়েছে বসিয়া
ভোমারে ধরিতে বন্ধে কর প্রার্থনা।
এখনো বুঝিয়া দেখ
কি বাসনা হৃদিমধ্যে জাগে।
সামুদ্রাগ নেত্র যদি
এখনো দেখিতে পারে চায়,
বল বালা, এনে দি তাহার।
অথ। হৃদ্য যদি পথ-ভ্রষ্ট হয়,
তুচ্ছ গিরিরাজ যদি শির করে নত,
সিন্ধু যদি পরিণত বালুকা-প্রান্তরে,
তথাপি সঙ্কল্পচূতি হবে না আমার।
ভীষ্মের সংহার—দেবী, ভীষ্মের সংহার—
চিন্তামাত্র করিয়াছি সার।
জানি না, কে তুমি দেবী,
জানি না কি উদ্দেশ্যসাধনে
তপস্তায় বিষ তুমি হতেছ আমার।
মেহবশে যদি তুমি শাস্ত্রমু-নন্দনে
রক্ষার্থে আস গো মোর পাশে,
কিরে যাও আপন আবাসে।
যেতে যেতে শুনে যাও—
যতপি অলক্ষ্যে মোর
দেবসম্মুখ করে বিচরণ,
তাদের গুনায়ে দাও,
আমি রমণীয়ে দিছি বিসর্জন।
মমতা, মুহুতা, বৈহ, মার
নিক্ষেপ করেছি আমি
প্রতিধিংসা-অনল-শিখায়।
ডুবায় দিয়েছি প্রেম-লবণাশু তলে।
স্বর্গের কামনা
দেবতা উদ্দেশে আমি করেছি অর্পণ।
প্রতিধিংসা মাত্র মোর ধ্যান,

প্রতিহিংসা একমাত্র জ্ঞান,
বান অপমান
সমস্তই প্রতিহিংসা করেছে আশ্রয়।
যতক্ষণ নাহি হয় ভীষ্মের নিধন,
ভাগ্যবের প্রচণ্ড পরণ্ড
ভীষ্মকণ্ঠে পতিত না হবে যতক্ষণ,
ততক্ষণ অনশন—
জলবিন্দু তুলিব না মুখে—

গজ। অনশনে মৃত্যু যদি হয় ?

অশ্ব। মুক্তি নাহি লব।

প্রোতিনী হইরা আমি ভীষ্মেরে বধিব।

ওই দূরে গজ্জিল অশনি !

ওই, ঋষি-কণ্ঠে উঠে জয়ধ্বনি,

বাণে বাণে সমাচ্ছন্ন হইল গগন—

ত্রিভুবনে আঁধার আঁধার—

আচ্ছন্ন নয়ন দেবতার—

পরণ্ড প্রসব করে মৃত্যুর যাতনা।

জাগে মৃত্যু চারিধার হ'তে

ঝর মৃত্যু বরধার স্রোতে

সমাচ্ছন্ন কর মৃত্যু শাস্ত্রহুন্দনে।

মৃত্যু—মৃত্যু—একমাত্র মৃত্যু প্রাণ্য তার।

[উত্থান।

গজ। এইরূপ

প্রতিহিংসা বিষয়িণী প্রাণে

এইরূপ একনিষ্ঠা তব আচরণ

যদি নারী যাচে মোর পুত্রের মরণ,

কে রক্ষিবে সন্তানে আমার ?

শোন বালা—শেষ আবেদন—

ছলিতে চাহি না তোরে,

শোন্ আমি ভীষ্মের জননী—

অশ্ব। ভীষ্মের জননী তুমি ?

অমৃতের ধারা মধ্যে তীত্র বিবকণা

কোথায় লুকায়ে রেখেছিলে ভাগীরথি ?

আজ তার তীত্রগঞ্জে কোমলা কুমারী

সংসার-প্রবেশ-মুখে অনন্ত জালায়

অনন্ত ধরণী-পথে ছুটিয়া বেড়ায়।

কোথা পিতা মেহময়—

কোথা বাতা করুণা মুরতি

কোথা আশ্রয় স্বজন ?

চন্দ্রকর-পরিহিত যশস্ব-সেবিত

মধু-যামিনীর সেই মধু জাগরণ ?

যাও—চ'লে যাও—

নিষ্ঠুর পুত্রের আচরণে

তব প্রতি প্রতিহিংসা জাগে !

চ'লে যাও—চ'লে যাও—

এতদিন যে কল্লোলে

কুতূহলে তুলিয়াছ অমৃত-ঝরার,

এবারে উঠিবে সেথা তীত্র হাহাকার।

(শাঘের প্রবেশ)

শাঘ। অশ্ব।

অশ্ব। কে তুমি—কে তুই ?

শাঘ। না বুঝে চরণে অপরাধী।

মৃত্যু যদি শাস্তি মোর, মৃত্যু দাও মোরে।

নহে এস গৃহে গৃহ-শোভাকরী !

অশ্ব। কে তুই—কে তুই ?

পুতিগন্ধন নাম

রসনা তুলিতে ঘৃণা করে—

মৃত্যু—মৃত্যু !—(হাস)

মৃত্যু ত হয়েছে বহু দিন।

কীট-মটী শব হ'তে উড়ত কুকুর।

হুসনে, হুসনে মোরে—

অপবিত্র স্পর্শে মোর ব্রত ভেঙ্গে বাবে।

চ'লে যা রে হরাশ্রা পাশর !

মৃষিকে বধিতে আমি

তুলি নাই মৃগাল-কর।

দূর হ'—দূর হ'—

আ মরণ ! তব পাদস্পর্শ আশিষ্টকন !

[প্রস্থান।

শাঘ। আর কি করিতে পারি, মাতঃ।

গজ। আর কিছু করিবার

নাহি প্রয়োজন।

কার্যসিদ্ধ হয়েছে আমার,

ব্রতভঙ্গ হয়েছে অশ্বার,

আসন করেছে পরিহার।

এবে, ঘরে যাও পুরুষপ্রবর !

পাইয়া এমন নারী
মদমত্তে হারিয়েছ তारे !
মুখ আর দেখায়ো না মানব-সমাজে ।
হইয়া অস্বাভাবিক রহ গৃহমাঝে ।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর ।

হনন্ ও সভাবতী ।

- হু । হৃদয় প্রস্তুত কর রাণী,
শুনতে অন্তঃস্বার্থী এসেছি, জননী !
- সত্য । মনেও এনো না মন্ত্রী,
গাঙ্গেয়ের অন্তঃভের কথা !
পুত্রগর্ভে জনম তাহার,
শুভ ব্রত-আচারী প্রেমিক ব্রহ্মচারী ।
অমঙ্গল আবিবে তারে !
পুত্র মম যেই স্থানে রাখিবে চরণ,
সে দেশে রবে না অমঙ্গল ।
- হু । ভাগাবতী,
এ কথা বলিতে যোগ্যা তুমি ।
ঈশবুদ্ধি আমি
স্বচক্ষে বা' করেছি দর্শন,
হৃদয়ের প্রচণ্ড কম্পন
এখনো নারি মা নিবারিতে ;
ত্রয়োবিংশ দিনব্যাপী রণ,
কি ভীষণ— কেমনে বর্ণিব ?
ধনুর্কেন্দ্রে পারগামী ছই মহারথী
পরম্পরে পরাজিতে বন্ধ-পরিকর ।
ধরণী কাপিছে ধর ধর,
দেবতা দেখিয়া হুঃখে মূড়েছে নয়ন !
- সত্য । ক্রান্ত কি সন্তান মোর রণে ?
- হু । অস্ত্রশূল তুণ, ছিন্ন ধনুঃপুণ
বাণে বাণে সর্বস্থানে ক্ষত কলেবর ।
গাঙ্গেয় কাতর অন্ত রণে ।
সারথি হয়েছে হত ।
ভীষ্ম রোবে রাম আজ
করেছেন ভীষ্মে আক্রমণ ।

অচলা চক্কা

ভীষ্মবেগে গিরি হ'তে ঝরিতেছে আলা,
গগনে তড়িত সম উজ্জ্বল নির্ধর ।
ছুটিতেছে কালানল প্রাতি রাম-বাণে ।

(১ম দৃতের প্রবেশ)

কি সংবাদ ?

১ম, দূ । সংবাদ ভীষণ !

সংজ্ঞাশূন্য দেবব্রত

রথ-নিপতিত—

করেছেন ভূতল আশ্রয় ।

হু । আর কি শুনিবে মাতা ?

সত্য । এখনো শুনিব—

ঈশ্র বল, সত্য বল—

সাবধান, ক'র না গোপন

পুত্র মম মৃত কি জীবিত ?

(২য় দৃতের প্রবেশ)

২য় দূ । জীবিত—জীবিত রাণী !

এখনো জীবিত তব মৃত ।

ভূমিতে পতন-মুখে, কোথা হ'তে

অপূর্ণ মুরতি অষ্ট দ্বিজ

আবির্ভূত হ'ল রণাঙ্গনে,

শূন্তে ধ'রে রেখে দিলা শাস্ত্র-নন্দনে ।

দেবতা জাহ্নবী

অশ্বরজ্জু করিলা ধারণ ।

প্রাণরক্ষা কুমারের আজি ।

স্বর্ঘ্যাস্তে সমর শেষ

দেবব্রতে পরাজিতে পারে নি ভার্গব ।

হু । হে দূত, সংবাদে তুমি

প্রাণ দিলে কিরে ।

বিপদ-বারণ নারায়ণ

আজিও করুণা ক'রে

রেখেছেন ভীষ্মের জীবন ।

কিন্তু কাল ? কি হবে মা ?

কেমনে বাঁচিবে পুত্র তব ?

পরম প্রেমিক মহাপতি

সর্বভাগী কোরবের পতি—

যদি হন পরাজিত রণে

কোরবের ভাগ্যলক্ষী ভূবিবে সাগরে ।

মায়ের আশিস তিকা করিয়া গাঙ্গেয়
প্রেরণ করিল। মোরে তোমার সকাশে ;
কর্তব্য করহ মাতঃ !

সত্য। অপেক্ষায় রহ হে শীমান্,

পুত্র প্রাণ—

কি উত্তর দিব আমি বৃথিতে না পারি।

[সুনন্দ ও দুত্তগণের প্রস্থান।

এ কি প্রেহেলিকা !

জাহ্নবী সমরাজ্যে—

তথাপি গাঙ্গেয় বাটে আশিস্ আমার !

সত্যব্রতধারী !

আমি হীনবুদ্ধি নারী—

সত্য কি আশিসে তব জয়ের নির্ভর ?

গুরু-শিষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী—

জামদগ্ন্য গুরু মম—ইষ্ট-নারায়ণ !

কি করিব—কাহারে স্মরিব ?

গুরু, গুরু—

হে করুণা-মুগ্ধি তপোধন !

সমস্তা-সকটে আমি

তব নত মস্তশক্তি করিহু আশ্রয়।

রাম-পরাজয়ে

রামের আশিস-বাক্য হে মস্ত অক্ষর,

অস্তরে ক্ষুরিত হও,

এস বাস আমারে আশ্বাস দাও—

দইলাম প্রাণভয়ে শরণ তোমার।

(সত্যবতীর স্বীপ প্রজ্জ্বলন ও ধূপদানে ধূপাদি
দান।) *

সত্য। নারায়ণে করি নমস্কার।

নর নরোত্তমে আমি করি নমস্কার,

আর তুমি ছন্দের প্রসূতি,—

বরদা, অক্ষর-রূপা দেবী সমস্তী !

তব পদে নমি বারবার।

বহুমুখে হবি দিহু ঢালি,

গুরুনত মস্ত-পুষ্প দিলাম অঞ্জলি।

বৃক্ক করে করি আবাহন

এসো বাস, ঋষি-পূজা ঋষি সনাতন।

সত্য রক্ষা তরে,

গুরু সঙ্গে প্রচণ্ড সমরে

ব্রহ্মচারী পুত্র মোর দারুণ বিপদে।

হে শরণ্য !

বিপদা ব্যাকুল তাহে আমি।

লভিতে অভয়

বাচি তাই তোমার আশ্রয়।

এসো ঋষি, অভয় করহ মোরে দান।

(বাসের আবির্ভাব)

এ কি হেরি !

কৃষ্ণরূপে প্রদীপ্ত ভাস্কর—

কে তুমি—কে তুমি নরবর ?

ঢাকি অঙ্গ চর্মাধরে

কনক পিঙ্গল জটাভারে

আবরিয়া যেন ত্রিভুবন

হে আশ্বাস-মুহিধারী জীবের কল্যাণ !

কোথা হ'তে কে এলে মহান ?

এ কি ! এ কি তোমারে দেখিয়া—

অকস্মাৎ এ কি ভাব জাগে ?

অকস্মাৎ স্বপ্ন-স্মৃতি,

উজ্জ্বলিত হিরা,

অকস্মাৎ পুত্রমেহে আমি আত্মহারা,

পয়োধরে ছোটে কীরদারা।

জ্ঞান-হীনা নারী

কি বলিয়া সঘোষি বৃথিতে না পারি।

বাস। পুত্র বল—পুত্র বল !

মা। মা ! আমি তব স্বয়ং সন্তান।

সত্যবতী। পুত্র !

সত্য ঋষি, পুত্র তুমি ?

বাস। পুত্র আমি !

তোমারি পবিত্র গর্ভে জনম আমার।

জন্মাবধি মাতৃমেহে আমি মা বঞ্চিত।

শ্রীচরণে স্থান দিতে

যদি মা করিলে আবাহন,

মেহ ভিকা দাঁও মা সন্তানে।

(প্রণাম করণ)

সত্যবতী। এস বৎস এস প্রিয়তম,

পুলকে ব্যাকুল অঙ্গ

সলিলে আবদ্ধ হ'ল আঁধি।

* মুনিবাবাদ নিমতিতা হিন্দু থিয়েটারের অঙ্ক এই অংশ
লিখিত ও উক্ত থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে
এই অংশ পুস্তকমধ্যে সমিষ্টি হইল।

তোমারে জঠরে ধরি
ভুবন-ঈশ্বরী-সম গৌরব আমার !
বাস। ভুবন-ঈশ্বরী তুমি
ইথে নাহি সম্বন্ধ জননী।
তোমার পুত্রদুর্গের আমি গরীবানু;
নিখিল ভুবন-জ্ঞান আরন্তে আমার
অগ্রাণ্য নাহি মা কিছু তব আশীর্বাদে।

জ্ঞান কণ্ঠ ভক্তিধারা
তব পুত্র-হৃদিমধ্যে ত্রিবেণী-সঙ্গম।
কিন্তু এ সমস্ত জ্ঞান
হে জননী, একের অভাবে
অসম্পূর্ণ—মূলাহীন।
অসম্পূর্ণ সন্ধ্যা যথা গরীবী অভাবে—
ময় যথা প্রণববিহীন—
মাতৃ-স্নেহে বঞ্চিত হইয়া
অভাবে দরিদ্র ছিহু আমি।
আজ আমি পূর্ণ মনস্কার।
জননী-শ্রীপাদপদ্মে লভিহু আশ্রয়।
বল মা, কি হেতু বাসে করিছ স্মরণ ?

সত্যবতী। তপে বিয় হ'ল কি সম্ভান ?

বাস। ছিলাম গভীর ধ্যানে

নিমগ্ন জননী।
ক্লান্ত করি সর্ব পুরস্কার
চারিধারে নিবেশিয়া প্রাচীর আশ্রয়
হৃদি মধ্যে আশ্রয়ালে বসেছিহু আমি।
প্রবেশের কাহারও না ছিল অধিকার।
দেবতার বাক্য এসে ব্যাহত প্রাচীরে,
আবার দেবতারাজ্যে চ'লে গেছে কিরে।
একমাত্র স্বপ্ন ছিহু যুক্ত ছিল মাতঃ,
সর্বদা জ্ঞানের দ্বারে প্রহরী জাগ্রত,
তোমার আদেশবাণী লইতে সেবার।
সেখানে বসিয়া,

শুধা বৃদ্ধি, শুদ্ধা ভক্তি একত্র করিয়া
রচিতছিলাম আমি অপূর্ণ স্তনন।
সেই রথে নর-নারায়ণ
ধরাভার করিতে হরণ
রথী সারথির রূপে
আরোহণ করিবেন মাতা—
সেই রথ-চক্রতলে
জগতের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারী

ভীষ্মের সমস্ত সাধন ফলে
রপকূপে উপহার করিবে প্রদান।

সত্যবতী। হে সম্ভান।

আনন্দে পুরিল প্রাণ
প্রাণ্য তুমি করিলে প্রদান।
তব আগমন সনে
এ অপূর্ণ সমাচার লাভে
সিদ্ধ হোয় সকল কামনা।
যাও এবি নিজে গৃহে ফিরে,
কার্য শেষে এস বৎস জননীর কাছে,
আমর রাখিব ভারে ভারে।
শীঘ্র যাও—
অপূর্ণ রেশ না সেই অপূর্ণ স্তনন।

[প্রণামান্তে ব্যাসের প্রস্থান।

হে স্তনন!

শীঘ্র কর বান আয়োজন।

পুত্রে মোর জয়াশিস্ দানে

আমি নিজে ঘাব রণাঙ্গনে।

পঞ্চম দৃশ্য

রণস্থল।

ভীষ্ম। তেইশ দিন সমভাবে যুদ্ধ করলুম। যত
অস্ত্র আমার জানা ছিল, সব প্রয়োগ করলুম, তবু
ব্রাহ্মণকে পরাস্ত করতে পারলুম না। আজ সূর্য্যো-
দয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার যুদ্ধের আরম্ভ। মনে হ'চ্ছে,
আজই যুদ্ধের শেষ। প্রতাপশালী জামদগ্ন্যকে সমরে
পরাজয় করা যদি আমার সাধ্য হয়, তা হ'লে দেব-
তারার প্রসন্ন হয়ে আজ আমাকে দর্শন প্রদান করুন।

(ব্রাহ্মণবেশধারী বহুর প্রবেশ)

বহু। সাধ্য গাঙ্গের। রামকে পরাজিত করা
একমাত্র তোমারই সাধ্য।

ভীষ্ম। কে আপনি ? কাল আর সাত জন
অগ্নিতুল্য তেজস্বী সহচর সঙ্গে নিয়ে আপনি আমাকে
রক্ষা করেছেন। আজ আবার স্মরণ মাত্র আমাকে
আশ্রয় দিতে এসেছেন। হে বহাপুরুষ! আপনারা
কে ?

বহু। রক্ষা করেছি, রক্ষা করবো। চিরদিনই

আমরা তোমাকে রক্ষা ক'রে আদাচ্ছি। যে যেতু তুমি আমাদেরই নিজ শরীর।

ভীষ্ম। আমি যে বিদিত হচ্ছি মহাভাগ!

বহু। বিদিত হবার কিছু নেই। আমি তোমাকে তোক বাক্যে আশ্বাসিত করতে আসি নি। রাম তোমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবেন না, বরং তুমিই তাঁকে পরাজিত করবে।

ভীষ্ম। কেমন ক'রে পরাজিত করব? আমি যে সমস্ত অস্ত্র জানি, সে রামেরও ত জানা আছে?

বহু। না—এমন এক অস্ত্র তোমার বিদিত আছে, যার তত্ত্ব, রাম কি, পৃথিবীর অস্ত্র কোন পুরুষ জানেন না, কেবল তুমি জান। একটু চেষ্টা করলেই তার প্রয়োগ-সংহার-রহস্য তোমার স্মরণে আসবে। এই অস্ত্রতত্ত্ব পূর্বাঙ্করে তোমার বিদিত ছিল।

ভীষ্ম। আমি স্মরণে আনতে পারছি না।

বহু। আনতে পারছ না নর গাঙ্গেয়! গুরু বধ-ভয়ে সে অস্ত্র স্মরণে আনতে সাহস করছ না। বিশ্বকর্মা-বিরচিত সম্মোহন নামে প্রাজাপত্য অস্ত্র স্মরণ কর।

ভীষ্ম। স্মরণে এসেছে।

বহু। সেই অস্ত্র জামদগ্ন্যের প্রতি নিবেদন কর। সেই অস্ত্র যেই ভার্গবের অঙ্গস্পর্শ করবে, অমনি গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রাম মরাতলে শয়ন করবেন। রাম বিনাশ প্রাপ্ত হবেন না, সূতরাং তোমাকে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হ'তে হবে না। প্রস্তুত অথবা মৃত উভয়ই আমরা তুল্য বিবেচনা করি। রামকে জয় ক'রে, আবার সম্মোহন অস্ত্র দিয়ে পুনরায় উঠক জাগরিত করবে। নিশ্চিন্ত হও কৌরব, রামের কদাচ মৃত্যু হবে না। সূতরাং বিলম্ব না ক'রে অতী রণের প্রথম আবাহনেই তুমি এই অস্ত্রের সন্ধান কর।

ভীষ্ম। এত দিন পরে হে ভার্গব, আমি আপনাকে আয়ত্তে পেয়েছি। আমি কক্রিয়, বণ আমার জাতিগত ধর্ম। রণে জয়লাভই কক্রিয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তুমি ব্রাহ্মণ, যুদ্ধ তোমার জাতিগত ধর্ম নয়। তুমি এ-ধর্ম অবলম্বন ক'রে কক্রিয়ের অধিকারে অনর্থক হস্তক্ষেপ করেছ। সূতরাং তোমাকে যে কোন সত্ৰপায়ে পরাজিত করাই আমার অবশ্যকর্তব্য।

বহু। অবশ্যকর্তব্য গাঙ্গেয়! তুমি সামান্য মাত্রাও প্রত্যাবারের ভয় ক'র না।

ভীষ্ম। কিন্তু প্রভু, রাম ধর্মবর্ধনশাস্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ।

বহু। তুমি ভয় করছ, পাছে ভার্গব অস্ত্র কোন অস্ত্র দিয়ে তোমার নিকৃষ্ট অস্ত্রের সংহার করেন। ভয় নেই গাঙ্গেয়, আমি তোমাকে বৃথা আশ্বাসে প্রভাবিত করতে আসি নি! তোমাকে মুহূর্ত্তে পরাভূত করতে পারেন, এমন বহু অস্ত্র তাঁর জানা থাকতে পারে, কিন্তু সম্মোহনাস্ত্রের প্রয়োগ-সংহার রামের বিদিত নাই। যে বিশ্ব-বিমোহিনী শক্তির প্রভাবে, রাম তোমাকে প্রতিকূল করতে পারতেন, রাম সে শক্তি হারিয়েছেন। যখন ভার্গব জনকসভা হ'তে প্রত্যাগত হরধর্মভঙ্গকারী পূর্ণব্রহ্ম রামের পথরোধ করেছিলেন, সেই সময়েই ভার্গবের নারায়ণী শক্তি রাম-শক্তিতে বিলীন হয়েছে। কৌরব! রণের প্রথম আবাহনে তুমি নিঃসঙ্কেতে জামদগ্ন্যের প্রতি সম্মোহনাস্ত্র সন্ধান কর।

ভীষ্ম। যথা আজ্ঞা। আপনার আশীর্বাদে অতী আমি দ্বন্দ্বধর্মাবলম্বী বিগ্রকে ভূতলশায়ী করব।

বহু। তোমার মঙ্গল হ'ক।

[বহুর প্রস্থান।]

ভীষ্ম। আমাকে কালকের নিশ্চিত পরাভব থেকে রক্ষা করলে। আজ আবার ভার্গব-বিজয়ের গুপ্তমন্ত্র আমাকে বিদিত ক'রে গেলে! হে মহাপুরুষ, তোমরা কে? বললে, আমি তোমাদের দেহরক্ষণ। তবে তোমরা আমার কাছে অপরিণীত রইলে কেন? আমি কি পুণ্য-গৌরবে তোমাদের কাছে এ অপূর্ণ প্রীতিলাভের অধিকারী? তোমরা এলে অবাচিত হয়ে আমার অজ্ঞাতসারে আমাকে রক্ষা করতে, কিন্তু আমি ব্যাকুল আগ্রহে ধীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে সচিবকে পাঠিয়েছি, জননী সত্যবতী এখনও ত আমাকে কোনও সাহস বাক্য প্রেরণ করলেন না!

(সন্ময়ের প্রবেশ)

সু। গাঙ্গেয়!

ভীষ্ম। এই যে স্মরণমাত্রেরই আপনি এসেছেন। —আশীর্বাদ!

সু। বা নিজেই আশীর্বাদ-পুষ্প স্বহস্তে ধারণ ক'রে আপনাকে দিতে আসছেন।

(সত্যবতীর প্রবেশ)

সত্য। ভীষ্ম!

ভীষ্ম। এস মা, ব্যাকুল আমি।

বঁসে আছি আশিস-ভিখারী।

করেছিহু পণ,

করিব না যুদ্ধে কভু পৃষ্ঠ প্রদর্শন;

প্রতিদ্বন্দ্বী ভীষণ ভার্গব

ধনুর্কোদে আশ্রয়ানে পূর্ণ অধিকারী—

ত্রয়োবিংশ দিন আমি তব আশীর্বাদে

অশ্রান্ত যুদ্ধেছি তাঁর সনে।

শ্রেষ্ঠ অস্ত্র যত ছিল করেছি সন্ধান,

রাম-অঙ্গে প্রতিস্থান

বিস্তৃত করেছি শরজালে।

তথাপি নারিহু আমি জিনিতে ভার্গবে।

এস শক্তিরূপা মাতা, কর রূপা দান,

সন্তান আশ্রয় যাচে পায়।

দেখো মা, তোমার দায়,

দেখো যেন ভীষ্ম নাম না ভুলে ধরণী।

সত্য। হে সন্তান! আমি কুদ নারী,

কিন্তু দয়া করি

মাতৃ-সম্বোধনে মোরে

ভূষনে দিয়েছ তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান!

প্রতিদ্বন্দ্বী ভীষণ ভার্গব সনে

তোমারে পাঠিয়ে রণে

আমি কি নিশ্চিত আছি, সর্বস্ব আমার!

নিজ দেবতার পদতলে

রাশি রাশি অক্ষবিদ্ধ তেলে

করেছি যে পুষ্প উপার্জন—

এই লও—ধর করে, হে প্রিয় নন্দন—

যাও রণে,

ভার্গবে সগর্বে কর সমরে আত্মদান।

ভীষ্ম। দাও পুষ্প পেতেছি অঞ্জলি।

শিরে দাও শ্রীচরণ-ধূলি।

[সত্যবতীর প্রস্থান।]

হে ভার্গব! হও সাবধান,

আজ রণ অবসানে

জগতের চক্রে ভীষ্ম হবে বিখ্যজরী।

একাধিক বিংশবার

নিঃকল্লিমা করেছ ধরণী।

শোকাভুরা অগণা জননী

আঁধি হ'তে নিপতিত

চিরতপ্ত অবিশ্রান্ত কথিরের ধারে

সে সবার করেছে তর্পণ।

আজি তার প্রতিশোধ লইব ব্রাহ্মণ!

(পরত্তারার প্রবেশ)

ভীষ্ম। হে গুপ্ত, প্রণাম লহ মোর।

রাম। হে গাঙ্গেয়,

শুন মোর শেষ অনুরোধ।

ব্রাহ্মণরূপে

অস্বারে অতাই তুমি করহ গ্রহণ।

ভীষ্ম। রখা অনুরোধ, তপোধন!

অগ্র্যাত্মিগণি জ্ঞানে

একবার যে নারীকে করেছে বর্জন,

যদি তারে উপহার

নিজ হাতে দেন নারায়ণ,

তবু সে না পাবে স্থান পৌরবের গৃহে।

রাম। তবে কর ইষ্টের অরণ।

প্রাণ ল'য়ে রণাঙ্গন হ'তে

ফিরে আজ নাহি যাবে শাস্ত্রহীনমন!

ভীষ্ম। নিতা তুমি যেই যত্ন

দিতেছ আমারে,

আজিও কি সেই যত্ন দিবে হে ব্রাহ্মণ?

রাম। না গাঙ্গেয়! আত্ম তব

যত্ন স্বনিশ্চয়।

আগে দেখি নাই ভীষ্ম,

দেবতা আদিয়া, থাকি তব অন্তরালে

তোমার জীবন রক্ষা করে।

কল্যা আমি ক'রেছি দর্শন

সে অর্ধ ব্রাহ্মণ,

রথোপরি উপবিষ্টা জননী জাহ্নবী!

আজ তারা কেহ না আদিবে।

যদি আসে, অনল-পরশে

আকাশে বিলীন হ'য়ে যাবে।

বাপে পরিণত হবে জাহ্নবীর তনু।

ভীষ্ম। ত্রয়োবিংশ দিনব্যাপী রণে

অনিত্রার, অনশনে, চিন্তার প্রহারে

মস্তিষ্ক-বিকার তব ঘটেছে ব্রাহ্মণ!

রাম। কুলেও না মনে দিও স্থান।

তপতাই একমাত্র সখল আমার।

তপতাই আমার—তপ-বর্ষে দেহ দুঃখিত—

কুখ্যাত্তা সন্নিধানে আসিতে না পারে।

ভীষ্ম। ধ্বংসে বদ্বি জ্ঞান পূর্ণ তব হইল,
আমিও ত পূর্ণ জ্ঞানে আছি অধিকারী।
তুমি জান যে বাণের প্রয়োগ-সংহার,
সে জ্ঞানে আমারও অধিকার।
এ বিশ্বাস আছে গুরু, শিক্ষা দান-কালে
জ্ঞান তুমি কর নি গোপন।

রাম। না গালের, খুলে দিছি
রক্তের ভাণ্ডার,
যেখানে যা অস্ত্র ছিল,
তোমারে দিয়াছি অধিকার।

তবে গুন মতিমান,
ব্রাহ্মণের মান রাখিবারে,
কলা মোরে স্তন্যযোগে করেছেন দান
পাণ্ডপত মহাশয় দেব পশুপতি।
মানবের সে অজ্ঞেয় বাণের প্রহারে
ইচ্ছামুদ্রা, চৈতন্য তব করিব সংহার।

ভীষ্ম। অগ্রে আজ কে হানিবে শর ?

রাম। তুমি বীরবর !

ভীষ্ম। তবে গুরু, শীঘ্র করহ স্মরণ

আজ তব শেষ রণ,
রণজ্ঞান শয়ন তোমার।
আঁখি মুদ্রে রহ বহুমতী
বৃথা অস্ত্রদান তব দেব পশুপতি !

মুদ আঁখি, আকাশে দেবতা
বিশ্বে বিশ্বে সমীরণ বহ এ বায়ত—
আজি ভার্গবের শেষ রণ অঙ্গিনয়।

এস পণ্ডিত-পুত্র-হারা,

এস শোকাতুরা

দলে দলে যে যেখানে আছে ক্ষত্র-নারী
এস তারা দেখে যাও—নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ
যুগে যুগে করেছে যে তাম নির্যাতন
এক দিন পরে তীত প্রায়শ্চিত্ত তার।

ধর—ধর শরাসন, তপোধন !

নিষ্কোপিব বাণ সমোহন,

সাধা থাকে, তব অস্ত্রে করহ সংহার।

নেপথ্যে। (দেবগণ) রক্ষা কর—রক্ষা কর—

(নারদের প্রবেশ)

না। সংহর—সংহর শর,
হে গালের ! বিশেষ না ভার্গব-কলেবর।

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। তপঃপরায়ণ আমি,
আত্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
গুরুতর মঙ্গল-বিধাতা,
সর্বসিদ্ধিদাতা,
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও সন্তান আমার।

ভীষ্ম। কে আপনি অপূর্ণ-মুরতি ?
জ্ঞান ভক্তি প্রীতি
পরশে জাগারে দিলে অন্তরে আমার !

(বহুর প্রবেশ)

বহু। পরম দেবতা, দেবতার
সর্ব-ভক্তি-সমষ্টি আকার—
ভাগ্যবান !
দেবধি নারদ আজি ধরেছে তোমারে।
রাখ তুমি শর শরাসন,
স্পর্শ কর ঋষির চরণ,
রাখ বাক্য তাঁর,
রাম-অস্ত্রে করিও না অস্ত্রের প্রহার।

ভীষ্ম। বুঝা এলে ঋষির্ভাজ !
আছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা-আমার,
রণক্ষেত্রে শত্রু হ'তে মুখ না মিরাব
বাণচিহ্ন পুটে না ধরিব তু

নারদ। জামদগ্নি ! অহরোধ মন—
আজি হ'তে কর ত্যাগ ক্রিয়-আচার,
কেলে দাঁও অস্ত্র ভূমিতলে।
ব্রাহ্মণের মহাত্ম বিনয়,
পরাজয় জয়—
অপমান মানের গরিমা।

রাম। হে গালের ! পরাজিত আমি।

ভীষ্ম। (দ্রুতপদে গিয়া রামের পদ ধারণ)

হে গুরু, অপরাধিত !

বুদ্ধ-কল তব পদে দিলাম অঞ্জলি।

সত্যের তপোনিধি করহ স্মরণ

অস্ত্রশিক্ষা অবসানে

কি আশিস্ করেছিলে শক্তিবান্ মোরে।

কর কৃপা, যাও পদধূলি
রণক্ষেত্রে জ্বরে মোর শ্রেষ্ঠ পুত্রদার।
রাম। পরম সম্ভট তুমি করিমাছ রণে
বাও বৎস, আপন ভবনে,
ধরা মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রবীর তুমি।
দেবর্ষি প্রণাম লহ, লহ নতি মাতা,
আর তুমি—মুক্ত আঁধি হে বহুপ্রদান—
অসংখ্য প্রণাম তব পথে।

[রাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(অঘোর প্রবেশ)

রাম। এলে বা, দেখিলে রণ ?
অঘ। দেখিগাছি ঋষি,
ভীষ্ম হ'ল ভার্গববিজয়ী।
রাম। তার পর ?
অঘ। তার পর আমি।
রাম। তুমি ! তুমি কি করিবে বাল্য ?
অঘ। (হাত) আমি কি করিব ?—
আর কি করিব ঋষি,
আমি নিকে ভীষ্মেরে বধিব।
জামিন্য যার সমে যণে পরাজিত,
শরের চালনা দেখে দেবতা স্তম্ভিত—
আমি ভিন্ন এ জগতে
আর কে বা হ'তে পারে প্রতিদ্বন্দী তার ?
রাম। তাজ বা ছরস্ত অভিনান।
অঘ। ফেরাও করণা-দৃষ্টি,
বাও তপোধন—
কর্তব্যে বেঁধেছি মন,
তপতায় বিয় মোর ক'রনাক আর,
চ'লে যাও আপনার পথে।

[রামের প্রস্থান।

(হাত) এই কি বিধির ইচ্ছা—
যে প্রচণ্ড ধনুর্ধর
সমবেত রাজশক্তি
ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিল ভীষণ আহবে,
শক্তিশূন্য করিল ভার্গবে,
আমি হব প্রতিদ্বন্দী তার ?
সত্য কি দেবতা ?
অথবা মন্তব্য ?

৭৩—১৫

সত্য কি আমার বাণে
ইচ্ছামৃত্যু বিশ্বজয়ী ভূমিতে লুটাবে ?
এ সংসারে বহুচক্ষে
শূত্রপ্রাণে, যন অন্ধকারে
যে নারী বান্ধবহীনা একাকী বিচরে,
হে শঙ্কর, সে কি গো এতই অভাগিনী ?
বার কেহ নাই—
ত্রিঙ্গপতে সত্য কি তাহার কেহ নাই ?

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহা। আছে—কেহ নাই বার,
এক জন আছে তার।
সেই আমি—বর লহ বাল্য !
অঘ। হে ঈশ্বর, দেখ—দেখ—দেখ হে অন্তর
মুখ্য আমি—অবশ রগনা—
বিদীর্ণ করহ বক্ষঃ শূলে,
খুঁজে লও তুলে লও আবহ কামনা।
বল—বল—ভীষ্মে আমি করিব সংহার।
মুক্তি এসে সাধিছে আমার,
জড়াইছে পায়—
তোমারে দেখেছি আমি—
মুক্তি আমি নাহি চাই, অশিলের স্বামী।
বর দাও ভীষ্মে আমি করিব সংহার।

মহা। ভীষ্মে তুমি করিবে সংহার।
অ। জয় জয় ত্রিপুরারি—
আর কারে ডরি—
পাতহ অঞ্জলি, মৃত্যুর দিব চালি,
তোমারে করিব পান শাস্ত্রহনন।
মহা। কিন্তু নারী, হ'তে হবে নর—
দেহান্তর গ্রহণ করিতে হবে তোরে।
অ। এখন করিব নাথ,
এখনি করিব দম্ভ কর্তৃত্বিত তহু।

ওঠ ক্ষেপে চিতার অনল ;
শিখায় শিখায় ধর তীব্র হলহল,
উল্লাসে সাতার দিব তাহে।
দেহ পোড়াইব, পুরমাণু হব—
শুক রাজ তীব্র বিধ
প্রাণ লুকে ল'রে বাব পারে।
শাস্ত্রহনন,
সেই বিধে জীর্ণ হ'য়ে ত্যজিবে জীবন।

প্রেরণ করবে, সন্দেহ নাই। সাধারণের এইরূপ একটি নিয়ম প্রচলিত আছে; যিনি আগে দূত প্রেরণ করেন, সাধু লোকেরা তাঁরই পক্ষ অবলম্বন করে থাকেন।

কৃষ্ণ। তা হ'লে আমরাও নিজের নিজের গৃহে গমন করি। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এখানে এসেছি, আপনিও সেই ভক্ত এসেছেন। এখন বিবাহ সম্পন্ন হ'য়ে গেছে। সুতরাং আর আমাদের বিরাট-গৃহে থাকা কর্তব্য নর। কেন না, কুরুপাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের তুল্য সম্বন্ধ।

যুধি। বাস্তব! ঘরকা-যাত্রার পূর্বে আমার একটা কথা শোন। আমি পুরোহিত মহামতি যোমাকে দূতরূপে প্রেরণ করব; কিন্তু সেই সঙ্গে জননীকে আমাদের প্রকাশ-সংবাদ দেবার কি হবে?

কৃষ্ণ। আমরা সকলেই আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত আছি, মহারাজ!

যুধি। না, দূতের প্রত্যাগমনের পূর্বে আমি জ্যোৎস্নার পরিচিত কাউকে মাতৃ-সমীপে পাঠাতে ইচ্ছা করি না। অথচ এক জন আত্মীয়-পুত্রের সে স্থানে গমন কর্তব্য।

ক্র। বেশ, সে ব্যবস্থা আমিই করব। আমি আমার পুত্র শিখণ্ডকে কৃতীদেবীর কাছে প্রেরণ করি।

যুধি। জ্যোৎস্না কিংবা অন্য কোন কোরব তাঁকে চিনতে পারবে না?

ক্র। বিধাতাই এখন তাকে চিনতে পারবে না, তা জ্যোৎস্না! আমি তার পিতা, আমিই এখন তাঁকে চিন্তে গিয়ে থকবত খাই।

কৃষ্ণ। তা হ'লে শিখণ্ডই পিতৃস্বরূপে সংবাদ দেবার উপযুক্ত ব্যক্তি।

যুধি। তবে তাকে রাতের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করে, আমরা উপপ্রহ্লাদগণের গমন করি।

তৃতীয় দৃশ্য

ভীষ্মের কক্ষ।

বিহুর ও ভীষ্ম।

বিহুর। পিতা! আপনাকে আজ আমি বিষয় দেখছি কেন?

ভীষ্ম। বিষয়! বিহুর, বিষয় হবার ত কারণের

অভাব নেই। আরাকে যে তোমরা প্রকৃত দেখতে পাও, এই আশ্চর্য। কত বর্ষ, কত যুগ চ'লে গেল! পৌরবের কত বংশধর আমার সম্মুখে এল, আবার মিলিয়ে গেল। পিতার দেহভাগে চিত্রাঙ্গকে রাজা করলুম! তাই আমার গন্ধর্বের হাতে প্রাণ মিলে। বিচিত্রবীর্ষকে রাজা করলুম, সেও যৌবনে পদার্পণ করতে না করতে দেহভাগ করলে। তার পর তোমরা তিন ভাই। অতি শৈশব থেকে তোমাদেরও পালন করলুম। বিহুর! তার ভিতর থেকে আবার এক জন আমার উপর কঠকণ্ডিল শিশুপুত্রের পালনের ভার দিয়ে অকালে দেহভাগ করলে। তুমি ত দেখেছ, পুরুপাণ্ডব শৈশবে আমাকেই পিতা ব'লে ডাকত! আমি কত কষ্টে তাদের সে ভ্রম বুটিয়েছিলাম। সেই পুরুপাণ্ডবের বনবাস পর্যন্ত আমাকে দেখতে হ'ল! তাদের সঙ্গে বিরাট-রাজ্যে যুদ্ধ পর্যন্ত করতে হ'ল! বিষয় যে হব, তাতে আর বিচিত্রতা কি?

বিহুর। না পিতা, বিবাদের কথা আপনি মুখেও আনবেন না। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আপনার মনে ধরনী-ভ্যাগের অভিলাষ জেগেছে।

ভীষ্ম। না বাপ, সে আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। জীবের মনে মনেও মৃত্যুকরী কামনা করা পাপ। বিশেষতঃ যে ব্রহ্মবিদ, তার পক্ষে মৃত্যুকামনা একরূপ ব্রহ্মহত্যা। আমার মনে মরণের অভিলাষ এক মুহুর্তের জন্যে জাগে নি, তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিত থাক।

বিহুর। তাই বলুন। সূর্যের প্রতিভার আপনি কোরবকুল উজ্জ্বল করে রেখেছেন। মহারাজ শান্তনুর সমক্ষে চিরকৌমাৰ্য্য ব্রত গ্রহণ করে, আপনি এত কাল পর্যন্ত কুরুকুলের রক্ষার কার্য্য করে আসছেন। জ্ঞান হ'য়ে অবধি আমি আপনাকে একদিনের জন্যে বিষয় দেখি মি। চির শান্ত যোগিরাজ, আপনার বিশাল সাগরতুল্য মন চির অচঞ্চল। আমার মনে হয়, শুধু আমি কেন, কেউ কখন তাতে এক মুহুর্তের জন্যে বিকোভ দেখে মি। আপনি দয়া করে বলুন, আমি আপনার মুখে যে বিষয়টিই দেখলুম, তা আমার দৃষ্টিভ্রম!

ভীষ্ম। তুমি পরমতপস্বী। যদিই তুমি আমাকে বিষয় দেখ, তা হ'লে আমি না বলব কেনম করে? বিহুর! আমার চিত্তবিকোভের কারণ উপস্থিত

হয়েছে। লোকপরম্পরায় অনুসৃত, পঞ্চপাণ্ডব ভ্রোণরীপ
সঙ্গে দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের পর বিরাটের সভায় আত্ম-
প্রকাশ করেছেন।

বিহুর। তাই শুনেই কি আপনার চিত্তচাক্ষু-
ষ হয়েছে?

ভীষ্ম। হবার কি কারণ নাই বিহুর?

বিহুর। ক'ই—আমি ত খুব ভেত্রে পারছি না।
যে দিন আপনার চিত্তের অস্থিরতার সম্যক কারণ
উপস্থিত হয়েছিল, সে দিন যখন হয় নি, তখন আজ
হবে কেন?

ভীষ্ম। কোন্ দিন?

বিহুর। যে দিন দুর্য্যোয় হুশাসন একবস্ত্র-রজস্বলা
ভ্রোণরীপ কেশাকর্ষণ করে কৌরব-সভামধ্যে নিয়ে
এসেছিল এবং তাঁর পঞ্চসামীর সম্মুখে অপমান
ক'রেছিল। সে দিন বিশাল-বারিধির সর্বস্তরে
বিস্কৃত হবার কারণ হ'য়েছিল। হুর্ভাগ্যবশে আমিও
সে দিন সে সভায় উপস্থিত ছিলাম। সে দিন আমি
কাণ্ড দিকে লক্ষ্য করি নি। হুশাসনের দিকে লক্ষ্য
করি নি,—পঞ্চভ্রাতার দিকে লক্ষ্য করি নি,—সভাসদ-
দিগের দিকেও দৃষ্টিনিষ্কপ করি নি। আমি শুধু
আপনার পানে চেয়ে ছিলাম। অনাথশরণ আপনারই
সম্মুখে আপনার কুলবধূর উপর অত্যাচার। দেখেছিলাম,
তা দেখে আপনার মনে ক্রোধের সঞ্চার হয় কি না।
সে দিন যখন হ'ল না, তখন আজ এই তুচ্ছ সংবাদ
শুনে, আপনার চিত্ত চঞ্চল হবে কেন?

ভীষ্ম। সে দিনের কথা—আর আজকের কথা
যত্ন। বিহুর, সে দিনের ব্যাপার তুচ্ছ বললেও
বলা যেতে পারে; কিন্তু অজ্ঞেয়ের এই শোনা
ঘটনাকে আমি কোনওমতে তুচ্ছ বলতে পারি না।
ধর্মরাজ নিশ্চয়ই আজ তাঁর রাজ্য গুন-পাণ্ডব
জন্ম রাজ্য ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দূত পাঠাবেন। ধৃতরাষ্ট্র
একে অন্ধ, তাতে আবার গুহের উপর অত্যন্ত
মহতায় হতজ্ঞান। একে জর্ঘোদন দুর্হৃতি, তার উপর
কর্ণ, শকুনি, হুশাসন প্রভৃতি দুর্হৃতিগুণো দিবারাত্র
তাকে ঘেরে আছে। তাদের অসং পরামর্শ শুনলে,
সে ত কখনই বুধিষ্টিরকে রাজ্য দিতে চাইবে না।

বিহুর। কিছুতেই না।

ভীষ্ম। ধৃতরাষ্ট্রও গুহের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য
করতে সাহস করবে না।

বিহুর। তা করবেন না।

ভীষ্ম। তা হ'লে ত কুরুপাণ্ডবের বিবন বৃদ্ধ
বাধল।

বিহুর। বাধে, দৃষ্ট কুরুকুল নিশ্চল হবে। তাতে
আপনার বিষয় হবার কি আছে?

ভীষ্ম। বিষয় হবার কারণ আছে। জানি আমি,
কর্মফল অবশ্যস্বাভাবী। সবাক্রম দুর্ঘোষনের ধ্বংসই
যদি নিয়তির বিধান হয়, তা হ'লে ধ্বংস বিধাতা
দুর্ঘোষনকে রক্ষা করতে এলেও রক্ষা করতে পারবেন
না। এ কথা আমি শুধু জামদগ্ন্যের কাছে শুনেছি।
আমার কাছে তাঁর পরাভবে তা বুঝেছি। বিখনাশী
পাণ্ডপত অস্ত্র লাভ ক'রেও ভার্গবকে আগার কাছে
পরাভব স্বীকার করতে হয়েছে। তবু বিহুর, আমি
বিষয় হয়েছে। কেন তোমাকে বলছি।—কে—ও?

(ধোমোর প্রবেশ)

ধোম্য। এই যে কুরুবৃদ্ধ, এই যে ধর্মজ্ঞ বিহুর।

ভীষ্ম। কে আপনি প্রভু?

ধোম্য। আমি অরণ্যবাসে পাণ্ডবের পুরোহিত
ছিলাম। এখন তাঁর দূতরূপে কুরু-সভায় এসেছি।
গান্ধেয়! ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই এক জনের সন্তান;
পৈতৃক ধনে উভয়েরই সমান অধিকার। ধৃতরাষ্ট্রের
পুত্রগণ সেই পৈতৃক পদে আরোহণ করেছেন।
পাণ্ডুপুত্রগণ তা থেকে বঞ্চিত হলেন কেন?

ভীষ্ম। এর উত্তর আমি কেমন ক'রে দেব?

ধোম্য। আপনি সভ্যের অবতার, সর্বশ্রেষ্ঠ
ব্রহ্মচারী। আপনি উত্তর দেবেন না ত অন্তে কে
দেবে? অত্রে কে এর সহজত্তর দিতে পারে?

ভীষ্ম। আমি কুরু-অন্নভোজী—আমি এর উত্তর
দিতে সমর্থ নই।

ধোম্য। বলেন কি গান্ধেয়, পরামর্শভোজী হয়ে
আপনার কি সমস্ত পৌরুষ বিনষ্ট হয়েছে?

ভীষ্ম। আপনি ব্রাহ্মণ, পাণ্ডব-পুরোহিত, বিশেষতঃ
দূত। বুধিষ্টির হয়ে কৌরব-সভায় দৌত্যকার্য্য করতে
এসেছেন; হুতরাং আপনার এ প্রবেশেরও আমি উত্তর
দিতে পারি না। একরূপ প্রশ্ন করবার যে অপরাধ, তা
ধর্মরাজ বুধিষ্টিরকে স্মরণ করবে। ব্রাহ্মণ, আপনার অস্ত্র
যদি কোন বক্রব্য আমার কাছে থাকে, তা হ'লে বন্ধন।

ধোম্য। আপনি জানেন যে, পুরোহিত রাজ্য ধৃতরাষ্ট্র
পাণ্ডবদিগের পৈতৃক ধন গোপন ক'রে, তাদের সেই ধন
থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। তাঁর পুত্রেরা তাঁদের

সংহার করবার জন্য বিধিতে চেষ্টা করেছেন ; পিতার অমৃত্যু অমৃত্যু শকুনির সাধাঘোষণা করে পাণ্ডবদের স্ববলবান্ধিত রাজ্য অপহরণ করেছেন ; সত্যমধ্যে পাণ্ডবদের ও পাণ্ডবপন্থী দ্রৌপদীর নিগ্রহ করেছেন । তারপর তাঁদের মহারণ্যে নির্বাসিত করেছেন । মহারণ্যেও তাঁদের প্রতি যে অত্যাচার হয়েছিল, তাও আপনার অবদিত নেই । গাঙ্গেয় ! তথাপি তাঁরা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের সঙ্গে সন্ধি করতে ইচ্ছুক ।

ভীষ্ম । এ কথা কোরব-সভার বলেছেন ?

ধোম্য । বলেছি ।

ভীষ্ম । তাতে কি উত্তর পেয়েছেন ?

ধোম্য । কোরবেরা কোনওরকমে সন্ধি করতে ইচ্ছুক ম'ন । তাঁরা পাণ্ডব-নিধনের জন্য বিপুল বলসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছেন । যাতে এই অনর্থ নিবারণিত হয়, সেই জন্য আমি আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি ।

ভীষ্ম । ধৃতরাষ্ট্র নিজ কিছু বলেছেন ?

ধোম্য । তিনি পাণ্ডবদের সংবাদ পেয়েই রূপট শোকে অভিভূত হলেন এত মাত্র । এমন কিছু কথা বললেন না, যাতে ভীষণ লোকস্বয়ং সংগ্রামের নিবৃত্তি হয় ।

ভীষ্ম । তা হ'লে ব্রাহ্মণ, বুদ্ধ অবশ্যভাবী ।

ধোম্য । নিবারণ হবে না ?

ভীষ্ম । এক নিবারণ করতে সমর্থ আমি । নইলে দুরাখ্যা দুর্যোগ্যের আর কারও উপদেশ কর্তে তুলবে না । কিন্তু এত, আমি ত অযাচিত হয়ে তাকে কোনও উপদেশ দেব না । অথবা বলপ্রয়োগ করে তাকে কোনও কার্য হ'তে নিরস্ত করব না ।

ধোম্য । এই কি আপনার ভীষ্ম ?

ভীষ্ম । এই আমার ভীষ্ম ।

ধোম্য । যে দিন দুরাখ্যা দুঃশাসন একবাক্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে কুরুসভামধ্যে কেশাধর্ষণে আনয়ন করে, তাঁর পক্ষস্বামী সমুখে অত্যাচার করেছিল, সে দিনও কি আপনি এই ভীষ্মত্ব নিয়ে কুরুসভামধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন ?

ভীষ্ম । এ প্রশ্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের না আপনার ?

ধোম্য । না গাঙ্গেয়, যুধিষ্ঠির এ প্রশ্ন করেন নি । এ প্রশ্ন আমি করছি ।

ভীষ্ম । তবে শুধু বিপ্র ! আমার এই ভীষ্মত্ব !

—জননী সত্যবতীর সমুখে আমার পূর্ব যুগের ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা আমাকে সে সময় সত্যস্থলে নিস্তর রেখেছিল । যদি প্রতিজ্ঞা টলতো, তা হ'লে আমার সমস্তরচিত বিশাল বট সেই দিনেই উন্মূলিত হয়ে যেত । আমার প্রতিজ্ঞা টলাতে প্রকৃতি সময়ে সময়ে এক একটি প্রচণ্ড আঘাত করেছিলেন—ব্রহ্মচর্য্যনাশের জন্য কাশীরাজ-কন্যা অর্বা, যুদ্ধ হ'তে নিরস্ত করবার জন্য পরশুরামের শক্তি, বিচিত্র-বীর্ঘের মৃত্যুর পর রাজ্যগ্রহণের জন্য জননী সত্যবতীর অহরোধ—বহুবার বহু উপায়ে প্রকৃতি আমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু ব্রাহ্মণ, সে দিনের মত পরীক্ষায় আমি আর কখন পড়ি নি । বার রক্তমাংসের শরীর, সে সেদিনকার দৃশ্যে ক্রুদ্ধ না হয়ে থাকতে পারে নি । কিন্তু আমি ছিলুম । কিছুক্ষণ বিলম্ব হ'লে বোধ হয়, আমাকে সত্যভ্রষ্ট হ'তে হ'ত । জনাধীন আমার মনোবৈরাগ্য বরো সকলের অলক্ষ্যে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করতে কুরুসভায় প্রবেশ করেছিলেন । ব্রাহ্মণ, নারায়ণ শুণু দ্রৌপদীকে রক্ষা করতে আসেন নি, আমাকেও তিনি সেই সঙ্গে রক্ষা করে গিয়েছেন ।

ধোম্য । গাঙ্গেয় ! এত দিনে এ রহস্ত বুঝতে পারিচুম ।

ভীষ্ম । না ব্রাহ্মণ, এখনও বোঝেন নি । সে দিন আমি ক্রুদ্ধ হ'লে, সর্বাগ্রে যুধিষ্ঠিরকে বধ করতুম । যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার জন্য ভীষ্মি চারি ভ্রাতা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করত ! সুতরাং প্রথমেই পঞ্চ পাণ্ডবের আমার হাতে মংহার হ'ত ! তার পর কুরু-কুল—বংশে বাতি নেতে একটি ক্ষুদ্র বালক পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকতো না !

ধোম্য । গাঙ্গেয় !—মহান্ গাঙ্গেয় !—আমি বুঝতে পারি নি ।

ভীষ্ম । যে বংশকে রক্ষা করবার জন্য পিতার সমুখে, মাতার সমুখে, অগণ্য আকাশচাটী দেবতার সমুখে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, জীবনের সমস্ত সাধ সংসার প্রবেশ-মুখে এক মুহূর্তে ছাড়বীজলে বিসর্জন দিয়েছিলুম,—ব্রাহ্মণ, না লোভ, না মত্ততা, না ভয়—কিছুতেই আমি সে প্রতিজ্ঞা হ'তে ভ্রষ্ট হ'তে পারি না ।

ধোম্য । তা হ'লে ত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে, আপনি কোরব পক্ষই অবলম্বন করবেন ।

(কর্ণ, শকুনি ও দ্রুপ্যোধনের প্রবেশ)

দ্রু। পিতামহ! আমি আপনার চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে এসেছি।

ভীষ্ম। আমি ত চিরদিনই তোমার সহায় আছি, দ্রুপ্যোধন।

দ্রু। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য দূত প্রেরণ করেছেন।

ধোম্য। কই—যুদ্ধের কথা ত কিছুই হয়নি কুরুরাজ!

শ। পাকে প্রকারে হয়েছে। তাঁর অভিমান রক্ষা করতে না পারলে ত যুদ্ধ রহিত হবে না।

ভীষ্ম। যদি সদ্ভিপ্রায়েই আমার আশ্রয় গ্রহণ করতে এসে থাক, তা হ'লে স্তন দ্রুপ্যোধন, আমি যা উপদেশ দিই, তা' মন দিয়ে শ্রবণ কর। এই সব সঙ্গীর অন্তঃপরামর্শে উত্তেজিত হয়ে না। তেরো বৎসর বনবাসের পর পাণ্ডবেরা ধর্ম্যহুসারে পৈতৃক ধনে যে অধিকারী হয়েছেন, তাতে আর সন্দেহ নাই।

কর্ণ। মহারাজ! আপনি ততক্ষণ পিতামহের উপদেশের আশ্রয় গ্রহণ করুন। আমি ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণকে আমার কিছু বক্তব্য বলে নিশ্চিত হই। শুধু ব্রাহ্মণ, আপনি ধর্ম্যরাজকে গিয়ে বলুন, পূর্বে মহামতি শকুনি রাজা দ্রুপ্যোধনের আদেশে দূত ক্রীড়া ক'রে তাঁকে পরাজিত করেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বনে গিয়েছিলেন। ত্রিলোকে এ কথা কারও অবিস্মৃত নাই। 'সুতরাং আমরা এ বিষয়ের আর বাস্তব উল্লেখ করব না। এখন তিনি মূর্খের মতন প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন ক'রে বিরাট ও দ্রুপদের সাহায্যে তাঁর পৈতৃক রাজ্য অধিকার করবার চেষ্টা করছেন। রাজা দ্রুপ্যোধন ধর্ম্যহুসারে শত্রুকেও সমস্ত পৃথিবী দান করতে পারেন। যদি পিতৃরাজ্য পাবার তাঁর একান্ত ইচ্ছা হয়, তা' হ'লে তিনি দ্রুপ্যোধনের শরণাপন্ন হ'ন। ভয় দেখালে এক পদ ভূমিও তিনি পাবেন না। স্বর্থাবশতঃ যেন তিনি দ্রুপদীকে অবলম্বন না করেন! যদি একান্তই তাঁর যুদ্ধের দ্রুপ্তি হয়, তা হ'লে রণস্থলে আমার বাক্য শ্রবণ ক'রে তাঁকে অহুতাপ করতে হবে।

ভীষ্ম। বাক্যে ভূমি খুব অহঙ্কার প্রকাশ করতে পার—যুব বড় বড় কথা বলতে পার, কিন্তু কর্ণ, বিরাটের গোহরণকালে রণস্থলে অর্জুন একাকী

তোমাদের ছয় জন রথীকে হারিয়ে দিয়েছে—সেটা কি এরই মধ্যে ভুলে গেছ?

কর্ণ। মহারাজ, আমি এ যুদ্ধের প্রলাপ বাক্য শুনে আসি নি। আমি আমার বক্তব্য বলে নিশ্চিত। এখন আপনি আপনার কর্তব্য করুন।

[কর্ণের প্রস্থান।

শ। দ্রুপ্যোধন! সময় মিছে অতিবাহিত হ'রে যাচ্ছে।

দ্রু। পিতামহ! উপদেশ শোনার আমার অবকাশ নেই। আমি যা নিবেদন করি, আপনি তা শুধুন। পাণ্ডবদের সঙ্গে আমার যুদ্ধ অনিবার্য। সেই যুদ্ধের সাহায্যার্থে আমি আপনাকে সর্ব প্রথম বরণ করলুম। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্যহুসারে আপনি আমার সহায় হ'ন।

ভীষ্ম। বেশ, তোমার বরণ গ্রহণ করলুম।

শ। নিশ্চিত! এস বৎস, এখন অস্ত্রাস্ত্র প্রতাপ-শালী আশ্রয় রাজাদের বরণ করতে গমন করি।

দ্রু। আপনাকে পেয়েছি। আচার্য্য ভ্রোগকে পেয়েছি, অঙ্গরাজ আমার চিরসহায়। পথে মন্ত্ররাজ শল্যকে ভাগ্যবশে প্রথম লাভ ক'রে বরণ করেছি। আর কি?—এখন ইচ্ছা করলে আমি ত্রিলোক জয় করতে সমর্থ। পিতামহ! প্রণাম। চলুন মাতুল! এবারে কৃষ্ণকে ধরতে দ্বারকা গমন করি। তিনি কুরুপাণ্ডব উভয়েরই আশ্রয়। যে আগে ধরতে পারবে, সেই তাঁকে লাভ করবে।

[শকুনি ও দ্রুপ্যোধনের প্রস্থান।

ভীষ্ম। আপনি যা প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর ত পেলেন, ব্রাহ্মণ!

ধোম্য। উত্তর পেয়েছি, পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। গান্ধেয়! দ্রুপ্যোধনের সহায়তা তির আপনার গতান্তর নাই। আমি তা জেনে সন্তষ্ট মনে ধর্ম্যরাজকে এই সংবাদ দিতে চললুম।

[ধোম্যের প্রস্থান।

ভীষ্ম। এখন বুঝতে পারছি বিহর, আমি বিহর হয়েছিলুম কেন?

বিহর। পিতৃব্য! পাণ্ডবপক্ষে আপনার সমকক্ষ বোদ্ধ কে আছে?

ভীষ্ম। এক আছেন যুধিষ্ঠির।

বিহর। যুধিষ্ঠির?

ভীষ্ম। কেন বিহর, তুমি বিস্মিত হ'চ্ছ ? তুমি
কি জান না, যেখানে ধর্ম্য সেখানে জয় ?

বিহর। কিন্তু ধর্ম্মরাজ ত আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র
ধরবেন না ?

ভীষ্ম। যদি আমি সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতুম,
তা হ'লে তিনি অস্ত্র ধরতে পারতেন। কিন্তু বিহর,
আমি ত আজও সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি নি।

বিহর। আর কেউ আছে ?

ভীষ্ম। আর আছে অর্জুন। কিন্তু সে আমাকে
পরাস্ত করতে পারবে না। আর আছেন সর্বসংহারী
জনার্দন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তিনি এ যুদ্ধে অস্ত্র
ধরবেন না। তা হ'লে আমার অস্ত্রপ্রহার থেকে
আমার পক্ষপ্রাণদৃশ পক্ষপাণ্ডকে কে রক্ষা করবে
বিহর ? আমি ত কাৰ্পণ্য ক'রে যুদ্ধ করব না।

(শিখড়ীর প্রবেশ)

এ কি ! এ কি ! কোথা হ'তে এলি ?

স্বপ্ন আমি দিছি বিসর্জন,

আগরণে দীপ্ত মোর এখনো নয়ন।

নহে স্বপ্ন রে বিহর, সত্য আমি দেখি !

সেই তীর প্রতিহিংসা—সেই কটাক্ষ কঠোর

দীপ্ত হতাশনে, সহস্র লেহনে

নারীত্ব মুছিয়া নেছে—

কিন্তু রে বিহর, দেখ চেয়ে,

প্রতিহিংসা পারে নি মুছিতে !

বিহর। কে তুমি যুবক ?

শি। মহাভাগ ! এই কি হে বিহরের গৃহ ?

বিহর। এই গৃহ। কিন্তু কেবা তুমি হে যুবক ?

শি। বিখ্যাত পাকালরাজ

ক্রপদের পুত্র আমি।

মহারাজ যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতা সনে

বিরাট ভবনে করেছেন আশ্রয় প্রকাশ,

জননী তাঁহার

অবস্থিতা বিহরের ঘরে।

এ শুভ সংবাদ তাঁরে করাতে শ্রবণ,

রাজ্যদেশে আগমন মম।

বিহর। এস বৎস ! ল'য়ে যাই তোমা

যথায় পাণ্ডব-মাতা পুত্র অদর্শনে

বিবাদে করেন অবস্থান।

(শিখড়ী ভীষ্মের দিকে একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল)

ভীষ্ম। কি দেখিছ, এ মুখে বাণক ?

শি। কে তুমি ? কে তুমি ?

ঋষিস্মৃতি কে তুমি স্থবির ?

তোমাতে দেখিবা মাত্র

সহসা অন্তর কেন উঠিল জলিয়া ?

কোন যুগান্তরে প্রচণ্ড আধারে

যেন কত লুকাহিত বাতনার রাশি

ঝঞ্ঝার উড়ায়ে আনে কেবা ?

ভীষ্ম তাকে হৃদি কেন করে আচ্ছাদন ?

এ কি দৈব বিভ্রম ?

কে তুমি—কে তুমি বৃদ্ধ ?

স'রে যাও, চ'লে যাও—

আর আমি দেখিতে না পারি !

বিহর। কুরুবৃদ্ধ, নমস্য সবার।

তঁর ব্রহ্মচারী ধ্মি, পূজা দেবতার।

বহু ভাগ্যে আজ তুমি দেখিলে তাঁহারে।

আত্মীয়-নন্দন তুমি—

তোমার মঙ্গলবাঞ্ছা কর্তব্য আমার।

কর বৎস, নতি কর, মহাশ্রয় পদে।

শি। হে প্রভু, হে কৌরব-প্রবীণ !

আমি অস্ত্র যুদ্ধ শিশু মতিহীন।

দৃষ্টিমাত্র মানস-বিকারে

কি কথা বলেছি আমি, কিছু নাই মনে।

শ্রীচরণে করি নতি, পদাশ্রিত আমি।

আশীর্বাদ কর মহামতি !

ভীষ্ম। কিছু কর নাই তুমি, শিশু।

ক্রপদ-নন্দন তুমি ;

কুরু-লক্ষী যাজ্ঞসেনী ভগিনী তোমার।

তুমি মম শ্রিয়ধন,

আশীর্বাদ করি হে তোমাতে,

ফল্লিরে অহঙ্কারে শ্রেষ্ঠ জয়ে হও তুমি জয়ী !

ল'য়ে যাও গৃহে, হে বিহর !

ল'য়ে যাও পাকাল-নন্দনে !

চলিতে চলিতে ওম কথা,

আনন্দ-বারতা—

ঈশ্বর-প্রেরিত এই বাণক হৃন্দর

মুহুর্তে মুছিয়া নিল বিবাদ আমার।

চতুর্থ দৃশ্য

পর্য্যাক্‌ ভীষ্মক নিদ্রিত।

সখীগণের গীত।

তোমার বাণীয়ে দিব হে গালি

ওহে বংশীবদন বনমালী।

ছিন্নাশ্ব ঘুমঘোরে ঘরে সন্ধ্যাপনে

সহসা বাণী বাজিল বনে ॥

আমরা কুলবতী তাই শুনে কুলে দিছি লাজে জলাঞ্জলি।

লাজ সরব ধরব করম সঁপেছি বাণীর হরে,

বল কিসে মনে বুঝিতে না পারি চলিয়া এসেছি দূরে,

যাঁথারে ডরে কাঁপাচ্ছে অঙ্গ,

দেখে বাণী তোমার করে হে রঙ্গ,

মরমে পশিয়া হ'ল রে অনঙ্গ, বাণীর এ কি চতুরাঙ্গী ॥

(সাত্যকির প্রবেশ)

সা। তাই ত! প্রভু এখনও নিদ্রিত, এরকম আশ্চর্য্য ব্যাপার ত আমি কখনও দেখি নি! মাথায় একটা অত বড় বিষম ভার, পঞ্চ পাণ্ডবের রক্ষা। নিজেই এক প্রকার কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সূচনা ক'রে এলেন। উনি, যে রকম উপদেশ ধোমা পুরোহিতকে দিয়ে এসেছেন, ব্রাহ্মণ কুরুসভায় সেই উপদেশের মত প্রস্তাব করলে, কোরবোরা কখনই তাতে সম্মত হবে না। এ সমস্ত জেনে শুনে ঠাকুর কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন!

(বলদেবের প্রবেশ)

বল। কেমন হে সাত্যকি, যা বলেছিলুম, তা ফললো ত?

সা। একটু আস্তে কথা কও।

বল। বলেছিলুম দস্ত দেখিয়ে না। দস্ত দেখালে সন্ধি হবে না।

সা। একটু আস্তে কথা কও।

বল। সে দুর্গোধন মানী লোক, সে কি তাদের চোখরাগনিকে গ্রাহ্য করে? ভীষ্ম, জ্যোৎ, কর্ণ সহায়, চোখ রাঙিয়ে তার কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে আনতে গেছেন! একটু বিনয় ক'রে চাইলে সে তখন অর্দ্ধেক রাজ্য ছেড়ে দিত!

সা। আরে গেল, একটু আস্তে কথা কও।

বল। কি বলছিলাম?

সা। বাজ্রদেব এখনও ঘুমচ্ছেন।

বল। তাতে কি হয়েছে! আমার কথা শুনে না, ভেতর দেখাতে গেল—এইবারে মর।

সা। আরে গেল, চোঁচাচ্ছ কেন, দেখছ না, ঠাকুর ঘুমচ্ছেন।

বল। ঘুমবে না ত কবুবে কি? কাজ যা কবুবার তা তো শেষ ক'রে দিয়েছে।

সা। তা দিক,, তুমি চূপ কর। ঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ ক'র না।

বল। দূর শালা! তবে ত গুরুকে খুব বুঝেছিলি! তোর গুরু বধন ঘুমায়, সে ঘুম কি চাঁৎকার গোলমালে কেউ ভাঙাতে পারে? যদি তোর গুরু না জাগতে চায়, তা হ'লে পৃথিবীর পাহাড় এক সঙ্গে ভেঙ্গে পড়ত। তুলেও তাকে জাগাতে পারবে না। আমার হয় ত জগতের এক প্রান্তে একটা দীনের নীরব আস্থানেও ব্যাকুল হ'য়ে জেগে ওঠে।

সা। গুরুকে তুমিই বুঝেছ, তুমিই বোঝ। আমার বোঝবার দরকার নেই। তুমি মেরে ফেলতে ইচ্ছা কর, আমাকে মেরে ফেল। কিন্তু গুরুকে বুঝতে পারি, এমন আশীর্বাদ কখন ক'র না।

বল। দেখ সাত্যকি, এই শুণেই তোকে আমি বড় ভালবাসি। আমি মাঝে মাঝে ধোঁচা দিয়ে তোর কাছ থেকে একটু কৃষ্ণভক্তির রস আদায় ক'রে নিই। কিন্তু হ'লে কি হবে ভাই, আর বেশি দিন তোর কাছে রস আদায় করা হ'ল না। তোকে মরতে হ'ল।

সা। কে মারবে?

বল। তখন বললুম হতভাগা, একটু বিনয় দেখিয়ে সন্ধি কর। দস্ত দেখাতে যেমন গেলি, দুর্গোধনও তেমনি দস্ত দেখিয়ে তাদের দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। দুর্গোধন বলেছে বিনামূল্যে রাজ্য দেব না।

সা। মারবে কে?

বল। তোর গুরুই তোকে মারবে, আমার কে! আর তোকে কে মারতে পারে?

সা। বাণ্ড, বাণ্ড—বাতলায়ী ক'র না। রায়ে বুঝি একটু মাত্রা বেশি হয়েছিল?

বল। আচ্ছা, এখনি বুঝতে পারছি রে শালা! দুর্গোধন কৃষ্ণকে বরণ করতে আগে এসে উপস্থিত হয়েছে।

সা। বল কি?

স। আপনি ঠেকে ছাড়বেন না। উনি বুদ্ধ
কমলে, আমি নিশ্চয় বলছি মহারাজ, আমি ঠর
রথের সারথি হ'ব।

বল। মহারাজ, কক্ষকে ছেড়ে এক মুহূর্তও
থাকতে আমার সামর্থ্য নেই। তবে আমি বলছি, এ
বুদ্ধে অর্জুন কিংবা তুমি—কারও পক্ষ আমি অবলম্বন
করব না। অতএব প্রস্থান কর। তুমি সকল-পাথিব-
পুজিত ভারতবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছ; হুতরাং কল্লির
ধর্ম্মানুসারে বৃদ্ধ কর।

জ। যথা আজ্ঞা।

[হর্ষোদনের প্রস্থান।

স। কি আর্গ্য! মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়ালেন
কেন?

বল। তাই ত সাত্যাকি, হতভাগা এতই মদাক,
আমার সমুখে বললে কক্ষকে চাই না।

স। ফল?

বল। দংস।

স। তাই বল--দাঁড়াও—শ্রীচরণের ধুলোটা
একবার দাও। ক'দিন ধ'রে তোমার সঙ্গে কলহ
করছি।

পঞ্চম দৃশ্য

ভীষ্ম ও বিহর।

ভীষ্ম। হে বিহর!

মৃত্যুমুর্ত্তি দেখিছ বালকে।

গৃহমধ্যে প্রবেশিয়া অশ্লোথিত মত

চাহিল শিখণ্ডী মৌর পানে।

নয়নের পলকে পলকে

দহিতে আমারে যেন

ছুটিয়া আসিল বক্শিখা।

সরম-বেদনা মম

সঙ্গে তার জাগিয়া উঠিল।

তথাপি এধনো বুবা বোঝেন স্বরূপ।

কেবা সে—কেন সে হেথা,

কোন রাজ্যে ছিল তার ধর,

নারী কিবা নর—

কি সন্ধ্য ছিল তার গাঙ্গেয়ের সনে।

দেখিয়া জাগিল স্মৃতি

তৃণ হ'তে যেন হতশন।

সুহৃতে ভুলিল, তৃণ ভয় হ'ল

অমৃতাপে দগ্ধ হ'ল পাকাল-নন্দন।

কিন্তু হে বিহর!

অভিমান-সাগরের জলে

তীর হলোহল, উঠেছে তরঙ্গরূপে।

অতিক্রীণ স্মৃতির পরশে

বিস্ময় হয়েছে একবার।

কি বিক্ষেপিত, লাক্ষী তুমি তার।

পুনঃ দরশনে স্মৃতি জাগিবে যখন,

সমুখিত সে ভীম তরঙ্গ

আর কি নিধর হবে?

এ শৈল ন-চূর্ণ করি আর কি মিলাবে!

বিহর। বিচিত্র স্বপ্ন মত

হেরিতেছি পিতা।

মৃগশিশু করিয়া দর্শন

জীবন আশঙ্কা আজি করে মৃগপতি।

ভীষ্ম। এ সংসারে বিচিত্র

কিছুই নাহি তাত!

মৃগ-শিশু যদি মরে,

সিংহ তারে না করে নিদন,

কাল জয়ী সর্বত্র সর্বত্র,

মৃগ মরে কালের প্রহারে

মৃগ দেখে সিংহমুর্ত্তি তার।

কালবশে সিংহ মরে

মৃগমুর্ত্তি কারণ তাহার।

জগতে অজ্ঞেয় আমি

ইচ্ছাসূত্রে শাস্ত্রমু-নন্দন।

আমার এ ভাগ্যকথা

স্বকর্ণে শুনেছে দেবগণ।

আনন্দে আশিসরূপে

শিরোপরে পুষ্পরুটি করেছে সকলে।

তারা জানে, ভীষ্ম হত্যাকারী নহে তারা।

ইচ্ছা তার মরণের বাণ

স্বজীবনে ইচ্ছা যদি করে হে সন্ধান

তবেই গাঙ্গেয় হত হইবে সমরে।

তথাপি বালক দেখে হয়েছি চিন্তিত,

নহি ভীত হে বিহর,

শিখণ্ডীর মুর্ত্তি হেরি পুলকিত আমি।

বিচূর। বিচিত্র কাহিনী!

এই ক্ষুদ্র বালকের সনে
ব্রহ্মমতি শাস্ত্রমু-নন্দনে
কি বিচিত্র কর্ণের বন্ধন
জানিতে বাসনা আগে মনে।
ধর্ম অবাধাতে যদি
গুনিবার হই অধিকারী,—
এ বিচিত্র ইতিহাস, দয়া ক'রে
গুনাও আমারে প্রভু।

ভীষ্ম। গুনিবার তুমি অধিকারী,
হে ধর্মজ্ঞ!
অবকাশে গুনাব সমস্ত কথা।
এখনো মৃত্যুর ইচ্ছা আগে নি আমার
বালকে দেখিয়া শুধু
মৃত্যু-কথা উঠেছিল মনে।
এইমাত্র শুনে রাখ জ্ঞানান্তর হ'তে
অমুসৃতি করিতেছে বদার্থে আমার।
পূর্বে নারী, এ জনমে নর।
নর হয়ে জন্ম যদি বুধা ভ্রাতা তার,
বধিতে সে নারিবে আমারে।
যদি নারী হয়ে হয় নর
গুন হে বিদূর মৃত্যুশর সে আমার।

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

শি। হা হা হা! চিনেছি তোমারে।
দরশন মাত্র মনে যে স্মৃতি জাগিল,
আর না মিলাল,—
বঙ্কারে বঙ্কারে
মুহূর্ত্তে সে পরিণত হইল তরঙ্গে,
সর্ব ইতিহাস কথা গুনাল আমার।
হে গান্ধেয়, চিনিতে কি পার মোরে?

ভীষ্ম। তুমি নিজে বল,

শি। কেবা তুমি যুবা?
শি। কেবা আমি? কেবা আমি?
জনমের মমতা নোরে ধীরে ধীরে বলে
বংশের দ্বলাল তুমি।
হে শিখণ্ডী পাঞ্চাল-নন্দন!
দীর্ঘবর্ষ প্রায়োগবশেন
তব পিতা শিব-আরাধনে
করেছে যে তপস্তা সম্বল

তুমি তার কল—

ক্রপদ ক্রপদ-পত্নী নয়নের যদি।
কিন্তু আগে ওই দূরে
মৃত্যুর প্রোকার পারে
প্রজলিত চিতানল পাশে—
ওই দূরে বিষুখা তটিনীতীরে—
নিশ্চল-স্থিত নেত্রা —
অন্ধকার প্রাচীর-বেষ্টনে
ঘন-স্তম্ভ নভঃ আচ্ছাদনে
মাঝে মাঝে রহস্তকারিণী
ওই হাসে সৌদামিনী
নবরূপদারী, কিন্তু হায়
এখনো জ্বয় মোর নারী।
বড় জালা—বড় জালা
হে গান্ধেয়! আর আমি বলিতে না পারি।

ভীষ্ম। বলিবার যদি থাকে প্রয়োজন,
নিউয়ে গুনাও তাই?

শি। কি বলিব,—
ইচ্ছা-মৃত্যু শাস্ত্রমু-নন্দন।
পূর্বে কথা করহ স্মরণ।
রমণীর প্রতিহিংসা প্রচণ্ড বাসনা,
পায় হ'য়ে বৈতরণী এসেছে হেথায়।
দ্রিভুবনে একাকিনী
পরিত্যক্তা রাজার নন্দিনী
যাতনার তীব্র শরে
সর্ব অঙ্গে পাইয়াছে যে প্রচণ্ড জালা,
হে কোরব, সেই জালা
সর্ব অঙ্গে তোমারে করাব আমি পান।
রায়জরী ভুবনে অজ্ঞেয় ব্রহ্মচারী
কুরু-পাণ্ডবের রণে
তোমার নিধনে—গুনে রাখ,
একমাত্র মৃত্যুশর আমি।

ভীষ্ম। যতকণ রব অস্ত্রধারী
প্রতিদ্বন্দ্বী যতপি সংহারী নিজে আসে
তারো সাধ্য নাই বধে মোরে রণে।

শি। বুধা তবে মম আগমন?

ভীষ্ম। বুধা তব আগমন।

শি। শিববাক্য হইবে লজ্বল?

ভীষ্ম। কতু না কতু না বুধা,
চির সত্য শঙ্কর-বচন।

শি। তোমার মরণ-বর

দিয়াছেন শঙ্কর আমারে।

ভীষ্ম। তবে তুমি নররূপে নারী?

শি। পূর্বে ছিছু, আর নারী নহি
নরবর। জন্মেছিছু নারীরূপে,
মহান্ শঙ্কর

করুণা করিয়া বোরে করেছেন নর।

ভীষ্ম। চ'লে যাও সমুদ্র হইতে নারী।

আমি চির ব্রহ্মচারী,

মাতা মম দেবতা জাহ্নবী।

হেরিছু মানবীমুখ প্রথম জীবনে,

দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে

মৃত্যু ইচ্ছা জেগেছে আমার।

চলে যাও শিখতিণী।

হে বিদুর! সযতনে

হৃদয়ে বালারে তুমি দাও পাঠাইয়া।

হও নর শঙ্করের বরে, তবু তুমি

নারীভির নহ অস্ত্র আমার নয়নে।

শি। জেগেছে জেগেছে দেবব্রত?

স্বয়ম্বর সভামধ্যে

অচাষিতে উপনীত তরুণ তপন।

যে প্রচণ্ড হতাশন

জেলে ছিলে হৃদয়ে আমার,

একজন্ম অশ্রুজলে হ'ল না নির্দোষ।

কোন্ কেন হে মহান?

কাশীরাজ-গৃহ হতে বাচিকা হইয়া

এ ব্রহ্মচারীরে তার মুখ দেখাইতে

পশে নাই তব গৃহে কানীরাজ-মৃত্যু।

অজ্ঞি আমি অজ্ঞ অজ্ঞ দপদ-নন্দন

বিধাতা প্রেরিত হয়ে

আসিয়াছি তোমার সদন।

বিধির ইচ্ছায়

মুহুর্তে হইছু জাতিস্বর—পূর্বজন্ম—

বিগত কল্যায় মত উঠিল জাগিয়া।

জেগেছে যখন, কর আকর্শন

তোমাতে কিরিয়ে দিব

তোমার সমস্ত আলা অন্তগামী রবি।

বি। চ'লে এস পাঞ্চাল-নন্দন!

এ তরুণ দেহকান্তি

সম্বোধনে লুকায়েছে নিয়তির হাসি।

বিশ্ব ধীর চরণে লুটান

মামা হেরে ধীরে ভয়ে অশ্রু-রে পলায়

রে শিত! তুই কি তারে করিবি সংহার?

হে বিশ্বজ্ঞাননী মায়ী!

একি তব রহস্ত দারুণ?

[শিখতি ও বিদুরের প্রস্থান।

ভীষ্ম। স্মিতাননে, মধুরতা

চাকু আচ্ছাদনে,

রে নিয়তি আমারে বধিতে

গোপনে করিলি তীত্র বাণের সন্ধান।

চ'লে যা বিবাদরাশি—

চলে যা জীবনে ইচ্ছা

নিয়তির রুদ্ধ করিবার—

দুর্সহ ক্রোধের ভার পীড়নে পীড়নে

অদ্বুতগু করেছে আমারে।

(দ্রুপদ ও রাজগণের প্রবেশ)

দ্রু। পিতামহ!

ভীষ্ম। এস ভাই। আনুন নৃপতিবর্গ।

দ্রু। আমাদের উত্তর বৃদ্ধিরের মনোমত হয় নি।

তিনি কৃষ্ণের পরামর্শে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করাই স্থির

করেছেন। এক্ষণ অবস্থায় আমাদেরও যুদ্ধের জ্ঞ

প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কুরু-

ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করবার জ্ঞ সমবেত

হয়েছে। উপযুক্ত সেনাপতির অভাবে তারা পিপীলিকা-

গণের স্তায় ছিন্ন-ভিন্ন না হয়, তাই এই সমস্ত নৃপতি

সঙ্গে আপনার কাছে এসেছি।

ভীষ্ম। আমি কি করব, কুরুরাজ, আমাকে

আদেশ কর।

দ্রু। ধীরা হিতাভিলাষী নিষ্পাপ সুমিণু ব্যক্তিকে

সেনাপতি করেন, তাঁরাই যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

পিতামহ! আপনি অরুণ-শুক্র শুক্রের তুল্য নিষ্পাপ,

আমার চিরহিতৈষী, ধর্মপরায়ণ। জগতে এমন কোন

বীর নাই যে, আপনাকে সহায় কর্তে সমর্থ। এই

রাজগণের অভিপ্রায়মত আপনাকে নিবেদন করি যে,

আপনি এই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সেনাপতি

হউন।

ভীষ্ম। আপনাদের সকলেরই এই মত?

সকলে। সর্ববাদিসম্মত।

ভীষ্ম। তখন দ্রুপদ, আমি পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্বরণ

ক'রে তোমার সৈন্তের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলুম। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও শুনে রাখ, নৃপতিগণ, আপনারাও শুধুন—কৌরবের তায় পাণ্ডবেরাও আমার প্রিয়পাত্র, সুতরাং তাঁদের সংপরাশ্রম প্রদান করাও আমার কর্তব্য। যদি সম্মত হও, তবে আমাকে সেনাপতিরূপে বরণ কর।

হ। আমার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই পিতামহ! ১ম রা। এ সব সাধুযোগ্য কথায় কোন ক্ষত্রিয়ই প্রতিবাদ করবে না।

ভীষ্ম। কেশব, বলদেব কোন পক্ষ অবলম্বন করেছেন হৃষ্যোধন?

হ। বলদেব কোন পক্ষই অবলম্বন করবেন না। কেশব পাণ্ডবপক্ষে, তবে তিনি অস্ত্র ধরবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন।

ভীষ্ম। তা হ'লে আরও শোন। পাণ্ডবপক্ষে এক মহাবীর অর্জুন ভিন্ন আমার সমকক্ষ যোদ্ধা আর নাই। তবে সে প্রকাণ্ডে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। আমি অস্ত্রবলে ত্বর অস্ত্র গন্ধর্ষ রাক্ষসপরিপূর্ণ বিধকে প্রাণিশূত্র করতে পারি। আমি পাণ্ডব-পক্ষের সমস্ত যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করব, এমন কি কেশব অস্ত্র ধরলে তার সঙ্গেও যুদ্ধ করব, কেবল একজনের সঙ্গে করব না।

হ। কে সে পিতামহ?

ভীষ্ম। তিনি দ্রুপদ-পুত্র শিখণ্ডী।

হ। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না কেন?

ভীষ্ম। কেন সমস্যাক্তরে বলব।

১ম রা। শিখণ্ডী! সেই বালিকামুখ বালক? হে নারায়ণ, তাঁর সঙ্গে আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে না। তাকে আমরাই পথের মাঝে শেখ ক'রে দেব।

ভীষ্ম। আমি বলছি, যদি পাণ্ডবগণ আমাকে বিনষ্ট না করে, তা হ'লে আমি প্রতিদিন তাদের দশ-হাজার ক'রে সৈন্ত সংহার করব। এইরূপে ক্রমে তাদের নিধন করব! শুন হৃষ্যোধন, এই আমার পণ।

হ। যথেষ্ট পিতামহ, যথেষ্ট।

১ম, রা। যথেষ্ট। আপনি দশ সহস্র ক'রে সংহার করবেন, অবশিষ্ট আমরা ধ্বংস করব।

হ। হুশো পাঁচশো ক'রে যা পারি! আপনি দশ সহস্র ক'রে সংহার করলে, আমরাও আপনাকে বৈদী দিন রোষ বীকার করতে দেব না! তা হ'লে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে দামাশ দিই?

ভীষ্ম। যাও, ঘোষণা কর। আমি অকপটে বিনা কার্পণ্যে যত দিন জীবিত থাকব, তোমার পক্ষ অবলম্বন ক'রে যুদ্ধ করব।

[ভীষ্ম বাতীত সকলের প্রস্থান।

ভীষ্ম। ধন্য তুমি কৰ্ম্মভূমি,

ধন্য তব তরুক্ষল উদ্ভব-মহিমা।

হে পাণ্ডব,

চিরপ্রিয় হৃদয়ের ধন,

ত্রয়োদশ বর্ষ অদর্শন—

দেখিতে বাকুল নেত্রে বসেছিহু আমি।

কুক্ষকুল জয়লক্ষ্মী পাকালীর সনে

যদি ভাই এলি স্বত্ববনে,

কি মমতা লভিবারে পিতামহ পাশে!

হে প্রিয়, হে শিশু পিতৃহীন—

আলিঙ্গন প্রার্থী ওই মুক্ত হৃদিশূলে

অজস্র অজস্র তীক্ষ্ণ সায়কসন্ধান

দিবে কি না পিতামহ স্নেহ-উপহার!

হে বিশ্বজননো মায়া!

এত দিনে বৃদ্ধিগাছি করুণা তোমার।

মৃত্যু নহে—শিখণ্ডিনী পদছায়া তব।

হে অজ্ঞাত দেবতা বান্ধব!

রাম সনে রণে সমর-প্রাঙ্গণে,

আমারে পতন হ'তে ধরেছিলে সবে।

যদি, এখনও থাকে হে করুণা, যদি থাকে

এখনো তাদৃশ হৃদ্রে প্রীতির বন্ধন,

অগ্ন রাত্রে বার্তা মোরে করহ প্রেরণ,

জীবন-সন্ধ্যায়, আলোকিত হৃৎপদ কান্তারে

দেখাও আমারে দেব,

দয়া ক'রে দেখাও আমারে

আমার গন্তব্য কোণা স্থান!

এ কি! এ কি!

লুপ্ত স্মৃতি ভাগে রে আমার!

উল্লাসে সহস্র রঙ্গে উঠেছে বঙ্কার

কম্পিতা মেদিনী পদতলে

শুকবক্ষে ক্রুদ্ধবাসে

কি যেন কি যেন কথা বলে।

বৃষ্টিতে না পারি,

ধীরে এস ধীরে এস নারী,

শুনে রাখ পণবন্ধ ব্রহ্মচারী আমি।

(ছাতির প্রবেশ)

ছাতি। নহি নারী আমি নরোত্তম।
 মৃত্তিকা-পিঞ্জরে নহে আমার জনম।
 কারায় হইয়া বন্ধ ভুলেছ আপন ;
 তাই, আজি কালবশে
 তোমার সকাশে
 বার্তাক্রমে সম আগমন।
 বাহির হইতে নারী আজি রূপ ধ'রে
 তোমারে শুনাতে বার্তা আসিয়াছি স্বামী।

ভীষ্ম। স্বামী!

ছাতি। স্বামী।

সম্মুখে দাঁড়ারে তব স্বামী।
 ধরাপ্রবাসী অভিশাপে
 নররূপে জনম তোমার,
 সপ্তবহু সপ্তবহুরে
 সপ্তদিকে তুলিয়াছে গান,
 সপ্তদেবী তাদের রাগিণী।
 অষ্টম নীরব বহদিন
 অষ্টম অভাবে
 অশ্রুজলে
 দ্বিগন্ত ভাসাই ব'সে আমি বিরহিণী।

ভীষ্ম। হয়েছে অরণ,

তথাপি গো যতক্ষণ এ দেহ ধারণ
 আমি নর, তুমি দেবী—নমস্তা আমার।
 দাঁড়ায়ো না আর
 মনন হয়েছে যাব ফিরে।
 অবশিষ্ট মাত্র দরশন
 একরথে নরনারায়ণ।
 যাও ছাতি, কহ গিয়া প্রিয় ভ্রাতৃগণে
 মিলিব তাদের সনে উত্তর অধনে।

[ভীষ্মের প্রস্থান।]

ছাতির গীত।

সেই দিন শেষে রবির দেশে
 ঝোর পাশে তুমি ছিলে গো।
 জলন্ত পরশে, রেখেছি অরণে
 তুমি যে গিয়েছ ভুলে গো ॥
 বিপুল আধারে ভরিয়া বিশ্ব,
 চকিতে হুহু করে মরিয়া দৃশ্য—

সারা নিশি ব'সে রচিছ ভটিনী,
 নীরবে নয়ন-জলে গো ॥
 সেই জলে আমি ঢেলেছি অঙ্গ
 পুনঃ পেতে তব মধুর সঙ্গ
 ভুলে বুঝি বিধি, মিলায়েছে নিধি
 তুলে দেছে মোরে কুলে গো ॥
 [ছাতির প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র।

শকুনি, কর্ণ, দ্রুপদ ও রাজগণ।

(নেপথ্যে—জয় কোরবের জয়! শকুনির জয়!)

শ। ও কি হ'ল? যুদ্ধের প্রারম্ভেই জয়ের নাম
 কর্ত্তেই শিয়াল চোঁচায় কেন?

কর্ণ। চোঁচাবে না—মহারাজ বেছে বেছে এক
 অতি বুদ্ধকে সেনাপতি করলেন, তাতে শৃগলের
 উল্লাস হবে না ত কার হবে?

শ। তাই ত হে, এ কি হ'ল—বুক যে খড়াস
 খড়াস করতে লাগল!

দ্রু। ও মায়া! শুধু শিয়াল নয়, তোমার নামের
 ওই পাখীগুলো আকাশে বাঁকে বাঁকে আমাদের
 সৈন্তের মাথার উপর উড়ে বেড়াচ্ছে। চারদিকে
 অবঙ্গল-চিহ্ন! মেঘশূন্য আকাশ থেকে অনবরত কদম
 ও কুখিরবুটি হচ্ছে! এ কি?

শ। তাই ত অমরাজ, এ কি হচ্ছে, যুদ্ধের
 প্রারম্ভে এ কি সব অমঙ্গল চিহ্ন! দেখ দেখ, আকাশে
 অগণ্য উজ্জ্বল-বুটি।

কর্ণ। ও সব আমার পূর্বে থেকেই অমরাজে
 দেখা আছে। মাতুল, ও সব তুমি দেখ, হৃদয় অর্জুনের
 সঙ্গে যুদ্ধ করা বুদ্ধ পিতামহ কিংবা বুদ্ধ দ্রোণের ক্ষমতা
 নয়। অর্জুনকে সংহার করার একমাত্র যোগ্য রথী
 আমি। মহর্ষি জামদগ্ন্যের কাছে যখন আমি শিক্ষা
 শেষ করি, সেই সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন—
 কর্ণ! তুমি আমার সমান বোকা হ'লে। স্তব্রাংশ শোন
 মাতুল, আমার তুল্য বোকা দ্বিতীয় নাই।

হুঃ। বা হ'বার তা হ'য়ে গেছে। অঙ্গরাজ এখন হস্তশোচনা রূপ। এখন যাতে আমার দাদার মঙ্গল হয়, তার উপাচি বিধান কর।

কর্ণ। সে বিষয়ে আমাকে আর বিশেষ ক'রে বল্ছ কেন ভাই! মহারাজ দুর্যোধন আমার সখা। তার মঙ্গলে আমার মঙ্গল কেনে রাখ। যে কয়দিন বুদ্ধ যুদ্ধ করতে পারেন করুন, তার পর আমি আছি। হুঃশাসন! আমার কাছে এক অস্ত্র আছে। এই দেখ, এর নাম একরী। এই অস্ত্রে এক জন মাত্র নিহত হবে। এ বার প্রতি প্রয়োগ করব, সে অবর হ'লেও প্রাণে বাঁচবে না। দেবরাজ ইজ্ঞাকে কবচ কুণ্ডল ভিক্ষা দিয়ে আমি এই অস্ত্র লাভ করেছি। অর্জুনকে সংহার করার জন্য আমি একে তুলে রেখেছি। অর্জুনের সংহার হ'লে আর কি পাণ্ডব কুরুসৈন্যকে পরাস্ত করতে পারবে? অর্জুনের মৃত্যুবাণ আমার হাতে। ভয় কি হুঃশাসন!

হুঃ। তবে আর কি? তবে আর আমাদের বুদ্ধ-জয় কে রোধ করে? ডাকু ক শূগাল, পদ্মক বজ্র, ঋক্ক ক রক্তবৃষ্টি—এ বুদ্ধে নিশ্চয়ই আমাদের জয়। অর্জুন ম'লে পাণ্ডবেরা সবংশে ধ্বংস হবে—এ আমি দিব্য-চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

কর্ণ। অর্জুনকে একবার মারতে পারলে, বাদ বাকী চার ভাইকে চার দিনে সংহার করব।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

শ। অঙ্গরাজ! আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ।

ক। কি মাতুল?

শ। উৎপাত-চিহ্ন দেখলুম কেন, এতক্ষণে তার কারণ বুঝতে পারলুম।

ক। কি কারণ মাতুল?

শ। ওই দেখ—ওই দেখ—যুধিষ্ঠির রথ থেকে অবতীর্ণ হয়ে দীনবেশে আমাদের দিকে আসছে।

হুঃ। তাই ত—তাই ত—মামা, এ কি! এত দস্ত ক'রে পাণ্ডব যুদ্ধ-বোষণা করলে, এখন রথ ছেড়ে—অস্ত্র ছেড়ে আমাদের কটকের দিকে আসছে কেন? সঙ্গে সঙ্গে ভীম অর্জুন নকুল সহদেব—ওই তাদের পশ্চাতে দূরে কৃষ্ণ। ব্যাপার কি অঙ্গরাজ?

কর্ণ। ব্যাপার আর বুঝতে কি বাকী থাকে হুঃশাসন? যুধিষ্ঠির মনে করেছিল, ভয় দেখিয়ে আমাদের কাছে থেকে রাজ্যের অংশ গ্রহণ করবে।

যখন দেখলে আমরা ভয় পেলাম না—এক হুচ্যাগ্র তুমিও তাঁকে দান করলুম না, তখন কি করে, মানের দায়ে যুদ্ধ বোষণা করেছে। এখন আমাদের সৈন্য-সমাবেশ দেখে ভয়ে বোধ হয় সন্ধি করতে আসছে!

হুঃ। বোধ হয় কেন, নিশ্চয় তাই। কারও হাতে অস্ত্র নেই। আপনারা সকলে দেখতে পাচ্ছেন? মর। ঠিক দেখতে পাচ্ছি। রাজা যুধিষ্ঠির ভয় পেয়েছেন।

হুঃ। ওই দেখ ভীমার্জুন সম্মুখে এসে তার পথ-রোধ করেছে।

কর্ণ। তারা জেষ্ঠ পাণ্ডবকে আসতে দিচ্ছে না।

শ। ঠিক বলেছ অঙ্গরাজ, রাজা যুধিষ্ঠির সন্ধি করতে আসছে।

কর্ণ। কৃষ্ণের প্রেরণায় সন্ধি ক'রতে আসছে। ভাইদের ইচ্ছা নয়। ওই দেখ চতুর চূড়ামণি দূরে দূরে আসছে—ভীমার্জুনকে লুকিয়ে আসছে।

সকলে। সন্ধি ক'রতে আসছে—সন্ধি ক'রতে আসছে। জয়—রাজা দুর্যোধনের জয়।

হুঃ। আপনারা যত শীঘ্র পারেন, নিজের নিজের শিবিরে গিয়ে অবস্থান করুন। কি ঘটনা ঘটে, আপনারা সকলে সম্বন্ধেই জানতে পারবেন।

[রাজাদের প্রস্থান।

কর্ণ। ও মাতুল, নিকটে থাকলে দেখার মজা হবে না। এস একটু দূরে স'রে পাণ্ডবদের কার্যকলাপ দেখি।

শ। ঠিক বর্ণেছ—সিদ্ধ হস্তভাগ্যদের যে দুই একটা মিষ্টি কথা শুনাতে হবে, তার কি?

কর্ণ। ঠিক শোনাব, যথাসময়ে শোনাব মামা, তুমি বাস্তব হরো না।

[সকলের প্রস্থান।

(যুধিষ্ঠিরাদির প্রবেশ)

অর্জুন। সপ্ত অক্ষৌহিণী আপনার আদেশের অপেক্ষায় অস্ত্র হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে! তাদের যুদ্ধের আদেশ না দিয়ে এ আপনি কি করছেন দাদা?

ভীম। দাদা, আমাকে আগে হত্যা কর। জীবন থাকতে আমি তোমাকে আর এক পাও এ মুখে এগুতে দেব না। তুমি কি আমাদের সমস্ত মঠ করবে? রাজা নষ্ট করেছে, মান নষ্ট করেছে, পাঞ্চালীকে রাজ-সভায় দাসীর বেশে আনিবে আমাদের সম্মুখ পর্বত

নষ্ট করেছ। এতেও কি তোমার তৃপ্তি হয়নি ধর্মরাজ ? যুদ্ধ ক'রে সুখে ক্ষত্রিদের মরণ মরব, তাতেও তুমি বাদ সাধছ ?

নকুল। শত্রু দূরে দাঁড়িয়ে আপনার আচরণ দেখে হাসছে।

সহ। দোহাই প্রভু, যাওয়া যদি আপনি বন্ধ না করেন, অগতঃ একবার বলুন, কেন আপনি এই দীন-বেশে কৌশলবিরাভিমুখে চলেছেন ?

(কৃকের প্রবেশ)

কৃক। হা, হা, বাধা দিও না ভীমসেন, বাধা দিও না ধনঞ্জয় ! পথ ছাড়—মহারাজকে নির্ঝিরে পথ চলতে দাও।

ভী। এ কি বলছ কৃক ?

কৃ। ঠিক বলছি—বাধা দিও না।

অ। একটা কথা শুনেও কি আমাদের অধিকার নেই ?

কৃ। না। থাকলে, ধর্মরাজ বলতেন।

ভী। যাও, তবে কোথায় যাবে যাও। ওই পাশিষ্ঠি দ্রুশাসন, ওই দুরাশ্রা কর্ণ, ওই মহাপাপ শকুনি—হাসতে হাসতে আমার দিকে আসছে।

কৃ। আশুক।

ভী। এখান বাক্যবাণে আমাকে জঙ্ঘরিত করবে।

কৃ। কল্লক।

ভী। আমি চললাম।

কৃ। না, যেতে পাবে না। তার ভাইকেই ধর্ম-রাজের সঙ্গে যেতে হবে।

(দ্রুশাসনাদির প্রবেশ)

শ। বা ! ধর্মরাজ বা !—

কর্ণ। অস্তুত বীরত্ব দেখাচ্ছ ধনঞ্জয় !

দ্রু। কি ভীমসেন—(বক্ষঃ দেখাইয়া) এটাকে চিরে রক্ত ঝাবার প্রতিজ্ঞা করেছিলে না ?

কৃ। চণু মহারাজ, আমরা আপনার অমুসরণ করি।

দ্রু। শুধু পাঁচ ভাই কেন হে ?—পঞ্চবীরের প্রাণ-পুতালি পাকালী কই ? তাকে সঙ্গে আনলেই ভাল হ'ত।

শ। আমরা মাতুলের জা'ত—আমরা চোখ বুজে থাকিব—সঙ্গে নিয়ে এস যুদ্ধিগিরি, পাকালীকে সঙ্গে নিয়ে এস। অনেক কষ্টে তাকে উপার্জন করেছিলুম হে—

পাশা ফেলতে হাতের নড়া বাধা হয়েছিল, নিয়ে এস ভীমসেন !

দ্রু। তোমার দাঁত কিড়িমিড়ি রোজই দেখছি।

একবার পাকালীকে দেখাও। আমার বুক, দাদার উরু—পাকালী কই—পাকালী কই ?

কর্ণ।—এখন কি কর্তব্য বাতুল ?

দ্রু। এবার কর্তব্য কি ! চল, আমরা দাদাকে এ সংবাদ দিয়ে আসি—আর ব'লে আসি, কোন রকমে যেন তিনি সন্ধি না করেন।

কর্ণ। সন্ধি প্রাণান্তেও করতে দেব না। প্রথমেই আমি দূত-মুখে বৃষিষ্ঠিরকে নিষেধ করেছিলুম, তা' যখন সে শোনে নি, যখন দম্ভতরে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে, তখন কখনই সন্ধি হ'তে দেব না। পাণ্ডবকুল নিশ্চুল না ক'রে আর আমরা নিবৃত্ত হব না।

শ। তা হ'লে দ্রুশাসন যা বললে, তাই করি এস। এস, দ্রুশাসনকে ব'লে আগে থাকতে সাবধান ক'রে রাখি।

কর্ণ। তাই চল—বিনা রক্তপাতে এ বিবাদের মায়াংসা হ'তে দেব না। না, না, এ কি হ'ল ? সকলে মিলে পিতামহের শিবিরভিমুখে চলেছে যে !

দ্রু। যেখানেই যাক, সন্ধি হ'তে দিও না। দুরাশ্রা ভীম আমার বক্ষোরক্ত পান করবে প্রতিজ্ঞা করেছে, দাদার উরুভঙ্গের বিভীষিকা দেখিয়েছে ! ঐ দুরাশ্রাকে বিনাশ করতে না পারলে, কিছুতেই আমরা রাগ যাবে না।

কর্ণ। কারও যাবে না। আমিও যতক্ষণ অর্জুনকে বিনাশ করতে না পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার আর নিশ্রা হবে না। যুদ্ধ চাই—রক্ত চাই—পাণ্ডবশোণিতে তৃষিতা ধরণীর তৃপ্তি চাই।

শ। পিতামহকে কিছুতেই বিশ্বাস নেই। তিনি আমাদের চেয়েও পাণ্ডবদের ভালবাসেন ! আমাদের কৌশলে, বড় অনিচ্ছায়, তিনি আমাদের পক্ষাবলম্বন করেছেন। চল, আগে থাকতেই আমরা দুন্দুভি-ধ্বনিতে ও মাগধীদের রণ-সঙ্গীতে যুদ্ধের ঘোষণা ক'রে আসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র ।

রণ-সঙ্গীত ।

ভীষ্ম ও বুধিষ্ঠিরাদি ।

বুধি। হে দুর্দ্বৈ পিতামহ! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করতে এসেছি। আপনার সঙ্গে সংগ্রাম করব। আপনি অহুগ্রহ করে যুদ্ধের অশ্রুতি দান করুন, আর আমাদের আশীর্বাদ করুন।

ভীষ্ম। রাজন! তুমি যদি আমার কাছে অশ্রুতি গ্রহণ করতে না আসতে, তা হ'লে আমি তোমাকে অভিগাণ দিভুম—তোমার পরাজয় হ'ক। এখন আমি তোমার প্রতি প্রীত হয়েছি, তুমি বর গ্রহণ কর। কিন্তু তৎপূর্বে আমার নিবেদন শোন, আমি দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বনে যুদ্ধ করব বলে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছি। সুতরাং তোমার হয়ে আমি কোনমতেই যুদ্ধ করতে পারব না। তুমি অথ যে কোন বর প্রার্থনা কর।

বুধি। পিতামহ! আপনি কৌরবপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করুন, আর আমার হিতার্থি হয়ে আমাকে মন্ত্রণা প্রদান করুন। আমি এই বর আপনার কাছে প্রার্থনা করি।

ভীষ্ম। তথাঙ্ক।

বুধি। আপনি অপরাজয়।

ভীষ্ম। আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারে, এমন ব্যক্তি আমি দেখি নি। ইচ্ছা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলে, তিনিও আমাকে পরাজয় করতে পারেন না।

বুধি। তা হ'লে আপনি কেমন করে যুদ্ধে নিহত হবেন, সেই উপায় আমাকে বলে দিন।

ভীষ্ম। এ যে বড় কঠিন প্রশ্ন মহারাজ!

বুধি। আমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে আমার পক্ষের মঙ্গল কামনায় এই প্রশ্ন করছি।

ভীষ্ম। অস্ত্র হাতে থাকলে আমার পরাজয়েরও ত কোনও উপায় দেখতে পাই না মহারাজ!

বুধি। তবে কি বাতাহত মেঘের দ্বায় আমার সমস্ত সৈন্য আপনার বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হবে?

ভীষ্ম। ধর্ম্মরাজ! এখনও আমার যুগ্মকাল উপস্থিত হয় নি, সুতরাং এখন আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলুম না।

কৃষ্ণ। প্রয়োজন নেই—উত্তর আপনি পেয়েছেন

ধর্ম্মরাজ! এখন পিতামহকে প্রণাম করে, যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হ'ন।

ভীষ্ম। এই যে কেশব তোমার সঙ্গে রয়েছেন। তবে আর জয়ের জন্ত ব্যাকুল হয়েছ কেন? যাও, তোমরা ধর্ম্মাহুয়ারী যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হও। আমার সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত হ'য়ে আমার আদেশের অপেক্ষা করছে।

অর্জু। পিতামহ! আপনার সঙ্গে আমি কেমন করে অস্ত্র নিক্ষেপ করব?

ভীষ্ম। ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লেই জানে। তখন সে তার অস্ত্র সমস্ত সম্পর্ক বিস্মৃত হয়! তুমি শৈশবে আমাকেই পিতা ব'লে ডাকতে; আমি অতি কষ্টে তোমাকে বুঝিয়েছিলুম, যে, আমি তোমার পিতামহ। সে আদরের নিধি তুমি—সর্বগুণাঙ্গুত ধনঞ্জয়! আমিই বা তোমার সঙ্গে কেমন করে বাণ নিক্ষেপ করব? যাও, এই মোহকর দুর্দ্বৈলতার ক্ষাত্রধর্ম্ম থেকে যেন কোনও রকমে বিচ্যুত হ'য়ো না।

বুধি। তবে অশ্রুতি করুন, আমরা শ্রীচরণে প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করি!

কৃষ্ণ। পিতামহ! আমরা বালক—যুদ্ধের দুর্দ্বৈ সমস্তা নীমাংসা করতে অগম! আপনি বুদ্ধ, বিজ্ঞ, তপস্বি প্রধান, জগতে শ্রেষ্ঠ রণবিশারদ। আপনি আমাদের জগাধীর্বাদ করুন। এমন কথা বলুন, যা শ্রবণ করলে এই ধর্ম্মযুদ্ধে, আমাদের জয় হয়।

ভীষ্ম। কেশব! আমি মহাযোদের যুগে এই আশু বাক্য শুনেছি,—যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ধর্ম্ম, যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে জয়।

জয়োইস্ত পাণ্ডুপুত্রাণাং যেথাং পক্ষে জনর্দ্দিনঃ।

বতঃ কৃষ্ণস্ততো যশো যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥

হে পাণ্ডুপুত্রগণ! শুন, তোমাদের জয় কারও আশীর্বাদ-বাক্যের অপেক্ষা রাখে না। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে আমি প্রাণপণ করে দুর্যোধনের জন্ত যুদ্ধ করব। সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অব্যাহত রেখে আশীর্বাদ করি—এই যুদ্ধে তোমাদের মঙ্গল হ'ক।

কৃষ্ণ। পিতামহ! আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম।

[বুধিষ্ঠিরাদির প্রস্থান।

(দুর্যোধনাদির প্রবেশ)

হু। পিতামহ! প্রণাম করি।

ভীষ্ম। এস ভাই; সূর্য্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই। পূর্বাংশে অন্ধাগম সূর্য্যোদয়ের সূচনা করছে। ভগবানকে স্মরণ করে এই শুভমুহুর্তে যুদ্ধারম্ভ করতে রথিগণকে আদেশ কর।

হু। তা তো করব, কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভেই একটা বিঘ্ন সংশয় উপস্থিত হয়েছে।

ভীষ্ম। কি সংশয়, বল?

হু। আমার মনে হচ্ছে, আপনি পাণ্ডবের বিপক্ষে কৃপালু হয়ে যুদ্ধ করবেন—আপনি আমার হয়ে মনোযোগ-সহকারে যুদ্ধ করবেন না।

ভীষ্ম। মনে তোমার সহসা এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হ'ল কেন?

হু। শুধু আমার নয় পিতামহ, আমার প্রিয়সখা অঙ্গরাজেরও মনে এই আশঙ্কা উপস্থিত হয়েছে।

ভীষ্ম। দুর্য্যোধন! তুমি এই নীচজাতি স্ত্রতপুল কর্ণের কথায় সহসা এরূপ উত্তেজিত হওয়া না।

কর্ণ। দেখুন পিতামহ! আপনি আমাকে এরূপ অযথা তিরস্কার করবেন না। আপনি যখনই অবকাশ পান, তখনই আমার প্রতি তাঁর ভাষা প্রয়োগ করেন।

সুতো বা স্ত্রতপুলো বা যোঃঃসোঃঃ ভবাম্যহম্।

দৈবায়ত্ত্বং কুলে জয় মদায়ত্ত্বং পৌরুষম্॥

সুতাই হই, স্ত্রতপুলই হই, আমি যে হই না কেন, আমি স্বধর্ম কখন পরিত্যাগ করি না। আমি দৈবাবধীন কৌলীভগবান না করে, নিজের পৌরুষের গর্ব করি। আমি মহারাজ দুর্য্যোধনের শ্রেষ্ঠ-হিতৈষী বলেই নিজেকে মনে করি।

হু। রাজা যুধিষ্ঠির আপনার কাছে এসেছিলেন কেন?

ভীষ্ম। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ বলে এসেছিলেন। আমি গুরুজন, এই জ্ঞাত ধর্ম্মাহুতারা তিনি আমার কাছে যুদ্ধের অমুমতি নিতে এসেছেন।

হু। বেশ, তা আহ্নন, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। এখন আপনাকে যা' নিবেদন করতে এসেছি, তা' শুমন। আপনি কৌরবসৈন্তের সেনাপতি। সুতরাং আমার মঙ্গল সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করতে আমার অধিকার আছে।

ভীষ্ম। শুধু প্রশ্ন কেন কুরুরাজ, আমার প্রতি আদেশ করতেও তোমার অধিকার আছে।

হু। তা হ'লে আমি ভিজ্ঞাসা করি, আপনি কতদিনে পাণ্ডবগণকে সসৈন্তে সংহার করতে পারবেন? আচার্য্য মহামতি জ্ঞোণকে আমি এই প্রশ্ন করেছি। তিনি অকপটে আমাকে বলেছেন, “আমি অতি বৃদ্ধ ক্ষীণপ্রায়, তথাপি আমি প্রীতিজ্ঞা করছি, যদি আমার মৃত্যু না হয়, তা হ'লে আমি একমাসে পাণ্ডবদের সসৈন্তে সংহার করব।”

ভীষ্ম। আমিও অতি বৃদ্ধ, তার উপর আচার্য্য জ্ঞোণের অপেক্ষা অধিক বীরত্বের গৌরব করি না। আমিও বৃদ্ধি, যদি আমার মৃত্যু না হয়, তা, হ'লে একমাসের মধ্যে সসৈন্তে পাণ্ডবকে সংহার করব।

কর্ণ। তবে ত ভারি যুদ্ধ করবেন পিতামহ! প্রবল একাদশ অশ্বোহিণীর অধিনায়ক হ'য়ে, দুর্ব্বল সপ্ত অশ্বোহিণীকে একমাসে ধ্বংস করবেন, রাম-বিজয়ীও গর্ব না করাই ছিল ভাল। মহারাজ, আমি পাঁচদিনে সংহার করব।

ভীষ্ম। রাধেয়! তুমি জাতির অনুরূপ গর্ব করেছ। তুমি অর্জুনকে কখন বাহুবলদেবের সঙ্গে এক রথে দেখ নি, তাই এই বলকোচিৎ মতিহীনের মত কথা কইতে সাহস করলে। স্ত্রতপুল! একবার সে যুগল মূর্ত্তি একরথে দেখলে, আর তোমার মুখ দিয়ে এরূপ বাক্য নির্গত হবে না।

কর্ণ। সে আপনি হাস্যখানক ধ'রে দেখুন।

ভীষ্ম। একক অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধেই তোমাদের বীরত্বের মূল্য তোমরা বুঝতে পেরেছ। ঘোষাভ্রাতায় গর্কর্ষের সঙ্গে যুদ্ধে যখন দুর্য্যোধনের স্ত্রীপুত্রগণকে গর্কর্ষেরা কেড়ে নিয়েছিল, তখন তুমি কোথায় ছিলে? বিরাট-রাজ্যে গোধন-হরণ কাণ্ডে, এখন অর্জুন দুর্য্যোধনকে নির্য্যাতন করে, তাদের বস্ত্রহরণ করেছিল, তখনই বা তুমি সে প্রান্তরের কোন তরুতলে নির্য্যাতন করেছিলে?

কর্ণ। তিরস্কার শুনে আসি নি পিতামহ, আমি রাজা দুর্য্যোধনের মঙ্গলাধী হয়ে আপনার কাছে এসেছি। যদি আপনি পাণ্ডবনিধনে কার্ণাণ্য করেন, তা হ'লে এখনও সময় থাকতে সঙ্গোপে যুদ্ধ হ'তে অবসর গ্রহণ করুন।

ভীষ্ম। সেনাপতি হবে কে?—তুমি?

কর্ণ। আমিই সেনাপতি হব।

ভীষ্ম। তুমি! তবে কিছু অগ্রিয় সত্য শুন রাধেয়! আচার্য্য জ্ঞোণ অতিরথ। কৌরবগণকে আমি

ভিন্ন তাঁর সবজুলা বোঝা আর কেউ নেই। তিনি ছাড়া আমাদের বীরগণের মধ্যে অনেক রথী আছেন। জর্ঘোদন রথী, হুঃশাসন রথী, এমন কি এই নীচ সুবল-নন্দন শকুনি, তাতেও রথিদের অনেক লক্ষণ আছে। কিন্তু রাধেয়! তোমাতে তা নেই! সহজাত কবচ-কুণ্ডল-হীন, প্রভাবগায় ধর্ম্মবৈদ-শিক্ষাকাবী দান্তিক অঙ্গরাজ, তুমি অন্ধরথী, পাঁচদিনে তুমি গাভীরকে সংহার করবে! পাঁচদণ্ড তার বাণের মুখে দাড়িয়ে থাকবার তোমার শক্তি নাই।

কর্ণ। তবে শুন রাজা জর্ঘোদন! আমি প্রতিজ্ঞা করলুম, এই আত্মপ্রাণাকারী মহাত্মা পরশুরামের রূপায় পরশুরাম-বিজয়ী কুরুবৃদ্ধ যত দিন জীবিত থাকবেন, তত দিন এ যুদ্ধে আমি অস্ত্র ধরব না। বুদ্ধ ম'লে আমি আবার অস্ত্র ধ'রে তোমার হয়ে পাণ্ডব-সৈন্য সংহার করব।

[কর্ণের প্রস্থান।]

দুঃ। কি করলেন পিতামহ! আমার একমাত্র অস্ত্ররঙ্গ সখা, সর্বদা আমার হিতৈষী কর্ণের সাহায্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন!

ভীষ্ম। সে তোমার হিতৈষী? না জর্ঘোদন, মুখে কার্ণো অঙ্গরাজ তোমার হিতৈষিতা করে বটে, কিন্তু ফলে সে হিতৈষী নয়। মূর্খ রাজা, শুনলে না—সত্যবাদী কর্ণ আমার যুদ্ধাধোমনা ক'রে গেল! যাও, এ সঙ্কল্প ক'বে অস্ত্র ধরেছি, যত দিন পর্যন্ত অস্ত্র ধরতে অসমর্থ না হব, তত দিন পর্যন্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করব না। প্রতিদিন দশ সহস্র সৈন্য সংহার করব। যত দিন যুদ্ধ করব, এক দিন এক মহর্ষের জন্তও যুদ্ধে ক্লপণতা করব না। পাণ্ডবদিগের সংহার করা যদি আমার সাধ্য হয়, তাদের সংহার করতে ইতস্ততঃ করব না।

দুঃ। পিতামহ! এ হ'তে ককর্ণার কথা আমি প্রত্যাশা করিনি। আপনি আমাকে কমা ক'রে বুদ্ধরাজ কল্পন।

[জর্ঘোদনাদির প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

বলদেব ও সাতাকি।

বল। কি রে সাতাকি, কি রে তাই, মুখ রিমধ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন?

সা। বাও, যাও—তোমার ওপর আমার অশ্রদ্ধা হ'য়ে গেছে।

বল। আরে দূর, ও কথা কি বলতে আছে রে ছোঁড়া! কেশব আমার চরণে মাথা নোয়ায়, আর তুই কি না বঙ্গলি, অশ্রদ্ধা হয়েছে! ফের বঙ্গলে তোর কান ম'লে দেব। শালা, ও কথা বললে কেশবের অমর্যাদা হয়, তা জানিস?

সা। তুমি যে বলালে, তা হ'লে বলব না কেন?

বল। আমি কি বললুম?

সা। যে দিন রাজা জর্ঘোদন তোমাদের দুই ভাইকে বরণ করতে যায়, সে দিন তুমি কি বলেছিলে!

বল। কি বলেছিলুম?

সা। এই ত, চপিশ ঘণ্টাই মধুপানে মত্ত—তোমাতে কি পদার্থ আছে?

বল। সে কি রে সাতাকি, আমাতে পদার্থ নেই?

সা। কই? দেখতে ত পাচ্ছি না!

বল। দূর মূর্খ! আজও পর্যন্ত তুই আমাকে চিনতে পার্শ্বি নি! তা হ'লে তোর কৃষ্ণভক্তির বহর কই?

সা। কেন, তুমি কি?

বল। আমি কি? আমি কি? হাঁ রে শালা, আমি কি? আবার কি? আমি হলধর, আমি বলদেব—আমি সঙ্কর্ষণ—আমি আছি তাই তোদের কেশব আছে। কেশবেরও দেহ কি মাটিতে গড়া রে হতভাগা! তার পায়ের নখটি থেকে আরম্ভ ক'রে মাথার চূড়ার শিথিপুচ্ছটি পর্যন্ত সমস্তই চিয়র! চিয়র নাম, চিয়র ধাম। আমি হলধর। চিয়র বাগদেবের চিত্তক্ষেত্রে দিব্যরাজ নিরাজু হয়ে হল-চালনা করছি। সেই জন্তই না তোদের কেশব লীলা করছে! নইলে তোদের লীলা কে দেখাত রে? আমি সঙ্কর্ষণ, প্রাণের সমস্ত তন্ত্রী দিয়ে সেই বিরাট পুরুষকে আকর্ষণ করেছি, তার চিয়র দেহকে মুয়গের আভাস দিয়েছি। ওরে তাই, সে কি অন্ন ক্ষমতার কাজ? তাই আমি বলিগ্রেষ্ঠ

বলদেব! মুনি ঋষি ধ্যান ক'রে বাক্য ধ্বংসে পাবেন না, সূর্য্য চক্রেয় কিরণ বার কাছে পৌছতে পাবেন না, তোরা তাকে নিত্য চোখের উপর দেখেছিস—দেখে কখন আনন্দ, কখন অভিমান করছিস, মা যশোদা তাকে এক দিন দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল, রাখাল-বাগকেরা তার ঘাড় পিঠে চেপেছিল রে! আমি যদি এক সুরভের জন্ত আকর্ষণ ছেড়ে দিই, তা হ'লে বাহুদেব যে বিরাট—আবার সেই বিরাট; তাব দেখি ভাই, আমাতে কত বল। দিব্যরাজি মধুপান কর কেন, তা বুঝি?

স। গায়ের বাণা মার।

বল। বাণা মার কি রে শালা! আমার কি গা আছে যে, তাতে বাণা লাগবে? আমি মধুপানে সমস্ত মত্ততা—আমার কাছে ম'রে রেখে দিয়েছি। তাই বাহুদেব দিব্যনিশি অগ্রমত।

স। তা এ মত্ততা তোমার বাহুদেবকে দেখাও আঁখি, আমার আজ আর তা দেখবার ক্ষমতা নেই!

বল। কেন সাতাকি?

স। আজ অষ্টম কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ চলছে তা জানি?

বল। তা আর জানতে হবে কেন সাতাকি? সে ত দেখতেই পাচ্ছি—প্রকৃতির আকারে দেখতে পাচ্ছি, ইন্দ্রিতে দেখতে পাচ্ছি। অসংখ্য বীরের দেহে প্রান্তর আচ্ছন্ন হয়েছে, তাতে বুঝতে পারছি ভাই।

স। এ সব নরদেহ কাদের তা বুঝতে পেরেছে?

বল। কাদের?

স। সমস্ত পাণ্ডবসৈন্তের দেহ।

বল। সমস্ত?

স। সমস্ত। কুরুপক্ষীয় অতি অল্প সৈন্তই হত হয়েছে। কুরুক্ষের সেনাপতি অয়ং পিতামহ ভীষ্ম। তিনি এমন বীরত্বের সহিত,—এমন রণকৌশলের সহিত কৌরবদিককে রক্ষা ক'রে যুদ্ধ করছেন যে, পাণ্ডবপক্ষীয় কোনও বীর, তাঁর সৈন্তগৃহ ভেদ করতে পারছে না।

বল। সেই জন্তই কি তুমি বিমর্ষ?

স। সে জন্ত তত নয়, কেন না রণক্ষেত্রে দেহ-তাগ—কল্পিতের এর চেয়ে গৌরবের মরণ আর কি আছে? বিমর্ষ তোমার জন্ত। আঁখি, তোমার বাক্য মিথ্যা হ'ল?

বল। আমি কি বলেছি?

স। তাই ত বলি, তুমি সর্বা প্রমত্ত—কথায় কথায় আত্মবিস্মৃত—তোমার কথার মূল্য কি?

বল। আরে মর—বল না? নতুন ক'রে মনে করি।

স। জর্ঘ্যোধন বলেছিল কুরুক্ষে চাই না! তাই তুমি বলেছিলে, এমন কথা যে জর্ঘ্যতি বলে, তার ধ্বংস অনিবার্য্য। কেনন, মনে ক'রে দেখ দেখি, এ কথা তুমি বলনি?

বল। এ কথা বলতে পারি, ভাই! কিন্তু জর্ঘ্যোধনকে অভিশাপ দিই নি। সে শিষ্য, তাকে অভিশাপ দেওয়া ত সম্ভব নয়। যা বলি, যা করি সাতাকি, জর্ঘ্যোধনের উপর আমার স্বাভাবিক একটা মমতা আছে।

স। তা হ'লেই ত তোমার কথা মিথ্যা হ'ল।

বল। দেখ সাতাকি, যে কুরুক্ষে তাগ করে, তার ধ্বংস ভিন্ন ত অজ্ঞ গতি নাই! তার পরিণাম ত অস্ত্রের কথার অপেক্ষা রাখে না।

স। সুধু কি চাইনি ব'লে সে কেশবের অপমান করেছে? সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কেশব কুরু-সভায় গমন করেছিলেন। পাষণ্ড কৌরব সন্ধি করা দূরে থাক, কেশবকে অসহায় মনে ক'রে তাঁকে বাঁধতে এসেছিল।

বল। সাতাকি, আর বলিস্‌নি! আমি তোমার মনের কথা বুঝেছি। তুমি জর্ঘ্যোধনের উপর আমার প্রচণ্ড ক্রোধোদ্বেগের চোঁয় আচ্ছিন্ন। কিন্তু সাতাকি, কেশব যখন পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেছেন, তখন কৌরবের ধ্বংসে আব আমার ক্রোধের প্রয়োজন হবে না। আমি এই জন্তই এই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে নিলিপ্ত। আমি এসেছি কেন জানিস্? তুলুহ, শান্তনু-নন্দন এমন অদ্ভুত যুদ্ধ করছেন যে, তাতে কেশবকে পর্য্যাপ্ত বিব্রত হ'তে হয়েছে।

স। এমন যুদ্ধ দেবতা-গন্ধর্বে দেখে নি। আজ অষ্টম যুদ্ধ, এই অষ্ট দিবসে ভীষ্ম প্রতি রণ-শেষে দশ সহস্র ক'রে সৈন্ত সংহার করছেন। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, প্রতিদিন দশসহস্র ক'রে সৈন্ত সংহার ক'রে পাণ্ডবগণকে মলৈস্তে বিনাশ করবেন।

বল। দেখ শালা, আমি মাতাল—না তুমি মাতাল? সত্যতঃ শান্তনু-নন্দন কখন এমন প্রতিজ্ঞা করতে পারেন না।

স। করেছেন—আর পারেন না!

বল। ফের বললে তোকে মেয়ে ফেলবে। সভ্যরত
ভীষ্ম জানেন, যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষে জয়। এ
জেনেও কি তিনি ওরূপ প্রতিজ্ঞা করতে পারেন?

সা। ভাল, আজও ত যুদ্ধের অবসান হ'ল—সত্য
কি মিথ্যা এধনি ধর্মরাজের কাছে শুনে পাবে।
(নেপথ্যে চন্দ্রভিষ্মি।) ওই গুন, কৌরব-পক্ষের
উল্লাস—আজিও বুঝি ভীষ্ম রণাবসানে দশ সহস্র
পাণ্ডবসৈন্য সংহার করলেন। তাই ত আর্ষা, এ কি
হ'ল? যে রথে নারায়ণ সারথি, নয় রথী, সে রথ নিত্য
নিত্য পরাজয়ের অপমান বহন ক'রে ফিরে আসবে!
পাণ্ডবদের জন্ত এখন যত চিন্তা না হ'ক, তোমাদের
মর্যাদার জন্ত যে আমি ব্যাকুল হলুম।

(কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রবেশ)

অ। এ কি হ'ল বামুদেব? প্রতিজ্ঞা করে-
ছিলুম, পিতামহকে আজ এক মুহূর্তের জন্ত অবসর
দেব না। তুমি সাক্ষী, সকাল থেকে যুদ্ধারম্ভ ক'রে
সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম বাণ নিক্ষেপ করেছি। সবা-
সাতটা আমি—যুদ্ধে উভয় হস্তই আমার সমভাবে কার্য্য
করে। সেই ছই হস্ত সমভাবে পিতামহের প্রতি বাণ
নিক্ষেপ করেছে। সঙ্কল্প করেছিলুম, আজ আর পিতা-
মহকে কোনওক্রমে সৈন্যসংহার করতে দেব না।
তবু পিতামহকে নিরস্ত করতে পারলুম না! কেন
পারলুম না, আর কোন্ সময়ে পারলুম না—আমাকে
বল?

কৃষ্ণ। পিতামহ যুদ্ধে কখন ক্রান্ত হন নি, কিন্তু
সখা, তুমি হয়েছিলে। এক লহমার জন্ত তুমি এক-
বার মাথার ঘাম মুছেছিলে, সেই অবকাশে বৃদ্ধ তোমার
দশ সহস্র সৈন্য নিধন করেছেন।

অ। কেশব! গুনে আমার অন্তরকত দেহ পুলকে
পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আমি আজ ভাগ্যবশে এমন
বীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছি, যে বীর চক্ষের পলক পড়তে
যত সময় লাগে, সেই সময়ের জন্ত আমি একটু অগ-
মনর হয়েছি ব'লে, আমার দশ সহস্র সৈন্য সংহার
করলেন! কেশব! তুমি আদেশ কর, আমি অস্ত্র
পরিভাগ করি। যেদিনো ত সামান্য ভূমি—আমা-
দের এই তুচ্ছ স্বার্থ—এর জন্য যেদিনোকে এমন অমূল্য
নিধি থেকে বঞ্চিত করতে হবে! রাজ্য চাই না,
জিলোকীর ঐশ্বর্য্য কামনা করি না, তুমি আমার এমন
অমূল্য পিতামহকে জীবিত রাখ।

বল। ঠিক বলেছ ধনঞ্জয়, তোমার মহাশয়েরই
অমূল্য কথা বলেছ। গোবিন্দ, পিতামহকে জীবিত
রাখ।

কৃষ্ণ। এ কি দাদা! আপনি এখানে কখন
এলেন?

বল। এই কণপূর্বে এসেছি।

কৃষ্ণ। কেন এলেন?

বল। কেন এলুম, এ কথা জিজ্ঞাসা করলি
কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। না দাদা, এ সময় আপনার এখানে আসা
ভাল হয় নি।

বল। কেন?

সা। আবার কেন? কেশব যখন বলেছেন ভাল
হয় নি, তখন নিশ্চয় ভাল হয় নি।

বল। তুই খাম। কেন কৃষ্ণ?

সা। কেন, আমি বলছি। তোমার আমার
মূল্য কি?

বল। সাতাকি, তুই বলি।

সা। তুমি নিরপেক্ষ। তুমি ত আর আমাদের
হয়ে যুদ্ধ করবে না।

বল। কেন কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। ওই ত সাতাকি বললে! আপনি
নিরপেক্ষ। আপনি এখানে এলে, কৌরবের! সন্দেহ
করতে পারে যে, আপনি আমাদের হিতার্থে এখানে
এসেছেন।

বল। তারা আমার চরিত্রের উপর সন্দেহ করবে?

কৃষ্ণ। সন্দেহ করবার কারণ হবে। আমার
এধনি ভীষ্মবধের পরামর্শ করব।

বল। কেমন ক'রে ভীষ্মকে বধ করবে? এই
ত গুন্মুখ, ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, প্রতিদিন
দশ সহস্র সৈন্য সংহার ক'রে পাণ্ডবদের সৈন্যে বিনাশ
করবেন। সে সত্যনিষ্ঠের প্রতিজ্ঞা। তা হ'লে
কেমন ক'রে তুমি সেই সময়ে অজ্ঞেয় ব্রহ্মচারীকে বধ
করবে?

কৃষ্ণ। ভীষ্ম ত ওরূপ প্রতিজ্ঞা করতে পারেন না
দাদা!

বল। কেন, এই ছোঁড়া ত এই কথা
বলে!

সা। শোন, শোন—আমার দিকে অমন ক'রে
কটমট ক'রে চায় না।

রুক্ষ। সাত্যকিও শুনেছে! তবে সে সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞার কথা শোনে নি। গঙ্গানন্দন বলেছেন, “যদি আমি যুদ্ধে হত না হই, তা হ’লে পাণ্ডবদের সঙ্গেই সংহার করব।”

বল। কি রে শালা!

স। যাও, যাও—তুমি বেঁচে গেলে। তোমাকে কি আমি ছাড়তুম? আজ যদি কেশব ভীষ্মবধের কথা মুখে না তুলতেন, তা হ’লে কাল প্রাতঃকালে তোমাকে আমি রণক্ষেত্রে দাঁড় করাতুম। বলিশ্রেষ্ঠ তোমাকে দিয়ে আমি কুরুকুল নিখুঁত করাতুম।

রুক্ষ। দাদা! সেই অজ্ঞের ব্রহ্মচারী, সেই নিরপরাধ নির্দোষ, কুরু-পাণ্ডব উভয় কুলেরই ঐক্যবী মহাপুরুষের দেহ-নাশের পরামর্শ করুতেই হবে। পার্শ্বসংসর্গে তাঁকেও মলিন হ’তে হয়েছে—তাই দেবব্রত গঙ্গানন্দনকে আমরা বধ ক’রে মুক্তিদান করব। সূতরাং আপনি আর মুহূর্তের জন্তও এখানে দাঁড়াবেন না!

বল। আমি চললাম। আমি দেখছি সমস্ত রাজার বিনাশকাল নিকটবর্তী হয়েছে। এ মাংস-শোণিতনয় সংগ্রাম আমি দেখতে পারব না। পাণ্ডবগণের জায় হরণোদ্যমও আমার প্রিয়পাত্র। তুমি অর্জুনের প্রতি সমতাধনে তার প্রতি অকরণ হয়েছে। অথচ তোমা ব্যতিরেকে অজ্ঞ লোককে আমি অবলোকন করি না। সূতরাং আর আমি এখানে থাকব না। যত দিন না এই যুদ্ধের শেষ হয়, তত দিন আমি তীর্থভ্রমণে যাত্রা করলুম।

স। যেখানেই যাও, যে সঙ্কল্পেই যাও, গুন আর্ষা, আমাকে তুমি এড়িয়ে যেতে পারবে না। যদি প্রয়োজন বৃদ্ধি, যেখানেই থাক, স্বরণমাত্রই তোমাকে আমার কাছে উপস্থিত হ’তে হবে। এই ভীষ্মযুদ্ধে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র হচ্ছে তুমি। যদি জনাঙ্গিনের সঙ্গে একরথে উপবিষ্ট হয়েও তৃতীয় পাণ্ডব শকসংহারে অকৃতকাব্য হন, তা হলে বলিশ্রেষ্ঠ, তোমাকে দিয়েই আমি পাণ্ডব-রিপুবলু নিখুঁত করাব।

বল। সাত্যকি! এই সামান্য মাত্র সময়ের কথোপকথনে কেশবের এক ইঙ্গিতে বুঝেছি, এ যুদ্ধে আমাকে আর প্রয়োজন হবে না।

অর্জুন। কেশব, দ্যায় হও—একরূপ লোক-বিগৃহিত কাজে আর আমাকে উত্তেজিত করো না। মহাহতভব গুরুজন গঙ্গাদত্ত চিরপবিত্র শাস্ত্রমন্ডন।

তাঁর পিতৃহৃদা মেহেই আমি বর্ধিত হয়েছি। কেশব, তাঁরে বিনাশ না করে যদি ইহলোকে আমাকে ভিক্ষায় ভোজন করুতে হয়, তাও শ্রেয়ঃ। এমন পিতামহকে বধ করলে ইহকালেই আমাকে রক্তপিপ্ত অন্ন ভোজন করুতে হবে।

রুক্ষ। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার সমস্ত মোহ দূর করে দিয়েছি। আবার তুমি ক্রীতবল অবলম্বন করলে ধনঞ্জয়? হ্রস্বের হ্রস্বতা পরিত্যাগ ক’রে ভীষ্মনাশে ব্রহ্মপরিকর হও।

(যুদিষ্ঠির ও অর্জুনের রাজগণের প্রবেশ)

যুধি। রুক্ষ! পিতামহের বধোপায় যদি কিছু থাকে, আমাকে বল; যদি না থাকে, তা হ’লেও বল। আমি চারি ভাই ও জ্যেষ্ঠদীকে নিয়ে আবার বনগমন করি। একরূপ ভাবে স্বজনকর আর আমি দেখতে পারি না। অর্জুন মনোযোগ দিয়ে যুদ্ধ করছেন না। কেবল ব্রহ্মকীরের উপর আমার নিউর। কিন্তু পিতামহের সঙ্গে যুদ্ধে একক ব্রহ্মকীর আবার কি সাহায্য করবে?

ক্র। একরূপ যুদ্ধ আর এক দিন হ’লে আর পাণ্ডবের যুদ্ধজয়ের আশা থাকবে না।

বি। এরই মধ্যে আমি একরূপ নির্দেশ দিয়েছি। আমার গুল উত্তর ও প্ৰেত উভয়েই প্রাণবিসর্জন দিয়েছে। মন্ত্ররাজ্যের প্রতিনিধি এখন একরূপ আমি।

ক্র। যদি বৃষতে পারেন বাহুবল, ভায়ের সংহার হবে না, তা হ’লে এই আত্মীয় রাজাদের বংশলোপ ক’রে ফল কি?

যুধি। বল রুক্ষ, শীঘ্র আমাকে ভীষ্মবধের উপায় বল।

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

শি। উপায় ত আমি—সর্বদাই আপনাদের সন্নিকটে উপস্থিত রয়েছি মহারাজ! আমি ভিন্ন আর কেউ সে হ্রস্ব বীরকে সংহার করুতে পারবে না। স্থিরবুদ্ধি বাহুবল! আপনি আমাকে ভীষ্মবধের আদেশ করুন। এই সমস্ত নীর্ণাভিমাত্রী রাজার মত বালক ব’লে আপনিও আমাকে উপেক্ষা করবেন না। আমি ভিন্ন আর কেউ ভীষ্মকে বিনাশ করুতে পারবে না।

রুক্ষ। অপেক্ষা কর শিখণ্ডী, আমি এখন তোমার আবেগনের উত্তর দিচ্ছি! সাত্যকি! শীঘ্র ধোয়া

পুরোহিতের শিবিরে যাও। যদি তিনি শিবিরে থাকেন, তা হ'লে তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে মহারাজের শিবিরে পদধূলি দিতে বল।

(ধোমোর প্রবেশ)

ধোম্য। স্মরণমাত্রই এই যে আমি এসেছি কেশব!

কৃষ্ণ। গুঢ় সংবাদ যা জানতে গিয়েছিলেন, তা জেনেছেন?

ধোম্য। জেনেছি, জেনেই আমি তোমাকে সংবাদ দিতে আসছি।

কৃষ্ণ। সংবাদ সত্য?

ধোম্য। সত্য। তিনি প্রথম দিবসেই ভীষ্মের সঙ্গে কলহ ক'রে অস্ত্রত্যাগ করেছেন। কোরবেরা অতি যত্নে এ সংবাদ গোপন রেখেছে। এমন কি, ত এক জন আত্মীয় অন্তরঙ্গ ছাড়া, কোরবসৈন্তের মধ্যেও কেউ এ রহস্য জানে না।

কৃষ্ণ। সংবাদদানে আমাকে নিশ্চিত করলেন ব্রাহ্মণ।

অ। এ কার কথা বলছ সখা?

কৃষ্ণ। অপেক্ষা কর সখা, এখনি সব জানতে পারবে। (ধোমোর প্রতি) আমাদের আবেদনটাও কি তাকে শুনিয়েছিলেন?

ধোম্য। শুনিয়েছিলুম। তাতে তিনি আপনাকে প্রণাম জানিয়ে বলেছেন, আপনার আবেদন রক্ষা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব! তিনি প্রতিজ্ঞা ক'রে একবার যখন কোরবপক্ষ গ্রহণ করেছেন, তখন তাদের পরিত্যাগ ক'রে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করতে পারবেন না।

অ। এ কোন্ বীরের কথা বলছেন তপোধন?

ধো। মহাবীর কর্ণ। তিনি মহানতি ভীষ্মের সঙ্গে কলহ ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যত দিন ভীষ্ম এ যুদ্ধের সেনাপতি থাকবেন, তত দিন তিনি অস্ত্র ধরবেন না।

অ। কর্ণকে রণক্ষেত্রে না দেখে পূর্বেই আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। কিন্তু তাঁর অধুপাতিত্ব কারণ বুঝতে পারি নি। মহাবীর কর্ণ কি কোরব-সঙ্গ ত্যাগ করেছেন?

ধো। একবারে ত্যাগ করেন নি। যত দিন ভীষ্ম জীবিত থাকবেন, তত দিন তিনি যুদ্ধ করবেন

না। যদি ভীষ্মের নিধন হয়, আবার তিনি অস্ত্র গ্রহণ করবেন।

যুধি। তা'তে কি হ'ল কৃষ্ণ? ভীষ্মবধ না হ'লে ত আমার গেলুম।

কৃষ্ণ। নিশ্চিত হ'ন মহারাজ! ভীষ্মবধের উপায় হয়েছে। যাও শিখণ্ডা, শিবিরে অগ্নি রাত্রির মত সুখনিদ্রায় বিশ্রাম গ্রহণ কর। কাল তুমি যুদ্ধের সেনাপতি!

শি। যথাজ্ঞা বাহুদেব!

কৃষ্ণ। আর সাত্যকি, তুমি শিখণ্ডীর রথের সারথি হও। আমার বোধ হচ্ছে, কাল প্রভাতে সূর্যোদয়ে জগতের লোক এক চিরস্মরণীয় যুদ্ধের আয়োজন দেখবে। এ যুদ্ধের পরিণাম দেখতে সমস্ত গগন দেবদানব-গন্ধর্বে পরিপূর্ণ হবে। সাত্যকি সে অদ্বিতীয় যুদ্ধে শিখণ্ডীর রথে সারথ্য করবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি তুমি। যাও, তোমরা উভয়েই নিজ নিজ শিবিরে রাত্রির মত বিশ্রাম নাও।

শি। আমাদের বিদ্রিষ্ট নেজে

কি দেখ সাত্যকি?

পঞ্চলয় ক্ষুদ্র বাহুবল্য

হে কৃষ্ণ, হে দেবকী-নন্দন!

হে সর্বজ্ঞ বিভূ সনাতন,

দীনচক্ষু অক্ষপূর্ণ আজি—

বলিতে অনেক কথা, অবসাদে

বাক্যক্লান্ত মম।

তুমি, মধু'ন ইহাতে মহীয়ান,

তুমি অধু'তে ক্ষুদ্র পরমাত্ম

তাই এ ক্ষুদ্র জ্ঞানে শ্রীচরণে

রূপায় করিলে অঙ্গীকার।

[সাত্যকি ও শিখণ্ডীর প্রস্থান।]

অ। এ কি বলছ কেশব! পাণ্ডবপক্ষে এত রথী বর্তমান থাকতে এই ক্ষুদ্র সমরানভিজ্ঞ বালক সেনাপতি হবে?

কৃষ্ণ। বেশ, আক্ষেপ কেন ধনঞ্জয়? কা'ল তোমাদের সবও রথীকে সেনাপতিত্ব গ্রহণে আহ্বান করছি। কিন্তু যিনি সেনাপতি হবেন, তাঁকে এই সমস্ত ক'রে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হবে, যেন কালকের সূর্যাস্তের পর মহাবীর ভীষ্মকে আর যুদ্ধের জন্ত অস্ত্র ধরতে না হয়।

বুদি। না কেশব, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক।
মহাবীর শিখণ্ডী কাল যুদ্ধের সেনাপতি।

কৃষ্ণ। মহারাজ! আপনার ব্যাকুলভাবে আমিও
ব্যাকুল হয়েছিলাম। কিন্তু আপনার ব্যাকুলতাকে দূর
করবার কোন উপায় দেখতে পাই নি। তাই এ
কয়দিন নীরবে আপনার সৈন্তসংহার দেখছিলাম।
কোনও প্রতীকার করতে পারছিলাম না। তপোধন
ধোমা আজ আমাকে নিশ্চিত করেছেন। যখন
জানতে পেরেছি, মহাবীর কর্ণ কাল যুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন
না, তখন আপনি ভীষ্মসংহারে নিশ্চিত হন।

বুদি। আরুন রাজস্বগণ, কেশবের রূপায় আজ
আমরা নিশ্চিত হ'য়ে বিশ্রাম গ্রহণ করি।

কৃষ্ণ। তোমাদের মঙ্গলের জন্য রণচণ্ডীর মন্দিরে
বিরাট তাঁর পুত্রগণকে বলি দিয়েছেন। আমিও দেখার
জন্য প্রস্তুত ধর্মরাজ।

[ধোমা, কৃষ্ণ ও অর্জুন বাতীত
সকলের প্রস্থান।]

অর্জুন। বারংবার আমাকে প্রাহেলিকা শোনান
কেন গোবিন্দ?

কৃষ্ণ। বিদিত হ'য়ে না সখা, নিশ্চিত হবার
কারণ কাল রণক্ষেত্রেই জানতে পারবে।

অর্জুন। দেখ কৃষ্ণ, তুমি যখন পাণ্ডবসখা,
পাণ্ডবের পরাজয় যখন তোমার নামকে আঘাত করবে,
তখন কুরুক্ষেত্রে আমার অস্ত্রধরা কেবল উপলক্ষ।
পাণ্ডব তোমার, পাণ্ডবের জয় পরাজয় তোমার।
পাণ্ডব তোমাকে ছেড়ে যখন একমুণ্ড বেঁচে থাকবে না,
তখন তুমি নিজেই যুদ্ধের ব্যবস্থা কর। আমাকে
নিরুত্তি দাও।

কৃষ্ণ। ক্রোধ ক'র না সখা। বেশ, কারণ
ওন্তে চাও—শোন। মহারাজ যখন পিতামহের কাছে
তাঁর বধোপায় জানতে যান, তখন পিতামহ কি
বলেছিলেন, তোমার ত ওঁনহ। যতক্ষণ তাঁর হাতে
অস্ত্র থাকবে, ততক্ষণ কেউ তাঁকে সমরে পরাজিত
করতে পারবে না। সুতরাং কাল যেমন ক'রে হ'ক
তাঁকে অস্ত্রশূন্য করতে হবে। মহামতি ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা
তোমার অবিরত নাই। আর শিখণ্ডীরও অমর্যুতান্ত
তুমি জেনেছ। কাল তোমার একমাত্র কার্য—যে
কোন উপায়ে শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সমুখে উপস্থিত করা।
তাকে দেখবামাত্র পিতামহ অস্ত্র পরিত্যাগ করবেন!

কর্ণ যদি কাল যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতেন, তা
হ'লে তোমার সবত অসামর্থ্যবিক শক্তি একত্র করলেও
শিখণ্ডীকে ভীষ্মের কাছে উপস্থিত করতে পারতেন না।

অ। কেন বাহুদেব?

কৃষ্ণ। মহাবীর কর্ণ ইন্দ্রদত্ত একমুণ্ড অস্ত্রের অধি-
কারী।

অ। কেশব! আমাকে কমা কর।

কৃষ্ণ। নাও, আজকের মত তুমিও একটু নিশ্চিত
হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করবে এস।

ধো। বাহুদেব। একটু অপেক্ষা। বিশ্রামের
একটু বাধা পড়েছে।

কৃষ্ণ। কি গ্রন্থ?

ধো। আজও পর্যন্ত ভীষ্ম পাণ্ডবের একজনকেও
সংহার করলেন না দেখে, কোরবেরা ব্যাকুল হয়েছে।
গুপ্তচরের সাহায্যে আমি জানতে পারলাম, কর্ণের অমু-
রোপে আজ রাত্রেই রাজা দুর্যোধন আপনার নিধন
বর প্রার্থনা করতে ভীষ্মদেবের শিবিরে উপস্থিত
হবেন।

কৃষ্ণ। অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ শোনালেন
প্রভু। একথা না শুনে আমার কালকের ভীষ্ম-
বধের সবত প্রয়োজন বৃথা হ'ত। আপনি আমার
প্রণাম গ্রহণ করুন।

ধো। জয় হ'ক বাহুদেব, তোমার জয় হ'ক।

[ধোমোর প্রস্থান।]

কৃষ্ণ। সখা, রাজা দুর্যোধন তোমাকে নাকি
একটা বর দিতে চেয়েছিলেন?

অ। চেয়েছিলেন। যে দিন গন্ধর্বযুদ্ধে আমি
গন্ধর্বগণকে পরাজিত ক'রে কুরু-মহিলাদের সঙ্গে
দুর্যোধনের উদ্ধারসাধন করি, সেই দিন মনের আবেগে
তিনি আমাকে বর দিতে চেয়েছিলেন। আমি গ্রহণ
করি নি। কিন্তু তাঁর অভ্যস্ত আগ্রহ আমি উপেক্ষা
করতে পারি নি। আমি বাধ্য হয়ে বলেছিলাম, যদি
প্রয়োজন হয়, তবিশ্ব্যতে গ্রহণ করব।

কৃষ্ণ। সেই বর গ্রহণ করবার সময় এখন
এসেছে।

অ। দুর্যোধনের কাছে দীনভাবে ভিক্ষা গ্রহণ
করব?

কৃষ্ণ। আপদার্থ তাই, আপদার্থ। সভার মধ্যে

পাঞ্চালীর অপমান স্মরণ কর, ভীষ্মসেনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর।

অ। কি করতে হবে ?

কৃষ্ণ। চিরবিক্ষোভশূন্য পিতামহ, গ্রহহর্ষিপাণকে কর্ণের নাম শোনায়াত্র বিকৃত হন। দুর্গোধন তাঁর কাছে কর্ণের নাম করলেই তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে যাবেন। হয় ত তোমাদের পঞ্চদ্রাতার সংহারে প্রতিজ্ঞা করবেন। তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হবে। তোমাদের যুদ্ধের অন্ত পঞ্চবাণ কৌশলে হস্ত-গত করতে হবে। নাও এস। কি কৌশলে হস্ত-গত করা সম্ভব, তোমাকে বলতে বলতে পিতামহের শিবিরে গমন করি।

অ। তুমি ধনী আমি বয়স,—চল বাহুদেব চল।

চতুর্থ দৃশ্য

অরুণোদয়।

ভীষ্ম।

ভীষ্ম। ক্ষাত্র ধর্মকে ধিক্। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যে গুরুর জয় উচ্চারণ করে শয্যাভাগ করতে হয়, ক্ষত্রিয় ধর্মের অতুরোধে আমি সেই গুরুকে পরাজয় স্বীকার করিয়েছি। দেবর্ষি নারদের আদেশে সমরে চির অজ্ঞেয় ভার্গব সহায় যুগে অন্নভাগ করলেন, কিন্তু আমি সে দেবর্ষির আদেশ রক্ষা করতে পারলুম না। তার ফলে আজ আমার এই দুঃসহ্য। সেই রামজয়ী ক্ষত্রিয় আমি, এই বৃদ্ধ বয়সে এক দুর্ন্যতি যুবকের অন্নভোক্তা। পরান্নভোজীর হীনতায় আজ আমি কতকগুলি য়েহভাজন বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করছি! আমার পঞ্চ প্রাণ, আজ আমার যুদ্ধে ব্যাকুল হয়েছে। হে ভার্গব! এখন বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে জয় দাও নি। জয়ের নামে চির মর্শ্বেন্দী পরাজয় আমাকে প্রদান করেছে।

(পরন্তরামের প্রবেশ)

রাম। দেবব্রত !

ভীষ্ম। এস গুরু, এস তপোধন !

এ অভাগ্যে আজিও কি

রেখেছ স্মরণে ?

অরুতজ্ঞ শিষ্যে প্রভু

আজিও কি দৃষ্টি কর করুণ নয়নে ?

রাম। তুমি চির ভাগ্যবান,

ব্রহ্মর্ষি সন্ধান—

ভাগা নিজে ভাগা ধরে তোমারে দেখিয়া।

আরুণ ক'র না হতিমান।

অরুতজ্ঞ কতু নহ তুমি।

সতানিষ্ঠ ব্রহ্মচারী !

তবে শুন অন্তরের কথা !

কন্দ্রবশে ত্র্যক্ষণদন্তান

শম দশ শৌচ ক্ষমা ঋজুতা বিজ্ঞান,

বধর্ম করিয়া পরিহার,

ভাগ্য করি তপতা আচার,

ধরেছিল ক্ষত্রিয়ের ব্রত।

কার্গা ছিল ক্ষত্রদনে রণ।

নিহত করিয়া বিজ্ঞ ক্ষত্র অগণিত

সে কার্গ্য করিল সমাপন।

তথাপি মোহের বশে

ক্ষাত্র ধর্ম তাজিতে নারিল।

সত্য বলে বলীয়ান্ বীর

তোমার পবিত্র-কর-বিনিক্লিপ্ত বাণে

তাহার ক্ষত্রিয়-তনু

বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার বিপ্র দেহ হ'তে।

হে গান্ধেয়, তোমার রূপার

ধন্য আমি—মুক্ত আমি।

জীবয়ুক্তি বোরে তুমি দিয়েছ দক্ষিণা।

অকস্মাৎ মম আগমন

শুন তবে হেথা কি কারণ।

বসেছি যোগাসনে সরস্বতী-তীরে

সহসা আকাশ-বাণী পলিল শ্রবণে।

বিবাদে গাছিল সরস্বতী

“কাদ লো প্রকৃতি

কুরুক্ষেত্রে রণে

ভীষ্ম যুদ্ধে পাণ্ডবের সনে

গান্ধেয়ের হইবে পতন।

কাদো বহুমতি !

যে পবিত্র পদম্পর্শে

এতকাল ছিণে ভাগ্যবতী,

সে ভাগ্য ঘুচিল তোর।

দেহ ফেলে রণস্থলে,

স্বরাভ্যে চলিল দেবব্রত।”

ঐতিমাত্র ব্যাকুল অন্তরে

যোগজ্ঞে আসিয়াছি তোমারে দেখিতে।

এসেছি দেখিতে
হেন শক্তিধর কেবা এসেছে ধরায়
ভার্গববিজয়ী যিনি
ঊহারে করিবে পরাজয়।

ভীষ্ম। দেখিতে হবে না প্রভু,
একবার রূপদুষ্টে দেখেছিলে তারে।
কোন দূর অতীত দিবসে,
তারি বলে বলীয়ান
সে আজ ভীষ্মের প্রশ্ন বধিতে এসেছে।

রাম। কে সে দেবব্রত ?

ভীষ্ম। অধা !

রাম। সে কি কথা,
অধা যে মরেছে বহুদিন ?

ভীষ্ম। হে সর্কজ, জান ত হে তুমি
জীব নিত্য ব্রহ্মের স্রুপ,
কতু নাহি মরে—
চিরদিন লীলায় বিচরে ধরাশাক্তে।
জন্ম মৃত্যু, মৃত্যু পরে

পুনর্জন্ম তার
এই প্রভু জীবের সংসার !
কালি অধা, শিখতী সে আজ।

রাম। বুঝিয়াছি।

হে গাঙ্গেয়, বধা তুমি তার !

ভীষ্ম। এই লিপি বিধাতার।

রাম। সে ত নারী হয়ে নর।

কীব হস্তে নিহত হইবে তুমি ?
জানি আমি প্রতিজ্ঞা তোমার
কীবের সময়ে তুমি অস্ত্র না ধরিবে।
তাই ব'লে, নিয়ন্ত তোমারে
বাণাঘাতে সে বালক করিবে সংহার ?
এই কি হে লিপি বিধাতার ?
না, না—সমুখে তোমার বিধি আমি,
তুমি শিয় আমি গুরু—
গুন দেবব্রত,
সর্কজ যত্নপি বিধে শিখতীর বাণে
সাধা নাই সে তোমারে মৃত্যু করে দান।
সমরে পড়িবে—যবে
নররূপী শ্রেষ্ঠ ধর্মচারী—
অথবা মুরারি—অথবা ত্রিশূলী শঙ্কু—
কিবা কাশরূপা মহাকালী—

বধন তাঁদের কেহ
অস্ত্রবিদ্ধ করিবে তোমারে !
গুন, এই মম গুণ আশীর্বাদ।

ভীষ্ম। ধন্য আমি !

মরণের আশীর্বাদে
অমরত্ব মোরে গুরু করিলে প্রবান !

রাম। আরো গুন—

হরি-শয্যা বধা মহোদধি
হর-শয্যা তুঙ্গ হিমান্য,
সেইমত তোমার শরন
শরশয্যা অভিধানে
বিস্তৃত হইবে ত্রিভুবনে।

সেই শয্যাপাশে
তীর্থপুণ্ড্রাভ্য অভিলাষে
দেবর্ষি মহর্ষি সিদ্ধ গন্ধর্ব চারণ
দেবতা শরর নারায়ণ—
হে আদর্শ ব্রহ্মচারী—
সকলে করিবে আগমন।

ভীষ্ম। সর্ব বাস্তব পূর্ণ যোগ,

লহ প্রণিপাত।
অমুমতি কর, গুরু,
কলা আমি আনন্দে প্রবেশি রণাঙ্গনে।

রাম। যাও বীর—

যাও মহীয়ান,
অপূর্ব সমর কা'ল দেখাও জগতে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(চর্যোদয় ও কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। এই বেলা বল—সাহস ক'রে বল।

পিতামহ বিশ্রাম গ্রহণ করবেন, আর বলা হবে না।

হু। যদি পিতামহ জুড় হন ?

কর্ণ। তাই ত আমি চাই ! পিতামহ জুড়
হ'লেই ত আমি নিশ্চিন্ত হই। শোন সখা, একরূপ
ভাবে যুদ্ধ চললে একমাস কেন, এক বৎসরেও
পাণ্ডবের ধ্বংস হবে না। শান্তনুদমন সত্তর এই মহা-
সমর থেকে অপসৃত হ'ন। আমি লপথ করছি পিতা-
মহ অস্ত্রত্যাগ ক'রে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হ'লেই, আমি
ঊরই সমুখে সমুদায় পাণ্ডব ও পাণ্ডব-সহায়কে সংহার
করব। শান্তনুদমন কেবল রণাভিমানী। তাঁর সেক্ষপ
ক্ষমতা নেই। তিনি কেমন ক'রে পাণ্ডবগণকে পরাস্ত

করবেন ? যাও, সখা, আমি অন্তরালে দাঁড়াই। পিতা-
মহ বিশ্রাম গ্রহণ না করতে করতে তাঁকে ডাক, ডেকে
অস্ত্র পরিত্যাগ করতে অনুরোধ কর।

[কর্ণের প্রস্থান।

হু। পিতামহ !

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। কেও, মহারাজ দুর্যোধন ? কেন তাই,
এরূপ অসময়ে এরূপ ব্যাকুলভাবে এলে ?

হু। পিতামহ, আপনাকে আমি কিছু কঠোর
বাক্য বলতে এসেছি।

ভীষ্ম। সর্বদা সব কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত
আছি, বল মহারাজ, বল ?

হু। আপনি পাণ্ডবদের সঙ্গে দয়া ক'রে যুদ্ধ
করছেন। আপনি তাদের বধ করতে পারবেন না।

ভীষ্ম। আমি ত তোমাকে বারংবার বলেছি
দুর্যোধন, পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদিরও অজেয়।

হু। অজয়েরই যদি বুঝেছেন, তবে এ সেনাপতিত্ব
গ্রহণের কি প্রয়োজন ছিল পিতামহ ? দেখুন আপনার
জন্তাই আমার চিরহিতৈষী কর্ণ অস্ত্রত্যাগ ক'রে নিরপেক্ষ
ভাবে অবস্থিতি করছেন, আপনার কঠোর বাক্য
প্রয়োগের জন্তই আমি সেই মহাবীরের সাহায্য থেকে
বঞ্চিত রয়েছি। পাণ্ডবকে অজয়েরই যদি বুঝেছেন,
তা হ'লে আপনি অস্ত্র পরিত্যাগ করুন। পাণ্ডব যদি
না ম'ল, তা হ'লে নিভা দশদহন ক'রে কতকগুলো
ক্ষুদ্র নগণ্য প্রাণিবধে আমার প্রয়োজন নাই।

ভীষ্ম। মহারাজ ! আমি নিজের জীবনে মমতাশূন্য
হ'য়ে তোমার প্রিয়কর্তব্য অনুষ্ঠান করছি, তথাপি তুমি
আমাকে কঠোর—অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করলে।
সেইপ্রভাবে তুমি বাচ্যাবাচ্য জ্ঞানরহিত হয়েছ।

হু। আমি ত আপনার আদেশ নিয়েই বলেছি
পিতামহ। পাণ্ডবদের আজও পর্যন্ত পরাজয় হ'ল না
দেখে আমি উন্নত হয়েছি। তাই আমি সাহসে
আপনাকে নিবেদন করছি, যদি পাণ্ডববধ আপনার
সাধ্য হয়, তা হ'লে আপনি তদনুরূপ বীর্যসংস্কারে যুদ্ধ
করুন। যদি অসাধ্য হয়, তা হ'লে কর্ণকে অন্ত্র ছাড়া করুন।
তিনি সমরে সবারূপ পাণ্ডবগণকে সংহার করবেন।

ভীষ্ম। (নীরবে পরিত্রাণ ও অন্তরালে অবস্থিত
কর্ণকে দর্শন) যাও মহারাজ, শিবিরে ফিরে যাও—
নিজের বিশ্রাম গ্রহণ কর। আমি অস্ত্র ত্যাগ করব না।

৭৭—১৯

হু। দ্বিতীয় বাব পিতামহ ?

ভীষ্ম। যাও। কাল আমি মহাযুদ্ধে প্রস্তুত হব।
হয় আমার নিধন, নয় সবারূপকে পঞ্চপাণ্ডবের সংহার।

হু। পিতামহ—চির সত্যাত্মী পিতামহ !
আমি এখন জেগে আছি—না ঘোর নিদ্রার স্বপ্ন
দেখছি ? আমি যে মাথা ঠিক রাখতে পারছি না।

ভীষ্ম। যদি না মরি, তা হ'লে (অন্তরালে রক্ষিত
তুণ হ'তে বাণগ্রহণ) তা হ'লে দুর্যোধন—চেয়ে দেখ
—এই মন্ত্রপুত্র পঞ্চবাণ—শোন—আমি প্রতিজ্ঞা
করছি, এই পঞ্চবাণ পঞ্চপাণ্ডবের প্রাণ গ্রহণ করব।

হু। কটু ব'লেছি পিতামহ, আমাকে চরণাশ্রয়
দিয়ে অভয় প্রদান করুন।

ভীষ্ম। আরও শোন—আমার হাতে অস্ত্র থাকলে,
আমি দেবাত্মেরও অজেয়, অবধা। কিন্তু তোমাকে
পূর্বে বলেছি, এখনও বলছি, শিখণ্ডী যদি প্রতিষেধা
হয়ে আমার সম্মুখে আসে, আমি তৎক্ষণাৎ অস্ত্র
পরিত্যাগ করব। যাও, তোমরা সমস্ত কৌরববীর
একত্র হয়ে যাতে শিখণ্ডী আমার সম্মুখে উপস্থিত হ'তে
না পারে, তার উপায় বিধান কর।

হু। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। শিখণ্ডীকে যদি
আমরা বাধা দিতে না পারি, তা হ'লে আমাদের
মুহূর্ত্তই প্রেরণ।

ভীষ্ম। যাও—রাত্রির মত বিশ্রাম গ্রহণ কর।
তুমি মহারাজ, কাল আমি যে যুদ্ধ করব, যতদিন
পৃথিবী থাকবে, ততদিন লোকে আমার সেই মহাযুদ্ধ
কীর্তন করবে।

হু। তা হ'লে আজ আর নিদ্রা ঘাব না পিতামহ !
পাণ্ডবের নিধন দেখে আমরা শতভ্রাতার আপনার চরণ-
বন্দনা ক'রে আপনার পদপ্রান্তেই মাথা দিয়ে নিদ্রার
আশ্রয় গ্রহণ করব (ভীষ্মের প্রস্থান) সখা—সখা
অমরজাল !

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। কি হ'ল, কি হ'ল সখা ?

হু। তোমার আর অর্জুন-বধের অপেক্ষা রইল না।

কর্ণ। এ কি সত্য বলছ মহারাজ ?

হু। পিতামহ প্রতিজ্ঞা করেছেন, কাল পঞ্চবাণে
পঞ্চপাণ্ডবকে বধ করবেন।

কর্ণ। আমার অপেক্ষার প্রয়োজন নেই সখা।

তোমার মঙ্গল হ'ক, তোমার মঙ্গল হ'ক।

পঞ্চম দৃশ্য

কীরব শিবির।

শকুনি ও হুঃশাসন।

হুঃ। তাই তামা! আজ ত আর যুদ্ধের জন্তও
চোখে নিদ্রা আসবে না। কি করি?

শ। আজ কোনও রকমে রাতি যাপন কর।
উল্লাস বা করবার তা কাল—পাণ্ডব-নিধনের পর।

হুঃ। আরে রেখে দাও মামা—‘কাল’! এ
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা! যেদিন উঠে যাবে, তবু সে
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হবে না। মামা, ভীষ্ম আমার বুক
চিরে রক্তপানের প্রতিজ্ঞা করেছে। যদিও জানি,
সে পারবে না, তবু মনে হ’লেই বৃকের রক্ত জল হয়ে
যেত। কালকেও ভীষ্মের রক্ত সর্কান্দে মাখিয়ে
পাঞ্চালীর হাত ধরে তাড়ব নাচের আমোদ করব।
আজ মামা, আজ আমাদের ব্যবস্থা কর মামা—
আমাদের ব্যবস্থা কর।

শ। ব্যাকুল হলো না হুঃশাসন!

হুঃ। ব্যবস্থা কর মামা—ব্যবস্থা কর।

(রাজগণের প্রবেশ)

১ম রা। কি শুন্ছি মামা? কাল নাফি পঞ্চ-
পাণ্ডবের ভবলীলা সঙ্গ করবার ব্যবস্থা হয়েছে?

হুঃ। ঠিক শুনেছেন—সমরে আজই পিতামহ
কাল পাণ্ডব-সংহারের প্রতিজ্ঞা করেছেন।

১ম রা। তবে আর কি! পাণ্ডব ধ্বংস হ’ল!

হুঃ। উল্লাস করবার ব্যবস্থা কর মাতুল—এ
রাত্রিতে আমরা আর কেউ নিদ্রা যাব না। নট
নর্তকী মাগধী—সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত বন্ধুগণের
পরিতোষের জন্ত সাগর প্রমাণ সুরার ব্যবস্থা কর।

(কর্ণের প্রবেশ)

কর্ণ। অপেক্ষা কর, এখনও পর্যন্ত সে উল্লাসের
সময় আসে নি।

হুঃ। তুমি কি মনে করছ, পিতামহ প্রতিজ্ঞা
ভঙ্গ ক’রবেন?

কর্ণ। জীবনে শান্তনু-নন্দন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন
নি। জীবন থাকতে, কাল তিনি পাণ্ডব-নিধন না
ক’রে বুদ্ধক্ষেত্র হতে কিরে আসবেন না। সে বিষয়ে
তুমি নিশ্চিত থাক। তবে পিতামহের প্রতিজ্ঞা

রক্ষার সাহায্য করতে তোমাদেরও কতকগুলো কর্তব্য
আছে। সে কর্তব্য শেষ না করে তোমরা কেহ
উল্লাস করতে পারবে না।

হুঃ। কি কর্তব্য অমরাজ?

(হুঃশাসনের প্রবেশ)

কর্ণ। সংবাদ শুভ মহারাজ?

হুঃ। শুভ।

কর্ণ। সকলকে অবস্থার কথা বলেছ?

হুঃ। সকলকেই বলেছি—রূপাচার্য্য, অম্বথামা,
জয়দ্রথ, ভগদত্ত, ভীষ্মবা—সমস্ত মহারথী প্রাণপণে
সাহায্যের অঙ্গীকার করেছেন।

হুঃ। কি অমরাজ, এই ত শুন্লে? এখনও
কি আমাদের উল্লাস করতে নিষেধ কর?

হুঃ। রাজভ্রূবর্গ, আপনারা শুনুন। মহাবীর
ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছেন, কাল তিনি পাণ্ডবপক্ষীয়
জয়ভিলাষী সমস্ত কল্লির সংহার করবেন। কিন্তু
সেই সঙ্গে একটি উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন,
যেন কোনও মতে দ্রুপদ-নন্দন শিখণ্ডী তাঁর সম্মুখে
উপস্থিত না হয়। স্তব্রাং আমরা যদি সকলে একত্র
হয়ে শিখণ্ডীকে বিনাশ অথবা আবদ্ধ করতে পারি,
তা হ’লেই কাল রণক্ষেত্রে পঞ্চ পাণ্ডবের নাশ বিধাতা
পর্যন্ত রোধ করতে পারবেন না।

হুঃ। এই তুচ্ছ কার্য্যও যদি করতে পারব না,
তবে আমাদের জীবনের মূল্য কি?

সকলে। আমরা ঠিক বিনাশ করব মহারাজ!
নিশ্চয় বিনাশ করব।

কর্ণ। আচার্য্য? আচার্য্য কি বলেন মহারাজ?

হুঃ। আচার্য্য বলেন,—সেনাপতির আদেশ
ব্যতিরেকে হানত্যা করতে আমার অধিকার নাই।
তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি শিখণ্ডী আমার
সম্মুখে পতিত হয়, জীবন থাকতে তাকে আমি
অতিক্রম করতে দেব না।

হুঃ। প্রয়োজন নেই—শিখণ্ডীকে রোধ করতে
আচার্য্য দ্রোণের প্রয়োজন নেই।

১ম রা। আমরা এক এক জনেই যত্নে।

কর্ণ। না হুঃশাসন, না ভাই—ভগবৎকৃপা,
ভোগের আগে অপব্যয় ক’র না। পাণ্ডব বধের
অপেক্ষা কর।

হু। কেন সখা, তুমি কি আমার সৌভাগ্যে সন্দেহ করছ ?

কর্ণ। নিজের অপরাধে সন্দেহ করছি সখা ! মহাত্মা পিতামহের উপর ক্রোধ করে আমি যে অস্ত্র ত্যাগ করেছি। আমি অস্ত্রধারী থাকলে শিখণ্ডীকে বাধা দিতে অস্ত্র অস্ত্রধারীর প্রয়োজন হ'ত না।

হুঃ। আমরা এত রথী একত্র হয়েও সেই ক্ষুদ্র বালকটাকে বাধা দিতে পারছি না।

কর্ণ। তাই জঙ্গল ত ব'লছি তাই, কাল পাণ্ডব-নিধনের পর উজ্জ্বল কর।

শ। মহারাজ ! ধনঞ্জয় তোমার শিবিরান্তিমুখে আগমন করছেন।

হু। ধনঞ্জয় ! আপনার দৃষ্টিভ্রম নয় ত ?

শ। না মহারাজ, ঠিক দেখছি।

কর্ণ। তৃতীয় পাণ্ডব বটে। আহ্নন রাজগণ, আমরা রাত্রির মত নিজ নিজ শিবিরে বিশ্রাম গ্রহণ করি। তৃতীয় পাণ্ডবের কুরুশিবিরে আগমন, এর চেয়ে বিচিত্র দৃষ্ট আর নেই। আমাদের এখানে অবস্থান কর্তব্য নয়।

[কর্ণ ও রাজগণের প্রস্থান।]

হু। যাও হুশাসন, শীঘ্র যাও—তৃতীয় পাণ্ডবকে প্রত্যাগমন করে, সমস্ত্রমে এখানে নিয়ে এস। মাতুল ! শীঘ্র তৃতীয় পাণ্ডবের অভ্যর্থনার সর্বাক আয়োজন করুন। দেখবেন যেন মর্যাদার বিন্দুমাত্র ক্রটি না হয়। (শকুনির প্রস্থান) অর্জুন ! আমার কাছে ? চক্ষু দেখেও কেমন করে বিশ্বাস করি ? তাই ত, তৃতীয় পাণ্ডবই ত বটে !

(হুশাসন ও অর্জুনের প্রবেশ)

হু। সুসাগত, সুসাগত ধনঞ্জয় ! এস তাই এস। (হুর্গোদধন কর্তৃক ধনঞ্জয়ের সম্বন্ধনা) মহারাজ বৃথিষ্ঠিরের কুশল ? ভীষ্মসেন, নকুল, সহদেব—তোমাদের পুত্র আত্মীয়—এরাও সকলে কুশলে আছেন ? এস তাই, উপবেশন করে আমাকে কৃতার্থ কর।

(অর্জুনের উপবেশন)

(মাগধীগণের গদ্য চন্দনাদি লইয়া প্রবেশ, গীত ও অর্জুনকে মালাদি প্রদান।)

অ। মহারাজ ! আমি আপনার নিকটেই এসেছি।

হু। কি প্রয়োজনে এসেছ, বল তাই ?

অ। যোয্যাজ্ঞার সময়ে আপনি আমাকে এক বর দিতে চেয়েছিলেন। আমি সে বর কর্তব্য করেছিলাম মনে করে বর গ্রহণ করতে চাই নি। তথাপি আপনি আমাকে বর দিতে একান্ত অহরোধ করেন। আপনার আগ্রহাতিশয্যে আমি বলেছিলাম, আমি প্রয়োজন মত ভবিষ্যতে বর গ্রহণ করব। মহারাজ ! আপনার কি তা স্মরণ আছে ?

হু। তোমার সে আচরণ যে চিরস্মরণীয় তাই !

অ। সেই পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মত আমি আজ বর গ্রহণ করতে এসেছি।

হু। ধনঞ্জয় ! তোমারই বাছবলে অভিমানী হুর্গোদধনের মর্যাদা রক্ষা হয়েছিল। সেই একদিনের আচরণেই তুমি আমার সমস্ত আত্মীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মীয়। একদিন গন্ধর্বেরা বুঝেছিল, যখন মর্যাদা বিপন্ন হয়, সেই মর্যাদা রাখতে কুরু ও পাণ্ডব একশো পাঁচ সহোদর ! তুমি আমার সেই সব সহোদরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। ধনঞ্জয়, কি বর গ্রহণ করবে কর। চাইতে কুণ্ঠিত হ'য়ে না। বরিরাজ্য গ্রহণ করতে চাও, বল ? আমি এখন সমস্ত রাজ্য তোমাকে অর্পণ করে বনগমন করি।

অ। না মহারাজ, রাজ্য চাই না। যথাসীতি যুদ্ধে রাজ্য যদি আমাদের প্রাপ্ত্য হয়, তা হ'লেই তা গ্রহণ করব। মহারাজ ! আপনি বাগদান করেছিলেন। কিছু না নিলে ক্ষণে আবদ্ধ থাকবেন। আমার সেটা কর্তব্য নয়। তাই আমি আপনার নিকটে এসেছি। আপনি আপনার মুকুট আমাকে প্রদান করুন।

[মুকুট দান, অর্জুনের গ্রহণ, অভিধাবন ও প্রস্থান।]

হুঃ। এ কি রকম হ'ল দাদা, বুঝতে পারলুম না যে !

হু। বোঝবার প্রয়োজন নেই ! সাবধান, জনপ্রাণী যেন পার্থের অহসরণ না করে। যে যার শিবিরে সকলে আবদ্ধ থাক। প্রাতঃকালেষ্ট মহাযুদ্ধের হুচনা। হুশাসন ! পিতামহ বলেছেন, কা'ল তিনি যা বুদ্ধ করবেন, যত দিন পৃথিবী থাকবে, তত দিন লোকে সে যুদ্ধের কীর্ত্তন করবে। স্মরণ্য বৃথতেই পারছো, কালকে যা বুদ্ধ হবে, তা দেব গন্ধর্বেরও কখন নয়ন-গোচর হয় নি। আজ রাত্রিতে সংঘট হয়ে সে যুদ্ধ দর্শনের প্রতীকা কর'র।

ষষ্ঠ দৃশ্য
ভীষ্মের শিবির।

ভীষ্ম।

ভীষ্ম। স্বেচ্ছাবশে

দাসত্ব করিয়া অসীকার,
কি প্রেতিজ্ঞা করিয়ায় আমি ?
আমি হ'তে পাণ্ডব নিধন ?
রণ-যজ্ঞে কাজ-অভিমান
বিশ্বে শ্রেষ্ঠ পঞ্চপ্রাণ আহুতি আমার ?
আর নয় !—জরা-জর্জরিত বৃদ্ধি
পাপদলে চিত্ত কলুষিত,
পিতা, পিতা—মহাত্মা শাস্ত্রজ্ঞ !
এতকাল পরে
তব বর দুঃশাসনরূপে
কালানল-আগ্নী ল'য়ে বিধিল আমারে ।
স্বহস্তে রচিল যে কানন,
আমিই করিব ধ্বংস তার !
দেবতার লোভনীয় পবিত্র স্থল
সেই পঞ্চ দেবতরু,
তার মাঝে রোপিত যতনে,
হৃদয়ের রক্তবিন্দু করিয়া মোক্ষণ
সেচনে যাদের আমি করিছ বর্জন,
হানিব কুঠার মূলে তার ?
বালা হ'তে নিশ্চিন্ত অন্তর।
বার্কাকো বিদায়-মুখে
ভুলো না যে মর্গাদা আপন।
এই কাজ ত্রুত—এই তার পুণ্য-উদ্ঘাটন।
চির ঈর্ষ্যা হোমানল
মণিশ্রেষ্ঠ তার মুখে জলন্ত অঙ্গলি।
নিশ্চিন্ত হয়েছে দীপ-শিখা,
আলোক হ'য়েছে বিমলিন,
এরা কি চিন্তেব প্রতিক্ষি ?
কোথা, কোথা বাহুদেব ! পাণ্ডবজীবন !
পরীক্ষায় খেল' না আমাকে
তুমি সত্য—আমি চির-সত্যতরাদারী।

(অর্জুনের প্রবেশ)

অর্জুন। পিতামহ !

ভীষ্ম। কেও—আবার। আবার কেন এলে

মহারাজ ? সমস্ত প্রয়োজন ত তোমার সাধন হয়েছে ।
সন্দেহ করছ, আমি পাণ্ডবকে নিধন করতে পারব
না ? না মহারাজ, সন্দেহ কর না—এই আমার
পঞ্চপ্রাণনাশী পঞ্চাঙ্গ । আমি সঙ্গে সঙ্গে রেখেছি ।
পাছে কাল রণযাত্রায় গ্রহণ করতে ভুলে যাই, পাছে
মায়াবশে ফেলে যাই, পাছে চোরে অপহরণ করে, তাই
বিনিদ্র হয়ে ধ'রে আছি । যাও রাজা, সন্দেহ কর
না ! সাবধান ! তৃতীয়বার এলে এই পঙ্কের সঙ্গে
আর একবাণ আমার তুল ধেকে উঠিত হবে । তা
হ'লে কুরুপাণ্ডব দুই কূলই নিমূল হয়ে যাবে !
যাও—চ'লে যাও ।

অর্জুন। পিতামহ ! আমার বড় ইচ্ছা হয়েছে
—আমি ওই পঞ্চবাণে পঞ্চপাণ্ডবের সংহার করি ।
আমাকে দয়া ক'রে ওই পাঁচটি বাণ ভিক্ষা দিন ।

ভীষ্ম। আমাকে আবার লোকচক্ষে কাপুরুষ
প্রতিপন্ন করতে চাও ? বেশ, নাও । এই পঞ্চবাণ
প্রয়োগে তুমি পাণ্ডব নিধন ক'রলে জগতে কেউ বিশ্বাস
করবে না—পঞ্চপাণ্ডবের সংহর্তা তুমি ! লোকে
বলবে, দুর্বল ভীষ্ম নিজে সংহার করতে লজ্জিত হয়ে,
দুর্যোধনের হাতে বাণ দিয়ে, তাকে উপলক্ষ্য ক'রে,
পাণ্ডবসংহার করেছে ।

অর্জুন। তা বলুক, আমি ছুড়লে মরবে ত ?
ভীষ্ম। নিশ্চয় । তুমি কেন দুর্যোধন, ক্ষুদ্র
বালকেও যদি পাণ্ডবের সঙ্গে এই বাণ নিক্ষেপ করে,
তা হ'লেও তাদের মৃত্যু ।

অর্জুন। পিতামহ ! তা হ'লে প্রণাম । আর
আমি শিবিরে এসে আপনাকে জাগ্রত করব না ।

(অর্জুনের প্রস্থান ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। যদি একটু আধটু জাগ্রত করি তা
সমরক্ষেত্রেই করব পিতামহ !

ভীষ্ম। কে তুমি ? তুমি ! বাহুদেব ! পাণ্ডব
সখা—তুমি ? আমি যে বছরদিন স্বপ্ন পরিহার করেছি
বাহুদেব ! অথচ আমি তোমাকে দেখছি ! বল কৃষ্ণ
বল—তুমি এসেছ ?

কৃষ্ণ। লোভে এসেছি পিতামহ ! আপনার
চিরপ্রিয় পাণ্ডব ; আপনার কাছে পঞ্চ অশীর্বাদ-পুষ্প
উপহার শেলে ; আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমি
একটা পেছন না । হ্যাঁ পিতামহ ! আমি কি
তোমার কেউ নই ?

ভীষ্ম। তুমি যে আমার সব বাহুদেব! আমার সত্য, আমার ধর্ম, আমার জয় পরাজয়, মান অপমান, সমস্তই তুমি। তা হ'লে আমার বাণ নিয়ে গেল কে ?

কৃষ্ণ। সখা ধনঞ্জয়!

ভীষ্ম। আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করালে ?

কৃষ্ণ। শুধু পঞ্চভ্রাতৃনাশের প্রতিজ্ঞা করলেন কেন পিতামহ ? যে রথের রথীকে আপনি বিনাশ করবার সঙ্কল্প করেছেন, একবার দেখলেন না কেন, সে রথের সারথি আমি ?

ভীষ্ম। তাও কি ভাবি নি বাহুদেব! পঞ্চবাণ উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমার ওই আয়ুধরূপ স্মরণ করেছি, নইলে তোমার সাধা কি দেবকীন্দন, তুমি আজ আমার শিবিরে প্রবেশ কর ?

কৃষ্ণ। স্মরণ করবার সময়ে এটাও স্মরণ করলেন না কেন, পাণ্ডব না থাকলে আমি কি নিয়ে পৃথিবীতে থাকিব ? বলুন পিতামহ বলুন—পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও ধরণী থেকে বিনায় দেবেন, আমি এখনি পঞ্চবাণ ফিরিয়ে এনে আপনাকে প্রত্যর্পণ করি।

ভীষ্ম। পাণ্ডবসখা! তুমি শুধু পাণ্ডবের রক্ষা কর নি! আমি ক্রোধের বশে আয়ুহারা হ'য়ে ধর্ম-রাজকে হত্যা কর্তে উত্তত হয়েছিলুম, স্ততরাং তুমি আমাকেও রক্ষা করেছ!

কিন্তু বাহুদেব,

জীবনে প্রথম মোর ভঙ্গ হ'ল পণ।

জীবনে প্রথম

দেবদত্ত আশিস-বচন

ভীষ্ম নাম আহত আমার।

নাম গেল—

সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গেল প্রয়োজন।

এ প্রতিজ্ঞা বিফল করিলে তুমি।

হে চক্রী, তোমারি গর্ক সদয়-আগনে

এতকাল অতি যত্নে ধরেছিলাম আমি।

সে গর্ক ভাঙিয়া

স্তব্ধ সত্য নীলাঞ্জে ঢাকিয়া

আমারে ছলিয়া যাবে, ভেব না কহা মনে।

নির্কণ উল্লুখ দীপে দীপ্ত প্রজ্বলন!

শুন মোর পণ, কাল রণাঙ্গনে

দেবতা গর্কস্ব সিদ্ধ চারণ-সমুখে

আমিও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব তোমার।

বাও—বুদ্ধ হ'তে অতিবুদ্ধ হে চির কিশোর
সদোপনে পাইয়াছি, লহ নতি মোর!

কৃষ্ণ। আমিও প্রণতি করি
সত্যাত্ত ভীষ্মের চরণে!

মগধম দৃশ্য

পাণ্ডব-শিবির।

শিখণ্ডী ও সাত্যকি।

সা। ভাগ্যবান! পাকাল-নন্দন!

কর আকর্শন,

আজি এই কুরুক্ষেত্রে

নব সূর্য্যোদয়ে

সমরের দশম দিবসে

যে প্রচণ্ড হইবে সংগ্রাম,

সে সমরে তুমি সেনাপতি।

আজ তুমি অগণিত নৃপগণ মাঝে

শ্রেষ্ঠ রথী পূজ্য রথা। মহাশয়-গৌরবে

গাভীরা করিলা তব পূজা;

বহু পুণ্য পূর্ব্বজন্মে ক'রেছ সঞ্চিত,

তাই আজি পুণ্যক্ষেত্রে

পুণ্যায় কেশব সমুখে,

জগতে অজ্ঞেয় রথী

গান্ধেয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি ?

শি। সত্য হে ধীমান!

যথার্থই আমি

পূর্ব্বজন্মে বহু পুণ্য ক'রেছি সঞ্চয়।—

সেই হেতু আজি মহারণে

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রথী বিজ্ঞমানে

আমি সেনাপতি!—

সময়ের অভিজ্ঞতা

বর্ষ পূর্ব্বে কিছুমাত্র ছিল না আমার।

বর্ষ পূর্ব্বে সময়ের ক্ষণ আবাহনে

প্রবল কম্পনে

বাকুল হইত মগ হিয়া।

সেই আমি বর্ষপরে

কল্লধবংসী ভীষণ সমরে

শ্রেষ্ঠ রথে পদ সঁপিয়াছি।

বাহার সারথী কর্ণ
আপনি যাচেন নারায়ণ—
হেন বীর সাতাকিরে সারথি ক'রেছি—
চ'লেছি উল্লাসে বহারণে।
পূর্বজন্ম পুণ্যরাশি সত্য হে ধীমান্ !
আছে জ্ঞান।

সা। আছে জ্ঞান ?

শি। বর্ণে বর্ণে আছে জ্ঞান
কোথা ছিল অবস্থান,
প্রতি পদক্ষেপে জাগিছে স্মরণে।
কোথা হ'তে কোথায় প্রয়াণ।

সা। কেবা তুমি মহাভাগ ?

শি। কেবা আমি ?
প্রশ্ন তুচ্ছ, উত্তর কঠিন—
চিরদিন মীমাংসার পারে।
জগতের স্রষ্টিকাল হ'তে
এক ওই মহাপ্রাণ ভেসেছে আকাশে !
তরঙ্গের প্রত্যেক উচ্চাসে
উঠিতেছে উত্তর তাহার।
উত্তরের প্রশ্নেরে প্রহারে
আহত হইয়া প্রশ্ন
সমজায় হ'য়েছে আবৃত।

কেবা আমি ?—আগে বল কেবা তুমি ?
হে কেশব চিরায়ী গণ্ডীবীর প্রিয়,
পার কি বলিতে কেবা তুমি ?
যার সনে রণে ডরে অশরীরী অরি,
সে আজ আমার রণে অস্তরজ্জ্বারী !
হে সাতাকি,
এ ছুর্ভাগ্য কি হেতু তোমার ?

সা। ছুর্ভাগ্য—এ কথা তোমা

কে ব'লেছে বীর ?

শি। (হাস) বীর ?

কি বলিলে মহাভাগ,
বীর কি আমার বিশেষণ ? তাই হবে—
নহে কেশব-প্রেরিত হ'য়ে
এ প্রচণ্ড সমর-সাগরে
পাণ্ডবের অদৃষ্ট-ভরণী পরে
কেন করে ধর্মরাজ কর্ণধার মোরে ?

এত সৈন্য অগণন,

কত অশ্ব, এত গজ—

অগণিত বিচিত্র স্তম্ভন—

নিজাবশে স্বপ্নদেশে দেখি নাই ভ্রমে।

আজ আমি সে রণে সেনানী।

কেবা আমি শিনি-বংশধর ?

আমি—আমি।

কালস্রোতে কর্ণের ফুৎকার

ক্ষুদ্র বিষ নিয়তি-আকার

ক্ষণ তরে ভাসিয়াছি ভীষ্মের সংহারে।

সা। অপূর্ব জ্ঞানের কথা।

এক গুনি তব মুখে—

হে বালক পাকাল-নন্দন ?

শি। কোথা পাব জ্ঞান ?

না সাতাকি ! জ্ঞানশূভ্র আমি।

যুগযাপী ত্বতের সাধনা—

একপদে করিয়াছি শিব আরাধনা।

সমীর আহ্বার,

কভু বিগলিত পুরুষ সার,

অপূর্ব স্তম্ভন তমু

কঙ্কালে করেছি পরিপূত।

অর্ধ অঙ্গ দ্রব আমি করিয়াছি জলে।

সে এবে কুস্তুরপূর্ণা কুটলা তটিনী

তটভঙ্গ নৃত্যরঙ্গে চলে।

গঙ্গা এলো ভূলাতে আহারে,

এলো গমি সর্বসিদ্ধি করে,

মুক্তি আসি আমারে সাধিল।

সে সমস্ত করি পরিহার,

লঙ্করে চাহিছ বর ভীষ্মের সংহার।

শূলী দিলা অশীর্কান—ভীষ্মের সংহার।

ভীষ্মের সংহার চিন্তা সার

করু হৃদিহার।

সর্বজ্ঞান করেছি দাহন চিতানল।

ওই উঠে তীত্র ধ্বনি সমর-আহ্বান,

নবোখিত রবিমুখ মান,

ওই গুন দেব-কণ্ঠে সঙ্কল্প গীতি,

গুন হে বাদব,

আজ রণশেষে দশম দিবসে

আবরিয়া মোর শরজালে,

ভীষ্ম-নাম, কুরু-স্বর্গা বাবে অস্তাচলে।

(রেখণ্ডে হৃদ্ধতি)

সা। এ কি শিখণ্ডী? বুকের প্রান্তেই সমস্ত কোরব রথী আমাদের কটক লক্ষ্য করে ছুটে আসছে কেন?

শি। কেন, বুঝতে পারছ না? অস্ত্রাঘাত প্রেরণ। কোরব শুনেছে, আজ আমি পাণ্ডব-সৈন্তের সেনাপতি। কোরব বুঝেছে, আজ যুদ্ধে গন্ধানবনের জীবনসংশয়। এই ভক্ত আমিই আজ সকল কোরবের লক্ষ্যস্থল। চল সাতাকী রথে আরোহণ করে আমরাও ওই রথীদের সমুখীন হই। ওকি বীর, নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সা। দাঁড়িয়েছি বটে, কিন্তু আমি নিশ্চেষ্ট নই। আমি ভাবছি। দেখ দেখি পিতামহ কোথায়?

শি। ওই হৃষীকেশকে দেখছি, জংশানকে দেখছি—ওই অশ্বখামা, ভুরিশবা, ভগদত্ত,—জয়দ্রথ—ওই দূরে আচাৰ্য্য দ্রোণ—রণ দেখে অস্থির করছি, কিন্তু তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না! কিন্তু কই, পিতামহকে ত কোথাও দেখতে পাচ্ছি না?

সা। তাঁকে আজ সহজে দেখতে পাবে না। তাঁকে কোরব আজ একাদশ অক্ষৌহিণী প্রাচীরে বেঁধে করেছে। তাই ভাবছি। ভাবছি শিখণ্ডী, পাণ্ডবপক্ষে অগণ্য যোগ্য ব্যক্তি থাকতে আমাকে তোমার রথের সারথি চ'তে গুরু আদেশ করলেন কেন?

শি। দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতে যে ওরা ঘিরে ফেলে!

সা। না শিখণ্ডী, ওরা ঘিরবে না—তোমাকে ঘিরতে পারবে না—এখন আমি ওদের স্বর্কে ভাবনার সমস্ত ভার দিয়ে, তোমাকে চক্ষের নিম্নে এখন থেকে অন্তর্হিত করছি। বুঝতে পারছ; ভীষ্মের সমুখে রথ উপস্থিত করাই আজকের যুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ রণকৌশল।

শি। এ ভাবের রণকৌশল আর অধিকক্ষণ দেখিও না সাতাকী! কোরব এলো!

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। সাতাকী, শিখণ্ডীকে নিয়ে শীঘ্র ধনঞ্জয়ের রথের অঙ্গুগমন কর। সাবধান, লক্ষ্যস্ট হ'য়ো না। সমস্ত কোরব সেনানী তোমাদের আবদ্ধ করবার উদ্-যোগ করছে। সাবধান, সে জালের মধ্যে বেন রথ নিক্ষেপ কর না। আর কোনওমতে আচার্য্যের কটককে স্পর্শ কর না। শুনে রাখ—রহরাজের

এই আদেশ। বাও, আর মুহূর্ত কাল বিলম্ব কর না। হৃষীকেশ এই দিকে আসছে, আমি তাঁকে বাধা দিতে চললাম।

সা। এস শিখণ্ডী। কি কৌশলে এই সৈন্তসাগর ভেদ করে অক্ষত শরীরে তোমাকে ভীষ্মের সমুখে উপস্থিত করি, দেখবে এস।

শি। সে আমার দেখা আছে।

সা। দেখা আছে?

শি। কৌশলের অহঙ্কার কর না বাবব! কাঠের সারথি পেলেও আমি আজ ভীষ্মের সমুখে উপস্থিত হব।

সা। অজ্ঞ যুবক, কৃষ্ণের আদেশ না হ'লে, তুমি কি মনে করছ, আমি এই হীন রথীর সারথ্যের অঙ্গীকার করতুম?

শি। কৃষ্ণ আদেশ করতে বাধ্য। কি সাতাকী, কথা শুনে মনে কোথের স্থচনা হ'চ্ছে নাকি?

সা। যদি না বৃকভূম মূর্খ কথা কছে, তা হ'লে ক্রোধ হ'ত।

শি। মূর্খ তুমি।

সা। বেশবের অহুজ্জা বেশবের কাছে ফিরে যা'ক্। আমি তোকেই সংহার করি।

(অন্য লইয়া আক্রমণ, শিখণ্ডীর আত্মরক্ষা)

শি। কি বীর, বুঝলে?

সা। বুঝলাম।

শি। না, এখনও বোঝ নি—তোমার মুখ দেখে আমি তা বুঝতে পারছি। শুন সাতাকী, শুনে বোঝ! আমি রণকৌশল কিছু জানি না। যিনি সর্বকৌশল জানেন, সেই ইচ্ছাময় আজ আমার ভিতর দিয়ে কার্য্য করছেন। কৃষ্ণের দেহ এক চতুর্দিশ ভূগন-জরী ঋষির তপস্তায় রচিত হয়েছে। আমিও ভীষ্মবধের স্বল্পে যুগব্যাপী তপস্তা করেছি। সেই বিরাট তপস্তা আজ আমার ক্ষুদ্র তপস্তাকে সাহায্য করতে এসেছে। বিধি বাধা দিতে এলেও আজ আমাকে আবদ্ধ কর্ত্তে পারবে না। সাতাকী, আমার মুখপানে চেয়ো না। আমি ভীষ্মকে বধ করব না। বধ করবে—আমার তপস্তা। কেনে, যুদ্ধ অভিমান ত্যাগ কর। কারিও সাহায্যের অপেক্ষা রেখো না। নাও, আমাকে রথে তুলে নিয়ে এই কুরুসৈন্তসাগরে বাঁপ দাও। এস

সারথি, একবার দেখি, কে আমাদের গতি রোধ করে ?

সা। তুমি বীরশ্রেষ্ঠ, তোমার রথের সারথাকর্ম ক'রে আমি ধস্ত। নাও চল !

(কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। অকুতো সাহসে শিখণ্ডী সৈন্ত-সমুদ্রে বাঁপ দিয়েছে, অকুতো সাহসে সাত্যকি সেই পথ ভেদ ক'রে চ'লেছে। দেখছি কি গাভীরা, এখন তোমার আর কোন কার্য নেই তুমি যে কোন উপায়ে পার, শিখণ্ডীকে রক্ষা কর। ভীমসেন চর্যোদনের মুখাবরোধ করেছে। গুটীয়ায় দ্রোণের সঙ্গে সংগ্রামে নিযুক্ত হ'য়েছে। কিন্তু অপরাহ্নের ভীমের গতিরোধ করতে কেউ নেই। সমুদ্রে সনন্ত কোববীরী তাঁর পৃষ্ঠ রক্ষা ক'রেছে, আর ভীম কালাভুকের ছায় বাণে বাণে পাণ্ডব সমুদ্রে নিযুক্ত হয়েছেন। অস্ত্র ক্ষুদ্র বীরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সময় নষ্ট ক'র না। এই দৈত্য-সাগর ভেদ ক'রে অগ্রসর হও, শিখণ্ডীকে যে কোন উপায়ে ভীমের সমুখে উপস্থিত কর।

অ। কিন্তু কেশব, আমি যে পিতামহকে দেখতে পাচ্ছি না।

কৃষ্ণ। আক্ষেপ ক'র না সখা, নিশ্চিন্ত হও। তোমাকে পিতামহকে দেখতে হবে না। পিতামহই তোমাকে দেখবেন। মনে রেখো, আজ পিতামহের সংহার-মুহুর্তি। ভীমের যুদ্ধ কার্পণ্য নেই। আর এ-ও মনে রেখো, আদর্শ ক্ষত্রিয় জানেন, তোমাকে পরাজিত না করতে পারলে কোরবপক্ষের জয় হবে না।

অ। কেশব, কেশব ! সমুদ্রে পিতামহ।

কৃষ্ণ। সমুদ্রে পিতামহ—শিখণ্ডীকে গোপন ক'রে পিতামহ তোমাকে আক্রমণ করতে আসছেন। পৃথিবী রসাতলে গেলেও ভীমের এখানে আগমন আজ রোধ হ'ত না। ধনঞ্জয়, আজ তা হ'লে ভীমের ভীমত্ব নষ্ট হ'য়ে যেত। অতি সাবধানে তুমি পিতামহের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। এতক্ষণে ধরেছি দু'জনে

একরথে নয়নারায়ণ ;

এত দিন পরে বাণ-পুশ উপহারে

জীবনধারণ ব্রত করিব সাধন।

এই লও—বৃদ্ধ পিতামহ ক'রে মোরে

দিয়াছ আমারে

শুদ্ধমাত্র আশ্রয়ের প্রিয় অধিকার।

এই লও (বাণক্ষেপ করিয়া) পুষ্পউপহার।

অ। ধর ধর পিতামহ !

আমিও অঞ্জলি করি দান। (বাণক্ষেপ)

ভীম। তারপর স্তন ধনঞ্জয় !

ডাক বিশ্ব কে আছে কোথায় ?

দেবেক্ষে আহ্বান কর

কোটিবাজে কর আবাহন।

আত্মক দানবক্ষয়ী কে কোথা দেবতা !

আত্মন ত্রিশূলী,

ভীম অস্ত্র পাণ্ডপত-দাতা।

সবারে শুনায় আজি

বিশ্বস্তরে বিধিবারে হানিলাম বাণ।

শক্তি থাকে রক্ষা কর তুমি।

(বাণযুদ্ধ)

কৃষ্ণ। কি কর কি কর পার্থ !

কটি বাণে গাঙ্গের শর।

বিদ্ধ হ'ল কলেবর।

ভীম। জীবৎকাল করেছ স্তন্যদান।

সামান্য ঘটনা ভোগে

কাতর কি হেতু জনাধীন।

এই লও পুনঃ পুষ্প করহ গ্রহণ।

কৃষ্ণ। কি কর, কি কর ধনঞ্জয় !

পিতামহ তীব্রশরে

মর্মে মর্মে বিধিছে আমারে।

অ। হানিতেছি শর,

যথাশক্তি বাণের প্রহারে

নিবারণ করিতেছি ; পিতামহ শরে

তথাপি কেমনে বিদ্ধ তুমি

হে কেশব, বুঝিতে না পারি।

ভীম। অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী প্রাণী

ভীমার চণ্ডীর হানিরে

বলি দিতে এনেছ নির্দম !

বালক অর্জুন-রথে করি অরোহণ

অথ-রজ্জু করিয়া ধারণ

হস্তমুখে সে সংহারে, সাক্ষী রবে তুমি ?

এই লও পুন উপহার।

কোমলাঙ্গি বিধিবা তোমার

সেই সব কবিরের মৃত্যুর বাতন।
প্রতিশোধমুখে
তোমারে করাব আমি পান!
কৃষ্ণ। হে বিজয়, কোথায় সে
প্রতিজ্ঞা তোমার?
সঞ্জয় সম্মুখে
সমস্ত নৃপতি সাক্ষী ক'রে
তুমি না করিয়াছিলে পণ
একদিনে করিবে হে ভীষ্মের নিধন?
কোথা তব সে প্রতিজ্ঞা?
এই মূর্খ রণ দেখাইতে
আমারে করিলে তুমি রথের সারথি?

অ। জানি বিশেষ পিতারহ
শ্রেষ্ঠ শক্তিধর।
জেনেও কেশব আমি করেছি পণ,
তুমি হে কারণ,
তব প্রেম মুহূর্ত্ত স্মরণে
ভেবেছি সর্বত্র অজের আমি রণে;
যদি আমি ক'রে থাকি পণ
হে চির পাণ্ডব-সখা, অপরাধী তুমি।
কৃষ্ণ। আর আমি সহিতে না পারি—
বাণে বাণে সর্ব অঙ্গ বিকৃত আমার।
আর নয়, সংহার সংহার—
হে চক্র, প্রবুদ্ধ হও—
অশস্ত হও হে ধনঞ্জয়—
আমিই করিব আজ ভীষ্মের নিধন।

(রথ হইতে অবতরণ)

অ। কর কি, কর কি, জনার্দন,
ভঙ্গ হ'ল পণ।
কৃ। হ'ক ভঙ্গ পণ
সর্ব অগ্রে ভীষ্মের নিধন—
তার পর তুণ সম
সমস্ত কৌরবগণে কাটি স্মদর্শনে
নিষ্কণ্টক করিব ধরণী।
মুহূর্ত্তের ভীষণ আহবে
চিন্তাপূত্র করিব পাণ্ডবে।
ভীষ্ম। সার্থক জীবন—
দেবদেব কমলনয়ন—হান স্মদর্শন
বধ যোরে—ক'র না হে চক্রের সংহার।

৭ম—২০

সর্বগতি আয়ত্ত আমার
নরদেহে আজি ধন্য আমি।
ত্রৈলোক্য সম্মান
দেবকণ্ঠে উঠিয়াছে গান
ধরণী-কম্পনে হের প্রকাশে উল্লাস
স্তন ত্রিনিবাস,
ধর্মক্ষেত্রে রাতুল চরণ করি দান
ধরিজীর রাখিলে সম্মান তুমি,
মুক্ত হ'ল ধরণীনিবাসী।
অ। চ'লে এস জনার্দন,
ধরি ত্রিচরণ
শীঘ্র কর চক্রের সংহার।
আজ আমি পিতামহে বধিব জীবনে।

[কৃষ্ণের বথারোহণ

(শিখণ্ডীর প্রবেশ)

শি। আপনি কি হেতু ধনঞ্জয়—
পিতামহে সংহারিব আমি।
ভীষ্ম। কার্য শেষ।
এই লও ধনঞ্জয়—
অস্ত্রভাগ করিলাম আমি।
করিতে আমারে জয়
লইয়াছ ক্রীবের আশ্রয়—
এই আমি জীবনে প্রথম
রণস্থলে করিলাম পৃষ্ঠ প্রদর্শন।
চালাও সারথি, রথ—
দিবানেত্রে দেখিতেছি আমি—
ওই দূরে জননী আমার
একান্তে বসিয়া নিজ তীরে
সন্তানের শেষ ক্ষণ করিয়া স্মরণ
অনিত্যবদনে; অবিরাম অশ্রু বরিষণে
আপনি আপন অঙ্গে
রচিছেন তীর প্রবাহিনী।
এ দৃষ্ট দেখিতে নারি
সম্মুখে চালাও রথ—
যতক্ষণ জীবনের না হবে বিরাম,
রণক্ষেত্রে ব্রূণ্ড আমারে।

[প্রস্থান।

কৃষ্ণ । শিখতী, সখর বাও—
শির কর বাণের সন্ধান—

[শিখতীর প্রবেশ ।

রথে ব'সে কি চিন্তা করিছ সখা—
সঙ্গে সঙ্গে চালাব তখন
শিখতীরে কর অবরণ ।
পিতামহ মরিবে না শিখতীর বাণে ।
শিখতীরে সম্মুখে রাখিয়া
মৃত্যুবাণ তোমারে হানিতে হবে ।

পট পরিবর্তন ।

শরশয্যা ভীম । পার্শ্বে পরশুরাম ।

রাম । বলসম্মতি হতেছে কম্পিত,
দেবসম্ভব মর্যাদাত,
সরম-পীড়িতা গঙ্গা হিরাঙ্গি-নন্দিনী ।
ত্রিলোকে উঠেছে ধ্বনি
ভীমের সমরাজনে হইল পতন ।
মহাশূন্য! আছ কি জীবিত ?

ভীম । আছি ।

রাম । আছ ?

ভীম । এখনও আছি ;
আছি বিপ্র,
জননীর আশীর্বাদ আশে ।

রাম । নিশ্চিত করিলে তুমি ।
দেখি তব মুদ্রিত নয়ন
মানস-বিশাসী ঋষিগণ
তব অধেষণে
হংসরূপে চলেছে ধক্ষিণে ।
করে রবি ধক্ষিণে গমন ।
হে গঙ্গা-নন্দন ।
এ হেন দারুণ দিন শেষে
বিলুপ্ত তুমি সঙ্কলনবরে !
মৃত্যু এসে দাঁড়াল দুয়ারে ।
তাই আমি আসিয়াছি জাহ্নবী আকার,
স্রব্যাতে তোমার,
হে মহর্ষি, জগতের ভয় কর ভূর—
মৃত্যুরে আদেশ কর কিরিতে পশ্চাতে ।

যত দিন নাহি কিরে
দিবাকর উত্তর অমনে,
দেবতা গন্তব্য পথ
যত দিন মুক্ত নাহি হয়,
তত দিন রহ তুরে এ শর-শয্যা ।
নহে তব তীত্র তপত্নার
সুরক্ষিত পুণ্যময়ী এই আর্ধ্যভূমি
কলির প্রহার বলে
রসাতলে করিবে প্রবেশ ;
উদ্ধারের আর তার না রবে উপার ।

ভীম । কে আপনি ?

রাম । ওব সখা অভিনায়ী
মানস-প্রবাসী,
ঋষিগণ প্রতিনিধি জামরমা রাম ।
সে সবে আশাস দাও মানসে গুনাও—
বল আমি রয়েছি জীবিত !
ব্যাকুল মহর্ষিগণে আন ফিরাইয়া ।

ভীম । সর্ব অঙ্গ বিকল মোর
ভূমি সঙ্গে বদ্ধ মম কর,
হে মহর্ষি, বাক্যে আমি করিছ প্রণাম ।
কহ গিয়া জননীকে,
আশ্বস্ত করহ ঋষিগণে ।
যতদিনে উত্তরে না ফিরিবে তপন,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
পুণ্যরণে ত্রতী মহাঞ্জন
যত দিন আশ্ব-বলিদানে
রক্তের তরঙ্গোচ্ছ্রাসে
ধৌত না করিবে কুরু সন্য-প্রাঞ্জন
তত দিন রাখিব জীবন ।
আশ্বস্ত হও বা বহুকরা
রণাঙ্গনে তব বক্ষে করিয়াছি দান
বিরিক্ত-বাহিত কৃষ্ণ-অভয়চরণ ।
পুণ্য বাণী করহ শ্রবণ
দেখিতে হৃদয়ধ্বংস সাধু পরিত্রাণ,
দেখিতে এ আর্ধ্যভূমে ধর্মের স্থাপন
সাক্ষিক্রমে ধ'রে আমি রাখিছ জীবন ।

রাম । হে ত্যাগের একাদর্শ,
পুরুষপ্রধান
কণ্ঠ কণ্ঠ, বাক্য অবসান—
আর কি বলিব আমি ।

ধর্ম তুমি মর্ম ধরবীর,
আমি তুমি সর্ম মর্হবীর
বিদ্যার পূর্বক্ষেণে
এক বিদ্যুৎ অশ্রুনির
এই পূর্ণা শযাতলে দিলাম অঙ্গলি।

[রাঘবের প্রস্থান।]

(বৃষ্টিরাশি ও জ্যোত্স্নাদির প্রবেশ—

সকলে নতজাহ্নু হইয়া ভীষ্মকে প্রণাম করিলেন)

ভীষ্ম। এস মহারণব, এস। আমি তোমাদের দেখে পরম সন্তুষ্ট হলাম। হস্তপদ বন্ধ—হাত তুলতে পারলাম না। তোমরা সকলে আমার বাক্যের আনন্দ গ্রহণ কর। ভাই সব, আমার মাথাটা ঝুলছে, তোমাদের মুখ আমি ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে একটা উপাধান দাও। (জ্যোত্স্না কর্তৃক বালিশ প্রদান) না ভাই, এ উপাধান ত বীর-শয্যার যোগ্য নয়। ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয়—কোথায় ধনঞ্জয় ?

(ধনঞ্জয়ের প্রবেশ)

অর্জুন। এই আপনার ভৃত্য পিতামহ! কি করতে হবে দাসকে আজ্ঞা করুন।

ভীষ্ম। মাথাটা ঝুলছে—একটা উপাধান দিয়ে মাথাটা তুলে দাও। (অর্জুন ভূমিতে বাণ বিদ্ধ করিয়া ভীষ্মের মস্তক তুলিয়া দিলেন।) হাঁ—এই আমার উপযুক্ত উপাধান। শোন ধনঞ্জয়, তুমি যদি আজ আমাকে আমার মনোমত উপাধান না দিতে পারতে, আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে শাপ দিই। ধনঞ্জয়—ভাই শিখণ্ডীর পশ্চাতে থেকে তুমি যে সমস্ত বাণ নিক্ষেপ করেছ, তাতে আমার শরীর দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। মর্মস্থান সকল ছিন্ন ভিন্ন—মুখ শুষ্ক—আমি নিতান্ত আকুল হয়েছি—বড় পিপাসা।

জ্যোত্স্না। (পানীয় সংগ্রহ করিয়া) পিতামহ! এই সুশীতল জল এনেছি, পান করুন।

ভীষ্ম। জ্যোত্স্না! তুমি আমার অবস্থা বুঝতে পারছ না। আমার এ জীবন আর ইহলোকের জীবন নয়। আমি শয়শয্যায় শুয়ে রহুয়ালোকের বাইরে চলে এসেছি। যে জলে তোমরা তৃপ্ত হও, সে জলে আমার তৃষ্ণা নিবারণ হবে না। ধনঞ্জয়—ধনঞ্জয়—শীঘ্র আমার তৃষ্ণা নিবারণ কর।

(অর্জুন ভূমিতে বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

ভূমি হইতে জল উঠায়)

অ। পিতামহ! পাতাল থেকে ভোগবতী প্রস্রবণ-রূপে আপনার তর্পণের জন্য উথিত হয়েছেন—পান করুন।

ভীষ্ম। আঃ! কি তৃপ্তি! জ্যোত্স্না, দেখ তোমার সহায়তার জন্য যে সমস্ত রাজা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরাও দেখুন। অর্জুনের এই অমাহুযিক শক্তি—ভাই সব, আমার শেখ অরুরোধ শোন, কেশব-সখা ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ না করে তার সঙ্গে সন্ধি কর। পাণ্ডবদের অর্দ্ধ-রাজ্য প্রদান কর।

জ্যোত্স্না। পিতামহ! যখন আপনি উপযুক্ত সেবক লাভ করেছেন, তখন আমাদের অগ্রমতি করুন, আমরা শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করি।

ভীষ্ম। এস ভাই! আমি আনন্দে অমু্যমতি দিচ্ছি। পদতলে তুমি কে হে ?

কর্ণ। যে প্রতিদিন আপনার নয়নপথে অতিথি হ'ত, আর আপনি থাকে সর্বদা দেখ করতেন, আমি সেই রাধেয়।

ভীষ্ম। পদতলে নয়—তুমি একবার আমার হৃদয়ের কাছে এস। শোন কর্ণ, এইবার আমার অন্তরের কথা শোন। আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখ করি নি। কুরুপাণ্ডবকে আমি যেমন ভালবাসি, তোমাকেও সেইরূপ ভালবাসি। কেন ভালবাসি,—ভাই সব, কিয়ৎকালের জন্য অন্তরালে গমন কর। (সকলের প্রস্থান) কর্ণ, তুমি রাখা-মনন নও—কৃত্তী-মনন।

কর্ণ। পিতামহ—পিতামহ! আপনি শরণয্যার—অন্তগমনমুখে ঐন্দ্রজালিকের জায় এ বিষয়কর মুষ্টি বিকাশে আমার মস্তক বিচলিত করবেন না। আমি জ্যোত্স্নানের সাহায্য করবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, রক্ষা করুন পিতামহ, আমাকে রক্ষা করুন।

ভীষ্ম। আরও শোন—এই ভূতলে তোমার সমকক্ষ একজনও নাই; জগতের শ্রেষ্ঠ বীরই নিয়ে তুমি জয়গ্রহণ করেছিলে। তোমার হৃদয়গত নারায়ণ তোমার পৈতৃক সম্পত্তি; তোমার দানের তুলনা তুমি। কিন্তু এই অপূর্ণ গুণসমষ্টি পেয়েও লঘুসঙ্গে তোমার প্রভা অর্দ্ধবিলুপ্ত হয়ে গেছে। জানি, তুমি জ্যোত্স্নানের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পারবে না, তাই কুলভেদ ভয়ে আমি তোমাকে সময়ে সময়ে কট্টবাক্য প্রয়োগ করতুমি। শুনে রাখ আদিত্য-মনন! কেবল ধনঞ্জয়ের জায় আমি তোমাকে অন্তরে শ্রদ্ধা করি।

কর্ণ। এর চেয়ে যে আপনার তিরস্কার ভাল ছিল
পিতামহ! এ মধুর বাক্যে আমার বক্ষে আপনি পেল
বিধেছেন কেন? মহাশয়! আমি যত দিন বেঁচে
থাকব, তত দিন মনে রাখব, আপনার কঠোর বাক্যে
মুখের মতন আত্মহারা হ'রে অঙ্গ ত্যাগ ক'রে আমিই
আপনাকে হত্যা করেছি। নইলে ভোগবতীর জল
এনে তৃতীয় পাণ্ডবকে আজ আপনার তর্পণ করতে
হ'ত না।

ভীষ্ম। যাও ভাই! যখন কিছুতেই তুমি অর্জু-
নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নিরস্ত হবেন না, তখন তোমাকে
বলি, অস্ত্রের ত্যাগ ক'রে, শুধু বীরতা অলম্বন ক'রে
যুদ্ধ কর। তোমার মঙ্গল হ'ক।

[স্বর্ণের প্রস্থান।

(কৃষ্ণের প্রবেশ ও ভীষ্মের পদতলে উপবেশন)

ভীষ্ম। পদতলে তুমি আমার কে হে! কোমল
কর-পল্লবে আমার চরণ স্পর্শ ক'রে সর্কশরীরের শীত-
লতা ঢেলে দিলে, সকল জালা জুড়িয়ে দিলে, তুমি
কে হে?

কৃষ্ণ। পিতামহ! সকলের সঙ্গে দেখা করলেন,
আমি কি আপরাধ করেছি যে, আমাকে দেখতে
চাইলেন না।

ভীষ্ম। কেও? কেশব! তুমি বাইরে! আমি
যে তোমাকে হৃদয়ে লুকিয়ে রেখে দিবারাত্র দেখছি।

তুমি বাইরে কেনন ক'রে এলে! আমি তোমার
প্রতিজ্ঞা ভুল করেছি ব'লে কি তুমি রাগ ক'রে বাইরে
চ'লে এসেছ? হাত ধর কৃষ্ণ, হাত ধর—অনন্তকাল-
ব্যাপী জীবন-যুদ্ধে আমি ক্লান্ত হয়েছি! হাত ধর, আমি
তোমার নামের উপর বিশ্রাম করি। না না—এই
যে অস্ত্রে বাহিরে তুমি! এই যে তরুলতায় তুমি,
ধরণীর প্রতিপরমাগতে তুমি, জলে তুমি, স্থলে তুমি,
অনিলে তুমি, অনলে তুমি। প্রতি শর-মুখে তুমি,
অনন্ত কোমলতা মাখিয়ে এই যে তুমি আমার
সর্বদেহ আরত ক'রে অবস্থান করছ। বাহুদেব,
বাহুদেব, বাহুদেব—আমাকে বিশ্রাম দাও—বিশ্রাম
দাও।

ওঁ তৎসৎ।

দ্রুপাদি ব্রহ্মাণি নরামি ব্রহ্মচরণ-মধু-পায়ী।

হে সর্কশ-শর-শয়নশায়ী।

কৃপাকণাদান নরদেহ ধারণ,
পীতবসন-বনমালী-পদাঙ্কন,

অমর-সাধন অমর-জয় পণ,

অমর জীবন সুধাদারী।

যুগ যুগ ধৃত বিহিত স্বতঃব্রত

বিশ্ব-পরিবৃত ধ্বাস্ত-নিরাকৃত

শাস্ত সমাহিত স্থিত সংযত সাধু-ব্রত-পথ অনুযায়ী।

অমুরাগ-বিরাগ-প্রয়াগ-বিধায়ী।

যবনিকা।

পলিন

(নাটক)

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

আলমামুন	তুর্কীর সুলতান।
মুর্জাজা	ঐ প্রধান উজীর।
মোবারক	উজীর-পুত্র।
হাসান	সুলতানের দেহরক্ষক।
ওমার	রাণী আইরিণীর পুত্র।

উজানরক্ষক, প্রহরী, বান্দা, গমরাহগণ, সিস্তানসর্দার।

স্ত্রী

আইরিণ	সিস্তানের রাণী।
রেবেকা	আলমামুনের কন্যা—কম-রাজকুমারীর গর্ভজাত।
রুমা	আলমামুনের প্রথম পত্নী—পলিনের গর্ভধারিণী
পলিন বা পুরুষবেশে আসাদ—	আলমামুনের প্রথম পত্নীর গর্ভজাত কন্যা এবং সিস্তানের রাণী আইরিণ কর্তৃক পুরুষবেশে পালিত।

দ্বীপগণ, সিস্তানরক্ষীগণ, নর্তকীগণ, বান্দী।

পলিন

প্রস্তাবনা

গীত।

ক'রে থাক যদি বাথার কথা, খুলে থাক যদি প্রাণ।
নয়নের জলে ভিজিয়ে সদয় ক'রে থাক যদি দান ॥

(যদি) এমনি মধুর চাঁদের আলোকে,
কম্পিত হৃদে পলকে পলকে,
অধরে অধর-পরশ মাখান হুগা ক'রে থাক পান।
তবে সুখী-বর এসো তে,
ধীরে ধীরে পাশে বসো তে,
এমন তরল চাঁদিনী যামিনী না হ'তে অবসান।
প্রাণে প্রাণে তরিলত উপহার এ নব-মিলন গান ॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদসংলগ্ন সুসজ্জিত উজান,

দূরে নীলপাহাড়।

উজান-রক্ষক।

রক্ষক। তাই ত, ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে
পড়েছি ত! যাঃ—করেছি কি! পূর্বে দিক্ যে
ফরসা হয়ে গেছে! আর গুহুবার অপরাধ কি! চির-
কালটাই সারারাত সমভাবে ভাগছি। মানুষের দেহ
ত, আর কত সহ! আর জেগেই বা কি, ঘুমিয়েই বা
কি? মিছে জাগা! আমাদের বাদশার রাজ্য থেকে
যখন চোরের নাম উঠে গেছে—তখন মিছে জেগে
লাভ কি? হুনিয়ার তেতরে এমন বৃক্কের পাটা কায়
বে, বাদশার বাড়ীর পোরে, হুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাসিচায়
চোর হয়ে প্রবেশ করে!

নেপথ্যে। কে ওখানে?

রক্ষক। এ কি—বাদশা! এই তোরে!

আমাকে দেখতে পেলেন নাকি? দেখতে পেলেই ত
গিয়েছি!

(আলমামুনের প্রবেশ)

আম। কে ওখানে? (রক্ষকের অভিযান)
তুই-ই এখানের পাহারাদার?

রক্ষক। আজ্ঞে জাহাপনা!

আম। ওখানে কে? আরে আহাম্যিক ও
দিকে চাচ্ছিস কি? নীচে নয় উল্লুক—উপরে ওই
নীলপাহাড়ের গায়। দেখতে পাচ্ছিনা না, কে যেন
একটি বালক দাঁড়িয়ে রয়েছে!

রক্ষক। হাঁ জাহাপনা, এক ছোকরা।

আম। ছোকরা ওখানে কেমন ক'রে গেল?
কাপচ্ছিস কি? খাড়া রও, সচ্ বোলো!

রক্ষক। গোলাম জানে না!

আম। এ দিক দিয়ে যায় নি?

রক্ষক। কই না জাহাপনা!

আম। ঠিক?

রক্ষক। গোলাম ত পাহারা দিচ্ছে।

আম। হাসান!

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। ব্যবস্থা ক'রে এসেছি জাহাপনা—

এতক্ষণ সমস্ত সত্ৰ সৈন্ত-পরিবেষ্টিত হয়েছে।

আম। বেশ করেছ, এখন একবার দেখ ত নীল-
পাহাড়ের ওপরে কে উঠেছে—আর কোথা দিয়ে
উঠেছে। যদি এই পা দিয়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে
—এই কন্মবৃত্তকে কোতল কর। যদি অন্য পথ
দিয়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে সেই পথের পাহারাদারকে
আমার কাছে নিয়ে উপস্থিত কর। উল্লুকরা জানে
না যে, ওখান থেকে আমার অন্তর দেখা যায়।

হাসান। আর যে উঠেছে, তার সম্বন্ধে কি
কব্ব?

আম। তুমি শুধু তাকে ধ'রে আমার কাছে নিয়ে
আদবে। হয় সে উল্লুক, নয় সে মুতাকাবী। নইলে

আলমায়নের সহরে এসে তার অন্তর দেখতে সাহস করে, এমন সাহসী ছুনিয়ার আছে। বাও দেবী ক'র না, দেবী করলে স'রে পড়তে পারে। আর এই বান্দাকে আটক কর।

[রক্ষক ও হাসানের প্রস্থান।

ছুনিয়ার অধীশ্বরয় পেরেও আমি চুঃখের হাত থেকে নিস্তার পেলাম না। সকলেই জানে, আমার মতন সুখী সম্রাট আর নেই। আমার রাজ্য সেই হুদুর ইম্পানীদের দেশ থেকে হিন্দুস্থানের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। আমার রাজধানীতে জগতের জাতি সমবেত হয়েছে। সহস্র ক্রোশ দূরে ভীম অরণ্যের ভিতর আমার নাম নিয়ে সাগরার রমণী দহাদলের লোগুণ দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে হাসতে হাসতে চ'লে যায়। শীকারের উপর লাক দিতে গিয়ে হিংস্র সিংহও যদি আমার নামের গোহাই শুনেতে পার, তা হ'লে সেও মস্তমুয়ের ভায় ভুক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে শীকার ফেলে পলায়ন করে। কিন্তু আমি জানি, সেই আমার মতন সুখী ছুনিয়ার আর নেই। কেন নাই, তা আমি নিজের কাছে বলতেও সাহস করি না। পাছে প্রকৃতি শুনেতে পেয়ে চার ধার থেকে ভীত রহতে আমার মধ্যে শেল বিদ্ধ করে। কি খবর?

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। মোবারককে কোথায় পাঠিয়েছিলেন জাহাপনা?

আল। মোবারক ফিরে এসেছে?

উজীর। ফিরে এসেছে,—কিন্তু সে অকৃতকার্য হয়েছে ব'লে জাহাপনার সঙ্গে দেখা করতে সাহস করছে না। সে আমার কাছে বিদায় গ্রহণ করতে চায়।

আল। বিদায় নেবার কিছু প্রয়োজন নেই। আমি যাকে পৃথিবী অধ্বংস করে খুঁজে পাই নি, তার অধ্বংসে অকৃতকার্য হ'য়ে তার লজ্জার বিষয় কিছুই নেই।

উজীর। কাকে অধ্বংস জাহাপনা?

আল। কাকে?—কি বলব উজীর—বলতে আমার হৃদয়-বলে কুলিয়ে উঠে না।

উজীর। বিশ্ববিজয়ী আলমায়ন, শত শত দণ্ডী সাম্রাজ্যপতির মৃত্যু অবনতকারী আলমায়ন—তার হৃদয়-বলে কুলিয়ে উঠে না! সে নামের কি এতই শক্তি জাহাপনা?

আল। তার কথা মনে করতেই আমার চোখের সম্মুখ দিয়ে আমার বিশাল সাম্রাজ্য অন্ধকার-সাগরে বিলীন হয়ে যায়। তখন মনে হয় উজীর, আলমায়নের চেয়ে পথের ভিখারীও সুখী সুখী।

উজীর। সম্রাট! ছুনিয়ার হালিকের স্ত্রের অংশভাগী ব'লে এতকাল আমি নিজেকে পরম ভাগ্যবান স্থির করেছিলাম, এখন বুঝলাম সেটা ভ্রম। এখন চুঃখের অংশভাগী হবার জন্ম আমি ব্যাকুল হয়েছি। আমার প্রতি কক্ষণ কক্ষণ।

আল। আমার ছাী।

উজীর। সে কি জাহাপনা—তিনি ত প্রাসাদে অবস্থান করছেন। রুম রাজকুমারীকেই আমার সাম্রাজ্য ব'লে জানি।

আল। সে আমার ঐশ্বর্যের সহচরী—দিখিজয়ে পৃথিবীর বড় বড় রাজ্য ও সম্রাটদের হারিয়ে, তাদের রাজ্য লুট করে যে সমস্ত অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করে আমি ইত্থাশ্বলে এনেছি, সাম্রাজ্যী তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু উজীর, এ তা নয়—এ আমার চুঃখের সঙ্গিনী—আমার সহধর্মিণী।

উজীর। তা তো কৈ এক দিনও আপনার মুখে তনি নি!

আল। কেমন ক'রে শুনেবে! তোমরা আমার ঐশ্বর্যের সঙ্গে, আমার দখলী-সীমাগামী রাজ্যের সঙ্গেই পরিচিত। আমার পূর্ণজীবনের সঙ্গে—আমার জন্মকুমির একটি ক্ষুদ্র পল্লীর একটি অর্দ্ধভয় কুটারের সঙ্গে—ত পরিচিত নও।

উজীর। সম্রাট, তা নই।

আল। সেই কুটারবাসী এক যুবক সেই পল্লীর এক দরিদ্রকণ্ঠকে বিবাহ করেছিল।

উজীর। তার পর?

আল। উত্তরেই দরিদ্র—কপর্দকশূন্য। যুবক-যুবতী পরস্পরে শুধু প্রেমের যৌতুক দানে আবদ্ধ হয়েছিল। উজীর! পল্লীর দে দাম্পত্যজীবনের সুখ এখন যদি আমার সাম্রাজ্য বিনিময়েও কেউ আমাকে ফিরিয়ে দেয়, আমি তাও দিতে প্রস্তুত আছি।

উজীর। পেতে বাধ্য কি?

আল। বাধ্য অদৃষ্ট। তাকে সুখী করার জন্ম আমি অর্ধোপার্জনে বিশেষে যেতে তার কাছে বিদায় প্রার্থনা করি! তাতে সে আমাকে বলেছিল—“আমি রাজ্যোপার্জনের প্রয়াসিনী নই। তুমিই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ

মুখ।” ক্রুদ্ধে আমি সে কথা অবিশ্বাস করেছিলুম। আমি রমণীজন্য-সাহায্য বুঝতে না পেরে অর্থে তাকে সুখী করতে গৃহভাগ করলুম। পথে দ্রুত কর্তৃক ধৃত হলুম, এক ক্ষুদ্র সরদারের কাছে বিক্রীত হলুম, ক্রমে অন্দের প্রসন্নতায় সংসারী লাভ করলুম। ক্রমে সরদারী থেকে রাজ্য, রাজ্য থেকে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুকুট, সম্রাটের কত্তা, গর্ভিত অসংখ্য জাতির স্বাধীনতা,—সব পেয়েছি, কিন্তু আমার সে স্ত্রীকে—উজীর, শুধু স্ত্রী নয়—তার গর্ভস্থ সন্তান—আমি তাকে গর্ভবতী ফেলে চলে এসেছি।

উজীর। মোবারককে কি তাঁর সন্ধানেই পাঠিয়েছিলেন?

আল। সে বুদ্ধিমান জেনে, অথবা ভবিষ্যতে আমার রাজ্যের উত্তরাধিকার গ্রহণের সে যোগ্য কি না, তাই বুদ্ধির পরিচয় নিতে, তাকে পাঠিয়েছিলাম।

উজীর। বালক, তার বুদ্ধির মধ্য কি? আমাকে পাঠান।

আল। তুমি! এই বৃদ্ধ বয়সে! আমি নিজেই অমুসন্ধানে যেতে সাহস করি না।

উজীর। আপনার সাহস আপনার কাছে, আমি সে সম্বন্ধে কি বলব? কিন্তু সাম্রাজ্য-জয়ের সহায়তা করে, আপনাকে অসুখী মধ্যে কার্য্য অসম্পূর্ণ রেখে যাব! আপনার সুখের নিদানের অমুসন্ধানে যাব, তাতে কি বয়সের বাধাকে ভর করি সম্রাট?

আল। উত্তেজিত হ'য়ো না উজীর! আগে তোমার পুত্রের সুখে সমস্ত ঘটনা গুনতে দাও।

উজীর। বেশ, আপনি শুনুন। আমার কিন্তু কথাও যা, কাজও তা। আমি যাযার জন্ত রুতসকল হয়েছি। আপনি কি মোবারককে দিয়ে এই প্রথম সন্ধান নিতে পাঠিয়েছেন?

আল। না, অনেকবার সন্ধান করিয়েছিলুম।

উজীর। সন্ধান পান নি?

আল। প্রথম প্রথম সন্ধান পেয়েছিলুম।

উজীর। আপনি নিজে কখন যান নি?

আল। না, লোক দিয়ে তাকে আনতে পাঠাতুম। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার ঐশ্বর্য্যের কথা শুনে আমার স্ত্রী প্রলুব্ধ হয়ে আমার কাছে আসবে। প্রথম সরদারী হবার শোভ দেখিয়ে আমি সওগাত দিয়ে তার কাছে লোক পাঠিয়েছিলুম। স্ত্রী আমার সওগাত গ্রহণ করে নি, আসেও নি। আমারও প্রলোভন

দেখাবার জেদ হ'ল। আমি তার পর ক্রমে ক্রমে সুরবেদারনী ও রাণী হবার লোভ তার সম্মুখে উপস্থিত করলুম।

উজীর। আপনি কি নিজে গিয়েছিলেন, না লোক পাঠিয়েছিলেন?

আল। আমি নিজে আর কই গেলুম উজীর! আমার বুদ্ধিসংশ হয়েছিল! উঃ! রমণীর এত অভিমান! পর্ণকুটীরবাসিনী তিথারিণী—রাণী হবার জন্ত নিমন্ত্রণ করলুম—তবু এলো না!

উজীর। বুদ্ধিসংশ হয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই।

আল। তার পর রোম-সাম্রাজ্য জয় করে যখন সম্রাটকুমারীকে জয়ের নিদর্শন স্বরূপ সঙ্গে আনি, তখন ছদ্মবেশে আমার পুত্রবপার্ষে একবার উপস্থিত হই।

উজীর। গিয়ে দেখেন কুটীর পরিত্যক্ত?

আল। পরিত্যক্ত—আমার বাসস্থান শূণ্যলের লীলাভূমি হয়েছে।

উজীর। আপনি তাকে হারিয়েছেন।

আল। হারিয়েছি উজীর—হারিয়েছি!

উজীর। আমার স্থির বিশ্বাস, ইহজীবনে আর তাঁকে পাবেন না। এখন সে মহিমারীর কিছু অবশিষ্ট আছে কি আপনি বলতে পারেন? পুত্র কিংবা কত্তা?

আল। অবশিষ্ট আছে জেনেছি, কিন্তু পুত্র কিংবা কত্তা, তা জানতে পারি নি।

উজীর। এ কি তিনি জানতে দেন নি?

আল। না উজীর, অতি বড়ে আমার লোকেদের কাছে থেকে তার অস্তিত্ব গোপন করে রেখেছিল।

উজীর। তাঁর গ্রামের লোক, তারাও কি জানে না?

আল। তারাও জানে না। কিংবা কি তার আশ্চর্য্য শক্তি, তারা জানলেও বলে না।

উজীর। আপনার গ্রাম?

আল। তা বলবো না। তোমার পুত্রকে বলেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে বলেছি, অস্ত্র কেউ যদি জানতে পারে, তখন তার শিরশ্ছেদ করবো! আমার এই কথা শুনে যদি তুমি অমুসন্ধান করতে সাহস কর—কর।

উজীর। এই কথাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

আল। তুমি কি যথার্থই অমুসন্ধানে বেরবে?

উজীর। এই আমি বেরলুম।

আল। সন্ধান পায়ে তোমার বিশ্বাস?

উজীর। সন্ধান পেয়েছি।

আল। (হাস্ত)

উজীর। আমার উজীরী বুদ্ধিতে চিরকাল যেমন
বিশ্বাস স্থাপন করে এসেছেন, এতেও তেমনি করুন।

আল। তোমার বীর পুত্রকে আমি উত্তরাধিকারের
প্রলোভন দেখিয়ে, কত্না রেবেকার প্রলোভন দেখিয়ে
সন্ধান নিতে পাঠিয়েছিলুম।

উজীর। তার মা অতি যত্নে আপনার কাছ থেকে
তার সন্তানটিকে লুকিয়ে রেখেছে। সে কৌশল ভেদ
করবে আমার ছেলে?

আল। আমার মূলকের ভেতরে এমন সাহস কার
যে, তাকে আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে!

উজীর। সে আপনার মূলকে নেই।

আল। তবে কি সে হিন্দুস্থানে?

উজীর। রমণী বোধ হয় অতদূর যেতে সাহস
করেন নি।

আল। তবে আমার মূলক নয়, হুনিয়ার এমন
স্থান কই?

উজীর। আপনি ভুলে গেছেন—আছে! ক্ষুদ্র
পার্কীতা সিস্তানকে আপনি আজও বশে আনতে পারেন
নি।

আল। উজীর! আর যুদ্ধ করতে হবে না ব'লে
নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম, এখন বুঝলুম, নিশ্চিন্ত হ'তে এখনও
আমার বিলম্ব আছে। আমি সপ্তাহ মধ্যেই সিস্তানের
বিক্রম্ভে যুদ্ধযাত্রা করবো। জীবন পণ—যদি না ফিরি,
আমার কত্না রেবেকার উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করে
তার হাতে সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করো!

উজীর। ব্যাকুল হবেন না সম্রাট, আমাকে
অমুসন্ধানের অবসর দিন। আমি অপারগ হ'লে,
আপনার যা অভিরুচি করবেন। এখন বলুন, তাদের
চেনবার কোনও নিদর্শন আছে?

আল। যদি থাকে।

উজীর। কি সে?

আল। পিতৃদত্ত তাম্রের এক অঙ্গুরি। তাতে
অতি সুক্ষ অক্ষরে লেখা আছে, “এয়া দিন নেহি
সংগা”। পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে সেইটি আমার
শিষ্ট ছিল। বিবাহ দিবসে তা আমি আমার স্ত্রীকে
দিয়েছিলুম।

জীর। তিনি আপনার কাছে আসবেন কেন
সম্রাট? ঐশ্বর্যের সারভাগ আগে তাঁকে দান করে

শেষে কি না আমারের প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে নিমজ
করতে গিয়েছিলেন! ব্যস্ত হবেন না—আমি
অল্পরোধ, আমার অমুসন্ধান কাল পর্যন্ত আপনাকে
বৈধাধারণ করুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ।

সখীগণ।

(গীত)

তুমি এস, ধীরে উঠে বস, অরুণ পুরব আসনে।

নিজে এস, সাথে লয়ে এস, হ্রস্বভিত মধু পবনে ॥

কঠোর শিশির অন্ত—

উড়িল আকাশে আবাহনে পানী,

নবীন অরুণ অলোক মাখি,

কোমল করুণ শাস্ত (এস বসন্ত, এস বসন্ত)

সাথে লয়ে এস স্বর্ণণে;

নিভৃত কুঞ্জ বিহগপুঞ্জ কুজিত নৃপচরণে ॥

(রেবেকার প্রবেশ)

রেবেকা। তাই ত! আমি এ কি দেখলুম! উষার
রক্তিম আলোক-ধারা নীলাচলের শিখরে প'ড়ে কি
কমনীয় মূর্তি ধ'রে যুগন্ত চক্ষুকে প্রাকৃষ্টিত করে দিলে!
১ম, স। এ কি বাদনাঙ্গী, আজ তোমার যুব
এমন বলিন কেন?

রেবেকা। তোরা কি কেউ তাকে দেখেছিস?

১ম, স। কাকে রাজকুমারী?

রেবেকা। কাকে?—কি বলব কাকে! অভাগী
বাদী, এমন মধুর উষার তোরা বুথা জেগে রইলি—
কেউ দেখতে পেলি নি!

১ম, স। কি দেখব রাজকুমারী?

রেবেকা। কি দেখা? কি দেখতে হুনিয়ার
এসেছিস?

১ম, স। যা দেখতে এসেছি, তা ত তোমার প্রসেই
উত্তর হয়েছে। আমরা বাদী—আমরা এ হুনিয়ার শুধু
সৌন্দর্য দেখতে এসেছি। ভাগ্যবশে আপনার আশ্রয়
পেয়েছি। সেই সঙ্গে হুনিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ, সেই
প্রাসাদ-সংলগ্ন হুনিয়ার শ্রেষ্ঠ উদ্যান, আর সেই উদ্যান-
মধ্যে হুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী রেবেকাকে দেখেছি।

এর চেয়ে আর বেশী কি দেখবার আছে জানি না যে শাজাদী !

রেবেকা । দেখবার আছে, কিন্তু দেখতে পেলি নি । ছুনিয়ার সর্কশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য দেখা দিতে আজ নব বসন্ত-প্রভাতে চোখের উপরে ফুটে উঠেছিল, তবু তোরা দেখতে পেলি-নি ।

১ম স । কোথার শাজাদী ?

রেবেকা । নীল কাবখিনীর বকোভেন ক'রে চঞ্চল রক্ততুষ্পমালার স্তার নীলাচলের পার্শ্ব হ'তে একবার স্বাক্ষর দেখা দিয়ে, আমার তৃষ্ণাকে, আমার এই জগৎ-ঐশ্ব্যিক সৌন্দর্য্যকে রহস্য-কটাক্ষে একবার মাত্র দেখে মিলিয়ে গেল !

১ম স । সত্য শাজাদী ?

রেবেকা । নববসন্তে উষার আলোক মুখে মাথাব ব'লে, আমি শয্যা থেকে উঠে বাতায়নে মুখ বাড়িয়েছি, এমন সময় অলঙ্কারাগরজিত নীমাণে শিখা-এণ উপর আমার দৃষ্টি পতিত হ'ল । মুগ্ধ হয়ে একদৃষ্টে সেই মহান্ দৃষ্ট দেখছি—এমন সময় পুষ্পধনুর মত এক অপূর্ণ হৃদয় মূর্ত্তি সহসা কোথা থেকে তার উপরে এসে ঠাড়াল । ঠাড়িয়ে একবার অরুণ রঙে মুখ রাখিয়ে আমার দিকে মুহূর্ত্তের জন্ত চেয়ে চকিতের স্তায় মিলিয়ে গেল । আহা, কি দেখলুম !

১ম স । বল কি শাজাদী !

রেবেকা । কিন্তু আর দেখতে পেলুম না । দেখ-বার আশায় কতক্ষণ চেয়ে রইলুম, কত চোখ মুছলুম—আর দেখতে পেলুম না ।

১ম স । দেখেছ, সেটা কি ঠিক শাজাদী ?

রেবেকা । তুই কি বলতে চাস সেটা মিথ্যা ?

১ম স । কতক্ষণ দেখেছিলে ?

রেবেকা । কতক্ষণ কি, সে ত এখনও দেখছি !

১ম স । তা ত দেখবেই—যতক্ষণ না এ ছু'টি খঞ্জননয়নে অঞ্জন লাগিয়ে দেব, ততক্ষণই দেখবে ।

রেবেকা । বলছি সু' কি ?

১ম স । নাও চল—দ্বান ক'রে চোখ থেকে বসন্তের ধুম ধুয়ে ফেল—চোখে নবাহুগাগের অঞ্জন প'রে অন্ত আকাশপানে চেয়ো না ।

রেবেকা । তুই মনে করছিস কি এ স্বপ্ন ?

১ম স । শুধু আমি কেন রাজকুমারী—যে গুনবে, সেই মনে করবে ? তোরা কি মনে করলি সই ? সকলে । স্বপ্ন—স্বপ্ন ।

রেবেকা । তাই ত, এ কি স্বপ্ন !

সবীগণের গীত ।

অকরুণ যৌবন, বামিনী অকরুণ

অকরুণ ভাবে হিয়া চেপেছে ।

বসন্ত অকরুণ, অকরুণ স্বপনে,

অকরুণ করে তুলি ধরেছে ॥

অকরুণ কুহুমে অকরুণ সমীরণ বাহে,

অকরুণ পঞ্চমে অকরুণ কোকিল গাহে ।

অকরুণ অরুণ অকরুণ অচলে

অকরুণ উল্লাসে ঢলেছে ।

(ও গো তাই গো ধনি)

অকরুণ মদন অকরুণ ফুলবাণে

তোমার কোমল হিয়া বিধেছে ।

তৃতীয় দৃশ্য

নীল পাহাড় ।

আসাদ ।

(গীত)

স্বপ্নবশে কোন্ দিবসে কোন্ দরিয়ার কূলে ।

ব'সে ব'সে স্রোতের পাশে,

কি আলসে বাঁপ দিয়েছি জলে ॥

কেউ বুঝলো না গো, দেখলে না গো শুনলে না গো গান,

ভিজলো নাকে নয়ন কারো গললো নাকে প্রাণ,

আশা দিতে কেউ কথা গো কইলে নাকে' ফুলে ॥

মিলতে যাবি চেয়ে দেখি ভেসে গেছি কোন্ দেশে—

সে দেশে নূতন চাঁদ, নূতন হাসির নূতন ফাঁদ,

নূতন ধারা ভাসছে' তারি নূতন আকাশে ।

তারি তুলে নিলে গো ! তুলে নিলে গো (আমার)

মিলিয়ে দলে দলে ॥

(গীতের অন্তঃকরণ করিয়া পশ্চাৎ

হইতে হাসানের প্রবেশ)

আসাদ । বা ! বা ! তুমি ত বেশ গাইতে পার ।

হিয়া ! হবে

হাসান । পারি বইকি । গাইতেও পারি, আবা

দ্বাজাতেও পারি ।

আসাদ। বা! বা! তুমি ভাই বেশ বাহুব—
বাজাতেও পার? বেশ, নিজেকে বাজিয়ে একটা গান
গাও ত মিয়া!

হাসান। এই যে তারই ব্যবস্থা করছি। নে
হোঁড়া, পিঠ পাত।

আসাদ। কেন?

হাসান। বাঁরা হবি, আমি তোর পিঠে চেকা
দেবো।

আসাদ। আরে দূর, তবে ত তুই ভারি বাজিয়ে।
বাঁরাতে চেকা দেওয়া ছাড়া বুঝি তোর বিজ্ঞা নেই!
নে, তুই গুপদ গা, আমি পাখোয়াজ বাজাই।

হাসান। বাজনা কই!

আসাদ। কেন, তোর গাল। এই দেখ না
কেমন বাজো। এই শোন—এই ধামারের বোল।

হাসান। তাই ত! হোঁড়াটা দতি সতাই যে
দেখছি আমাকে চৈলিয়ে দিলে। হোঁড়াটাকে শাসন
করতে এলুম, এসে নিজেকে অপদস্ত হলুম। আমি
দিগবিজয়ী বাদশার দেহরক্ষী—বাদশার হাজার লড়াই
জয়ের বখরাদার। এ আমি কি করলুম! কেন
ক'রে নষ্ট মান আবার ফিরিয়ে পাই?

আসাদ। কি রে, ভাবছি কি?

হাসান। অর্ঘ্য এর ওপর অত্যাচার করতে
বাদশা নিষেধ করেছেন। আমারও ত হোঁড়াটার গায়ে
হাত দিতে মন কেমন করছে। কিন্তু কিছু শিফা না
দিলেও ত মান থাকে না। বাদশা যদি কোনও রকমে
যুগাকরে আমার এ লাঞ্জন্যের কথা জানতে পারেন, তা
হ'লে ইন্তাহলেই থাকা আমার ভার হবে।

আসাদ। কি, মনে মনে বোল মুখস্থ করছিস
নাকি?

হাসান। বালক, তোর সাহসকে বলিহারি!

আসাদ। ওঃ! ভাগি বললি, নইলে আমার
তালে ভুল হয়ে যাচ্ছিল। নে, এইবারে হুর
হাকতালের বোল শোন!

হাসান। (ঈর্ষৎ পিছাইয়া) আমি কে তা
জানিস।

আসাদ। যেই হ'না, বাজনার বোল শুনি,
তাতে কি? নে গাল বাড়িয়ে দে। এরসা দিন
নেহি রহেগা! আমার হাতে লগ এসেছে। এ লগ
প'লে আর আসবে না।

হাসান। কোথায় এসেছিস জানিস?

আসাদ। পাহাড়ে।

হাসান। কার পাহাড় তা জানিস।

আসাদ। কার পাহাড়?

হাসান। সাহান সা বাদশা আলমামুনের।

আসাদ। (হাস্ত) বোকা তুই, বড় বেহুশো
বলছিস। নে কান বাড়িয়ে দে—ব'লে হুরটো টি
ক'রে দি। খোদারই পাহাড়, খোদারই পর্বত,
খোদারই দরিয়া, খোদারই ছনিয়া—এই ত আজন্ম তামে
আসছি। এখানে এসে তোর মুখে নতুন গুনলুম।

হাসান। কেয়া বেরাদব। এতকণ কিছু বলি নি
ব'লে—আমাকে 'তুই'!

আসাদ। তুই আমাকে 'তুই' বললি কেন
বান্ধা!

হাসান। তবে রে বজ্জাৎ!

(ওমারের প্রবেশ)

ওমার। হাঁ, হাঁ, ও যে বালক—কর কি ভাই!

হাসান। তুমি কে?

ওমার। আমি বিদেশী—তুমি কে?

হাসান। আমি কে, এখনি তোমাকে বুঝিয়ে
দিচ্ছি। এ বালক, তাই এ নিস্তার পেয়ে গেল। তুই
এ পাহাড়ে কেন উঠেছিস?

ওমার। আমি তোমার বীর্য দেখতে উঠেছি।

হাসান। এখানে উঠে কেউ প্রাণ নিয়ে নামে
নি, তা জানিস?

ওমার। এখনও তা নামি নি, তবে কেমন ক'রে
জানব!

আসাদ। তুইও ত উঠেছিস, তুই প্রাণ নিয়ে
নামবি কেমন ক'রে?

ওমার। কেন ভাই, আমরা কি কিছু বিশেষ
অপরাধ করেছি?

হাসান। যেমন তেমন অপরাধ, মাথাটি দিয়ে
বাড়ী যেতে হবে।

আসাদ। তা হ'লে বাড়ীর লোক যখন জিজ্ঞাসা
করবে, মাথা কোথায় রেখে এলি, তখন তাদের কি
বলব?

ওমার। চূপ কর না আসাদ। একটা গোলামের
সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রে কথার মান মর্যাদা নষ্ট
কর কেন!

আসাদ। তোর বাদশাকে আর একটা এই রকম

পাখড় তৈরী করতে বল, তবে বিশ্বাস করবো এ
পাখড় তার।

হাসান। তবে রে বদমাস! (অঙ্গ বাহির করণ)

ওয়ার। ছি ছি—বান্দা! ও বালক—করিস
কি!

হাসান। তবে রে কনবখত, তোকেই আগে
জাহান্নমে পাঠাই (অস্ত্রাঘাতের উদ্দেশ্যে)।

[ওয়ার হাসানের মণিবন্ধে মুঠাঘাত করিলেন।
হাসানের অঙ্গ হতুচ্যুত হইল। হাসান মুর্ছিতপ্রায়
হাত ধরিয়া ভূমিতে বসিল। ওয়ার হাসানের অঙ্গ
দূরে নিক্ষেপ করিলেন]

ওয়ার। আসাদ। বান্দার কাছেই অপেক্ষা
কর, আমি ততক্ষণ সহরের তর নিয়ে আসি।
হ'সিয়ার বান্দা! এ বালকের ওপর যদি কোনও
অত্যাচার কর, তা হ'লে তুই যার গোলাম, সেই
বিশ্ববিজয়ী বাদশার ওপর পর্য্যন্ত আমার ঘণা হয়ে
যাবে। যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ তোকেই এর
দেহরক্ষী নিযুক্ত করলুম।

[ওয়ারের প্রস্থান।

আসাদ। ওঠ ভাই!

হাসান। না, আর উঠবো না।

আসাদ। দুঃখ ক'র না ভাই—এমনা দিন নেহি
রহেগা। আজ আমাদের দুঃখের প্রথম দর্শন। হয়
ত একদিন আনন্দের মধুব মিলনে পরিণত হবে।

হাসান। তা ত হবে, কিন্তু তত দিন টেকে
থাকলে ত!

আসাদ। কেন, তোমাকে কি বড়ই আঘাত
লেগেছে?

হাসান। আঘাত! সে কথা আর তোকে কি
বলব ভাই! হাসান শক্তিতে এক বাদশা ছাড়া আর
কারও কাছে মাথা হেট করে নি। কিন্তু এ কি?
বাদশার সহরে এসে, মহলের দেউড়ীতে ব'সে কে
তোরা আমাকে এমন ক'রে অপদস্থ করলি! বাদশা
আমাকে প্রাণে রাখবেন না। তাঁর হুকুমে আমি
তোকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি।

আসাদ। বেশ, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল!

হাসান। না, তা তোমাকে নিয়ে যাব না।

আসাদ। ভাগ্যে যা থাক, আমি যখন তোমাদের কাছে

হেরেছি, তখন কিছুতেই তোমাকে বাদশার কাছে
নিয়ে যাব না।

আসাদ। আরে ভাই, এমসা দিন নেহি রহেগা!

আজ হার, কাল জিত। তুমি চলো।

হাসান। নোহ—

আসাদ। আলিবৎ।

হাসান। হাম জান দেগা।

আসাদ। নয় ঘেনে নেই দেগা।

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। হাসান!

হাসান। হুজুর, আমি হেরে গেছি, আমার মাথা
নিন।

উজীর। তুমি বাদশার জীবনরক্ষার বন্দ্য। এ
ক্ষুদ্র বালকের কাছে তোমার হারই জিত। তুমি চ'লে
যাও। বাদশা যদি এ বালকের কথা জিজ্ঞাসা করেন,
তুমি বল, উজীরের জিহ্বায় রেখে এসেছি। যাও,
আর এখানে থেকে না। (হাসানের প্রস্থান) কি
ভাই, এমসা দিন নেহি রহেগা?

আসাদ। নেহি রহেগা।

উজীর। কে তোমাকে এ কথা বলেছে!

আসাদ। তা আপনাকে বলবো কেন?

উজীর। আমি বলব? আপনামতক দেখছি কি
—আমি জীবনে এই তোমাকে প্রথম দেখলুম। প্রথম
দেখা কেন, সূর্য্যোদয়ে পাথার কলকাকারের সঙ্গে প্রথম
তোমার কথা কানে প্রবেশ করেছে।

আসাদ। তবে বলতে পারবেন না।

উজীর। যদি পারি? আমাকে সন্ধ্যার চক্ষু
দেখো না। আমি ছনিয়ার সর্কশ্রেষ্ঠ সম্রাটের উজীর,
আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করছি না।

আসাদ। বেশ বলুন।

উজীর। তোমার আঙঠি (আসাদের পলায়নো-
দ্দেশ্যে) পালাবে কোথায় ভাই? তোমাকে খুঁজতে
ছনিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত যাব সঙ্গ ক'রে এই বৃদ্ধ বয়সে
ঘর থেকে বেরিয়েছি। ঘেন আগে থাকতে জেনে,
করণ ক'রে তুমি আমার গৃহের দ্বারে এসে উপস্থিত
হয়েছ। এখন পালাতে চাইলে ছাড়বো কেন?

হাসান। ছাড়বেন না?

উজীর। এ জীবন থাকতে না। বিশেষতঃ
তুমি কে যখন বুঝতে পেরেছি!

আসাদ। আমি কে?

উজীর। আমার ভাই।

আসাদ। আমি ত আর এখানে থাকবো না!

উজীর। না থাকো—কোথায় যাবে চল?

আসাদ। আপনি—উজীর—আপনি আমাকে কেন ভাই বললেন?

উজীর। তুমি ভাই ব'লেই বলেছি। আমি মিথ্যা কই নি—আমি তোমাকে ছাড়বো না।

আসাদ। আমি কোথায় যাব জানি না।

উজীর। বেশ, ঈশ্বর যখন যেখানে আমাদের নিয়ে যাবেন, সেইখানে যাব; যেখানে আমাদের যে দিন রাখবেন, সেইখানে আমরা থাকবো। এস ভাই! তোমার মতন অনিন্দ্যদায়ী ভাইকে পেয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে আবার আমি সেই মধুর বালাজীবনের আবাদ গ্রহণ করি।

আসাদ। আমি যে স্বাধীন নই হুজুরালি?

উজীর। স্বাধীন নও—তবে কি ক্রীতদাস?

আসাদ। ক্রীতদাস।

উজীর। ক্রীতদাস! জনিয়ায় এমন দনবান আছে, যে তোমাকে কিনতে পারে?

আসাদ। তা জানি না হুজুরালি—কিন্তু তিনি আমাকে কিনে রেখেছেন।

উজীর। বেশ, আমি তোমাকে আশ্রয় দিচ্ছি।

আসাদ। বিজ্ঞ হয়ে আপনি এ কি কথা বললেন হুজুরালি? আমি এখানে এসেছি সত্য, কিন্তু তাঁর অধিকার আমার সঙ্গে এসেছে। আমি ত মুক্ত নই। আমাকে মুক্তি দিয়ে আশ্রয় দিতে চান, আমি নিতে প্রস্তুত আছি। অমুক্ত অবস্থায় আমি কেমন ক'রে আপনার কাছে থাকি হুজুরালি?

উজীর। বেশ, তোমার মনিবকে আমার একবার দেখাও।

আসাদ। তিনি রহণী—আমি তাঁকে কেমন ক'রে দেখাব!

উজীর। তা না পার—কে তিনি বল?

আসাদ। সিস্তানের রাণী আইরিণ।

উজীর। আমি যে প্রতিজ্ঞা করলুম বালক!

আসাদ। ক্ষুদ্র বালক বোধে আমাকে আরত করতে আসবেন না। আমার পশ্চাতে বিপুল বল আছে। যদি সে বলকে ক্ষুদ্র ক'রে আমাকে গ্রহণ করতে চান, তাতেও আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে না। সেই তেজ-বিনী রাণীর অগজ আদেশ আমি নওশির বহন ক'রে

এনেছি। আমার পৃষ্ঠবল বিধ্বস্ত হ'লেও, জীবিত আমি আপনার কাছে উপস্থিত হ'তে পারবো না।

উজীর। যাও ভাই, তবে তুমি চ'লে যাও—তুমি আমার অধীন নও। কিন্তু সিস্তানে ফিরে রাণী আইরিণকে বলো, তার একটা ক্ষুদ্র বাগক-বান্দা জনিয়ায় বাদসার আদেশ অমান্য ক'রে নীল পাহাড়ে উঠে, তাঁর অন্তরের আবরু নষ্ট করেছে। বান্দার এই বিষম অপরাধের শাস্তি তাঁকে ভোগ করতে হবে। তাঁকে গিয়ে ব'লো, সম্বরেই বাহশার এক লক্ষ ভুবনবিজয়ী সৈন্য তাঁর ক্ষুদ্র সিস্তানকে অবরোধ করেছে।

আসাদ। যো হুকুম—সেলাম—

উজীর। সেলাম।

[গ্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মহুগা-কক্ষ।

আলমামুন ও মোবারক।

আল। কোনও সন্ধান পেলে না?

মোবা। আজ্ঞা জাঁহাপনা, সন্ধান পাওয়া ত দূরের কথা—কোন নির্দেশও পেলুম না।

আল। কোথায় কোথায় সন্ধান করেছে?

মোবা। আপনার বিস্তৃত রাজ্যের মধ্যে এমন স্থান নেই, যেখানে আমি ঘাই নি। আপনার অধীন রাজা, সরদার—তাঁরাও এ অসুসন্ধানের সহায়তা করেছেন। কিন্তু কেউ কোন খবর দিতে পারলে না।

আল। সিস্তানের সেই ক্ষুদ্র পল্লাতে গিয়েছিলে?

মোবা। সেই আরণ্য গ্রামের ঘর ঘর তল্লাশ করেছি।

আল। তারা সেই দরিদ্র যুবক সম্বন্ধে একটা কথাও বললে না?

মোবা। তা বলেছে। সেই দরিদ্র যুবকের কথা এখনও পর্যন্ত পল্লাবাসী শ্রবণ করে। তার শৌর্য-বীর্যের গল্প নিয়ে এখনও পর্যন্ত উল্লাস করে। আমাকে তারা সেই গ্রামে তার অনেক বীরত্বের স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়ে মুগ্ধ করেছে। কোথায় সে খবরসোতা নবীর জল থেকে এক জন বয়সি বিদেশীকে উদ্ধার

করেছিল, কোথায় প্রচণ্ড দহনালের আক্রমণ থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করেছিল, কোথায় নিরস্ত্র হন বুদ্ধে একটা ব্যাঘ্র হত্যা করে, তার মুখ থেকে এক ছুঁখিনীর সন্তানকে কেড়ে এনেছিল, তা সব আমাকে দেখিয়েছে। কিন্তু জাঁহাপনা, ওই পর্য্যন্ত। আর তার কোন সংবাদ তারা দিতে পারে না। এখন শুধু তার নাম নিয়ে আক্ষেপে মনোবেদনা প্রকাশ করে।

আল। দাক, তার স্ত্রীরও কোন সন্ধান পেলে না?

মোবা। তার স্ত্রী একরাত্রি তার সন্তানটিকে নিয়ে কোথায় যে চ'লে গেছে, গ্রামবাসী আজও পর্য্যন্ত ভাটিক করতে পারে নি। তাদের শক্তির অত্যাচারী তারা তার খোঁজ করেছিল, গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে তার তথ্য নিয়েছিল, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে নি। কেউ মনে কবে, তারা দগ্ধ কর্তৃক অপহৃত হয়েছে, কেউ মনে করে, অরণ্যের মধ্যে ব্যাঘ্রমুখে তারা জীবন দিয়েছে। (আলমামুনের চক্ষু কমাল দান) জাঁহাপনা! একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

আল। কি জিজ্ঞাসা করবে, বুঝতে শেরেছি। সেই দরিদ্র যুবকের সঙ্গে বাদশার এমন কি সম্বন্ধ যে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ওমরাও-পুত্রকে তার সন্ধানে দুনিয়া টুড়তে হয়।

মোবা। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের আদেশে আমি উৎকণ্ঠহীন জীবন নিয়ে আমরণ পরিশ্রমণ করতে পারি। জাঁহাপনা, সে কথা নয়—আমি যত দিন আপনাকে দেখছি, তার ভিতরে এক জনের নাম স্মরণমাত্রই আপনার চক্ষু হ'তে একপ মুক্তাবিন্দু পতিত হ'তে দেখি।

আল। মোবারক। সেই দরিদ্র যুবকই আমার এই অনন্ত সুখের প্রতিদ্বন্দী। দুনিয়ার অসংখ্য দীর রাজাকে আমি যুদ্ধ পরাস্ত করেছি। কেবল সেই যুবককে পারি নি। যত দিন তাকে পরাস্ত করতে না পারছি, তত দিন আমার সাম্রাজ্যের অসম্পূর্ণ। রোমকে পরাস্ত করে, তার সর্বশ্রেষ্ঠ বহু বাদশা-দ্রুহিতাকে লুণ্ঠনের কলহস্ত প্রাণ হুমুড়িলাম। মোবারক, তাতে আমার দারিদ্র্য দূর্ব্ব হ'ল না। যত দিন না তার স্ত্রীকে এনে এই রাজপাসাদ স্থান দিতে পারছি, তত দিন আমার অভাবের পূরণ হবে না। যদি না পারি, তা হ'লে শুনে রাখ মোবারক, যখনই তুমি দুনিয়ার এই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাসাদের দিকে ভবিষ্যতে দৃষ্টি নিক্ষেপ

করবে, তখনই মনে করবে, এই প্রাসাদের ভিতরে আলমামুন ব'লে একজন লোক বাস করত, তার তুল্য ছুঁখী এ দুনিয়ার কোন কালে কেহ ছিল না।

মোবা। এবারে গোলাম কি করবে, অমুমতি করুন।

আল। আর তোমাকে সে অসন্তুষ্ট কার্য্যে প্রেরণ করিতে পারি না। তুমি যে আমার আজ্ঞা যথাযথ পালন করছ, জীবনের সমতা পরিত্যাগ করে, সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করে, সেই যুবক ও তার স্ত্রীর সন্ধান করছ, এটিতেই আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার মত বীর যুবকই আমার কল্যাণে রেবেকার যোগ্য পাত্র। আমি সহরে—

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। সঙ্কর করবেন না জাঁহাপনা।

আল। তুমি এখনি ফিরলে যে উজীর?

উজীর। কেন, পরে বলছি। মোবারক, যদি পুত্রের অভিমান রাখ, কিংবা রাজকুমারীর পানি-গ্রহণের অভিলাষ রাখ, তা হ'লে আগে জাঁহাপনার অপমানের শোধ নাও।

আল। আমার অপমান—কে করলে উজীর?

(হাসানের প্রবেশ)

এক। আসুছিস যে হাসান? যে বালককে গ্রেপ্তার করতে তোকে পাঠালাম, সে বালক কই?

হাসান। আমি তাকে গ্রেপ্তার করতে পারি নি।

আল। গ্রেপ্তার করতে পারিস নি—দ্বারভরা প্রহরী থাকতে আমার সহরে এসে চোর আমার অন্তরের আবরু নষ্ট করে চ'লে গেল!

হাসান। আমাকে কোতল করুন জাঁহাপনা।

আল। কোতল ত তোকে করবই। তবে যদি মুখে মরতে চাস, তা হ'লে সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে বল।

উজীর। আমার মুখে শুধু জাঁহাপনা। হাসানের অপরাধ নেই। ও সেই বালককে আমার কাছে জিম্মা রেখে চ'লে এসেছিল। আমি তাকে আটকে রাখতে পারি নি।

হাসান। না জাঁহাপনা, আমি জিম্মা রাখি নি। উজীর গোলামের প্রতি দয়া করে আপনাকে ওই কথা বলেছেন। আমি সে বালকের কাছে পরাস্ত হয়েছি।

আল। সেই বালক তোমাকে হারিয়ে দিলে ?

হাসান। আজ্ঞে জাঁহাপনা, দিলে। অকুতোভয় বালক আপনার নাম, আমার বল কিছু গ্রাহ্য করলে না।

আল। আশ্চর্য্য কথা !

হাসান। তার পশ্চাতে বিপুল বল আছে। সে নীল-পাহাড়ের উপর জাঁহাপনার অধিকার স্বীকার করতে চায় না। আজ প্রভাতে নবোদিত সূর্যের সম্মুখে এক জন অপরিচিত বিদেশীর কাছে জাঁহাপনার বিপুল মান ধর্ষ করেছি। জাঁহাপনা, এখনি এ গোলামকে কোতল করুন।

আল। এ প্রহেলিকা যে বুঝতে পারছি না উজীর।

উজার। এখন বোঝাতে পারবো না—হাসান মিথ্যা কয় নি—তার পশ্চাতে বিপুল বল আছে। আমিও সে বালককে আবদ্ধ করতে পারি নি। তাই মোবারককে বলছি—আমার অপমানে জাঁহাপনার অপমান হয়েছে। পুত্র যদি এই বৃদ্ধ পিতৃ কর্তৃক জাঁহাপনার এ অপমানের শোধ নিতে না চায়, তা হ'লে আপনি হাসানের সঙ্গে আমাকেও কোতল করুন।

মোবা। কার বিরুদ্ধে আমাকে অস্ত্র ধরতে হবে হৃদয় করুন।

উজীর। সিস্তানের রাণী। আমি আগে থাকতেই তার বিরুদ্ধে সমর-বোধণা ক'রে এসেছি।

আল। সিস্তানের রাণী ! রাজা বল।

মোবা। আজ্ঞা না জাঁহাপনা—রাণী। সিস্তান এখন এক রাণীর অধিকারে। জাঁহাপনা ! আদেশ করুন। সেই উজ্জতা রমণীকে বন্দী ক'রে আপনার কাছে এনে দি।

হাসান। জাঁহাপনা, গোলামকে শাস্তি দিন !

আল। তোমার যে অপরাধ, তার উপযুক্ত শাস্তি ত আমি দেখতে পাচ্ছি না। তুমি দ্বিধিজয়ে আমার পার্শ্বচর, মৃত্যু তোমার আশে পাশে কতকাল ঘুরেছে, স্তব্ধতা মৃত্যু তোমার শাস্তি নয়। তুমি যার কাছে ছেঁরেছ, হেরে তোমার দাস্তিক প্রভুকেও ছারিচ্ছে, যদি পার, আজ হ'তে তুমি সেই বান্দা 'কর দাসত্ব গ্রহণ কর !

হাসান। বান্দার বান্দা হব ?

৷। মূর্খ ! সে বান্দা আমাকে বান্দা ক'রে যত দিন না তাকে আরও এনে শাস্তি

দিতে পাচ্ছি, তত দিন সে বালকের কাছে আমি পরাজিত। সে বালক আমার অন্তর দেখে, রেবেকাকে দেখে চ'লে গেছে।

হাসান। তার বান্দা হ'লে যে আমাকে আপনায় হৃদয়ন হতে হবে জাঁহাপনা !

আল। আলমামুনকে ভয় দেখাচ্ছ না কি হাসান ?

হাসান। বেশ, জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য। [হাসানের প্রস্থান।

উজীর। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আজও পর্য্যন্ত আমার সে হৃৎগা ঘটে নি।

আল। তা হ'লে আমি বুঝছি, তুমি আমার সুখের নিদানের সন্ধান পেয়েছ।

উজীর। পেয়েছি—কিন্তু জাঁহাপনা আয়ত্ত করতে পারি নি।

আল। সেই বালক ?

উজীর। সেই বালক।

আল। উজীর, আমার দ্বারদরীপে এসে বালক তোমার হাত এড়িয়ে চ'লে গেল ? আয়ত্ত করতে পারলে না ?

উজীর। হাসান পারলে না, আমি পারলুম না। আপনি যদি পারেন, তা হ'লে বুঝবো, আপনার দিগ্বিজয়ী নাম সার্থক। নতুবা বুঝবো, জাঁহাপনা, গোরবের নাম নিয়ে এত দিন আপনি জগৎকে প্রতারিত করেছেন !

আল। বল কি !

উজীর। আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে অশক্ত হয়ে মর্যাদা হারিয়েছি। এখন আপনার পালা। সেই বালককে আয়ত্তে এনে নিজের গোরব রক্ষা করুন। কিন্তু আপনি রক্ষা করতে পারবেন কি না আমার সন্দেহ।

আল। কারণ ?

উজীর। সিস্তানের রাণীর ক্রীতদাস।

আল। আলমামুনের পুত্র ক্রীতদাস।

উজীর। তাই ত দেখলুম।

আল। কোথায় দেখলে ?

উজীর। আপনার সহরে—হাজার হাজার মুন্স্কের বিভিন্ন বর্ণের ক্রীতদাসে যার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ পূর্ণ, সেই প্রাঙ্গণে সে ক্রীতদাসের লীলা দেখিয়ে চ'লে গেল। বারো বৎসর সিস্তানের অবরোধ কার্য্যে আপনি রাজার যা

হাসান। তারা বাদশার আক্রমণের
বেগ মুহূর্তের জন্ত সহ্য করতে পারে নি—
নদীস্রোতের মুখে বেতগাছের মতন আক্রমণের সঙ্গে
সঙ্গে মাথা হুটইয়েছে—আর এরা প্রাসাদ-সমুদ্রস্থ নীল
পাহাড়ের মতন আজও পর্যন্ত বাদশার দন্তের ওপরে
মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

১ম আ। এটাবারে ত মাথা হেঁট করলে!

হাসান। করলে কি না, তা শেষ না দেখলে কেমন
ক'রে বলব!

১ম আ। সে আমাদের আগে দেখা আছে।
জঙ্গলী—সে শুধু বাদশার দয়্যতে এতকাল স্বাধীন
আছে?

হাসান। কি, বাদশা জঙ্গলীর রূপায় এত দিন
স্বাধীন আছে!

১ম আ। কি বললে হাসান—এ কি! হাসান
কি বললে? বাদশার গোলাম হয়ে বাদশার নামের
অপমান করলে!

সকলে। কি বললে! (কর্ণে অঙ্গুলি)

হাসান। কে বলে আমি বাদশার গোলাম?

১ম আ। গেল—গেল—বাদশা অনলেই গেল—

সকলে। গেল, গেল—

হাসান। চোপরাও—কোন কমবখতে বলে আমি
'গেল'!

সকলে। মাথা খারাপ হয়ে গেছে—মাথা খারাপ
হয়ে গেছে—

হাসান। এগনও বলছি হুঁ সিয়ার—

১ম আ। চুপ চুপ—বাদশা—বাদশা—

হাসান। তোদের বাদশা, আমার কি!

সকলে। গেল—গেল—কাটা মাথা—কাটা মাথা—

আলমাসুনের প্রবেশ।

আল। আমীরগণ! আপনারা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে
সজ্জিত হয়ে, আপন আপন আবাসে প্রস্তুত থাকুন।
আপনাদের দরবারে হাজির হবার পরোয়ানা না যাওয়া
পর্যন্ত, অথবা দোসরা পরোয়ানা না পাওয়া পর্যন্ত
কেউ আবাস ত্যাগ করবেন না।

১ম আ। ঘো হুুম জাঁহাপনা।

[আমীরগণের প্রস্থান।]

আল। বেইমান! তুমি আমার অঙ্গুত সামন্তের
দুশুখে আমার মর্যাদা নষ্ট করছ!

হাসান। হু সিয়ার সম্রাট, আমি বেইমান নই।

আল। কেয়া গোলাম! (অস্ত্র বাহির করণ)

হাসান। আপনি ভুলে গেছেন, আমি এখন
সিন্তানের গোলাম, আপনার নই।

আল। ওঃ! কি দারুণ বিস্মৃতি! হাসান, মাপ কর।

(আমাদের প্রবেশ)

আসাদ। জাঁহাপনা, আমাদের রাণী ভেট
পাঠিয়েছেন।

আল। বলক! তোমার সঙ্গে আমি কথা
কহিতে ইচ্ছা করি।

আসাদ। হাসান! (স্থানত্যাগের ইঙ্গিত।
হাসানের প্রস্থান) কি বলবেন জাঁহাপনা?

আল। তোমাদের রাজ্যে কি বাদী নেই?

আসাদ। না জাঁহাপনা, বাদী বান্দা কিছু নেই
—সব স্বাধীন।

আল। কিন্তু তুমি আমার উজীরের কাছে
বলেছ, তুমি ক্রীতদাস।

আসাদ। তা বলেছি।

আল। তবে বান্দা নেই বলছ যে?

আসাদ। পরমা দিয়েই কি সব সময় কিনতে
হয় জাঁহাপনা! আর কি কেনবার মূল্য নেই?

আল। আছে—প্রেম।

আসাদ। আমিও তাইতে কেন।

আল। আমি যদি তোমায় চাই?

আসাদ। আমার মনিব ছাড়বে কেন?

আল। আমার ছানিয়া বিনিময় করলেও ছাড়ব না?

আসাদ। আমার মনিব ইচ্ছা করলে এরা জয়
করতে পারেন।

আল। এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।

আসাদ। কেন, আপনার উজীর ত লক্ষ সৈন্ত
নিয়ে সিন্তানে যাবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। সেনাপতি
হয়ে আপনি যাবেন, তা হ'লেই বুঝতে পারবেন।

আল। তোমার কে আছে?

আসাদ। মা আছে, বাপ ম'রে গেছে।

আল। মা আছে!

আসাদ। চমকে উঠলে কে জাঁহাপনা?

আল। তা হ'লে তোমাকে পাবার প্রত্যাশা
আছে।

আসাদ। মা স্বর্গে আছে।

আল। তা হ'লে মাও তোমার নেই।

আসাদ। কে বলে নেই? আমার মা—আমার মা—আমার সে মেহমরী মা! ঠিক আছে—সঙ্গে সঙ্গে আছে—প্রতি মুহূর্তে আমি তাঁর মেহ অনুভব করছি। আমার বাপ নেই—

আল। সেও কি ছুনিয়ায় নেই?

আসাদ। তা জানি না—আর জানবারও ইচ্ছা রাখি না। আমি জন্ম অবধি তাঁকে দেখি নি।

আল। আমি যদি অনুসন্ধান ক'রে তাকে দেখাই।

আসাদ। কেন, দরকার কি! মরা বাপকে বেধে কি করবো?

আল। মরা বাপ তোমাকে কে বললে?

আসাদ। আমার মাই বলেছে। আমি ছেলেবেলায় দেখতুম, সব ছেলের বাপ আছে, কেবল আমারই বাপ নেই। আমি মাকে বাপের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মা বলেছিল, “তোমারও বাপ আছে। সে বিদেশে আমাদের জন্ত পয়সা রোজগার করতে গেছে। সে আসবে—অত্যাঁ ছেলে-মেয়েদের তাদের বাপ যেমন বুকে তুলে আদর করে—তোমাকেও তেমনি আদর করবে।”

আল। তার পর?

আসাদ। তার পর আর বলতে ইচ্ছা করেনা—বাপের মৃত্যু-কথা জাঁহাপনা, বড় স্তব্ধের কথা নয়।

আল। বাপ ম'রে গেছে কত দিন আগে জেনেছ?

আসাদ। আমি রোজ বাপকে দেখবার জন্ত পথপানে চেয়ে থাকতুম। এমন ক'রে একদিন চেয়ে আছি, মা কোথা থেকে পিছনে এসে পিটে চাপড় মেরে বললে—“কাকে খুঁজাচ্ছ—সে ম'রে গেছে? সে এক বাদশাজাদী প্রেতনীকে নিকে ক'রে তার পূর্বজীবন হারিয়ে ফেলেছে। আর সে আসবে না! যদি সে আসে, সে আর আংগেকার সে নয় তার প্রেতমূর্তি—তাকে দেখতে নাই।”—

আল। তার পর?

আসাদ। তার পর মা আমাকে সেই পথ থেকে কোলে তুলে পথ ধ'রে চলে গেল—আর বাড়ীতে ফিরলো না! কত দূর মা আমাকে নিয়ে গেল! কিন্তু মা আমার বাপের শোক সইতে পারলে না! চলতে

চলতে পথের মাঝখানে মা দেহত্যাগ করলে—ক'রে স্বর্গে চ'লে গেল। চারিদিকে জঙ্গল—চারিদিকে অন্ধকার—চাঁর দিকে বাঘ-ভালুকের মেলা—মাঝখানে সাত বছরের আমি—আর আমার তীর্থযাত্রী মা—কোথা থেকে খোদা সেই বিজন বনে এই রাণীকে পাঠিয়ে দিলে!—রাণী ঘোড়ায় চ'ড়ে সেই বনে বাঘ শীকার করতে এসেছিল। মা যাবার সময় রাণীকে কাছে ডেকে কানে কানে কি বললে, আর আমাকে বললেন, আজ থেকে তুই এর ক্রীতদাস! রাণী আমাকে কোলে তুলে নিলে—তার পর ঘোড়ায় চাপিয়ে এক বাশি বাজালে—চারিদিক থেকে লোক জড় হয়ে মাকে ঘেরে ফেললে! রাণী আমার নিয়ে ছুটে চ'লে গেল!

আল। আর মাকে দেখ নি?

আসাদ। রাণী আর দেখতে দিলেন না! কেবল আমাকে বললে, “আসাদ, যদি আমার নাম আইরিগ হয়, তা হ'লে তোর মরা বাপের শ্রাদ্ধ করব।” জাঁহাপনা, আর কিছু আপনার শোনবার আছে?

আল। না, আর শোনবার কি আছে?

আসাদ। কিন্তু জাঁহাপনা, আমার এখনও বলবার আছে। আমার জন্ত রাণী ছেলেকে রাজ্য দিলে না। যত দিন আমার মরা বাপের শ্রাদ্ধ না হবে, তত দিন সে রাজ্য পাবে না।

আল। যদি শ্রাদ্ধ না হয়?

আসাদ। তা হ'লে সে রাজ্য আমার।

আল। ভাল, যে দিন তোমার মরা বাপের শ্রাদ্ধ হবে, সে দিন কি তুমি আমাকে নিমন্ত্রণ করবে?

আসাদ। সে কথা, রাণীকে না জিজ্ঞাসা করে কেমন ক'রে বলব।

আল। জিজ্ঞাসা করবে?

আসাদ। করব।

আল। বহুত আচ্ছা—সেলাম।

[আসাদের প্রস্থান।

আল। সামাজ্য? না! মৃত্যু? না! ধর্ম? না! তবে কি বিনিময়ে, একবার মাত্র তোমার অভিমানানত নয়নের দ্বৈধ রূপাদৃষ্টি ভগ্ন কুটীরদ্বারের একটা ধূলিকণার সঙ্গে মূল্যে তুল্য হবে না! মৃত্যুতেও যে তোমাকে লাভ করব, আমার সে আশা নাই। তুমি আছ স্বর্গের কোন্ উচ্চশিখরে, আমি যাব নরকের কোন্ নিম্ন গহবরে। ধর্ম! পতিসোহাগিনী ভিখা-রিণী সতীকে অসহায় রেখে বনে ফেলে চ'লে এসেছি,

—অঙ্কুর আশ্রয় হ'য়ে সত্যজ্ঞান করেছি—
আমার আবার ধর্মগোবর করার কি আছে ? তবু কি
তোমায় পাব না ? সখী, যেখানেই থাক, জানি আমি,
অন্ততঃ ককুটীভাঙ্গ আমাকে শিলা দিবার জ্ঞাত আমি
কোন লোকান্তরালে আমার অপেক্ষায় লুকিয়ে বসে
আছি। তোমার প্রেমাকর্ষণ এ নিম্পদ অসাড় দেহেও
আমি যেন একটু একটু অনুভব করতে পারছি।
শরীরী হও, অশরীরী হও—যদি তোমার ভগ্ন কুটীরদ্বারে
অবনত-জাহ্নু হ'য়ে দর্শন ভিক্ষা করি, কল্পনাময়ি, তা
হ'লে কি দেখা পাব না ?

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। কি জাঁহাপনা, দেখা হ'ল ?

আল। দেখা হ'ল, কিন্তু কেমন ক'রে পাব
উজীর ! রাজা সমুখে সগোত ধনুর্মুখ, ছুঁল না—
পিতাকে দেখাতে চাইলুম, কথা কানে তুললে না।

উজীর। নিদর্শন দেখলেন ?

আল। নিদর্শন ! তার ঘরিত অদরের প্রতি
কথা, তার চকল নয়নের প্রতি ভঙ্গী, তার কোমল
বাচর অঙ্গুলিসঞ্চালনটি পর্যন্ত—কি বলব, বালকের
কোমল কান্ত মুষ্টির প্রত্যেক অংশই—সে অভাগিনীর
সৌন্দর্যের নিদর্শন। আর অল্প নিদর্শনের কথা কি
বল—আলহামুনের সমস্ত মস্ত বালক যেন আমার
অজ্ঞাতসারে আয়ত্ত করেছে। উজীর, আমি তার সঙ্গে
বাগবিত্ততার পরাত হয়েছি।

উজীর। শুনে সমস্তই হলুম সমাদ্রি ! আমি আমার
পরাজয়ের সঙ্গী পেলুম। তবে কি অপরাধে দরিদ্র
হাসান নির্দাসিত হ'ল জাঁহাপনা ?

আল। প্রভুভক্তির গুণে হাসানের নির্দাসন,
তার স্বগৃহ-গমনে পরিণত হয়েছে। আমার বিশ্বাস,
রাজ্য দিতে চাইলেও আর সে বালকের সঙ্গে ত্যাগ করবে
না। কিন্তু কেমন ক'রে তাকে ফিরিয়ে পাব ?

উজীর। তাকে ফিরিয়ে পেতে চান ?

আল। না পেলে আমার বাসনা অসম্পূর্ণ থেকে
যাবে। আমি বিশ্বজয় করেও এ রত্নের লোভ পরিত্যাগ
করিতে পারছি না।

উজীর। যদি পেতে চান, অদৃষ্টে হে গা ভাসাতে
হবে ! অদৃষ্ট আপনাকে ক্ষুদ্র কুটীর থেকে টেনে এনে
হুনিয়ার রাক্ষুস্কটের উপর প্রতিষ্ঠিত আসনে স্থান
দিয়েছে : অদৃষ্ট আপনাকে যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই

দিকে যেতে হবে। সাবধান, এতটুকু বল প্রয়োগ
করবেন না ! বিশ্বজয়ের দপ্ত্রে আঁঘাত দিতে প্রকৃতি
পুলকরণে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে এসেছেন।
জয়-পরাজয়ের সমান ফল, একটুকু বলপ্রয়োগ করলেই
মৃত্যু।

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। জাঁহাপনার আদেশমত দরবার-গৃহ
সজ্জিত হয়েছে। সিস্তানী দূত আগমনের জ্ঞাত প্রস্তুত।

উজীর। মোবারক !

মোবা। আদেশ পিতা—

উজীর। তুমি বাদশাজাদাব আশা পরিত্যাগ কর।

আল। সে কি ? কেন—কিসের জ্ঞাত ? আমি

মোবারককে রেবেকাদানে সঙ্কল্প করছি !

উজীর। কি মোবারক, উত্তর দিচ্ছ না কেন ?

আল। উত্তর নেবার কোনও প্রয়োজন নেই।

উজীর। আমি জানি, তুমি পিতৃভক্ত সম্রাট।

আল। তা হোক—আমি রাজা—

উজীর। আমি পিতা।

মোবা। পিতা, প্রত্যাশা পরিত্যাগ করলুম।

[প্রস্থান।]

উজীর। খোদা তোমাকে সখী করুন।

আল। তা হবে না—মোবারক ! আমি পুত্র
পরিত্যাগ করব, তবু সঙ্কল্পচ্যুত হব না ! সিস্তানীকে
কত্যা দেব না। মোবারক—

উজীর। হা সিয়ার সম্রাট ! অদৃষ্টের উপর
শক্তিপ্রয়োগ করবেন না ! মৃত্যু—বিশ্বজয়ী আলহামুন !
সতীর দীর্ঘস্থায়ের আবরণে মৃত্যু আপনাকে গ্রাস করতে
আসছে। সাবধান !

তৃতীয় দৃশ্য

বনলতা ও বনপুষ্প-আবরণে দরবার-গৃহ।

আমীর ও ওমরাওগণ।

নর্তকীগণ—গীত।

কহত কহত সখী বোলত বোলত দেখি,

আমারি পিয়া কোন দেশে।

সরিয়া সুরিয়া লেহ, এ তম্বু অর জর,

শুনিতে কুশল সম্বোধে ॥

আমারি আঁখি দিয়ে সে মুখ দেখেছে কে,
আমারি মন নিয়ে কে সে রূপে মজেছে,
আমারি হিরা নিয়ে কে বল নিশিদিন,
মবস পরশ দিয়ে আঁখি জ্বল ভাঙ্গে ॥

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান ।

(এক দিক হইতে আলমামুন ও উজীর,
অপরদিক হইতে মোবারকের প্রবেশ)

আলমামুনের গদীতে উপবেশন,
বাম পার্শ্বে উজীর ।

মোবা। জাঁহাপনা ! আদেশ হয় ত সিস্তানী
দূতকে দরবারে আনয়ন করি ।

আল। নিয়ে এস । (মোবারকের প্রস্থান)
উজীর, সিস্তানের পত্র দূতকে কি ফিরিয়ে দেওয়া
হয়েছে ?

উজীর। না জাঁহাপনা, আপনার আদেশ না
পেলে ত ফিরিয়ে দিতে পারি নি !

আল। চিঠি আপনার কাছে আছে ?

উজীর। এই জাঁহাপনা ।

আল। আমাকে দিন ! (পত্র গ্রহণ) ওমরাওগণ !
আমীরগণ ! আপনারা শুনুন । সিস্তানের রাণী
এই পত্রে তাঁর পুত্রের জন্ত আমার ছনিয়ার শ্রেষ্ঠ
হুন্দরী কত্তা রেবেকাকে প্রার্থনা করেছেন । শুধু
আমার কত্তা ব'লে প্রার্থনা করেন নি—আমার কত্তা
শ্রেষ্ঠ হুন্দরী ব'লে প্রার্থনা করেছেন । আপনারা
সকলে পত্রের মর্ম্ম শুনলেন ?

সকলে। শুনলুম, জাঁহাপনা ।

আল। দূতের সম্মুখে এর উত্তর দেওয়া হবে।
আপনারা উত্তরের অপেক্ষা করুন ।

(মোবারক, ওমর ও আসাদের প্রবেশ)

ওমর ও আসাদের আলমামুনকে অভিবাদন,
সওগাত দান ও নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন ।

আল। দূত ! আপনার পত্রের মর্ম্ম দরবারকে
শুনিয়েছি । এইবারে তার উত্তর শোনাব ।

ওমর। বলুন !

আল। আমি জঙলী রমণীর পুত্রকে কত্তা দিতে
ইচ্ছা করি না । দেওয়া যুগা মনে করি ।

ওমর। রাণীকে চিঠি দিন ।

আল। চিঠি এখানে দেব না—সেই বস্ত্র রমণীর
বেগদবির জন্ত চিঠির উত্তর একেবারে সিস্তানের
অধিতাকার প্রদান করব । উজীর ! দূতকে আর এই
বান্দা বালককে যথাযোগ্য খেলাত দিবার ব্যবস্থা
করুন ।

উজীর। ধো ছকুম ।

আল। বান্দা ! তুমি নীলপাখাড়ের উপর
উঠেছিলে ?

আসাদ। উঠেছিলুম জাঁহাপনা !

আল। আপনি স্ক'রে উঠেছিলেন, না কারও
আদেশে উঠেছিলেন ?

আসাদ। বান্দার আবার স্ক'র কি জাঁহাপনা ?

আল। বেশ, তা হ'লে শুধু দূত, আপনার
রাণীকে এই বান্দা বালকের বেগদবির জবাবদিহি
করতে হবে ।

ওমর। বহুত আচ্চা, ছকরালি ।

আল। আপনার কিছু বলবার আছে ?

ওমর। আলবৎ আছে ।

আল। বলবার থাকে নিঃসঙ্কোচে বলুন ।

ওমর। অসভ্য রমণী সভা সম্রাটের কথার বিশ্বাস
করেন না । বারো বার আপনি সিস্তান-জয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
হয়েছিলেন, সূতরাং আপনার ত্রয়োদশবারের প্রতিজ্ঞার
মূল্য রাণীর আবদিত নাই । রাণী জানেন, আপনি
কত্তা দিতে অস্বীকার করবেন । সূতরাং আগে
থাকতে কত্তা-প্রাপ্তির ব্যবস্থা না ক'রে তিনি দূত
পাঠান নি । তবে তার পুত্রে তিনি জানতে চান,
আপনার কত্তা গ্রহণযোগ্য কি না ! আপনার কথামত
তিনি শ্রেষ্ঠ হুন্দরী কি না !

আল। কি ক'রে জানাব ?

ওমর। আমি আপনার কত্তাকে দেখতে চাই ।

আল। তুমি ক্ষুদ্র দূত, তোমাকে আমি কত্তা
দেখাব কি ? তোমার দৃষ্টির মূল্য কি ?

ওমর। তবে শুধু সম্রাট, আরিই সিস্তানরাজ
—ওমর ।

আল। শুধু বেশ পরিবর্তনেই আমি তোমাকে
সিস্তানপতি ব'লে স্বীকার করতে পারি না । নিদর্শন
কই ?

ওমর। আমার নিদর্শন আমার কথা । এখন
সম্রাট আমার অন্তিমের নিদর্শন দেখাচ্ছি । কাল
দূতের পোষাক তোমার অপমানে আমাকে প্রতিশোধ

নিতে বাধা দিবেছিল। প্রস্তুত হও আলমামুন, তোমার বারো বার সিস্তান আক্রমণের প্রত্যুত্তর আজ আমি দিতে এসেছি।

আল। কমবখতকে এখনি গ্রেপ্তার কর।

(ওমরাওগণের ওমরাকে আক্রমণের চেষ্টা)

উজীর। দোহাই সম্রাট, রাজমর্যাদা লঙ্ঘন করবেন না।

আল। কিছু না—গ্রেপ্তার কর।

আসাদ। তৎপূর্বের সম্রাট, তুমি ঈশ্বর স্মরণ কর। ছিনার ভেড়ার পাগের সঙ্গে লড়াই ক'রে আপনাকে অজ্ঞেয় মনে ক'র না। সিস্তানীর বাঘনথ কখন দেখ নি—সিস্তানের বালক রমণী বন্ধ যে কেউ যদি ঈচ্ছা করে, এক লহমায় তোমার হাজার পলটনকে জাহান্নমে পাঠাতে পারে। আমার রাজার গায়ে কেউ হাত দেবার আগে তোমাকে ছিনা ছাড়তে হবে।

আল। কমবখত! আমিও অস্ত্রের খেলা জানি।

ওমর। জান?

আল। আলবৎ জানি—(বাঘনথ বাহির করণ)

ওমর। তা হ'লে বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলমামুন—তুমি সিস্তানী!

উজীর। জাঁহাপনা! মর্যাদা!

মোবা। ক্ষান্ত হন সম্রাট, আপনার বিধি আপনি লঙ্ঘন করবেন না—দূত অবধা।

আল। আহুন সিস্তানরাজ, আপনাকে কত্তা প্রদর্শন করি।

পঞ্চম দৃশ্য

রেবেকা।

সখীগণের গীত।

হরম হরম বাধা মনের কথা ঢেলে দিব মনে।

তোমায় আমার বাধন দেবো সজ্ঞাপনে

হৃৎনের কেউ মেন না জানে।

তোমার ঘরে থাকবে তুমি আমি আমার ঘরে

কেউ জানবে না কো গুনবে না কো

(বেমর) লুকিয়ে থাকে চোরে।

বেমর হারিয়ে যাবে প্রাণ

হৃৎনে হৃৎনিক থেকে তুলবো দুখের গান।

কুড়িয়ে নিয়ে কাড়াকাড়ি আদান প্রদান

আনি রাখবো যতনে, তুমি রাখবে যতনে,

আমি তোমার প্রাণে তুমি আমার প্রাণে ॥

[প্রস্থান।

রেবেকা। কই, আর ত দেখতে পেলুম না?

নীলচণ-শিখাও, কাঞ্চন জলদকুম্ভ-রঞ্জিত নীল আকাশ-সরোবরে, সেই যে একটি কাঞ্চন-কমল একবার আমার চোখের উপর প্রস্ফুটিত হয়েছিল, সেটিকে ত আর দেখতে পেলুম না! দেখবার আশায় অন্ধকর্ণ চেয়ে আছি—কোথায় আছ, আর একটবার শৈলশিখরে উঠে রূপ-পরিমলে আমার পিপাসা লোচনকে তৃপ্ত কর।

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। বাদশাজাদী!

রেবেকা। কে-ও, মোবারক! তুমি এমন সময় এখানে কেন?

মোবা। প্রবেশ ক'রে কি অপরাধ করলুম শাজাদী?

রেবেকা। আমাকে না জানিয়ে সহসা এখানে প্রবেশ করা উজীরপুত্রের যোগ্য কার্য হয় নি।

মোবা। আজ আমি তোমার দেখতে আসি নি—তোমায় বলতে এসেছিলাম—বাদশার আদেশে—কিন্তু শাজাদী, বলতে এসে খোদার দয়ায় দেখতে পেলুম। দেখে সন্তুষ্ট হলুম—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলুম!

রেবেকা। কি দেখলে?

মোবা। তুমি কি দেখলে শাজাদী! নীলপাহাড়ের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে এই এতক্ষণ চেয়েছিলে, তুমি কি কিছু দেখতে পেলে?

রেবেকা। মোবারক! দেখার জন্য বাদশাজাদীকে কি কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে?

মোবা। অন্ততঃ আমার কাছে তোমার দেওয়া কর্তব্য ছিল। কিন্তু তাও আর তোমাকে দিতে হবে না। বাদশাজাদী! আমি তোমাকে পাবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করেছি। পাছে এক কথা শুনে তোমার মর্ষবেদনা হয়, তাই আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে আসছিলাম। করুণাময় আমার প্রার্থনা শুনেছেন। দেখে সন্তুষ্ট হলুম রেবেকা, তুমি অস্ত্রের প্রতি আসক্ত।

রেবেকা। আমার শৈলদর্শনের আগ্রহ তোমার
সেঁধার কারণ হ'ল না কি ?

মোবা। বাদশাজাদী! রমণীমূলভ প্রতারণায়
আমাকে মুগ্ধ করতে এস না। আমি তোমাকে বিশ্বাস
বলি নি—আমি তোমার প্রত্যাশা ত্যাগ করেছি।
এখন তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার প্রিয়বস্তুকে আত্মসমর্পণ
করতে পার।

রেবেকা। আর তুমি কোন নূতন প্রিয়বস্তুর
লোভে আমার আশা ত্যাগ করলে মোবারক ?

মোবা। রেবেকা, আমার এ প্রেম প্রতিগাহী
নয়। আমি রাজ্যলোভে তোমাকে ভালবাসি নি।
খোদার দোহাই, তুমি সুখী হও, তুমি সুখী
হ'লেই আমি সুখী। আর আমি অধিকক্ষণ থাকব
না—বাদশার হুকুম তোমায় শোনাতে এসেছি।
সিস্তানরাজপুত্র তোমাকে দেখতে আসছেন, তুমি
তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্ত প্রস্তুত থাক।

[মোবারকের প্রস্থান।]

রেবেকা। মোবারক—মোবারক—দোহাই মোবা-
রক, আমাকে অবিশ্বাসিনী স্ত্রী ক'র না! তাই ত,
কি করি?—সে আসছে!—যাকে আর একটবার
দেখবার জন্ত আমি বাকুল হয়েছি, সে আমাকে দেখা
দিতে আসছে! কিন্তু মোবারক! দোহাই মোবারক
—দেখা—শুধু দেখা—একবার সেই নীল নলিনাস্ত
নয়ন—দেখা! না, তাই কি? শুধু দেখার জন্তই
কি? তারে দেখলে কি আমার সকল তৃষ্ণার নিবারণ
হবে? সে নয়নের বন্ধিন স্নায়ুত দৃষ্টি শুধু কি রেবেকার
চোখে প্রতিফলিত হয়েই মিলিয়ে যাবে? সে কি কিছু
ছোবে না—কিছু নেবে না? মোবারক! মোবারক!
কেন তুমি আমার আশা পরিত্যাগ করলে? তুমি কি
বুঝেছ, আমি তোমার হব না? কেন ক'রে বুঝলে?
কই মোবারক, আমি ত তোমায় কিছু বিনি নি!
কিন্তু আমি—কই আমি—আমার অস্তিত্বের মূল্য
গেছে। এক চঞ্চল চাহনির অযেবণে কোন দূরদেশে
চ'লে গেছে। তোমরা বলছ সে আসছে—কিন্তু
কই—কই—কোথায় সে—কোথায় সে?

(বান্ধা ও বাদীর প্রবেশ)

আসন রক্ষা করিতে করিতে গীত।

বান্ধা। বিরহিণী চলে গুটি গুটি।

বাদী। বিরহী তার আশে, নয়ন-জলে ভাসে
পায়ে পায়ে ভিজে মাটি।

উভয়ে। বলে কোথা সে, কোথা সে

কোন দূর দেশে।

কেন সে গেল সে কি আশে, ব'সে ব'সে

ভেবে ভেবে দেহ হ'ল মাটি

বান্ধা। তুই নিয়ে আয় তুই নিয়ে আয়,

বাদী। আমি অবলা জাতে,

বান্ধা। পশু আমি চৌরস্বী বাতে, আর কীধে

ভর দিয়ে করে নি লাঠি।

উভয়ে। পরস্পরে দিয়ে ভর গুটি গুটি হাটী।

[প্রস্থান।]

(আলমামুন ও ওমারের প্রবেশ)

আল। এইখানে ক্ষণেকের জন্ত বিশ্রাম কর
রাজকুমার।

ওমার। তাই ত, কি দেখব জানি না! ওনেছি
হুনিয়ার শ্রেষ্ঠ হুন্দরী। কেন ক'রে ভুবনপ্রসিদ্ধা
কাস্তিময়ী ললনাকে কথার আঘাতে বাধিত করব?
তথাপি আমাকে বলতে হবে। না! তুমি জান,
জগতের শ্রেষ্ঠ হুন্দরী কে—কিন্তু হুনিয়া জানে
রেবেকা। তোমার কথায় প্রত্যয় ক'রে আমাকে
হুনিয়ার বিশ্বাসের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। তোমার
রূপা ভিন্ন তোমার মর্যাদা রক্ষা করতে পারব না।
বলেই বাদশা সে হুন্দরীকে দেখতে চাইবে—কিন্তু
আমি ত জানি না—তুমি জান—আমি ত জানি না।

(সহসা পঞ্চাতে রেবেকার অবির্ভাব)

রেবেকা। সিস্তানরাজ!

ওমার। (দাড়াইয়া মুখ ফিরাইলেন)

রেবেকা। (স্বগতঃ) এ কে? এ ত নয়! এ ত
সে নয়!

ওমার। রেবেকা—রেবেকা—রেবেকা!

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। সিস্তানরাজ! (স্বগতঃ) হা খোদা!

[প্রস্থান।] আমাকেই এই উন্নততার সাক্ষী ক'রে পাঠালে?

ওমার। রে-বে-কা!

মোবা। সিস্তানরাজ! অসহ—অবহ—না না

অসহ কেন—পিতার আদেশ, রেবেকার স্বধ—কেন

অসহ? আমি দেখব না ত দেখবে কে? ধর হৃদয়,

ধৈর্য ধর সিস্তানরাজ! সম্রাট—স্নানাগারে—

ওমার। আহা! স্নান—স্নান—তা—তা—

মোবা। স্নানাগারে—

ওমার। স্নান—স্নান—তা স্নান কর।

মোবা। সম্রাট স্নানাগারে আপনার অপেক্ষা করছেন।

ওমার। কি—কে—কে—তুমি—কি চাও?

মোবা। আমি কিছু চাই না—সম্রাট আপনাকে দেখতে চাইলেন।

ওমার। হাঁ হাঁ—সেলান—চলুন—

(উজীর ও আলমামুনের প্রবেশ)

আল। আর বেতে হবে না। মোবারক! তুমি শাজাদীর হাত ধরে নিয়ে যাও।

মোবা। দোহাই জাহাপনা, ওই আদেশ করবেন না—আমি অতিথিকে হত্যা করতে পারব না। অতিথি আপনার কন্ঠার রূপ দর্শনে জ্ঞানশূন্য।

[মোবারকের প্রস্থান।]

উজীর। মোবারককে কেন জাহাপনা!

আল। বেশ ভাই, তুমিই রেবেকাকে চলে বেতে সাহায্য কর।

উজীর। আহুন শাজাদী—

[উজীর ও রেবেকার প্রস্থান।]

ওমার। (স্বগতঃ) তাই ত মা, কি বলব—এই ঘনকম্পিত হৃদয়ে, এই উছলিত রূপরাশিতে নিমগ্ন হয়ে—কেমন ক'রে বলব?

আল। কি সিস্তানরাজ!

ওমার। দোহাই মা, কোপ-দৃষ্টিতে চেয়ো না! বলব—অবশ্য বলব। কি বলছেন সম্রাট?

আল। আমার কন্ঠাকে কেমন দেখলেন?

ওমার। আপনার কন্ঠা—আপনার কন্ঠা—সম্রাট! আমাকে আর জিজ্ঞাসা করবেন না।

আল। অবশ্য করব।

ওমার। আপনি যে কোন ভাগ্যানুকে এক কন্ঠা প্রদান করুন! আমি—আমি—প্রার্থনা প্রকাশ্য করছি।

আল। কেমন দেখলেন?

ওমার। পুরষা সুন্দরী।

আল। হুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কি না?

ওমার। (কিরংকণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) না।

আল। না?

ওমার। না।

আল। আপনি এ হ'তে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী দেখেছেন?

ওমার। না।

আল। তবে কেমন ক'রে এ মিথ্যা কথা কইলেন?

ওমার। মায়ের আদেশে ক'রেছি—

আল। আপনি কি মায়ের চক্ষু দিয়েই হুনিয়া দেখেন?

ওমার। এতকাল দেখে এসেছি, কিন্তু সম্রাট, আজ দেখি নি—আপনার কন্ঠাকে দেখে আমি আশ্চর্য হাবা হয়েছি। আমার মনে হয়, আপনার কন্ঠা বিধাতার চরম কল্পনা। প্রকৃতি রেবেকাহুন্দরীর অঙ্গসৌষ্টব পূর্ণ করতে তার ভাণ্ডারে যেখানে যা অলংকার ছিল, সব দিয়েছে—দিয়ে নিঃস্ব হয়েচে। তথাপি বলব—না—আপনার কন্ঠা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নয়। মা বলেছেন, আমি এক কন্ঠা দেখেছি, তা হ'তে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী এ হুনিয়ায় থাকতে পারে না। রমণীরূপের সাক্ষী রমণী—পুরুষ নয়।

আল। আমার দেখতে পারেন?

ওমার। আমি ত জানি না, আমি কেমন ক'রে দেখাব?

আল। তবু মায়ের কথায় এত বিশ্বাস?

ওমার। এত বিশ্বাস!

আল। যদি দেখতে চাই?

ওমার। মায়ের আদেশ হুনিয়া টুড়তে হবে।

আল। তাতে যদি না পান?

ওমার। মা ধর্ম্মতঃ দেখাতে বাধ্য।

আল। সিস্তানরাজ, তোমার মহত্বের কাছে আমি মন্তক অবনত করি—আমি দেখব।

ওমার। এক বৎসর সময় দিন।

আল। যদি কথা মিথ্যা হয়?

ওমার। আমি আপনার গোলাম হব, যদি সত্য হয়?

আল। আমি, আমার কন্ঠা, আমার সাম্রাজ্য—সব তোমার।

ওমার। তা হ'লে বিদায় দিন।

আল। (বংশীধ্বনি) (প্রহরীর প্রবেশ) সিপ্তান-
রাজকে গুপ্তপথ দিয়ে তাঁর আবাসস্থানে রেখে এস।

[ওমার ও প্রহরীর প্রস্থান।]

আল। উজীর!

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। জাহাপনা! সর্বনাশ হয়েছে—আপনার
অভাগিনী কন্যা আপনার পুত্রকে দেখে মৃত্যু হয়েছে।

আল। আবদ্ধ কর—অভাগিনীকে এখনি
আবদ্ধ কর।

উজীর। কোথায় আবদ্ধ করব?

আল। গুলমার্গে—দ্বিবারাত্রি দশহাজার
সৈন্যকে প্রহরায় নিযুক্ত রাখ। হুঁসিয়ায়! পিপী-
লিকা পর্যন্ত সে ভূর্গে প্রবেশ করতে না পারে।
বিলম্ব কর না—আবদ্ধ কর, আবদ্ধ কর। পৃথিবী জয়ী
দাভিক আলমামুন এরূপ বিপদে কখন পড়েনি।
আবদ্ধ কর—আবদ্ধ কর।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লালমহল।

হাসান।

হাসান। তাই ত! এ কি। এ আমি বালক-
রূপী কোন মহাপ্রতিমানের ভূতাত্ম করতে এসেছি?
বালকের শক্তিকথা এক দিনে সহরময় রাষ্ট্র হয়ে
গেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বলাবলি করছে, সিপ্তান-
রাজের সঙ্গে এক বান্দা বালক এসেছে, তার কাছে
হাসান হেরেছে, উজীর হেরেছে, বাদশা হেরেছে।
তাই ত, তুমি বালকবেশে কোন রাজার রাজা?

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ। হাসান!

হাসান। কি হজুর!

আসাদ। আবার?

হাসান। না, তুমি হজুর। আর বারণ করলে
আমি স্তব্ধ না। কিন্তু হজুর, যুদ্ধ হয়েছে—বান্দা

আমি—কোন দিন আছি না আছি তার ঠিক নেই—
আমি জানতে চাই, আমার প্রভু কে?

আসাদ। একান্ত জানতে চাও?

হাসান। না জানতে পারলে, ম'লেও স্থখী হ'ব
না।

আসাদ। বেশ, বলব। আমার বলবার সময়
এসেছে। আর যদি বলতে হয়, তোমার মতন
অকৃত্রিম বন্ধু ছাড়া আর কাকে বলব? কিন্তু তৎপূর্বে
তাই, আমার একটি কাজ করতে পার?

হাসান। কি কাজ বল।

আসাদ। তুমি শাক্কাদীকে দেখেছ?

হাসান। তোমার মতন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি।—
শৈশবে কোলে-পাঠে ক'রে মাতুষ করেছি।

আসাদ। আমাকে দেখাতে পার?

হাসান। সে কি? কাকে দেখাব? কেমন ক'রে
দেখাব!

আসাদ। পার না?

হাসান। তুমি দেখতে চাইলে! বেশ, এক-
বার আমি ঘুরে আসি। এসে পারি কি না পারি,
বলব।

আসাদ। বেশ, তুমিও ঘুরে এস, আমিও ততক্ষণ
একটা ফন্দি ঠাওরাই—ঠাওরে আমিও পারি কি না
পারি, তোমাকে বলব।

[হাসানের প্রস্থান।]

(ওমারের প্রবেশ)

ওমার। আসাদ!

আসাদ। এই যে প্রভু, এসেছেন?

ওমার। এসেছি, কিন্তু মুহুর্তের জন্য। আমি
তোমাদের রেখে এখন এ সহর পরিত্যাগ করব।

আসাদ। আপনার মুখ এত মলিন হ'ল কেন
প্রভু?

ওমার। মলিনতা তোমার চোখের ভ্রম।

আসাদ। না প্রভু, বড় মলিন! গরীব বান্দার
গরীব চোক দুটির এত নিক্কাস করবেন না; আপনি
দেখেছেন?

ওমার। দেখেছি।

আসাদ। বলেছেন?

ওমার। বলেছি।

আসাদ। কি বললেন?

ওমার। বললুম, “বাদশা, আপনার এ কত্না
হুমিয়ার স্রেষ্ঠ সুন্দরী নয়।”

আসাদ। কি দেখলেন?

ওমার। কি দেখলুম—কি দেখলুম—আসাদ,
এ জীবনে কখনও সুন্দরী ললনা দেখা আমার ভাগ্যে
ঘটে নি। কিন্তু প্রগমেই আমি যে মূর্তি দেখেছি, তা
হ’তে সুন্দরী হুমিয়ার আর কোথায় কেনন ক’রে
থাকতে পারে, আমি জানি না।

আসাদ। আপনি ঠিক দেখেছেন—আপনার
দৃষ্টির প্রশংসা করি। আমিও দেখেছি।

ওমার। তুমিও দেখেছ?

আসাদ। দেখেছি—এ সফরে প্রবেশের সঙ্গে
সঙ্গে দেখেছি—নীলাচলে উঠে নগর দেখতে বাদশা-
জাদী আমার চক্ষে পড়েছে।

ওমার। কি রকম দেখেছ আসাদ?

আসাদ। এ হ’তে সুন্দরী হুমিয়ার আর কোথায়
কেনন ক’রে থাকতে পারে, আমিও বঝতে পারি না।
তবে আচ্ছ।

ওমার। আছে আসাদ? কোথায় আছে
আসাদ?

আসাদ। আপনি আপনার জননীর কথায় বিশ্বাস
করেন না? তিনি বলেছেন আছে; স্তম্ভরায়
নিশ্চয় আছে। আমি এত দিন দেখি নি—দেখতে
সাহস করি নি—আজ দেখে বো।

ওমার। আজ দেখে বে?—সে কি এত নিকটে
আছে?

আসাদ। (স্বগত) তাই ত! মনের আবেগে
এ কি বলে ফেললুম?

ওমার। কোথায় আছে আসাদ, আমি যে তার
অধেষণে হুমিয়া যুগতে চলেছি।

আসাদ। তবে ঘুরেই আসুন।

ওমার। যদি জান, নিকটে আছে, তা হ’লে
মিছামিছা আমাকে হুমিয়া ধোরাবে কেন?

আসাদ। আমার ইচ্ছা! অবাক হয়ে দেখছেন
কি?—আমি যদি দেখি, তা হলেই বা আপনাকে বলব
কেন? যদি আমি তাকে দেখে ভালবাসি, তা হ’লে
কি প্রভুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীত করব?

ওমার। (হাস্য) তুমি ভালবাসবে?

আসাদ। কেন, আমার কি ভালবাসতে নিষেধ
আছে হুমিয়ারি?

ওমার। তুমি বাকি ভালবাসবে, সে পৃথিবীতে
আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসার সামগ্রী!

আসাদ। যদি রেবেকাকে ভালবাসি?

ওমার। ভাল কি বেসেছ আসাদ? তোমার
কথার ভাবে বোধ হচ্ছে, বাদশাজাদী তোমার চিত্ত
আকর্ষণ করেছে।

আসাদ। মনে করুন করেছে, তা হ’লে আপনি
কি করবেন?

ওমার। আমি—আমি?—বারংবার কেন এ
প্রশ্ন করছ আসাদ?

আসাদ। আপনার কথার ভাবে আমার বোধ
হচ্ছে—রেবেকা আপনারও চিত্ত আকর্ষণ করেছে।

ওমার। যদিই আকৃষ্ট হয়, তাতে আমার চিত্তের
অপরাধ নেই। কিন্তু আসাদ, আমি ত তাকে পাব
না!

আসাদ। কেন প্রভু?

ওমার। আমি মাতের আদেশ পালন করতে
তার পিতার মধ্যে আঘাত দিয়েছি। আমি ত পাব
না!

আসাদ। কেন পাবেন না—আমি যদি পাইয়ে
দি!

ওমার। যদি তুমি বাদশাকে হুমিয়ার
সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী দেখাতে পার, তা হ’লে পেতে পারি,
নতুবা নয়।

আসাদ। তা হ’লে গরীব “সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীর”
কি হবে?

ওমার। তার কি হবে জানি না—কিন্তু যদি
দেখাতে পার, তা হ’লে আলমামুনের স্ত্রীজ্যোতের সঙ্গে
রেবেকাকে তোমার ক’রে দিই—না পারলে আসাদ,
আমাকে সম্রাটের গোলামী গ্রহণ করতে হবে।

আসাদ। এই কি প্রতিজ্ঞা?

ওমার। এই প্রতিজ্ঞা।

আসাদ। এখন কি করবেন?

ওমার। কি করব বল?

আসাদ। সিন্ধানে ফিরে যান। আর মুহূর্তমাত্র
এখানে থাকবেন না।

ওমার। আর তুমি?

আসাদ। আমি সে সুন্দরীকে দেখতে চললুম।

ওমার। তাই ত! এ কি! বালক বলে কি?
—এত নিকটে!—আসাদ—আসাদ!—তাই, ত, কি

দেখলুম!—বালকের চোখের এত মধুরতা! জন্ম-বিক্ষম্পী কণাকের এত মাদকতা আর কখনও ত অমুভব করি নি!

[ওমারের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

আসাদ।

আসাদ। দরিত্রার কড়া—সাহস ক'রে তোমার মুখের পানে চাইতে পারি নি—সাহস ক'রে তোমাকে ভালবাসতে পারি নি। কি জানি—ভিখারিণীর মূলা, হীন ভালবাসায় পাছে গর্বের লাবণ্য হয়। আর ভয় করব না—তোমাকে ধরতে হাত বাড়াব—ও দিকে বিষম প্রতিদ্বন্দ্বী বাদশাজাদী তোমাকে ধরতে হাত বাড়িয়েছে। তা হ'ক,—আমি নাতুঙ্গীন, পিতৃহীন, সখ্যহীন, সম্প্রদিশীন, স্থানহীন—এতকাল স্বরূপ গোপন ক'রে, ছনিথাকে—এমন কি 'না'জকেও—প্রভাবিত ক'রে আসছি। তা হ'ক—এরশ দিন নেহি রহেগা। আমার ভালবাসা তোমার। আমার প্রশয়িনীর যৌতুক তুমি। কি খবর হাসান?

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। খবর ভাল নয়। বাদশাজাদীকে বান্দনী ক'বে সম্রাট গুলমার্গ হুর্গে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

আসাদ। কেন বল দেখি?

হাসান। কেন, কেউ বলতে পারছে না। শুনলুম, দশ হাজার সৈন্য দিবারাত্রি কেলা পাথরা দিতে নিযুক্ত হয়েছে। এই রাত্রেই বনো হচ্ছেন। সঙ্গে দশ হাজার সৈন্য।

আসাদ। কেউ বলতে পারলে না বলে কি তুমিও কারণ বলতে পার না?

হাসান। আমি নির্ণয় করেছি। কারণ, তুমি নীল পাহাড়ের উপর যে সময়ে উঠেছিলে, সেই সময় হুর্ভাগ্যক্রমে শাজাদী তোমাকে দেখে ফেলেছে, দেখে উন্মত্ত হয়েছে।

আসাদ। হুর্ভাগ্য কেন হাসান?

হাসান। বাদশা জানেন তুমি বান্দা।—হুতরাং হুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলব? পাছে কোনও উপায়ে তোমাদের মিলন হয়, তাই বাদশা তাকে এমন জায়গায় বন্দী ক'রে রাখছেন যে, ছনিথার কোন শক্তি-শালী বীরও তোমাদের ছুজনের মিলন সংঘটন করতে পারবে না।

আসাদ। অথচ মিলন চাই।

হাসান। কে নেলাবে হুজুর?

আসাদ। গুলমার্গ কেনা কোথায়?

হাসান। এখান থেকে শত ক্রোশ দূরে। এক গভীর বিশাল হ্রদমধ্য পর্বতের উপরে।

আসাদ। তুমি সে হুর্গ দেখেছ?

হাসান। আমিই সেই হুর্গ জয় করেছিলুম। সে অকল্প্য হুর্গ জয়ের যশঃ আমারই একান্ত। যে পর্বতের উপর সেই হুর্গ, সেই পর্বত জল থেকে একেবারে পাঁচশো হাত মোজা হয়ে উঠে আকাশে যেন মিলিয়ে গেছে। বহু চেষ্টায়, বহু দিনের অবতোষণে বাদশা সে কেলা জয় করতে পারে নি। আমি জয় করেছি। ঘোর অন্ধকারময় রাতে সাঁতার দিয়ে সেই প্রাচীরমূলে উপস্থিত হই। তার পর শুধু এই হস্ত-পদের সাহায্যে সেই পর্বতগাত্রে আরোহণ করি। কেউ স্বপ্নেও জানতো না যে, মাহুব সে পথে কখন উঠতে পারবে। স্মরণ্য সেদিকে প্রহরী ছিল না। আমি হুর্গে প্রবেশ ক'রে নিদ্রিত প্রহরীর পার্শ্ব দিয়ে গিয়ে হুর্গের দ্বার খুলে দি।

আসাদ। বা! বা! হাসান! আর একবার উঠতে হবে!

হাসান। তখন আমি যুবক, এখন আমি বৃদ্ধ।

আসাদ। বেশ, উঠতে না পার, উঠা দেখতে পারবে না?

হাসান। তুমি কি বল?

আসাদ। তুমিই বৃদ্ধ, আমি ত বৃদ্ধ নই হাসান।

হাসান। স্বপ্নেও ওঁতার কথা মান ক'র না। দোহাই বালক, মৃত্যু—ভীষণ মৃত্যু আলিঙ্গন করতে বেগে না।

আসাদ। তবে তুমি থাক, আমি শাজাদীকে দেখবো, স্মরণ্য উঠবো।

হাসান। বেশ চল, পর্বতের তলদেশে তোমাকে উপস্থিত করিয়ে দিই। কিন্তু দোহাই বালক—চলবার আগে আর একবার মতিস্থির কর।

(অইরিপের প্রবেশ)

আই। তবে কি তুই বলতে চাস বান্দা, আমার এ সম্ভান এতই হীন যে, তাকে ভালবাসার অপরাধে বাদশাজাদী আজীবন বন্দিনী হয়ে থাকবে ?

আসাদ। হা, মা—এসেছ ?

আই। আসব কি—আসাদ—আছি।—তোমাদের এখানে রেখে আমি কি অন্তর গিয়া নিশ্চিত থাকতে পারি ? আমার পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর—আমি আল-মামুনের কন্ডাকে পূজনীয় করব ন'লে পুত্রকে এখানে পাঠিয়েছি। তুমি কি মনে করেছ, অপারগ হ'লে আমি সিস্তানে আর ফিরে যাব ! ভয় নেই, আমি পরাক্ত হ'তে এ রাজ্যে অভিয়ান করি নি—তবে আমি তোমাদের শক্তি দর্শনের অপেক্ষা করছি। তোমরা না পারলে আমি। এখন আমার সঙ্গে এস, ছনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ হুন্দরী তোমাকে একবার দেখিয়ে দিই।

হাসান। এ বান্দা কি করবে ছজুর ?

আই। এ বান্দা কার ?

আসাদ। আমার।

আই। শক্তি কি ?

হাসান। আপনার কাছে শক্তির অহঙ্কার কি করব মা ? আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, ছনিয়ার সমস্ত শক্তি আপনা হ'তে উদ্ভূত হয়েছে।

আই। যা আদেশ করব, তা করতে পারবে ?

হাসান। আপনি আদেশ করতে পারলেই পারব।

আই। অবশ্য বহুশো যা না পারে, এমন আদেশ তোমাকে করব কেন ? কিন্তু যখন আদেশ করব, তখন অপারগ হ'লে তোমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তুমি অপরাধী। পার আমার সঙ্গে এস—না পার, বন্ধ, এই স্থান থেকেই বিদায় গ্রহণ কর।

হাসান। না মা, থাকবো।

আই। বেশ,—তা হ'লে তুমিও প্রভুর সঙ্গে ছনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ হুন্দরী দেববার অধিকারী। স্বর্গের জোরগ মুক্ত হও—ছনিয়ার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য ভিড়িতাবলম্বনে একবার চিত্তচিরিতের দৃষ্টিপথে অবতীর্ণ হও।

(পট পরিবর্তন)

(কমলদলিতা প্রতিবিম্বিতা হুন্দরীর আবির্ভাব)

হাসান। ইয়া আল্লা, এ কি !

আসাদ। হা—হা—

আই। হুঁসিয়ার ! স্বর্গের স্বপন ভাঙিয়ে ছনিয়ার মর্যবেদনায় আগরণে আর তাকে টেনে এন না।

হাসান। এ কি দেখলুম মা ? দেখে বুকের লৌহময় দেহের সমস্ত স্নায়ু স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। এ কি দেখালে মা ?

আই। এখন আর আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রো না। বৃদ্ধ ! যদি এই দৃশ্য আর কখনও দেখবার অভিজ্ঞতা রাখ, তা হ'লে এই বালককে সঙ্গে নিয়ে বন্দিনী শাস্ত্রাদীর উদ্ধার সাধন কর।

হাসান। যদি উদ্ধার করতে পারি ?

আই। তা হ'লে দেখতে পাবে। নতুবা এই দৃশ্যের যবনিকা তোমাদের দৃষ্টিপথে জন্মের মত নিক্ষিপ্ত হ'ল।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

নগরপ্রান্ত—শিবির।

ওয়ার।

ওয়ার। কি বললে আসাদ, এত দিন দেখি নি—দেখতে সাহস করিনি—আজ দেখবো ! আমিও ত এত দিন দেখি নি ! দেখতে সাহস করি নি ব'লে দেখি নি নয়,—দেখতে জানি নি ব'লে দেখি নি। মা বালক সহচর ক'রে যে দিন থেকে তোমাকে আমার উপহার দিয়েছে, সেই দিন থেকে বালক-বোদেই তোমাকে দেখে আসছি। তুমি গোপনে আমার পাশে পাশে বেড়িয়েছ—ভ্রাতাবশে অকৃত্রিম প্রভু-ভক্তিতে আমাকে আপ্যায়িত করেছে—মৃগয়াবাসনে ঘনায়ণের নির্জনে পাদপতলে কত দিন তুমি আমার পার্শ্বে ব'সে আমার ক্রান্তদেহের অবসাদ দূর করেছ ! কত ঘনাক্ষারময়ী রজনী শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট তোমার মধুর স্বর-বক্তারের অন্তরাল দিয়ে আমার অলক্ষ্যে আত্মহারাৎ কালতরঙ্গে মিশিয়ে গেছে। পুষ্পমালায় নিকরাক্ত প্রসঙ্গের মত কত দিন তোমার দীরতরঙ্গিত কান্ত সৌন্দর্য্য আমার ললাটের স্বেদজলে পরিবল মাথিয়ে আমাকে ধীরে ধীরে মোহবুনে আবৃত করেছে। কিন্তু কই, একদিনও ত বুঝতে পারি নি—একদিনও ত তোমার দেখতে পাই নি ? সরল দর্শন কোবল

কটাকের অলঙ্কারে শোভিত ক'রে তুমি একদিনও ত আমার পানে চাও নি—একদিনও ত কোমল দীর্ঘ্বাসে আমার মর্মস্পর্শ কর নি? আসাদ—আসাদ! আর একবার আমার পানে চাও। অপাঙ্কপ্রেরিত ক্রোতি-ধারার সিক্ত ক'রে এ অযোগ্য দৃষ্টিহীনের চক্ষে দৃষ্টিশক্তি প্রদান কর।

(মোবারকের প্রবেশ)

মোবা। কে তুমি?

ওমার। তুমি কে?

মোবা। এই যে অসভ্য বক্তা সরদার, আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম।

ওমার। (অস্তবহিষ্করণ) খুঁজতে হবে কেন, আমি ত এখানে তোমাদের বকের ওপরে পা দিয়ে বিচরণ করছি।

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। কি কর, কি কর মুখ্য পুত্র। কার সঙ্গে শক্রতা করতে এসেছ! (অস্তবহিষ্করণ)

মোবা। কেন? আততায়ীর সঙ্গে। আপনায় আদেশে এই বর্ষের জন্ত আমি শাজাদীর আশা পরিত্যাগ করেছিলুম। কিন্তু নগরবাসী বুঝেছে, এই রাজকুমারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতার পরাস্ত হব ব'লে, ভয়ে আমি শাজাদীর লোভ ত্যাগ করেছি! আপনার পুত্র হয়ে আমি আজীবন সে অপবাদ বহন করব, আর এ ব্যক্তি মুক্ত শাজাদীকে দেখে, প্রতারণা ক'রে পালিয়ে যাবে।

ওমার। বর্ষের হ'লেও আমি আপনাকে এ অপবাদ বহন করতে বলতে পারি না।

উজীর। আমিও বহন করতে বলতুম না, যদি জানতুম, তোমাদের এক জনের মৃত্যুতে সে অপবাদ দূর হয়ে যেত!

মোবা। কেন দূর হবে না?

উজীর। শাজাদী তোমাদের উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করেছে। রাজকুমারীর পণয়পাত্র তোমাদের উভয়ের মধ্যে কেউ নয়।

মোবা। আমি জানতুম—আমি।

ওমার। আমিও জানতুম—আমি।

উজীর। কিন্তু আমি জানি, আর এক জন। সে ব্যক্তি এত শক্তিশালী যে, তার ভয়ে বাদশা কতাকে রাজধানীতে রাখতে সাহস করছেন না।

বিপুল সৈন্য সঙ্গে দিয়ে তাকে গুলমার্গ হর্গে প্রেরণ করেছেন। মোবারক! এই রাজ্যের সমুখে আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি যে, তোমার মত পুত্রলাভে আমি গৌরবাবিত। তোমার বীরত্ব, তোমার মহত্ব আমার অবিস্মৃত নেই—বাদশারও অবিস্মৃত নেই। তাই বাদশা তোমাকে ক্রতাদানের জন্ত অভিশাপ করে-ছিলেন। কিন্তু তুমি যে আমার আদেশে হুনিয়ার এ শ্রেষ্ঠরত্ন-লাভ পরিত্যাগ করবে—নিজের মর্ম ছিঁড়ে প্রণয় বিসর্জন দেবে, তা বুঝতে পারি নি—সম্রাটও পারেন নি। তিনি তোমার আচরণে বিস্মিত—তোমাকে ক্রতাদানের জন্ত এখনও লালায়িত। কিন্তু অভাগিনী অস্ত্রের প্রেমাশক্ত হয়ে পিতৃ-আদেশে বন্দি। সুতরাং এক অভাগার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে নিজের অভাগা শতগুণে বর্দ্ধিত ক'র না। যদি তোমার পূর্ণ মহত্ব দেখিয়ে তোমার পিতাকে পূর্ণহৃৎ সুখী করতে চাও, তা হ'লে রেবেকার উদ্ধারসাধন ক'রে এই রাজকুমারকে প্রদান কর।

মোবা। তা হ'লে ত বাদশার সঙ্গে শত্রুতা করতে হবে?

ওমার। কিছু করতে হবে না।

উজীর। তা কেন ক'রে বলব সন্তানরাজ? আপনি ত দরবারে সম্রাটের প্রতিজ্ঞা শুনেছেন!

ওমার। তবু করতে হবে না, জনাবালি, বিশ্বাস করুন—অস্ত্র-সারশূন্য গর্বে আপনাকে সঙ্গঠ করছি না। আমি বিনা যুদ্ধে এই দান্তিক সম্রাটকে বশীভূত করব—তার ক্রতা গ্রহণ করব। কিন্তু জনাবালি, আমি তাঁকে বাদশার সমুখে প্রত্যাখ্যান করেছি। দৌল্ধর্যে ভূষিত হ'লেও, আমি আর তাকে গ্রহণ করব না। আমি আর এক হৃদয়ী দেখেছি! শাজাদীর রূপ-মোহের আবরণ তার দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হয়ে গেছে। এক অপূর্ণ প্রেমশক্তি ছিন্ন-বরণের অন্তরাল দিয়ে ধীরে ধীরে আমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ ক'রে, আমার হৃদয়কে আয়ত্ত ক'রে ফেলেছে। প্রেমের প্রভাব এতকাল বুঝতে পারি নি—ক্ষণপূর্বে বুঝেছি! তার মুহূর্তের স্পর্শ যুগের ব্যতন আমার হৃদয়মধ্যে ঢেলে দিয়ে গেছে। এই অসহ্য ব্যতনা চিরদিনের জন্ত বহন করতে, আপনার আদেশে আপনার এই মহাহতভব পুত্র, তাঁর হৃদয়ের সার সর্বস্ব আমাকে দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন—আমি কি তা গ্রহণ করতে পারি? এম বক্ত, তোমার প্রণয়িনীকে মুক্ত

করবার উপায় অব্যবহৃত করি। না পারি, এই রকমে
হাত ধরাধরি ক'রে দু'জনে ছুনিয়া পর্যটন করব।

ওমার। পিতা!

উজীর। যাও মোবারক! পিতা পুত্রের জন্ত
মহৎ সঙ্গ কামনা কবে—মহৎ সঙ্গ লাভের জন্ত কত
লোক ছুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি বিনা আস্রাসে
ঘরের পাশে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছ। ভাগ্যবান!
এখন তুমি তা গ্রহণ কর।

মোবা। সিন্তানরাজ!

ওমার। এখন প্রথম কার্গা শাজাদীর উদ্ধার, কি
বল সখা?

উজীর। উল্লাসে, বিস্ময়ে, ব্যাকুলতায়—তোমার
সখার স্বর বন্ধ হতে গেছে। আমি বলছি, অবশ্য
উদ্ধার করবে। তবে আমি সম্রাটের গোলাম—আমি
ঊঁর দুঃসংগের সাহায্য করবার অধিকারী নই।

[প্রস্থান।

মোবা। সত্য সত্যই আপনি আমাকে গ্রহণ
করলেন সিন্তানরাজ?

ওমার। (বংশীপানি)

(ছদ্মবেশী সৈনিকগণের প্রবেশ)

ওমার। এই যে ধ'রে আছি সখা! সমস্ত পাহাড়ী
সরদারদের খবর দাও—তিন দিনের মধ্যে গেন তারা
গুলমার্গে দুর্গের পাদদেশে সমবেত হয়। আমাদের
পৌছিবার পূর্বে যদি দুর্গমধ্যে প্রবেশ করতে পার, উত্তম
—না পার, আমার পৌছিবার অপেক্ষা। কিন্তু
ছ'দিয়ার—দুর্গাধিকারের পূর্বে কেউ যেন তোমাদের
মস্তিষ্ক ব্যর্থ না পারে। সত্বর চ'লে যাও—সকলকে
পানিও—জীবনধারণ সংগ্রাম।

চতুর্থ দৃশ্য

গুলমার্গে দুর্গের সম্মুখভাগে।

আসাদ।

আসাদ। কি বললে রাণী? আমি বাদশাজাদী?
কথু তাই নহ, বাদশার সহধর্মিণী আমার মা? আমার
নিষ্ঠুর পিতা আমার মাকে কুতীরে পরিত্যাগ ক'রে,
ছুনিয়ার মালিকানি ভোগ করছে? লড়িয়ে লুপ্ত
দিনীহিত পুত্র রক্তাক্তবস্ত্রিত বাসগৃহে, আর

আমি গোলামবেশে, মর্গালা-নাশভয়ে পুরুষবেশে, পথে
পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি? পতি-পরিভ্রাতা রমণীর সমস্ত
বস্তু নীরবে জনয়ে আবদ্ধ ক'রে, সেই উত্তপ্ত বুকে
আমাকে রেখে পালন করেছে! মা! তোমার
অকৃত্রিম মন্তানস্নেহ কি রূপা যাবে? অজ্ঞাতসারে
তোমার প্রাণের জ্বালা প্রতি স্পন্দনে আমি অভ্যস্ত
হয়েছি। ছুনিয়ার কোন্ বিভীষিকা আমাকে ভয়
দেখাতে পারে? আমি কি তোমার অপমানের
প্রতিশোধ নিতে পারব না?

(হাসানের প্রবেশ)

কি খবর?

হাসান। খবর ভাল নয় হজুর—আমাদের আস-
বার একঘণ্টা বিলম্বে সমস্ত স্থিতি নষ্ট হয়ে গেছে।
একঘণ্টা আগে দশ হাজার পদতন শাজাদীকে নিয়ে
দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেছে। আমি উপস্থিত হয়ে দেখি,
কেল্লার ফটক প'ড়ে গেছে। এক ঘণ্টা পূর্বে উপস্থিত
হ'তে পারলে, আমরা পদতন পৌছিবার আগে কেল্লার
মধ্যে প্রবেশ করতে পারতুম।

আসাদ। এখন?

হাসান। কেল্লার ফটক প'ড়ে গেছে—এখন লক্ষ
সৈন্য ঠোঁ করলেও সে ফটক খুলতে পারবে না।

আসাদ। তবে এসে কি হ'ল?

হাসান। রূপা আসা—

আসাদ। তুমি?

হাসান। আমি? কি বলব প্রভু, পূর্কের
'আমি'র আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাই সাক্ষী
তুমি। তোমার প্রভুর এক মুঠাঘাতে আমি অবসন্ন
হয়েছি।

আসাদ। তা হ'লে শাজাদীর উদ্ধার হবে না?
আমাকে ভালবাসার অপরাধে তিনদিন সে এই ভয়ঙ্কর
দুর্গে বন্দী হয়ে থাকবে?

হাসান। তা আমি আর কি বলব, হজুর!
পূর্কেই বলেছি, এই দুর্ভাগ্য দুর্গ জয় করবার যশের
আমিই একমাত্র অধিকারী। বিশ বৎসর পূর্কে
আমিও তোমার মতন এক দিন এইখানে দাঁড়িয়ে
এই দুর্গের পানে এমন সন্তক নয়নে চেয়েছিলাম।
সম্মুখে কি দেখেছি?

আসাদ। কি বিচিত্র! কি বিশাল—কি মহান!
বিচিত্র বিশাল নীল জগৎগণের উপরে, বিচিত্র মহান

নীল শৈলধেন আকাশ-ধরণীর সর্বোৎকৃষ্ট হয়ে অবস্থান করছে।

হাসান। আমিও এক দিন এই বিচিত্র বিশালতার মর্ম্য গ্রহণ করতে এইস্থানেই দাঁড়িয়েছিলুম। সম্মুখে এই হ্রদ, হ্রদমধ্যে এই পাখাড়, পশ্চাতে এই বিশাল অরণ্য, আমি এই তিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে দারুণ চিন্তামগ্ন—প্রতিজ্ঞা এই দুর্গজয় করতে হবে। আজ আমার দুর্বলতার প্রোথ্রয় পেয়ে আকাশে চাঁদ উঠে হাসছে, জলে চাঁদ ডুবে আমাকে ইঙ্গিতে বহুশ্য করছে। কিন্তু সে দিন আমার শক্তিরূপে আকাশে চাঁদ উঠতে সাহস করে নি—আমার চতুর্দিকে অমাবস্তার ঘোর অন্ধকার বিরাজ করেছিল।

আসাদ। না হাসান, না ভাই, সে জ্ঞাত নয়। সে দিন দুর্ভাগ্যক্রমে চাঁদ তোমার সেই অম'মুখিক বীরত্ব দেখতে পায় নি, তাই আজ দেখে ধস্ত হ'বে ব'লে আগে থাকতে আকাশে উঠেছে।

হাসান। দোহাই হুজুর, এ কাজ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কোন অলঙ্কা দৈবশক্তির সহায়তা না পেলে আমি কখনই উঠতে পারতুম না। তবে ভাই, এ কথা বলছি, যদি আমার পূর্বের মতন শক্তি ও সাহস থাকত, তা হ'লে আজই শাজাদীকে উদ্ধার করবার প্রেই দিন। কেন না, একশ কোশ পথ পূর্ণাটন ক'রে, সমস্ত সেপাই—শাজাদীর সমস্ত সঙ্গী—ক্রান্ত হয়েছে।

আসাদ। আমাদের অবস্থাতেই তা বুঝতে পার'ছ।

হাসান। যদি শাজাদীর উদ্ধার হয়, তবে সে আজ—আজ গেলে আর নয়।

আসাদ। আজ কি সওয়্যতা পাব না ?

হাসান। কার সওয়্যতা হুজুর ?

আসাদ। দেবতার।

(ভন্নার প্রবেশ)

ভন্নার। অবশ্য পাবে—তোমার সতী জননীর আত্মীকীরূপ রজ্জু পর্তগায়ে নিবদ্ধ আছে। আসাদ! আমি সেই রজ্জু ধ'রে তোমার গর্জরক্ষার জন্য দুর্গে প্রবেশ করতে চল্লুম। (জলে পতন)

আসাদ। তা হবে না—প্রভু! আমার জ্ঞাত তোমাকে মরতে দেব না। মরতে হয় একসঙ্গে মরব—একসঙ্গে মরব। (জলে পতন)

হাসান। হা আল্লা! এ কি! এমন উন্নত সাহসী আমি আর ত কখন দেখি নি! ধস্ত তোমাদের সাহস—ধস্ত তোমাদের সাহস! তবে তোমরা মরতে জান, আর আমি কি কেবল দাঁড়িয়ে দেখতে জানি? এ সময় যদি তোমাদের সঙ্গে না মরব, তবে আর হুখে মরবার সময় পাব কখন? ঈশ্বর! বিশ বৎসর পূর্বে তোমার নাম নিয়ে আমি আর একবার এই হ্রদে বাঁপ দিয়েছিলুম। তখন ক্ষুদ্র শক্তিতে আমার কিছু অহংকার ছিল। এখন আমি বৃদ্ধ—আমাকে সে শক্তির কথা নেই। এখন শুধু তোমার নাম মম্বল—তোমার নাম হজরৎ!—তোমার নাম!—(জলে সম্প্রদান)

পঞ্চম দৃশ্য

শুলমার্গ দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ।

রেবেকা ও সখীগণ।

(সখীগণের গীত)

ভালবেসে শুধু ভালবেসে, মধু মুখখানি দেখে তার।

আপনার ঘরে আপনি বন্দিনী, ওগো রাণী,

কেন মুখখানি ক'রে ভার ॥

তোমারে বাধিতে তোমারি প্রাণ,

তোমারে বিলাতে তোমারি দান,

মান অপমান সমানে সমান,

আপনার লাজে আপনি বেড়েছ করেছ গলার হার।

প্রেম সার প্রেম ভার, তুমি কার কে তোমার,

কেন মিছে বাঁধিজল সার ॥

রেবেকা। যা বাদীরা, সব চ'লে যা, আমার শরীর-মন অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে। আমাকে কিছুক্ষণের জন্য একা থাকতে দে, বিশ্রাম করতে দে। (সখীগণের প্রস্থান) আর দেখা হ'ল না, বুঝি আর দেখা হবে না। আমি বন্দিনী, শুধু দেখবার অপরাধে, শুধু ভালবাসার অপরাধে আমি বন্দিনী। আর দেখা হ'ল না, বুঝি আর দেখা হবে না।

[প্রস্থান।

মর্ত্য দৃশ্য

হৃদমধ্যস্থ গুলমার্গ পৰ্কত।

ওমার ও আসাদ।

ওমার। তাই ত আসাদ! দূর থেকে এক রকম দেখেছিলুম, কিন্তু পৰ্কতের তলে এসে একে আর এক রকম দেখছি। এ শৈল যে এত মহান, তা ত দূর থেকে অনুভব করতে পারি নি।

আসাদ। আমিও ত পারি নি প্রভু! এইটুকু সম্ভরণে আসতে আমার হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে।

ওমার। আসাদ! আমি হুনিয়ার সৰ্বশ্রেষ্ঠ হুন্দরী পুঞ্জ পেয়েছি।

আসাদ। কোথায় প্রভু?

ওমার। তাঁদের আজ্ঞা এত শোভা কেন আসাদ?

আসাদ। ধরণীর চলন্ত চাঁদ আজ নিশ্চল শৈলজলদে ভেসে উঠেছে। কিন্তু পাদমূল বিশাল হ্রদ ভরকে তরঙ্গে এমন উল্লাস দেখাচ্ছে কেন প্রভু?

ওমার। যা কখন সে আর দেখবে না—তা দেখেছে, তাঁদের কিরণে প্রস্ফুটিত কাকন-শতদল নীলতরঙ্গে ভেসে উঠেছে। আসাদ! একবার তাঁদের পানে চাও, তার পর শীতল কিরণ মুখে মেখে সেইরূপ স্নিগ্ধ কটাক্ষে একবার এই দৃষ্টিহীনের প্রতি দৃষ্টিনিবেশ কর। এ অপকল্প রূপ—এ মধুর হৃদয় এতকাল আমার কাছে কি অপরাধে লুকিয়ে রেখেছিলে প্রাণেশ্বর!

আসাদ। নীরস শৈলতলে—নির্গম হ্রদজলে—মৃত্যুর কোলে উপবেশন ক'রে, এ আমি কি ভুলছি? আর কি শোনিবার স্থান ছিল না? কি করলে প্রভু! আমি যে বাদী—এ কি করলে রাজা?

ওমার। আর প্রভু কেন—প্রভু দাস হয়েছে আসাদ!

আসাদ। আর আসাদ কেন! আমি তোমার বাদী পলিন।

ওমার। পলিন! আহা কি মধুর নাম! পলিন—পলিন—আমার রাণী—বাদী ব'ল না। আমার গলদেশে বাহুবৈঠনে একবার আমাকে ওমার বল।

আসাদ। অদৃষ্টের তীব্র রহস্বে আমার বড় হাসি

পাচ্ছে! বোদা! পুরকার দিলে, কিন্তু কোথায় দিলে? এ উচ্চ স্থান কঠে ঢেলে গলাধঃকরণ করতেও পারছি না, ফেলতেও পারছি না! ওমার! মধু-ময় ওমার! উল্লাসে বিবাদের আমার সৰ্বশরীরে অবসাদ! কি করব! তুমি এমন মধুর, আমিও ত বুঝতে পারি নি!

ওমার। চির ব্যাকুলিত বক্ষ তোমার বিশ্রামের জন্য যে উন্মুক্ত রেখেছি প্রাণেশ্বর!

আসাদ। দেখ ওমার! পৰ্কত ভয় দেখাচ্ছে, গভীর হ্রদ ভয় দেখাচ্ছে, সমুদ্রের তীরভূমি মরণ অন্ধ-কার হৃদয়ে পুরে আমাদের গ্রাস করবার জন্য যেন মুখ ব্যাদান করছে। আঃ! কিন্তু কি সুখের অবসাদ প্রাণেশ্বর!

ওমার। আহা হা—কি সুখের অবসাদ প্রাণেশ্বর!

(আসাদের গীত)

হুনিয়া মিলিয়া তুলিয়া হ্রদ,
করে আবাহন আমার প্রাণ-বঁধুর।
শুনিব কি কানে, বৈধে লব প্রাণে,
ঢালিয়া দিব কি সমীরণে,
মগ্ন হব কি নগ্ন পরশে মধু হ'তে সে মধুর।
লহর সরশে মিশে মিশে মিশে
ভেসে যাব কতদূর॥

(হাসানের প্রবেশ)

হাসান। বা বা! তোমরা দম্ভ! দম্ভ তোমাদের সাহস! এই ভীষণ স্থানে ব'সেও তোমরা উল্লাস করছ!

আসাদ। হাসান, তুমি এলে?

হাসান। তোমরা মরিয়া হয়ে জলে বাঁপ দিলে—আমি দেখে থাকতে পারলুম না। নাও—ওঠ।

আসাদ। ভাই, একটু বিশ্রাম কর।

হাসান। বিশ্রাম—এখানে কেন? বিশ্রাম একেবারে পাহাড়ের ওপরে শাজাদীর ঘরে।

ওমার। তুমি বালককে তীরে কিরিয়ে নিয়ে বাও—আমি উঠি। তোমার ভায় সজ্জন বজুর মূত্ৰা আমি দেখতে পারব না।

হাসান। (হাস্ত) প্রভু! হাসান সজ্জন ক'রে, মূত্ৰা না হওয়া পর্য্যন্ত, কার্য শেষ রেখে ফেরে না। তোমরা ফের, আমি উঠি।

আসাদ। তবে সকলেই উঠি।

ওয়ার। তাই, বালক পরিশ্রমে অবসর হয়েছ।

হাসান। অবসর হয়েছ প্রভু? বেশ, তবে পিঠে ভর দাও। যোবনে এই পর্কতে একা উঠেছিলুম। বার্কিকো ঈশ্বর পৃষ্ঠে এক ভার সংলগ্ন করে দিলেন। বেশ দাও। তবে—আমার প্রভু—আমার প্রভু—করুণাময়! বৃদ্ধ বয়সে তুমিই আমাকে দান করেছ! এস প্রভু! উপরে চেও না—খোদার নাম লও—পিঠে ভর দাও—ওঠ।

(উপর হইতে রজ্জু-পতন)

ওয়ার। হে করুণাময়, হে করুণাময়! এ কি, করলে? হাসান! চেয়ে দেখ। ধার্মিক মুসলমান! তোমার মনের বল রজ্জুরূপে উপর থেকে তোমার সহায়তা করতে এসেছে।

হাসান। সত্যি—ইয়া আল্লা এ কি!

আসাদ। ওঠ হাসান—ওঠ—ঈশ্বরের সহৎ নাম স্মরণ করতে করতে ওঠ—হাসান—ওঠ।

সপ্তম দৃশ্য

গুলমার্গে দুর্গমধ্যস্থ কক্ষ।

রেবেকা ও সখিগণ।

(গীত)।*

জীবন গাথা নিয়ে আমার কথা তারে শোনাব।

নয়ন-আসারে রচিরা মুকুতা-হার

আজি রে প্রাণে তাকে পরাব ॥

অমুরাগ-অঞ্জন নয়নে মাখাব তার,

তারি হৃৎ আশে তারে ক'রে লব আপনার,

সরম দিয়ে দূর, তাহার মরম 'পরে,

মরম ভাশায়ে মোর দেখাব ॥

[প্রস্থান।

(আসাদ, হাসান, সিতান-সর্দারের প্রবেশ)

সর্দার। সম্রাটের অধ্বক্ষক সেজে সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে আমি দুর্গে প্রবেশ করেছি। জানি তোমরা

* এই গানটি ১ম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্বে আসাদের গীত হইবে এবং সেই গানটি এইখানে বসিবে।

আসবে; শাজাদীকে উদ্ধার করতে হবে; তাই সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধারের সমস্ত উপায় নিয়ে এসেছি। পাহাড়ী ভাঙ্গে সব পাহারাদারকে বেঁধে স করেছি। এইবারে কি করব সর্দার, হুকুম কর।

হাসান। আর তোমাকে কিছু করতে হবে না। তাই, ধন্ত তোমার সাহস। এস আমার সঙ্গে এস, এই দুর্গের পল্লয়ন-পথ আমার জানা আছে, এস আমার সঙ্গে—আমরা পথ পরিষ্কার করি।

আসাদ। বিলম্ব ক'র না—চুপে চুপে। প্রভু বাহিরের রক্ষিকূপে অপেক্ষায় আছেন। একা—শীঘ্র যাও সংবাদ দিয়ে তাঁর উৎকর্ষা দূর কর।

[আসাদ, হাসান ও সর্দারের প্রস্থান।

(রেবেকার পুনঃ প্রবেশ)

রেবেকা। শূন্য—শূন্য—সব শূন্য! কি ভীষণ নিতুষ্কতা এ পুরী আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে! আমার ক্রম পাণ, তাই এই পাণ পুরীতে এখনও জীবিত রয়েছে। আর কি দেখতে পাব না? নীলাচল-শিখরের উপর রক্তিম-রাগ-রঞ্জিত যে জ্যোতি একবার মাত্র আমার স্বপ্নাকাশে উদ্ভিত হয়ে আমার চির-বিবাদ-তমোময় জীবনকে মুহূর্তের জন্ত স্রবের দিবা-লোকে আলোকিত ক'রে দিয়ে চকিতের মধ্যে মহা-শূন্যে মিশিয়ে গেল, আর কি এ জীবনে সে জ্যোতির অমৃ-স্পর্শ দ্বিধালোক অমৃতভব করতে পারব না? পিতা, এত নিষ্ঠুর তুমি? বিশ্ববিজ্ঞতা সম্রাটের কন্যা আমি—কি অপরাধে আজ এই ভীষণ প্রান্তরদুর্গে বন্দি? শুধু দেখার অপরাধে! শুধু প্রাণবিনয় ভালবাসার অপরাধে আমি বন্দি।

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ। তাও কি কখন হয় বাদশাজাদী। প্রের কখনও বন্দী হয় না! প্রাণ কখনও বন্দী হয় না।

রেবেকা। ঠ্যা—ঠ্যা—এ কি! এ কি! স্বপ্ন—না মায়ী?

আসাদ। স্বপ্ন নয়—মায়ী নয়—সত্য। প্রত্যক্ষ জাগ্রত সত্য।

রেবেকা। তবে সত্যই কি তুমি আমার প্রাণের আরাধ্য দেবতা, আমার স্বপ্ন-জাগরণের নিত্য সহচর, আমার ধ্যান-ধারণার জাগ্রত হবি সত্যই কি তুমি এসেছ?

আসাদ। ধীরে হুন্দরী—ধীরে। প্রেমের সর্বজ্ঞ
অবাধ পতি, তাই এসেছি। হুন্দরী! যদি এই
গোলামকে দেখা, এই বান্দাকে ভালবাসা জাঁহাপনার
চক্ষে অপরূপ হয়, তা হ'লে এই শুভক্ষেণে
জাঁহাপনাকে শিক্ষা প্রদান কর। দাস্তিক বিশ্ববিজয়ী
সম্রাটকে বৃত্তির দাও বে, প্রেম কখনও বন্দী হয় না
—প্রাণ কখনও বন্দী হয় না। চল—আমার সঙ্গে
চল, মুহূর্তমাত্র বিলম্ব কর না। যদি ভালবাসা
তোমার মুখের কথা না হয়, তবে এখনই ওঠ, হাত ধর
—সঙ্গে এস। চল—আমার সঙ্গে চল, যেখানে প্রেমে
অন্তরায় নাই, সেখানে চল। যেখানে ভালবাসায় চুষে
নাই, যেখানে প্রাণরীতুগল অবিরাম অবিশ্রামে স্বর্গীয়
বিসল সুখসুধাময়, তথায় চল। আমার বিশ্বাস ক'রে
যেতে পারবে কি শাজাদী?

রেবেকা। তোমাকে বিশ্বাস? যাকে মুহূর্তের
জ্ঞান দর্শনমাত্র জীবন-দোষন প্রাণ-মন সব সমর্পণ
করেছি, তাকে বিশ্বাস করতে পারব কি না জিজ্ঞাসা
করছ? তুমি কতিন পুরুষ, নারী-রূপ জ্ঞান না।
চল—এখনই চল, তুমি যেখানে যেতে বলবে, সেই
আমার স্বর্গ—চির সুখময়—স্বর্গীয় সৌরভে
আমোদিত। চল—কোথায় যাবে চল। আমার
হাত ধর, রূপস্বন্দর; আমার সর্বজ্ঞ কীপড়ে।

(আসাদের গীত)

তুলি ধরি (ছবি) হাঁকিতে যাউ,
আকুলি ব্যাকুলি মুখটি চাউ।

নয়নে নয়ন অবশ অঙ্গ,

তুলি গেল ক'রে একি রে বঙ্গ,

নয়নের ঠারে বিধেছে আমবে,

মরমে এমন মরিয়া ঘাই ॥

কেবা তুমি কোথা আছ গো,

আমার হইয়া দেখ গো;

মুদি গেছে অঁখি (রূপ) দেখি কি লিখি।

ভেবে না পাই আকুল তাই ॥

[উভয়ের প্রস্থান।]

(উজীর ও আলহামুনের প্রবেশ)

আল। কি করব উজীর? আমার নদীৰ!
আমি বালককে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আর ত
পারি না। অত্যাগিনী রেবেকা না কেনে সেই বালকের

রূপে মোহিত হয়েছে। বত দিন না সে রতি-পরি-
বর্তন ক'রে, মোবারককে স্বামিরূপে গ্রহণ করে, তত
দিন সে এই ভীষণ দুর্গে আবদ্ধ থাকবে। আর সেই
বালক,—সে-ও ত জানে না! আর সে আমার
আকাজিত বন্ধে স্থান পেলে না—চিরদিন বান্দা হয়ে
তাকে থাকতে হ'ল। কিন্তু এ কি উজীর! সমস্ত
পুরী এমন বিষম ঘূমে আছর কেন? এ হ'ল কি?

উজীর। তাই ত দেখছি জাঁহাপনা!

আল। এ সময় যদি শত্রু এসে দুর্গে প্রবেশ
করত, তা হ'লে রক্ষা করত কে?

উজীর। আকাশ থেকে প্রস্তুত হ'য়ে যদি শত্রু
করে, তবেই এ দুর্গ অধিকৃত হ'তে পারে।

আল। নিজের শক্তিতে যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিজা
যেতে পারে, তার ভাগ্যেই শত্রু আকাশ থেকে পতিত
হয়।

(নেপথ্যে)। হুঁ দিয়ায়—হুঁ দিয়ায়—সিতানী
চোর কেলায় ঢুকেছে।

উজীর। এ কি—এ কি!

(জনৈক বাদীর প্রবেশ)

বাদী। জাঁহাপনা, সর্বনাশ হয়েছে, শাজাদীকে
সিতানার চুরী ক'রে নিয়ে গেছে।

আল। যা—উজীর সব গেল! হান, সম্রাট, ধর্ম
—সব গেল!

উজীর। কিছু যাবে না জাঁহাপনা, বরং সমস্ত
জগতে আপনার মহিমা প্রচারিত হবে।

(নেপথ্যে কোলাহল)

চলে আহুন, চলে আহুন। ধড় সিতানী!

আল। লক্ষ সৈন্য নিয়ে সিতান অবরোধ করব,
যদি কত্যা না পাই, সিতান ধ্বংস করব।

[প্রস্থান।]

অষ্টম দৃশ্য

ভায়াস্তান।

আইরিণ।

আই। তারা আসছে—তারা আসছে—চারি-
দিকে সব উঠল—তারা আসছে! পার্শ্ববর্তী তটিনী
অবিচ্ছিন্ন কলোলে গাইছে তারা আসছে! শৈলকন্ডর

প্রতিধ্বনি ভুলে বলছে—তারা আসছে। বিধগ-
কাকলি-মুগ্ধর তবু অহ্বান-গানে তাদের আগমন সূচনা
করছে। মনে বিষম ব্যাকুলতা! এত দিন তুই
কারণ প্রত্যাশায় প্রাণ আমার এত ব্যাকুল হয় নি!
এস ওয়ার, এস পলিন! বিশ্বস্তরী সম্রাটের গর্ভ লুণ্ঠন
ক'রে আমাকে উপহার দাও!

(আমাদের প্রবেশ)

আসাদ। মা—মা—এসছি।

আই। এসেছিস মা,—এসেছিস—কি করলি—
একা এলি?

আসাদ। সে কি মা! তোমার মেয়ে—আদেশ
মাধ্যম ক'রে বেরিয়েছি—একা আসব—বল কি মা!

আই। এনেছিস? পলিন! এনেছিস? এত দিন
পরে কি তোর নাম ধ'রে ডাকতে পারব?

আসাদ। ডাক মা! একবার আমাকে পলিন
ব'লে ডাক—কেন! যুগে যুগে আমার একবার ওই
নাম ডাক শুনেছিলুম! ও নাম যে ভুলে গেছি মা!

আই। ওমার?

আসাদ। শাস্ত্রাধীকে সঙ্গে নিয়ে মহলে প্রবেশ
করেছেন?

আই। ফৌজ আসছে কার?

আসাদ। সম্রাট উন্নত হয়ে লক্ষ ফৌজ নিয়ে
সিস্তান আক্রমণ করতে আসছেন।

আই। ভয় নেই মা! বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আজ
বহু রমণীর নিকট পরাজিত হবে। এ বিপদের দিন
নয় মা, আনন্দের দিন। পুরস্কারের দিন আজ তোমার
স্বরা বাপের শ্রান্ত হবে—আমার প্রতিজ্ঞা বক্ষা হবে।
আজ তোমাকে রূপ্য সম্রাট পুরস্কৃত করব—জুগে
দার মুক্ত ক'রে তোমাকে দিবা সুখ অমৃত্যু করাব।
তোমার গলে নকনের সর্বশ্রেষ্ঠ পারিজাত-তার অর্পণ
করব। এস মা পলিন, সম্রাটকে বন্দী করবার
ব্যবস্থা করি।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

সিস্তান—কবর।

(উজীর, আলমামুন ও ওমরাওগণের প্রবেশ)

১ম ওমরাও। দোহাই জাঁহাপনা, এ হুম্মতে
দেশে, এ বেশে আপনি আর অগ্রসর হবেন না,
দোহাই জাঁহাপনা, ফিস্কন—ফিস্কন—

আল। উজীর! এদের বিরক্ত করতে নিজে
কর, হুদায়ার, যেন একজনও অসুখারী এখানে
প্রবেশ করে। যার অস্ত্র আছে, সে এখনি এ স্থান
তাগ কর। যদি আসতে চাও, অস্ত্র তাগ ক'রে দীন-
বেশে এখানে দিবে এস।

উজীর। জাঁহাপনা যা আদেশ করছেন, এখনি
তা পালন করুন। (ওমরাওগণের প্রস্থান) জাঁহা-
পনা! বলতে সাহস বরছি না—

আল। প্রিয় হুদয়। বলবার আব কথা নেই।
ভাই, কিয়ৎকালের জন্ত পূর্ব-জীবন-স্মৃতি ভুলে যাও
—দীনবেশে নতমস্তকে—তোমার একটি দরিদ্র বন্ধুর
পরিতাপ বালানীলায়লে একবার প্রবেশ কর। দেখ,
দেখ, শৈশবস্মৃতি সহস্র পরীর মুক্তি ধ'রে আমাকে বেঁটন
করতে আসছে।

উজীর। জাঁহাপনা, আপনার গা টলছে।

আল। ভুলে গেলে—ভাই ভুলে গেলে। জাঁহা-
পনা? কে সে? (হাস্য) দেখতে পাচ্ছ না—তোমার
সম্মুখনে তারা কি রহস্য করছে—দেখতে পাচ্ছ না?
আর বল না—হুদায়ার! ভুলে যাও—তোমার দরিদ্র
বন্ধু—নাম বরম—এই ভগ্নকুটারত্বের এক অংশে
জন্মেছে। ধীরে—ধীরে—এখনকার যুক্তিকা একদিন
দরিদ্র ক্ষুদ্রাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত দিক হয়েছে। ধীরে ধীরে
—এ যুক্তিকার স্পর্শশক্তি আছে—ওরস্ত পানাম্পর্শ এ
যুক্তিকাকে নিলীভিত ক'র না!

উজীর। দীর্ঘ আমি সখা—তুমি অধীর হ'রো না।
আমি দেখছি বিশ্ববিজয়শক্তি তার উদ্ব্রমুখে ফুলিয়ে
পরিণত হয়। অধীর পদক্ষেপে এ পবিত্র তীর্থে প্রবেশ
ক'র না—কিরে এস—কিরে এস।

আল। ঠিক বলেছ সখা, অগ্রসর হ'তে সাহস
হচ্ছে না। ঐ মধ্যে একটি দীন যুক্তিকান্ত দেখতে
পাচ্ছ?

দেবতা নিজে এসে এ বেদনার সাহায্য দিতে পারেন না !

কালী। দেবতার পারে না ব'লে দেবতার মা পারবেন না ? আমি সে দেবতার মা। বেশ, তোমরা বলেই একবার দেখ না। ওগো ! আমি যে নিজেকে সাহায্য দিয়েছি, তবে পরকে কেন পারব না !

উদ। আমার ভগিনী-বিরোগ হয়েছে।

কালী। তাকে ত তুমি বনবাসে দিয়েছিলে রাজা ?

উদ। বনবাসে দিয়েছিলুম।

কালী। তাকে ফিরিয়ে আনতে চাও ?

উদ। আনতে চাইলে এনে দেবে কে ?

কালী। আমি এনে দেব।

শ্রামা। তুমি কোথায় পাবে, তা এনে দেবে ?

কালী। যেখান থেকে পাব, সেইখান থেকে এনে দেব।

শ্রামা। সে যে নেই মা !

কালী। (হাস্ত) নেই কি, আছে।

শ্রামা। আছে ?

কালী। নিশ্চয় আছে।

উদ। বলিস কি ?

কালী। আমি রাজা রাণীর স্রমুখে ঠাড়িয়ে আছি, এ যেমন নিশ্চয়—সেও তেমন নিশ্চয়।

উদ। তুমি তাকে দেখেছ ?

কালী। না মহারাজ, এখনও তাকে দেখি নি।

তবে এইবারে দেখব। আমার ছেলের মুখে শুনেছি, তার রূপের তুলনা নেই।

উদ। রাণী ! এ পাগলিনীকে ঘর থেকে বার ক'রে দাও।

কালী। কেন মহারাজ ?

উদ। রহণী না হ'লে, এখন আমি তোর শিরশ্চন্দ করতুম। তুই যখন তোকবাক্যে রাজাকে ভোলাতে এসেছিস ? আমি নিজের চক্ষে তার মৃত্যু দেখে এসেছি।

কালী। না, আপনি কি দেখতে কি দেখেছেন—সে মরে নি।

উদ। শোন পাগলিনী, আমার সম্মুখে প্রকাণ্ড সিংহ তাকে তুলে নিয়ে গেছে।

শ্রামা। অমুরাধা ! এই ভীষণ মৃত্যু তোর পরিণাম ছিল ?

কালী। আবার বলে মৃত্যু ! সিংহ সিংহবাহিনীকে

কাঁধে করেছে। সিংহবাহিনী মরে না। মুখ ফেরাচ্ছে কেন রাজা ?

উদ। কে তুই ?

কালী। আমি আপনারই নগরের এক বারাকন্দা। মহারাজ ! যে নারী ছলনায় হাজার হাজার পুরুষকে পাগল করে, সে কখন পাগল নয়।

শ্রামা। নরাদম বারাকন্দার পুত্র আমার উত্তানে প্রবেশ করেছিল ? মহারাজ, তাকে আপনি শাস্তি দিলেন না ?

উদ। রাণী ! অমুরাধার জন্ত আমার বা শোক হচ্ছে, তা এই মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল।

কালী। হাঃ হাঃ হাঃ ! এরা আমার কথা বুঝতে পারলেন না। সে এ বারাকন্দার পুত্র নয়, আমি সে দেবতার মা ! শোন রাজা, আশ্চর্য্য কাহিনী শোন—সাহায্য পাবে—বুঝবে, তোমার ভগিনী বৈচে আছে কি না। আজ আমি যাব মা, কাল পর্যন্ত তাকে মেরে ফেলবার কি চেষ্টা করেছে। কত চেষ্টা ! গুনলে হে বীর, তোমারও বুক কঁপে উঠবে। রাণি ! তুমি মূর্খা যাবে। এক শিশুকে আমি হাজার গরুর পায়ের তলায় ফেলে দিয়েছিলুম, শিশু মরে নি—ঝাড়ে বৃকের তলায় বেধে তাকে রক্ষা করেছে। যে পথে হাজার হাজার বোঝাই গুরু গরুর গাড়ী যায়—অন্ধকারে—রাজা বুটবুটে ঝাঁপারে—আমি তাকে সেই পথে ফেলে দিয়েছি—শিশু মরে নি, গরু শিশুকে দেখে অচল হয়েছে। ভাগাড়ে নিক্ষেপ করেছে, ছাগলে ছপ খাইয়ে বাঁচিয়েছে, শিশু মরে নি। পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছি—বাঁশ ঝাড়ে তাকে কেঁপে করে নিয়েছে ! অকৃত দেহে শিশু মাটিতে পড়েছে, মরে, নি,—তার পর মারবার অসংখ্য কৌশল—বিষ—আগুন—

শ্রামা। থাক—আর বলিস নি—আমার গা কাঁপছে।

কালী। বেশ, শৈশবের কথা ক্ষান্ত দিলুম। তার পর যৌবনে তাকে তোমার বাগানে ছেড়ে দিয়েছিলুম। জানি, বিপাতা এসেও তাকে বাঁচাতে পারবে না। ছেলে ম'ল না—বাগান থেকে এই অমূল্য উপহার নিয়ে চ'লে এলো। কি রাজা, সাহায্য পাচ্ছ ?

উদ। আরও কিছু বলবার আছে ?

কালী। আছে বই কি রাজা ! ছিল, আছে—

থাকবে। যে নরাধমের উত্তেজনায় আমি এই কাজ করেছি—তার পর সে—রাজা! হতভাগা যখন দেখলে ছেলেটা কিছুতেই ম'ল না, তখন নিজেই তাকে মার-বার সঙ্কল্প করলে। এই তলোয়ার—এই তোমার হাতের তলোয়ার—তুমিই এই তলোয়ার সেই হত-ভাগ্যকে উপহার দিতে সেই ছেলের হাতে দিয়েছিলে—কেমন—না?

উদ। দিয়েছিলুম।

কালী। দেখ—দেখ—ধর্মরাজ! তোমার দণ্ড দেবতার বাড়ে পড়ে না—দানবেরই বাড়ে পড়ে।

শ্রামা। সেই হতভাগা কি এই অস্ত্রে মরেছে?

কালী। মরবে কি—ম'লে কি তার শক্তি চ'ত?

তার ছেলে—তার আসল ছেলে—

শ্রামা। সে ম'রে গেল?

কালী। নিয়তির খেলা, হতভাগা আমার ছেলেকে মেরে ফেলবার ক্ষমতা এই অস্ত্র নিয়ে, যে ঘরের যে শযায় রোজ রোজ আমার ছেলে শয়ন করে, সেই ঘরে প্রবেশ করলে। কিন্তু কাপুরুষের হাত কৈপে উঠল, সে ছেলেকে কাটিতে পারলে না। তখন তার স্ত্রী, স্বামীর হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে, ঘুমন্ত ছেলের গলায় কোপ মারলে—গলা দ্বিখণ্ড হয়ে গেল। নিত্য আমার সন্তান সেই ঘরে শুতো, কিন্তু নিয়তি কেমন ক'রে সে দিন আমার ছেলেকে সে বিছানা থেকে সরিয়ে তার ছেলেকে শুইয়ে রেখেছিল। অভাগীর হাতে রক্তবিন্দু—দাগ তার আর ওঠে নি। অভাগী সেই দাগের ভেতর দিয়ে কেবল ছেলের কাটিমুণ্ড দেখছে—স্বামীর ছেলে দেবতা—সে দেবতা সে অমর, তাকে যে মনে মনেও আশ্রয় করেছে, সেও অমর। কি রাজা, এখন বিশ্বাস হচ্ছে—রাজকুমারী বেঁচে আছে?

উদ। আশা হচ্ছে!

কালী। আশা কেন—বল বিশ্বাস। সে মরে নি—মরে নি—মরে নি।

শ্রামা। মহারাজ! একবার তার সন্ধান করুন।

উদ। রাণি! রাজ্যভাগের পূর্বে তোমার দায়বদ্ধতার জন্ত আমি একবার ভগিনীর সন্ধান করব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক।

মাগন্দী

মাগন্দী। এখনও গেল না—এক পুত্রের জল ঢাললুম—ঘসলুম—এখনও এ রক্তের দাগ গেল না। নাড়ু—নাড়ু—বাপ আমার! কি করলুম? কাল-নাগিনীর মতন আমি গভীর সন্তানকে খেয়ে ফেললুম! নাড়ু—নাড়ু!—ওই! রক্তবিন্দুর ভেতর দিয়ে নাড়ু আমার আবার মুখ বার ক'রে হাসছে। তাই ত! হাসে কেন? আমি তাকে যে খাবার খেতে দিয়েছি, তাতে কোথা তার চোখ দিয়ে দরদর ক'রে জল গড়াবে, তা না ক'রে যখন বাচ্চা আমার মুখের পানে চায়, তখনই সে হাসে ওঠে। এ হাসি ত আমি আর দেখতে পারি না। যদি চোখের জলে গুণ্ড ভাসিয়ে আমাকে দেখা দিতে পারিস, তবেই বাপ আমাকে দেখা দে—নইলে দোহাই, আমাকে আর দেখা দিস নি।

(ভাঁড়ু দস্তুর প্রবেশ)

ভাঁড়ু। মাগন্দী!

মাগন্দী। হাঁ গা, তুমি আমাকে চুপ করতে বল, কিন্তু যে চুপ হবার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি নি। এ হাতের রক্তবিন্দু যে কিছুতেই মুছলো না!

ভাঁড়ু। কিছুতেই মুছলো না?

মাগন্দী। পুত্রের জল হাতে ঢেলেছি, ঘসতে ঘসতে আমার পাখড় ধুলো হয়ে গেছে—হাতের তিন-পুরু ছাল উঠে গেল—তবু এ রক্তের দাগ গেল না।

ভাঁড়ু। আচ্ছা দেখ দেখি, এবারে শালার দাগ যায় কি না যায়। (মাগন্দীর হস্ত লেহন) কি মাগন্দী, গেল?

মাগন্দী। তাই ত গো, গেছেই ত! এ দাগের যত্নপায় আমি পল্লশোক ভুল গেছি। ওগো, এ রক্তের দাগ থেকে আমাকে রক্ষা কর।

ভাঁড়ু। দেখ, ভাল ক'রে দেখ। (লেহন) গেল?

মাগন্দী। না, আর ত নেই। আর ত নেই!—সত্যি সত্যিই কি বাপ আমার তোমার মুখচুষনেব অপেক্ষা করছিল? কি বাপ—গেল? রক্তবিন্দু

আশ্রয় ক'রে এক একবার মাকে দেখা দিতে আসতিন্স—
—আর কি যোগে দেখতে পাব না ?

ভাঁড়ু। মাগন্দী, মাগন্দী—ভেতরে দাবানল জলে উঠল। দুরাশ্রা তোমাকে দিয়ে পুত্রহত্যা করালে, আমাকে আবার সেই ব্লেস্ময় পুত্রের বক্তৃপান করালে। শোন মাগন্দী—শোন। যদি আমার বংশদ্ভিয়ারী কার্গা কর, তবে বৃক্ষ, তুমি আমার দ্বী। যদি না কর, তা হ'লে এই বৃক্ষ যখন তোমাকে ও আমি পরিত্যাগ করব। এক পুরাশোকট তুমি পাগল হয়ে ছটপট ক'রে বেড়াচ্ছ, তখন পরাশোক স্বামিশোক দুইই তোমাকে সহ্য করতে হবে।

মাগন্দী। গা—গা—তুমিও আমাকে ত্যাগ করবে ?

ভাঁড়ু। যদি আমার কপাশদ্বারে কাজ না কর, তা হ'লে নিশ্চয় ত্যাগ করব।

মাগন্দী। উঃ ! বড় ভাল ! বড় ভাল ! অ্যা ! কি বলছিলে, আমি কি করব ?

ভাঁড়ু। জালা ? উঃ ? আর ? তবে শোন, আমার জালা শোন—উঃ—আঃ, আমার ভেতরে কত আছে শোন। আমার বৃক্ষ দাবানল জলে উঠছে। পিশাচ তোকে দিয়ে ছেলে হত্যা করালে, আর আমাকে সেই ছেলের বক্তৃপান করালে। কলসী কলসী জল চোলে, পাগড় পমাণ বাধা ঘ'রে যে রক্তের দাগ গেল না, সেই বক্তৃচক্ৰ আমার জিবে ঠেকতে না ঠেকতে মুছে গেল ! বুঝলি—ভেতরে কেন দাবানল জলে উঠল, বুঝলি !

মাগন্দী। বুঝছি—ওগো ! বুঝছি—আমার হাতের জালা তোমার বৃক্ষে ঢুকেছে।

ভাঁড়ু। (হতীর বক্তৃপানে) হাঁ। হাতের জালা বৃক্ষে ঢুকেলো—তোমার হাতের জালা অজলি পমাণ ছিল, আমার বৃক্ষে ঢুক সে সাগর হ'ল।

মাগন্দী। তাই ত গো ! এ কি হ'ল। হাতের জালায় অস্ত্র হয়ে যে আমি অস্ত্রান হাত চাই করতে গিয়েছিলুম।

ভাঁড়ু। বোঝ, এই জালা বৃক্ষে ক'রেও আমি খাড়া হয়ে আছি। হোর সঙ্গে স্তম্ভ লোকের মত কথা কচ্ছি। চোখে আমার এক ফোটা জল নেই। (দাস্তে দাস্তে ঘর্ষণ) গর্ভধারিত্রীকে দিয়ে ছেলে হত্যা করালে, বাপকেও তার বক্তৃপান না ক'রিয়ে ছাড়লে না। বুঝতে পারছিস্ মাগন্দী—আমার অবস্থা ?

মাগন্দী। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি।

ভাঁড়ু। তা হ'লে আমি যা বলি, তা মন দিয়ে শোন। (মুখ বিকৃত করিয়া) বাবা রে—নাডু রে ক'রে, পাগলের মতন ছুটোছুটি ক'র না। করলে আমার কাছে ওষুধ পাবে না—করলে কাপড়ে মুখ বেঁধে ঘরে চাষি দিয়ে ফেলে রেখে দেব।

মাগন্দী। না গো,—তা ক'র না।

ভাঁড়ু। তাহলে যদি কৌক্ কৌক্ কর, গলা না ধ'রে গিডিক দোব দিয়ে দুব ক'রে তাড়িয়ে দেব।

মাগন্দী। ওগো, দিয়ো না গো—দিয়ো না। বল আমি কি করব ?

ভাঁড়ু। আমি ছেলে জানিনা, জী জানিনা, জানি কেবল টাকা। টাকাই আমার মাগ, টাকাই আমার ছেলে, এক ডাকাত সেই টাকা লুটতে এসেছে। লুটল—লুটল—মিলে—আর রাখতে পারি না, পারি না হয়েছে। এক লক্ষ তাইতে বইতে পাবে না, আমার এত টাকা ! সেই টাকা গেল—গেল—আর রাখতে পারি না। কাল আমার ছেলে মরেছে। আবার কাল আমাকে মারবে। পরশু তোমাকে গলা টিপে বাড়ী থেকে বের ক'রে দেবে।

মাগন্দী। মতিচৈ গো, তা হ'লে কি করব ?

ভাঁড়ু। পরশু ওই ডাকাত আমাদের এই কুণ্ডরের ভাণ্ডারের একধর হবে।

মাগন্দী। বল, তা হ'লে কি করব ?

ভাঁড়ু। এতক্ষণে বাপার কি তা বুঝেছ ? এখন যা বলব, তাই করতে হবে।

মাগন্দী। বল—করব।

ভাঁড়ু। ছেলের শোক বৃক্ষে মেবে মুখে হাসি মাখাতে হবে। ওই যশশঙ্কর ছেলের চেয়েও বেশী ক'রে আদর করতে হবে। যেন কোনও মতে সে না বুঝতে পারে, আমরা তার মৃত্যু দেখবার ভয় ছটকট করছি।

মাগন্দী। তাই—তাই—আচ্ছ, তাই করব।

ভাঁড়ু। খবরদার, কোনক্রমে যেন ধরা দিয়ো না। যদি পুত্রহত্যার শোধ নিতে চাও—তা হ'লে যা বললুম, তাই কর।

মাগন্দী। তাই করব। তাকে দেখলে, আমার সমস্ত শোক প্রবল হয়ে জলে উঠে। সে জালায় আমি স্থির থাকতে পারি না।

ভাঁড়ু। থাকতে হবে।

মাগন্দী। থাকব—থাকব—থাকব। তোমার কথার মর্ম বুঝছি। ও চক্ষু-শূলকে চোক থেকে সরাতাই হবে।

ভাঁড়ু। চোক থেকে কি, দুনিয়া থেকে সরাতে হবে। তবে বাড়ীতে পারব না—বুঝেছ? পাশিষ্ঠা কালী এখন থেকে পালিয়েছে। তলোয়ার নিয়ে চ'লে গেছে। খবর পেয়েছি, সে রাজার বাড়ী আশ্রয় নিয়েছে। তার মতলব কিছুই বুঝতে পারি নি। রাজা খর ছেড়ে কোথায় চ'লে গেছে। রাজকুমারীকে বনবাসে দিয়ে রাজা যে রাতে ঘরে ঘিরেছে—সেই রাতেই চ'লে গেছে। হয় ত সে রাজার কাছে ঘটনা প্রকাশ করেছে। কিন্তু প্রকাশ করলেই বা কি হবে? আমাকে দোষী ঠিক করা বড় কঠিন। তা যদি রাজা পারত, তা হলে আমাকে সে ডাঙতো না। তবে যদিই রাজা জেনে থাকে ছোঁড়াটার বাগান-প্রবেশের মূলে আমি, তা হ'লে আমার কাজের ওপর সে তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। কাজেই এখন থেকে অতি কৌশলে কাজ সারতে হবে। এখানে নয়, দূরে—বাইরে বাইরে—যোগ্যককে যমের মুখে সমর্পণ করতে হবে। যতদিন না সে কাজ শেষ হয়, ততদিন আদর—আদর—কচি থোকাকে মায়ে যেমন আদর করে, সেই রকম আদর—পারবে?

মাগন্দী। পারব।

ভাঁড়ু। ঠিক পারবে?

মাগন্দী। ঠিক পারব।

ভাঁড়ু। বস, এখন চ'লে যাও। কে ও?

(মাগন্দীর প্রস্থান ও বেঙ্কটের প্রবেশ)

এস, এস ভাই বেঙ্কট এস। তোমার জ্ঞাতো একজন আমি ছটফট করছিলাম। কি করলে?

বে। সব ঠিক—পাঠিয়ে দাও।

ভাঁড়ু। এখনি?

বে। এখনি—আবার দেরি কি? যেমন যাবে অমনি।

ভাঁড়ু। কি রকমটা, তবু বুঝি।

বে। শতগ্রামে আমার এক বন্ধু আছে, আমি তার কাছে নিজে গিয়ে সমস্ত কথা খুলে ব'লে এসেছি। তার বাসনের ব্যবসা—দিন-রাত্রি প্রস্তুত উঠুন জলছে। একশ মণ তামা একবারে গলে এমন কড়া—তাতে চব্বিশ ঘণ্টাই তামা টগবগ ক'রে ফুটছে—যেমন যাবে,

অমনি ধ'রে সেই কড়ার উপরে ফেলে দেবে—আর যেমন ফেলা—অমনি একটি ট্যাক—ফৌ—ফৌ—বস, একেবারে ছাই!

ভাঁড়ু। ঠিক হয়েছে—ঠিক হয়েছে।

বে। বিবাতা নিজে এলেও তার চিহ্ন খুঁজে পাঁবে না।

ভাঁড়ু। বেঙ্কট—বেঙ্কট—ভাই আবার, তা হ'লে নিশ্চিন্ত হব?

বে। নিশ্চিন্ত হয়েছে—আবার হবে কি? তোমারও যেমন বিজ্ঞ। এই সকল কাজ একটা বাজারে বেজ্ঞকে দিয়ে করিয়েছ। এ সব কি বেজ্ঞার বৃত্তিতে হয়! সে বেটা যেন-তেন প্রকারেণ তোমার কাছে পয়সা আদায় করেছে—কাজের সে কি জানে? ত'দিন আগেও যদি আমাকে এক পা শোনাতে—সে শালার বেটা তোমার ছেলে নয়, তা হ'লে কি এমন সোনার চাঁদ ছেলেটা যায়। নাড়ুর শোক আমার যত্নকুণ্ড অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছে, তিন দিন বিছানি থেকে ওঠে নি। সেই রাতে হ'জনে আমাদের বাড়ীতে ব'সে মদ্য নিয়ে ভজন করেছে। নাড়ুর মতন ছেলে কখন হয়েছে, না হবে? দেখ কি? মামাতো ভাইকে সে যা ভালবাসতো—সহোদর ভাইয়েও কখন সে রকম ভালবাসা বাসে না।

ভাঁড়ু। ভাই, আর সে মর্মান্তিকী কথা তুলো না।

বে। তোমার জীও যে দুবাস্তরে এক দিনও আমাকে খাঁচ দিলে না। শালার বেটা তোমার কেউ নয়, তা কি আমি জানি? আমি জানি, যোষানে তুমি কোথায় কি করেছ, ও সে তারই একটা ফল। তুমিও ছেলে বল—তোমার জীও ছেলে বলে—কেমন ক'রে বুঝবে যে ও বেটা কেউ নয়।

ভাঁড়ু। কেউ নয় ভাই, কেউ নয়। কে না, কে বাপ, কিছু জানি না। আগে যা একটা আশ্ট জানা ছিল মনে করেছিলাম, এখন জানছি তাও ভুল।

বে। তবে এমনটা কবেছিল কেন? জানি তোমার অগাধ বুদ্ধি। তোমার এমন বুদ্ধিবংশ হ'ল কেন?

ভাঁড়ু। সে অনেক কথা। সে এখন বোকাবার যো নেই। বোকাবার কি, বলব কি বেঙ্কট! এমন বিপদ! ছোঁড়াটাকে দেখলে আপদ-মন্তক জলে যায়। তবু তাকে যে ছ'দণ্ড চোখের আড়াল ক'রে রাখব, সে ক্ষমতা নেই। এমনি অদৃষ্ট করছি, তাকে চোখের সামনে রেখে রেখে আমাকে জলতে হবে।

বে। এর মানে কি ?

ভাঁড়ু। বলবার যো নেই—বলবার যো নেই—
বলবার যো নেই! বেশী বলব কি! নাড়ু আমার
সরস্ব ছিল, তাকেও আমি একমাস দুয়ে রেখে
নিশ্চিন্ত হ'তে পারতুম, কিন্তু ওই বেটাকে ছ'দণ্ড
বাড়ীর চৌকাটের বাইরে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে
পারি না। একটু কোথাও দেখি করলে তখন লোক
দিয়ে আনতে হবে, আর কাছে বসিয়ে স্নেহ দেখিয়ে
জলতে হবে।

বে। ও পাবা, একম বাপার ত কখন শুনি
নি!

ভাঁড়ু। যদি ভগবান দিন দেন, তবে শোনাব—
এখন তুমি আমার এই প্রচণ্ড জালা নির্কাণ কর!
নইলে (গগা জড়টখা) মলুম—ভাই, আমি মলুম।
নাড়ুব শোকে আমি এক ফোটা চোখের জল ফেলেতে
পারছি না—বুক আমার ফেটে গেল।

বে। নিশ্চিন্ত হও শেঠজী, শালার ভবলীলা
এইবারে সাদ হয়েচ্ছে।

তৃতীয় দৃশ্য

অলিন্দ।

(মাগলী ও ঘোষকের প্রবেশ)

মা। এমন সোনার চাঁদ ছেলে তুমি—হতভাগ্য
শত্রুর জন্ত তোমাকে একটি দিনের জন্তও আদর করতে
পাই নি। তোমাকে আজ আমি সাজিয়ে, নিজ হাতে
খাইয়ে, দেই সব ছেবে নিবারণ করব। তুমিই আমার
ছেলে—সে শত্রু—আমাকে কেবল অগাধে এসেছিল
—জালিয়ে গেছে। এখন তুমিই আমার সরস্ব—
তুমিই আমার হারানিধি। চুপ ক'রে আছ কেন বাপ ?

ঘো। (চক্ষু ক্রমশ দান)

মা। কাঁদছ—কাঁদছ ঘোষক ? মায়ের কণায়
কি তোমার অবস্থাস হচ্ছে ?

ঘো। মা বাপের কণায় অবস্থাস করলে, এ
পৃথিবীতে কোথায় দাঁড়াব ? তবে একটা কথা
তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কেবল সেইটির উদ্ভব
আমাকে দাও।

মা। (চমকিত) কি জিজ্ঞাসা করবে, কর।

ঘো। এই কি মায়ের আদর ?

মা। কেন বাপ, আমার আদর কি তোমার ভাল
লাগছে না ?

ঘো। ভাল লাগছে না! মায়ের আদর পাবার
কাঙালি আমি—প্রাণপূরে সেই আদর পেলাম—ভাল
লাগবে না ?

মা। তবে এমন প্রশ্ন করলে কেন ?

ঘো। কেন করছি, এখনি তুমি বুঝতে পারবে।
আগে আমাকে বল—একটি কথাও মা গোপন ক'র
না। এই কি মায়ের আদর ?

মা। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

ঘো। তুমি যে একম ক'রে আমাকে আজ আদর
করলে, সকল মায়েরই কি সম্মানকে এই একম আদর
করে ?

মা। আমি এখনও তোমাকে মায়ের যোগা
আদর করতে পারছি না ?

ঘো। পারছ না—আর ক'র না।

মা। করব না ?

ঘোষক। না, আমার ভয় করছে।

মা। তুমি কি মনে করছ, আমি তোমাকে
প্রতারণা করছি ?

ঘোষক। প্রতারণা! তা যদি বুঝতে পারতুম,
যদি জানতে পারতুম তোমার এ আদর শুধু মুখের—
অস্তরের নয়, তা হ'লে আমি সুখী হতুম।

মা। সুখী হতে ?

ঘো। পরম সুখী হতুম। শুনে চমকে উঠ
না মা। আজ তুমি পুত্রদার! পুত্রের শোক বৃকে
চেপে, দয়াময়ি, তুমি আমাকে মরা ছেলের গুণের যত
মমতা, সমস্ত দিতে এসেছ। আজ তোমার আদর
পেয়ে, মা যে ক বস্তুর তার অভাস পেয়েছি। কিন্তু
ভয়—বড়—ভয়—এ রকম আদর পাবার ভাগা আমার
নয়! তা যদি হ'ত, তা হ'লে বৈশবে আমি মাকে
হারাতুম না। আমার ভয় হচ্ছে, পাছে আবার
তোমাকে হারাই।

মা। (স্বগত) তাই ত, এ বলে কি!

ঘো। এই এক দিন যে আদর দেখিয়েছ,
বাবার সমস্ত ঐশ্বর্যের চেয়েও তার গুণ বেশী। আমি
সে ঐশ্বর্য আজ অগাধ পেয়েছি,—আর নয়। দোহাই
মা, দোহাই দয়াময়ী! ত্রাতৃশোকে আমি অর্জুজিত

হয়েছি, তার ওপরে আর বাড়িশোক দিয়ে না। আমি ভাগ্যহীন—সহ্য হবে না—সহ্য হবে না।

মা। তাই ত ঘোষক, তুই যে আমাকে পুত্রশোক ভুলিয়ে দিলি বাপ। আমি তোকে—ঘোষককে, বলব ?

ঘো। কি বলতে ইচ্ছা করছে—বল।

মা। আমি তোকে প্রতারণা করেছি—

ঘো। প্রতারণা ? না মা, শুধু তোমার এই কথার বিশ্বাস করতে পারলুম না। প্রতারণা ? মিথ্যা আদর কখন কি মর্মে প্রবেশ করে ?

মা। মিথ্যা—মিথ্যা—ঘোষক ! আমি মুখে আদর দেখিয়েছি—অন্তরে নয়।

ঘো। তোমার চোখের কোণে জল যে, মিথ্যা এ কথা বলতে দিচ্ছে না।

মা। এখন ! ঘোষক, বাপ আমার—এখন—আমার ভেতরে কি হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না।

ঘো। ভাল, মিথ্যাট যদি মনে কর, ত মিথ্যার আদরও আমাকে দেখিয়ে না। কাজ কি মা, আমি তোমার কাছে এত কাল যে আদর পেয়েছি, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আবার কেন ? তারই স্বপ্ন আমি জন্মে জন্মে স্মৃতিতে পাব না। তোমার দমতেই আমি এত বড় হয়েছি, নইলে মা-হারা ছেলে কোন কালে যে ম'রে যেতো মা !

মা। তাই ত ! তুই কি বললি ? আমি এক স্তন ছি ?—মাতৃ-স্নেহের কাঙাল ! আমি এককাল তোকে কেবল কালসাপিনীর গল দিয়ে এসেছি, তুই তার ভেতর থেকে কেমন ক'রে মাতৃ-স্নেহের সুগার কণা খুঁজে খুঁজে বার ক'রে পান করেছিস ! বাদ শাকী তীব্র বিব—আমার গর্ভের সন্তান স্নেহরস মনে ক'রে পান করতে গিয়ে জর্জরিত হয়ে মরে গেছে। কি বললি ঘোষক ? আমার স্নেহ দেখে তোর ভয় হচ্ছে ? ভয় হচ্ছে, আমি ম'রে যাব ? অয় আমার সন্তান, আর আমার নয়নের বলি—এতদিন তোকে দেখি নি—স্নেহ করি নি, (হৃদয়ে ও মুখে হস্ত দিয়া) অয় সন্তান ! তোকে স্নেহ করি। কই বাপ, বলুম কই ! সন্তান-স্বপ্ন এই যে আমার প্রাণকে পরিপূর্ণ করলে ! তবে সে চ'লে যাচ্ছে না কেন ? আমি এখনও বরছি না কেন ?

ঘো। অমন ক'র না মা !

মা। ঘোষক—ঘোষক ! তুমি আর এ বাড়ীতে—

ঘো। থাকবো, না—চ'লে যাব। আমি থাকলে, তুমি স্নেহ না দেখিয়ে থাকতে পারবে না। এই স্নেহ !

এই স্নেহ ! মায়ের আদর এত মধুর ! না মা, আমি চ'লে যাব। অজ্ঞান মা হারিয়েছিলুম—মা যে কি বস্ত্র, জানতুম না—মায়ের অভাব বুঝতে পারি নি। মদ্রিই নয়। করলি, তা হ'লে জীবন রক্ষা কর—জ্ঞান দিয়ে আমাকে আর মা-হারা করিস নি।

মা। তাই, তাই—তুমি অস্ত্র যাও—মায়ের প্রাণে আজ আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তুমি স্থখী হও।

ঘো। আমি তোমাদের রূপায় কোন দিনই অস্থখী নই। তবে আজকের স্থখের আমার তুলনা নেই—তবু তবু আমি চ'লে যাব—

মা। চ'লে যাও—চ'লে যাও—আজই তুমি চ'লে যাও—তবে দেখ বাপ !—

(নেপথ্যে)। কই, কোথায় গেল !

ঘো। মা ! বাবা আসছেন।

মা। আসছে—আসছে—ঠিক আসছে। তবে দেখ বাপ ! ভক্তি তোমাকে শেখাতে হয় নি—শেখাতে হবে ও না। তবু বলি, ওই বুদ্ধকে কখনও অশ্রদ্ধা ক'র না।

ঘো। আমি ত কখন করি নি মা।

মা। কর নি—কখন কর নি—জানি করবে না—তবু ব'লে রাখছি—ভক্তি তোমার অস্ত্র—ভক্তি তোমার বল—সেই তোমাকে সকল বিপদে রক্ষা করবে। তোমার ভক্তির আকর্ষণে সাপিনী ফণা নামিয়েছে। এই ভক্তিই তোমাকে সকল অবস্থার রক্ষা করবে।

ঘো। মা—বাবার সঙ্গে আর কে আসছে !

মা। আমি যাচ্ছি—(মুখচুখন) নাহু আমার শক্তি নয়—শুক। সে নিজের স্রাব দিয়ে—আমাকে দেবতার মা ক'রে চ'লে গেছে। আমি বাপ—(মুখ চুখন) আমি আসি। আর দেখা হবে কি না জানি না—এই দেখতেই আমার মনোরপ পূর্ণ হয়েছে—আমার বুকের খালি ঘর সন্তান এসে দখল করেছে।

[প্রস্থান।

(ভাঁড়ু দত্তের প্রবেশ)

ভাঁড়ু। গিন্নী চলে গেল ?

ঘো। আপনার সঙ্গে কে এক জন আসছে দেখে চ'লে গেল।

ভাঁড়ু। যাক্—যাক্, বাপের দেশের লোক চিনতে পারলে না। গিন্নী খুব আদর করছিল বুঝি ? থাক

—বলতে হবে না। তোমার চোখের জলেই বুকেছি, তোমার চোখের জল আমি বড় ভালবাসি। সেই এক দিনের ছেলে থেকে তোমায় দেখে আসছি—কিন্তু কোন দিন তোমাকে কাঁদতে দেখি নি। আজ কেন্দেছ—বেশ, বেশ। মাতুলের ভারী মজার জিনিস। এত দিন একটা হতভাগার জন্তে তোমাকে দেখাতে পারি নি। দেখাবে না—আলবৎ দেখাতে হবে—ক’দিন চেপে থাকবে। সে শুধু নাদু, তুমি আমার আনন্দনাদু—আমার একমাত্র বংশধর—এই অগাধ সম্পত্তির মালিক—তোমাকে ক’দিন শ্বৈত না দেখিয়ে থাকতে পারে? বেশ, বেশ। এস হে ভাই—এস—গিন্নী চ’লে গেছে—এস।

(মহীধরের প্রবেশ)

মহী। এট আপনার পুত্র ঘোষক?

ভাঁড়ু। এট আমার পুত্র—এখন একমাত্র পুত্র—আমার বংশধর—চিনে রাখ মহীধর—চিনে রাখ। ছেলে আমার—অমনিত সব চিন্—এ রকম টাকেলো নাক, এ রকম চাঁদপানা মুখ তুমি কোথাও দেখতে পাবে না। চোক ছুটো কাঁদবার জন্তে একটু ভার ভার দেখাচ্ছে—নাইলে প্রফুল্ল থাকলে টলটল করত।

মহী। এ ত অতি লক্ষণযুক্ত ছেলে।

ভাঁড়ু। কেমন? বলোছ না। বাপা লক্ষণ—আমার অগাধ সম্পত্তির মালিক। এর ওপরে আমার আমার নামার। দেখছ কি মহীধর, এই যে ছলছল চোখ—এ ছ’টি ছুনিয়ার যেখানে যার সম্পত্তি, সকলের দিকে পিটপিট ক’রে চেয়ে আছে। দেখে নাও—চিনে নাও—শেষকালে যেন আর কাউকেও আমার ছেলে মনে ক’রে, গোল বাধিয়ে ব’স না।

মহী। না, এ গোল বাধবার মুহূর্ত নয়। তা হ’লে আপনি পাঠিয়ে দিন—আমি আগে গিয়ে আপনার নামাকে খবর দিয়ে রাখি। বলি গে, আপনার নাতি আসছে।

ভাঁড়ু। এখনি বণ গে—আর দেরি ক’র না। মাঝখান থেকে কোন্ বেটা ছাতুখোর না জুট যায়—আমার ছেলে ব’লে পরিচয় দিয়ে ফাঁক মেরে আমার বিষয়টা না হাত ক’রে নেয়।

মহী। তা ভয় নেই—তিনি ত আপনারই মান।

ভাঁড়ু। আমাকে কি বড়ই বুদ্ধিমান! ঠাণ্ডালাে নাকি হে!

মহী। তা হ’লে আর কি ঠাণ্ডাবা?

ভাঁড়ু। গাডোল—গাডোল—পরশা নব্বরের গাডোল।

মহী। বলেন কি?

ভাঁড়ু। এক বিবত তফাৎ নয়—বেহন্দ বোকা—আমি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা উদ্ধার করি—যাক—সে দুঃখের কথা আর ব’ল না! এখন আমার কথা—মানা অপুত্রক—বিষয় আমার—সেই বিষয় আমার ছেলেকে দেবে। একটা ম’রে গেছে—একটা আছে—কিন্তু আমার বরাত—সে কখন আছে কখন নেই। এই বেলা—বেলা—থাকতে থাকতে—ভাই বে, আমার নাদুর বদলে আনন্দনাদু—আমি ভাঁড়ু ভাঁড়ুর এই একমাত্র নাদু অবশিষ্ট—চিনে নাও—চিনে নাও (ঘোষককে ধরিয়া) এই মুখ, এই নাক, এই—ওরে বাবা, এক রে!

মহী। কি—কি?

ভাঁড়ু। (উল্লাস প্রকাশ) বড় কি কি নয়—দেখ চোক কাছে এনে দেখ। একবারে বললে বাবা—আর খেনে বললে বা—বা! দেখছ—দেখছ?

মহী। তাই ত! বাহুমূলে এ কি অপূর্ণ ত্রিশূল-চিহ্ন!

ভাঁড়ু। কেমন, আর চিনতে গোল হবে না? এই চিহ্ন দেখে নাও। দেহে শিষের ত্রিশূল গাড়া—রোগ দেহে প্রবেশ করতে এলেই তাড়া। যম আর সাড়া দিতে পারছে না। কি বল মহীধর—কি বল?

মহী। না শ্রেষ্ঠি-রাজ, আপনার এ ছেলে দীর্ঘ-জীবী—তাতে আর সন্দেহই নেই। এ অতি অপূর্ণ লক্ষণ—এ রকম লক্ষণের ছেলে দেখা যায় না।

ভাঁড়ু। যাও, এইবারে নামাকে খবর দাও।

মহী। না, আর দেবী করব না—তিনি নাটিকে দেখবার জন্ত বাবুল হয়েছেন। আমি আগে সংবাদ নিয়ে চল্লুম। আপনিও ঘোষককে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। দেবী করবেন না। বেশী লোকজন সঙ্গে দেবেন না। যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়, তখন লোকজনকে জানিয়ে উল্লাস করা যাবে। আমি চল্লুম—প্রণাম।

[প্রস্থান।

ঘো। ও কে বাবা?

ভাঁড়ু। বুঝতে পারলে না বোকা! ও তোমাকে নিতে এসেছে—আমার বিষয়ের মালিক করবে—আর সেখানে এক পরশা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে। তোমার বিয়ে আর না দিলে চলে না বলে, আমি মেয়ে

দেখতে বলেছিলুম। মাঝা মেয়ের খবর পাঠিয়েছে।—এক বাধা একটা প্রকাণ্ড সিংহের মুখ থেকে এক অঙ্গার মত মেয়েরে বক্ষা করেছে। সে যে কার মেয়ে, কোথা থেকে কেননা ক'রে সিংহের মুখে পড়েছে, তা জানবার উপায় নেই। কেন না, সে মেয়ে কোনও কথা কয় না। বোবার মত চুপ! কিন্তু তার রূপের তুলনা নেই।

যো। বিবাহ? আমার? বাবা! একটা দিনের জগৎ আপনার কথা অমাত্র্য করি নি। বাবা! বিবাহে আমাকে আদেশ করুন না।

ভাদ্র। ও বাবা, সে কি কথা? তুমি আমার বংশধর—আর আমার এই অগাধ সম্পত্তি—বিবাহ করতে আদেশ করব না? বল কি?—আদেশ এই করলুম—আবার করলুম—আবার করলুম। কথা অমাত্র্য ক'র নি—ক'র না!—ক'র না। মেয়ে বোবা বলে ভয় পাচ্ছ? কিছু নয়—কিছু নয়। তোমাকে যেমন দেখবে—অমনি বোবার মুখ ফুটে যাবে।

যো। এই কাল আমার ভাই মারা গেছে।

ভাদ্র। গেলেই বা—গেলেই বা—আমার ভাগ্য, তোমার ভাগ্য—ক'নের ভাগ্য। ধোবক! আমার বংশধরের বংশধর না দেখলে আমার নাড়ুর অভাব পূর্ণ হবে না।

যো। দোহাট বাবা! দু'দিন অপেক্ষা করুন।

ভাদ্র। না—না—না—একদণ্ড নয়। তুমি কখন প্রতিবাদ কর না—আজ করছ কেন? বুঝতে পারছ না, আমার অবস্থা দিন দিন হীন হয়ে আসছে? আমি কখন আছি, কখন নেই। আমার এই অগাধ সম্পত্তি তুমি জান না—অল্পমানেও বুঝতে পারবে না কত! আজ আমি এতকাল পরে প্রথমে তোমাকে ধনের কথা বলছি। কেন না, বলবার সময় এসেছে। আমি রাজশ্রেষ্ঠী। আমার যত ধন, পুণিবীতে এত ধন কারও নেই।—রাজার নেই! সেই ধনের একমাত্র মালিক এখন তুমি! এক ছেলে—বিশ্বাস কি? তাই মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, তোমার বিবাহ দেব। আমি বংশধর নাটিকে দেখে মরব, নইলে মরে সুখ হবে না। তাই তোমাকে বিবাহ করতে হবে। যাও—আজই—এখনই। আর আমার খেঁচা ধরছে না।

যো। এখনই?

ভাদ্র। কলবিলম্ব নয়। কিছু জলটল মুখে দিয়েছ?

যো। এই সবে মা মান করিয়ে দিয়েছে।

৭৭—৩৫

ভাদ্র। ব'স—তবে আর কি! মান করেছে—লোমকূপ দিয়ে সর্বাঙ্গে জল ঢুকেছে এখন রক্তনা হও।

যো। তা হ'লে পথের খরচ কিছু দিন।

ভাদ্র। ও বাবা! তা কি দিতে পারি? তুমি আমার সর্বস্ব ধন, তোমার হাতে পরমা দিয়ে তোমাকে আমি পথেই মেরে ফেলব? পথের ডাকাত—হাতে একটা পরমা থাকলে তারা তোমাকে খুন ক'রে ফেলবে। শুধু হাতে, ময়লা কাপড় প'রে ভিখারীর মতন—বুঝেছ—এর অর্থ কি বুঝতে পেরেছ?

যো। বুঝেছি, তা হ'লে ডাকাত আর আমার কাছে আসবে না।

ভাদ্র। এই ঠিক বুঝেছ। তোমাকে কখন বাড়ীর বার হ'তে দিই নি। তুমি পথ-ঘাট কিছুই চেন না। গোলা রাস্তা আর মাশা নামজাদা বলে, তাই তোমাকে পাঠাতে সাহস করছি। তবে কিছু খাওয়া চাই। নইলে চলতে পারবে কেন? আমি তার ব্যবস্থা আগে থাকতেই করেছি। এই ছক্কাশ আড়াই কোশ তফাতে—বাড়ীর কাপাচে বনেই চলে—শত গ্রামে আমার এক আত্মীয় আছে। তার নাম বেণু সেন। সেইখানে গিয়ে বেণু সেনকে এই চিঠিখানি দেখাবে। যেমন দেখাবে, অমনি চর্ক-চোদ্দ-লেখ-পের। সে ব্যক্তি কাঁসারির কাজ করে! তোমার বিয়ে—সারা সহরে সামাজিক বিলুতে হবে—এই জন্ত একে আমি বাসনের করমাস দিয়ে দিলুম। দেখানে খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করতে হয় খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে, একেবারে জনপদ গ্রামে ধর্মঘোষ আমার বাড়ীতে চ'লে যাবে। এই চিঠি নাও—নিয়ে ময়লা কাপড় প'রে থিড়িকর পথ দিয়ে এখনই চ'লে যাও।

[ঘোষকের ভাদ্রের পদগুলি গ্রহণ ও প্রস্থান।

যাও বেটা, জন্মের শোধ চ'লে যাও। এক চিলে দুই পাখী যেয়েছি। মাঝা বেটা—যাকি বেটা—যতদিন আমার নাড়ু ছিল, ততদিন বেটার খোঁজ হ'ল না। আর যেই নাড়ু মরেছে, অমনি নাতির জন্ত মমতা উথলে উঠেছে। নাতির বিয়ে দেবে—তাকে সম্পত্তি দেবে—দিয়ে কাশী যাবে। কতদিন আগে নাড়ুর জন্তে পাত্রী খুঁজতে বলেছিলুম। সে বেঁচে থাকতে সারা দেশের ভেতর থেকে একটা স্ত্রী মেয়ে মিলল না! আর এখন অঙ্গার মত মেয়ে নিয়ে

এসেছেন! নাতির বিয়ে দেবেন—বিবর দেবেন! বসে থাক বেটা বন্ধি পপ পানে চেয়ে। তোমার কাশীর কলের মুখ আমি শিগগির হাঁ করিয়ে দিচ্ছি। কতবার বলেছিলুম, আমি যখন উত্তরাদিকারী, তখন তুমি বুড়ো হয়ে সম্পত্তির হিসেব রেপে বর কেন? আমার হাতে তার দিয়ে নিৰ্জনে ব'সে শিবনাম কর। র'স বেটা, তোমাকে শুদ্ধ এবারে কদ্ব করছি। যেমন ছোঁড়ার মরণের খবর আসবে, অমনি তোমাকে চেপে ধরব—বলব, আমার ছেলেকে, বিয়ে দেবার নাম ক'রে নিয়ে গিয়ে মেয়ে ফেলেছে। এখন ছোঁড়াটা ম'লে চয়। যে রকম হাত ফসকে যাচ্ছে, তাতেই মনটাতে ভয় হয়। তবে এবার বাপমনের বেঁচে ফিরে আসবার কোনও উপায় নেই। না বেয়ে আট ক্রোশ রাত্তা চলতেই বেটার জিব বেরিয়ে যাবে। তখন পেটের আলায় শতগ্রামে বেণু সেনের কাছে যেতেই হবে। বস—বস—হয়ে গেছে—হয়ে গেছে—এবারে হয়ে গেছে।

(মাগন্ধী প্রবেশ)

মা। হাঁ গো! ঘোষককে ময়লা কাপড় পরিবে কোথায় পাঠালে?

ভাঁড়ু। গেছে—ধেরিয়ে গেছে?

মা। গেল বই কি। একখানা ময়লা কাপড় প'রে খিড়কির দোর দিয়ে ভিথির মতন বেরিয়ে গেল।

ভাঁড়ু। বস—বস—বস।

মা। আমি খেতে দিতে চাইলুম, খেলে না। বললে—বাবা নিষেধ করেছে, খাব না।

ভাঁড়ু। বস—ঠিক হয়েছে।

মা। ছেলেটাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে না কি?

ভাঁড়ু। ছেলেটা কি—ছোঁড়াটা বল—মড়াটা বল। ছেলে নাম তোমার নাড়ুর সঙ্গে সঙ্গে লোপ হয়ে গেছে। তাড়িয়ে দেব কি? তাড়িয়ে দিলে যদি নিশ্চিন্ত হতুম, তা হ'লে কি ওই কোথাকার কে বেটাকে এককাল ঘরে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতুম? মাগন্ধী! বেটার হাতে ত্রিশুলের চিহ্ন ছিল, তাকি জানতুম। তাই এত চেষ্টা করেও বেটাকে মারতে পারি নি। এবারে বেটার ত্রিশুল আগে ছাই হয়ে যাবে। তার পর বেটা পটু পটু চৌ চৌ—চাই ফুঃ। ওই ছাই হয়ে উড়ে গেল। আজ সন্ধ্যা বেলায়, মাগন্ধী, সূর্য্যও যেমন ডুববে, আর বেটার ছেলে ছাই হয়ে বেণু সেনের নাকের ভেতর ঢুক যাবে।

মা। পুড়িয়ে মারবে?

ভাঁড়ু। পুড়িয়ে—হেজ মারব।

মা। আর কেন?

ভাঁড়ু। আর কেন কি?

মা। আর মেয়ে বল কি—কিরিয়ে আন।

ভাঁড়ু। কি বললি?

মা। বলি, নাড়ু ত আর ফিরবে না। আর এ বয়সে আমার সন্তানও হচ্ছে না।

ভাঁড়ু। তাতে কি?

মা। আমরা ম'লে এক জন ত বিবর জোগ করবে।

ভাঁড়ু। হাঁ করবেই ত! তাতে কি?

মা। তোমার যে ভাগনে, সেটা মাহুদ নয়। সেটা হতভাগা পাজী।

ভাঁড়ু। পাজীই ত—পাজী কেন, পাজীর পা খাড়া। তাতে কি?

মা। সেই ত আমার ছেলেকে নষ্ট করেছিল। জুয়োখেলা শিখিয়েছিল—মদ ধরিয়েছিল।

ভাঁড়ু। তোমার মতলবটা কি বল দেখি? তুই কি বলতে চাস?

মা। বেশ ত, তোমার ভাগনেকে যত ঠেকা সম্পত্তি দাও—আর ওকে কিছু দিয়ে বিনেয় ক'রে দাও—মেরো না।

ভাঁড়ু। আরে ম'ল! এর মতিচ্ছন্ন হ'ল না কি?—এ বলে কি?

মা। ওগো! অনেক কাল ধ'রে সে আমারে মা বলেছে, তোমাকে বাপ বলেছে। তাকে মেরো না।

ভাঁড়ু। ফের বললে, টুটা চেপে মেরে ফেলব।

মা। তা ফেল—তবু বলছি মেরো না।

ভাঁড়ু। তবে রে হারামজাদী। (টুটা ধরিয়া) পিশাচি! ছেলে মেরে ফেলে তোমার ধর্মবুদ্ধি এল!

মা। (হাত ছাড়াইয়া) তবে শোন! আমি পিশাচীই বটে—তবে তোমার মতন পিশাচের হাতে প'ড়েই আমি পিশাচী। পিশাচীতেও মমতা এল, কিন্তু নরোধম তোতে তা এল না! এল না,—আর আসবেও না। তবে তোমার মনস্কামনা—শোন পিশাচ, আমি কায়মনোবাক্যে বলছি—তোমার মনস্কামনা কিছুতেই সিদ্ধ হবে না। ঘোষককে যম নিজে এলেও অকালে মারতে পারবে না।

ভাঁড়। পারবে না—পারবে না—পারবে না ?
(কেশ ধরিয়া তুমিতে পাতন)

মা। কিছুতেই পারবে না।

ভাঁড়। (গলার নিকট পা তুলিয়া) এখনও চূপ
কর, মাগন্দী !

মা। মেরে ফেল—আমাকে মেরে ফেল।

ভাঁড়। ফের বললেই মেরে ফেলব। কালী
বেশ্যাকে এই জন্ত মেরে ফেলতে গিয়েছিলুম। সে
বেশ্যা ব'লেই মরে নি। তুই যদি না মরিস, তা হ'লে
বুঝব তুইও বেশ্যা।

মা। মরবে না—মরবে না—মরবে না।

ভাঁড়। মরবে না ! (গলদেশে পদপ্রহার)

মা। হাঃ—হাঃ—পিশাচের নিজের মুখ দিয়ে
বেরিয়েছে—মরবে না—মরবে না—মরবে না—

ভাঁড়। তবে তুমিই মর—তুমিই মর—তুমিই
মর।

(গলদেশে পদপেয়ণ ও মাগন্দীর মৃত্যু)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পথ।

ঘোষক।

ঘো। শতগ্রাম কত দূর, বাবা কি জানে না ?
বাড়ীর কাছে শুনে, মুখে একবিন্দু জল না দিয়ে বাড়ী
থেকে বেরুইব, সন্ধ্যা হয় হয়, এখনও শতগ্রামে
পৌছতে পারলুম না। কেরে পথ লোকশূন্য হয়ে
আসছে, আর যে কাউকে শতগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা
ক'ব, তারও উপায় ক্রমে বন্ধ হয়ে গেল। তাতে একটি
কাণা কড়ি নেই,—একটা চাল মুখে দিয়েও যে পেটের
জালা নিবৃত্তি করব, সে সম্ভবতাও আমার নেই। চোক
ক্রমে বেশ অন্ধ হ'য়ে আসছে। গা ঝিম ঝিম করছে।
আর বুঝি শতগ্রামে পৌছিতে পারলুম না। যতক্ষণ
সামর্থ্য ছিল, ততক্ষণ বাবার আদেশ পালন করবার
চেষ্টা করলুম। আর সামর্থ্য নেই। বাবা—বাবা।
(উপবেশন) আমার মনে অভিমান জাগে কেন ?
যে সময় গৃহস্থ ঘরের কুকুরটাকে পর্যন্ত না খেতে দিয়ে

বাড়ী থেকে বার ক'রে দেয় না, সেই সময় তুমি আমাকে
ঘর ছাড়তে হুকুম করেছ। মুখে একবিন্দু জল দিতে
সময় দিলে না। অথচ যে শতগ্রামের দোহাই দিলে,
সে শতগ্রাম কই ? বাবা—বাবা ! মনে আজ অভিমান
জাগছে কেন ? তোমাকে আজ আমার বাপ বলতে
ইচ্ছা করছে না। মা বললে, আর এ বাড়ীতে কিরো
না—তোমার ব্যবহারে বোধ হচ্ছে, বাড়ীতে আমার
আর ফিরতে হবে না। মনে হচ্ছে, তুমি আমার কেউ
নও। শতগ্রাম কতদূর তুমি জান,—প্রাণ থাকতে
আমি শতগ্রামে পৌছতে পারব না তুমি জান। তাই,
না খাইয়ে, খাবার সময়ে তুমি আমাকে ঘর থেকে বিদায়
ক'রে দিয়েছ। বাপ হ'লে তুমি এ নির্ভর আচরণ
করতে পারতে না। আমি মরি—ভিখারী—অন্নভাবে
মরি—কে কোথায় দয়াময় আছে, আমাকে রক্ষা কর !
(শয়ন)

(উদয়নের প্রবেশ)

উদ। কই, কে কোথায় কাতরকণ্ঠে লোকের
কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে ? এই যে, কে তুমি ?
কি আশ্চর্য্য ! এ সেই বৃদ্ধক না—এ কি ভাই ? তুমি
এমন অবস্থায় এ পথের ধারে শুয়ে কেন ?

ঘো। কে তুমি ?

উদ। তোমার এক জন বন্ধুই মনে কর।

ঘো। শতগ্রাম এখন থেকে কতদূর বলতে পার ?

উদ। আর বেশী দূর নেই। এক কোশের মধ্যে।

ঘো। বস—তুমি বাঁচালে ভাই।

(উত্থানের চেষ্টা)

উদ। তুমি কি সাহায্য চাইছিলে ?

ঘো। ভুল করেছি।

উদ। কি ভুল করেছ।

ঘো। সাহায্য চাওয়া ভুল করেছি। বাপের
মোহের উপর সন্দেহ করিছি।

উদ। দেখে বোধ হচ্ছে, তুমি সারাদিন কিছু
আহার কর নি।

ঘো। জল পর্যন্ত মুখে দিই নি। বাবা বলেছিল,
শতগ্রামে এক আত্মীরের বাড়ী আহার করতে।
সেখানে আহার ক'রে আমি এক আত্মীরের বাড়ী যাব
ব'লে বেরিয়েছিলুম। বাবা জানতো শতগ্রাম আমাদের
বাড়ীর কাছে, তাই না খাইয়ে আমাকে পাঠিয়েছে।
বিশ্ব সেই এক প্রহর বেলা থেকে বেরিয়ে অবিশ্রান্ত

পথ চ'লে আমি এখনও পর্যন্ত শতগ্রামে পৌঁছতে পারলুম না! তাইতে বাবার মেহের উপর সন্দেহ হয়েছিল।

উদ। তুমি মনে করেছিলে, শতগ্রাম যে কতদূর, তা তোমার বাপ জানে।

ঘো। তাই মনে করেছিলুম।

উদ। সন্দেহ গেল কিসে?

ঘো। এই যে দিনের শেষে তোমাকে বন্ধ পেলুম।

উদ। না ভাই, সে নরায়ণ তোমার পিতা নয়।

সে পথের মাঝে তোমাকে না খাইয়ে, তোমাকে মারবে ব'লে, শতগ্রাম কত দূর হেনেও তোমাকে অনাহারে বাঁজী থেকে বার ক'রে দিয়েছে।

ঘো। না—না—ও কথা আর বল না।

উদ। বেশ, তার মেহের উপর তোমার যদি এতটাই বিশ্বাস, তা হ'লে বলব না। তা হ'লে তুমি শতগ্রামে যাবে?

ঘো। যেতেই হবে। সেখানে বেণু সেনের হাতে আমাকে একখানা চিঠি দিতে হবে।

উদ। আমি যদি তোমার হয়ে দিয়ে আসি?

ঘো। নিষেধ নেই। তবে—তবে,—

উদ। বেশ, তোমাকে দিতে হ'লেও ত তোমাকে চলবার সামগ্রী পেতে হবে?

ঘো। তা হবে।

উদ। তা হ'লে ভাই, আমাকে অগ্রমতি কর, আমি তোমার জন্য কিছু খাওয়া ও পানীয় সংগ্রহ ক'রে আনি।

ঘো। আন।

(উদয়ের প্রস্থান এবং মুচুকুন্দ ও সহচরগণের প্রবেশ)

১ম সহ। ছুয়ো মুচুকুন্দ—ছুয়ো—

২য় সহ। বের'—শালা। পাঁচকড়ার মুদ নেই, এখানে জুতা খেলতে এসেছিস।

মুচু। মুদ আছে কি না আছে, এখনি দেখাব রে শালা।

১ম সহ। পালিয়েই যদি গেলি, ত কখন দেখাবি রে শালা?

মুচু। কোন্ শালা বলে রে আমি পালিয়ে যাচ্ছি?

সকলে। ছুয়ো মুচুকুন্দ—মাকুন্দ ছুয়ো! ছুয়ো বেকটের পোশা—ছুয়ো ভাঁড়ুদত্তের ডাগনে—ছুয়ো!

মুচু! তোরা যদি বাপের বেটা হ'স, তা হ'লে জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবি নি। আমি এখনি ক্রোর টাকা নিয়ে ফিরে আসছি।

১ম সহ। আসবি?

মুচু। আসব কি, এসেছি জেনে রাখ। তোদের গা-সুন্ধ এবারে বাজী জিতে নিয়ে যাব।

১ম সহ। দেখব, তুই কত বড় বাপের বেটা—দেখব।

মুচু। তোরা কত বড় বাপের বেটা, আমিও দেখব।

সকলে। বেশ—বেশ। দেখা যাবে—দেখা যাবে। তা হ'লে মুচুকুন্দ ছুয়ো! নয়—মুচুকুন্দ ছুয়ো। [সহচরগণের প্রস্থান।]

ঘো। মুচুকুন্দ?—আমাদের মুচুকুন্দ? কে ভাই তুমি?

মুচু। কে কথা কইলে?

ঘো। এই যে দেখ না ভাই।

মুচু। ঘোষক? তুমি? আর কি,—আর আমাকে পার কে? ঘোষক—ঘোষক—ভাই! আমাকে রক্ষা কর। শালারা আমার সর্বস্ব জুয়ায় জিতে নিয়েছে। আমি আর বাঁজীতে ফিরব না মনে করেছিলুম—মনে করেছিলুম, এ প্রাণ আর রাখব না।

ঘো। বল কি?

মুচু। এ রকম অপমান আমার জীবনে কখন হয় নি। ভগবান তোমাকে পারিয়েছেন! ভাই! আমাকে রক্ষা কর।

ঘো। আমি কি ক'রে রক্ষা করব?

মুচু। তুমিই আমাকে রক্ষা করতে পারবে—আর কেউ পারবে না। তুমি কখনও কোন খেলাতে হার নি, এই জন্য আমরা তোমাকে নিয়ে কখনও খেলি নি। আজ তোমাকে খেলতে হবে!

ঘো। কেমন ক'রে খেলব? হাতে যে একটি কাণা কড়িও নেই।

মুচু। আমি দিচ্ছি। আমার হাতে আছে—তবে একটি মাত্র মোহর—গুণ্ডু পথরচের জুতা রেখেছিলুম। এই নাও—এই দিয়ে শালাদের সর্বস্ব জিতে নিতে হবে।

ঘো। কিন্তু ভাই, কিছু না খেলে আমি উঠতে পারব না। অনাহারে আমার চলবার পর্যন্ত শক্তি নেই।

মুচু। সে কি—সে কি ? নাও ভাই আমার কাঁধে
ভর নাও—আমি এখনই তোমাকে পেট ভরে খাইয়ে
দিচ্ছি।

বো। একটি পথের বন্ধু যে আমার জন্ত আগেই
খাবার আনতে গেছে।

মুচু। দেবী সইছে না—যেথাক দেবী সইছে না।
শালারা আমার টাকা নিয়ে স'রে পড়লেই আর পাওয়া
যাবে না। অগাধ টাকা ছেরেছি—মায়ের সর্বস্ব।

বো। বেশ, চল—তবে আর একটি যে কাজ
আছে। শতগ্রামে বেণু সেনকে দেবার জন্ত বাবা
আমার হাতে এক চিঠি দিয়েছে—আজই দিতে হবে।

মুচু। আমি দিয়ে আসছি—নাও আমার হাতে
—আমি এখনই দিয়ে আসছি।

বো। আমি জিতব তোমার বিশ্বাস ?

মুচু। জিতবে—জিতবে—আমি দেখতে পাচ্ছি
—আমার সব টাকা ফিরে এসেছে। নাও, চল ভাই
চল—শালাদের খোঁজা মুখ ভোঁতা ক'রে দেব—চল।
[উত্তরের প্রস্থান।]

(উদয়নের পুনঃ প্রবেশ)

উদ। যুবক আমাকে চিনতে পারে নি। এ
সুবিধা ভাগ্য করব না। এবারে কোশলে তাঁর পরিচয়
জানতেই হবে। কে পাবণ পিতৃনাম নিয়ে এই নিরীহ
যুবকের উপর অত্যাচার করছে, এ আমাকে জানতেই
হবে। কই হে বন্ধু, কোথায় তুমি ? তাই ত কোথায়
গেল—কোথায় গেল ? কোথায় গেলে হে ভাই ? যে
চলতে একান্ত অসমর্থ, সে দেখতে দেখতে কোথায়
মিলিয়ে গেল ? ছরায়া নিশ্চরই তার পিছনে পিছনে
লোক রেখেছে। এই দূরে এনে আজ তাকে ঘেরে
ফেলবে। সময় সন্ধ্যা—অনাহারে যুবক চলচ্ছক্তি-
হীন—বিদেশ—পথঘাট—চেনে না—পালিয়েও যে
প্রাণ বাঁচাবে তার উপায় নেই ! আমার আশ্রয় পেয়েও
তাকে ছরায়ার হাতে প্রাণ দিতে হ'ল ! শতগ্রাম বেণু
সেন—বাঁচাতে না পারলে আমাকে ধিক্—আমার
নামের কোন মূল্য নেই !—

(বলভদ্রের প্রবেশ)

বল। মহারাজ—কই মহারাজ ?

উদ। কি সংবাদ মাতুল ?

বল। মায়ের সংবাদ পেয়েছি।

উদ। বেঁচে আছে—অমুরাধা বেঁচে আছে ?

বল। বেঁচে আছে। কিন্তু বাঁচার চেয়ে তার
সিংহের উদরে যাওয়া ভাল ছিল।

উদ। মানে কি ?

বল। এক কিসাত তাকে সিংহমুখ থেকে রক্ষা
করেছে। রক্ষা ক'রে সে অমুরাধার দান-বিক্রয়ের
অধিকারী—কিসাত তাকে বিক্রয় করবে। জন-
পদের শ্রেষ্ঠা রাজশ্রেষ্ঠার পুত্রের জন্ত অমুরাধাক ক্রয়
করতে কিসাত-ভবনে গমন করছে। যদি অবিলম্বে
অর্থ দিয়ে রাজদুর্নামীকে উদ্ধার করা না হয়, তা হ'লে
রাজা উদয়নের ভগিনী বৈশ্ণব কীতদাসী হবে।

উদ। তাই ত ! এ সংবাদ দিয়ে আমাকে যে
বিষম সঙ্কটে ফেললেন !

বল। সঙ্কট কেন রাজা ? রাজদুর্নামীকে উদ্ধার
করতে কি আপনার ইচ্ছা নেই !

উদ। ইচ্ছা নেই ? এখন উদ্ধার করতে পারলে
পরদণ্ডের বিলম্ব করি নি। ভগিনী কীতদাসী হ'লে
তার মৃত্যুর চেয়ে আমার যন্ত্রণার কারণ হবে। আপনি
এখনই রাজধানীতে যান, গিয়ে রাজকোষ শূণ্য করলেও
যদি ভগিনীর উদ্ধার হয়, তাই করুন।

বল। এ কাজের জন্ত আপনার আদেশের
অপেক্ষা করতুম না। কিন্তু রাজধানী যাবার বিলম্ব
সইবে না।

উদ। বলেন কি ?

বল। যদি ভগিনীর উদ্ধার করতে চান, যদি
বংশের মর্যাদা রক্ষা করতে চান, তা হ'লে আর এক
লংমাও দেবী করবেন না।

উদ। তাই ত এক দিকে না গেলে নরক, অন্ড
দিকে না গেলে মর্যাদানিশ—মাতুল ! বলুন—শীঘ্র
বলুন—কোন দিকে যাই ?

বল। নরক কি ?

উদ। নরক—নরক—আমার আশ্রিত যুবক আজ
নরবাতক দহ্যের হাতে পড়েছে। এতক্ষণ বৃষ্টি তাকে
ঘেরে ফেললে। আপনি যা পারেন তাই করুন—আমি
পারলুম না—আমি পারলুম না।

[প্রস্থান।]

বল। বাপারখানা কি, কিছু বুঝতে পারলুম
না ! (উচ্চৈঃস্বরে) যদি আপনার সন্ধান করতে হয়,
কোথায় করব—ব'লে যান—কোথায় সন্ধান করব ?—
যা—বিদ্রোহবগে রাজা ছুটে গেল ! তাই ত ! এ
বিষয় তার মাথায় নিয়ে আমি কি করি ?

(কালীর প্রবেশ)

কালী। ওগো, তুমি কে গো ? এই পথ দিয়ে
একটি ছেলেকে চলতে দেখেছ ?

বল। কেও—কালী ?

কালী। বা—বা! রাও ? তুমি এখানে ?
আমার ছেলে এই পথে এসেছে—তুমি দেখেছ ?

বল। তোমারই ছেলে ?

কালী। দেখেছ—দেখেছ—রাও ?

বল। রাজা কি তাকেই রক্ষা করতে ছুটে
গেলেন ?

কালী। রাজা—রাজা ? তা হ'লেই ঠিক হয়েছে।
রাজা রক্ষা করতে ছুটেছে ঠিক জান ?

বল। রাজা বললেন—আমার এক আশ্রিত যুবক
নরঘাতক দস্যুর হাতে পড়েছে—আমি তাকে রক্ষা
করতে চললাম।

কালী। তা হ'লেই ঠিক হয়েছে।—পাপিষ্ঠ
আমার ছেলেকে এক মরলা কাপড় পরিয়ে ছপুর
বেলায় এক ফেঁটা জল পর্যন্ত খেতে না দিয়ে,
বাড়ী থেকে বার ক'রে দিচ্ছে। দূরদেশে মরতে
পাঠিয়ে দিচ্ছে। না খেয়ে যদি না মরে, তবে ডাকাত
দিয়ে তাকে মেরে ফেলবে।

বল। কে সে পাপিষ্ঠ, কালী ?

কালী। এখন বলব না রাও—আগে রাজাকে
ফিরতে অবসর দাও।

বল। রাজা এমন ব্যাকুল হয়ে ছুটেছেন যে, তাঁর
যে কি বিষম বিপদ, তা তিনি ভাববার কথা দূরে থাক
—ভাল ক'রে শোনবার পর্যন্ত অবকাশ পেলেন না।

কালী। রাজার আবার কি বিপদ ?

বল। তুমিই ঘটিয়েছ—জান না ?

কালী। আমি ঘটিয়েছি ?

বল। তোমার কথাতেই তিনি রাজকুমারীর
সন্ধানে বেরিয়েছেন।

কালী। সন্ধান পাওনি ?

বল। পেয়েছি।

কালী। পেয়েছ—তবে আবার কি ? ও দিকে
আমার ছেলেকে আনতে রাজা ছুটল, এ দিকে রাজ-
কুমারীকে পাওয়া গেল—তবে আবার কি ?

বল। কিন্তু পাওয়ার চেয়ে না পাওয়া ছিল ভাল।
—এখন যদি লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা না পাওয়া যায়, তা হ'লে

রাজা উদরনের ভগিনী তাঁরই এক চাকরের ক্রীতদাসী
হবে।

কালী। এখনই ?

বল। এখনই। রাজধানীতে কিরে টাকা আনবার
দেয়ী সহাবে না।

কালী। দেখ দেখি রাও—এ কাগজখানা কি !
আমি মেয়েমানুষ পড়তে জানি না। এতে দেখ ত কি
লেখা আছে ? (কাগজ প্রদান)

বল। (পড়িয়া) এ কি ! এ যে রাজার পাজাসই
হুণ্ডী—লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা ! কালী—কালী !

কালী। আর কালী কালী কেন ?—যাও—যাও
হুগী-হুগী ব'লে চ'লে যাও।

বল। কালী—কালী ! ফিরে এসে কৃতজ্ঞতা
জানাব—কি করলি বুঝিয়ে দেব। [প্রস্থান।

কালী। যাও—যাও। নিয়তি। জাল গুটিয়ে
আনছে—যেখানে যাকে নিয়ে কাঁধিনী, সব এক সঙ্গে
জড় হ'ল ! তবে আমার ছেলের প্রাণ রাজা রাখবে
—না নিয়তি তুমি রাখবে ? শেষকালে কে জয়পতাকা
হাতে করবে,—রাজা, না তুমি ? আমাকে দেখতে
হ'ল—দেখতে হ'ল। প্রাণপণে মেরে ফেলবার চেষ্টা
ক'রেও মমতাহীন বারাক্কা যাকে মারতে পারে নি,
আজ কে কোথায় যমকিঙ্কর আমার দেহ ছেলেকে
মারতে এসেছে,—যার হাত থেকে উদ্ধার করতে রাজার
সাধ্যাধার প্রয়োজন হ'ল ? আমাকে দেখতে হ'ল—
দেখতে হ'ল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম-প্রান্ত।

বেঙ্কট।

বে। নিরুধ—নিরুধ—নিরুধ ! এতক্ষণে সব
শেষ হয়ে গেছে ! ভাদ্রাস্তের কণ্টক এত দিন পরে
পড়ে ছাই হয়ে গেল। আমার মুচুকুন্ড একা—একা
—একা নাড়ু গেছে, পুঞ্জশোকে বুড়ী মরেছে, ঘোষক
পুড়ে ছাই ! কি মজা—কি মজা ! দেখতে দেখতে
আমার মুচুকুন্ড অগাধ ঔষধের মালিক—পৃথিবীতে
সবার বড় শ্রেষ্ঠী—কি মজা—কি মজা—কি মজা—
মরেছে—এতক্ষণে নিশ্চয় মরেছে—তবু একবার
নিজের চোখে না দেখলে মন স্থির হচ্ছে না !

(বোম্বকের প্রবেশ)

বো। এখনও ত কিরল না! আর কতকণ আমি তার জন্ত অপেক্ষা করব? কতকণ তার টাকা আগলে ব'সে থাকব? জনপদ গ্রামে যাবার সজী পেয়েছি, সে আর এক দণ্ড অপেক্ষা করতে পারবে না। আমি এ দেশের পথ-ঘাট কিছু চিনি না। যাবার এমন সুবিধা আর পাব না। তাই ত মুচুকুন্দ করলে কি? চিঠি দিয়ে চ'লে আসবে—তবে দেয়ী করছে কেন?

বে। কি রকমটা হ'ল? এ কি স্বপ্ন দেখছি নাকি? (চক্ৰ মুছিয়া) না, স্বপ্ন ত নয়! সেই হতভাগাটাই ত বটে! আরে হ'ল! এ এখনও এখানে ঘুরছে? চিঠির মৰ্ম জানতে পেরেছে না কি? না পথ চিনতে পারে নি ব'লে যায় নি?

বো। কিন্তু বুড়ো আমাকে দেখে অত কাঁদলে কেন? আমার মাথার হাত দিলে, মুখে চুমো খেলে তাকে দেখে আমার প্রাণটাও কেমন উথলে উঠল।

বে। না—না—স্বপ্ন—চিঠি পড়তে জানে না। কাজেক দিয়ে যে পড়াবে, সে বুদ্ধিও তার নেই। বোম্ব হয়, বেণু সেনের বাড়ী চিনতে পারে নি।

বো। আজ আমার কি আনন্দের দিন! সকালে সৰ্ব্বপ্রথম মায়ের মমতা পেলাম, আর এখন—জীবনের সৰ্ব্বপ্রথম এক অজানা বুড়ার কাছে এমন মমতা পেয়েছি যে, বাপের কাছেও ইহজন্মে তা পাই নি। তাই ত! এমনটা হ'ল কেন? এমন ভালবাসা সে আমাকে কেন বাসলে? জনপদ গ্রামে বাচ্ছিল—আমার কথা শুনে আমাকে দেখে দাঁড়াল। এখন আবার আমার টাকা আগলে ব'সে আছে! তাই ত! মিছামিছি তাকে আটক রেখেছি! মুচুকুন্দ করলে কি, এখনও এল না?

বে। বোম্বক!

বো। কে—বামা?—ঠিক হয়েছে। বামা! শীগগির এস। মুচুকুন্দ জুয়াখেলায় হেরে গিয়েছিল। আমি সেই সমস্ত টাকা উদ্ধার করেছি। এস, শীগগির এসে নিয়ে যাও।

বে। মুচুকুন্দ! সে এখানে? সে এখানে? না—না—সে বাড়ীতে—বাড়ীতে—বাড়ীতে।

বো। না—বাড়ীতে না। তুমি জান না—সে এখানে পাশা খেলতে এসেছিল। পাশার হেরে মনের দুঃখে সে আত্মহত্যা করতে বাচ্ছিল। পথে আমার সঙ্গে দেখা।

বে। সে হতভাগা কোথায়?

বো। সে আমাকে খেলতে বসিয়ে আমার চিঠি নিয়ে—

বে। আ—

বো। শতগ্রামে—

বে। আ—

বো। বেণু সেনের বাড়ী—

বে। আ—

বো। ও কি বামা—আ-আ করছ কেন? সে যাব আর আসব ব'লে চ'লে গেছে।

বে। ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে—

বো। ও কি বামা? কি হয়েছে—কি হয়েছে! বেণু সেনের বাড়ী গেছে—তাতে কি হয়েছে?

বে। ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে!—

[এস্থান।

বো। ও বামা! টাকা নিয়ে যাও—টাকা নিয়ে যাও।

(নেপথ্যে বে।) ওরে বাবা রে—ওরে বাবা রে—

(বেগে কালীর প্রবেশ ও বোম্বককে ধারণ)

কালী। থাক—থাক—কোথা যাও বাপ আমার?

বো। এ কি মা, তুমিও এখানে এসেছ? এ সব ব্যাপার কি মা?

কালী। বোম্ববার সময় হ'লে আপনি বুঝবে। আর দাঁড়িও না—চ'লে এস। টাকার কিনারা আপনি হবে। এক বুদ্ধ বিশ বৎসরের হারাণ ছেলে খুঁজে পেয়েছে। বিশ বৎসর আগে এক সন্তোষাত শিশুকে ব'রে গেছে মনে ক'রে, সে পথের পাশে নিক্ষেপ করেছিল; নিয়তির খেলায়—পথের হাওয়া খেয়ে, সেই ছেলে বেঁচে উঠেছিল। বিশ বৎসর পরে সেই আবার পথেই কুড়িয়ে ছেলেকে পেয়েছে। আনন্দে বুদ্ধ পাগলের মত হয়েছে। জনপদ গ্রামে তার সেই ছেলের আজ বিয়ে। তোমার অপেক্ষায় সে সমস্ত আনন্দ আগলে ব'সে আছে। দেয়ী ক'রে তার পূর্ণ সুখে হস্তারক হয়ে না। চ'লে এস—চ'লে এস।

বো। এ ত বড় আশ্চর্যের কথা মা!

কালী। বড় আশ্চর্য—বড় আশ্চর্য। সেই ছেলের আজ বিয়ে। বুদ্ধ সেই বিয়ে দেখতে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। আমি আমার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে

সেই দিয়ে দেখতে বাব। সেখানে. গিয়ে দেখব, তার
ছেলে, কি আমার ছেলে, কনেকে জয় ক'রে ঘরে নিয়ে
আসে।—চ'লে এস—চ'লে এস!

তৃতীয় দৃশ্য

কারখানা।

বেণু সেন ও সহচরদ্বয়।

স.স. কি হ'ল কর্তা, দুপুরে যে যায় যায়!

শীকার ভাগল না কি?

বেণু। ভাগবে কি রে শালা—ভাগবে কি?
ভাদ্র দাতের টাকা আমার ঘরে ঢুকেছে—যা কখন
হবার নয়, তাই হয়েছে। ফসকাবে বললেই হ'ল।
আমি দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আসছে—হুড় হুড় ক'রে
আসছে। ধুনি আনিয়ে রেখেছি। ধুনির আশুন
মাথায়ের রক্তপান করবার জগা জিব লক্‌লক্‌ করছে।
ঘুটুঘুটে ব্যাধার দেখতে পাচ্ছি না! তাই আস্তে
আস্তে—দাস্তে দাস্তে—হামাগুড়ি দিয়ে ধুনির খোঁজ
আসছে।

(নেপথ্যে)। কে আছ?

ওই! ওই! (সকলের নীরবে আগ্রহ প্রদর্শন)
তৈরী হয়ে ব'সে থাক্—চুপ্, চুপ্—হুঁসিয়ার! যেন
নিখাসের শব্দ না হয়।

স.স. ওই—ওই—চ'লে আস চ'লে আস—
চুপে চুপে—পা টিপে ওই—ওই!

(সকলের প্রস্থান,—মুচুকুন্দকে,
লইয়া বেণু সেনের প্রবেশ)

মুচু। এইবারে আমি যাচ্।

বেণু। যাবে—ঠিক যাবে। একটু—একটু—
অপেক্ষা—(পত্র পাঠ) অপেক্ষা—অপেক্ষা।

মুচু। আর অপেক্ষা কেন, আমি দাঁড়াতে পারব
না—আমার অনেক কাজ।

বেণু। একটু—একটু! হাঁ হাঁ! তুমি রাজ-
শ্রেণীর কে?

মুচু। (স্বগতঃ) বেটার কাছে খাট হ'তে যাব
কেন? (প্রকাশ্যে) আমি তাঁর সম্পত্তির একমাত্র
উত্তরাধিকারী।

বেণু। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-ঠিক হয়েছে!

মুচু। ও কি! অমন ক'রে হাসছে কেন?

বেণু। হিঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ—উত্তরাধিকারী—ঠিক
হয়েছে—উত্তরাধিকারী।

মুচু। ও কি! আলো নিয়ে আমাকে পথ
দেখিয়ে দাও!

বেণু। এই যে, লম্বা সোজা দেখিয়ে দিচ্ছি
ব্যাপধন! ব্যস্ত কেন? উত্তরাধিকারী—উত্তরাধিকারী!

মুচু। তবে দেয়ী করছ কেন—কি পথ দে
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এলে—আলো না হ'লে আমি যে
যেতেই পারব না। পথ দেখিয়ে দাও—পথ দেখিয়ে
দাও!

বেণু। হুঃ-হুঃ-হুঃ-হুঃ—এই যে তোমাকে একে-
বারে লম্বা পথ দেখিয়ে দিচ্ছি! ব্যস্ত কেন?
তুমি যে উত্তরাধিকারী! তোমারই অপেক্ষায় এই
রাত দুপুর পর্যন্ত আমরা ব্যাকুল হয়ে ব'সে আছি।

মুচু। ও কি আলো নিবিয়ে দিলে কেন? পথ
দেখিয়ে দাও,—পথ দেখিয়ে দাও—ওগো! আমাকে
পথ দেখিয়ে দাও। (পলায়নোচ্চারণ)

বেণু। হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ (মুচুকুন্দকে
ধারণ) দাও—উত্তরাধিকারীকে পথ দেখিয়ে দাও।

মুচু। দোহাই ভুল হয়েছে—আমি নই—ভাদ্র
দত্তের আমি কেউ নই—ছাড়—দোহাই ছাড়—

(সহচরদ্বয়ের প্রবেশ)

সকলে! হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ—(মুচুকুন্দকে
ধারণ)

মুচু। মেয়ো না—মেয়ো না—ছাড় দাও—
ছেড়ে দাও—পায়ে পড়ি—ছেড়ে দাও। মা—মা—
বাবা—বাবা—আ-ওঁ-ওঁ-ওঁ।

[মুচুকুন্দকে হস্ত-পদ-মুখ-বন্ধ করিয়া লইয়া প্রস্থান।

পটপরিবর্ত।

অগ্নিকটাহ।

বেণু। সোঁ—সোঁ—সোঁ—আর কেন! ভাদ্র
দত্তের কটক পুড়ে ছাই হ'ল। ধুনির ক্ষিধে মিটে
গেল। এবারে তেঁরী মিটিয়েছে। ঢাল্ জল। আর্ন্ত-
নাক থেকে যাক্, চিহ্ন ধুয়ে যাক্—ঢাল্ জল—ঢাল্
জল।

(বেঙ্কটের বেগে প্রবেশ)

বে। সেন—সেন! আমাকে বাঁচাও আয়াকে
বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও।

বেণু। কি হয়েছে—কে তুমি? বন্ধু? গোল ক'র
না—গোল ক'র না। তোমার কার্য শেষ করেছে।

বে। ভুল হয়েছে—ভুল হয়েছে—আমার ছেলে
—আমার ছেলে—

বেণু। তোমার ছেলে—

বে। সে আসে নি—তার বদলে আমার ছেলে
এসেছে। বাঁচাও সেন—আমাকে বাঁচাও।

বেণু। (হাস্ত) আর কে বাঁচাবে বন্ধু? শুনছ
না—পৌ। পৌ—আগুনের শিখায় আবার অর্ধিনাদ
ভেসে উঠেছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, কে বাঁচাবে? কে
বাঁচাবে?

বে। মুচুক্ন্দ—মুচুক্ন্দ—বাণ্ আমায়—

(মুচ্ছা)

বেণু। কি বুঝছ—কি বুঝছ! এখন যদি নিজেরা
বাঁচতে চাও, তা হ'লে একেও সারো। দেবী ক'র না
—এই বেলা—এই বেলা—

১ম স। তবে আর কেন রে তাই!

সকল। ধরো-ধরো-ধরো—ধুনির কিশে মেটে নি
—ধরো-ধরো—

(বেঙ্কটকে ধরিয় সকলের অগ্নিকটাহে নিক্ষেপের

উদ্দেশ্যে।—

সমস্ত গ্রন্থী সঙ্গে উদয়নের প্রবেশ এবং

সকলকে খুত করণ ও বন্ধন)

উদ। (নেপথ্যাভিনয়ে) চারিদিক থেকে ঘেরাও
করু। যেন এক বেটা পাখিও না পালাতে পারে।
যদি আমার বন্ধু জীবিত থাকে, তবেই এদের রক্ষা—
নইলে পাপের শাস্তিস্বরূপ এদের বংশ একেবারে
নির্মূল ক'রে দেব। বন্ নরশিখা! ও কাকে
তোরা হত্যা করছিলি?

বেণু। এ ব্যক্তি কৌশাধীর এক জন শ্রেষ্ঠী।

উদ। একে মারছিল কেন?

বেণু। ওর পুত্রকে আমরা পুড়িয়ে মেরেছি।
ও মরা পুত্রের জন্ত শোক করছিল, তাইতে ওকেও
আমরা পুড়িয়ে মারছিলুম।

উদ। যে—এই কর বেটাকেই আগুনে ফেলে
দে।

৭৭—৩৩

(বেগে কালীর প্রবেশ)

কালী। কান্তি দাও—রাক্ষা কান্তি দাও।
আমার ছেলে বেঁচে আছে।

উদ। সত্য? সত্য? সত্য?

কালী। সত্য—রাক্ষা সত্য? ছেলে বেঁচেছে।
আমি তার বিবাহে তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

বেণু। রাক্ষা! মহারাক্ষ! আমরা থাকে
মারব ব'লে আগুন জ্বলে বসেছিলাম, তাকে মারতে
পারি নি। যে মুক্তি হরে প'ড়ে আছে, এ
ব্যক্তিও আমাদের ষড়যন্ত্রের ভেতর লিপ্ত ছিল। কিন্তু
ভুলক্রমে আমরা এরই ছেলেকে মেরে ফেলেছি।

কালী। ছেড়ে দাও, নিয়তির হকুমে ওরা
আপনারাই আপনার শাস্তি দিয়েছে। রাক্ষা, আমার
পুত্রের আশ্রয়দাতা সাহস নর—নিয়তি—নিয়তি—
নিয়তি।

উদ। বা নরাদম—বেঁচে গেলি!—মা! বারংবার
তুমি আমাকে পরাস্ত করলে। আমার সমস্ত লক্ষ্য চূর্ণ
হ'ল। আমার শক্তি-বৃদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে আসছে—মাথা
ঘুরছে! হুয়ায়াদের মুক্ত কর। এ পাগল্যের মুচ্ছাভঙ্গ
কর। জাগিয়ে দাও—সমরকে ফাঁকি দিতে ও যে
মধুর মোহে ডুবে থাকবে, তা হবে না। জাগিয়ে
দাও—জাগিয়ে দাও।

চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ।

ভাঁড়দত্ত।

ভাঁড়ু। একি হ'ল? বেঙ্কট করলে কি?
সারারাত্রি জেগে ঘোষকের মৃত্যুসংবাদ প্রতীক্ষা
করছি, কিন্তু কই? বেঙ্কট ত এখনও ফিরল না? সে
কাজ নিষ্পত্তি করতে পারলে না নাকি? তা হ'লেই
ত সর্বনাশ! যে বেটোর জন্ত জী পুত্রহত্যা করলে,
আমি জীহত্যা করলুম, সে বেটা বেঁচে রইল! না, না
—তা হ'তেই পারে না। সে মরেছে—মরেছে—
মরেছে।

(ভাণ্ডারতীর প্রবেশ)

এই যে—এই যে ভাণ্ড—ভাণ্ড ধবর কি? বেঙ্কট
এসেছে?

কিরাত। হামি বেশী বাৎ কইতে পারব না।
দশ হাজার মোহর রাখবি, তবে বিটাকে দেখবি; না
পারিস বল—হামি বিটা লিরে চলিরে বাই।

মহী। এমন বোকা কে আছে?

কিরাত। দেখেই লারে—কে আছেক, তা ত
বোকাই যাবেক বটে রে।

শ্রেণী। কর্তব্য কি মহীশর?

মহী। না প্রভু, আমি এমন পণে আপনাকে
কড়া নিতে বলতে পারি না।

শ্রেণী। না কিরাত,—আমি এরূপ পণে তোমার
বেটাকে নিতে পারব না।

কি। ওরে! বিটাকে লিরে বরকে চল।

(প্রস্থানোক্ত)

শ্রেণী। তাই ত হে! যদিই মেয়েটা পরমাসুন্দরী
হয়, তা হ'লে কি হবে?

মহী। তা বটে। তা হ'লে বড়ই দুঃখের কথা।

শ্রে। এমন সোনার চাঁদ নাতি পেলুম, তাকে
একটা মনোরমত সওগাত দিয়েই যদি মুখ না দেখলুম,
তা হ'লে কি হ'ল।

মহী। সেটা আপনি বুঝুন। দেশের মধ্যে রাষ্ট্র
যে,—এমন সুন্দরী কড়া কেউ কখন দেখে নি।

শ্রে। তা বটে। কিন্তু কেউ ত দেখে নি—
সকলেই শুনেছে!

মহী। তা ঠিক। তবে কি না যে কথার প্রচার
হয়, তার কতক না কতক সত্যি আছেই। বিশেষতঃ
বুনো জাত প্রভারণা জানে না। তবে এরকম পণ
যে কেন করেছে, সেটা বুঝতে পারছি না।

শ্রে। ওরে কিরাত, শোন।

কি। আবার কি বলছিস রে?

শ্রে। বেশ, এক কাজ কর। তোমার বেটাকে
হুড়ি হুড়ি দিয়ে এইখানে নিয়ে আয়। তাতে কি তোমার
আপত্তি আছে?

কি। আচ্ছা, তুই যখন বলছিস, তখন আনছি।
ওরে বিটাকে হুড়ি-হুড়ি দিয়ে নিয়ে আয় ত!

(বস্ত্রাবৃত অনুসন্ধানে লইয়া)

কিরাত-কড়াগণের প্রবেশ)

(গীত)

কোথা ছিলি—কোথা ছিলি এতকাল ফুলে!

এলে যদি কোর রাণী বেরী ক'রে এলে।

লতা থেকে তোলা ফুল বন থেকে লতা
জল থেকে কড়ি তোলা গাছ থেকে পাতা।

এই ত গহণা আছে আর কোথা পাখ

তোমার সোনার অঙ্গ কি দিয়ে সজাব!

ভারা ভারা জল পোরা আছে নয়নে

এস রাণী ধুরে দিই রাঙ্গা চরণে।

শ্রে। কি বুঝছ?

মহী। গঠন দেখে সুন্দরী ব'লেই ত বোধ হচ্ছে।

শ্রে। আবারও তাই বোধ হচ্ছে। মহীশর,
গঠন অপূর্ণ। কিন্তু মুখ যদি ভাল না হয়, তা হ'লে
গঠনের ত কোন মূল্য নেই।

মহী। সে কথা ঠিক—কিন্তু মুখও বোধ হয়
গঠনের অন্তরঙ্গ?

কি। দেখলি রে?

শ্রে। হী মা! মুখ না দেখাও, একটা আঘাত
কথা কইতেও কি দোষ আছে?

অতু। কি বলছিস রে!

মহী। আরে বল! এ বেটা বেমনী।

শ্রে। জুয়াচোর বেটা—লোক ঠকাবার জায়গা
পাও নি! বেরো বেটা—বেরো।

(বলভয়ের প্রবেশ)

বল। কই কিরাত, কোথায় তুমি?

কি। কি রে! তুইও কি খেদাইতে এলি নাকি রে?

বল। কি হয়েছে?

কি। হবেক কি? বিটা বেচতে আইছি—
বিটারে বেশিনী বইলে খেদাই দিইছে—বেদের বিটা
কি রাজনন্দিনী হয় নাকি রে!

বল। আমি কিনব।

কি। লা দেখে কিনবি?

বল। না দেখেই কিনব।

কি। দশ হাজার মোহর দিবি?

বল। দশ হাজারই দেব।

মহী। প্রভু! বুঝতে পারছেন?

শ্রে। তাই ত! তা হ'লে সুন্দরীই বটে। আবার
দর কচ্ছি, রাখখান থেকে তুমি এসে দর কর—কে
তুমি হে?

বল। তুমি কে? হী মা! আমি তোমাকে ক্রম

কৃত্যে কোল আপত্তি নেই।

অহু। ইমাকে না দেখে যে লিবে, আমি তার
বয়ে দাসী হব। নইলে টাকা জলে ঢালবি।

বল। আমি না দেখেই তোমাকে গ্রহণ করব।

শ্রে। আমিও করব। কিরাত! আমি পোনের
হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেব।

বল। আমি বিশ হাজার।

শ্রে। আমি পঞ্চাশ। এস কর্তী, ক্ষমতা থাকে
তোকে নাও।

বল। তাই ত! এ বেরকর ভাবে বেড়ে যাচ্ছে,
তাতে পেয়ে উঠব না দেখছি যে।

শ্রে। কি কর্তী, ধামলে কেন? কত পরসার
মালিক তুমি? ভাদ্রদন্তের বায়ার সঙ্গে টক্কর দিতে
এসেছ?

বল। পঁচাত্তোর হাজার—

শ্রে। লাখ—

বল। পরাত হলু শ্রেণী! আমার এই পর্য্যন্ত
স্বল—আর নেই। (উপবেশন)

শ্রে। যা কিরাত, এর সঙ্গে যা—টাকা নিয়ে
আয়। দশ হাজার দিচ্ছিলুম না, মর্যাদা রাখতে
তোকে লাখ দিলুম। নে, এইবারে মেয়ের মুখ দেখা।

অহু। হা অদৃষ্ট। সিংহমুখ থেকে বেঁচে আমি
বৈশ্বের ক্রীতদাসী হলুম।

(ঘোষকের প্রবেশ)

ঘো। পিতামহ!

শ্রে। এস ভাই, তোমার জন্ত এক কথায় আমি
লাখ মোহর খরচ করে ফেললুম। এখন অপসরীই
হোক, কি বীদরই হোক—তোমার অদৃষ্ট।

ঘো। আমি ত পিতামহ! কনেকে নিজের চোখে
না দেখে বিবাহ করব না।

শ্রে। সে কি! যদি পছন্দ না হয়, তা হ'লে কি
আমার টাকা বরবাদ হবে?

ঘো। তা কি করব? আমার প্রতিজ্ঞা।

শ্রে। ও কর্তী, তা হ'লে তুমিই নাও।

(কালীর প্রবেশ)

কালী। না, না—কর্তী আর নেবে না, তুমিই
নাও।

(যেগে জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। জগদগ-শ্রেণী কে?

শ্রে। কেন?

দূত। আপনি?

শ্রে। আমি।—কি দরকার?

দূত। আপনার ভাগিনের মৃত্যুসুখে—তিনি
আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন।

শ্রে। (পত্রপাঠ) তাই ত রে! এ কে রে! এ
বে ভাদ্রদন্তের কেউ নর? ও মহীধর! মহীধর!

মহী। কি—কি প্রভু?

শ্রে। কাকে নাতি ব'লে নিয়ে এলি রে!

মহী। নাতি নয় ত কি?

শ্রে। এই পত্র দেখ—কি সর্বনাশ করেছিলুম।
যে কিরাত, দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে আমাকে রেহাই
দে।

কি। তা গিষ নি! তোকে বিটী লিতেই
হবে।

অহু। (অগ্রগমন) তা শুন্য নি, তুই যখন
কিনেছিল, তোকে লিতেই হবে।

সকলে। তোকে লিতেই হবে।

শ্রে। এই—এই—স'রে যা—স'রে যা।

মহী। থামো—থামো—আপনার ভাগিনের
মৃত্যুকালে পাগল হয়েছে। আমাকে যত্ন করে ছেলেকে
দেখিয়েছে—যাতে না ভুলি, তাই বুকের বাহনুলের
ত্রিশূল চিহ্ন দেখিয়েছে।

বল। ত্রিশূল চিহ্ন! ত্রিশূল চিহ্ন!—কই—কই
—কোথায়?

মহী। এই-ই আমার ভাগিনের-পুত্র।

বল। না, না—আমার পুত্র!—ঘোষক—ঘোষক
—তুমিই আমার হারানিধি!

অহু। আর তুমিই আমার স্বামী। হে দেবতা,
একবার দেখে চরণে সর্বস্ব বিকিয়েছি, এ দাসীকে
চরণে আশ্রয় দাও।

শ্রে। এ সব ব্যাপার কি? কে তুমি বৃদ্ধ?

বল। চিনবে কি শ্রেণী? বাঘো হ'জনে সখা
ছিলুম।

শ্রে। বলতাম রাও! এ কি—এ কি!—নে
কিরাত, আর এক লক্ষ মুদ্রা উপহার নে। এ
তোমারই পুত্র?

ঘো। আমি বৃদ্ধে পারছি না—আমার বাথা
শুলিয়ে যাচ্ছে। হাঁ হা! এ সব কি সত্য?

কালী। সমস্ত সত্য। তুমি বৈশ্বপুত্র নও—

কজির। ইলিই তোমার পিতা। পরে সম্রাটের
তোমাকে সমস্ত কাহিনী বলব।

বল। আর তুমি বাক্য পেলে, আনন্দের সহিত
আজ সর্বসমকে প্রকাশ করি, ইনি তোমারই মতন
আমার স্নেহের পাত্রী রাজা উদয়নের একমাত্র ভগিনী
অম্বরাদি। এখন চল—পিতার অনুগমন কর।

শ্রে। কোথায় যাবে? আমার সখ্য-বন্ধন আরও
দৃঢ় হ'ল। সখার পুত্র! এখন তোমাকে পুত্র ব'লে
সম্বোধন করতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার।—আমার
সর্বস্ব তোমার।

বর্ষ দৃশ্য

কক

পর্যাক্ষপরি ভাঁড়নত।

ভাঁড়। (মুহ আর্জনাশ) ছেলে মরেছে, স্ত্রী
মরেছে, তাগনে মরেছে, ভগিনীও বুঝি এতক্ষণ ম'ল—
আমিও মরতে চলেছি। কেউ রইল না। আপনার
বলতে কেউ রইল না। কেবল রইল—উঃ। যে
আমার কেউ নয়—সে—সে—একমাত্র সে। আমার
অগাধ সম্পত্তি নিতে ওই সে হাত বাড়ান্ছে—ওই
নিলে—ওই নিলে—রাখতে পারলুম না। না—না—
রাখব, তোকে দেব না—দেব না—সন্নিয় নে, ডাকাত।
হাত সরিয়ে নে—আমার ধনে তুই হাত দিতে পারি
নি। কে আছিল—দুঃখদায় হাত সরিয়ে দে। কেউ
নেই? এত ঐশ্ব্যের রাজা আমি, যতুকালে আমার
শব্দার্থে কেউ নেই? ওই—ওই—আবার হাত
বাড়ান্ছে!—কে আছিল—হাত সরিয়ে নে—কে
আছিল?

(কালীর প্রবেশ)

কালী। কি বলছ—শেঠী?

ভাঁড়। কে তুই?

কালী। চিনতে পারবে কি শেঠ?

ভাঁড়। যবে চিনেছি—কিন্তু—মেখে—

কালী। চিনতে পারবে না। মেহ খেকে তোমার
মস্ত শাপায়ের রস বেরিয়ে গেছে। এখন আমি দেবতার
মা হয়ে পাণশুক হয়েছি। তুমি আর আমার মেখে
চিনতে পারবে না। কি বলতে চাচ্ছিল?

ভাঁড়। কিছু বলতে চাই নি, তুই চ'লে যা।

কালী। কে আছিল ব'লে লোক ডাকছিলে—
কেউ তোমার কাছে বেই মেখে এসেছি। হে ধনবান।
এখন দেখছি, তোমার মতন হুঃখী জগতে আর নেই।
পথে প'ড়ে যে মরে, তার জন্তও দুঃখ করবার পথিক
আছে, কিন্তু তোমার মরণকালে শোক করবার কেউ
নেই! সকলেই দুবে দাঁড়িয়ে তোমার মরণ প্রতীক্ষা
করছে। আর পরমা নেবার জন্ত হাত বাড়ান্ছে।
অনেক দিন তোমার খেয়েছি, অকৃতজ্ঞ হ'তে পারলুম
না ব'লে তোমার সেবা করতে এসেছি। সেবা নেবে
কি?

ভাঁড়। না—না—তোমার সেবা নেবো না। তুই
চ'লে যা।

কালী। তা কি হয়? আমার মন বুঝবে কেন?
আমি তোমার সেবা করব।

ভাঁড়। আমি তোমার সেবা চাই না।

কালী। বেশ, তবে তোমার কাছে যা পেরেছি,
তোমাকে তা ফিরিয়ে দিয়ে যাই, তুমি নাও। তোমার
গর্ভে বিশ বৎসরের প্রেম-ব্যবসারের উপার্জন—শেঠ
আজ তোমাকে সব ফিরিয়ে দেব।

ভাঁড়। দেওয়ান আছে—তাকে হিসেব ক'রে
দিগে যা।

কালী। ও বাবা! সে যেটা তোমারই দেওয়ান।
আমি তাকে বোঝাতে পারব না, তুমি বুঝে নাও।

ভাঁড়। দোহাই কালী, আমাকে কথা কইরে
মেরে ফেলিস্ নি।

কালী। সে কি শেঠ—বারান্ননাই হই, আর যাই
হই, তোমার আশ্রিতা ত বটে! তুমি আমাকে গলা টিপে
মেরে ফেলেছিলে—ছেলেকে কাটতে গিয়েছিলে—

ভাঁড়। দোহাই রক্ষা ক'ব।

কালী। দ্বীর গলা টিপে মেরে ফেলেছ—ভগিনীকে
নাটি মেরে যত্ন-শয্যায় শুইয়েছ—আর একটু কথা
আঘাতও সহ করতে পারবে না? এই নাও—যা
আমাকে দিয়েছিলে—দব নাও।

ভাঁড়। ওরে মেরে ফেললে রে!

কালী। এই নাও, তোমার সাধের পূজা হীরো
আংটি—তোমারই হাতে আবার পরিবে দি।

ভাঁড়। দোহাই কালী, দোহাই—

কালী। দোহাই কি—যে পথে চলেছা, সে পথে
আজ্ঞার-বাচক যাবে, আর তোমার এই অগাধ ঐশ্ব্য
সঙ্গে যাবে না—নিরালস নিরাশ্রয়—এই পর—

তাঁড়। আদাকে কালী—কেব কেলে—

কালী। (বগতঃ) আর নয়, এই উপযুক্ত সময় হয়েছে। কথা এড়িয়ে এসেছে—আর নয়। কালী তোমাকে মেরে কেলে নি—তোমাকে বাঁচালে। অনেক কাল তোমার অন্ন খেয়েছি ব'লে, তোমাকে শেষদিনে রক্ষা করতে এসেছি। নরাধম পেঠ! ঘোষককে বিষর থেকে বঞ্চিত করবে ব'লে, তুমি রাজাকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনছ। বিষয় দেবে না বলবার জন্ত তুমি মরা দেহে জোর ক'রে প্রাণকে ধ'রে রেখেছ, তাই আমি তোমার অর্ধেক কথা পেট থেকে বার ক'রে দিয়ে চ'লে গেলুম। রাজার কাছে তোমার কথা শেষ হ'তে না হ'তে তোমার শেষ আগে হয়ে যাবে। নরাধম! এখন বুঝতে পারবি নি—দেবতার হাতে তোর মতন শিশাচের সম্পত্তি দিয়ে তোর যে কি মঙ্গল-সাধন করলুম, তা এখন বুঝতে পারবি নি—মৃত্যুর পরে বুঝবি—বষদুতে যখন দণ্ড নিয়ে পীড়ন করতে আসবে, যখন সে জগতের কোনও স্থানে তুই সাহায্য পাবি নি—তখন বুঝবি—ঘোষকের দয়া, দাক্ষিণ্য, সরলতা, বিশ্বাস—তারা বাহু হয়ে তোকে বেঁটন ক'রে রেখেছে। যা—আমার বক্তব্য ব'লে চললুম—এই-বারে তোর যা কর্তব্য তাই কর।

[প্রস্থান।

তাঁড়। উ—আঁ!—রাজা—রাজা—ওরে কে আছিল, রাজাকে ডেকে দে—আমি মরি—মরি—বেটা আমায় বকিয়ে বকিয়ে মেরে গেল। মরি—মরি—উঃ—বাই—বাই—

(উদয়ন, দেওয়ান, দাসদাসীগণ ও
প্রতিবাসীগণের প্রবেশ)

উদ। রাজশ্রেষ্ঠি! আমি এসেছি।

তাঁড়। (হাত তুলিয়া প্রণামকরণ) আসন—আসন (দেওয়ান কর্তৃক রাজাকে আসন দান)

উদ। আসনের জন্ত বাস্ত হ'তে হবে না। হঠাৎ তোমার কি ব্যাধি হ'ল রাজশ্রেষ্ঠী?

তাঁড়। বলছি পরে—পরে। আমি বেশী কথা কইতে পারব না। আপনার সম্মুখে আমি সমস্ত সম্পত্তির ব্যবস্থা করব।

উদ। বেশ বল—শুধু আমি নই—প্রতিবাসী বিজ্ঞ বাক্যবোরাও এখানে উপস্থিত। ভবিষ্যতে যাতে কান গোলাযোগ না হয়, এই জন্ত আমি এদের সঙ্গে ক'রে এনেছি।

তাঁড়। উঃ—ভালই করেছেন।

উদ। কেবলমাত্র তোমার পুত্র এখানে উপস্থিত নেই।

তাঁড়। রাজা আমার একমাত্র পুত্র—সে ব'রে গেছে।

উদ। ঘোষক ব'রে গেছে?

তাঁড়। ঘোষক আমার পুত্র নয়।

উদ। তোমরা সব গুনলে—ঘোষক রাজশ্রেষ্ঠীর পুত্র নয়।

সকলে। গুনলুম মহারাজ।

উদ। তা হ'লে ঘোষক তোমার কে?

তাঁড়। কেউ নয়।

উদ। সত্য বল রাজশ্রেষ্ঠী! তোমার বাক্যবোরা জানে সে তোমার পুত্র।

সকলে। আমরা ও তাই জানতুম মহারাজ! আমরা এ কথা এখন শুনে বিস্মিত হচ্ছি।

তাঁড়। আমি তাকে—পথ থেকে—হুড়িয়ে—রাহুষ করেছি।

উদ। তা হ'লে সে তোমার পালনপুত্র?

তাঁড়। উ—জ্যা।

উদ। উ—জ্যা রাখ, আমার কথার উত্তর দাও।

তাঁড়। পুত্র নয়—

উদ। পালনপুত্র?

তাঁড়। উ—জ্যা।

উদ। তোমার মুচু সন্নিকট—শীগগির বল। না ব'লে মরলে—আমি ঘোষককে সমস্ত সম্পত্তি দান করব।

তাঁড়। নয়।

উদ। পালনপুত্রও নয়?

তাঁড়। কিছু নয়।

উদ। কিন্তু তুমি আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী সকলের কাছে বলছ, সে তোমার পুত্র। কেমন, তোমরা কি জানতে?

প্র। আমরা জানতুম পুত্র।

উদ। তোমরা কি জানতে?

দাসদাসীগণ। আমরাও জানতুম পুত্র।

উদ। গুনছ রাজশ্রেষ্ঠী?

তাঁড়। উ—জ্যা। আমি অত কথা কইতে পারব না।

উদ। যদি পুত্র নয়—কিছু নয়, তবে তুমি তাকে ধরে রেখেছিলে কেন?

তাঁড়। মরা—মরা।

উদ। তুমি কি তার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছ ?

তাঁড়। কেবল—কেবল।

উদ। তোমরা কি বল ?

দাসদাসীগণ। এমন নির্ভর ব্যবহার কখন দেখি নি।

উদ। শুনছ ?

তাঁড়। উ—আ—ওরা চোর—চোর।

উদ। তোমার প্রতিবাসীরাও বলছে।

তাঁড়। ডাকাত—ডাকাত।

উদ। কালী বলেছে!

তাঁড়। ডান—ডান।

উদ। আমি বলছি।

তাঁড়। আ—ই—উ—ও!

উদ। শোন শ্রেষ্ঠী, আমি তোমার নির্ভরচরণের সাক্ষী। সাধারণে বিচার ক'রে, তোমাকে শুলে দেব মনে করেছিলাম। ঘোষককে নাশ করবার জন্ত তুমি নানা উপায় অবলম্বন করেছ। তাকে মারতে পুত্রকে মেরেছ, তার জন্ত স্ত্রীকে মেরেছ, ভাগিনেয়কে, ভগিনীকে—সবকে মেরেছ—নিজের কুল নির্মূল করেছ। আমার কুলে কলঙ্ক দেবার চেষ্টা করেছ—ঘোষককে আমার অন্তঃপুরের বাগানে প্রবেশ করিয়েছ—তোমারই জন্ত আমি ভগিনীকে নিকরীকৃত করেছি—প্রজার বিরোধভাজন হয়েছি। "তোমাকে আমি শুলে দিচ্ছি—কিন্তু তোমার সৌভাগ্য তুমি মৃত্যুমুখে। আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। ঘোষক তোমার পুত্র নয়—যাঁর পুত্র, তিনি তোমার সম্মুখে এই উপস্থিত হয়েছেন। (বলভঙ্গের প্রবেশ) ইনি রাণীর মাতুল।

তাঁড়। আ—ই—

বল। শ্রেষ্ঠী! বিশ বৎসর পূর্বে আমার পত্নী এক পুত্র প্রসব ক'রেই দেহভাগ্য করেছিলেন। পুত্রও মৃতবৎ ভূমিষ্ট হয়েছিল, আমি তাকে এক সাধুর আদেশে পথে নিক্ষেপ করেছিলাম। শ্রেষ্ঠী! তুমি তাকে কুড়িয়ে তার জীবন দান করেছ, পুত্রস্নেহে পালন করেছ। তোমারই কৃপার বিশ বৎসর পরে আমি বংশধর পুনঃ প্রাপ্ত হয়েছি। তুমি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর।

উদ। আরও শোন। তোমার ইচ্ছা মত সম্পত্তির ব্যবস্থা করতে আমি তোমাকে অহুমতি দিলাম। জানি—তুমি ঘোষককে বঞ্চিত করবার জন্তই

আমাকে আনিয়েছ, তাই তোমাকে মানকে অহুমতি দিচ্ছি।

তাঁড়। উ—ও—দেওয়ান।

সকলে। ধন্ত মহারাজ! আপনায় করুণা।

উদ। আমি দেখব এবং এই সমস্ত সাধুদের দেখাব, যাকে তুমি একদিনের শিশু থেকে মারবার নানা চেষ্টা ক'রে আজও পর্যন্ত মারতে পার নি, অদৃষ্ট তোমার বিষয় নেবার জন্ত, যাকে তোমাকে দিয়েই আনিয়েছে, তাকে তুমি কেমন ক'রে বিষয় থেকে বঞ্চিত কর।

তাঁড়। দেওয়ান! হিসেব—

দেও। ভূমি সম্পত্তি আদিতে চল্লিশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা—নগদ চল্লিশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা।

সকলে। ওরে বাবা! এ কি লোকে শুনলে বিশ্বাস করবে ?

উদ। এখনও করবে। তবে মহারাজ চক্রবর্তী অশোক চ'লে গেছেন—মগধ শ্রীহীন হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে আশ্বদেরও দিন সংক্ষেপ হয়ে আসছে। আমি ভাগ্যবান, আমার রাজ্যে এখনও জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠীর বাস। এর পরে এ দেশের লোক এক উপাখ্যান মনে করবে। মন্তের কথা ব'লে হেসে উড়িয়ে দেবে। নাও শ্রেষ্ঠী, এ সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করবে বল ?

তাঁড়। এ ছাড়া—মণি-রত্ন—আমার গুপ্তধরে আরও—জল—জল—

উদ। জল নাও—

তাঁড়। আরও বিশ-কোটি।

সকলে। ওরে, বাবা! আরও! এ কি প্রলাপ বকছেন না কি ?

তাঁড়। এই সমস্ত সম্পত্তি—আমি—জল (মুখে জলদান) ঘোষককে—উ—জল (দীর্ঘ আর্তনাদ)—

উদ। ঘোষককে কি বল—

তাঁড়। জল—জল—গলা চোপে ধরেছে—

উদ। বল—বল শীগগির—

তাঁড়। ঘোষককে—দে—বো—উ—ও—

(মৃত্যু)

উদ। তোমরা সকলে কি শুনলে ?

সকলে। দেবো পর্যন্ত শুনিছি মহারাজ।

উদ। সকলে !

সকলে। দেবো তুমিছি মহারাজ !

১ম প্র। না দেবার একান্ত ইচ্ছা থাকতেও
নিয়তি 'না' বলতে দিলে না।

উদ। এ কথা আমি সাধারণো প্রচার করতে
পারি ?

সকলে। প্রচার করুন মহারাজ, প্রচার করুন।

(নেপথ্যে বাজ)

উদ। তা হ'লে এস—এ মৃত্যুগৃহে আর উৎসব
নয়। দ্বার বন্ধ কর (দ্বার বন্ধ করণ)।—ধর্ম্যতঃ কার্য্যাতঃ
আমি এখন ঘোষকের অভিভাবক। দেওয়ান !
রাজশ্রেষ্ঠীর অবস্থানরূপ অন্তেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা কর।
তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি।

সপ্তম দৃশ্য

সুসজ্জিত উদ্যান।

(অমুরাধাকে লইয়া শ্রামাবতী ও
ঘোষককে লইয়া উদয়নের প্রবেশ)

উদ। ভগিনি ! বহু অপরাধ করেছি।

অমু। করুণাময় অর্ঘ্য ! আপনার রূপাতেই
আমি দেবতার আশ্রয় পেয়েছি।

শ্রামা। আপনি মেহবশে কর্তব্যের ক্রটি করলে,

শ্রামা আর এত সুখী হ'ত না। চারিদিকে ধর্ম্মরাজ
ধর্ম্মরাজ ব'লে আপনার বশোগণ করছে।

উদ। ঘোষক ! তুমি রাজশ্রেষ্ঠীর সমস্ত সম্পত্তির
একমাত্র অধিকারী।

শ্রামা। উৎসব—উৎসব—এস সকলে মিলে
উৎসব করি।

(পটশরিবর্তন)

উজ্জলদৃশ্য।

বানিনীগণ।

গীত।

উৎসব উৎসব, মাতল নাগরী সব,

পথে পথে বাজে বেণু।

উৎসব উৎসব, কুঞ্জ পিকরব,

ফুলে ফুলে ঝরে রেণু ॥

উৎসব উৎসব, অতুবাঙ্গ গৌরব,

পূর্ণশশী নিশি ভালে।

উৎসব উৎসব, দম্পতি বাঙ্কব,

মাতল বলয় তমালা ॥

তুলে নে তুলে নে, হিয়া হিয়া বাঁধনে,

ফুল ফুল ফুলহারে।

উৎসব উৎসব, রতিরণে মনোভব,

এখনি চলিবে অভিসারে ॥

যবনিক। পতন।

বাসন্তী

(গীতিনাট্য)

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ		স্ত্রীগণ	
পুষ্পরথ	... অপ্সরেনারিক ।	বাসন্তী	... স্বর্গের রাজরাণী ।
রঘুবর	... জনৈক শ্রেষ্ঠী ।	চিত্রলেখা	... অপ্সরেনারিকা ।
কুড়োরাম	... ধনবান বণিক ।	জয়া	রঘুবর শ্রেষ্ঠীর কুমারী কন্যা ।
চাকাদাস	... রূপণ প্রেমিক ।	মানিন্দী	... কুড়োরামের স্ত্রী ।
অরেন্দ্র	রঘুবরের বন্ধুপুত্র, ধনহীন যুবক ।	মুম্বারী	... রঘুবরের পরিচারিকা ।
হরিহর	... চাকাদাসের ভৃত্য ।	পু'ইন্দুমারী	... ছদ্মবেশিনী অপ্সরা ।
নিবারণ	... ছদ্মবেশী পুষ্পরথ ।	অপ্সরাগণ ।	
প্রহরী ।			

বাসন্তী

প্রস্তাবনা

গন্ধর্বলোক

বাসন্তী, চিত্রলেখা ও সখীগণ

গীত।

জেগেছিল মনে বাসনা।
মধু ভাগা হ'ল সার—স্নিগ্ধতার—
আশা পুরে না, বৃষ্টি পুরে না।
এ মুখ বসন্তে সই করেছে মেলা,
সেজে ব'সে কার আশে সারাটা বেলা,
সাঁজের শরীর খেলা—প্রাণ উতলা—
কোথাহে প্রেমিক বঁধু কাছে এস না।

বাসন্তী। চিত্রলেখা!

চিত্র। কি রাণি!

বাসন্তী। চিরদিনই মানুষ কামনার অপূরণে কষ্ট
পায়—এক রাত্রির জন্ত তাদের সুখের স্বপনে ঢেকে
দিতে পারিস?

চিত্র। হুকুম করলে কেন পারব না রাণি!
তবে যখনই তোমার আবির্ভাব, তখনই ত তোমার
আদেশে মানুষের চোখের ওপর মনের মতন ছবি
আঁকি। তবু ত মানুষের দুঃখ দূর করতে পারলুম না।

বাসন্তী। স্বভাবের দোষে মানুষ তোমার স্বপ্নের
ছবি ভুলে যায়—স্বভাবের দোষে কষ্ট পায়, তাতে
তোমার কি? তুমি তোমার প্রকৃতি লজ্জন করবে
কেন? দীর্ঘ জীবনের মধ্যে কতকণের জন্ত বসন্ত
আসে চিত্রলেখা? যেটুকু সময়ের জন্ত আসে, সেটুকু
সময়ের জন্তই বা তুমি মানুষের চোখে সুখের ছবি
আঁকতে ছাড়বে কেন? সই! একটি রজনীর জন্ত
মানুষের প্রমত্তার-নিমীলিত ঐশি পলাকের ভিতর তার
বাসনার ছবি জাগিয়ে তোলা। যে যা দেখতে চায়,
তাকে তাই দেখাও।

চিত্র। বহুমান্নে আদেশ গ্রহণ করলুম রাণি!

কিন্তু মনের দোষে যে আমার ছবি ভেঙ্গে দেবে, তার
বেলায় কি করব?

বাসন্তী। নিদাঘ-নিশীথের স্বপ্ন—মনের দোষে
যে ভেঙ্গে ফেলবে, তার ভাগ্যে চির উত্তাপময় চির-
মরীচিকাভরা সংসার মক্কাভূমি—সে জেগে তাতে বিচরণ
করবে আর জালায় জলবে। শুন চিত্রলেখা! তোমার
তাতে কোন অপরাধ হবে না।

চিত্র। বেশ রাণী—তা না হ'লেই হ'ল—তা হ'লে
নমস্কার ক'রে বিদায় গ্রহণ করি।

বাসন্তী। তোমাকে আজ মধু-ধামিনীর রাণী
করলুম—তোমার আদেশে আমার সমস্ত সহচর-সহচরী
কাঁদে করবে।

[বাসন্তীর প্রস্থান।]

চিত্রলেখার গীত।

সাতারের সাথী যদি পাই।
যত পারি ধরাধরি দূরে ভেসে যাই ॥
সমীরণে দিগে ভর যাইগো চাঁদের ঘর
শুধা ধ'রে অঘরে মিশাই—
ভেঙ্গে দি সমর বীধ কেটে দি শব্দীর ফাদ
ধরাপরে তারকা ঝরাই ॥

(পুষ্পরঞ্ধের প্রবেশ)

গীত।

প্রাণ যদি উঠে নেচে ক'র না মানা।
হাত ধ'রে ভেসে চল ও কাঁচা সোনা ॥
নাচলে দেব কঙ্গ ঢেকে এলিয়ে দেব বেণী,
ঝরিয়ে দেব মতির ধারা গোঁথে দেব চুপ্তী
ভেঙ্গে দেব সুখের কারি বরবে বরণা—
ঘরে ঘরে কুটবে লো ফুল
হুকু ভরব হয়ে আকুল—
করবে লো আনাগোনা ॥

পুষ্প। কোথা চিত্রলেখা! তাই ত! এ বেশ আগে দেখি নি। এ ভুবনমোহন রূপ নিয়ে কোথায় চলেছ সই? নীলারবে নববিকসিত কৌমুদীর পাড় দিয়ে, কুন্তলে অঙ্কলে ভারকা গোঁথে নব কাশ্মিনীর বেশী দুজিরে—সন্ধ্যারাগরঞ্জিত অধর-সমীরণে ভর দিয়ে—আমাকে কেলে কোথায় চলেছ সই—কোথা চিত্রলেখা?

চিত্র। পথ ছাড় পুষ্পরথ! রাণীর কার্যো আমি ধরনীতে চলেছি।

পুষ্প। এমন কি প্রয়োজন? এমন বাসন্তীনিশায়, প্রকৃতির লীলারঙ্গে না যেতে আকাশ-কানন ছেড়ে কঠোর মুক্তিকায় এ কোমল চরণ বিকৃত করতে চলেছ! আমি ত সই, তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন কেমন ক'রে ছেড়ে দেব?

চিত্র। এতক্ষণ কোথায় ছিলে শুধর? কাকের সময় পথ আগলে বাধা দিতে এসেছ? যাও দেখি রাণীর কাছে, সমুচিত ফল পাবে। অফুটন্ত চীপার কলিতে হয় স্নাবদ্ধ হবে, নয় গোলাপের গোড়ায় মাকড়সার জালে বাধা পড়বে!

পুষ্প। সত্যি?

চিত্র। একবার যাও না—তা হ'লেই টের পাবে এখন।

পুষ্প। তবে আমি তোমার সঙ্গে যাব! যা থাকে অসুটে—বাঁচি কিংবা মরি, তোর সঙ্গেই আমি মাটা আঁকড়ে প'ড়ে থাকব। কিন্তু চিত্রলেখা শোন সই—আমি দোষী নই। বিকালে পূর্ণ গগনের কোলে আমি একটি রামধনু তৈরী কর'ছিলুম,—ছোট ছোট বারিবিন্দু একত্র গেঁথে তুষার-রেখার পরিণত ক'রে একটি বাণ তইরি ক'রে যা'চ্ছিলুম—

চিত্র। কাকে বোধবার জন্ত সখা?

পুষ্প। কাকে বোধবার জন্ত? যে আমাকে সৃষ্টির আরম্ভ থেকে বিধে আসছে। কাকে বোধবার জন্ত? যে রহস্ত ক'রে কথা কইতে, কোমল ক্রভঙ্গে এখনও আমার হৃদয় বিদ্ধ করছে। চিত্রলেখা—প্রাণসই—তাকে বোধবার জন্ত।

চিত্র। কই বাণ ত আমার কাছে এসে না।

পুষ্প। তাই ত দ্বন্দ্ব চিত্রলেখা! সৃষ্টিকাল থেকে সে তোমার পানে ছুঁড়ে দিচ্ছে। সৃষ্টিকাল থেকে সে আকাশপথে তোমার কাছে ছুটে আসছে—কিন্তু আজও পর্যন্ত সে তোমার কাছে এসে না!

চিত্র। কেন বল দেখি সখা?

পুষ্প। আমার বোধ হয়, সে তোমার হৃদয় খুঁজে পাচ্ছে না! পরের হৃদয় আঁকতে গিয়ে তুমি নিজের হৃদয় হারিয়ে কেলোছ।

চিত্র। তা নয় পুষ্পরথ, পুরুষের প্রবঞ্চনা দেখে নারীর কোমল হৃদয় গ'লে গিয়েছে, তাই তোমার ছোড়া বাণ বোধবার বল পাচ্ছে না।

পুষ্প। কি এ ত বড় অজ্ঞায়—প্রবঞ্চনা? বল ত চিত্রলেখা, কে সেই প্রবঞ্চক—আমি বাণটা ধ'রে এনে এখনই তার বুকে বিধে দিই?

চিত্র। সে প্রবঞ্চক তুমি।

পুষ্প। আমি—আমি? সে কি সই—সে কি সই—কেমন ক'রে আমি?

চিত্র। রামধনু গড়ছিলে ত, গায় ধুলে, লাগলো কেমন ক'রে?

পুষ্প। তাই ত—তাই ত! এত যত্ন ক'রে রচা রামধনু—তাতে ধুলো লাগল কি ক'রে!

চিত্র। সত্যি ক'রে বল কোথায় ছিলে, নইলে এখনই রাণীকে ডাক দেব?

পুষ্প। র'স—র'স ভেবে বলছি—

চিত্র। শিগগির বল—

পুষ্প। তবে বলব? আজ মানুষের ঘরে প্রবেশ করেছিলুম! আমরা আকাশের পাখী—আকাশেই থাকি—আকাশের গায়ে গান ভাসাই—মানুষে কি ক'রে সময় কাটায়—কি সুখের গান গায়, জানতে পারি না—তাই জানতে মানুষের ঘরে প্রবেশ করেছিলুম। দলীর ঘরে গিরেছিলুম—দরিরের ঘরে ঢুকেছিলুম—বিরহীর দোরে বাধা গ'লিয়েছিলুম—

চিত্র। গিয়ে দেখলে কি?

পুষ্প। গিয়ে যা দেখলুম, তাতে হাসি রাখতে পারলুম না। সমস্ত ধরণীর ভেতর এমন একটাকেও দেখলুম না যে সম্পূর্ণ স্বাধী, এমন একটাকেও দেখলুম না, যার একটা না একটা কামনা নেই। যার পুত্র আছে, তার পতঙ্গ নেই, যার পুত্রস্ন আছে তার পুত্র নেই, যার চোখ আছে, তার স্নমুখে রূপ নেই, যার স্নমুখে রূপ আছে, তার চোখ নেই—

চিত্র। বল কি?

পুষ্প। যার রূপসী কস্তা আছে, তার পাত্রহ করবার প্যসা নেই—যার প্যসা আছে, তার বস্তার রূপ নেই—

চিহ্ন। ঠিক হয়েছে—চল দেখে আসি।

পুষ্প। এক স্থানে গিয়ে দেখলুম, এক অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী বণিক, পুত্রের অভাবে কাঁতর হয়েছে। বহুকাল পূর্বে তার একটি কন্যা হয়ে ম'রে গিয়েছিল। সে অতুল ধন-সম্পদ বৃকে ক'রে তার জন্তে শোক করছে। আর এক স্থানে গিয়ে দেখলুম, একটি পরমাত্মন্দরী বালিকা—প্রায় তোমারই মতন—কিন্তু মাতৃহীন গরীব—অর্থাভাবে তার বাপ মেরেকে সংপাত্রে দিতে পাচ্ছে না। কিন্তু এক জনকে দেখে আমি হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছি, সেই অজ্ঞই সর্বদা আমার ধূলো লেগেছে।

চিহ্ন। কে সে সখা?

পুষ্প। সেও এক জন ঐশ্বর্যবান—কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তার স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। ছেলে মেয়ে পোস্তুর দৌতন্তুরে তার ঘর বোঝাই। তবু সেই বয়সেই সে আবার বিবাহ করবার অজ্ঞ পাগল হয়েছে।

চিহ্ন। বস, এতক্ষণ পরে আমার ছবি আঁকবার জিনিস মিলেছে—এস সখা! সত্য হও, কোথায় কে কি বাসনায় বাঁকুল, একবার দেখাও—রাগীর আদেশ—আজ মধু-যামিনীতে এক রাত্রির অজ্ঞ সকলের চক্রে সোনার স্বপন আঁকিত করব। যে সরল চোখে চাইবে, সে জেগেও সেই ছবি দেখতে পাবে—যে কুটিল, সেই কেবল জেগে বিপরীত দেখবে। এস সখা, আমার সহায় হও—

পুষ্প। বেশ, চল আকাশের পাতা! কেবল নীল আকাশের মধুমাত্রা বাতাসেই প্রাণ পূর্ণ করেছ—তারার বাগানেই উল্লাসে নেচে নেচে বোড়িয়েছ—পৃথিবীতে পা নাও নি। ভবঘোরে ত কখন পড় নি। চল একবার ঘুরে আসি। স্বপ্নের কুল মাধব নিয়ে চল ফুলরাগী একবার ভবের বাজারে বেচা-কেনা ক'রে আসি।

দ্বৈত গীত।

উভয়ে। থাকে যদি গুণ-গুণ আঁখি।

পলকে পলকে মাখি,

সোনার স্বপনে ঢেকে রাখি ॥

চিহ্ন। দুই দেশ হ'তে বঁধু মরিখে আমি—

ওরল আঁচলে তোর বাঁধি সজনি,

পুষ্প। (আঁখি) পির পাশে

পির। আমি স্থির দামিনী।

উভয়ে। ফুলকলি পাশে অলি রবে কি থাকি?

সখীগণ। টুটে বাবে সরসের ফাঁস,

উধগিবে মদন বিলাস;

মধুপানে এই অবকাশ—

মরম ঢালিয়ে দিব, দিব না কাকি।

পথ ভুলে এস চ'লে—এস সখা—এস সখী ॥

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রঘুবরের গৃহসমুখস্থ পথ।

রঘুবর ও জয়া।

জয়া। এরই মধ্যে ফিরে এলেন যে বাবা?

রঘু। যে স্ত্রী যাচ্ছিল, তা হ'ল না। কাজেই ফিরে না এসে আর করব কি?

জয়া। আপনার বন্ধু সাহায্য করলেন না?

রঘু। বন্ধু থাকলে তা সাহায্য করবে।

জয়া। তিনি নেই?

রঘু। একমাস হ'ল তিনি মারা পড়েছেন! বাবসাতে লোকসান হয়ে তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। সেই হুঃখে হৃদরোগে তাঁর দেহত্যাগ হয়েছে। তাঁর এক ছেলে—নাম সুরেশ্বর, সেও মনের হুঃখে কোথার নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

জয়া। তা হ'লে কি হবে?

রঘু। আর কি হবে মা—সর্বস্বান্ত হলুম। সব ত আগেই গিয়েছে—পৈত্রিক ভিটে—তাও রাখতে পারলুম না। কুড়োরামের কাছে সাত দিন মাত্র সময় নিয়েছি। এই সাত দিনের মধ্যে তার দেনা না শুধতে পারলে সে সমস্ত বিষয়-আশয় ক্রোক ক'রে নেবে।

জয়া। কুড়োরামের দেনা কি কিছুতেই শোধ গেল না?

রঘু। আর গেল কই? আসলের চার গুণ হ্রাস দিয়েছি—তবু তার আসলের এক পরসাত্ত শোধ গেল না।

জয়া। তা হ'লে কি করবে বাবা?

রঘু। কি করব? কি করব আর বৃত্তিতে

বে আসছে না যা ! আগে, মনস্তাপে, তোমার জননীর শোকে, শরীর জীর্ণ হয়ে গেছে, তার ওপর কণের চিন্তা। কোন ষায়গার চাকরী ক'রে গতর খাটিয়ে যে শোধ দেব, সে করাও নেই। মা, অযোগ্য সন্তান জন্মেছিলুম, বংশের মৰ্যাদা রাখতে পারলুম না, পিতৃ-কুলের নাম ডুবিয়ে ফেললুম। অযোগ্য পিতা—তুমি একমাত্র কস্তা—তোমাকেও যে সংপাত্রে দেবো, তাও পারলুম না ! ভিখারীর মেয়েকে কোন্ ভাগ্যবানে বিয়ে করবে ?

জয়া। চাকাদাস শেঠের কাছে যান না কেন ! শুনিছি, সে ত আমার ঠাকুরদাদার এক জন আমলা ছিল। আশাদের বাড়ীই চাকরী ক'রে সে এখন অগাধ ধনের অধিকারী হয়েছে। চাকাদাস কি আপাততঃ টাকা নিয়ে আমাদের বিষয়টা রাখতে পারে না ?

রঘু। মনে করলেই পারে।

জয়া। তবে তার কাছে একবার যান না কেন ?

রঘু। গিয়েছিলুম বই কি।

জয়া। সে কি সাহায্য করতে চায় না ? অমনি ত নিচ্ছেন না ! আপাততঃ কুড়োরামের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে রাখা। তার পর আপনার চিরকালই কি এমনি যাবে ? সময় ফিরলে শুধে দেবেন।

রঘু। তা ত তাকে বলেছিলুম।

জয়া। সে একসময়ের চাকর ত বটে—তার টাকা কি আমরা খেয়ে ব'সে থাকব ? সময় হ'লেই শুধে দেব।

রঘু। সে সব বলেছি মা।

জয়া। সে কি সাহায্য করতে চায় না ?

রঘু। সাহায্য করতে চেয়েছিল, কিন্তু যে সৰ্ত্তে চেয়েছিল তাতে তার সাহায্য নেওয়া কি, তার মুখ দর্শন করব না মনে মনে ঠিক করেছি।

জয়া। সে কি বলে ?

রঘু। কি বলে, আর তোমার কাছে কি ক'রে বলব মা ? কুড়োরাম ত সুদখোর, তার চোখের পরমা না থাকতে পারে, কিন্তু যে অকৃতজ্ঞ বনিবের হৃৎসময়ে তাকে তীব্র রহস্ত করতে পারে, তার মতন নরধর্ম আর নেই।

জয়া। কি বলেছে বাবা ?

রঘু। এই যে বললুম—তা তোমার কাছে কি ক'রে বলব মা ! পায়েগর বৃদ্ধ বয়সে জীবিরোগ হয়েছে, তাই সে ফের বিয়ে করবার জন্ত পাগল হয়েছে।

জয়া। বুঝেছি—

রঘু। মা ! নরধর্ম আমাকে বলে কি, তোমার কস্তাটি আমাকে দাও, আমি সব টাকা শুধে দিচ্ছি।

জয়া। তা খুণের চেয়ে কি শাপ আছে বাবা ?

রঘু। তা নেই সত্য, কিন্তু দেখে শুনে আমার সোনার প্রতিমাকে ঘাটের মড়াকে ধ'রে দেব ! তার চেয়েও কি শাপ আছে মা ? ফুল তুলতে যাচ্ছি, তুলে নিয়ে এস। আমি একবার বঙ্গুর ছেলের অশেষণ করব। পরশবার শ্রেষ্ঠীর ছেলে, সে তোমারই মতন আমার প্রিয়। তাকে পেলে তোমাকে ধ'রে দিই। তার পর আমার আর কি—সরাসী হয়ে পথে পথে বেড়াব। নাও মা দেবী ক'র না, কুলদেবতার ভাগ্যে বোধ হয় বেশী দিন আর তোমার ফুল পাওয়া হয় না।

[প্রস্থান।

(মানিনীর প্রবেশ)

মানিনী। আঃ এক-চোকে বিধেতা ! যে খেতে পায় না, তার ঘরে কুকুরবাচ্চার মতন ছেলে পাঠাচ্ছিস ! আর আমাকে একটা কানা-খোঁড়া ছেলে দিতেও কি তোর হাতে আঙুন লেগে গেছে ! এত দেবতার দোরে মাথা খুঁড়লুম—চণ্ডী, মাকুড়ী, বজ্রী, পঞ্চানন্দ—কত ঠাকুরের কাছে মানত করলুম, কেউ কিছু করলেন না। ফাঁকি দিয়ে আমার সব দিগ্গন্ত খেয়ে ফেললে ! আরে মর ! কে তুই ? আরে—চোখের মাথা খেয়েছিস না কি ?

জয়া। কেও শেঠগিন্নী ?

মানিনী। যা যা আর শেঠগিন্নী ব'লে আদর কাঁড়াতে হবে না। রূপের ঠেকারে একেবারে মাটিতে পা পড়ছে না দেখছি যে—তবু যদি বাপের এক কড়ার মুরোদ থাকত ! আ—মর !

জয়া। মিছি মিছি আমাকে গাল দিতে লাগলে কেন বাছা ?

(কুড়োরামের প্রবেশ)

কুড়ো। কি কি—হ'ল কি ?

মানিনী। কালালের মেয়ের এত অহঙ্কার কেন ? অহঙ্কারের গোড়া আমার হাতে—মুচড়ে দিলে কোন্ চুলোয় বাস্ তা জানিস ?

কুড়ো। আরে হ'ল কি—হ'ল কি—ছুড়ী তোর অপমান করলে না কি ?

জয়া। আমি পেছন দিই বাচ্চি, তুমিই ত আমার
পিঠে এসে পড়লে! তুমি চোখে দেখতে পেলেন না,
তাতে আমার দোষ?

মানিনী। দেখলে দেখলে—আবাগী চোক তুলে
গাল দিলে?

কুড়ো। কি?—দেনার বাপের মাথা আমার
কাছে বিক্রী—তার মেয়ের এত অহঙ্কার! চ'লে আর
মাথু—চ'লে আর। আমি আজই এর বিহিত করছি।

মানিনী। তোমারই জন্ত ত এই সব অসৈরণ
সহিতে হয়। বার বার বলি যে কাকালকে দয়া দেখিও
না।

কুড়ো। আর দেখাব না—দেখিয়ে অজ্ঞায়
করেছি। দেখু জয়া! ঘরে গিয়ে তোর বাপকে বলগে
যা—কাল সকালের মধ্যে সে যদি টাকা শুধতে না
পারে, তা হ'লে বাড়ী থেকে তাদের দূর ক'রে
দেব।

জয়া। কালকের মধ্যে কেমন ক'রে দেবে?

কুড়ো। কেমন ক'রে দেবে তা আমি কি জানি?
সে না দিতে পারে, তুমি খবড়ো মেয়ে হয়ে রয়েছিস,
তুমি রোজগার ক'রে দে।

জয়া। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন)

মানিনী। আর মায়া-কামা কীদতে হবে না।

কুড়ো। চাকাদাস বাবু টাকা দিতে চাইলে, বেটার
অহঙ্কারে টাকা নেওয়া হ'ল না! মেয়ে রানপুত্রকে
দেবে ব'লে পান্ড ক'রে রাখা হয়েছে, গুরুজনের মান
জানে না। চ'লে আর।

জয়া। দোহাই বাবু—মাগ চাচ্ছি—রাগ করবেন
না।

মানিনী। যা যা—গোড়া কেটে আগায় জল।

(সুরেশ্বরের প্রবেশ)

সুরে। কি গো! ব্যাপারখানা কি? তাই ত এ
তোমরা কি করছ? বুড়ো মিন্সে-মাগীতে প'ড়ে একটি
বালিকাকে কীদাচ্ছ?

মানিনী। আরে ম'ল হাড় হাবাতে ছোড়া—
মাগী—

বুড়ো। এত বড় স্পর্ধা মিন্সে! কে তুমি?

জয়া। আচ্ছা ভুল হয়েছে—খোকা আর খুকী।
তা খোকামাগা আর খুকিমাগি এ মেয়েটাকে কীদাচ্ছ
কেমন?

কুড়ো। পাকি বেটা তামাসা? লোক চেন না?
এই এখনি মাথার খুলি উড়িয়ে দেব তা জানিন?

সুরে। কই দে দেখি বেটা কাকভুশু—দেখি
তোর কত বড় ক্ষমতা?

মানিনী। জগো মারবে নাকি গো?

কুড়ো। চ'লে এস মাথু, চ'লে এস, শুভা—শুভা!
যা বেটা ঘরে যা। সঙ্গে শুভা ছোড়া নিয়ে লড়াই
করতে এসেছিস? তোর বাবাকে বলগে যা, তার
কোন বাবা তাকে বাড়ীতে রাখতে পারে—শুভা—
শুভা—চ'লে এস মাথু, চ'লে এস।

[প্রস্থান।

জয়া। কেন ওদের চটিয়ে দিলেন? আমি হাতে
পারে ধ'রে ওদের ঠাণ্ডা করছিলাম। এখন কি হবে?
কাল যে আমাদের পথে বসতে হবে—

সুরে। পথে বসতে হবে কেন?

জয়া। সর্বস্ব ওদের কাছে বাধা—মাথার চুল
পর্যন্ত বিক্রী!

সুরে। বটে! তা ত বুঝতে পারি নি। তোমাদের
সর্বস্ব ওই নরাধমের কাছে বাধা?

জয়া। সর্বস্ব! কাল যদি ও আমাদের তাড়িয়ে
দেয়, তা হ'লে একেবারে আমাদের গাছতলা আশ্রয়
করতে হবে।

সুরে। তাই ত গা! তা হ'লে ত তোমার বড়ই
দুঃখিত করলাম!

জয়া। তাতে তোমার দোষ কি? তুমি ভাল
করতে এসেছিলে—আমার বরাতে মন্দ হয়ে গেল। তা
তুমি করবে কি? ওরা বড় নির্ভর। আসল চারপাশ
হুদ ওরা বাবার কাছে আদায় করেছে, তবু আসল ঋণ
শোধ হ'ল না।

সুরে। কত টাকা ঋণ জান?

জয়া। ঠিক জানি না।—তবে শুনেছি অনেক—
প্রায় দশ হাজার টাকা। বাবা রোগ-শয্যা প'ড়ে ঋণ
করেছিলেন।

সুরে। আচ্ছা! আমি যদি তোমাদের হয়ে
বুড়োর হাতে পায়ে ধরি?

জয়া। ধ'রে লাভ?

সুরে। কিছুদিনের জন্ত যদি তোমাদের ঘর-দোর
কোক করা স্থগিত রাখতে পারি?

জয়া। তাতেই বা কি? আমরা ওর দেনা কেমন
ক'রে শুধব, তা ত বুঝতে পারছি না।

হুয়ে। আমি একবার শোধবার চেষ্টা ক'রে দেখবো ?

জয়া। তুমি কে ?

হুয়ে। কি বলবো—এখন আমি ভিখারী—আমার পিতা এক জন ধনবান প্রেষ্ঠা ছিলেন। আমি অদৃষ্টগুণে কিন্তু সর্বস্বান্ত।

জয়া। তুমি কি ক'রে গুণবে ?

হুয়ে। শেঠের ছেলে, পয়সাই নেই—কিন্তু পয়সা রোজগারের কি বুদ্ধিও নেই ?

জয়া। আমার বাবা যদি তোমার পয়সা না নেন ?

হুয়ে। কেন নেন না, তা তো জানি না। যদি না নেন, অল্প উপায়েও ত পরিশোধ করতে পারি !

জয়া। কি ক'রে ?

হুয়ে। তোমার বিবাহ হয়েছে ?

জয়া। না।

হুয়ে। তোমার জন্ম কোন রাজপুত্রের পাত্র সন্ধান ক'রে আনবো। তোমার যে রূপ, তুমি যার ঘরে যাবে, তার ঘরই আলো করবে।

জয়া। তুমি একবার আমার বাবার সঙ্গে দেখা কর না ?

হুয়ে। এখন নয়, ফিরে এসে। তোমার বাবার নাম কি ?

জয়া। রত্নবর শ্রেষ্ঠী।

হুয়ে। (স্বগত) তাই ত, এ যে আমার পিতৃবন্ধুর কন্যা ! কি আশ্চর্য্য, দুয়েরই অবস্থা এক হয়েছে।

জয়া। দেখা করতে চাও ত আমার সঙ্গে এসো না।

হুয়ে। তোমার নাম কি ?

জয়া। জয়া।

হুয়ে। জয়া ! যদি দেখা করবার যোগ্য হই ত দেখা করবো। তোমার পিতা আমার পিতৃভূগা, আমি না জেনে তাঁর অনিষ্ট করলুম। জয়া ! দারুণ মর্শ্ববেদনা—যদি ফেরবার যোগ্য হই ত কিরব—নষ্টলে আর নয়।

[প্রস্থান।

জয়া। তাই ত। এ কার সঙ্গে কথা কইলুম ? বাবার বন্ধুর পুত্র নয় ত ? হা তগবান ! এমন অভাগিনী ক'রেও পাঠিয়েছিলে যে, কেবল লোকের মনে কষ্ট দিতে এসেছি। আমাকে পেয়ে অবধি বাবা

হুখী, হা হুখে দেহভাগ করেছেন, কে এক জন কোথা থেকে গরীব ব'লে দর্য্য করতে এল, তারও চোখে জল ফেলালুম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাতা।

চাকাদাস ও মুন্সী।

চাকা। ও মেরুনো ! মেরুনো ! বলি ঠিকক চমকে চ'লেই চলেছ যে, গরীবের কথায় একবার কান দাও। ও মেরুনো—

মুন্সী। তামাসা কর কেন বাবু ? আমরা গরীব—পেট ভ'রে ছবোলা খেতেই পাই না—আমাদের ঠিকক হবে কিসে ?

চাকা। তা মুখের কাছে খোরাক ধ'রে রেখেছি—খাবে না, তা কি করব ?

মুন্সী। মুখের কাছে ধরলেই বা খেতে পারছি কৈ ? আজ ধাওয়াবে, কাল গলা টিপে উগরিরে বার ক'রে নেবে।

চাকা। বলি, এই বসন্তের নব প্রভাতে একটা টেকো হাতে কোথায় চলেছো ?

মুন্সী। এই বুড়ো হয়েও মিন্বেগুলোর রস মরে না দেখে—তাদের গলায় দড়ী দেবার সুতো কাটতে চলেছি।

চাকা। জুজু হয়ে না—মেরুনো—জুজু হয়ে না।

মুন্সী। আমরা গরীব, আমাদের রাগে কার কি আসে যায় নাও, পথ ছাড়—কাজে যাই।

চাকা। বলি—জোগাড় ক'রে দিতে পারলে না ?

মুন্সী। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন বাবু ? তার বাপ রয়েছে—তাকে জিজ্ঞাসা কর, পাড়াপড়শীরা আছে, তাদের জিজ্ঞাসা কর।

চাকা। পাড়াপড়শীরা কি করবে ?

মুন্সী। বেশ, তারা না পারে, তার বাপ ত রয়েছে।

চাকা। সেটা গৌরার-গোবিন্দ ! বেয়েটা রাণী হবে, তা বোঝে না।

মুন্সরী। তবে আর আমাকে বলছ কেন বাবু ?
আমি তো আর মেরের বাই নই।

চাকা। মায়ের বাড়ী। মেরনো। তুমি আছ, তাই বাপে-বিয়ে খেয়ে বাঁচছে। তুমি যদি চরকা কেটে রবোটার সাহায্য না করতে, তা হ'লে কি আমাকে এত কষ্ট পেতে হয় ? দু'দিন খোঁতে না পেলে আমাকে মেরোটা দিতে পথ পেত না।

মুন্সরী। তা আর কি করব বাবু ! আজন্ম তাদের খেয়েই মানুষ হয়েছি। আজ তাদের দুঃসময়, তাদের জিনিস তাদের খাওয়াচ্ছি, তাতে বলবার কথা কি আছে ? তুমিও ত খেয়েছ, এ সব ধন ঐশ্বর্য্যি কার হ'তে হ'ল, তা ত আমার জানতে বাকী নেই।

চাকা। আচ্ছা—ও কথা ছাড়ান দে।

মুন্সরী। তোমরা বড় লোক, তোমরা যা কর, তাই সাজে।

চাকা। আচ্ছা, সাজে ত সাজে ! এখন পারবি ?

মুন্সরী। পথ ছাড়।

চাকা। মেরনো রে, নিদ্রা হয়ো না।

মুন্সরী। এ তোমার কি স্বভাব বাবু ? ছেলেগুলো নাতি-নাতনীতে ঘর বোকাই। এ বয়সে আবার বিয়ে করতে সাধ যায় গা ?

চাকা। মেরনো রে ! বুঝতে পারলি নি—আমার অবস্থা কি, বুঝতে পারলি নি ? আমি বতরুণ বাইরে বাইরে আছি, ততক্ষণই বেশ আছি। ঘরে গিয়ে সবাইকে দেখতে পাই, কিন্তু কাউকেও দেখতে পাই না ! মেরনো রে, দারুণ বিরহ—অহরহ—দুঃসহ—

মুন্সরী। তা হ'লে এক কাজ কর। কালুরায়ের মাজলী পর, সে মাজলী গলায় পরলে বাব পালায়, আর তোমার বিরহ পালাবে না ?

চাকা। সে মাজলী তোর গলায় মেরনো—দয়া ক'রে জরটাতে দিয়ে দে।

মুন্সরী। বালাই, বাছাকে আমার রাজপুত্র নিয়ে যাবে। জেনে শুনে ঘাটের মড়াকে দিতে যাব কেন ?

চাকা। কি বললি বেটা—ঘাটের মড়া ?

মুন্সরী। তা কি আবার টাটকা—বাসি !

চাকা। দেখ, এই ঠিকুঞ্জী দেখ !

মুন্সরী। রেখে দাও তোমার ঠিকুঞ্জী।

চাকা। আরে দেখ না বেটা—রাগিস কেন—নই কোন্টী উদ্ধার।

মুন্সরী। ও সাতগুণী উদ্ধার হ'লেও বিশ্বাস করি না। কাগজ দেখিয়ে বরস লুকুতে এসেছে ?

চাকা। মেরনো, মেরনো ! ও মেরনো—

মুন্সরী। নাও, পথ ছাড়বে তো ছাড়।

চাকা। দারুণ বিরহ—অহরহ—দুঃসহ—

মুন্সরী। ও বিরহ কি এখানে মিটেবে—একেবারে চিত্রগুপ্তর দস্তুরখানায় হিসেব নিকেশ দেবার সময়—যখন পেঁচো মামদোর কলের গুঁতো খাবে, তখন মিটেবে। মনিবের চুরি ক'রে মানুষ হ'লেই হয় না।

চাকা। কি বললি পাঞ্জী বেটা, চুরি ?—

মুন্সরী। তা হ'লে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙব না কি ? কুদুচি গাইব ? কি অবস্থায় এসেছিলে, মনে নেই ?

চাকা। আচ্ছা, এখন যা যা—

মুন্সরী। দেখ না, যতই বলছি, বাবু আমাকে খাটিও না, ততই বাড়াক। বড় মানুষ হয়েছ—বেশ হয়েছে ! সেই রকম ইজ্জত রেখে চললে ভাল হয় না ?

চাকা। আচ্ছা, এখন যা, রাগ করিস নি, কিন্তু মেরনো, একটু তেবো। অনেক দিনের ভাব, একটু মনে রেখ।

(হরিহরের প্রবেশ)

হরি। বাবু—বাবু !

চাকা। কি রে—কি রে ?

হরি। পরমেশ্বর শ্রেণীর ছেলে—

চাকা। কোথায় রে—কোথায় রে ?

হরি। এই দিকেই আসছে।

চাকা। ভালো বিপদই বা হোক—মেরনো।

হরি। আগে চ'লে যান—চ'লে যান—এলো।

চাকা। দারুণ—দুঃসহ—মেরনো—অহরহ—

[হরিহর ও চাকাদাসের গ্রন্থান।

(হুরেশ্বরের প্রবেশ)

হুরে। হাঁ গা বাছা—এ দিকে বুড়া চাকাদাসকে দেখেছ ?

মুন্সরী। তুমি কি পরমেশ্বর শ্রেণীর ছেলে ?

হুরে। তুমি কেন ক'রে জানলে ?

মুন্সরী। তুমি তার ছেলে ত ?

হুরে। হাঁ—

মুন্সরী। আহা, তাই ত বলি—বাপের মুখখানি ফেন বসিরে রেখেছে।

হুয়ে। তুমি কে ?

মুম্বয়ী। আমার বনিবের সঙ্গে তোমার বাপের
হলেবেলায় কি ভাবই ছিল !

হুয়ে। তুমি কি রথুর বাবুর বাড়ী থাক ?

মুম্বয়ী। থাকি কি বাবু—আমি তাকে মানুষ
করেছি ! তোমার বাবাকেও হাতে ক'রে মৃত
ধরেছি। তা তুমি চাকাদাস বুড়োর খোঁজ করছিলে
কন ?

হুয়ে। বুড়ো এখানে ছিল ?

মুম্বয়ী। ছিল বই কি, তুমি আসছ শুনেই
শালাল।

হুয়ে। আজ এক মাস তাকে ধরবার চেষ্টা করছি
—বেটা কেবল স'রে স'রে বেড়াচ্ছে—ধরা দিচ্ছে
না।

মুম্বয়ী। কেন, বুড়ো তোমাদেরও কিছু মেরেছে
কি ?

হুয়ে। মেরেছে ব'লে মেরেছে—বাবা লাথ টাকা
র কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন।

মুম্বয়ী। আ হরি ! সে কি আর পাবে ?

হুয়ে। পাব না ?

মুম্বয়ী। বিশ্বাস ত হয় না। ঐ রকম পাচ
নের মেরেই ত ওর পয়সা। দেখ, চেষ্টা ক'রে দেখ।

হুয়ে। আমি ডুবছি না ডুবতে আছি—টাকা
পেলে ওর ভুঁড়ি ফাঁদিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

মুম্বয়ী। দেখ—চেষ্টা ক'রে দেখ।

(জয়ীর প্রবেশ)

জয়া। কার সাজ কথা কইছিলে দিদি !

মুম্বয়ী। পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠীর ছেলে—ও মা ! ও অত
ড় হয়েছে, তা জানতুম না। অমন জানা ঘর, অমন
শানার ছেলে, তা তোমার বাপ এ-দিক উ-দিক ঘুরছে
কন ?

জয়া। দিদি ! তুই এক কাজ কর দেখি—
ই ফুলটো নিয়ে বাড়ীতে রেখে আস দেখি।

মুম্বয়ী। তুই কোথায় যাবি ?

জয়া। একবার চাকাদাসের কাছে যাব।

মুম্বয়ী। ও মা ! সে বেটার কাছে তুই ক
মতে যাবি ?

জয়া। দরকার আছে। এই ফুল নিয়ে যবে যা।
কোথায় গেছি, বাবাকে বলিস নি।

[প্রস্থান।

মুম্বয়ী। তার কাছে তোর কি দরকার ? ও জয়া,
জয়া—তাই ত, বাপারখানা কি ? চাকাদাসের কাছে
জয়া জেনে-গুনে—তাই ত, কি হ'ল, কি হ'ল ?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

চাকাদাসের গৃহ।

চাকাদাস ও হরিহর।

চাকা। দরজা দে—দরজা দে—(কম্পন)
বেটা খুন করবে ব'লে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হরি। আর কি এখানে আসতে কেউ সাহস
করে ?

চাকা। ওবে, তবু—কি জানি' রে—মরিয়া,
মরিয়া—

হরি। (দরজা বন্ধ করিতে যাইয়া) বাবু—বাবু !

(জয়ীর প্রবেশ)

হুয়ে। দুব তোর বাবু ! চাকাদাস ! যদি জীবনে
মমতা থাকে ত আমার টাকা দাও।

চাকা। পাহারা খালা—জমাদাব—

হুয়ে। তারা আসতে আসতে তোমাকে শেষ
করব। টাকা দাও।

চাকা। কিসের টাকা ?

হুয়ে। বাবা লাথ টাকা তোমাকে 'দিয়েছে।

চাকা। লেখাপড়া কৈ ?

হুয়ে। বিশ্বাস দিয়ে'ছ, লেখাপড়া কি ?

চাকা। (হাস) এক পয়সা কেউ কাউকে শ্রম
দিলে দেয় না—

হুয়ে। দেবে না ?

চাকা। ওরে বেটা, কোতোয়ালীতে থবর দে
না।

হরি। পাহারা খালা—জমাদাব—

হুয়ে। সাবধান—ঘর থেকে বেরুনি ত তোর
হনিবকে মেরে ফেলবো। (অস্ত বাহিরকরণ)

চাকা। ও বাবা—মেরে ফেলবে না কি ?

হুয়ে। কি বল চাকাদাস ?
চাকা। আচ্ছা, হিসেব করি।
হুয়ে। চল।

(জয়ার প্রবেশ)

জয়া। চাকাদাস !
হুয়ে। এ কি জয়া তুমি এখানে ?
জয়া। চাকাদাস !

চাকা। আ—আ—জয়া—জয়া। উঃ! বিরহ—দারুণ—দুঃসহ—

হুয়ে। চোপ্—(চাকাদাসের কম্পন)
জয়া। চাকাদাস ! তুমি আমার পিতার স্বর্ণ
শোধ কর—আমি তোমাকে বিবাহ করব।

চাকা। (উল্লাসে) হুয়ে ক্লক—

হুয়ে। চোপ্—উল্লাস কিদের—আমি চোকের
ওপর কি তা হ'তে দেব ? আচ্ছা আমি লাখ চাই না
—তুমি জয়ার পিতার স্বর্ণ শোধ কর।

চাকা। রাগ ক'র না—রাগ ক'র না—তোমার
সব টাকাই চুকিয়ে দেব—ওরে, বাবুকে হাত-পা-মুখ
ধোবার জল দে—জল দে—খাবার দে—

হুয়ে। না, চাকাদাস, আমি আর কিছু চাই না।
তুমি এই বালিকার পিতাকে স্বর্ণমুক্ত কর।

চাকা। হবে—হবে—বাস্তব হওয়া না—জয়া—জয়া
—কথা ঠিক ত ?

জয়া। আমি যিথো কইতে আসি নি—তুমি
আমার পিতাকে স্বর্ণমুক্ত ক'রে আমাকে বিবাহ কর।
তুমি যদি বিবাহ না কর তত্ত্বস্ত কণা—কিন্তু আমি
প্রস্তুত।

চাকা। আমিও—জয়া—জয়া—আমি তোমার
বিরহ—অহরহ—দুঃসহ—

জয়া। তা হ'লে আজই শোধ করবে বল—

চাকা। আজ কি জয়া—এখনি !—এস, তোমারও
টাকা দিই—জয়ারও স্বর্ণশোধ করি।

হুয়ে। আমি এমন ক'রে টাকা চাই না। জয়া,
মোহাই জয়া—কণেক অপেক্ষা কর—আমি যদি অত্র
কোন উপায়ে তে মাদের দেমা শোধ করতে পারি, তা
হ'লে এ নরাদমকে আত্মসমর্পণ করতে দেব না। প্রাণ
থাকতে দেব না। [জয়াকে লইয়া প্রস্থান।

হরি। বাবু! হুয়েও কি কসকে গেল ?

চাকা। আর কি যায়—ও বেটার কি আছে যে

ওথবে ?—লাভের মধ্যে লাখ টাকাটা বাজিল—সেই
বেচে গেল। নে, চ'লে আর, আহা, জয়া রে—জয়া—
একটুখানি দয়া—যা শিগগির বা, বন্ধ কুড়োরামে
এখনি ব'লে আর, টাকা আমি দেব, আর যেন কার
কাছে সে না নেয়। আমি কোতোয়ালীতে খবর দি-
রাখি—বেটা এলেই গ্রেপ্তার করিয়ে দেব।

চতুর্থ দৃশ্য

উদ্ভান।

পুষ্পরথ ও চিত্রলেখা।

পুষ্প। কি সহ—জবের হাটের মজা দেখলে ?
চিত্র। তা তো দেখলুম !—কিন্তু এরা কি
নির্কোষ ? এই যে সব অধর্মে ধনসঞ্চয় করছে, এরা
ক'দিন তা ভোগ করবে—ক'দিন এখানে থাকবে ?

পুষ্প। সেইটেই ত মজা !

চিত্র। তার পর ত আমাদেরই হাতে পড়বে।

পুষ্প। সে যখন পড়বে, তখন বুঝে নেওয়া যাবে
—এখন যা করতে এসেছি, তাই কর।

চিত্র। বেশ—স্বপ্নের বাগানে ফুল কোটাও !

তুলিয়া পঞ্চম তান কোকিল ধর রে গান
কর গান চকোর চকোরী।

পরি গলে ফুল-মালা এস এস ফুলবালা
বীণ-যন্ত্র চারু করে ধরি ॥

মিলায়ে প্রাণের সনে এস লো মৌদের গানে
কান্না জনে পাড়ি ভূমিতলে।

হিমালয়-নিদ্রা এনে মিলায়ে মলয় সনে
এস দিই চোখে তব্র ঢেলে ॥

পুষ্প। মারাত্তা-রস সন্নিয়ণ সনে
মাথায় ধরায় করিছ দান।

মুদ্রিয়া যাইবে সবার নয়ন
ভাসিয়ে যাইবে সবার প্রাণ ॥

কোথা হ'তে আমি এসেছি কোথায়
কোথায় চলেছি কি নাম কার।

সবাই ভাবিবে আকুল হইবে
যুব হ'তে কেহ পাবে না পার ॥

(সখীগণের প্রবেশ)

(গীত)

নিদাঘের বেলা কুরগী আকুলা
পিয়সে ছুটিয় তটিনী-কুল ;
পরশিতে নীরে, বন ঘেরা তীরে
একটি ফুটরা উঠিল ফুল।
পিপাসায় বারি করিতে পান
গন্ধে আমারে দিল গো টান,
পাছুতে নিবাদ ধরেছে বাণ
হিঁড়িতে হৃদয়-মূল।
হতাশে অবশ, হরিল বল,
নীরস নয়নে পুরিল জল ;
তথাপি রে বিধি কি তোর ছল
পরণ বেড়িয়া জড়ালি ভুল।

পঞ্চম দৃশ্য

কুড়োরামের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ।

কুড়োরাম ও মানিনী।

মানিনী। মূখে আগুন দেবতার—মূখে আগুন
বিধেতার। একটা কাণা-খোঁড়া ছেলে-মেয়েও দিতে
পারলে না গা!

কুড়ো। দিয়ে ত ছিল, তাও ছাই রইল কৈ!

মানিনী। সে কি আর দিয়েছিল গা! তাহালা
করেছিল। পাঁচ মাসেই জন্মাল—ছেলে হ'ল কি
মেয়ে হ'ল, তাও বুঝতে পারলুম না। হা ভগবান!
বুঝতে পারলে তার নাম ধ'রেও না হয় তদন্ত কীদভুম।

(নেপথ্যে শিশুর ক্রন্দন)

কুড়ো। কি হ'ল? পুইমাচার তুলার ছেলে
কীদে কে?

মানিনী। কে কীদবে? তুহিও যেমন—আমার ঘরে
ছেলে কীদবে, এমন দিন কি হবে? ও কার ছেলে
কোথার কীদছে। কোথার খেতে পাবে না, পথের
ফুলের গড়াগড়ি খাবে বেছে বেছে হতভাগাগুলো
সেই ঘরেই আসবে। আমার ঘরে এলে সোনার
পালকে শোবে—কীর রানী মাখন খাবে—পাঁচটা চাকর-
দাসীতে কোলে করে নাচাবে, তা এখানে তারা আসবে
কেন?

কুড়ো। যাক, যা পাবার নয়, তার জন্ত আর হুখে
ক'রে কল কি? এমন বরাত, লোকের একটা ভাগনী-
ভাগনা থাকে, তাও নেই।

মানিনী। তোমার না থাকলে ত কতি ছিল না
—আমারও একটা ভাই-বন্ধু থাকতো ত তাদের ছেলে
এনে মাহুষ করতুম।

কুড়ো। যাক, আর ও চিন্তা ছাড়।

মানিনী। আহা বাছাকে আমার ঐ পুইমাচার
তলাতেই পুঁতে রেখেছিলুম।

কুড়ো। সে কথা তুলে আর কি হবে মাহু?
যাই, আর একটা বিষয় হাতে আসছে, সেটাকে আমি।
তার পর একটি পুঁহুপুঁহুর নেওয়া যাক।

মানিনী। কাজেই, বিষয় যখন করেছ, তখন
নামটা বজায় রাখতে হবে ত। আহা! বাছা আমার
বৈচে থাকলে ত্রিশ বছরের সা-জোরান হতো। ছেলে
হ'লে হত রাজপুত্র আর মেয়ে হ'লে—

কুড়ো। আর বলে না মানু—আর বলে না।
প্রাণেশ্বর, মেয়ে বৈচে থাকলে হ'ত বিদ্যাদারী।

মানিনী। তার রূপের কাছে কি জরা লীড়াতে
পারতো?

(নেপথ্যে শিশুর ক্রন্দন)

কুড়ো। তাই ত! আবার কান্না ধরে যে!

মানিনী। তাই ত গো! পুইমাচার নীচেই যে
শব্দ উঠছে!

(নিবারণ-বেশে পুষ্পরথের প্রবেশ)

নিবা। হজুর! হজুর!

কুড়ো। কি রে, কি রে—কিসের শব্দ রে?

(ক্রন্দন)

মানিনী। ওগো, কান্না যে ক্রমে বাড়ছে, এগিয়ে
দেখ না।

কুড়ো। ও আঁটকুড়ীর বেটা! এগিয়ে দেখ না,
কোথায় কার ছেলে কীদছে, খোঁজ কর না।

নিবা। খোঁজ করছি হজুর।

কুড়ো। কার ছেলে রে—কার ছেলে?

নিবা। ছেলে নয়।

মানিনী। মেয়েরেই মতন গলা বটে! কার
মেয়ে রে—কার মেয়ে?

নিবা। মেয়ে নয়।

কুড়ো! ছেলে নয়, মেয়ে নয়—তবে কি?

নিবা! এক বকর কি!

(নেপথ্যে—মা! মা! ক্রন্দন)

হানিনী! ওগো! মা, মা ক'রে কাদে যে গো!

কুড়ো! তাই ত, এতক্ষণ টাঁট্টা ক'রে কাদছিল—
জাল বুঝতে পারছিলুম না। এখন স্পষ্ট মা—মা
বলছে যে! ও আঁটকুড়ীর বেটা, কি দেখলি বল?

নিবা! এতক্ষণ হুজুর বল বেরুচ্ছিল—তাই টাঁট্টা
ট্যা করছিল, এইবারে গজালা!

(নেপথ্যে—বা—বা ক্রন্দন)

হানিনী! ওগো, আবার বাবা বাবা ক'রে যে গো
—তোমাকে ডাকে যে গো!

কুড়ো! তাই ত—তাই ত!

নিবা! এইবারে গাছ হ'ল!

কুড়ো! গাছ হবে কি রে—বাবা—বাবা ক'রে
গাছ হবে কি রে!

নিবা! আর দেখতে দেখতে হয়ে পড়লো হুজুর—
আর হবে কি!

কুড়ো! কি হয়েছে খুলে বলবি তো বল—নইলে
তোকে মেয়েই ফেলবো—পাজী নজার হতভাগা
পাখণ্ডি নিবে—

নিবা! হুজুর কি ওখানে কখন কিছু পুঁতেছিলেন?

হানিনী! কেন বল দেখি?

নিবা! তুমি আমাকে ঐখানে পুঁইগাছ পুঁতে
বললে না? আমি মাটিটি জল দে ভিজিয়ে যেমন চারাটি
পুঁতে বাব—অমনি মাটির ভেতর থেকে ট্যাঁট্টা ক'রে
এক জন গজিয়ে উঠল!

উভয়ে। বলিস কি—বলিস কি? তার পর?

নিবা! তার পর—যেমন আমি সেটাকে মাটি
চাপা দিতে গেছি, অমনি মা ক'রে হাত-পা ছুড়ে
ডালপালা বার ক'রে ফেললে।

উভয়ে। তার পর?

নিবা! তার পর আর কি? বাবা বলছে আর
হাঁ করছে, আর চারিদিকে শেকড় গেড়ে খুঁড়ি হচ্ছে।
কুড়ো! তা হ'লেই ঠিক হয়েছে। মায়ু—মায়ু
—তোমার গাউর ছেলে পুঁতে গাছ হবে! সে কি
মরে!

হানিনী! ওগো চল গো—কি হ'ল দেখে আসি।

বাবা হ'ল কি মা হ'ল। ওগো, ত্রিশ বছর বাছা
আমার জল পায়নি গো!

নিবা। ও বাবা! তাই! ত্রিশ বছর জল পায় নি
—যেমন জল পেরোছে, অমনি ফিলফিল ক'রে
কৈচোর মতন বেরিয়ে পড়েছে।

হানিনী! কৈ যে, চল চল, দেখি।

(সকলের অগ্রগমন)

নিবা। এই যে—এই যে—মাটি উসখুল করছে।

কুড়ো! ওরে, জল আছড়া যে—জল আছড়া দে।

হানিনী! ওরে, কৈদে কৈদে বাছার বুঝি দম
আটকে গেল যে—তোলা হোল!

কুড়ো! ক'রে বাবা রে এ কি! গরুড়! গরুড়!

হানিনী! হাট! হাট!—বল কি—মেয়ে—

মেয়ে—আমার বাছা—পুঁইমাচা থেকে বেরিয়েছে—
আমার পুঁইমণি—

কুড়ো! মেয়ে কি রে!

হানিনী! দূর কাগা মিনবে—আমাব পদ্মফুল,
গৌবরগাদা থেকে বেরুচ্ছে—দেখতে পাক না?

পুঁই। ম্যা—(পুঁই-সুন্দরীর উত্থান)

হানিনী! কি মা—কি মা! ওগো শোন—কর্ণ-
জুহুনো মা কথা শোন—

পুঁই। বাবা—

হানিনী! শোনো—শোনো—জন্ম সার্থক কর—
কানে কি তুলো দিয়ে রেখেছিস মিনবে?

কুড়ো! তাই ত—তাই ত—এ কি বাপার মায়ু?

নিবা। ওগো, হাঁ করেছে—হাঁ করেছে—

কুড়ো! তাই ত—তাই ত—দুঃ! ওরে নিবে,
দুঃ আন।

পুঁই। আমি কোলা বাগ খাবো।

কুড়ো! এই এই!—গরুড়! গরুড়!

হানিনী! গরুড়-গরুড় করছ কি—বাচা ত্রিশ
বছর মাটির ভেতর ছিল—সেখানে কি দুঃ আছে—
তা খাবে? বাছা আমার বাগ খেয়ে বেঁচে আছে।

কুড়ো! বটে—বটে—দুঃ—দুঃ—ওরে নিবে, দুঃ
—পুঁই-সুন্দরীকে দুঃদান)

হানিনী! খাও মা আমার, পেট ভরে দুঃ খাও।

পুঁই। ম্যা—

নিবা। ওগো, চোখ ঝোঁকছে!

হানিনী! কি মা? কি মা?

পুঁই। আমি বিয়ে করবো।

হানিনী! ওগো—ওগো! শোন শোন—
পুঁইমণি আমার বলে কি শোন!

কুড়ো। দূর! বিয়ে করবে কি?

মানিনী। কি আমার মেয়ে আইবুড়ো থাকবে?

নিবা। পাত্র দেখব—পাত্র দেখব—

মানিনী। এখনই—পাত্র দেখ, নিবে পাত্র দেখ।

[পুষ্পরথের প্রস্থান।]

কুড়ো। কি পাগলামি করছ বাবু! এ মেয়েকে তোমার বিয়ে করবে কে?

পুই। আমি বাঙা বর বিয়ে করবো।

মানিনী। ওই শোন গো—ওই শোন—জন্মেই কি পুইমণি আমার বিরহে মারা যায়।

কুড়ো। আরে দূর মাগী—এ মেয়েকে কে বিয়ে করবে?

(পুষ্পরথ ও সুরেশ্বরের প্রবেশ)

নিবা। মিলেছে—পাত্র মিলেছে—

সুরে। আমি বিয়ে করবো—কই কুড়োরাম বাবু! তোমার মেয়ে—

কুড়ো। ঐ আমার মেয়ে—ওকে বিয়ে করতে যাবে?

পুই। আমি বাঙা বর বিয়ে করবো।

মানিনী। তা বাবু! তুমি যদি আমার মেয়েকে ও—তা হ'লে যা কিছু আমার আছে, সবই আমার।

সুরে। এই মেয়ে! (স্বগত) এ ত একটা ভী—তাই ত কি করি—জয়া জয়া—তোমার উদ্ধারের! আমি এই ভাগ্যটা স্বীকার করতে পারবো না!

কুড়ো। কি ভাবছ, পারবে?

নিবা। বিয়ে ক'রে কেল বাবু। বিয়ে ক'রে ল!—দেখছ না—কচি কচি হাঁ।

কুড়ো। তুই বেটা পাষা।

নিবা। মাটি-চাপা ছিল ব'লে হাত-পা ভাল য় নি। ওই ছাঁচি কুড়োর ভেতরে সব আছে। তলার জল গায়ে লাগলেই—কর কর ক'রে সব হয়ে উঠবে।

কুড়ো! পাজী বেটা! থামতে পার না?

মানিনী। কেন নিবে ত ঠিক বলেছে—এই সবে ার চোক ফুটেছে, এর পর হুবিধে মত হাত-পা করবে।

কুড়ো। কি বল—

সুরে। পারি, তুমি যদি আমাকে আজ সন্ধ্যায় মধ্যে দশ হাজার টাকা দাও।

কুড়ো। আর তুমি টাকাটি হাত ক'রেই স'রে যাও?

সুরে। আমি চুক্তি-পত্রে লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছি।

কুড়ো। বেশ, চল—তা হ'লে সন্ধ্যা কেন—এখনই টাকা দিচ্ছি।

মানিনী। এস বাবা—এস বাবা—এস—দশ হাজার বলছ কি, সবই তোমার!

পুই। ট্যা—ট্যা।

মানিনী। আবার ট্যা ট্যা কেন রে বেটা? এই যে তোর রাঙ্গা বর হ'ল।—

নিবা। ওগো ছুধ খেয়ে পুইমণি জীবন কাটছে—

মানিনী। তোর বাবা জীবন কাটুক—নে চল—মাকে নিয়ে চল।

ষষ্ঠ দৃশ্য

চাকাদাসের কক্ষ।

চাকাদাস ও জয়া।

চাকা। জয়া—জয়া—প্রাণের জয়া—তুমি আমার এসেছ!

জয়া। এসেছি—ঋণের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে এসেছি। ঋণদারগণ পিতার কষ্ট দেখে এসেছি। চাকাদাস বাবু! আমাকে গ্রহণ ক'রে তুমি আমার পিতাকে ঋণমুক্ত কর।

চাকা। সব করব—জয়া—প্রাণের জয়া—হৃদয়েশ্বরী—আমার হৃদয়দ্রাবনের প্রেমবিহ্বল কিশোরী! মরি মরি—কি মাধুরী! সব করব—সব করব—জয়া তুমি আর হয়ো না নিদ্রা।

জয়া। আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কুড়োরাম আমার পিতাকে লাঞ্চিত করছে—

চাকা। আর তার সাধ্য কি—তুমি যখন আমার হয়েছ, তখন আর কার বাবার ক্ষমতা, তোমার বাবাকে লাঞ্চিত করে? সব করব! তোমাকেও গ্রহণ করব। আর তোমার বাবাকেও ঋণমুক্ত করব। প্রাণেশ্বরী—কাছে এস—একবার প্রাণেশ্বর বল—একবার বাহুল্যতা প্রদারণ ক'রে আমার প্রাণের বিরহকে আঁকড়ে, তাকে চেপে রেখে কেলতে কেলতে বল, "প্রাণেশ্বরী!

তোমার আমি কত ভালবাসি। কেবল ভালবাসি ?—
ভালবাসার ওপর বাসি—বিবানি পাপাপানি, হাসা-
হাসি আর ভাষাভাসি।

জয়া। আমি তোমার এ সকল কথা কিছু বুঝতে
পারছি না। পিতার মলিন মুখ, ছলছল চোখ দেখে
এসেছি—

চাকা। সব সেয়ে যাবে—সব সেয়ে যাবে।
হৃদয় হাজার টাকার কথা কি বলছ—আমার সর্বস্ব
তোমার হবে।

জয়া। কই, দাও—আমি সর্বস্ব চাই না—সামান্য
অর্থ—পিতার স্বপ্ন—কই চাকাবাস বাবু, দাও।

চাকা। বাস্তব হয়ো না—যখন তুমি আমার, তখন
সব তোমার।

জয়া। মুখে বলছ, না প্রাণে বলছ ?

চাকা। প্রাণে প্রাণে—জন্মকন্মলের মাঝখানে।
দেখ দেখ, বিশ্বাস না হয় ত নথকুড়ুল দিয়ে চিরে দেখ।
বিরহ—দারুণ বিরহ—অধরত—তঃসং—জয়া সেই
বিরহ আঙুলে জল দাও, আর আমার সিঁদুরের চাবী
দাও !

জয়া। তা হ'লে কি করতে হবে বল ?

চাকা। তোমার বাপকে নিয়ে এস—সে এসে
গিরিমেটে দেখাপড়া ক'রে দিক—আর সবস্ত্র ঝণের
টাকা চুকিয়ে নিয়ে যাক। ডান হাতে চুক্তি, আর বাঁ
হাতে টাকা।

জয়া। আমার কথায় বিশ্বাস হ'ল না চাকাবাস
বাবু ?

চাকা। হা হা হা—কি জানি জয়া—তুমি নাবা-
লিকা—রাজার আইন বড় কড়া—নাবালকের সহিত
গ্রাহ্য হবে না। জয়া! হুনিয়াটা ছলনা—নইলে
তোমার বিশ্বাস করবো না। তোমার চারমুখ, মরি
মরি—বিশ্বাসের লবঙ্গলহরী।

জয়া। হুঁ—তা তো বুঝতে পারি নি।

চাকা। তার পর কি জানি জয়া। তুমি যখন
আমার প্রাণেশ্বরী, তখন তোমার কাছে গোপন করব
না। আমার অনেক হুণের টাকা, আর তোমার
প্রাণটা এখনও ফাকা ফাকা। সঙ্গে সকল 'কুরের'
গোড়া, দেখছি একটা উচকা হোঁড়া। তোমার
বাপকে আন—বিবাহের চুক্তি কর—টাকা দাও।

জয়া। সেও বে আমার মতন ভিখারী—তার
চোখের জলে ত আমার স্বপ্ন শোব হবে না।

চাকা। তা ত হবে না—কিন্তু কি জানি—
যেটা মায়ারী চোখের জল—তোমারও প্রাণটা তরল
—ও হুই তরলের মাঝখানে চাকাবাসের টাকা—প্রাণ-
েশ্বরী! ডুবুরী লাগালেও আর তা বুঝে বার করতে
পারবো না।

(রঘুবরের প্রবেশ)

রঘু। জয়া—জয়া—রক্ষা কর—বর্জবেদনা দিস
নি—আমার সর্বস্ব যাক—তোকে নিয়ে আমি পথে
পথে ভিক্ষা করবো।

চাকা। ওই শোন—ওই শোন—

রঘু। তথাপি এ অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যের
হাতে তোকে দিতে পারবো না।

চাকা। ওই শোন—ওই শোন।

জয়া। দোহাই পিতা রক্ষা করুন, আমি সন্তুষ্ট
চিত্তেই এখান এসেছি—সব বুঝে এসেছি। মনে
মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, যে দণ্ডে কুড়োরাম আপনার হাত
ধ'রে আপনাকে বরের বার ক'রে দেবে, সেই দণ্ডেই
আমি আত্মহত্যা করবো—দাও বাবা, অহুমতি দাও।

রঘু। একান্তই গুনবি নি।

জয়া। একান্তই গুনবো না। আপনি সহি ক'রে
দিন, দিয়ে ঝণের টাকা গ্রহণ করুন।

রঘু। চাকাবাস! কাগজ কলম দাও—কি
লিখতে হবে, ব'লে দাও।

[সকলের প্রস্থান।]

(হুরেরের প্রবেশ)

হুরে। কই, কোথায় জয়া ? টাকা নিয়ে ঘুরে
বেড়াচ্ছি—কই কোথাও ত তাদের দেখতে পাচ্ছি না।
তার বাপকে পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না কেন ? জয়া—
জয়া—তবে কি আমার কেবল পণ্ডশ্র হ'ল ?—তুচ্ছ
টাকা নিয়ে একটা প্রেতিনীকে বিবাহ করতে হ'ল ?
—যার উদ্ধার সম্বন্ধে এ কাজ করলুম, তাকে কি
তা হ'লে রক্ষা করতে পারলুম না ? বালিকাও কি
আমার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রেতের হাতে পড়ল ?
জয়া—জয়া।

[প্রস্থান।]

(জয়া ও রঘুবরের প্রবেশ)

রঘু। কি করলি বা ? এখনও আমার হাত
কাঁপছে—আমার বুক কেটে যাচ্ছে। জয়া। এত

কি তোর অভিমান হ'ল যে, শ্রুশানের যাত্রীকে আশ্রয়স্বর্ণ করলি ?

জয়া। কিছু হুংখ করবেন না বাবা, আমার বরাতের বন্ধ বানী আছে, আপনি কি করবেন ? নিন্। এই টাকা এখন কুড়োরামকে দিয়ে আনুন।

(হুরেশ্বরের পুনঃ প্রবেশ)

হুরে। এই যে—এই যে—জয়া—জয়া—আমি তোমার বাপের জন্ত টাকা এনেছি।

জয়া। হা ভগবান্, এতক্ষণ পরে ?

রঘু। তুমি—তুমি! পরশ্বরের শ্রেষ্ঠীর ছেলে হুরেশ্বর! আ সর্বনাশী—সর্বনাশ করলি—অপেক্ষা করতে পারলিনি!

হুরে। কি করেছে ?

জয়া। আমি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে এসেছি।

হুরে। আবদ্ধ হয়েছে ?—আর আমি যে তোমাকে উদ্ধার করতে দুর্গন্ধময় পঙ্ক জ্ব দিয়ে এলাম।

জয়া। সে কি—কি করলে হুরেশ্বর বাবু ?

হুরে। কি করলুম! বলতে আমার তাকার আসছে। আমি এক প্রতিনীকে বিবাহ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে এসেছি।

জয়া। হা ভগবান্, তোমারও আমার মতন অদৃষ্ট!

হুরে। আমার অদৃষ্টে যা থাক, তোমাকে আমি কখন পিশাচের হাতে পড়তে দেব না।

(চাকাদাসের প্রবেশ)

চাকা। কি, কি—গোলমাল কিসের ?

হুরে। চাকাদাস বাবু—এই তোমার টাকা নাও—নিয়ে চুক্তিপত্র ফিরিয়ে দাও।

চাকা। টাকা—টাকা! তা দিতে ইচ্ছা কর—দিতে পার, তবে কি জানো, চুক্তি—তাতে আমার বড় ভুক্তি।

হুরে। আমার পিতার গচ্ছিত লাভ টাকা, তার হাবী ছেড়ে দিচ্ছি—তার ওপর আবার টাকা দিচ্ছি।

চাকা। তোমার বাপের টাকা—মিনি খতে রাখা—উঃ! সে কত বড় ভ্রাতা! হাতে আগি আকাশের চাঁদ পেয়ে, তোমাকে ধরে দিই ? কি প্রাণেশ্বর! আমাকে কি বোকা পেয়ে ঠকাতে এসেছিলে ?

জয়া। না চাকাদাস বাবু!

চাকা। প্রাণেশ্বর বল—পয়সা দিয়েছি—প্রাণেশ্বর

বল। যা একবার আমার মিন্দকে চুকেছে, তা কখনও বেরোয় নি—আজ প্রথম বেলো—প্রাণেশ্বর বল—প্রাণেশ্বর বল।

জয়া। আমি যখন তোমাকে আশ্রয়দাতা করেছি, তখন তোমাকে তোমার ইচ্ছামত সন্ধান করতে আমার বাধা নেই; কিন্তু তুমি যদি এর পরে আমাকে না দাও!

চাকা। আমি তোমাকে নেব না ? প্রাণেশ্বরী—অহরহ—বিরহ—দারুণ হুঃসহ—তোমাকে আমি নেব না ? তোমার বাপ বিবাহের এখন উদ্যোগ করুক—আমি তা হ'লে আর তোমাকে ঘরে পর্যন্ত ফিরতে দিই না। প্রাণেশ্বরী! মরি মরি—কি বিরহ—অহরহ—হুঃসহ—আর ঘরে ঘাবার দরকার কি ? বল, এখানেই পুত্র ডাকি।

রঘু। ছি—ছি—এ আমি কি করলুম ? একটা এমো পুত্রের আমি সোনার প্রতিমা বিসর্জন দিলুম! এই নে জয়া, তোর টাকা নে—আমি যোহে প'ড়ে কি করলুম, বন্ধতে পারলুম না—এই যে তোর টাকা—তোর যা অভিক্রটি তাই কর। [প্রস্থান।

জয়া। তাই ত কি করলুম ? চাকাদাস বাবু! বাবা যখন টাকা ফেলে চ'লে গেলেন, তখন আমি কি করব ? আপনার টাকা নিয়ে চুক্তিপত্র ফিরিয়ে দিন।

চাকা। কিছুতেই দেব না।

হুরে। ও টাকাও নাও—আমার টাকাও নাও—নিয়ে জয়াকে রেহাই দাও।

চাকা। কিছুতেই দেব না। বাড়াবাড়ি করত রাজাকে চুক্তিপত্র দেখাব—মিঠ কথায় কাজ না হয়, চুলের মুটা ধ'রে টেনে এনে বিষে করব। কে আছি? একে আর যেতে দিস্ নি—ঘরের ভেতরে পুরে রাখ।

নেপথ্যে পুংপুং। হজুর! হজুর!

চাকা। কি রে—কি রে ?

নেপথ্যে। শীগ্গির এসো!

চাকা। কেন রে ?

নেপথ্যে! ভাবী মজা—শীগ্গির এসো—নইলে দেখতে পাবে না। শীগ্গির, শীগ্গির!

চাকা। জয়া! শীগ্গির ঘরে গিয়ে প্রস্তুত হও। আমি শীগ্গির বরমালা গলায় দিয়ে বিবাহ করতে বাব।

নেপথ্যে। শীগ্গির—শীগ্গির।

চাক। হাছি রে বেটা!—আর দেখাশোনা করছ
কি—আমার কাছে প্রবন্ধনা চলবে না, আর আমি
তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি না।

জয়া। তাই ত! তুমি কি করলে সুরেশ্বর!
সুরে। আমি যে তোমার জন্ত করেছি জয়া!
কিন্তু ক'রেও ত কিছু করতে পারলুম না।

জয়া। আমার আদুঠে যা ঘটবার তাতো ঘটেছে
—তুমি আর মিছিমিছি কষ্ট পাও কেন? বাও—
সুরেশ্বর—চ'লে যাও।

সুরে। কি হ'ল জয়া। জন্মের যে তোমারে
দেখাতে পারছি না।

জয়া। আমিও ত তোমায় দেখাতে পারলুম না
সুরেশ্বর! তা হ'লে বিদায় নিই। ক্ষুদ্র পাখী, না
বুকে ব্যাধের জালে বাধা পড়েছি।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। এ কি! জামাই বাবু! কপোলা লোক,
সাদীকো গ্রিমেট করকে ভাগতা হায় কাছে?—ভদ্র
আদমিকো কি রায়সা কাম হায়? চলিয়ে—চলিয়ে
—হুজুরকো বেটীকো সাদী করিয়ে!

সুরে। তা হ'লে চললুম জয়া!

জয়া। কোন্ মুখে এ কথা বলব? আমি
চললুম!

দ্বৈত গীত।

জয়া। ভুলে ভুলে দেখা ভুলে মনে রাখা
ভুলে যাও সখা আমারে।

সুরে। যেমন মেখেছি হৃদয়ে বেখেছি
কেমনে ভুলিব তোমারে॥

জয়া। (আমি) লুকাতে চলিছ আঁধার ভবনে

সুরে। (আমি) দিশহারা বুঝি বনে—

জয়া। স্বপনের খেলা—

সুরে। জেগে কেন আলা?

জয়া। রেখো মনে

সুরে। রেখো মনে

উভয়ে। বাধনে হ'জনে ভাসিরা চলিছ তটিনীর
ছুটি পারে॥

সপ্তম দৃশ্য

চাকাদাসের গৃহের দরদালান।

চাকাদাস!

চাক। তাই ত! হুজুর ব'লে কে ডাকলে?
কই কাউকেও ত দেখতে পেলুম না।

(হরিহরের প্রবেশ)

হরি। হুজুর—হুজুর—ভারী বজা!

চাক। তুই কি আমাকে ডাকলি?

হরি। না!

চাক। তবে আমাকে ডাকলে কে?

হরি। তা কি ক'রে জানব? আমি একটা
বজা দেখে আসছি।

চাক। কি বজা?

হরি। কুড়োরামের সঙ্গে একটা ছোঁড়ার কেজিয়া
হচ্ছে। ছোঁড়াটা কুড়োরামের মেয়েকে বিয়ে করবার
জন্ত গ্রিমেট সই করেছে। সই ক'রে টাকা নিয়েছে।
এখন সে টাকা কিরিয়ে দিতে চায়, বিয়ে করতে চায়
না।

চাক। কেন বল দেখি?—

হরি। মেয়েটা নাকি একটা পেত্নী—ছোঁড়াটা
টাকার লোভে বিয়ে করতে চেয়েছিল—এখন বুঝি মতি
ফিরেছে।

চাক। যা যা, বারণ ক'রে আর—বারণ ক'রে আর
—কিছুতেই যেন কুড়োরাম টাকা ফেরত ন' নেয়।

[হরিহরের প্রস্থান।]

ঠিক হয়েছে—যেমন ছোঁড়া বদমায়েস, তেমনই কলেক
পড়েছে—বেটা আমার বিয়ে ভাঙচি দিতে এসেছিল!
আমার প্রাণেশ্বরী স্বর্ণের বিভাধরী—সেটিকে নেবার
চেষ্টায় ছিল—ঠিক হয়েছে, বরাতে পেত্নী জুটে গেছে।

(চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্র। হী চাকাদাস বাবু! আমি কি পেত্নী?

চাক। অ্যা অ্যা—তাই ত, তাই ত—কে তুমি?

চিত্র। আগে বল না—আমি কি পেত্নী?

চাক। অ্যা অ্যা—আমিও এখন রূপ কখন
দেখি নি।

চিত্র। জয়া হুজুরী বিভাধরী—আর আমি
পেত্নী?

চাকা। ভাই ত—ভাই ত—কে তুমি ?

চিত্র। জয়ার জন্ত তোমার অহরহ—বিরহ—
দারুণ—হঃসহ—আর আমার বেলায় একটা দীর্ঘ-
নিশ্বাসও তোমার নেই ?

চাকা। ও ! ও ! তোমার জন্ত—আমি আজন্ম
দার্শনিকাস কেলতে পারি।

চিত্র। জয়ার জন্ত তুমি দশ হাজার টাকা দিতে
পার, আর আমার জন্ত এক কড়া কাণা কড়িও খরচ
করতে পার না ?

চাকা। ও ! তোমার জন্ত আমি বখা সর্বস্ব
খরচ করতে পারি।

চিত্র। অথচ জয়ার জন্ত তোমার খরচ—আমার
জন্ত তোমার এক কড়াও খরচ নেই।

চাকা। ঐ্যা !

চিত্র। আমি দ্বিতীয় একমাত্র কড়া—অগাধ টাকা
—আমাকে পাবে—সঙ্গে সঙ্গে টাকা পাবে।

চাকা। এ কি সত্যি ?

চিত্র। দেখ—আমার মুখ দেখ—আমার চোখ
দেখ—দেখে বোঝ, সত্যি কি মিথ্যা।

চাকা। ও ! মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে !

চিত্র। চাকাদাস বাবু, তা হ'লে জয়াকে ভাগ
ক'রে আমাকে নিতে পার ?

চাকা। খুব পারি—তুমি যদি অস্থান দাও—
তা হ'লে এখনি পারি।

চিত্র। না, তুমি বহুত করছ—বুঝি পার না।

চাকা। কি—পারি না ? তুমি হুকুম কর—বল
আমার হবে—আমি দশ হাজার টাকাও ছেড়ে দিচ্ছি—
জয়াকেও ছেড়ে দিচ্ছি।

চিত্র। উহু ! বিস্থান হচ্ছে না।

চাকা। বিস্থান হচ্ছে না ?

চিত্র। তুমি জয়াকে দেখে কতবার প্রাণেশ্বরী
বললে, কিন্তু আমাকে ত বললে না।

চাকা। তোমাকে—তোমাকে বলতে কেমন ভয়
পাচ্ছি।

চিত্র। তবেই ত হ'ল—আমাকেও নেবে,
জয়াকেও নেবে—আমাদের দুই সইনে থানা-খুনি
বাণিয়ে তুমি বজা দেখাবে।

চাকা। কখনই নেব না।

চিত্র। চাকাদাস বাবু ! শুধু তুমি দুখই বেগছ,
আমার বখা ত কনতে চাইছ না।

চাকা। ওমহি না ? যধু—যধু !

চিত্র। ও ত জলো যধু—একটু বন—একটু
গান !

চাকা। ঐ্যা ঐ্যা—আমার ভাগ্যে কি তা হবে ?

চিত্র। আমি ত শোমাবার জনো ব্যাকুল, কিন্তু
তোমার ভাল দিতে হবে বে !

চাকা। এখনি দেব—হাতে মাথার পায়ের—
গড়াগড়ি দিয়ে—বাতে হুকুম করবে।

চিত্র। বেশ তবে শোন।

(গীত)

বধু বীরে বীরে হান নয়ন বাণ।

যেমন দেখা গজিয়ে পাখা উড়ে গেল প্রাণ ॥

তোমার কোটর-টোকা নয়নের মাঝে

গরীব তারা গেছে চুয়ে, কটা হয়ে, নিজেরই বাঁধে ;

তাতে কি কটাক্ষ মাজে ?

ওতে পেটের গিলে চমকে ওঠে

বৃকে ধরে হাঁপের টান ॥

কেমন ?

চাকা। চিটে—চিটে—চিটে যধু—মাছির বহন
জড়িয়ে গেছি, বন্ধ কর—প্রাণ জর জর—প্রাণে—

(চাকাদাসের গীত)

চাষা কি মহের স্বাদ জানে।

জহরী না হ'লে প্রাণ জহর কি চেনে।

গলার পোয় মত্তি-হাব

বানব কি মান রাখে তার

কেটে করে ছারখার

ছড়িয়ে দেয় বচুবনে।

আমার সঙ্গ-পিপায় শুশুর লহরী,

দেখামাত্র কাটিতে সাঁতার বঁাপ দিয়ে মরি

প্রেমের কি বাহাদুরী !

এইবার, আসিবে তরী পাণ-কিশোরী

হাল ধর তার মাঝখান।

চিত্র। কই প্রাণেশ্বরী ত বেকুল না ?

চাকা। বেকবে—দোড়াই—বেকবে—এখন কেমন
খতমত খেয়ে যাচ্ছি।

চিত্র। তা হ'লে তুমি আমার মুখের জয়ার সঙ্গে
এই চোড়াটীর বিয়ে দিয়ে দাও।

চাকা। ও হৌড়াটার সঙ্গে কুড়োরামের মেয়ের
সম্বন্ধ হয়ে গেছে।

চিত্র। আরিষ্ট যে কুড়োরামের মেয়ে।

চাকা। অ্যা! সে কি? এই যে গুনলুম, তার
মেয়ে পেট্রী।

চিত্র। এই যে পেট্রী তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

চাকা। বা! বা!

চিত্র। বাবা আমাকে এতকাল লুকিয়ে রেখে-
ছিল।—কেন রেখেছিল বলব? আমার মা-বাপের
ইচ্ছে, তারা আমাকে চোখের আড়াল করবে না।
তাই একটি হনের মত বর-জামাই খুঁজছিল! পরমেখর
শ্রেণীর ছেলে সর্কাসার হয়েছে। কিন্তু আমি জানতে
পেরেছি, সে জয়াকে ভালবাসে, কহা তাকে ভাল-
বাসে। জেনে, বাগে আমি তোমার কাছে এসেছি!

চাকা। অ্যা অ্যা—আমার এত ভাগা!

চিত্র। ঈর্ষ্যা—নারীর ঈর্ষ্যা, তুমি জান না।
নারী ঈর্ষ্যাগ ক্ষীণ ফেলে নিম খায়। আমার বয়
যে জয়াকে ভালবাসে, সেই জয়া তোমাকে বিয়ে
করবে! আমি একটাও পাব না, সে ভ'টো
পাবে! এও কি সহ্য হয়—তাই আমি তোমাকে বরণ
করতে এসেছি।

চাকা। তা বেশ করেছ—কিন্তু ঈর্ষ্যাতেই যদি
এসেছ, তবে জয়াকে আবার হৌড়ার হাতে দিতে চাচ্ছ
কেন?

চিত্র। কি করব—নিরুপার—বাবা মার সঙ্গে
আমার বিয়ের চুক্তি ক'রে ফেলেছে। সে ত জয়াকে না
পেলে আমাকে ছাড়বে না। ভিখারীর অহঙ্কার আমি
সহ করতে পারছি না। তুমি হৌড়াটার সঙ্গে জয়টার
বিয়ে দাও।

চাকা। তার পরেই তুমি সটকে যাও।

চিত্র। বেশ আগেই আমার বিবাহের ব্যবস্থা
কর।

চাকা। বেশ বেশ—এখন।

চিত্র। তা হ'লে আমি নিশ্চিত হয়ে যাই?

চাকা। তোমার বাপ যদি তোমাকে না দেয়?

চিত্র। না দেয়, তুমি জয়াকে ছেড় না। আমি
বাড়ীতে গিয়েই গলায় দড়ি দিয়ে মরবার ভয় দেখাব,
তা হ'লেই বাবা দিতে পথ পাবে না।

চাকা। আহা! এত ভালবাসা—বরির বরির—
এত দিন কোথায় ছিলে প্রা—প্রা—

চিত্র। বল না প্রাপেশ্বর!

চাকা। কেমন আটকে যাচ্ছে!

চিত্র। আচ্চা, এর পরে সড়বড় হয়ে যাবে।
দেখো, যেন আমার ভুলো না।

চাকা। কেমন ক'রে তোমায় না দেখে বাঁচব?

চিত্র। দেখ, বাবা এলে লেখাপড়া পাকাপাকি
ক'রে নিয়ো।

চাকা। সে তোমায় বলতে হবে না—এখন
আবার বিরহ—নারুণ—ভ্রুংহ—

চিত্র। একটু হোক—এ কি কথা—জয়ার জন্ত
অহরহ দারুণ চেষ্টা—আর আমার জন্ত একবেলাও
হবে না। আর দেখ, পাছে রাজা জানতে পেরে
আমাকে হরণ ক'রে নিয়ে যায়, এই জন্ত বাবা
আমাকে কুংসিং ব'লে রটিয়ে রেখেছে।

চাকা। বুঝছি।

চিত্র। সে হাজার কুংসিং বললেও তুমি শুনো
না।

চাকা। কিছুতেই না।

চিত্র। বাবা গ্রীমেটো করবার ভয় দেখাবে।

চাকা। আমি অমনি ঘাঁচ ক'রে সই ক'রে
দেব।

চিত্র। তা হ'লে এখন আসি তাই।

চাকা। এস তাই এস—জয়া জয়া এস—কাছে
ঘেঁসে ব'স।

চিত্র। দেখো—আমি যেতে না যেতে আবার না
ভুলে যাও।

চাকা। ও বাবা!

[চিত্রলেখার প্রস্থান।]

(কুড়োরামের প্রবেশ)

কুড়ো। চাকাদাস বাবু, চাকাদাস বাবু!

চাকা। তাই ত, তাই ত, মেব না চাইতেই জল
—আঙ্গুন—আঙ্গুন!

কুড়ো। বল ত তাই, কি করি?

চাকা। ব্যস্ত নয়—ব্যস্ত নয়—বহুন, বহুন।
ওরে এসেছেন—তিনি এসেছেন—আসন দে—আসন
দে।

কুড়ো। থাক—থাক—আসনের কোনও প্রয়ো-
জন নেই। এখন বল দেখি তাই, কি করি?

চাকা। বাপু বলুন—বাচ্চা বলুন।

কুড়ো। সে কি—আজন্না ভাই ব'লে এলুম—
আজ বাপ বলব কি হে?

চাকা। অবশ্য বলবেন—ভগবান্ আপনাকে
বলতে দিয়েছেন।

কুড়ো। সে কি—তুমি যে আমার চেয়ে দশ
বছরের বড়?

চাকা। ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন—ও আমার
দেড় পলে হাস আর পাঁচ পলে বছর—বহন বহন—
'বয়সতে বিজ্ঞ নয়, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।' ওরে উল্লু গাধা
—আসন—আসন।

কুড়ো। আসন নয়—আসি বসতে আসি নি—
তোমার কাছে একটা পরামর্শ জানতে এসেছি।
পরমেশ্বর শ্রদ্ধার ছেলে, আমার মেয়েকে বিয়ে করবে
ব'লে সই ক'রে দশ হাজার টাকা নিয়ে পাশিয়েছে।

চাকা। বেশ করেছে।

কুড়ো। বেশ করেছে কি হে?—আমার দশ দশ
হাজার টাকা!

চাকা। আমি দেব—তুচ্ছ দশ হাজার টাকা—
আমি দেব।

কুড়ো। তার পর আমার মেয়ের বিয়ের কি
হবে? আমি দেশগুরু লোককে যে নিমন্ত্রণ ক'রে
বসেছি।

চাকা। বেশ করেছেন—লোকজন সব আসবে
—থাবে—ছাঁদা বাধবে!

কুড়ো। এ কি, তুমি পাগল হয়েছ নাকি?

চাকা। আপনার মেয়ের বিবাহ কি প'ড়ে থাকবে
—আমি তবে রয়েছি কি করতে?

কুড়ো। তুমি রয়েছ কি—তুমি কি আমার
মেয়েকে বিবাহ করবে?

চাকা। করব ব'লে চাতকের মতন আপনার
আশাপথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বেগুন, আপনিও
যকি—আমিও যকি—আমাদের ধন জুটো ছোঁড়া
ছুঁড়িতে উড়িয়ে দেবে?

কুড়ো। তুমি সত্যি বলছ, না তোমাসা?

চাকা। ও বাবা! আপনি গুরুজন, আপনাকে
আমি তোমাসা করব?

কুড়ো। আমার মেয়ে কি রকম, তুমি জান?

চাকা। সে কি আর জানতে হয়—আপনাকেও
জানি, আপনার কীকেও জানি—তাতে আপনার মেয়ে
কেমন, তা আর জানব না!

কুড়ো। আমার মেয়ে বড় কুৎসিৎ—

চাকা। আমি কুৎসিৎ বিবাহ করতে বড় ভাল-
বাসি।

কুড়ো। তোমাসা ক'র না চাকাদাস বাবু!

চাকা। দোহাই—তোমাসা করছি না—বিখাস
না হয়, এখনি গিরিয়েটে লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছি—
কুড়োরাম বাবু—বিরহ—অহরহ—দারুণ—দুঃসহ।

কুড়ো। তা হ'লে ভালই হয় যে হে—বা! বা!
কি বরাত—কি বরাত! তোমার মতন বিজ্ঞ জামাই
যদি পাই, তা হ'লে কি সেই উড়নচোড়ে ছোঁড়াটাকে
মেয়ে দিই? ছোঁড়া আমার টাকা নিয়ে জমার বাপকে
দিতে গেছে।

চাকা। আত্মন আত্মন—সই ক'রে দি।

কুড়ো। এখনি?

চাকা। এখনি—শুভমুখী শীঘ্র—ও কি আর
দেবী করতে আছে!

কুড়ো। (স্বপ্ন) তাই ত বাপার ত কিছু বুঝতে
পারছি না—আমার মেয়েকে দেখে ঐকি ক'রে তার
জন্তে পাগল হ'ল? যাই হ'ক—দেখতে পাচ্ছি আমার
বরাত চাকাদাসের সম্পত্তি না চলে।

চাকা। চ'লে আত্মন—চ'লে আত্মন।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(চিত্রলেখা ও জমার প্রবেশ)

চিত্র। কারা কিসের জমা! এখনি তুমি মুক্ত
হয়ে যাবে—ভাবনা কি?

জমা। নিজের পায়ে শিকল বেঁধেছি—কেমন
ক'রে মুক্ত হবে?

চিত্র। পিতার মুক্তিকামনায় যে আত্মোৎসর্গ
করতে জানে, তাকে বাধে কে জমা? নিশ্চিত হও,
কেন না—এখনি তুমি মুক্ত হবে।

[চিত্রলেখার প্রস্থান।]

(কুড়োরাম ও চাকাদাসের প্রবেশ)

কুড়ো। বস্ বস্—আর বলতে হবে না—আমি
এখনি বিবাহের আয়োজন করছি।

চাকা। বসন্ত বাগানে—ফুল-মালকের মাঝখানে
—বুঝে রাখুন—বিরহ—অহরহ—দারুণ—দুঃসহ—

কুড়ো। সব মিটে যাবে—সব মিটে যাবে।

[কুড়োরামের প্রস্থান।]

চাকা। এই বে—এই বে জরা—বাও তোমার
খোলসা।

জরা। সত্যি বলছ চাকাদাস ?

চাকা। আমার টাকা কিরিয়ে দাও—আর চুক্তি
পত্র নাও।

জরা। এই নাও—এই নাও।

[প্রস্থান।]

চাকা। কি আনন্দ—কি আনন্দ—পাখি টাকা!
ভারা ভারা—সঙ্গে সঙ্গে অপরা। জরা পেছে—
আপদ পেছে—আপদ পেছে—পরদা দিয়ে কেনা—
বাঁবা! সুরে আসলে শ্রেম বেরিয়ে যেতো—বেশ
হয়েছে—বেশ হয়েছে।

(চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্র। চাকাদাস—

চাকা। আ আ—প্রা—

চিত্র। চোপ গাধা।

চাকা। ও কি গো! প্রেমের মুখেই বাধা।

চিত্র। আগে বিয়ে হোক।

চাকা। আচ্ছা আচ্ছা—তা হ'লে ঘরে দাও,

সেজে নাও।

চিত্র। সেজে ত নেব—তার পর যদি হৌড়াটা
এসে বলে, তোমার ছাড়ব না।

চাকা। ও বাবা! তা হ'লে উপায় ?

চাকা। তুমি কি তার কিছু দার ?

চাকা। কিছু।

চিত্র। ফেলে দাও—ফেলে দাও।

চাকা। এখনি দিচ্ছি—কিন্তু তুমি একবার বল,
তুমি রাখা আরি ভ্রাম।

(পুশ্রণের প্রবেশ)

পুশ্র। এই কীধে বাড়ী বলরাম।

চাকা। ও বাবা! এ কি ?

পুশ্র। এ আবার কি—নতুন বর হ'লে—একটু
তোমাসা করব না ? নাও, চল, বসন্তোতানে তোমাকে
পুঁইসুন্দরীর হাতে সমর্পণ ক'রে আসি।

চিত্র। আরিও ও দিকে সেজে গুজ ব'সে
বাঁকি।

অষ্টম দৃশ্য

বসন্তোতান।

সখীগণ।

গীত।

ধনু ধনু ধনু।

প্রেমের কৌকে অগম পাঁকে তুলিয়ে গেল ধর।
টিকিট আছে ভেসে, টেনে ধর রোকে কসে,
বঁধু, নইলে খাপি খায় গো বিবশে।
গোয়াল ঘরের বাঁধা বঁধু নয়কো ত সে পর।
রাখা নেড়ে আসবে শুড়ে সর সর সর ॥

১ম সখী। যে যেখানে কু আছে, স'রে দাও ; যদি
কুচোখে দেখ ত চোখের রাখা খাও।

(বরবেশে চাকাদাসের প্রবেশ)

সকলে। হলুদলি।

(জরা ও সুরেখরের প্রবেশ)

সুরে। চাকাদাস—নিষ্ঠুর চাকাদাস! তুমি আমার
প্রাণেশ্বরীকে ঠকিয়ে নিয়েছ!

চাকা। আহা হা! রাগ ক'র না।

সুরে। কি রাগ করবো না ? আমার সঙ্গে
কুড়োরামের মেয়ের চুক্তি—আমি রাগ করবো না ?

কুড়ো। কি হয়েছে—কি হয়েছে ?

সুরে। কি হয়েছে ? আমা সঙ্গে মেয়ের
বিয়ের লেখা পড়া ক'রে, চাকাদাসকে দেওয়া ?—

কুড়ো। আহা, না হর চাকাদাই নেবে।

সুরে। তোমার খুচরো দশ হাজার টাকা নিয়ে
আমার কি হবে ? বিয়ে হ'লে আমি তোমার ক্রোর
টাকার মালিক হ'তুম। আমি বিচুড়েই পুঁইসুন্দরীকে
ছাড়বো না।

চাকা। আহা—ছাড় ছাড়—তোমার সুবিধে
হবে—সুবিধে হবে।

১ম সখী। কি হয়েছে—কি হয়েছে—আচ্ছা,
আমরা মীমাংসা ক'রে দিচ্ছি!

চাকা। দাও ত—দাও ত—প্রাণসখীরে।—

২য় সখী। চাকাদাস বাবু, তুমি ওর লাখ টাকা
কেলে দাও।

চাকা। তাই নাও—তাই নাও—নিরে মিটিয়ে
কল।

হুরে। বেশ, তা হ'লে আমার আপত্তি নেই।
সকলে। বেশ বেশ।

(পুষ্পরথের প্রবেশ)

পুষ্প। গোলমাল মিটে গেল ?

সকলে। গেছে—গেছে।

হুরে। এই নাও জয়া—তোমার পিতৃগণ পরি-
শোধ কর।

জয়া। এই নাও কুড়োরাম—পুণের টাকা নাও।

চাকা। এই নাও—লাখটাকার হুণ্ডি নাও।

পুষ্প। তা হ'লে বউ আনি।

সকলে। আন, আন।

(পুঁইহৃন্দরীর প্রবেশ)

পুষ্প। নাও চাকাদাস—তোমার প্রাণেশ্বরী
এসেছে—একবার চারি চক্ষুর মিলন কর।

চাকা। ওরে বাবা রে! এ কে রে ?

সকলে। নাও, হাতে হাত দাও।

চাকা। এই—এই—এই—ও বাবা! ও বাবা!

এ কি ?

পুঁই। প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর!—

চাকা। চোপ্, চোপ্,—ও রে বাবা প্রাণেশ্বরী,

কোথায় তুমি ?

পুঁই। এই বে—এই বে—আমাকে চিত্তে
পায়ছ না ?—

চাকা। চোপ্, চোপ্—বাপ্, বাপ্—

[পলায়ন।

কুড়ো। পালাবে কোথায়—সই করেছ—পালাবে
কোথায় ?

[জয়া হুরেশ্বর ও লবীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্র ও পুষ্প জয়ার হাত ধারণ।

চিত্র। এই নাও হুরেশ্বর! তোমার নিঃস্বার্থগর
কল গ্রহণ কর।

(গীত)

কুতূহলে উথলে মলয়।

পিরে নাও যার বত সাথ বিখ্যাত কর লয় ॥

এ মধু চাঁদিনী রাতে এ মধু মাসে

ভেসে ভেসে চ'লে যাব

তমে তয়ে খুঁজে লব,

কোথা কে বিরহী ব'সে সুখ বিরসে।

তুলে লব বীরে ধীরে বেথা বাধা রয় ॥

যে বা চায় ধ'রে এনে দিব গো তারে

হাসিরাশি ঢেলে দিব চুমি অশ্রু,

একটি শ্রবের নিশি বেশী কিছু নয়।

দাঁড়াও হে পাশাপাশি রসময় রসময় ॥

বন্দাবন-বিলাস

(গীতি-নাট্য)

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজয়াবিনোদ প্রণীত

উৎসর্গ

যাঁহাদের চির-মধুর পদাবলী এই গীতিনাট্যের মেরুদণ্ড,
যাঁহাদের আরাধ্য ধন ইহার প্রাণ,
সেই মধাজনদিগের
পদপ্রান্তে
ইহা ভক্তি-সহকারে
রক্ষিত হইল ।

প্রকাশ্যদ শ্রীযুক্ত বাব রামভরণ সান্নাল ও প্রভূপাদ শ্রীযুক্ত মোহিতলাল গোস্বামী মহোদয়দ্বয়
মহুগ্রহপূর্বক এই গ্রন্থসমিষ্ট গীতগুলিতে স্মরণ-সংযোগ করিয়াছেন ।

পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষ

শ্রীকৃষ্ণ, নারদ, নল, আশ্বিন, সুবল, বলরাম, রাখালবালকগণ ও টহলদারগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রী

শ্রীরাধিকা, যশোদা, জটীলা, কুটীলা, বৃন্দা, বিশাখা, ললিতা, মধীগণ ও প্রতিবেশিনীগণ ইত্যাদি ।

রন্দাবন-বিলাস

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নারদ ।

(গীত)

আরে সে মোহন যমুনার কুল,
আরে সে কেলিকদম্ব-সুগ, আরে সে সুটনা বিবিধ ফুল,
আরে সে শারদ যামিনী ।
সমরাস্ত্রময়ী করত রাব পিক কুচ কুচ করত গাব,
সঙ্গিনী-রঙ্গিনী মধুর বোলনৌ
বিবিধ রাগ-গায়নী ॥
বয়সে কিশোর মোহন ঠাম, নিরখি মূরছি পড়ত কাম,
সজল-জলদ শ্রাম ধাম,
পিঙ্গল বসন দামিনী ।
ধবল শ্রামল কালিম গোরী বিবিধ বসন বনি কিশোরী,
নাচত গায়ত রস বিভোরি, *
সবচ বরজ-কামিনী ॥

নারদ । কই, কোথায় তুমি প্রেমময় ? পীতধড়া
মোহনচূড়া, হাতে মৃণ্মী নিয়ে তুমি যে মধুর রন্দাবনের
বনে বনে বিচরণ করতে এসেছ । কই, কোথায় তুমি ?
জগতে প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্ত, ভাগ্যবান মানবের ঘরে
ঘরে প্রেমভাব প্রকাশের জন্ত তুমি যে বালকমুহুরিতে
গোকুলে বিহার করছ, লীলাময় ! তা হ'লে কোথায়
তুমি ? এত অমুসন্ধান করছি, তথাপি তোমাকে
দেখতে পাচ্ছি না কেন ? কি অপরাধে দেখতে
পাচ্ছি না ? রন্দাবন ! রাগবহন-স্বরূপ-স্পর্শ
মর্ত্যের বৈকুণ্ঠধাম রন্দাবন ! কোকিল-কুহরিত,
কেলিকদম্ব-শোভিত, আবেগময়ী গোপাসনার
অলতাভিত্তি হিলৌলে আবেগময়ী যমুনার তরঙ্গবিলসিত
রন্দাবন ! তুমি কত দূরে ?

(রন্দাবন প্রবেশ)

রন্দা । ঠাকুর, প্রণাম হই ।

নারদ । এই যে—এই যে রন্দা ! আমি
তোমাকেই অমুসন্ধান করছিলাম !

রন্দা । দাসীর ভাগা এত সুপ্রসন্ন কেন হ'ল,
জানতে পারি কি ?

নারদ । অবশ্য জানবে। তোমাকে জানাবার
জন্তই এসেছি। শুধু তোমার ভাগা নয় রন্দারাগি !
এতে আমার ভাগাও বিজড়িত আছে। আমি জগতের
সমস্ত তীর্থ দর্শন করবার সঙ্কল্প করে ভ্রমণে বহির্গত
হয়েছিলাম। কিন্তু ছাংখের কথা বলব কি রন্দারাগি,
বুঝি আমাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট হ'তে হ'ল ।

রন্দা । এ যে নূতন কথা শুনলাম ঠাকুর !—
আপনাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট হ'তে হ'ল ?

নারদ । আর নূতন কথা ! বিখ্যা নয় রন্দা ।
সব তীর্থ দেখে এলাম, কেবল একটি তীর্থ দেখতে
পাচ্ছি না ।

রন্দা । সে তীর্থ কি এত দূরে ?

নারদ । দূরে কি নিকটে, সমুখে কি অন্তরালে,
তা ত কিছুই বুঝতে পারছি না। যতই অগ্রসর হচ্ছি,
ততই বোধ হচ্ছে, যেন আর একটু হ'লেই পাই।
চলতেও ছাড়ছি না, কিন্তু পেয়েও পাচ্ছি না ।

রন্দা । এই ব্রজধামে এসেও আপনার তীর্থভ্রমণ
শেষ হ'ল না ?

নারদ । প্রথমে মনে করলাম, বুঝি শেষ হ'ল।
কিন্তু প্রবেশ করে আকাজ্ঞা মিটল না। মনটা
বলছে আরও যেন একটু এগুতে হবে। কিন্তু সে একটু
যে কোন্ দিকে তা ঠাওর করতে পারছি না। তাই
তোমার অমুসন্ধান করছিলাম ।

রন্দা । আমি পথ বলে দেব, তবে আপনি
যাবেন ?

নারদ । নিরুপায়—করি কি ? বৃদ্ধা—ভীষ্মরতি
হয়েছি। চক্ষেও বড় ঠাওর হয় না। তার ওপর
একটু জ্ঞানভ্রমণ কেনম করে যে চক্ষের উপর একটু
কালিমা মাখিয়ে দিয়েছে যে, স্পষ্ট দেখতে গেলেও
ঝাপসা ঠেকে। আর জানই ত চালশে ধরা চোকে—

দূর থেকে বরং একটু নজর হয়, কিন্তু কাছে এসে হাতড়াতে হয়, অক্ষর ঠাণ্ড হয় না।

বন্দা। বেশ, তা হ'লে খানিকটে এঁই দিকে যান। ব্রজহুলালের ঘর দেখতে পাবেন।

নারদ। না বন্দা, ও দিকে আমার সুবিধা হবে না। ও ননীচুরী ভাঁড়-ভাঙ্গাভাজি আমি দেখতে চাই না।

বন্দা। বেশ, তবে এ দিকে।

নারদ। এ দিকে কি ?

বন্দা। কেন, গোচারণের মাঠ।

নারদ। বাপ ! ও দিকে কি ভদ্রলোকে যায় ! হুঁদে রাখালে ছোঁড়ারা, আর যত গোকুলের ঘাঁড়। শেষকালটায় কি অপঘাতে মরব ?

বন্দা। বেশ, তা হ'লে গোবর্দ্ধন দেখে আসুন।

নারদ। না বন্দা, সে দিকেও নয়। গোবর্দ্ধন গিরির এখন গোড়া আলগা। যে দিন থেকে তোমার ব্রজহুলাল গোবর্দ্ধন ধারণ করেছেন, সেই দিন থেকেই গিরিবর টলমল করছেন। কাছে গেলেই চাপা পড়ব।

বন্দা। তবেই ত গোল বাধালেন ঠাকুর। আপনার বাদবাকী তীখটি পাই কোথা ?

নারদ। দেখ বন্দারাগি খুঁজে দেখ।

বন্দা। ভাল, যমুনা-তীর।

নারদ। যমুনা ত তোমার এখন একটানা। যমুনা পা ফসকে প'ড়ে শেষকালে কি আঘাটায় গিয়ে মরব ?

বন্দা। ভাল, যমুনা যদি উজান বর ?

নারদ। তা হ'লে এখনি গিয়ে সেই যমুনার কাঁপ দিই। দেখাও বন্দা, সেই তটভূমি—সেই তমালতালী-বনরাজি-শোভিত অরণ্য। যে অরণ্যের প্রান্তবাহিনী যমুনা থেকে থেকে আনন্দ-হিম্মলে উর্দ্ধমুখে ছুটে আসে, সেই তীখটি দেখিয়ে আমার তীর্থভ্রমণ সফল কর। বন্দারাগি আমার বন্দাবন দেখাও।—

যেই বন্দাবনে সকলি নূতন সকলি আনন্দময়।

যেই বন্দাবনে ঈশ্বরে মাথুয়ে মিলিত হইয়া রয় ॥

যেই বন্দাবনে বিরজা বিলাসে তরুলতা চারি পাশে।

যেই বন্দাবনে কিশোরী কিশোরী শ্রীরূপমঞ্জরী মাথে ॥

যেই বন্দাবনে রস উপজয়ে সুধার জনম তায়।

যেই বন্দাবনে বিষ্ণু কমল ভ্রমরা পশিছে তায় ॥

বন্দারাগি ! আমাকে সেই বন্দাবন দেখাও।

বন্দা। তবে ত গোল বাধালেন ঠাকুর। সে বনের পথে এখন বড়ই কাঁটা।

নারদ। সে কি ?

বন্দা। শ্রীমতী যে এখন পরহস্তগত। আপনাব ব্রজহুলালের হাতছাড়া। হুঁথে মা নন্দরাগীর কাছে তিনি না-রূপোপাণ হয়ে আছেন। আর মনের হুঁথে ব্রজগোপীদের ঘরে ঢুকে ভাঁড় ভাঙ্গছেন, আর ননী চুরী করছেন। সে তীর্থদর্শন বড়ই কঠিন কথা। অমরস চান ত ভাঙ্গা দৃশ্যভাঙের অব্যবহা করুন। কেউস চান ত গোচারণের মাঠে যান। রাখাল-বাগিকেরা পাচন-বাড়ীর সাহায্যে আপনাকে পিট ভরে খাইয়ে দেবে। মধুরস—সেটি আর হ'চ্ছে না। সে শুড়ে বালি। রসের কুণ্ডটি অম্মান ঘোষ দখল ক'রে বসেছেন। ও দিক পানি চাইলে আরানের লাঠী।

নারদ। বাট !

বন্দা। হী প্রভু ! কিশোরী এখন মাথবের স্বকীয়া কিশোরী নেই। রাধারাগি এখন পরকীয়া। সংসারের পাক প'ড়ে হাবুড়বু খাচ্ছেন।

নারদ। তাতে আর কি হয়েছে ? বন্দা, তুমি রাধামাধবের মিলন-সংঘটন কর। সংসারে নব-বন্দাবনের সৃষ্টি কর।

বন্দা। আপনি ত বলেন ঠাকুর, কিন্তু ব্যাপার কি সহজ ?

নারদ। শক্তটা যে কি, তা ত আমি বুঝতে পারছি না।

বন্দা। শক্ত কি সহজ, তা আপনাকে কি ক'রে বোঝাব প্রভু ? আপনার অবস্থা আর শ্রীমতীর অবস্থা এ ছই অবস্থার কি তুলনা হয় ? সংসারে আপনি আপনাকে মাত্র সঙ্গী ক'রে হরি-ভজন করেছেন। স্বী নেই, পুত্র নেই, মায়া-মনতায় জড়াবার একটাও প্রাণী নেই। কাজেই ভগবান্ ভিন্ন আপনার কে আছে ? নাম করতে ভগবান্, চিন্তা করতে ভগবান্। কীদান্তে ভগবানের নাম, হাসতে ভগবানের নাম। সুখ-দুঃখের ছুটো কথা কইতে ভগবান্ হলেন সঙ্গী, ছুটো গাল দিতে প্রয়োজন হ'লে ভগবান্ হলেন শ্রোতা। কেউ বাধা দিতে নেই, কেউ টানতে নেই, কেউ ভাবাতে নেই, কেউ কীদান্তে নেই। সংসারী জীবের কৃকভজন যে কত কঠিন, তা আপনি বুঝবেন কি ? হঠাৎ খাত্তা, মুখরা ননদী, দ্রবস্ত স্বামী—

লোকলাজ, ভয়, মান, কলঙ্ক, গুরুগঞ্জনা। বিশেষরীত
এখন বা অবস্থা, এ অবস্থায় পড়ে কখনও যদি কৃষ্ণ-
ভজতে চেষ্টা করতেন, তা হ'লে বুঝতেন ব্যাপারটা
কি !

নারদ। তা বটে। সেটা যে কি ব্যাপার, তা
বুঝবার ত আমার ক্ষমতা নাই। তা হ'লে কি হবে
বুন্দা ? আমার তীর্থভ্রমণ কি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ?
শ্রীরাধামাধবের মিলন কি দেখতে পাব না ?

বুন্দা। তবে দিন একবার পদধূলি : দেখি কত-
দূর কি ক'রে উঠতে পারি।

নারদ। আশীর্বাদ করি বুন্দা, তুমি সফলকামা
হও। তোমার রচিত উত্তানের পুষ্পগন্ধে ধরণী ভ'রে
যাক্। দেখে-শুনে আত্মাণ অহুভবে আমি জীবন
সার্থক করি

বুন্দা। আপনিও তা হ'লে এক কাজ করুন।
ব্রজভূমালকে ঘরের বার করুন।

নারদ। আমি এখনি যাছি।

[প্রস্থান।]

বুন্দা।

গীত।

রতিরগরজভূমি বুন্দাবন।

রণ-বাজন পিক-তান।

চড়ল মনোরপে, দোশির মনোমথে,

পরিমলে অলিক প্রাণ।

দেখ রাধামাধব মেলি।

ছুঁক চপল চাকিত নাহি সমুঝিয়ে,

কি হে কলহ কি রে কেলি ॥

জর জর চন্দন কর কুচ কঙ্কণ,

বিপুল পুলক ফুলবাণ।

ছ'ছ নুপুর-ধ্বনি ছ'ছ মণি কিঙ্কিনী,

কঙ্কণ বলয় নিশান।

ছ'ছ ভূজপাশ জড়ি ছ'ছ জন বন্ধন,

অধর-সুধা করু পান।

আকুল বসন চিকুর শিখীচন্দ্রক গোবিন্দ দাস রসপান ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

নেপথ্যে দেবদেবীগণ—

(গীত)

চাঁচর চিকুর, চুড়োপরি চম্রক,

গুঞ্জা মঞ্জু মালা।

পরিবল-মিলিত, ভ্রমরী-কুল আকুল,

সুন্দর বকুল গুলাল ॥

বনমে আওয়ে হো নন্দলাল।

মনমথ-মথন, ভাঙ যুগ ভঙ্গিম,

কুবলয় নয়ন বিশাল ॥

বিশ্বরোপারি, মোহন-মুরলী ধর,

পঞ্চম বমই রসাল।

গোবিন্দদাস পছ নটবর শেখর,

শ্রামল তরুণ তমাল ॥

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মা! মা! কই মা, কোথা মা?

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। এ কি গোপাল? এ কি বাপ?

ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে এলি কেন? কেঁদে উঠলি কেন?

এখনও ত সকাল হ'তে দেৱী আছে।

কৃষ্ণ। মা! মা! ওরা কারা মা?

যশোদা। কই কারা, বাপ গোপাল?

কৃষ্ণ। ওই যে এসেছিল, ওই যে আমাকে কি

ব'লে গেল।

যশোদা। সে কি বাপ? কেউ ত আসে নি,

কেউ ত যায় নি, কেউ ত কিছু বলে নি।

কৃষ্ণ। এই যে এলো মা, এই যে বলো

মা।

যশোদা। ও কি গোপাল? ও কি বলছিল

বাপ?

কৃষ্ণ। মা! মা! দেখেছিস, দেখেছিস?

যশোদা। কি—কি?

কৃষ্ণ। ওই যে দেখ না। ওই দীৱসবীরে বমুনা-

ভীরে—একা আশাশ পানে চেয়ে নতুন মেখে চোক

রেখে ও কে মা?

যশোদা। গোপাল, গোপাল!

কৃষ্ণ। মা, দেখ—দেখ—আবার দেখ—

যশোদা । ওমা মঙ্গলচণ্ডী কি করলে না !
পাপাল আমার এমন করে কেন না ? গোপাল !
পাপাল !

কৃষ্ণ । কেন না ?

যশোদা । ও কি বলছিস বাপ ?

কৃষ্ণ । কই !—আমি ?—কি বলছি !

যশোদা । কিছু বলিস্ নি ত ? তা হ'লে চল বাপ
এখনও সূর্য্য ওঠে নি, ঘুমুবি চল ।

কৃষ্ণ । আমি ত ঘুমুজ্বিলুম, তুই আমার ডাক্তার
হ'ল ?

যশোদা । ভুলে ডেকে ফেলেছি বাবা !

কৃষ্ণ । এমন খারী ভুলবি কেন ?

যশোদা । আর ভুলব না বাবা ! এবার থেকে
আর ভুলব না । তুমি ঘুমুলে আর ডেকে ভুলব
।।

কৃষ্ণ । হাঁ মা, স্তবল এখনও এল না কেন ?

যশোদা । এখনও সকাল হয় নি ত বাবা, সকাল
'লেই আসবে ।

কৃষ্ণ । তা হাঁ মা, ওমা গরু চরাতে যায়, তা আমি
হি না কেন ?

যশোদা । কই কারা যায় ?

কৃষ্ণ । কেন, দাদা যায়, ভীদাম যায়, সূদাম যায় ।

যশোদা । ওমা বড় হয়েছে, তাই যায় । তুমি
য এখনও ছুধের ছেলে নীলমণি ! কই, স্তবল কি
যায় ? যখন বড় হবে, তখন যাবে ।

কৃষ্ণ । আমি কবে বড় হব না ?

যশোদা । সে পুরুত ঠাকুর পাঁজি দেবে শুণে
গাথে ব'লে দেবে । ধন আমার, যাহ আমার, নীল-
মণি আমার, কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে উঠেছ, অস্ত্রধ করবে ।
এখন একটু ঘুমবে চল ।—ওমা মঙ্গলচণ্ডী ! ছেলে
মামার ঘুম থেকে উঠে এমন ক'রে উঠল কেন না ?
।। বাছার সব আপদ-বাহাই দূর ক'রে দাও ।
তামায় বোড়শোপচারে পূজা দেব ।

[উত্তরের প্রস্থান ।

(নন্দের প্রবেশ)

নন্দ । এক জন এক জন ক'রে গোপালের সকল
সকীই গোচারণ-কার্য্যে নিযুক্ত হ'ল । গোপালকে ত
আর না পাঠালে কিছুতেই চলে না । আর না
পাঠালে যে লোকে নিন্দা করবে । কিন্তু কেমন

ক'রে পাঠাই ? যশোমতী কি এরূপ কার্য্যে সহজে
সম্মতি দেবে ? আমিই বা গোপালকে ছেড়ে কেমন
ক'রে থাকবো ? বড়ই বিপদ !—যশোমতী !

(যশোমতীর প্রবেশ)

যশো । কেও গোপরাজ ! আশু কথ্য কও ।
গোপাল আমার সঙ্গে চক্ষু বুজেছে । কিছু দরকার আছে
কি ?

নন্দ । দরকার অস্ত্র কিছু নয় । বলাতে এসেছিলুম
কি — পুরোহিত মহাশয় আজ প্রভাতে এসেছেন ।
এসে ব'লছেন যে, আজ বড়ই শুভদিন । গোপালের
গোচারণ-যোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হয়, এই সময় একটু স্বস্তেন
শাস্ত্র ক'রে গোপালের হাতে পাঁচনবাড়ী দিলে
ভাল হয় না ?

যশো । দিতে হয় দাও না । আমি কি গোপা-
লকে ধ'রে রেখেছি ?

নন্দ । আশী রাগো কেন ? কথার কথা জিজ্ঞাসা
করছি বই ত নয় । পাঁচজনে পাঁচ কথা কয় ।

যশো । আমি ত আর পাঁচজনের ধার ক'রে খাইনে
যে, পাঁচ কথা কইবে ।

নন্দ । পুরুত ঠাকুর বলছিলেন, যে সময়ের যা,
সেটা না করলে ছেলের অকল্যাণ হয় ।

যশো । ছেলের যদি অকল্যাণ হয়, তবে পুরুত
ঠাকুর রয়েছেন কি করতে ? তবে তাঁর স্বস্তেন
শাস্ত্রের জোর কি ?

নন্দ । বটেই ত !

যশো । কচি ছুধের ছেলে, এখনও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে
কৈবে ওঠে ।

নন্দ । ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও—ও কথা একে-
বারেই ছেড়ে দাও ।

যশো । একদণ্ড মাকে না দেখলে অন্ধকার
দেখে—সেই ছেলেকে হুমি গোঠে পাঠাতে চাও ?

(বলাই, ত্রীকৃষ্ণ ও রাখালবালকগণ)

গীত ।

ওমা নন্দরাণী !

কানাইরে দিয়ে দাও সাথে ।

পর্য্যয়ে দেহ ধড়া,

চরণে নুপুর বেড়া,

মস্ত পড়ি বঁধ চূড়া মাথে ॥

অলকা ত্রিলকা ভালে, বনমালা দেহ গলে,
শিলা বেড় বেড় দেহ হাতে।

শ্রীদাম সুধাম দাম সুধাদি বলরাম
আমরা দাঁড়িয়ে রাজপথে ॥

(নারদের প্রবেশ)

(গীত)

চলত রাম সন্দের স্তম
পাঁচনি কাঁচনি বেড় বেড়
মুবলী খুরলী গান বি।
প্রিয় শ্রীদাম সুধাম মেলি
তপন-তনয়া-তীরে ফেলি
দবলী শ্রীমলী আওরি আওরি
ফুররি চলত কান বি।
বয়সে কিশোর মোখন ভাতি
বদন ইন্দু জ্বল কঁাতি
চাক চকু গুজা হার
বদনে মদনভান বি ॥
আগম নিগম বেদমাঝ
লীলায় করত গোষ্ঠবিহার
সবহ ভকত করত আশ
চরণে শরণ দান বি ॥

যশো। ঠাকুর! মায়ের প্রাণ ত বুঝলে না।
তাই আমাকে কঠিন শাস্তিতে দিলেন।

নারদ। কি করি মা নন্দরাণি! তোমাদের মঙ্গল
কামনা আমি চিরদিন ক'রে আসছি। এমন গোচারণ-
যোগ্য শুভদিন আর বহুকালের মধ্যে পাওয়া যাবে না
দেখলুম, তাই গোপালকে আজকের দিনে পাঠাবার
জতাই গোপব্রজকে অহরোধ করলুম।

নন্দ। এমন শুভদিন যখন পাওয়া গেছে, তখন
সেটা ছাড়া আর কোনক্রমেই উচিত নয়। আর ত
বেশী দিন ঘরে ধ'রে রাখতে পারব না।

যশো। বলাই, বাপ কাছে এস—এই নাও
তোমার হাতে আমার কানাইকে সঁপে দিগুম—

“দধি-মহনকালে, সমুখে আসিয়া থেলে
আজিনার বাহির না করি।

আজিনার বাহিরে যদি গোপাল থেলা করে
তবে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥”

নারদ। নন্দরাণি! এখন কাঁদবার সময় নয়,
পুত্রকে আশীর্বাদ কর।

যশো। “বাহু মোর নয়নের তারা।

কোলে থাকিতে কত চমকি চমকি উঠি,
নয়ন নিমিখে হই হারা ॥

তারে তুমি বনে নিয়ে যাও।

যারে পীড়াপীড়ি করি হৃৎ পিঠাইতে নারি,
তারে তুমি গোঠেতে সাজাও ॥

বদন ধরিয়া হাতে, ফিরে গোপাল সাথে সাথে,
দণ্ডে দণ্ডে দশবার ধায়।

এ হেন ছুধের ছেলে, বনে বিদ্যায় দিবে,
দৈবে মারিবে বুঝি মায়।”

নারদ। আর বিলম্ব করছ কেন নন্দরাণি!

যশো। গোপাল একবার কাছে এস ত।

(কৃষ্ণের মন্তকে ধাতুর্কী দান)

“এ ছুখানি রাসা পায়, ব্রজা রাখিবেন তায়,
জানু রক্ষা কর দেবগণ।

কটিতট সজ্জার রক্ষা কর যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ ॥

‘ভুজয়ুগ নখাস্ত্রলি, রক্ষা করুন বনমালী,
কণ্ঠমুখ রাখ দিনমণি।

মন্তক রাখুন শিব, পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব,
অধঃ উজ্জ রাখুন চক্রপাণি ॥

জলে স্থলে গিরি বনে রাখিবেন জনান্দনে,
দশদিকে দশ দিকপাল ॥

যত শত্রু হোক মিত্র, রক্ষা করুক সর্বত্র,
নহে তুমি হও তার কাল ॥”

নারদ। তা হ'লে ভাই বলাই, কানাই ভাইটিকে
সঙ্গে ক'রে নিয়ে, আন্তে আন্তে পাইচারি করতে
করতে এগিয়ে যাও।

যশো। “আমার শপথ লাগে, না ছুটো দেখুন আগে,
পরানের পরাণ নীলমণি।

নিফটে রাখিও দেখু পুরিও মোহণ বেণু,
ঘরে ব'সে আমি যেন শুনি ॥

বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে,
শ্রীদাম সুধাম সব পাছে।

তুমি তার মাঝে যেও, সজ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপুভর আছে ॥

কুখা হ'লে চেয়ে খেও, পথপানে চেয়ে বেও,
অতিশয় তৃণাচ্ছুর পথে !
কারো বোলে বড় ধেছ কিম্বা তে না যেও কাণ্ড
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥”
এই বাবটের পথ ধ'রে আরানের বড়ীর ধার দিয়ে
যাও । বমুনীর ধারে ধারে গক চণ্ডাও ।
বল ।—

(গীত)

ভয় ক'র না মা নন্দরানী ।
বেলি অবসান কালে, এনে দিব গোপালে
তোর আগুণ গুন গো জননী ॥
স'পি দেহ মোর হাতে, আমি ল'য়ে যাব মাথে,
মাচিয়া পাণ্ডরায় ক্ষীর ননী ।
মোদের জীবন হ'তে, অধিক জানি যে গো,
জীবনের জীবন নীলগণি ॥

তৃতীয় দৃশ্য

অস্ত্রপূর ।

শ্রীরাধা ও কুটিল ।

কুটিল । বলি হাঁ বউ ! তোর আজ হ'ল কি ?
রাধা । কিছুই হয় নি—হবে আবার কি ?
কুটিল । বিছানা ছেড়ে উঠে অবধি মুখ তার
ক'রে ব'সে রয়েছিস্ । সাত ডাকে রা পাওয়া যায়
না । কথায় কথায় অজমনর, তবু ব'ল্ছিস্ কিছু হয়
নি ? কেন, আমি কি কিছুই বুঝতে পারি নি ?
আমায় এতই ঝাঝকা ঠাণ্ডরালি ?

রাধা । কি বুঝলে ?

কুটিল । আমি ত আর জান্ নই যে, তোমার
পেটের ভেতর কি আছে জানতে হবে । তুমি লীলাময়ী
ধনী, তোমার দণ্ডে দণ্ডে লীলা । কে বাপু অত লীলা
বুঝে বেড়ায় !

রাধা । তুমি বললে ব'লে বল্লর ।

কুটিল । তা বলব না ত কি ? তোমার ভয়ে
চপ ক'রে থাকত হবে ? তা বুঝি আর নাই বুঝি,
কিছু বলি আর নাই বলি—বউ ঠাকরুন ! একটু
কম ক'রে কর ।

রাধা । করলুম কি ?

কুটিল । তা বাই কর, একটু কম ক'রে কর ।
যে টুকু সর, সেই টুকু কল্লেই ভাল হয় ।

রাধা । ভালো বিপদ—করলুম কি ?
কুটিল । এ বয়সে অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয় ।
আমাদেরও এমন এককাল ছিল । আমরাও এক-
কালে স্বামী নিয়ে ঘর করেছি । কিন্তু এতটা বাড়ি-
বাড়ি করি নি ।

রাধা । আমারই বা বাড়াবাড়িটা কি দেখলে ?

কুটিল । আমাদেরও স্বামী মাঝে মাঝে বিদেশে
যেত । আমরাও এমন কত প্রাণের বাদলার রাত
একলা কাটিয়েছি । কিন্তু সারাতা রাত বিছানায় প'ড়ে
কখন এমন ছট্‌ছট্‌ করি নি । জাগবার সময় জেগেছি,
বসবার সময় বসেছি, ওঠবার সময় উঠেছি, আবার
ঘুমবার সময় ভোঁস্‌ ভোঁস্‌ ক'রে ঘুমিয়েছি । স্বামী কি
চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়ী থাকবে ? বিদেশ যাবে না ? তা
তার জন্ত অত বাড়াবাড়ি কেন ? সারারাত ঘুম নেই
—চোখ করুণা ! এ কি বে বাপু ! দাদা কালকে
মথুরা গেছে । রুটির জন্ত আসতে পারে নি । আজ
যেখানে থাক্‌ আসবেই । তার জন্ত অত কেন ?

রাধা । তুমি কি মনে করেছ, তোমার দাদার
জন্ত আমি সারারাত বিছানায় প'ড়ে ছট্‌ছট্‌ করেছি ?

কুটিল । তা যার জন্তই কর, কিন্তু অতটা ক'র
না । এর পর অতটা কেন—ওর কিছুই থাকবে না ।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা । কি গো সই, ব'সে ব'সে হচ্ছে কি ? আরে
কে ও কুটিল ঠাকরুন ! তুমিও যে ! নন্দ-ভাজে
মুখোমুখি ক'রে সকাল বেলায় কি এত গোপনীয়
কথা হচ্ছে ? আমরা বাইরের লোক কি শুন্তে পাই
না ?

কুটিল । এই ব'সে ব'সে তুমিই না হয় সমস্ত
শোনটা একচেটে ক'রে নাও । হুং কেন ? আমি
কেবল ছটা একটা ছুটক ফাউ কথা শুনে গেলুম
বই ত নয় । তুমি হচ্ছে তোমার সইয়ের অন্তরঙ্গ—সব
কথা ত তোমারই শোনার অধিকার ।

বৃন্দা । বেশ, তুমিও ত আমার পর নও । শুন্তে
পাই ত তোমাকেও কিছু ভাগ দেওয়া যাবে । বাপার
কি সই ?—ও মা ! তা ত দেখি নি । এ কি সই !
তোমার আজ এমন মৃষ্টি কেন ? মুখ এমন মলিন—
চোখ ছট লাল—বেন অজমনর ভাব—কেন সই ?

কুটিল । কেন আর কি—এ বয়সের রোগই ওই ।
আমরা আছি সংসারধর্ম দেখতে—সকাল থেকে সন্ধ্যা

পর্যন্ত খেটে মরতে—আর ওরা আছেন, কেবল অস্ত্র-
মনর হ'তে, আর চক্ষু দুটি লাল ক'রে ব'সে থাকতে।
কেমন গো ঠাকরুণ! এখন বিশ্বাস হ'ল? তুমিই
না হয় বন্দা, পোড়া পাড়ার লোকে আমার কেবল
তোমাকে গল্পনা দিতেই দেখে। এ বার ত আমি
বলি নি!—বলি এখন উঠবে, না এমনি ক'রে
অভিমান অঙ্গ ঢেলে দিন কাটিয়ে দেবে?

বন্দা। অভিমান? তা হ'লে সইয়ের আমার
অভিমান আছে!

কুটিলা। অভিমান নেই? অঙ্গটুকু স্বপ্ন অভি-
মানই গড়া। দাদা কালকে মথুরা গিয়েছে, রুটির জুজ
আসতে পারে নি। তাই সইয়ের তোমার অভিমান! দাদা
কাল রাতে রুটিতে ভিজ্জে ভিজ্জে ওর কাছে
আসেন নি কেন, তাই মানমতী মানসাগরে অঙ্গ ঢেলে
ব'সে আছেন। বন্দা! বড় ভ্রুংখ, ভালবাসাটা
কেবল আমরাই দেখাতে পারলুম না—মান করাটা
আমরাই শিখলুম না!—কেবল দেখতে এসেছি, দেখেই
গেলুম।

[প্রস্থান।]

বন্দা। বেশ, তুমি যাও, আমি সইকে তুলে নিয়ে
যাচ্ছি। আঃ? রাড়ী গেল না ত, যেন গায়ে বাতাস
লাগল।—বাক্—তারপর ব্যাপার কি বল দেখি সখি!
আজ তোমার একি ভাব ব্যভাচারিনী!

রাধা। আগে দেখ, পাণ নন্দী গেল কি না।

বন্দা। সে চ'লে গেছে।

রাধা। সই! আমি কি দেখলুম!

বন্দা। (স্বগত) এরই মধ্যে সবী কি দেখলে!
কই দেখবার ত এখনও সময় হয় নি। তা হ'লে
সবী আমার দেখলে কি? (প্রকাশ্যে) কি দেখলে
সখি?

রাধা। সই প্রাণের সই, কাছে এস—চারিদিকে
দেখ। তুমি ছাড়া আর কেউ যেন না শোনে।

বন্দা। কেউ নেই—তুমি নিঃশব্দে চে বল।

রাধা। কাল রাতে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি।

বন্দা। স্বপ্ন?

রাধা। অদ্ভুত স্বপ্ন!—(হুরে)

“রজনী শাওন ঘন, ঘন দেয়া গরজন,

ঝিঝিঝি শব্দে বরিশে।

পালক শশন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,

নিজা বাই বনের হরিষে ॥

শিখরে শিখণ্ড রোল, মন্ত দাহরী বোল
কোকিল কুহরে কুহলে।
কিজা ঝিঝিঝি বাজে ডাহকী সে গরজে
স্বপন দেখিছ হেন কালে ॥”

বন্দা। তার আর বিচিত্র কি? শ্রাবণের ধারাত
জলবর্ষণ হয়েছে। ঢুক ঢুক মেঘগর্জন। গভীর রাত্রি।
স্বামী দূরদেশে। এমন সময় রসমতী তুমি গৃহের মধ্যে
কোমল শয্যায় একা। তুমি যে বেছে বেছে মনের
মতন স্বপ্ন দেখবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? অবশ্য
স্বামীর স্বপ্নই দেখেছ?

রাধা। স্বামী?—কে স্বামী—কোথা আমার
স্বামী? আমি-ই বা কার?

(হুরে)

“মনের মরম কথা, তোমারে কহি যে হেথা
শুন শুন পরাণের সই।

স্বপনে দেখিছ যেন, শ্রামল বরণ দেহ,
তাহা বিদ্রু আর কারও নই ॥”

বন্দা। বল কি?—এমন স্বপ্ন দেখেছ?

(হুরে)

রাধা। “মরমে পৈঠল সেহ, জনরে লাগল দেহ
অরণে ভরল সেই বাণী।

দেখিয়া তাহার রীত, ঘে করে দারুণ চিত
ধিক্ রহ কুলের কামিনী ॥”

গীত।

রূপে গুণে রসসিদ্ধ,
মুখচ্ছটা যেন ইন্দু,
হালতীর মালা দোল গলে।
বসি ঘোর পদতলে,
পায়ে হাত দেয় ছলে,
“আমা কিন, বিকাইছ” বলে ॥

বন্দা। তারপর?

রাধা। আমি জিজ্ঞাসা করলুম তুমি কে? অমন
আমার কানের কাছে কোথা থেকে কে এসে যেন
ব'লে গেল শ্রামহৃন্দর।

বন্দা। ঠিক হয়েছে—আমিই যুগলকিলনের
উপলব্ধ হব, এই অংকুরে উলতে উলতে যেমন রাই-
য়ের কাছে আসছিলাম, দর্পহারী তেমনই আমার দর্প
চূর্ণ করেছেন। রাইয়ের স্বপ্নাবস্থায় তার কাছে এলে

তার পায়ে আপনার সর্বস্ব বিকিয়ে গেছেন। বৃগবৃগ-
স্তরের এ মিলন। আমি তুচ্ছ রমণী—আমার এ অহ-
কার কি সাজে?—তা বেশ করছ। অগ্নে অমন কত
দেখান্ধি, বকাবকি, দান-প্রতিলান হয়ে থাকে।
তাতে কি সকালবেলায় মলিন মুখে নিঃস্রাৱ হয়ে,
গালে হাত দিয়ে ভাষতে হয়? নাও—ওঠ। সকাল
সকাল বহুনানান শেরে আসি এস। আর কেন ভাই
এমন ক'রে ব'সে আছ?

রাধা। আমি আছি? আমি আর আছি কৈ
সই?

বৃন্দা। তুমি কি বলছ?

রাধা। বৃন্দা—বৃন্দা—আমার সব গেছে।

“কিবা সে ভূরুর ভল,
কাম বোহে নয়নের কোণে।
ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ,

হাসি হাসি কথা নয়,
পরাণ কাড়িয়া লয়,
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥

রসাবেশে দিহু কোল,
মুখে না সরিল বোল,
অধরে অধর পরশিল।

অঙ্গ অবশ ভেল,
লাজ ভয় মান গেল,
বল সই কি আর রহিল॥”

সজনি! আমি তোমার শরণাগত। আমার
সর্বস্ব গেছে। এখন এ সঙ্কটসময়ে তুমিই আমার
সব। রক্ষা ক'রে বল, আমি কি করি?

বৃন্দা। কি করবে—আমি বলব?

রাধা। তুমি ভিন্ন আর কে বলবে বৃন্দা? আমার
কর্তব্যশিক্ষা তুমি ছাড়া আর কে দিতে পারে?
তুমিই আমার সহায়, তুমিই আমার জ্ঞান-বুদ্ধি।
আমাকে সংপথে নিয়ে বাবার জন্ত তুমিই আমার পথ-
প্রদর্শিকা।

বৃন্দা। (গীত)

তবে স্তন সুবন্দনী রাই।

স্থথালে যদি হে ব'লে যাই॥

তুঁহ সুন্দরী রসের দে, তৌহারি নয়নে লেগেছে সে,
রসে রসে বৃদ্ধি মিলে গেছে,
উখলি সিদ্ধ অকুল তাই॥

যখনে পেয়েছ পোপনে রাধ, মুদিত নয়নে হিয়াতে দেখ,
পিরীতি মুরতি করিয়ে আরতি,
আমরা জীবনে সাধ পুরাই॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আদান।

আদান। কালী বল মন, কালী বল। মা যার
সহায়, ত্রিভুবনে তার কাছে ভয়? মথুরায় সহর ছেড়ে,
কালী ব'লে যেই মাঠে পাটি দিয়েছি, অমনি চারিদিক
থেকে হু হু করে বড়। বাপ! কি বড়ের তেজ!
মাঠের মাঝখানে পড়লেই প্রাণটা গিয়েছিল আর কি?
কিন্তু রাধে কালী ত মারে কে? মারে কালী ত রাধে
কে? কালী আমাকে রক্ষা করছেন, আমি মাঠে
পড়ব কেন? বড়ও আসা, আর আমিও অমনি মাথা
গোঁজ ক'রে কালী ব'লে দে ছুট। ছুটে ছুটে পড়বি
ত পড় একেবারে এক জনের ঘাড়ে। কালী ব'লে মাথা
তুলে দেখি যে কালনিমে মামা। তারপর কালী ব'লে
মামার বাড়ী উপস্থিত। তার পর কালী ব'লে কর্ণায়
কর্ণায় চর্কাচোষা ঠাসা। তার পর কালী ব'লে স্তরে
ভোস ভোস ক'রে গুঁষিয়ে, আবার সকালে কালী
ব'লে নিজের ডেরাতে এসে উপস্থিত। কালী বল মন,
কালী বল। হাতে পায়ে কাদা—তা হোক, এই
অবস্থাতেই মন আর একবার কালী বল।

(গীত)

মা অনায়াসে হয় তাই করবে।

কাজ কি আমার কোশাকুশী, আয় মন বিরলে বসি,
ভাব শ্রাবা এলোকেশী, বারণসী পাবি রে।
ভদ্মনাথ ত্রিলোচন, শিবের কোন্ পুরুষে ছিল ধন,
শ্রাবা নিধনের ধন, তাই সদা জপ রে॥

(জটিলার প্রবেশ)

জটিল। এই যে, এই যে, এসেছি বাপ?

আদান। আসব না ত কি, বড় মাঠের মাঝখানে
ঠাং বোঁড়া হয়ে প'ড়ে ব'য়ে থাকব?

জটিল। বালাই, শত্রু বন্ধক। তুমি আমার
অথও প্রমাই নিয়ে বেঁচে থাক। ও কুটিলে! শীগ্-
গির তোর দানার জন্ত পা গোবার জল নিয়ে আয়।

আদান। সবাইকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কাউ-
কেও দেখতে পাচ্ছি না কেন?

জটিল। সে কি রে বাবা, দেখতে পাচ্ছিস না

কি ? এমন চোখ, বনবন ক'রে তারা বুঝে, তবুও
দেখতে পাচ্ছিস না ?

আয়ান। না—দেখতে পাচ্ছি না।

জটীলা। ও বা মজলচণ্ডী, কি কয়লে ?

আয়ান। মজলচণ্ডী আমার মুণ্ড কয়লে।—বলি
ডোকেও দেখলুম, কুটীলাকেও দেখলুম—তবু কাউকে
দেখতে পাচ্ছি না কেন ?

(গীত)

তারা কে পারে তোমায়ে চিন্তে।

তুমি গো যা উরা, ব্রহ্মময়ী প্রাণা,

কটাকে পার বা, ত্রিলোক সিন্তে ॥

আমি হুঁচাচার কি জানি বল না,

ভবে এসে সাধন হ'ল না হ'ল না,

ক'র না ছলনা মজলচলনা,

রাধ মা রাধ মা অধীনে আস্তে ॥

জটীলা। মনে করি কথা কব না, কিন্তু না ক'রেও
থাকতে পারি না। এমনভেট পোড়া লোকে বলে
বউ-কীটকি। কিন্তু একচোখো পোড়া লোক ত
দেখবে না যে, গেরস্তর বউ—বেলা এক প্রহর হ'ল,
এখনও পর্যন্ত বর থেকে বেরুল না। ডেকে ডেকে
মায়ে থিয়ের গলা ভেঙ্গে গেল, তবু বউয়ের সাজ হ'ল
না। এত কি বলতে ইচ্ছা করে বল দেখি বাপ
আয়ান ?

আয়ান। কি ! সাজ হ'ল না ? এমন অবশ
হাতে থাকতে সাজ হ'ল না (ভূমিতে যষ্টী প্রহার)।

জটীলা। বাম্—বাম্—বউমা আসছে।

(রাধার প্রবেশ)

আয়ান। বা ! বা ! তাই ত ! তাই ত !

“তারা কে পারে তোমায়ে চিন্তে।”

জটীলা। ও কি রে—ও কি রে ?

আয়ান। বাম্—বাম্ !

জটীলা। ও কি রে আয়ান, পাগল হ'লি না কি ?
কারে কি বলিস !

আয়ান। হ—হ, চোখ রাডাচ্ছ—চোখ
রাডাচ্ছ।

(গীত)

আমি কি আটালে ছেলে।

জটীলা। আরে ও হতভাগা ! কেপে গেলি
না কি ? কারে কি বলছিস ? লোকে দেখলে মনে
ক'বে কি ?

(গীত)

আয়ান।—

মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা ডিক্রী লব এক সওয়ালে।

আমি কাস্ত হব, বখান আমার,

শাস্ত ক'রে লবে কোলে ॥

জটীলা। ও আয়ান, করিস কি ? করিস কি ?

নেশা ক'রে এলি না কি ?

আয়ান। দূর বেটা—নেশাটা ভেঙ্গে দিলি।

কে ও রবভানুমানিনি ! কোথায় যাচ্ছ ?

রাধা। আজ গোপূজার প্রাণত দিন। স্বামী
মজলার্থে গোমাতার পূজা কর'ব ইচ্ছা করেছি। তাই
একটু সকাল সকাল যমুনায় চলেছি।

আয়ান। বেশ করেছা। দেখ দেখি বা !
এতে বউকে তক্কি করতে ইচ্ছা করে কি না করে।
স্বামীর মজলার্থে উনি না করেছেন কি ? এই সকাল
থেকে এখনও পর্যন্ত উনি কতটা ভাবনা ভেবেছেন দেখ
দেখি—স্বামী ভেবেছেন, তার মজল ভেবেছেন, তার
সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থও ভেবেছেন। বাকী ছিল যমুনা
আর দ্বান, অবশেষে সেটাও শেষ করতে চলেছেন।
বেশ, রবভানুমানিনি—বেশ। ভাল, দ্বান ক'রে
এসে যখন গোপূজা করবে, তখন করবাড়ি গো-
মাতার কাছে এই বর প্রার্থনা ক'র যে, যে গোলোক-
বিহারি হরি ! আমার গরীব স্বামীর জন্যে একটু
রূপাসুটি কর। যেন সজ্ঞানে আমি যারের চরণে শরণ
পাই।

রাধা। বেশ, তাই বলব।

[প্রস্থান।]

(কুটীলার প্রবেশ)

কুটীলা। ও মা—বা !

জটীলা। কেন ?

কুটীলা। বো কোথা ?

জটীলা। যমুনায় গেছে।

কুটীলা। কিরিয়ে আন্—কিরিয়ে আন্।

উত্তরে। কেন ?

কুটীলা। আরে হাই, আসে আন না।

আয়ান। আরে ছাই, আগে বল না।
কুটিল। বউয়ের আজ ঘর থেকে বেরিয়ে কাজ
নেই। গোকুলের বত ডাংপিটে ছোড়াগুলো আজ এই
দিকেই গোচারণে আসছে।

আয়ান। আম্বক না, তাতে আর কি হয়েছে ?
কুটিল। তার সঙ্গে নন্দ ঘোষের ছেলে কানারেটাও
আছে।

আয়ান। ও। তারে ত ভারী ভয়।
কুটিল। তারে ভয় নয়, তার রীতিকে ভয়। ও
পাড়ার বাড়ী বাড়ী ভাঁড় ভেঙে ক্ষীরনৌ চুরি ক'রে
যায়। এখন তোমার ঘরের ক্ষীরভাণ্ডটি যদি চুরি যায় ?
আয়ান। কেমন ক'রে যায়, একবার দেখাই
যাক না।

কুটিল। চুরিই যদি যায় ত দেখে করবে কি ?
জটিল। কাজ কি বাপ। আজকের দিনটে বউকে
বাড়ী থেকে বেরুতে বাধণ করেই দে না।

আয়ান। আর বাধণ করতে হবে না।
তোমার কানাইই বল, আর বলাইই বল, ও সব তুমি
তাড়াকি আর বেশী দিন চলেছে না। মথুরা গিয়ে যা
গুন এলুম, তাতে দুদিন পরেই গোকুল থেকে একে-
বারে ছোড়ার পাট লোপাট।

জটিল। কি গুন এলি বাপ ?
আয়ান। গুন এলুম, কংস রাজা স্বপ্নে দেখেছে
যে, যে তাকে মারবে, সে গোকুলে বাড়ছে। তাইতে
কংস রাজা হুকুম দিয়েছে যে, গোকুলে যে ছোড়া
বাড়ছে, তাকেই মেরে ফেল।

কুটিল। তা হ'লে তোমাকেও ত মেরে ফেলবে ?
আয়ান। ভয় নেই—ভয় নেই—আমার জন্ত কিছু
ভয় নেই। আমি সে কথা জেনে একেবারে ঠিক হয়ে
এসেছি। যারা বাড়ছে, তাদেরই ভয়। আমি কি
বাড়ছি—বত দিন বা'চ্ছে, ততই আমি ছোট হ'য়ে
যাচ্ছি। ভয় নেই—ভয় নেই—আমার জন্ত কিছু ভয়
নেই, চল।

কুটিল। তবু একবার বউএর সঙ্গে বাই। দাদার
বুঁদেতে চ'লে চলবে না।

[প্রস্থান।

আয়ান। কালী বল মন—কালী বল। দেখ না।
এক সন্ন্যাসী ঠাকুর এসে ব'লে গেল—তোমার ঘরে
হাত-পা-গুয়াল আনন্দকরী বা আসবেন।

জটিল। সন্ন্যাসী ঠাকুর ?—কোথার যে ?

আয়ান। চ'লে গেছে।

জটিল। আ বোকা ! ছেড়ে দিলি, বোম্বাকে
দেখাতে পারলি নি।

আয়ান। আর বউ দেখিয়ে কি হবে ? এখানে
বধন আসবে, একেবারে আনন্দকরীকে দেখিয়ে দেব।
কালী বল মন—কালী বল।

জটিল। মে, তবে হাত-পা ধুয়ে ঘরে চল।

[প্রস্থান।

আয়ান। কি বলব—ছোড়াটা যদি কালে না
হ'ত, তা হ'লে একদিনেই তার তুমি তাড়াকি বার
ক'রে দিতুম। ছোড়াটা কালো হয়েই আমাকে কাহিল
ক'রে ফেলেছে। কালী বল মন—কালী বল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মুঘল ও শ্রীকৃষ্ণ।

(গীত)

(সখে) কি যেন কি মনে আসে।

দেখি আভাসে কত দূর কত দূর দেশে ॥

উপরে নীল জলদভার,

কর্ণে জড়িত বিজলী-হার,

ক্ষীরোদ সিদ্ধ সুধার ধার,

আমি ক্রোশের পাখারে বাই ভেসে ॥

চলে চলে রাই পড়িছে বন্ধ,

শত সুরধুনী ঝরিছে চক্ষে,

মুহুর পবন, কাম্পিত ঘন, চন্দ্রকিরণে বিবশে

কনক-লতিকা পরশে ॥

মুঘল। এই যে—এই যে কানাই ! এ তুই
আমার সঙ্গে কি লুকোচুরি খেলছিস ? আমি তোরে
খুঁজতে খুঁজতে খুঁজে পাই না কেন ? এই এখানে
—এই পেখানে। এই কাছে—আবার চক্কর পলক
না ফেলতে ফেলতে তুই অতি দূরে। এ তুই আমার
সঙ্গে কি লুকোচুরি খেলছিস তাই ? (স্বগত) এ কি ?
এ কি ? কানাইয়ের এ কি সৃষ্টি ?—কানাই।

কৃষ্ণ। কি তাই !

মুঘল। একটা কথা তোমার জিজ্ঞাসা করব ?

কৃষ্ণ। কর।

মুঘল। ঠিক উত্তর দেবে ?

কৃষ্ণ। তোমার আমার গোপন কি আছে ভাই ?
 সুবল। আজ তোমার কিছু ভাবান্তর দেখছি।
 কৃষ্ণ। তোমার এ প্রেমচন্দ্র কে ভাই ! এ চন্দ্র
 ভাববানি দেখবার ভক্তই ত সৃষ্টি হয়েছে।
 সুবল। তা হ'লে, এ কি দেখলুম সখা ? তোমার
 আজ এমন দেখলুম কেন ?
 কৃষ্ণ। কি দেখলে ?

সুবল। (গীত)

নীরদ নয়নে নবধন সিন্ধুনে
 আকুলি বিকুলি কেন হও হে।
 শ্বেদ বকরন বিন্দু বিন্দু চুরত
 কি নব ভাবে ডুবে রও হে।
 চলিতে চরণ টলে কত ভাব উথলে,
 (যেন) আসিতে আসিতে কোথা ধাও হে ॥
 যমুনার তীরে যেন কি কেলে এসেছ সখা
 ঘন ঘন কূল পানে চাও হে ॥

কৃষ্ণ। সুবল ! আমার কোথায় এসেছি, বলতে
 পার ?

সুবল। এ কি রকম প্রশ্ন কানাই ? কোথায়
 এসেছো, তুমি কি জান না ?

কৃষ্ণ। এটা কার রাজ্য সুবল ?

সুবল। কানাই—কানাই ! এ তুমি কি বলছ ?
 চল কানাই, তোমার সহচরেরা তোমার ভক্ত গোটে
 অপেক্ষা করছে !

কৃষ্ণ। তবে আমি কি দেখলুম ?

সুবল। কি দেখলে ?

কৃষ্ণ। (গীত)

অপকল্প পেখলু রাবা।
 কনকলতা অবলম্বনে উরল,
 হরিণী-হীন হিমধারা ॥
 নয়ন নলিনী ঘো অঙ্গনে রঞ্জিত
 ভাঙ বিভক্তি বিলাস।
 চকিত চকোর ধোরি বিধি বাঙ্কল
 কেবল কাজর পাশ ॥
 গিরিবর গুরুয়া পরোধর পরশিত
 গির গজমতি হারা।
 কায় কদুতরি কনয়া শঙ্কু পরি
 হারত হরমুদী-খাচা ॥

সুবল। সত্যি ? কোথায় দেখলে—কোথায়
 দেখলে ?

কৃষ্ণ। সুবল ! বলতে পারিস্ ভাই—এ রাজ্য
 কার ? এ রাজ্যের রাজা কে ?

সুবল। বলতে পারবো না কেন ? এ রাজ্যের
 সংবাদ জানিতে চাও ?

কৃষ্ণ। বল সুবল ! বল সখা—ব'লে আমার
 প্রাণরক্ষা কর।

(গীত)

বেলি মসকালে যমুনা-কূলে,
 নাহিতে দেখিলু সে।
 জুড়ার কেবল নয়ন-যুগল
 চিনিতে নারিলু কে ॥
 স্তন হে পরাণ সুবল সাজাতি
 কে ধনী মাজিছে গা।
 যমুনার তীরে বসি তার নীরে
 পায়ের উপরে পা ॥
 চলে নীল শাড়া নিশাড়ি নিশাড়ি
 পরাণ সহিত মোর।
 সেই হ'তে মোর চিত নহে খির
 মনোরথ অরে ভোর ॥

তৃতীয় দৃশ্য

টহলদ্বারগণ।

(গীত)

এই ত গোতুলবানী, কেহ কিছু জানসি,
 তাঁহার চরণে কর সেবা।
 তোমরা আসিয়ে দেখে রাইয়ের বেরাধি লখ,
 রাইয়েরে পেয়েছে কোন সেবা ॥
 সব দেব হাঁকারিয়া কহে স্রুতিপটে।
 কালিরা কুমারের নামে কৈকে কৈকে ওঠে ॥
 বলে ওঝা আনি গিয়া পাছে আছে ভূতা।
 কাঁপি কাঁপি ওঠে এই বুঝভানুভূতা ॥
 রক্ষা রক্ষা কর পড়ে ধরি ধনীর চুলে।
 কেহ বলে আনি দেহ কালার গলার ফুলে ॥
 চেতনা পাইয়ে তবে উঠিবেক বাসা।
 ভূত প্রেত ঘুচিবেক বাইবেক আশা ॥
 ১ম ভি। জয় রাখে কৃষ্ণ—ভিকে দাও মা।

(আয়ানের প্রবেশ)

আয়ান। এ তুমি? কি বলছ হে বাপু?

১ম ভি। আজ্ঞে, ভিক্ষে করছি।

আয়ান। শুধু ভিক্ষে করছ কৈ বাপু—কি বলছ বে!

১ম ভি। বলছি, দাতা বা, ভিক্ষে দাও।

আয়ান। শুধু এই কথা বলছ?

১ম ভি। আজ্ঞে।

আয়ান। বেশ, ভিক্ষা গ্রহণ কর।

১ম ভি। দাও বাবা—দাতা বাবা—ভিক্ষে দাও।

আয়ান। নাও বাবা—ভিখিরি বাবা—ভিক্ষে নাও। হাত নয়, ঝুলি নয়। মাথা পাতো বাপধন—মাথা পাতো।

১ম ভি। মাথায় কি হবে প্রভু?

আয়ান। ভিক্ষে নেবে।

১ম ভি। ভিক্ষে কৈ?

আয়ান। এই বে।

১ম ভি। ও ত লাঠি।

আয়ান। তুমিও যেমন ভিখিরি, আমারও সেই রকম ভিক্ষে। নইলে, বল কি বলছিলি?—রাধেকৃষ্ণ কি বলছিলি?

১ম ভি। রাধে কৃষ্ণ আমার ইষ্টদেবতা।

আয়ান। তোমার ইষ্টদেবতা? তা হ'লে রোজ তুমি ইষ্টদেবতার পূজো কর?

১ম ভি। আজ্ঞে, সেটা আর পাপ মুখে কেমন ক'রে বলব?

আয়ান। তবে রে বেটা।

১ম ভি। ও কি—ভিক্ষে দাও আর না দাও—মার কেন কর্তী?

আয়ান। মারব না? তুঁর আমার বউয়ের নাম পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে ভিক্ষে করবে, আমি তোমার অমনি ছেড়ে দেব?

১ম ভি। আমার ইষ্টদেবতা—তোমার বউ কেমন ক'রে হবে কর্তী? তোমার বউ কি আমাদের মন্দির সঙ্গে মেলে?

আয়ান। কৈ মন্দির বল দেখি?

১ম ভি। এই ত গোবিন্দবাসী ইত্যাদি।

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিল। ও দাদা—দাদা! বউ কি করছে গো!

আয়ান। কি করছে—কি করছে?

কুটিল। ভূতে পেয়েছে গো—ভূতে পেয়েছে।—

কালিয়া কুঁয়ার ব'লে একটা ভূত বছকাল ধ'রে কদম-গাছের ডালে ছিল। বউ তার তলা দিবে আমার সঙ্গে আসছিল, এর ভেতরে কেমন ক'রে ঝপাঙ ক'রে বউয়ের ঘাড়ে পড়েছে। কালিয়া কুঁয়ারের নাম কর্তেই বাঁকরে বাঁকরে উঠেছে।—ই—ই—

আয়ান। তবে রে বেটারা—এই তোমাদের ইষ্টদেবতা—এই তোমাদের মন্দির।

[ভিক্ষুকগণের পলায়ন ও আয়ানের অম্লসরণ।]

চতুর্থ দৃশ্য

বৃন্দা ও ললিতা।

ললিতা। এমন ত কখন দেখি নি। বৃন্দা থেকে কিরে এসে রাই আমাদের কি এক অপূর্ণ ভাবে বিভোর হয়ে পড়েছে।

বৃন্দা। সে কি?

ললিতা। কি হ'ল বৃন্দা! আমাদের রাই এমন হ'ল কেন?

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার,

তিলে তিলে আসে যায়।

মন উচাটন,

নিখাস সন

কদম-কাননে চায়॥

বৃন্দা। কৈ, এরূপ কথা ত কখন শুনি নি।

ললিতা। আর শুনি নি—শোন নি, দেখবে এস।

বৃন্দা। বলি রাইকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছ?

ললিতা। আর জিজ্ঞাসা! কাকে জিজ্ঞাসা? আর কি সেই রাই আছে যে, জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেবে?

সদাই চঞ্চল,

সদন-অঞ্চল,

সম্মরণ নাহি করে।

বসি থাকি থাকি,

উঠরে চমকি,

ভ্রমণ খসারে পরে॥

বৃন্দা। তা হ'লে ত বড়ই বিপদের কথা ললিতা!

ললিতা। গল্পনার একশেষ, সমবয়সী পাঁচ জনে গুলে কলঙ্ক। কত লোকে কত কথা কইবে, তার কি

টিক আছে? ললিতা! রাই যে আমাদের আদরের
সানগ্রী—রাই যে আমাদের প্রাণ!

(বিশাখার প্রবেশ)

বিশাখা। এই যে—এই যে বৃন্দা! ললিতার
কাছে গুনলে কি?

বৃন্দা। গুনলুম বই কি।

ললিতা। এখনও কি সেই ভাবে আছে?

বিশাখা। সেই ভাবে কি?—আরও বৃদ্ধি।—

বিরলে একলা ব'লে কখন বা মাথার বেণী এলিয়ে
ফুলের পাখনি দেখছে। কখন বা চক্ষু মুদিত ক'রে
কার যেন ধ্যানে নিযুক্ত হচ্ছে; কখন বা স্থির নেত্রে
মেঘের পানে চাচ্ছে। আবার কখন বা রাঙ্গা বাস
প'রে গোগিনী বেশ দ'রে আপনার মনে কত কি
বলছে! বাহুস্থান শূন্য—চক্ষে দৃষ্টিশক্তির অভাব—
আমরা যে তার কাছে আছি, এ সে দেখেও দেখতে
পাচ্ছে না। এত ডাকছি—রাধা-রাধা ব'লে কানের
কাছে এত চীৎকার করছি, তার কানে পৌঁছচ্ছে না।
চল সখি, দেখবে চল—দেখ যদি কোন প্রতীকার
করতে পার।

বৃন্দা। শাস্ত্রী ননদ টের পেয়েছে?

বিশাখা। না বৃন্দা, এখনও কেউ টের পায়নি।

জানলে সর্বনাশ হবে। না জানতে জানতে বৃন্দা
বেশন ক'রে পার, রাইয়ের এ দশার প্রতীকার কর।

বৃন্দা। ভাল, তোমরা এগোও। আমি একবার
দেখি, কতদূর কি ক'রে উঠতে পারি।

বিশাখা। এস সখি, শীঘ্র এসো।

বৃন্দা। এই যে আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলেছি।

[ললিতা ও বিশাখার প্রস্থান।]

বৃন্দা। আর প্রতীকার! বার নামে ভূত, প্রেত,
দৈত্য, দানব, সকল রোগ, বিভীষিকা পালায়, সেই
তোমাদের রাইকে গ্রাস করেছে। আর কি রাইকে
খুঁজে পাবে? বাই, একবার দেখে আসি। মন-
মোহনের মুরতির আভাসে বৃন্দাবনেধরীর কিরণ ত্রি-
হ'য়েছে, একবার দেখে আসি। না দেখেই বুঝতে
পাচ্ছি—চোখ বুজেই দেখতে পাচ্ছি। কৃষ্ণার্শনে
আম্বহারী মদালসা প্রেমময়ী ব্রজেশ্বরী আমার চোখের
ওপরে জল জল করছেন।

(রাধিকার প্রবেশ)

(গীত)

মনন-লালস বিভোরা।

দেখ দেখ রাধা রূপ অপারা ॥

অপরূপ কো বিধি আনি মিলায়

ভূমিতলে লাগি সারা।

মননমোহন, কণ দরশন

শ্রেম অমিরা রসধারা।

নয়নক লোর খির নাহি বাঁধই

হৃদি বেচত উজ্জিয়ারা।

কিয়ে মনোহর স্তম্ভের-শিখর

বেড়ি স্বপ্ননৌ ধারা ॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রীরাধা, বৃন্দা ও সখীগণ।

বৃন্দা। ও মা! এ কি?—এ কি তোমার ভাব?
এ কি তোমার মতি? এক দণ্ডে এ পরিবর্তন তোমার
কে ক'রে দিলে?

(গীত)

কহ কহ সুবদনী রাধে।

কি তোর হইল বেয়াধে ॥

হের-কান্তি ঝারর হইল

রাঙ্গা বাস খাসরা পড়িল

বেন ডুবিলি যমুনা অগাধে ॥

কেন তোয়ে আনমনা দেখি

কাহে নখে ক্ষিতিলে লিখি

কার নাম লিখি মনসায়ে।

বেন ডুবিলি যমুনা অগাধে ॥

বা চ'লে—বা ভর করেছে তাই। দেখছো—
তাকে দেখছো—সর্বনাশ করেছে রাই!

রাধা। বিস্তারি পাশে কেবা,

রতন বসাল গো,

এরতি লাগায়ে বুকুর শোভা।

দাম কুহরে কেবা,
স্বপ্না করছে গো,
এমতি তবু দেখি আভা ॥

বৃন্দা। চূপ কর—চূপ কর—কর কি রাই।
শাতড়ী নন্দ স্বামী—সবাই ঘরে। জান্তে পারলে
লাঞ্জন্য একশেষ—চূপ কর।

রাধা। মল্লিকা চম্পক-দানে,
চুড়ায় টাননি বাসে,
তাহে শোভা যব্বের পাখে।

আশে পাশে ধেরে ধেরে
হৃদয় সৌরভ পেয়ে,
অলি উড়ে পড়ে লাখে লাখে ॥
বৃন্দা। চূপ কর রাই—চূপ কর।

রাধা। (গীত)

গুণ গুণ রবে কত কি যে বলে গো।
কানের নিকটে এসে বলে।
বলে রাখে ও শ্রীরাধে জয় রাখে ॥
পায়ের উপরে থুয়ে পা,
কদম্বে হেলায়ে গা,
মালতীর মালা দোলে গলে ॥
মালতীর মধু এনে,
দ্রবরা ঢালিয়া কানে
কি যেন কি পরিচয় বলে ॥
হেন রূপ কহু নাহি দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই সে অঙ্গ হইতে মুই
ফিরিয়ে আনিতে নারি আশি ॥
বিনা মেঘ ঘন আভা পীত বসন-শোভা
অলপ উড়িছে মন্দ বায়।
কিবা সে মোহন চূড়া দোহুতি মুকুতা বেড়া
কত যব্ব-পুচ্ছ তার ॥

অঙ্গে নানা আভরণ কালিন্দী-তরঙ্গে যেন
চাঁদ কুলিছে হেন বাসি।
নিশানিশি হৈল রূপে ভুবিলার রস-রূপে
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী ॥

সখী, আমার রক্ষা কর। এই দেখলুম—এই
বীশ্বর কি যেন কি নাশগান শুনলুম, এই পরশ আশে
হাত বাড়ালুম, আর তাঁকে দেখতে পেলুম না। সখী,
আমার কি হবে? আবার তাঁকে কেমন করে
দেখবো? তাঁকে আবার না দেখলে যে সখী আমি
বীচবো না।

বৃন্দা। বল কি?

রাধা। এখন দেখাও—তিলেক বিচার করলে
আর আমার দেখতে পাবে না।

বৃন্দা। চূপ—চূপ—তোমার সোনারী
আসছে।

রাধা। এখন দেখাও—নইলে হিয় বলছি সখী,
আমি এখন গিয়ে যমুনায় বঁাপ দেবো।

বৃন্দা। চূপ—চূপ—প্রতিশ্রুত হচ্ছি, যথাসম্মতি
এর বিধান করবো। এখন চূপ কর।

(গীত)

তখন বলেছি তোরে বাসনে যমুনা-জলে
চাসনে সে কদম্বের তলে।

এখন কেন বা বল কখন না বুঝ না রাই
কেন তাস নয়নের জলে ॥

রাজ্য হাত রাজ্য পা, মেঘের বরণ গা,
রাঙা দীঘল জুটি আশি।

কাহার শক্তি তার দিঠিতে পড়িলে গো
ঘরে আসে আপনারে রাশি ॥

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

আয়ান। কৈ, কোথায় শালায় কালিয়া কুঁয়ার?
আমার বউএর ঘাড়ে এসে বাসা। কৈ কুটিলে,
দেখিয়ে দে—বউএর ঘাড়ের কোনখানটায় সে শালা
বেক্ষণত্যা বাগা করেছে। বউ, একবার ঘাড়টা পাত
তো? (ভূমিতে বসি আঘাত)

বৃন্দা। ও কি করছ সখা?

আয়ান। এই যে বৃন্দে সখী!—বউএর ঘাড়টা
একবার হুইয়ে ধর ত।

বৃন্দা। কেন?

আয়ান। বলবার সময় নেই—দেবী করলে বউ-
এর গলা একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলবে। কালিয়া
কুঁয়ার বাসা করছে। বউ কদমতলাতে আসছিল
এলোচুল করে, এমন সময় কোথায় কদমের ডালে
কালিয়া কুঁয়ার ব'লে এক ভূত ছিল—সে ঝপাঙ
করে বউয়ের ঘাড়ে পড়েছে। সে কুঁয়ার বড় সাধা-
রণ ভূত নয়—কুঁয়ার গোঁয়ার ভূত। না লাঠি খেলে
নড়বে না। এক বা কালী ব'লে কসিয়ে দি, শালা
বাণ্ বাণ্ বলতে বলতে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাক।

বৃন্দা। কালিয়া কুঁয়ার ত পালাবে, আর লাঠির
ধারে বউ শুধু যে অকা পাবে,—তার কি?

আয়ান। তাই ত! সে কথাটা যে মনে ছিল না। ও কুটিলে, হ'ল না। তা হ'লে বউও আমাদের পেছা হয়ে কালিয়া কুঁয়ারের সঙ্গে লগা দিক ?

কুটিল। হাঁ বউ!

রাধা। কেন ?

কুটিল। তোর কি হয়েছে ?

রাধা। কি আর আমার হবে ?

কুটিল। এই যে মেঘের পানে চাইছিলি—আপনার মনে কত কি বলছিলি। কখন হাত জোড় করছিলি, কখনও উঠছিলি, কখনও বসছিলি।

রাধা। দেবতার পূজো করছিলুম। সেই জন্ত ময় উচারণ করছিলুম, কখনও বা হাত জোড় করছিলুম।—সেই জন্ত কি তাই-বোনে একজোট হয়ে আমাকে ঘেরে ফেলতে এসেছো ?

আয়ান। ও কুটিলে ?

কুটিল। ও কুটিলে!—কেন ?—আমি কি তোমাকে লাঠি নিয়ে জেড়ে আসতে বলেছিলুম ?

আয়ান। "তুই বে বলি, কালিয়া কুঁয়ার বাসা করেছে।

কুটিল। করেছে কি না করেছে, আগে দেখ। দেখা নেই, শোনা নেই, একেবারে লাঠি ঝুঁতে লেগে গেলে। আর তোমাকেও বলি বউ, তোমার সব বিপরীত ! পূজো কি আর কেউ করে না। ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না, এ কি রকম পূজো রে বাপু ?

বুলা। তোমার তাইয়ের মজলের জন্তই ত সখী পূজো করছিলেন। ব্রতের পূজো—কথা ক'রে নষ্ট ক'রে ফেলবে ? (আয়ানের প্রতি) কেন সয়া—তুমি কি জান না ?

আয়ান। কেন জানবো না ?

বুলা। আর তুমি হয়ে যদি পূজো না হ'ল, তা হ'লে সে কি রকম পূজো ?

রাধা। তুমিই ত করযোড়ে গোমাতার কাছে প্রার্থনা করতে বলেছিলে।

আয়ান। তা ত ব'লেই ছিলুম।—ও কুটিলে!—

কুটিল। (মুখভঙ্গী করিয়া) এ কথা কি আমার আগে বলেছিলে ? এখন—ও কুটিলে !

বুলা। কালিয়া কুঁয়ার সহীএর বাড়ি বাসা করে নি। এ দেখছি সয়া, তোমার বোনের বাড়ি বাসা করেছে।

আয়ান। ওরে শালা কালিয়া কুঁয়ার কোচোর !

[অহাঃ । হ'ল না সুবল ! বিদ্রোহটা চোখের উপর একবারবার

কুটিল। ও মা, মেরে ফেলল গো ! ও মা !

[অহান।

আয়ান। ওরে শালা কালিয়া কুঁয়ার !

[অহান।

বুলা। চল সই ! দেখি গেছে না গোপেশ্বরী কি করেন।

পঞ্চম দৃশ্য

শ্রীকৃষ্ণ ও সুবল।

সুবল। কি সখা। দেখতে পেলো ?

কৃষ্ণ। কৈ সখা !

সুবল। কৈ কি ? এই যে আমার সামনে ঘিরে চ'লে গেল !

সুবল। এ তুমি কি ব'লছ কানাই ! দেখতে পেলো না কি ?

কৃষ্ণ। (গীত)

অজনি ভাল করি পেখন না ভেল।

মেঘমাল সঙে,

তরিত লতা ডগ,

ছদয়ে শেল দেই গেল ॥

আখ আঁচর খসি,

আখ বদনে হাসি

আখি নয়ান তরঙ্গ।

আখ উরজ হেরি

আখ আঁচর ভরি,

তদবধি দগধে অনঙ্গ ॥

একে তমু গোরা,

কনক-কটোরা

অতমু কাঁচলা উপাস।

হরি হরি বল নন,

জমু বুকি ঐছন

ফাঁস পসারল কার ॥

কৈ সুবল ! কিছুই বে আমার দেখা হ'ল না !

সুবল। তবে একটু অপেক্ষা কর। যমুনা-মান

ক'রে এখনি বৃষভানন্দিনী কিরে আসবে। সেই সময়

তাকে পুনর্দর্শন ক'রো। কিন্তু সাবধান কানাই !

শ্রীরাধিকা কুলবধু। সঙ্গে ননরী আছে, সখীরা আছে।

যেন ইজিত ক'রে বসো না।

কৃষ্ণ। না সখা—তুমি কি পাগল হয়েছে ?

আমি কি এতই উদ্ভার ! আমি শুধু দেখে ব—একবার

দেখে সাধ যেটেনি, আর একবার দেখব। ভাল দেখা

হ'ল না সুবল ! বিদ্রোহটা চোখের উপর একবারবার

ভেদে, চোখের পলকে মিলিয়ে গেছে। সুধু বুকে
শেল বিধছে, পীজর খসে যাচ্ছে। কোথা যাই সুবল,
—কি করি সুবল?

সুবল। উত্তলা হও না। ঘিরে এল ব'লে।
তখন আবার দেখ।

রক্ষ। সুবল, প্রাণ যায়, আর একটিবার আমাকে
দেখাও।

(গীত)

আমি দেখার প্রয়াসী
ত্রীমুখ-কমল, দেখব কেবল,
বারেক সুবল দেখাও হে—
কাল কালান্ত গেছে ব'য়ে, আসি দেখার আশায়
আছি চেয়ে,
জীবন গেছে কৈদে কৈদে আমি তবু আছি পরাণ বেঁধে
আকুল উদাসী।

সুবল। সখা সখা, অন্তরালে যাও — অন্তরালে
যাও। ত্রীরাধা আসছে।

রক্ষ। কই সখা? কত দূরে সখা?
সুবল। বাস্ত হও না ধাম, ধাম। সঙ্গে কুটিলা
আছে। নামেও যা, কাজেও তাই। কুটিলা পথের
নাথ আমাদের দেখলে কত কি কু-ভাববে। ত্রীরাধার
লাঞ্জন্য শেষ থাকবে না—এস সখা অন্তরালে যাই।

(ত্রীরাধার প্রবেশ)

রাধা। কই আর ত দেখতে পাচ্ছি না। রুদ্দা
ব'লে শ্রাস্ত্রহন্যর আমাকে দেখবার জন্ত পথের নাথ
আমার আশাপথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।—আমার জন্ত
দাঁড়িয়ে আছে। অভাগিনী রাধার প্রতি বিধাতা কি
এতই সুগ্রসন্ন?

দাঁড়াইয়া তরুন্মূলে, আকুল করিল মোরে
জীবৎ বন্ধিম দিঠে চেয়ে।
ধরে যেতে না লয় মন, যাক জাতি কুল ধন,
চিকণ শ্রামের বালাই ল'য়ে॥
অঙ্গ-ভঙ্গিমা দেখি, প্রেম-পুত্রিত আঁখি,
মোর মনে আন নাহি ভায়।
চিত নিবারিতে যদি, বিরলে বসিতে চাই,
মন কেন শ্রাব পানে ধায়॥

(কুটিলা প্রবেশ)

কুটিলা। বলি ঠাকুরণ, পথ দেখে চল।
রাধা। পথ দেখেই ত চলেছি ঠাকুরণি!
কুটিলা। একে কি পথ দেখে চলা বলে? পথ
দেখে চ'লে কি চোখ চারদারে ঘোর? উহু হু, পোড়া
পথও কি এত এবাড়ো খেব'ড়ে?
রাধা। কই,—আর কেন দেখতে পাচ্ছি না?
না না, ওই যে, ওই যে—কেলিকদম্বের অন্তরালে,
প্রিয় সখা সুবলের হাত ধ'রে—ওই যে আমার—ওই
যে আমার প্রাণময় হৃদয়-সর্বস্ব মুরলীধর—ওই যে
আমার—

চিকণ কালা, গলায় মালা,
বাজন এর পায়।
চুড়ায় ফুলে, ভ্রমর বুলে,
তেরেছ নরনে চায়॥

কুটিলা। চ'লতে চ'লতে আবার থমকে দাঁড়ান
হ'ল কেন? দেখ বউ, স্পষ্ট কথা বলি। বলি, তোমার
বাপারখানা কি বল দেখি? তোমার ভাবগতিক ত
ভাল বুঝি না।

রাধা। কেন? কি ব্যাপার দেখলে ঠাকুরণি?
কুটিলা। এর চেয়ে আবার কি ব্যাপার দেখতে
হয়, তা ত জানি না। যমুনার জলে পড়লে ত একে-
বারে গা এলিয়ে দিয়ে বসলে, উঠতে আর চাও না।
যদিও ডেকে ডেকে তুললুম, ত তীরে উঠে কাপড়
নেড়তে আর পা ঘসতে শুরু করলে। রাজা—পাড়ী
—পোড়া পা যেন আর করসা হ'তে চায় না—
তারপর এখন পথ চলছ না ত যেন সব মাটি মাড়িয়ে
চলছ। তুমি রাজার মেয়ে, ব'সে তোমার দিন চ'লে
যাবে। আমাদের ত আর নিজে ক'রে-ব'য়ে না খেলে
চলবে না। তা এমন ক'রে চলি এ বছরে ত আর
বাড়ী পৌছান হয় না দেখতে পাই। বলি, বাড়ী
যাবার মতলব আছে ত?

রাধা। এই ত বাড়ীতেই চলেছি ঠাকুরণি!
তোমাদের আশ্রয় ছাড়া আমার আর স্থান কোথায়?
ঠাকুরণি! ঠাকুরণি! সর্বনাশ করেছে।

কুটিলা। কি হ'ল, আবার কি হ'ল?

রাধা। হার ছিড়ে ফেলেছি?

কুটিলা। ছিড়লে—অমন মতির হার!

এই সবে হ'ল দিন পরেছ, এরই মধ্যে ছিড়ে ফেলে!

বেশ, যেমন কাজ তার ফল ভোগ কর। নিজেই ব'লে
ব'লে ছড়ান মুক্ত কুড়োও। আমি যে তোমার
জন্ত সব কাজ ফেলে মুক্ত কুড়োতে ব'সি, আমার এত
দায় কান্দে নি। আমি চল্লি।

রাধা। ও ঠাকুরকি, তা হ'লে কি হবে?

কুটিল। কি হবে, তা আমি কি জানি? তোমার
বাপের ধন, তোমার যা খুসি তাই কর—কেলতে হয়
ফেলে এস, কুড়িয়ে নিতে হয়, নিজে কুড়োও, আমি
চল্লি।

[প্রস্থান।]

রাধা।

বরণ দেখিছু শ্রাম,
বদন জিতল কোটি কাম
ভাও ধনু ভণী ঠাম,
হাসিতে থসয়ে স্থধারামি ॥
এমন হৃন্দর বর কান।

হেরিয়া সে মুরতি,
তোয়গিয়া লাজ-ভয়-মান!

আত হুশোভিত,
দেখিছু দর্পণাকার।

তাহার উপরে,
কি দিব উপমা তার।

মাধব!—মাধব!—

ভুয়া অম্বরপ,
লোচন মন হুই মাঝ।

পরবশ লাগি, জাগি,
জীবন র'হ কিয়ে যাব।

(বন্দার প্রবেশ)

বন্দা। কি গো শ্রীমতি! হার আপনা আপনি
ছিড়ল, না সাধ ক'রে ছিড়ে ফেললে—পাপ নন্দীর
হাত এড়িয়ে, কৃষ্ণদর্শনের ছায়ায় গজমতির হার ছিড়ে
খেলাটা খেলছ মন নয়।

রাধা। সাধি, আমার কি হবে? আমার যে বুক
কাশছে।

বন্দা। বলি আছ, না শ্রাম-অরণ্যে প'ড়ে পথ
হারিয়ে বসেছ?

রাধা। পথই হারিয়েছি! সাধি ব'লে দাও,
কোন পথে যাই।—এ দিকে শ্রাম, এদিকে কুল, মধ্যে
আমি পথহার, জ্ঞানহার, গতিবিহীন রমণী। সাধি,

দয়া ক'রে আমাকে পথ ব'লে দাও।—শ্রাম যে এই
দিকেই আসছেন।

বন্দা। আসছেন ভালই ত দুটো কথা কও,
শ্রামের মতলবটা কি বোঝ। এমন ক'রে লুকোচুরী
খেলে চোরাই দেখাদেখের দরকার কি? শ্রাম আগুন
—যে বার মনের ভাব স্রুযুখে স্পষ্ট ক'রে বল। সকল
লেঠা চুকে যাক।

রাধা। তা কেমন ক'রে হয় সাধি? আমি যে
কুলবধু। পাপ নন্দী যে সমস্তই দেখে গেল সই।

বন্দা। আ হরি! পাপ নন্দী কি দেখতে জানে,
না তার চোখ আছে? ভয় নেই, সে কিছু দেখতে
পায়নি। কিছু দেখতে পাবেও না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।
নাও, চেয়ে দেখ। ঐ কেলিকদম্বের মূলে মুরলী হাতে
তোমার শ্রামহৃন্দর—আসতে আসতে দাঁড়াল। লজ্জায়
বুঝি শ্রামচাঁদ তোমার সমীপস্থ হ'তে পাচ্ছেন না।
কিন্তু কি শোভা! রাধে—রাধে—তোমার দর্শনজনিত
আনন্দে, তোমার অঙ্গ-স্পর্শস্থাবিলাসে আগ্রহ-
পূরিত অন্তরে—ব্রজেশ্বরের আজ কি অপূর্ণ
শোভা!—ও! এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, নাগর-
রাজ আসতে আসতে নিবৃত্ত হ'লেন কেন। এতক্ষণে
বুঝেছি—আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি দেখে শ্রামচাঁদ
আসতে পারছেন না। তা হ'লে তোমাদের প্রেম-
আলাপনে বাধাতন্ত্রণ হয়ে দাঁড়াব কেন? আমাদের
কি রাগ-অভিমান নেই? তা হ'লে সাধি, আমি
চল্লি।

রাধা। না সাধি! তুমি যেও না—যেও না—
সাধি, আমার একলা ফেলে যেও না। আহ! বড়
ভয় করছে—দোহাই বন্দা! অপেক্ষা কর—দাঁড়াও
আমি তোমার সঙ্গে যাই।

(সুবলের প্রবেশ)

সুবল।

শুনলো রাজার বী,
তোরে কহিতে আসিয়াছি,
কাহ্ন হেন ধন পরাণে বিধিলি,
এ কাজ করিলি কি!
বেলি অবসান কাল,
গিয়েছিলি নাকি জলে,
তাহারে দেখিরা মুচাক হাসিরা,
ধরিল সমীর গলে।

দেখারে বনচাঁদে,
তারে ফেলিলি বিষম ফাঁদে,
তুহু হরিণে আওল, লখিতে নারিল,
ওই ওই করি কাঁদে ।

বৃষভানুমানিনি ! আমি তোমার কাছে কাহুর
প্রাণ-ভিক্ষা করতে এসেছি । আমার মুহূর্ত্ত দেখা দিতে
বিলম্ব করলে সে বাঁচবে না । করুণাময়ি ! করুণা
ক'রে কাহুর প্রাণরক্ষা কর ।

রাধা । সন্ধ্যা হয় সুবল ! পথ ছাড় । বিলম্ব
দেখলে এখনই নন্দী ফিরে আসবে । আমার পথরোধ
ক'র না । ও সখি ! কোথায় গেলে ! ঘনঘোর
মেঘের অধরে বিহাং লীলা করছে । চারিদিক থেকে
অন্ধকার দৃশ্যবশে আমাকে বেঁধে রাখতে আসছে ।
সখি শীঘ্র এস, আমাকে রক্ষা কর ।

(কক্ষের প্রবেশ)

কক্ষ । ভয় কি ? কাবে ভয় বৃষভানুমানিনি ?

গীত ।

কবরী ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে ।

মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশে ।

ধরিণী নয়ন ভয়ে, স্বরভয়ে কোকিল,

গতি ভয়ে গজ বনবাসে ॥

সুন্দরি ! কাছে মোতে, সন্ধ্যা না বাসি ।

তুণা ডরে ইঁট সব দ্রুতি পলায়ল,

তুহু পুন কাছে উরাশি ।

কূট ভয়ে কয়ল- কোরক জলে সুদী রহ',

ঘট পরবেশে হতশে ।

দাড়িম শ্রীফল, গগনে বাস কর,

শঙ্কু গবল কর প্রবেশ ॥

এখন অমূল্য কর ব্রতেশ্বরী, শ্রীপাদপদে যথাসর্বস্ব
সমর্পণ ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হই ।

(বৃন্দা ও সখীগণের প্রবেশ)

গীত

ধনি ধনি রহণী সনম শ্রী তোয় ।

চণ্ডজন কাহু, কাহু করি যুক্ত,

সো জুয়া ভাবে বিভোর ॥

চাঁতক চাহি,

চকোর চাহি রহ' চন্দা ।

তরু লভিকা

অবলম্বন-কারী (ধনী)

মতু মনে লাগল ধন্দা ॥

গীত ।

দেখ সখি নাগরবাক বিরাজে ।

সুধই সুধাময় হাস বিকসিত চাঁদ মলিন ভেল লাজে ।

ইন্দীবর-বর

গরব বিমোচন

লোচন মনমণ ফাঁদে ॥

তাও ভুজগ পাশে,

বাঙ্গল কুলবতী,

কুল দেবতা মন কাঁদে ॥

লমর করদিত,

জাহ্ন লুপ্ত,

কেলিকদম্বকি মাল ।

রাইক কোবল চিত্তে,

নিতি নিতি বিহবই,

এ হেন মূর্ত্তি বদাল ॥

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সখীগণ, বৃন্দা ও সুবল ।

সুবল । এ যে বড়ই বিপদ ত'ল বৃন্দা ! রাই
কানাই দূরে দূরে ছিল, সে ত ছিল ভাল । এ যে কাছ
দাঁড় করিয়ে কথা কইয়ে সর্বনাশ হ'ল ।

বৃন্দা । তা আমি কি করব ? আর আশায়
ব'ল না । আর আমি পারি না । এ কি সহজ কথা ?
কুলের বুটকে কথায় কথায় পরপুরুষের সঙ্গে দেখা
করান কি সহজ কথা ? একবার দেখা করিয়ে দিয়েছি,
এই যথেষ্ট । দেখা করিয়ে দিয়েছি, তোমাদের কাহু
কথা করেছে—আবার কি ? এইবার তাকে নিজের
পথ নিজে দেখতে বল ।

সুবল । সে সময়ের পর থেকে আর ত শ্রীপাদার
দর্শন মিলাছে না । বিপরীত কল বৃন্দা—বিপরীত ফল !
রাই-বিরহে আমাদের কানাই বুঝি আর পাঁচে না ।

বৃন্দা । বল কি ?

সুবল ।

গীত ।

সে বে নাগর অগম্য ।

কৃষ্ণে মাধবই নাম ॥

না বাঁধে চিকুর,
না খায় আহার,
সোঙরি সোঙরি

না পীড়ে চৌর,
না পীড়ে নীর,
তাহারই নাম,

সোনার বরণ হইল শ্রাম ॥

বৃন্দা। এতটা হয়েছে? ভাল, কানাইকে তোমা-
দের একবার দেখাবে চল দেখি। কোথায় তোমাদের
কানাই?

স্ববল। আর কানাই! চল, দেখবে চল, যমুনা-
কূলে ভ্রূণকূতে গা ঢেলে আমাদের জীবনরূপ সুখখানি
লুকিয়ে প'ড়ে আছে। চক্ষু দিয়ে অবিরাম জলধারা
ব'য়ে যাচ্ছে।

বৃন্দা। তা হ'লে যমুনায় বাণ ডেকেছে বল।

স্ববল। রহস্য ক'র না বৃন্দারাগী—একবার
দেখবে চল। দেখলে তোমারও চক্ষে জল আসবে।

বৃন্দা। তাই ত, বড়ই বিপদে ফেললে। কুজবিলন
কেমন ক'রে করি? অনিষ্ট তাপ নন্দী সন্দেহ
ক'রে বসেছে। নাইকে আমাদের চক্ষে চক্ষে রেখেছে।

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

স্ববল। ও কি ভাই কানাই। উঠে এলি যে?
দেখ বৃন্দা দেখ, কানাই আমাদের রাই-বিরহে কি
হয়েছে একবার দেখ।

কৃষ্ণ। কোথা রাই—কোথা রাই—

(সুরে কথা)

কনক বরণ, কিয়ে দরপণ,

নিছনি নিয়ে যে তার।

কপালে ললিত, চাঁদ শোভিত,

সিন্দূর অরুণ আর ॥

কিবা সে মধুর হাসি।

হিরার ভিতর, পাজর কাটিয়া,

মরমে রহল পশি ॥

গুরু সে উকতে লম্বিত কেন,

হেরি যে স্নানর ভার।

চরণের ফুল, হেরিয়া হুহুল,

জলদ শোভিত হার ॥

কোথা রাই—কোথা রাই?

বৃন্দা। রাই কি আর চাই বজ্রই পাণ্ডুরায়
অলঙ্কার! তাতে একটু আরাধনা চাই।

গীত।

বৃন্দা।—

সামান্তে কি রাখারে পায়, বিনা আরাধনে কি পায়।
ভক্তিভাবে ডাকলে পায়, মুক্তি আছে যার পায় ॥

কৃষ্ণ।—

রাধা-আকাজিকত হয়ে, তাজিলাম গোলোক অধিকার।
গোকুলে গোপবাদ নিলাম, পরিচয় কি দিব অধিক আর।

বৃন্দা।—তাজ বিষয়-বাদনা, নাশ ক'রে সে বাসনা,
করিলে তার উপাসনা, হৃদি পরাসনে পায় ॥

কৃষ্ণ।—কাননে করি গোচারণ, করে কৈলাম শৈলধারণ,
রাধার শ্রীপদের কারণ, বাঁধা গেলাম নন্দনের পায় ॥

বৃন্দা। এই কি স্ববল! তোমাদের শ্রামটাদের
বিরহ? মানুষ চিন্তে পারে?

কৃষ্ণ। তোমরা কি মানুষ বৃন্দা! যারা আমার
রাইয়ের কাছে থাকে—রাইধনে যারা ধনী—তারা কি
মানুষ? তারা কি মানুষ? বৃন্দা! নয় ক'রে
আমাকে রাইকে দেখাও, রাইকে আমার এনে দাও।

বৃন্দা। বেশ, আর একটু এগুবে? যোগিনী-
বেশ ধরতে পারবে?

কৃষ্ণ। যোগিনী?

বৃন্দা। হাঁ যোগিনী—সেয়াশিনী। নইলে রাখার
কাছে তোমাকে উপস্থিতই করতে পারব না। পুরুষ
দেখলে যদি পাণ নন্দী রাইয়ের কাছে না বেতে দেয়!

স্ববল। বেশ, বেশ,—যোগিনীই সেক্ষে ফেল।

কৃষ্ণ। কেমন ক'রে সাজব?

বৃন্দা। চল, কেমন ক'রে সাজতে পায় একবার
চেষ্টা ক'রে দেখি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শযায়—শ্রীরাধা ও কুটীলা।

রাধা। (স্বপ্রবেশে কুটীলাকে ধরিয়া) আমার
ভুল না—আমার ছেড় না—আমি শরণগতা—

বধু কি আর বলিব আমি।

ও ছুটি চরণ শ্রীতল জানিয়া শরণ লইয়া আমি ॥

কুটীলা। (উত্তরিয়া) কি বলি বউ—কি বলি?—

রাধা। অ্যা—অ্যা—কি বলুন?

কুটীলা। এই যে হাত ধরে বলি।

রাধা। কই, কি বল্লম ?

কুটীলা। - কি বল্লম !—

বলি, এ ঘরের ভেতরে—বঁধুয়া পাইলি কারে ?

এত টীটপনা, জানে কোন্ জনা,

বুঝিছ তোহারি রীতি

কুলবতী হয়ে, পরপতি ল'য়ে,

এমতি করই নিতি ?

রাধা। ও মা ! এ সব কি কথা—এ কি বলছ

ঠাকুরঝি ? পরপতি কি ?

কুটীলা। কি, এই দাদা আয়ুক না, বুঝিয়ে
দিলি।—

যে শুনি শ্রবণে, পরের বদনে,

নয়নে দেখিছ তাই।

দাদা ঘরে এলে, করিব গোচর

ক্ষণেক বিরাজ রাই !

(ললিতার প্রবেশ)

রাধা। ওমা এ কি কথা ?—কি শুন্লে ?

ললিতা। কি—ব্যাপারখানা কি ?

কুটীলা। কি শুন্লুম ? তবে শোন—এই

এদের সমুখেই বলি।—

শোন তবে, শ্রাম-সোহাগিনি !

রাধা বিনোদিনী ! তোমারে বলিতে কি ?

চাই ছই তিন কথা, যে কথা তোমার,

বড়ই শুনিয়াছি।

তুমি কোন দিনে, যমুনা সিনানে,

গিয়াছিলে নাকি একা ?

শ্রামের সহিতে, কদম্ব তলাতে,

হয়েছিল নাকি দেখা ?

সেই দিন হ'তে, সেই ত পথেতে,

করে নাকি আনাগোনা ?

রাধা রাধা বলি, বাজায় মৃৎলী,

তাহে হৈল জানা শোনা ?

রাধা। কোথা থেকে কি কথা গ'ড়ে গ'ড়ে বলছ

ঠাকুরঝি ? আমাকে যে একেবারে অবাক ক'রে

দিলে।

কুটীলা। তাত হবেই—অবাক হবারই ত
কথা !—

যে দিন দেখিব,

আপন নয়নে,

তা সনে কহিতে কথা।

কেশ ছিড়ি বেশ,

দূরে তেয়াগিব,

ভালিষ বাড়িয়া মাথা ॥

[প্রস্থান।

রাধা। এ কি পরমাদ,

দেয় পরীবাদ,

এ ছার পাড়ার লোকে।

পর-চরচায়,

যে থাকে সদাই,

সাপে থাক তার বুকে ॥

ননদিনী আমাকে শ্রাম-সোহাগিনী ব'লে কত

তিরদার ক'রে গেল দেখলে ?

ললিতা। ওমা ! তাই ত—এ সব কি কথা ?

শ্রাম কে ?

গোকুল নগরে,

গোপের মাঝারে,

এতদিন বসি মোরা।

কভু না আনিয়,

কভু না শুনিয়,

শ্রাম কাল কি গোরা ॥

রাধা। সই ! এ কি সহ্যে পরাণে ?

কি বোল বলিয়া,

গেল ননদিনী,

কেই না শুনেছে কানে ?

ললিতা। বলুক না সই—

চিত ভড় করি,

থাক গো হৃদয়ী,

যেন কভু নাহি টলে।

কাহার কথায়,

কার কিবা হয়,

কত লোকে কত বলে ॥

তৃতীয় দৃশ্য

আয়ান।

গীত।

শঙ্কর পদতলে,

মগনা বিপদলে,

বিগলিত কুন্তল জাল।

বিবল বিধুর

শ্রীমুখ সুলভ

তরুণচি বিজিত তরুণ তমাল ॥

যোগিনী সঞ্চল

ভৈরবী সমরে,

করে করে ধরে তাল,

কুঙ্ক মানস উজ্জ্বলিত, পিষতি নয়ন বিশাল।

প্রসাদ কলহন্তি, হে প্রাণহনত্রী,
রক্ষ মম পবকাল,
দীন দীন প্রতি, কুরু রূপালেশ;
বরাহ কাল করাল ॥

কালী বল মন—কালী বল ।

(দেয়াশিনী বেশে কুমোর প্রবেশ)

আয়ান। বা ! বা ! কালী বল—তুমি কে গো ?
স্বরক্ত চন্দন, কপালে লেপন—কালী বল—তুমি
কে গো ? কুণ্ডল কানতে প'রে, সাজী বাস করে ধ'রে
—কালী বল তুমি কে গো ? বিভূতি প'ড়েছ, দিবিটি
সেজেছ—হাতে কদাফ-মালা—চোকুটি কেন
চুলে—কালী বল—তুমি কে গো ?

কুম। আমি দেয়াশিনী ।

আয়ান। তা হ'তে পারে ! কিন্তু কি জান
দেয়াশিনী—বুঝে দেয়াশিনী—তোমাকে দেখে—
বুঝতে পেরেছ দেয়াশিনী—

কুম। আমাকে দেখে কি তোমার রাগ হচ্ছে ?

আয়ান। বেজায়—শুধু রাগ—তোমায় দেখে
আমার অনুরাগ পর্যন্ত জেগে উঠেছে ।

কুম। তা হ'লে ত বড় বিপদের কথা !

আয়ান। তা ত বুঝতে পা'চ্ছ—কিন্তু কি করব
দেয়াশিনী—অমরাগটা আমি কিছুতেই সামনাতে পাচ্ছি
না । তোমাকে দেখে মনটা এমনই ক'বুছে—কি বলব
দেয়াশিনী—ইচ্ছে ক'বুছে তোমাকে একেবারে খেয়ে
ফেলি ।

কুম। (কৃত্রিম ভীতি প্রদর্শন) খাবে কি ?—

ও বাবা ! খাবে কি ?—

আয়ান। আর বাবা ! বাবার চোকপুরুষ বললেও
তোমায় আর ছাড়িছি না ।

গীত ।

এবার কালী তোমায় খাব ।

(খাব খাব গো দীন-বয়ামরী)

ঢালা গণযোগে জন্ম আমার—

গণযোগে জন্ম নিলে, সে হয় মা-খোঁশে ছেলে,

এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা ;

জটোর একটা ক'রে খাব ॥

ভা'কনি বোগিনী জুটা, তরকারী বানাবে খাব,
তোমার সুগুণলা কেড়ে নিয়ে, অথগে সব্বা দেব ॥

(গোপীগণের প্রবেশ)

গোপীগণ : ওমা ! এ কি ? কিস' কি আয়ান ?
স'রে বাও—স'রে বাও—ও জটিলে, ও কুটিলে !—

আয়ান। বাক্—দেয়াশিনী ! এবারে বড় বেঁচে
গেলে । কিন্তু বারান্তরে এলে—বুঝেছ ?

কুম। বুঝেছি—বেশ, বারান্তরে দেখা হবে ।

আয়ান। বস্—তা হ'লে এবারটা তোমাকে আর
দেখলুম না—এবার—কালী বল মন—কালী বল ।

[প্রস্থান]

১ম গোপী। ওমা ! এ কি কপাল গো ? দেয়াশিনী
ঠাকুরাণী—কোথায় ভক্তি করবে, না তাকে কি না
পথের মাঝে হাত দুটো উচু ক'রে—দাঁতপাতি বার
ক'রে—

কুম। খেয়ে ফেলছিল আর কি !—

সকলে। ওমা ! এ কি পাগল গো ?

(জটলা ও কুটিলার প্রবেশ)

উভয়ে। কি ! কি ! বাপার কি ?

সকলে। বাপার আবার কি ! সর্বনাশ
হয়েছিল—

১ম গোপী। এমন ছেলে গর্ভে ধ'রেছিলে—
গোকুল গিছল !

উভয়ে। (প্রণাম) দয়াময়ী—দেয়াশিনী মা !
কিছু মনে ক'র না মা ।

কুম। না—না—মনে করব কেন ! আমবা
সন্ন্যাসী, আমাদের কি রাগ আছে ?

জটলা। না মা ! তোমার রাগ হয়েছে মা !

৩য় গোপী। রাগ হ'বে না ? বল কি—এ কি
সহজ কথা ? ছেলের এমন কিধে যে, জেড় এসে
মাতুষ খায় । দেয়াশিনী মা ! তোমার মাথায় হাত
দিয়ে দেখ—কোন জায়গার দাঁত বসে নি ত ?

সকলে। ওরে বাবা—কি ই (ইত্যাদি কলরব)

জটলা। ওমা, তোমার রাগ হয়েছে মা ?

কুম। না, না—রাগ কেন হবে—রাগ কেন
হবে ?

সকলে। পায়ে ধর, পায়ে ধর—মাঝে-ঝিয়ে পায়ে
ধর !

জটলা। না মা ! ঠিক রাগ হয়েছে মা ! ঠিক
রাগ হয়েছে—ও কুটিলে, মাঝের পায়ে ধর, পায়ে ধর ।

কুটিল। এ সময় বউ কোথায় গেল?—মা!
মা আমার পাগল-ছাগল বাহুধ—কিছু মনে
ক'র না মা! মনে ক'র না!

কৃষ্ণ। আঃ—ছাড়, পা ছাড়।

সকলে। ছেড় না, ঘরে নিয়ে যাও—গিয়ে বউকে
ডেকে মায়ের সেবা-শুশ্রূষা কর।

কুটিল। (প্রণাম করিয়া) এ দিকে ত চব্বিশ
ঘণ্টাই বাইরে বাইরে বেড়াচ্ছেন—আর আজ কোথায়
গেলেন—এসে দেয়াশিনী মাকে সাধনা করুক। বল
বউ—বউ (নেপথ্যে—কেন গা)।

(রাধার প্রবেশ)

কুটিল। পায়ে ধর বউ—পায়ে ধর।

রাধা। কার?

কুটিল। কার? কেন কি চোক নাই? হৃদয়ে
মা দেয়াশিনী দেখতে পাচ্ছ না? পায়ে ধর বউ,
পায়ে ধর,—কিছু মনে ক'র না মা!

কৃষ্ণ। আঃ! আহা! বেশ বধুটি ত তোমার গা!

কুটিল। ওহা! ওর সোয়ামী মা—কিছু মনে
ক'র না—কিছু মনে ক'র না।

সকলে। প্রণাম কর—প্রণাম কর।

কুটিল। বল—মা! অপরাধ নিও না—

পাগল-ছাগল—

রাধা। পাগল-ছাগল হ'তে যাব কেন?

সকলে। আহা! না হয় হ'লেই বা—

হ'লেই বা—অপরাধ হ'য়ে গেছে—

রাধা। কি অপরাধ করেছি—

সকলে। আহা! নাই বা করলে—নাই বা করলে—

কুটিল। (রাধাকে ধরিয়া) নাও—ধর পায়ে
ধর—

সকলে। ধর—ধর তোমার সোয়ামী মাকে খেতে
গিয়েছিল—ধর ধর—

রাধা। আমার সোয়ামী খেতে গিয়েছিল!
আহা হা! কি চরণ—আহা হা! কি কেশের শোভা—

কুটিল। আশীর্বাদ কর মা—ওর সোয়ামীকে
আশীর্বাদ কর।

কৃষ্ণ। ভাল, বউ, একবার মুখখানি তোল ত,
তোমার কপালটি একবার দেখি—ওঃ গুরুজন কাছে
নাছে, তাই মুখ তুলতে লজ্জা করছ?

সকলে। ওগো গুরুজন! স'রে এস—স'রে এস।

কৃষ্ণ। সাজিটি খুলিয়া, ফুগটি তুলিয়া,
বাধিয়া দিলাম চুলে।

আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে,
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥

আহা হা! কি রূপ—কি মুখখানি—কি চোক—কি
অঙ্গের গঠন! বড় লক্ষণযুক্ত বউ—

রাধা। দেয়াশিনি!

এ কথা কহিবি মোর।

আমার হিম্মর, বাখাটি মুচুচে,

তবে সে জানি যে তোয়॥

কৃষ্ণ। একটি শপথি, রাখহ যুবতী,

কহিতে বাসি যে ভয়।

পরপতি সনে, বেঁধেছ পরানে,

ইহাই দেখতা কর।

রাধা। দেয়াশিনি! তোমার ঘর কোথা?

কৃষ্ণ। আমার ঘর, হয় যে নগর,

কহিব বিরলে কথা।

দেখগা! তোমাদের এই বউটির অনেক লক্ষণ! তা
পথে দাঁড়িয়ে ত সব দেখা যায় না।—একটু বিরল—

সকলে। বিরলে নিয়ে যাও—

কুটিল। বউ, তা হ'লে তুমি দেয়াশিনী মরু হাত
ধ'রে নিয়ে এস—আমি দোর আগলে ব'সে থাকিব
—কাউকে ঢুকতে দেব না।

চতুর্থ দৃশ্য

আয়ান।

আয়ান। গীত।

তাই গ্রাম্যরূপ ভালবাসি।

কালী জগননোমোহিনী এলোকেশী।

তোমার সবাই বলে কালো কালী,

আমি দেখি অকলঙ্ক শশী॥

কালী বল মন—কালী বল। কুটিলে, আমাকে ঘাটা
আগলাতে ব'লে গেছে।—বলে, কালী ছোড়াটা
রোজ রোজ এমনই সরসে এই পথ দিয়ে যায়। ঘন
ঘন আমার ঘরের পানে চায়—বাহারী বাজায়। এক-
বার কালামালিককে ধ'রতে পারি, তা হ'লে তার
কানটি পাকড়ে আঁকারে এক মোচড় দিয়ে দীর্ঘ ঈকার

না ক'রে একেবারে কাণী বানিয়ে ফেলি! কাণী
বল মন—কাণী বল।

(কুটিলার প্রবেশ)

কুটিল। ওমা! কি খেমা—কি লজ্জা! দেয়া-
শিনী সঙ্গে কালা ছোড়াটা আমার চোকে ধুলা দিয়ে
গেল! অ'মাকে পায়ে ধরালে—মাকে পায়ে ধরালে
—শেষে কি না আমাকে দোর আগলে বসিয়ে রেখে
—দাদারাই ঘরে ব'সে বউয়ের সঙ্গে আমোদ ক'রে
গেল! কিছু বুঝতে পারলুম না—ভাবাগঙ্গারাম হ'য়ে
দোর আগলে ব'সে রইলুম। কি লজ্জা—কি খেমা!
সুখল এসে দূর থেকে বাঁশী বাজালে—আমি কেই মনে
ক'রে ছুটলুম—আর কেই কি না আমার পেছন দে
ডাং ডেঁিয়ে বগল বাজাতে বাজাতে চ'লে গেল।
ঠাট্টা ক'রে গেল! বল,—কি গো কুটিলে ঠাকুরুণ!
—সাদাদিন দোর আগলে ব'সে রইলে—দেয়াশিনীর
কাছে বকুসি পেলে কি?—ওমা! কি লজ্জা!—
ছোড়াটা এত দিন নীলা ক'রু—এক দিনও ধ'রতে
পারলুম না! অ'চ্ছা, আমিও দেখছি—বাছান ক দিন
আমার সঙ্গে লুকাচুরী খেলে পালিয়ে যান।—আজ
আমাবসোর রাত—কালাচাঁদ এমন সুযোগ কি
ছাড়বে!—নিশ্চয় আসবে। ভাই-বোনে আজ বাঁটা
আগলে আছি, আজকে ধরবই ধরব।—ও দাদা!—
দাদা!—

আয়ান। কি? কি?—

কুটিল। ওই কালমাণিক আসছে না? আসছে
—ঠিক আসছে—

আয়ান। (ইঙ্গিতে প্রস্থানের আদেশ)

[প্রস্থান।

কুটিল। ঠিক হয়েছে—এইবার দেখি, দেখি—
যাছ—তুমি কোথায় যাও—
বারে বারে পাখী তুমি খেয়ে যাও খান।
এইবারে পাখী তোমার বধিষ পরাণ।

[প্রস্থান।

(নারদের প্রবেশ)

গীত।

জয় জয় বুঝভাঙ্গু কিশোরী।

নাগরী, নাগরী, নাগরী—

কত প্রেমের আগরী সাগরী ॥

নব গোবোচন,

জিনিয়া বরণ,

তপত কাকন গৌরী।

ইন্দীবর-বর,

প্রবর অধর,

শোভিত নব কিশোরী।

নাগরী, নাগরী, নাগরী ॥

অ'খি যুগ চাক,

চক্কোরী সঘন,

কাজর তাহে উজোরি।

তিল-দুগ-জিত,

নাসাথ শোভিত,

মুকুতা উজোর কারী।

নাগরী, নাগরী, নাগরী ॥

জয় রাধে—জয় রাধে।

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

আয়ান। আর এই পাচনবাড়ী কাঁধে।

কুটিল। আর এই প্রেম-দড়া দিয়ে হাতে পায়ে
বাঁধে।

নাগদ। এই—এই কর কি—কর কি? কে
ভোমরা?

আয়ান। বলি তুমি কে হে?

কুটিল। তাই ত তুমি কে?

আয়ান। তদলোকের বাড়ীর কাণাচে—

কুটিল। অন্ধকারে গা ঢেকে—রাধে—রাধে,
বলি, তুমি কে? নাও—দাদা—ধর, ধ'রে একেবারে
ওর মায়ের কাছে নিয়ে যাও। ওর মা বলে—ছেপের
আমার সঙ্গে হ'লেই পাখীর চক্ষু বুজ্ঞে আসে।

আয়ান। ছেলে 'য়ে পেচকপক্ষী তা ত বা
জানে না।

কুটিল। ওমা—ওমা! কোথায় গেল শীগ-
গির আয়।

(জটিলার প্রবেশ)

জটিল। ধরা পড়েছে?

কুটিল। এসে দেখ্ না—যাছ একেবারে হতভম্ব
হ'র চুপ। কালমাণিক মনে করেছেন—অন্ধকারে
আমরা ঠাণ্ড কর্তে পারব না।

জটিল। কি গো ভালমাসুয়ের ছেলে?—ওমা!
—এ কে?

নারদ। আমি নারদ।

কুটিল। ও আয়ান। অ'্যা!—

জটিল। দূর আবাবগী! দূর—যমুনায় ডুবে
মরণে যা।—দোহাই বাবাঠাকুর, কিছু মনে ক'
না, পাগল-পাগলী—ভোমার দাস।

কুটীলা। এ কি হ'ল দাদা ?

আয়ান। তাই ত—কি হ'ল দিদি ?

নারদ। আমিও ত বিস্মিত হচ্ছিলাম, তোমরা

এসে আমাকে ধরপাকড় করছ কেন ? বলি, বাপার-
খানা কি ? তোমরা কাকে ধরবার ভক্ত এসেছ ?

জটীলা। আবাসী ! কালাকাল ক'রে ঈর্ষায় এমন
অন্ধ হ'য়েছ যে, বাবাঠাকুরকে পর্যন্ত চিনতে
পারলে না !

কুটীলা। চিনতে পারি, না পারি, তোর কি—
আগার খুদী চিন্বে, আমার খুদী না চিন্বে।

জটীলা। যমুনায় ডুবে স্ব'র্গে যা—বাড়ীর কলঙ্ক
তী তী করলি, দেবতার পর্যন্ত জানতে পারলে।
—দূর, দূর, শুধু দড়ী এনেছিস কেন ? একটা কলসী
ওই সঙ্গে আনতে পারিস্ নি—নিয়ে একেবারে যমুনায়
যেতিস।—

কুটীলা। তাই চললাম—

জটীলা। এখনই যা—এখনই যা, নে—আর
বোকা পাগল, চ'লে আয়।

[কুটীলা ও জটীলার প্রস্থান।]

নারদ। বাপারখানা কি আয়ান ?

আয়ান। তুমি কি ঠাকুর নারদ ?

নারদ। তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না ?

আয়ান। না—তুমি কছপ—

নারদ। কছপ !

আয়ান। তা নয় ত কি—স্বয়ং কুর্খা অবতার।

এই দেখলাম কাল কুচকুচে—হাত পা গুটিয়ে—মাথা
গুজে—যেন পাতখোলাটি সুড়সুড় ক'রে স্রুগুহ দিয়ে
যাচ্ছিলে—আর যেই ধরলুম, এমনই পাকাদাড়ী
গজাল—কমণ্ডলু বেরিয়ে প'ড়ল। আরে ছা—তুমি
বড় বেরসিক। না হয় একটু কালাচাঁদ হয়ে থাকতে
—না হয় একটু নন্দরাণীর কাছে ধ'রেই নিয়ে যেতুম।
আরে ছা—

(জটীলার প্রবেশ)

জটীলা। আয়ান—ও বাপ শীগগির আয় শীগ-
গির আয়, হতভাগা মেয়ে বুঝি যমুনায় বাঁপ দিতে
গেল—

আয়ান। দেখ দেখি ঠাকুর, ধেরেটা লজ্জায়

৭৭—৪৩

যমুনায় বাঁপ দিতে গেল। বড় বেরসিক—না হয়
একটু কালাচাঁদ হ'তেই বা—আবে ছা—

[জটীলা ও আয়ানের প্রস্থান।]

নারদ। এরাই আছে ভাল। আর, সকলের
চেয়ে আছে ভাল কুটীলা। কৃষ্ণের উপর ঈর্ষায় সে
যেন দিন নেই ক্ষণ নেই সর্বকাল সমস্ত বস্ত্র কৃষ্ণময়
দেখছে, কই, আমরা ত এতকাল জপতপ ক'রেও তা
পারলাম না।—হা হরি ! আপনাকে ধরা দিতে তুমি
যে কত প্রকার সাধনার ডোর রচনা করেছ, তা কে
বলতে পারে ? ব্রজেশ্বরীর কৃষ্ণকলঙ্ক দেখতে আমি
বিফলপ্রয়াসে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর কুটীলা ঈর্ষা-পর-
বশা—আগে হ'তেই সে কলঙ্কের গুজ্জল্য নিরীক্ষণ
ক'রছে।

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। আপনারও কি ঈর্ষা করবার বড় অভি-
লাষ জন্মেছে ?

নারদ। এই যে বৃন্দাও আছ দেখছি।

বৃন্দা। না থেকে আর কোথায় বাবাঠাকুর ?
যে জ্বরহ কাঁড়ে দাসীকে নিযুক্ত করেছেন—আমার
কি একদণ্ডও ঠাই ছেড়ে দাবার গো আছে। আপনার
কৃষ্ণচন্দ্রের এখন আর দিন রাত্রি জ্ঞান নেই, মান
অপমানের ভয় নেই। কাজেই আনাকে পথঘাট সামলে
চলতে হচ্ছে।

নারদ। তা এখন কি করছ ?

বৃন্দা। ব্রজেশ্বর কুঞ্জে প্রবেশ ক'রে—ব্রজেশ্বরীর
অদর্শনে ছটফট করছেন। তাই শ্রীমতীকে সঙ্কেত
করতে এসেছি। ঠাকুর—আপনিও একটু এ কার্যে
যোগ দিন না।

নারদ। এখনই প্রস্তুত। কিন্তু এই দেখলাম,
ওরা সকলেই জেগে আছে। বিশেষতঃ কৃষ্ণচন্দ্রের
উপর সন্দেহে সকলেই সতর্ক হয়েছে। একদণ্ড সময়
শ্রীরাধিকার আগমন কেমন ক'রে হবে বৃন্দা ?

বৃন্দা। এই ত উপযুক্ত সময়। রাক্ষসী নন্দী অভি-
মানে যমুনায় বাঁপ দিতে গেছে। তার অর্থ আর অস্ত্র
কিছু নয়, কিছুক্ষণ ভাইকে মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে
অন্ধকারে বনের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াবে—ধরা দেবে
না। ধরা প'ড়তে প'ড়তে আমরাও ফিরে আসব।
আপনি বান, আমি শ্রীমতীকে সঙ্কেত ক'রে নিয়ে
যাচ্ছি—

[নারদের প্রস্থান।]

গীত ।

রতিস্থপসারে, গহনভিসারে,
 মননমনোহরবেশং ।
 মা কুরু নিভম্বিনি গমনবিলম্বন-
 মনুসর তং কদয়েশং ॥
 ধীরসরীরে, যমুনাতীরে
 বসতি বনে বনমালী ॥
 নামসমতে, কৃতসঙ্কেতে,
 বাদয়তে মৃদ বেণুং ।
 বহু মনুতে, নমু তে তমুসঙ্গত-
 পবনচলিতমপি রেণুং ॥
 পততি পতন্তে, বিচলতি পত্রে,
 লঙ্কিতভবতপন্যনং ।
 রচরতি শয়নং, সচকিতনয়নং,
 পশ্চাতি তব পশ্চানং ॥
 মুখরমধীরং, তাজ মঞ্জীরং,
 রিপুসিবে কেলিব লোণং ।
 চল সখি কুঞ্জং, সতিমিরপুঞ্জং,
 শীলয় নীলনিচোলং ॥

(ললিতা ও শ্রীরাধার প্রবেশ)

ললিতা । এ কি রাই ! এমন সময় কোথা যাও ?
 সর্কনাশ কর না, এমন সময় ঘর থেকে যেও না ।
 লোকে দেখলে মান যাবে । ফেরো রাই—ফিরে
 এস ।

রাধা । কি করি ললিতা ! এমন সময় কেমন
 করে যাই ললিতা ?

ললিতা । কোথায় যাবে রাই ?

রাধা । কোথায় যাব ? বুঝতে পারছি না
 কোথা যাব ? শুনেতে পেলি নাকি বুঝা গীতগুলো
 দূর থেকে কি সঙ্কেত করে গেল ?

ললিতা । শুনেছি—কিন্তু তাতে কি ? কেমন
 করে যাবে ? রায়বাঘিনীর মতন পাপ নন্দী পথ
 আগলে বসে আছে । বুটবুটে আঁধার, স্বামি-শান্তী
 —ভায়াও জেগে । তোমার ওপর সন্দেহ করে সঙ্ক-
 লেই সতর্ক । ঘরে আছে কি না আছে জানবার জন্য
 প্রতিমূর্ত্তে তারা এসে তোমার খোঁজ নিচ্ছে—তুমি
 ঘরে আছে কি না আছে দেখে যাচ্ছে, এমন সময়ে
 কেমন করে ঘরের বাইরে পা দিয়েছ রাই ?

রাধা । তা হ'লে কি হবে ললিতা ? আমার

জ্ঞান যে আমার অন্য সঙ্কেতকূলে প্রতীকী করছেন ।
 —ও ললিতা, কি হবে ? কেমন করে শ্রামকে
 দেখব ? ওই দেখতে পাচ্ছি—শ্রামহৃৎর কদম্ব-
 কানন-কূলে আমার আশাপথ চেয়ে বসে আছেন ।
 আমাকে দেখবার জন্য উদ্গ্রীব, আমার কথা শোনবার
 জন্য তিনি আকুল ! আমাকে স্পর্শ করবার জন্য প্রতি
 অঙ্গ তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠেছে । কি হবে ললিতা ?
 কেমন করে শ্রামকে স্পর্শ করি ?

ললিতা । কেমন করে যাবে, আমি যে কিছুই
 উপায় ঠাওরাতে পাচ্ছি না রাই !—(নেপথ্যে বংশী-
 ধ্বনি)

রাধা । কি হ'ল ! এ কি হ'ল ললিতা !

কদম্বের বন হৈতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে,
 আসিয়া পশিল বোর কানে ।

অমৃত নিছিয়া ফেলি, কি মাধুর্য্য পদ্যাবলি,
 কি জানি কেমন করে মনে ॥

সখি রে নিশ্চয় করিবা কহি তোরে ।

কোথা কুলাঙ্গনা মন, গ্রহিবারে ধৈর্য্যাপণ,
 যাহে হেন দশা হৈল মোরে ॥

ললিতা । রাই হে ! শুনিলে যাহে, অন্য কোন শব্দ নহে,

মোহন মুরলীধ্বনি এহ ।

সে শব্দ শুনিয়া কেনে, হইলে তুমি বিমোহনে,
 রহ নিজে চিত্তে ধরি স্নেহ ॥

রাধা । বল সখী কেবা হেন, মুরলী বাজায় যেন
 বিধামুতে একত্র করিয়া ।

জল নহে হিমে জমু, কাঁপাইছে সদ ভ্রমু,
 প্রতি অঙ্গ নীতল করিয়া ॥

অঙ্গ নহে মন ফুটে কাটারিতে যেন কাটে,
 ছেদন না করে হিঙ্গা বোর ।

তাপ নহে উষ্ণ অতি, পোড়ায় আমার মতি
 বিচারিতে না পারি যে ওর ॥

আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না । সখী আমার
 রক্ষা কর ! রাধানাম নিয়ে মুরলী বাজছে—আমার
 শ্রামের কাছে যেতে দাও । বাধা দিও না—দোহাই
 আমার পথরোধ কর না ।

ললিতা । উদ্গাদিনি ! সর্কনাশ কর না ।
 তুমি বড়র বউ—বড়র যি, বড় কুল—বড় মানসঙ্গম—
 নষ্ট কর না রাই—নষ্ট কর না । ফের—আজিকার
 রতন ফের—আজ রাতি-প্রভাতে মিলনের উপায়
 হিহ করব ।—তোমার স্বামী, নন্দী, শান্তী—সবাই

শ্রামকে ধরবার জন্ত ছলা পেতে দাঁড়িয়ে আছে।
দোহাই রাই—ঘরে ফিরে চল।

রাধা। তাই ত—তাই ত! সে কথা ত মনে ছিল না। রাধানাথকে ধরবার জন্ত পাণ নন্দী যে সহস্র চেষ্টা করছে—চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।—

ললিতা। তাই বলি, রাধানাথের মর্যাদা রাখতে—নিজের মর্যাদা রাখতে আজকের মতন ঘরে ফের! (নেপথ্যে কলরব) ওই শোন, শাওড়ীর তিরস্কার! ফিরে চল—ফিরে চল, দেখলে বিপত্তি ঘটবে—লাহুনা-গজনাথ এ কোমল শ্রাণ জর্জরিত হ'য়ে পড়বে, ফের—রাই ফের।

রাধা। অ্যা—ফিরব! ঘরে ফিরব!—তবে কি শ্রামকে দেখতে পাব না?

ললিতা। দেখতে পাবে না কেন? তবে আজ না। শ্রামের মঙ্গলের জন্য—তোমার মঙ্গলের জন্ত বলছি—আজ আর কোনমতেই নয়। ভবিষ্যতে মিলনের যদি প্রত্যাশা রাখ রাই, তা হ'লে আজ ফিরে চল।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাধা। আবার—আবার! ওই বাজে ললিতা—ওই শোন—আবার বাজে। কি মধুর—কি শ্রাণোন্মাদকর বাশীর সুর! সুরের তরঙ্গে তরঙ্গে, জীবনের সমস্ত মাধ আমার নৃত্য করছে। ডুবিয়ে দিও না। দোহাই ললিতা—ডুবিয়ে দিও না। কিন্তু আমি কূলে। আমার সাধের সঙ্গে সঙ্গে আমি কিছুতেই গা-ভাসান দিতে পাচ্ছি নি। (দীর্ঘশ্বাস) ললিতা! কি কাল-যমুনায় স্নান করতে গিচ্ছলেন!

এক কাল হৈল মোর ময়ালি যৌবন।

আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥

আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।

আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥

এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।

এমন ব্যাধিত নাই তনয়ে কাহিনী॥

(পুনঃ মুরলী ধ্বনি) আবার মুরলী!

ললিতা। হা যোগমায়া! কি করলে? কৃষ্ণবিরহে রাই যে আমাদের উদ্ভাদিনী হ'ল! রক্ষা কর মা—রাইকে আমাদের রক্ষা কর! যদি রাইকে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দিয়েছ—তখন তাকে মিলনস্থল বসিত করছ কেন? রাই—রাই—উদ্ভাদিনী রাই! এই কি কুলবতীর কাজ?

রাধা। সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে বাও।
জীবন্তে মরিয়া যে, আপনা খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥

(বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। এই যে—এই যে—বৃন্দাবনবিলাসিনি! তুমি এখানে—এখনও এখানে? এস—শীঘ্র দেখে এস—শ্রামের অবস্থাটা একবার সচক্ষে দেখে এস।

গাত।

(সখি) ঐ যে বাজে বাশী গো কুলে।

তুমি হইতে না দিলে কুলে, গেল গো কুল,
বুঝি রইতে না দিলে কুলে॥

একে ত গোপেরি বালা, না জানি বাশীর ছলা,
কি জানি কি অবলা মজালে॥

তুমি বাশীর গান, গৃহে নাহি রহে শ্রাণ,
কুল-মান-অপমান সব খাই ভুলে॥

কুলে দিয়ে জলাজলি, যদি পাই সে বনবালা,
হয় হবে কলঙ্ক হবে কি করে কুলে॥

[প্রস্থান।

(অন্মনা ও জটিলার প্রবেশ)

জটিল। কি হ'ল রে—কুটিলাকে পেলি নি?
আয়ান। কুটিলাকে ত পেলুন—কিন্তু বউকে পাচ্ছ না যে।

জটিল। সে কি? এই যে বউ ঘরে ছিল!—
আয়ান। আর খেরে ছিল—বউকে দেখতে পাচ্ছ না যে—

জটিল। সর্কানশ করলে—বউ কোথা গেল?
আয়ান। বউ আমার—অভিমানে ডুবে গেল না ত?

(কুটিলার প্রবেশ)

জটিল। ও কুটিল! বউ কোথায় গেল?
কুটিল। দাদা! দাদা!—এবারে নির্ধাত—যমুনায়

তারে ভাসানুজ্ঞে ডুবতে গিয়ে সন্ধান এনেছি, শীগগির—শীগগির, একেবারে হাতে-নাতে—আমাদের লহর চলেছে, শীগগির—শীগগির।

আয়ান। সত্যি!—সত্যি!

কুটিল। চ'লে এস—চ'লে এস।

আয়ান। চল—চল।

জটিল। দেখিস—আবার যেন ফেলেকার করিস
নি।

কুটিল। নে—তুই খাম ভাঙা মাগি।

[সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য

শ্রীরাধা, কৃষ্ণ ও সখীগণ।

রাধা। গ্রামস্থান্দর, শরণ আমার,
গ্রাম গ্রাম সদা সার।
গ্রাম সে জীবন, গ্রাম প্রাণ-ধন,
গ্রাম সে গলাব হার ॥

গ্রাম ? এ অগ্নিনির যে তুমি ভিন্ন গতি নাই।

কৃষ্ণ। আমারই বা কই রাই ?

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী হটল সারা।
কিশোরী-ভজন, কিশোরী-পূজন,
কিশোরী নয়ন-তারা ॥

রাধা। গ্রাম সে বেশর, গ্রাম পেশ মোর,
গ্রাম শাড়ী পরি সদা।

গ্রাম তরু মন ভজন পূজন,
গ্রাম-দানী হ'ল রাধা ॥

কৃষ্ণ। গৃহ-মাকে রাধা, কাননেতে রাধা,
রাধাময় সব দেখি।

শয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা,
রাধাময় হ'ল আঁখি ॥

রাধা। গ্রাম পন বল, গ্রাম জাতি কুণ,
গ্রাম সে হুথের নিধি।

গ্রাম হেন ধন, অমূল্য রতন,
ভাগ্যে মিলাইল বিধি ॥

কৃষ্ণ। যেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।

রাধারে ভক্তিরা, রাধাবল্লভ নাম,
পেরেছি অনেক আশে ॥

মধুরং মধুরং মধুরং আহা! মধুতোহশিচ মধুরং
মধুরং মধুরং ॥

(নেপথ্যে—কঠোরঃ কঠোরঃ কঠোরঃ—
কালী বল মন—কালী বল)

রাধা। আঁ—আঁ!—কে আসছে ?

বৃন্দা। সর্বনাশ! কি হবে গ্রাম ? রাইকে কি
ক'রে রক্ষে করি গ্রাম ? জুজু আয়ান উন্নতের মত
ছুটে আসছে, এখনই প্রাণময়ী রাইয়ের লাবনা হবে।
কি হবে গ্রাম ?

সকলে। কি ক'রে রাইয়ের প্রাণ বাঁচবে গ্রাম ?—
কৃষ্ণ। তাই ত বন্দে! কি করি ? কি ক'রে
রাইকে রক্ষা করি ?

বৃন্দা। বিপদবারণ! তুমি কি ক'রে রক্ষা করবে
আমি বলব!

কৃষ্ণ। ভর নেই রাই—আশুতা হও, আমি তোমার
জন্তু আজ আয়নের ইষ্ট-দেবতার মূর্তি ধারণ করি।

(আয়ান ও কুটিলার প্রবেশ)

কুটিল। ওই যে গো দাদা কালাচাঁদ—আর ওই
যে রাধাবিনোদিনী!

আয়ান। কই কুটিলে আমি ত দেখতে পাচ্ছি
না ?

কুটিল। হি ছি ছি—কি ঘেমা। কুলবতীও
এই কাজ ? নিরজ্ঞা! কি করল—নিরুলক বুলে
কালী দিলি ?

আয়ান। কালী—কই কুটিলে, কোথায় সে!—
আঁ আঁ এ কি—মা! আনন্দময়ী—তুমি ? বুঝভা-
নন্দিনী তোমার পূজা করে ? আমাকে গোপন ক'রে,
মায়ের সাধিকা আমার স্বকীয় শক্তি নিত্য নিত্য
তোমার চরণস্থ পান করে ?—মা! মা! শঙ্করি!
কালভয়বারিণি! দহুজলনি! কালি!

(কৃষ্ণের কালীমূর্তি)

আয়ান। তবে রে সর্বনাশি! নিত্য নিত্য মিথ্যে
ক'রে—বুঝভানন্দিনীর উপর আমার ঘণা জন্মাবার
চেষ্টা করছ ?—তবে রে সর্বনাশি!—(বাঁট লইয়া
তাড়ন)

কুটিল। ওগো ! যাগো ! বেরে ফেললে
গো!—

আয়ান। মা! মা! বিশালান্ধি মুক্তকেশি!
শুভনিমিত্তমথনে হরন্ত অস্তর ধ্বংস ক'রে এক দিন তুমি
সরন্ত দেবতাকে অভয় দিয়েছ—আজ আমি সন্দেহে
অন্ধ হ'রে তোমার শরণাপন্ন। অভয়ে! অধম সন্তা-
নকে অভয় দাও।

- (সবীগণের গীত) (৩য় সখী) যত কুল রাজি পবনহিলোলে
উড়ে পড়ে ছ'ছ গায়—
ও লো সই) ঐ দেখে কুঞ্জে যুগল কিশোর কিশোরী। (সকলে) দোলে যুগল গলে মোহন মালা,
কি মাধুরী কি মাধুরী আ মরি মরি॥ কটাক্ষে মন মোহে কালা
(১ম সখী) ঐ দেখে একটি কাল একটি গোর, (১ম সখী) কিবা হাত্ত সুধারামি, করে মোহন বাঁশী,
মেঘের কোলে চাদের আলো, (সকলে) ঐ হাসিতে পরায় ফাঁসী
(২য় সখী) হেথা মত্ত ময়ূর প্রেমে গরগর ঐ বাঁশীতে পরায় ফাঁসী
কোকিল পঞ্চম গায়— (রাই মনে) (রাই অঙ্গে) ঢ'লে ঢ'লে গ্রাম করিছে কেণী।

যবনিকা-পতন।

কবি-কাননিকা

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজয়াবিনোদ প্রণীত

উৎসর্গ

মুদ্রদ্বয়

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার

মহোদয়কে

‘কবি-কাননিকা’

অর্পণ করিলাম।

বিজ্ঞাপন

‘কবি-কাননিকা’ মনগড়া ছবি। বর্তমান বঙ্গসমাজে কেহ ইহার আদর্শ খুঁজিবেন না। অতিরঞ্জন-মূলক রহস্যই ইহার উপাদান। ইহাতে বাস্তবের আরোপ করিতে গেলে, পাঠক নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন।

প্রত্নকার।

কবি-কাননিকা

গৌরচন্দ্রিকা

তরল জলদম্বলিত পূর্ণচন্দ্রা, রজনী প্রভাতকলা,
—কাকগুলা সমস্থরে ক' কা করিয়া উঠিল। নরোত্তম
শব্দা শব্দা তাগ করিলেন, অর্ধনিম্নিত চক্রে তামাকুর
ডিপা খুঁজিতে লাগিলেন। রাত্রি ত আর শেষ হয়
নাই, নিদ্রা এখনও শব্দার গলা জড়াইয়া আছে, তামাকু
খুঁজিতে আকস্মিক কোঁটায় হাত পড়িল। সাজিয়া
ব্রাহ্মণ একবার টান দিলেন, বুঝিতে পারিলেন না,
—তুই বার, তিন বার, তবুও বুঝিতে পারিলেন না,
চতুর্থ বারে যখন তাহার জ্ঞান জন্মিল, তখন নেশা,
ধরিয়াছে। নরোত্তমের বুঝিতে আর বাকী রহিল
না। তখন পঞ্চম বারের প্রাণভরা টানে, ধুমরাশি
ফুৎপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া, গমনোদ্গামী রজনী স্তম্ভরীকে
আবার জোর করিয়া ধরিয়া আনিলেন। চাঁদ একবার
হাসিয়া একখানা বড় মেঘের ভিতর ঢুকিয়া গেল।
রজনী তমস্বিনী নরোত্তমের উটজ-প্রাঙ্গণের সমীরণে
কতকগুলি সরিয়া কুল ফুটিয়া উঠিল।

নরোত্তম দেখিলেন, আধার সাগরে একটা নন্দন
কানন ভাসিয়া উঠিয়াছে। একটা পারিজাত বৃক্ষের
তলে মাহুর বিছাইয়া দেবগণ মুখামুখি করিয়া কি
পরামর্শ করিতেছে। নরোত্তম কান বাড়াইয়া দিলেন।

নরোত্তম শুনিলেন, “কে যায় ?”—

পদ্মযোনি কুমেরুর শৃঙ্গে একটা আশ্রয় পর্বতের
কলিকা বসাইয়া, বাহ্যিকিক নল করিয়া মুখে দিয়া
বসিয়া আছেন। বিচারকের চক্ষু সর্বদাই মুদ্রিত,
মুখবিনির্গত ধুমরাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে,
এমন সময় চারিদিক হইতে শব্দ উঠিল, “কে যায়—
এই অকালে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকে অপ্রস্তুত
হইতে মঠে কে যায়।” পদ্মযোনি একবার মাথা
তুলিলেন, চারিদিক চাহিলেন, মুছন্থরে বলিলেন, তাই
ত বিষয় সমস্তার কথা—“কে যায় ?”

প্রশ্নকর্তা বলে, “কে যায়,” উত্তরকারী বলে “কে
যায়।” সমুখে ভগ্নচতুশ্রয় ধর্ম, পাশে বাতব্যাধিগ্রস্তা

রোগিনীর প্রায় মুহমুহ কুছনকারিণী ধরণী, উভয়ের
চক্রে অনর্গল জলধারা—সমস্থরে উভয়েই বলিল, “যদি
কেহই না যায়, তবে উপায়।”

ধর্ম ত গিয়াছে, পৃথিবীর ঘাইবার আর বড় বিঘ্ন
নাই। পৃথিবীর প্রিয় সন্তান বড় বড়—জ্যোতিষগণ
গ্রহনক্ষত্রাদি সকলে অবিরাম দূরবীক্ষণ লাগাইয়া
বসিয়া আছে। অনুসন্ধান করিতেছে, তাহাদের মধ্যে
মাহুরের বাসোপযোগী স্থান আছে কি না। চন্দ্র
পাহাড় দেখা দিয়াছে, কিন্তু তাহা সর্বদা তুবরাধর।
মঙ্গলে ভুবনব্যাপিনী তরঙ্গিনী, তরঙ্গ উঠিলেই প্রাণ
যাইবে। উপায়!—কেমনে ধর্ম ও পৃথিবী রক্ষা পায় ?
পদ্মযোনি নীরবে মুখ তুলিয়া একবার মহেশ্বরের মুখের
দিকে চাহিলেন। কৈলাসনাথ তার মনোগত ভাব
খুন্নিয়া বলিলেন,—“আম্বা হইতে হইবে না—মর্ত্যে
গোজা-আফিরের কমিশন বসিয়াছে, এ বৃদ্ধ বয়সে
যাইলে সকলে আমাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে।
আমি সেখানে অপ্রস্তুত হইতে অথবা পাগলা গার
প্রবেশ করিতে যাইতে পারিব না।” “কমরেন্দ্র
ভোমার কি ?”—বলিয়াই চতুরানন তামাকু—একটা
টান দিলেন। “আমার কি ? আমার সর্বনাশ !
যা লইয়া আমার অহঙ্কার, সেই ভীষনিন্দারী অশনি,
একটা লোহার শিকের প্রেমে মরিয়া আছে। তাহার
উপর মর্ত্যের একটা অপোগণ্ড বালক পর্যন্ত বজ্রনির্গমণ
কার্যে পারদর্শী। পথে পথে তামার ভারে আমার
আদরিণী কবিকুলসোহাগিনী কাদাম্বিনীকে বাধিয়া
রাখিয়াছে, আমি কোন্ মুখ লইয়া মর্ত্যে যাইব ?”
মহেন্দ্র ব্রহ্মার দিকে আর চাহিলেন না, চক্কের জল
ফেলিতে ফেলিতে নথ দিয়া হরিচন্দ্রনের পত্র ছিন্ন
করিতে লাগিলেন।

প্রজাপতি বরণের প্রতি সন্মুখ দৃষ্টিপাত করি-
লেন। বরণ বুঝিতে পারিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া
বলিলেন, “আমার দিকে চাহ কেন প্রজাপতি ? আমি
কি সেই মহাশক্তির তত্ত্বতায়ের হেঁপায় পড়িয়া

অয়্যজান আর কলজান নামে দুইটা বাশ্প হইয়া আসিব ?
—আমি বাইব না।”

সন্তানকেয় প্রত্যস্তরাল হইতে অক্ষুণ্ণেব উঁকি
মারিতেছিলেন। প্রজাপতির সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল।
ধরিত্রীস্বন্দরী ব্রজার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন,
“ঠাকুরদা, ওদিকে চাহিও না, ওর বিজ্ঞা দেখানে বাহির
হইয়া পড়িয়াছে। মর্ত্যবাদিগণ বুঝিয়াছে,—স্বর্গের
বাস বৎসরে আহায় হাত করিয়া কমিয়া আসিতেছে,
আর কিছুকাল পরে উহাকে আমারই দশা প্রাপ্ত
হইতে হইবে। চন্দ্রদেব বহুকাল হইতেই নারী
হইয়াছেন, মানব উহাকেও নারী বলিতে ছাড়িবে
কি ?” স্বর্গা লজ্জার অন্তঃকালের শুভার ভিতর মুখ
লুকাইল। ব্রজ আকুল নম্রনে গোলোকের দিকে দৃষ্টি
নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, গোলোকের দ্বার বন্ধ,
পূর্বর আর সে শৃঙ্খলা নাই, দ্বারবন্দী জয়-বিজয় বোথায়
চলিয়া গিয়াছে, সনক, সনক ও সনাতনের গান প্রবল
কটিকার উড়িয়া গিয়াছে। ভগবানের অস্তিত্বলোপের
কৃত্র ডিনামাইট আবিষ্কৃত হইয়াছে। সোশিয়ালিষ্ট,
এনারকিষ্ট, নিহিলিষ্ট, নিরাশ্রয়বাদিগণ জগতে ঈশ্বরত্ব
বিসিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আজ এ রাজা মরি-
তেছে। কাল ও রাজা মরিবার আশঙ্কা মনিয়াছে।
কেহ বা আতঙ্কে জড় সড়, কেহ বা ভয়ে মর মর।
ধরের আরম্ভা টুকটুকিটি পর্য্যন্ত সেই কসাইগুলার
দলে যোগ দিয়াছে। ভয়ে রাজার রাজা, দেবতার
দেবতা, পদ্মালয়কে লইয়া, পটোল মাথায় দিয়া
কলমৌশব্যায় অতি দীনভাবে অনন্তশয়নে শুইয়াছেন।
কে তারে তুলিবে ?

দেবগণ তখন একবার মুখ চাওয়া-চাওরি করিল।
—কি হইবে ? অমর যে মরিবার নয়, অনন্ত হৃৎ-
তার রাখায় বাইয়া অনন্ত প্রাণ লইয়া হতভাগেরা কি
করিবে ?

ব্রজা বলিলেন, “চল, সকলে ধর্ম্মকে সন্ধে লইয়া
স্বয়ংসুখে পলাইয়া বাই।”

দুয়ে আর্ন্তনাদ শ্রুত হইল। সকলে উদ্গ্রীব
হইয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইল। কাদিতে কাদিতে
ও কে আসিতেছে ? বাইজীর ভেড়ুয়ার ভায় রদা-
লদ্বারচূষিত, অথচ মলিন বদন, সজল নয়ন, মরুণী
মাসীর মত অনবরত কাদিতে কাদিতে, কাদিতে
কাদিতে ও কে আসিতেছে ? কে—ও, ধনাদিপতি
কুবের নয় ? কুবের আদিয়া ধড়াস করিয়া পদ্মবোনির

সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িল। পদ্মবোনি বলিলেন “এ
কি ?—বলি উত্তর দিকপাল, এ কি ? এই নাও তামাক
খাও,—বলি ব্যাপার কি ? এমন করিয়া ছিন্নমূল
তরুর মত আছাড় খাইয়া পড়িলে কেন ? বলি ওহে
ভায়া, কথা কও না যে। ব্যাপার কি ? আমরা যে
তোমার ওখানে বাইবার সক্ষম করিতেছি।”

“আর ব্যাপার—সমস্ত জগতের ধন আমি চুরি
করিয়াছি বলিয়া, আমার ঘরে ডিটেক্টিভ পুলিশ
চুকিয়াছে, স্বমেরুর গম্বীর গম্বীরে তল্লাশ লাগাই-
য়াছে।”

“আ—অম বলিলে কি ?”—দেবগণ সম্মুখে
একটাবিকট চাঁৎকার করিয়া হা করিয়া কুবেরের পানে
চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। “কি সর্ব্বনাশের কথা বলিলে
—দৈত্যদানবের অগমা, বিপন্ন দেবতার আশ্রয়স্থল
স্বমেরু অচলে মাথুবে আবোহণ করিয়া ? ওহে কুবের,
পাগলের মত কি কথা বলিতেছ ?”

“আর বলিতেছ,—কুবের বলিল, “আর বলিতেছ
—যাও দেবতা কখন সপ্নেও ভাবে নাই, তাই ঘটিল।
স্বমেরু-শেলে মাথুবে উঠিল, আমার ইজ্ঞত রাখা ভার
হইল। বহু লোকে আজ বহু বৎসর ধরিয়া স্বমেরু
অধিকারের চেষ্টা করিতেছে। এত কাল একমাত্র
তুষারবাণে সকলকে বিফলমনার্থ করিয়া আসিত-
ছিলাম ; এমন কি, লাহিসিকুলচূড়ামণি মার্কণ চতুর্ধুরীণ
ফ্রাঙ্কলিনকেও যমের ঘরে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু
কিছুতেই সেই সাংসারী নরকুলের গোঁ ফিরাইতে পারি-
লাম না। তাহার একটা রথী দম্পতী পাঠাইয়া
দিল। এবারে তাহারাই সর্ব্বনাশ করিল। কি জানি,
কি কুবেরে আমার প্রধান সহায় বিজয়ের একমাত্র উপায়
বরফ প্রান্তরকে বশে আনিল। সেই বিশ্বাসঘাতক
বরফাধমই নরওয়ে নিবাসী জ্যানসেন ও তাহার পত্নীর
জাহাজ বুকে আনিয়া আমার বাড়ীর চুয়ারে লাগাইয়া
দিয়াছে ; রক্ষা কর প্রজাপাত, অগতির গতি, আমার
প্রাণ যায়।”

সকলেই তখন পতীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, “যুদ্ধ
কর—যুদ্ধ কর।”

“চূপ কর, চূপ কর, গোল করিও না, আমাকে
বলিতে দাও।” ধনাদিপতি উজ্জ্বাহ হইয়া গভীর
চাঁৎকারে সকলকে থামাইয়া দিল।—“কাহার সহিত
যুদ্ধ করিবে ? এ দেব-দানবের যুদ্ধ নয়, রক্ষ-মানবের
প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিতে কি সাহস

কর ? ওই দেখ, গোটা বার কুকুর মহানন্দে চারিধারে ছুটছুটি করিতেছে। ওই দেখ আমার খেত ভল্লককুল নিখুঁত হইল। যেমন বাইবে, তানসেন ও তংশরীর একটিনাত্র ঈদ্রিতে তোমাদের টুটি দিবে, আর রামও বলিতে দিবে না, গঙ্গাও বলিতে দিবে না।”

সকলে কুবেরের পানে ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। নলরূপী লোপরা বাহুকি লেজ হইতে মাথা পর্য্যন্ত দীর্ঘনিশ্বাস তাগ করিলেন। কালিকার অগ্নি জলস্পর্শে নিবিয়া গেল। চাবিদিকে শব্দ উঠিল— কেবল হায়—হায় !

পটোলোপাদান কলমদলে শয়ান ভগবান, ভক্তের এ হৃৎ আর সহিতে পারিগেন না। দেবগণ নৈববাণী শুনিল, “মাইকে, ভয় নাই, আমি আদিয়াছি।”

নব-জলধর-বিজরারেরা মৌ করিয়া তাহাদের চোখের উপর দিয়া চলিয়া গেল। মৎস্যের বলিয়া উঠিলেন—“গোলোকনাথ এক কি ? ফোড়নিতলবাসিনী সুধাভাণ্ডারিণী দেবতায় অমরকারিণী মোহিনি ! আবার কি তোলাকে পাগল করিয়া তুম্বাও ছুটাইবে ?” দেবগণকৃতাজলিপটে গদ গদ কণ্ঠে বলিল, “দয়াময়, এক কি ?”

দয়াময় বলিলেন, “এবারে এই, এবারে জান্না অবতারণা।”

“হেনরী মাটিনী, মাইডার, টরপেডো, মার্সিম কামান আবিষ্কৃত হইয়াছে, যুদ্ধ করিতে পারিব না, হোয়েল ফিশারি হইয়াছে, মীন হইতে পারিব না, বরাহ হইয়া গুলি খাইয়া ‘হাম’ হইতে পারিব না, কুম্ব হইয়া হোটেলের মাসকেস শোভিত করিতে পারিব না ; নর-সিংহ হইয়া আলিপুর পশুশালায় কে প্রবেশ করিবে ? বুন্দাবনবিলাসী হইয়া মেতেঠরের কাটগড়ায় কে উঠিবে ? ভারতবর্ষে আর পয়সা নাই, কে ডাম্বেজ দিবে ? আমি নারী হইব, নারী হইয়া পুরুষের তেজ জালিব। তোমরা নিভয়ে যে যার গৃহে গমন কর।” তখন,—

সঙ্গর্ষে রবাব বীণা বাজিল মুরলি,
দেবগণ ঘরে চলে হরি হরি বলি।
নারী হ’ল অবতার সমীরণ গায়,
মর্ত্তের পুরুষগুলি করে হার হার।
পুরুত পাথর হ’ল, সিদ্ধ হ’ল জল,
তারকা উজল হ’ল, গাছে খোলে ফল।

আশুন গরম হ’ল, ঠাণ্ডা হ’ল হিষ,
শর্করা মধুর হ’ল তেঁতো হ’ল নিম।
তফাতে কেবল মাত্র মরুভূমে বারি,
রমণী পুরুষ হ’ল, নর হ’ল নারী।

অবতরণিক।

শ্রীমতী কাননিকা কবিরাজকুল কলঙ্কিত— শ্রীকৃষ্ণ—
—উজ্জল করিয়াছেন। চাবনগ্রাস, কন্তুরীভৈরব, ত্রিফলাকর, মকরধ্বজে মম্বের আর উপকার হয় না বুঝিয়া, ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত বঙ্গে আয়ুর্ষেদের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে দেখিয়া, কাননিকা নূতন পথাবলম্বনে নূতন ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে এলোপ্যাথীর কম্পজর, হোমিওর পালা, আর আয়ুর্ষেদের সন্ন্যাস; ইহাতে টেরাপ্যাথীর পাতাল গমন, হাইড্রোপ্যাথীর বিরচন, ইলেক্ট্রার বমন; ইহাতে রোগের অর-জালা ত দূর হইবেই; অধিকন্তু সুপার্কের জ্বা মরিবে, তৃষ্ণার পিপাসাপনোদন হইবে। শোকাঁ আন্দোদে নৃত্য করিবে, বিথোণী আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত হইবে, মরণোন্মুখ নব ঔষধ-প্রভাবে মন্তব্যভাসের বল ধরিবে। আর কি হইবে ? —ঔষধের গুণে গহন বনে শুকতরু মুঞ্জরিবে।

লক্ষ লক্ষ লোক মূর্খতের মধ্যে আরোগ্যলাভ করিতেছে। কেহ ঔষধ লইতে আসিয়া পথেই আরোগ্যলাভ করিয়া, পথ হইতেই ফিরিয়া যাউতেছে। শাফা-কেও বা আসিতেও হইতেছে না, ঔষধের নাম শুনিয়াই যোগমুক্তি। হিমালয় হইতে কুমারিক কবাচী হইতে সিলেট, গিলঘিট হইতে শুল্কবন, কাছাড় হইতে কোকো, সকল স্থানের সর্ব জীবের মুখে এ ঔষধের গুণ ধরে না। নরনারী চাঁৎকারে, অথ হেয়ারবে, বাতঙ্গ বৃংহিত ধ্বনিত, গাভী হায্য, ময়ুর কেকা, কোকিল কুজনে, এমন কি, ভরষ গুজনে ও সমীর নিবনে ইহার যশোগান করিতেছে। ভারতে নূতনত্ব,—স্ব-রক্ষার জন্ত ঔষধ পেটেন্ট।

এমন ঔষধ তোমার বিদিত না হওয়াই বিচিত্র। তবে গ্রহজন্মিবংশে বহির তুমি ঔষধের কথা যদি না শুনিয়া থাক, তাহা হইলে, কর্তব্যের অমুরোধে এই যোগিস্থির অগোচর স্বর্গহীর্ষ ঔষধের নাম করিতে হইল। প্রথমেই সন্দেহের কথা। যোগিকবিই যদি

জানিতে না পারিল, তাহা হইলে এত জীব ঔষধের কথা কি প্রকারে জানিল? তদন্তের এই মাত্র বলা যাইতে পারে, আজিকালি বঙ্গবাসী আমরা এইরূপই জানিয়া থাকি। যাহা যোগিগণি জানে না, দেবতাও শুনে নাই, তাহাই আমরা জানিয়া ও শুনিয়া থাকি। আমাদের দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। আমাদের দিব্যচক্ষু আছে। ঘোর তরসাক্ষর কারাগারে বসিয়া মুদিত নয়নে কল্পরঞ্জের ছায়া দেখিতে পাই। দিব্যকর্ণ আছে। সংসারের কোলাহলের মধ্যে বসিয়া, ভূমি-কম্পানোলাত বিশাল সাগরের ভীম গর্জন তরঙ্গতীরে অবস্থিত হইয়া, আকাশের গান শুনিতে পাই। দিব্যক্ষুধা আছে। সারের সার লক্ষ্মীকৃপণী ধাতু-রাগীকে রাক্ষসের কবলে ধরিয়া দিয়া, সমীরণ-সেবনে উদর পূর্ণ করি। যোগিগণির অজ্ঞাত গুহ্য কথা আমরা জানিব না ত জানিবে কে? অতি গুহ্য তত্ত্ব-কথায় গৃহ গৃহ নিনাদিত।

তবে এ কথা কে না জানিবে? ভাই হে! তোমাকে অবশ্যই জানিতে হইবে। না জানিলে তোমার নিন্তার নাই। রঙ্গমঞ্চের লালময়ী শলিতার নবনীত-কামল করাসুলিপিত কুন্তলকামল চাবুকের আবেশকর-প্রহারের ভয়ে, অনেক সংবাদপত্র-সম্পাদক অভিনয় দেখিয়া বিরক্ত হইয়াও অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া থাকে। জানিতে শিখিতে অব্যবহা প্রকাশ করিও না। ইটালীর Inquisition এ গালীলিয়ো-প্রমুখ অনেক উদ্ধত পাণ্ডিতকে 'খুঁয়া ঘুরিতেছে' এই কথা স্বীকার না করায়, কারাগারে নিষ্কপ্ত হইতে হইয়াছিল। যাহারা ভয়ে তাড়নায় অথবা অপশেষে প্রশ্নের মর্যাদা বুঝিয়া স্বীকার করিল, তাহারা সকলেই মুক্তিলাভ করিল। যে স্বীকার করিল, তাহাকে সেই পাপে কারাগারেই অস্থিপঙ্ক্ত রাখিতে হইয়াছিল। ভাই! বুঝিয়া হুসিয়া সাবধান।

কল্পনিকা পঞ্চাবতার, কাননিকা কাব, আর তাহার অব্যর্থ আদি ও অকৃত্রিম ঔষধটির নাম কবিতা-রস। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সকল দীর্ঘরপরায়ণ ভগবানের অবতারত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারাও কাননিকাকে দোষিয়া আর তাহার অনৈদগ্গিক অর্থ অতি মধুর হাবভাব দেখিয়া স্থির করিয়াছেন, যদি কখনও ভগবানের অবতার হইয়া থাকে, তাহা এই রমণীরূপে। অধিক আর কি বাক্য, কাননিকার অজ্ঞাতরায়, নিরীশ্বরবাদী

পৌত্তলিক হইয়াছে, চার্সাকের দল খণ করিয়া থাইয়াছে, কঠোরজ্ঞা গৃহিণীর শরণ লইয়াছে, কমতিয় (Comte) দল বাড়তি হইয়াছে, নবদীপের প্রেম-শ্রঞ্জে সুরধুনী ত্রিশ কুটী ফুলিয়া উঠিয়াছে, আর কত পরমহংস পরমবক হইয়া আধ্যাত্মিক-মাছ ধরিতে ভূমধ্যসাগরে উড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু রমণীকুলে হলহুল। ঈশ্বার আকুল হইয়া সকলে বক্ষে করদ্বাত করিতেছেন ও মাথার চুল ছিঁড়িতেছেন। ত্রাস্ত্রণী কল্প বেচিয়া বাইবেল কিনিলেন, খৃষ্টানী পাশ্চম্মুখে বসিয়া নেমাজ গড়িলেন, মার্কিনী থান ধরিলেন; সাধারণী অবশুওনে বহনায়ত কারিলেন, আদি বাদী হইলেন। "ঈশ্বর নারী হইয়া ভূতলে অবতারণ হইবে!—পোড়া কপাল সে ঈশ্বরের, আমরা ঈশ্বর মানি না।"

কবিতা বসমাধুগা কবিবোদ্ধ ন তৎকবিঃ। ঔষধের গুণাগুণ লইয়া তৎকরিতে চাহি না, কবি হও—বৃষ্টিতে পারিবে। তবে একান্তই যদি বৃষ্টিতে অগম হও, তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, প্রতিলেশী প্রতিবেশিনী যাহার কাছে ঘাও, সেই তোমাকে বুঝাইয়া দিবে। বিলাসী দেশীয় রাজার অত্যাচারে যে ফুল ফুটিতে ফুটিতে শুকাইয়া যাইত, তুলিবার লোক নাই বলিয়া সেই কাব্যকুরুম এখন ঘরে ঘরে ফুটিতেছে, পথে পথে গড়াইতেছে, হাওয়ায় হাওয়ায় উড়িতেছে।

কবিতা দেখে না কে? কাব্য বুঝে না কে? নারী হইয়া যদি ভূমি বৃষ্টিতে না পার, তাহা হইলে বৃষ্টিব, তোমার প্রভু বাজারসরকার-শিরোমণি। কুরুম হইয়া যদি বৃষ্টিতে অগম হও, তাহা হইলে বৃষ্টিব, তোমার গৃহিণী তোমার তাম্বল-রন্ধবাধিনী, রন্ধনশালার পঞ্চালনান্দিনী! না পারিলেও বৃষ্টিয়াছি বলিতে লাজ্জিত হইও না। ভাই হে, বৃষ্টিয়া রাখ, কাননিকা কবি।

কবি না বলিয়া কি বলিব? কবি শব্দ ত্রীভূতবাচক হয় না জানি, তথাপি কাননিকাকে কবি না বলিয়া কি বলিব? মনে যে কত কথা আসিয়া পড়ে, ব্যাকরণের জাতেরস্তাদীপ, ইন্দ্রদাদীপ বা, গার্গাত্তা:—কত সূত্রের ছবি জাগিয়া উঠে! কিন্তু হায়! নিরুপায়, কাননিকাকে আমরা কোন সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিলাম না। ব্যাকরণে, অভিধান, মাহুকের পাণ্ডিত্য-ভিমান—দশ দিক্ বন্ধনে কাননিকাকে কবি বলিয়াই চূপ করিয়া থাকিতে হইল। হায়, দেবভাষা সংস্কৃত!

তখন যদি জানিতে, এই ভারতে কপিতারসম্মী নারী
জন্মগ্রহণ করিবে, জন্মের ভরাইবে, ভুবন বাতাইবে,
আর জানিয়া জানিয়া যদি একটা অধিধান দিয়া
হইতে, তাহা হইলে লিঙ্গনির্ঘ্নে আমাদের এত
লজ্জার পড়িতে হইত না। যদি জানিতে ডুমুরের
ফুল হইবে, বল টিপিলেই জল বাহিরিবে, তাহা
হইলে পার্থক্যিক লইয়া আর টানাটানি করিতে হইত
না। অথবা ত্রিকালজ্ঞ অর্গা নারি অনেক বুদ্ধি,
সমাদিবলে তবিকৎ প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া নারীকেও
পুরুষের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। যাহার জন্ম-
কন্মের কোটি কোটি নরনারীর সেনার কাটি রূপার
কাটি নিহিত আছে, সে পুরুষ হইল না, আর যে
যাত্রাকালে শূন্য কলস দেখিয়া গমনের বিরত, এমন
দুর্দল তুমি হইলে পুরুষ! তবেই স্থির হইল,
কাননিকা কবি। এমন কবির জীবনচরিত লিখিয়া
লেখনী সার্থক করিব। সকলে আমার সাহিত্য
বৃদ্ধকরে বল :—

যর ক'রে ভাজিয়াছি গোরচান্দিকা,
আদরে সাপিয়া দিছি অবতরণিকা।
এই পাণভরা মতো করিয়া ভূমিকা,
নাবালাকা আদিলীলা শেষ বিভীষিকা
দেখাইতে রক্ত ভঞ্জে এস কাননিকা।
ফুল দেব শত শত জবা শেখালাকা,
ধান ভানলে কুড়ো দেব, মাছ বুটলে মুড়ো দেব,
সেনার পাশে ভাত দেব—আর দেব 'নিকা',
ছন্দের নিলের তরে ওগো কাননিকা!

ভূমিকা।

কাননিকার ভূমিকা, তবু অমাবতার নিবিড়
ভিমিরাম্বা নিশীথ যারিনী। সেই সময়ে শনি-
শুক্লাদি গ্রহগণ ক্রম উন্নয়ন করিয়া মীনরাশিতে
প্রবেশ করিয়াছিল। ঠিক এই সময়ে ভূতভাবন
ভগবান ভুবনের ভার বরণ করিবার জন্ত মণ্ডরা
নগরে কংসকারাগারে অবতারণ হইয়াছিলেন।
বালিকার জন্মের পর ভোগ্যোপকরণ-সময়ের

বর্ষ বুদ্ধি এবং বালিকার ক্রন্দনের কিছু বিশে-
ষত্ব শুনিয়া, দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে সকলেই ভাবি-
লেন, বুদ্ধি অস্তঃপুরবদ্ধা নিভাপীড়িতা ভারত-
ললনার হৃৎক দূর করিবার জন্ত ভগবান্ এবার
নারীরূপে অবতারণ হইলেন! অমনি সকলের
চক্ষু বুলিয়া গেল। পিতা দেখিলেন, তাঁহার প্রাণসম
নন্দিনী, নারীকূলে জন্মিয়াও বন্দাবনে নন্দনের বোঝা
মাথায় লইয়া, মাথায় চূড়া ও কটাতে ধড়া পরিয়া,
নরাকৃতি পাভীকুল প্রহার করিতেছেন। মাতা
দেখিলেন, তাঁর সাধের গোপালী শ্রবল স্নান-
মানি গোপবালকগণে পরিবৃত হইয়া, চুবু-চাপরে এক
হস্তে বস্নাগ, অস্ত্র হস্তে বন্দুক ধারণ করিয়া বকাহুর
সংহার করিতেছে!

রমণীকুল দেখিল,—তাহাদের দাসত্ববন্ধন ছিন্ন
হইল। উইলবারফোর্স, ক্লার্কসন আজীবন ল্যাট-
স্বেস শাদমূলে নিকেশ করিয়াও, বিনা অর্থরাশি ব্যয়ে
যে দাসত্বপ্রথা উঠাইতে পারেন নাই, গোপালীর
জন্মমাত্রই সেই ভীষণ দাসত্বপ্রথা ভারত হইতে উঠিয়া
গেল।

দিবাচক্ষে সকলে দেখিল,—রমণী পুরুষের স্বকে
উঠিয়াছে। গড়ের মাঠে জামল ভুগে ফুল ফুটিয়াছে।
শ্রীমন্তচারিণী কুলকামিনীর চরণপঙ্কজ-মধুপান-বিফল
ফুটবল আপাদকপোদর দ্বিগুণ ফুলাইয়া ফুলভঞ্জে গা
ঢালিয়া নরবে আকাশপানে চাহিয়া আছে। ক্রিকেট-
উইকেট প্রকৃতির রীতি লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছে।
চপল টেনিস বল, বিজ্ঞান-কার্য্যমুক্ত “নব-পাশ”-যত
যুবকের মত দরাকে সরা জান করিয়া গগনমার্গে
ছুটিতেছে।

দেখিতে দেখিতে চক্ষের আর এক পদা উঠিয়া
গেল। সকলেই তখন দেখিল,—গেলনের “সীম-
এজিন” রমণীপাদস্পর্শ মাত্রই মত্ত প্রাণবন্তের বল
ধরিল। ভীম হস্তের বহুকালের জন্ম-নিহিত হৃৎকরাশি
উদ্ধার করিয়া বাণীর রথ মনোরথবেগে ছর বাসের
পথ এক দণ্ডে অতিক্রম করিয়া হিমাদ্রি-মূলে উপনীত
হইল। আনন্দে কাকনজজ্ঞা সপ্তস্বর্ণ তেজ করিয়া
মাথা তুলিল। পিক কুহরিল, ভয়র গুণ্ডরিণ, ঝিল্লী
ঝিল্লী। মানসসংগোবরে আবার মৌলোৎপল ফুটিল।
উত্তর গগনপ্রান্তের রক্তবরী “অরোরা বোরিয়ালী”
“হুজুর্জনিগে” ছাউনি করিল। সংসারের কোলাহল
হইতে বহু দূরে অবস্থিত, গিরিজাবানী যোগিবর

বিলম্বিনী তুষার-সিক্ত স্তব্ধজটায় শিরোবেষ্টন
রক্তে করিতে শঙ্করের ধান ভুলিয়া গাহিল,— “নীর্ণ-
ন পরে কেন এ ভাব আবার ? কেন এ কটাক্ষ
দয়ার ?” হিমালয় লালসাস্পর্শে বিকম্পিততরু
গিবরের হৃদিশা দেখিয়া মনে মনে বলিল :—

গন্ধাচোয়ং জুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা,
পদ্মভ্রাজ্জা ক্ষুধিত-মধুণঃ পুষ্পমধো পপাত ॥

কুমারিকা নীহারিকাকে ডাকিয়া বলিল, “তাই
ভেঙার। প্রেমময় বৃষ্টি মুখ ভুলিয়া চাহিলেন।
মধুর প্রভুত্ব-দুর্গ এইবার বৃষ্টি ভ্রমিসং হইল।
দক্ষত যুদ্ধকালে একান্তে অবস্থিত ধৃতরাষ্ট্র সজয়-
নিঃসৃত গীতামৃত পান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা
রলেন,—“বৎস সজয়! নারায়ণ ওটা কেমন
কহিলেন ?”

তখন সজয় নিজের ভ্রম বৃত্তিয়া, কথাটা সংশোধন
রয়া বলিয়াছিলেন,— “নারায়ণ বলিলেন,—

“পরিভ্রাণায় নারীনাং সমাজদলনাং চ।

নারীদেহে ভরং রুদ্রা সম্ভবামি কলৌ যুগে ॥”

স্বথের পাঁচ মাস দেখিতে যেমন কাটিয়া যায়,
মনি কাটিয়া গেল। এই পাঁচ মাসের মধ্যে বালিকা
হাসিল, কত কাদিল, কত মাটি খাইল। মাতা
হার মুখে একদিন ব্রহ্মাণ্ডই দেখিয়া ফেলিল। এই-
হাসিতে, কাদিতে, মাটি খাইতে, ব্রহ্মাণ্ড দেখাইতে
লকার পাঁচ মাস কাটিয়া গেল।

নামকরণিকা।

ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন ও নোলকধারণ। এই ছয়ের
৪ চিরাগত প্রথা অনুসারে নামকরণও হইয়া থাকে।
স্বধূর সাতটি সন্তান একটি একটি করিয়া পূতনা-
কসী ও লিতর-রাক্ষসের করাল কবলে নিপতিত
রাছে,—পিতামহী তাই বাবাঠাকুরের দ্বার ধরিয়া-
লেন। তিনি ভ্রমিষ্টমাত্রেই পৌত্রীর নাম
থিয়াছিলেন,—“বাবাদাসী”। মাতামহী অবশ্য এ
র ভুল হইলেন না। কিন্তু কি করেন, বৈবাহিকার
ানরক্ষার্থ অনেক বিবেচনা করিয়া, বাবাঠাকুরের
৫ পক্ষানন্দে পরিবর্তন করতঃ এই অষ্টম গর্ভের
বাবাদাসী নাম রাখিলেন,—“পক্ষাননী”। কিন্তু এই
বংশ শতাব্দীর দিবসালোকে নাম-কুসুমকাননের

ভিতর হইতে একটা টগর আর একট বক ফুল
ভুলিয়া আনা হইল দেখিয়া, চারিদিক হইতে একটা
মহান্ হুলহলা উপস্থিত হইল। মামী চক্ষু মুছিল,
মাসী নাক ঝড়িল, গন্ধাজল পেঁ ফুলাইল; বকুলফুল
ডুকরাইয়া কাদিয়া উঠিল। স্বর্ণলতার নাম হইল
ধুতরা! এ কাহারও প্রাণে হা হইল না। পিতামহী
মাতামহীপ্রদত্ত নামের উপর চারি দার হইবে অক্ষয়
বচন-ছটরা নিপতিত হইতে লাগিল। অতি মুখেও
বুঝিল, নামের প্রাণ বৃষ্টি আর টেকে না।

নামকরণের দিবস চারি দিক হইতে কাতারে
কাতারে লোক আসিতে লাগিল। স্বর্গে দ্রুদ্ভি বাজিল,
মর্ত্যে বাণ্ড। তখন—

যশোদা রাখিল নাম ‘মাজু বাছা ধন’।

প্রমোদা রাখিল নাম ‘কুসুমকানন’।

মাসীমা আসিয়া নাম খুঁইল ‘পাকুল’।

মাসীমা খুঁইল নাম ‘লেভেনিয়া ফুল’ ॥

মাসীমার ‘পাউডার’ ছুটিয়া আসিয়া।

খুঁইল ‘মিঠাই’ নাম বাছাই করিয়া ॥

বালিকার মুখ দেখে মাতুলের শাশী।

আদর করিয়া নাম রাখিল ‘ভ্রালী’।

মানিনী মোদক বি এ মুখে মধুভরা।

মধুকল বাছা নাম দিল ‘মনোহরা’ ॥

কুঞ্জবালা নাগ এম এ কেতা ব খুলিয়া।

দিলেই করিয়া নাম দিল ‘অকলিঙ্গা’ ॥

কেত বা নাম রাখিল ‘লবঙ্গলতা’, আবার কেত
বা রাখিল ‘কপির পাতা’। এইরূপ কত লতা পাতা
ফুল, কত চন্দ্র-পার্বীফুল, গিরি নদী উপকূল,
প্রমদাগণের প্রেমাকর্ষণে সেন-ভবনে আসিয়া অনঙ্গ
হইয়া নাম-সাগরে ডুবিয়া গেল। কত কুটুঙ্গিনী, কত
গর্দান সম্পর্কীয়া কামিনীকুল আসিয়া, মণ্ডলাকায়ে
বালিকায় খেরিয়া বালিকার গায় নামসুধা ঢালিয়া দিল।
উদ্বোধনমুদ্র বুদ্ধি লইয়া কেমন করিয়া সেই জন্তর
নাম-সাগর পার হইবে?

কিন্তু কাননিকা নাম রাখিল কে? কে রাখিল,
অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

অন্নপ্রাশনের পর যে দিন বালিকা শয়ন, পাশ-
পরিবর্তন ও ভুজঙ্গগমন ছাড়িয়া, প্রথম হামাগুড়ি দিতে
আরম্ভ করিল, যে দিন উঠিয়া পড়িয়া, হাল্লা ঢালিয়া
আঙু পাছু ছই এক পদ চলিতে শিখিল, সেইদিনেই
কেমন করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে বালিকা

গৃহপ্রাপ্তগত ক্রোটনকুণ্ডে ঘাইয়া অঙ্গ ঢাকিয়াছিল। যে দিন তামাণ্ডি ছাড়িয়া দাঁড়াইতে শিখিল, সেই দিনেই শিশু সভয় পক্ষে অভয় তর দিয়া, চপলাচন্দকে লোকের চক্ষে পুঁজি দিয়া, আইভিলতার অন্তরালে দৈনিক সময় লুকাইয়াছিল।

এই সকল দেখিয়া সুনীয়া, বালিকার এই অত্যাশ্চর্য্য কাননপ্রীতির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, বালিকার সহিত কাননের প্রকৃতিগত কোন সম্বন্ধ আছে অস্বহান করিয়া, কাননিকার জননীর ভগিনীর ননদিনীর প্রণয়জননী ভেসিকা বালিকার নাম রাখিল কাননিকা।

অমনি কে যেন কোথা হইতে আসিয়া কেনন করিয়া গোলাপ মল্লিবাণি কুমুমরাশি সেনেদের অন্তঃপুরের ঘোষিমণ্ডলীর পদপঙ্কজে ঢালিয়া দিল। সমীরণ ঘন ঘন বহিল, তপশন গনু গনু জ্বলিল, বৃষ্ণচূত বৃথিকা কুমুদ করিল। আর সন্ধ্যাকালের অরুণগগনবিচারিণী প্রকৃষ্ণা কাদম্বিনীকুল ধীর সমীরে অঙ্গ ভাঙ্গিয়া, তরতর করিয়া চলিয়া গেল। তখন সকলে বুঝিল, নামকরণ এইবারে ঠিক হইয়াছে।

নামালোচনা

কাননিকার বালালীলা কিগিব কি?—কিন্তু তোমাকে একেবারে সেই প্রেমসমীর যৌবন-তটিনীর তরণতরঙ্গে হাত-পা বাঁধিয়া দেওয়া দিব? সংসারের দুঃখভারাক্রান্ত তুমি গড়িতে গড়িতে ডুবিয়া যাও! যদি কখন বোধন খুঁজিয়া ভাসিতে পায়, তরঙ্গপ্রহারের তাল সামলাইয়া উঠিতে পার ত বৃক্ষোদয়ের বল পাও। না পার ত সংসারের সকল আলা-মদ্ভগা এড়াইলে! কিন্তু হয়! পোড়া রসাল যে গাছে ফলে! তুমি আমি তার তলে—সেই মিন-ব-বাগরলিত—দেখিতে বৃক্ষ, কিন্তু বৃক্ষার-বশন কাঠবিড়াল-বণ্ডিত পক রসালটির প্রতি সতৃপ্তনয়নে চাহিয়া থাকি। কখনও ভাবি হয় বে রসাল! তোরে বৃন্ত-বন্ধনে বাঁধিল কে? বাঁধিলই যদি, কেন তবে ভূমিকুসুমোত্তর মত আমার গৃহপ্রাপ্তগে, আমার অস্বপ্নত পর্ণকুটারের শীতল ছায়ায় আনিয়া বাঁধিল না? আমি হস্তপ্রসারণের দায় হইতে নিবৃত্তি পাইতাম। কখনও ভাবি, এমন বিল্লী, নীরস, দ্রুতসম্বন্ধ সহকার-বন্ধে এমন দিগন্তপ্রসারী কঠিন

শাখায় এমন সোনার ফলটি রাখিল কে? রাখিলই যদি, ফলটিকে থাকাল করিল না কেন? কাঠবিড়াল কাছে বসিয়া করলেহন করে; পাখী পাখা বাড়িয়া মাথ নাড়িয়া প্রলাপ বকে; তুমি নিম্নে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া পাখী-বিড়ালের রক্ত দেখ, আমি কল্পনার আকর্ষণে দিয়া ফলটিকে আমার কুণ্ডে আনিয়া তাহার হৃদয়ে একটি মধু ঢালিয়া দিই।

ভাই চে বিদ্যবিভূষণ! এই সহকারেই সোহাগ ভরে, শাখায় শাখায়-পাতায় পাতায় জড়াইয়া, মাদবীলতা প্রাণ পায়। এই সহকারিণিরই প্রভাত-সমীরে তরঙ্গ তুলিয়া, বসন্তবিনোদী পিকবর ললিত পঙ্কমে গান গায়। ভাই হে!

বিগতির নির্বন্ধ যায় না হ'টে।

যেইখানে চন্দ্রাঙ্কল সেইখানে বটে ॥

অনেক দুঃখে মানব কল্পনার আশ্রয় লয়। চলনা বন্ধনার লীলাহল সংসারক্ষেত্রে পা বাড়াইতে সাহসনা করিয়া, কত একেজো পাগল ঘরে বসিয়া আকাশকুসুম দেখিতে ভালবাসে। তাই ত, সহকার-তলে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে উর্দ্ধে চাহিয়া বলি, 'ভাই, অতি-সৌভ! হলিতে ছলিতে গলিয়া যাও। আর যেন তর তোমায় বাঁধিয়া রাখিতে না পারে। সুধাকুপিনী তুমি বরিয়া বরিয়া, এই হস্তভাগের বদন-কামাকুপে বাঁধ খাইয়া ডুবিয়া মর। মরিয়া 'দিল্লীধরো বা' হইয়া আমার হৃদয়-রক্তের হৃৎপ্রকার দমন কর। তোমার আকাশক পতন-প্রহারে মরিয়া যাই, তাহার ক্ষণ নাই। আমি মরিতে মরিতে মরিব না। 'ছায়ায় লেইয়া শান্তহৃদনে ভায়ের মত শরশযায় গুইয়াও, সহস্রাবধিকৃত কলেবরে অহা উভ মরি মরি করিতে করিতে যত দিন পারি, বাঁচিয়া রহিব'। তাই বলি, মধুভরা কাবারসের আকর, অন্তর্নিহিত কাব্যভর কাননিকার যৌবন-রসাল! কেন তুমি নীরস, অস্বপ্ন বালা তরুণিরে অবস্থিত হইয়া সমীরণ-সোহাগে ছলিতে ছলিতে তর-মার্জার আর পরকৃত পিকবরের লালসা বুদ্ধি করিবে? তাহার গাছ হইতে গাছে ফেরে, ফল হইতে ফলে যায়। আর আমরা কেবল তোমার পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি। আমাদের কামনা কি পূর্ণ হইবে না? ভাই, উত্তলা হইও না।

একটা বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সমালোচনা তীক্ষ্ণ-দর্শনে অবতারের বালালীলা-বর্ণন-পথে অনেক অবজ্ঞা-কণ্টক আবিস্কৃত হইয়াছে। কাল প্রান্তরে

মাস্তে অবস্থিত ছমর মহর্ষি কৃষ্ণদেবপায়ন এত দিন
 ারে বরচিত বাদকশীতে আসিয়া লীলা সংবরণ
 রিয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধ বয়সের লগ্না যমুনাসীকরসিক্ত
 ষাভাঙট সকলে মিলিয়া কাড়িয়া লইয়াছে। মহানরত-
 চরিত্রা শ্রীমন্তাগবন্তের স্বস্ত হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।
 প্রত্নতত্ত্ববিদের তীর কটাক্ষে রাসেশ্বরীর কোমল প্রাণ
 ুখি আর টিক না। ভূই বিন পবেই শ্রাবের বাস
 দালি হইবে। আমিন নরোত্তম শর্মা এতদ্বারা সর্ব-
 দাদারণকে জানাইতেছি, বিশাল বঙ্গে যে কেহ কৃষ্ণকে
 অবতার বিশ্বাস করিয়া আরাধনা করিয়া থাকি, সকলে
 এই বেলা মৎসমীপে আবেদন কর। বালক হও,
 শ্রীশক্তিধর বুদ্ধ হও, বসন্তাগর যুবক হও, কিংবা
 যন্তময়ী লাক্ষ্মণালিনী রসভরঙ্গিনী যুবতী হও, অথবা
 রক্তদন্তা দীর্ঘকণা স্বপ্নবধা বর্ষায়দী হও, তোমাদের
 মধ্যে আরাধনে যে শ্রেষ্ঠ হইবে, তাগকেই শ্রাদ্ধ-
 বিলাসিনী করিয়া দিব। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তীর
 মত পেঁচি অধিফেনেসেবা নহি। সে প্রসন্ন গোয়ালিনীর
 ল্প খাইয়া কৈড়ের মাপ লইয়া গোল করিত, আমি
 দার দিয়া জুয়ের প্রত্যাশায় ইা করিয়া বসিয়া থাকি।
 আমাকে অবিশ্বাস করিও না।

আর এক কথা। কোন্ অবতার বালালীলা
 দেখাইয়াছেন? ভুবিক্রয় পরশুরামের দেবদ্ব-বিকাশ
 ক্ষত্র-সংহারে, বামনের বলিহুলনে, হরদত্তভঙ্গে ও
 ভার্গবের দর্পচূর্ণনে আদর্শরাজ রঘুকুলেশ্বরের দেবায়ার
 দ্বর্জিত হইয়াছিল। গভীর রজনীতে পতি-পার্থগতা
 স্বপ্নাঙ্ক-লুপশায়িনী গোপাকে পরিত্যাগ করিয়া গোতম-
 ল্পচন্দ্রমা সন্ধ্যাসাংলয়নে চতুঃপদে গৌবন-শ্রুতি তা
 প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন! মেরোনন্দন ত্রিংশত
 বৎসক্রে, মহম্মদ চত্বারিংশতে প্রচারকার্যে ব্রতী হইয়া
 নিজ নিজ দেবত্বের পরিচয় প্রদান করেন। তবে এই
 সকল মহাপ্রাণ আকাশকুহুরের মত মানব অগোচরে
 কুটিয়া, স্বপ্নগৃহ আকাশজিক্তের মত ভূতলে অবতীর্ণ
 হইলেন নাই বলিয়া, সকলেরই জন্মকথা বর্ণিত হইয়াছে।

তবে কাহারও বা স্মৃতিকাগূহে স্বর্ণ হইতে পুষ্প বর্ষিত
 হইয়াছিল, কাহারও বা স্মৃতিকাগূহপার্শ্বে, সহস্রোদিত
 শিখোজ্জ্বল চলভারকা-পরিচালিত মেজাইগণ (mgai)
 আগমন করিয়া, সমবেত স্বরে ভগবৎসন্তানের
 যশোগান করিয়াছিল। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে
 জিহোদীর দেবমন্দিরে একবার মাত্র আত্মপ্রকাশ করতঃ
 আশ্বা আঠার বৎসর পরে গালিলীয়াগব-বিদ্যোত শ্রামল

প্রান্তরে পণ্ডায়মান দীর্ঘর-সন্তান আনন্দশ্রম্য ভ্রাতৃপর্ণকে
 জগতে প্রেম বিলাহিবার জ্ঞা আহ্বান করিয়াছিলেন!
 যিশুরীষ্ট এই অষ্টাদশ বৎসরের দীর্ঘ জীবন কল্পে
 প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কোন 'হুমহাচার'
 পড়িয়া কে কবে কি জানিতে পারিয়াছে?

তবেই হইল, অবতারের বালালীলা নাই। কাজেই
 আমাদের কাননিকা জন্মাবধিই সিবিপ্রত্নগিরির মত
 অন্তরে অন্তরে রদিয়া, 'অহ-মালিা সবস্বতীর' মত
 সৈকত-পুলিনে পশি, ভাস্কর গাঙের মত একেবারে
 ভরা যৌবনে, পুত্র পুত্র ফেনরাশি মুণ্ডপাতের হাসি
 ছায়াতে হাসিতে, 'ভাঙ কুল ভাঙ কুল' করিতে
 করিতে আসিয়া পড়েন, এইটিই না তোমার কামনা?
 কিন্তু তাহা আ! হইল কই?

কাননিকার বালালীলার পূর্বরাগ আছে; প্রেম-
 বৈচিত্র্য আছে; দিব্যোন্মাদ আছে! ইহা ভিন্ন
 উনাবংশ শতাব্দীর পেটেই পেমরঙ্গ হিষ্টিয়া আছে!
 তাহার উপরে আছে লোকসময়ে অশঙ্কল, আর
 অন্তরালে ভাবননাশী, সখা-সখার করপীড়নে মুচকি
 হাসি। সবই যদি রাগল, তবে নাই কি? সেই
 গোচারণের মাঠ আছে, কিন্তু গোখন নাই। সেই
 গোবর্দ্ধন গিরি আছে, কিন্তু ধারণ নাই। নব নারীর
 বদলে নব নর আছে, কিন্তু বারণ নাই! সেই যমুনার
 জল আছে, কদম্বের তল আছে—সম্মরণ আছে, কিন্তু
 হায় আরোহণ নাই। আর সেই কুটিলার ভাই গর্দভ-
 কুণের চাঁই অগ্নয়ন আছে, কিন্তু ত্রিজগতে তার স্থান
 নাই।

সকলেই স্থির করিল, বালিকা শশিকলার ত্রায়
 বাড়িবে; কিন্তু কাননিকা সকলকে লজ্জিত করিয়া
 কদলীরফের ত্রায় বর্জিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ
 ছই বৎসরে তিন; তিনে পাঁচ; পাঁচে আট; আটে
 একাদশ বৎসরে উপনীত হইল। দ্বাদশে কাননিকা
 ঘোড়শী। তিন বৎসরে বালিকার হাতে তুলি ও
 পেন্সিল হইল।

তিন বৎসরে বালিকা কত কি শিখিল। পঞ্চম
 বৎসরে বায়না ধরিল। দে বড় বিয়ম বায়না! এক
 দিন সন্ধ্যাকালে প্রাসাদ-দ্বাদোপবে মাতামহীর হাত
 ধরিয়া বালিকা পদচারণ করিতেছিল, এমন সময়
 পথপার্শ্বস্থ উদ্যান ভিতরে একটি বরুলফের অন্তরালে
 হইতে পূর্ণিমার চাঁদ বালিকার পদনখের প্রতিদ্বন্দী
 , চাঁদগুলোকে দেখিবার জ্ঞা উকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।

কিন্তু হায়! হতভাগা শশী, মাতামহীর কাছে আত্ম-গোপন করিতে পারিল না। মাতামহী অঙ্গুলিনির্দেশে বৌদ্ধিজীকে চাঁদ দেখাইল। বালিকার অমনি চাঁদ ধরিবার সাধ হইল। হাত চিনাইয়া চাঁদকে ডাকিল। চরণে স্থান পায় নাই বলিয়া, দারুণ অভিমানে অভিনানী শশধর এক একবার মেঘের কোলে মুখ লুকাইতে লাগিল। আর তরতর করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। শশী ধরা দিল না বলিয়া, কাননিকা মাতামহীকে চাঁদ ধরিয়া দিতে বলিল। ‘চাঁদ কি রে ধরা যায়?’ বালিকা কাদিয়া উঠিল। তখন মাতামহী দুল দেখাইল, দুল দেখাইল, মুগ চুষিল, গা নাড়িল। কিছুতে কিছু হইল না। বালিকার হর, গ্রাম হইতে গ্রাম, শেষে নগর ছাপাইবার উপক্রম করিল। তখন ‘গিরিবর! আর আমি পারিনে যে প্রবেশ দিতে উমারে।’ গিরিবর আসিলেন, উমাকে মুকুর দেখাইলেন। কিন্তু হায়! এ উমাত নগেন্দ্রনন্দিনী নয় যে, ‘মুকুরে দেখিয়া মুখ, উপজিবে মধা স্বখ, বিনিমিত কোটি শশধরে’। শেষে যে যেখানে ছিল, সব আসিল; কিন্তু কিছুতেই বালিকার বায়না থামিল না। ছার হইতেও নামিল না; চাঁদ চাহিতেও ছাড়িল না। সংসা কোথা হইতে নবদুর্লভলভনাম, নয়নাভিরাম, সুগোল, সুডোল, একটি বালক আসিয়া একবার সলিলাস্রুত বালিকার মুখপানে চাহিল। তার পর চাঁদের পানে চাহিল। তার পর গাখিল, ‘আবার গগনে কেন সুখাণ্ড উদয় রে!’ অমনি আগুনে জ্বল পড়িল। সকলে বিস্মিত হইয়া বালকের মুখপানে চাহিল। কিন্তু হায়! সকলের চক্ষে ধূলা দিয়া সে বালক দেখিতে দেখিতে কোথায় মিলিয়া গেল। সবাই চক্ষু মুছিয়া ভাবিল, চোখের লব।

রাসক।

সুকৃতি, বঙ্গভাসার অস্তিত্বলোপের বায়না করে; সে ভাষার নিধু বাবুর টপ্পা আছে। বানিনী কবিকুলের মুণ্ডপাতের বায়না করে; কথাকবিনে রাম বহুর বিরহ আজও পর্য্যন্ত রাখা তুলিয়া গগন স্পর্শ করিতেছে। ভ্রমর গোলাপকে পাখাড়ে পাঠাইতে বৌ বোঁ করে; গোলাপ তাহার ভার নয় না। কমলিনী স্থলে উঠিতে লালারিত, জলের হিজোলে তাহার শ্রোণ বয় না। কবি রমণীমুখের হাঁচ তুলিবার সাধ করেন:—

‘কমলিনী বলিনী দিবসাতয়ে।

শশীকলা বিকলা জগদাকরে॥’

কাননিকার চাঁদ ধরিবার বায়না। বুঝি বালিকা নুফিয়াছিল, শশী-করে কমল গুফায়, বিরহীর কলেবর দগ্ধ হয়। বায়না করে না কে? তোমার বায়না নাচো ‘বলে’, তোমার ‘তিনি’র বায়না ‘পোলো’ খেলে। বায়না ছাড়া কে? সমতান ঈশ্বরকে বায়না করিয়া স্বর্গচ্যুত হইয়াছিল। কংগ্রেস Simultaneous Examination-এর বায়না ধরিয়া কত গালই না খাইল! অয়রলাণ্ড হোমরুল লইয়া দেশ মাতাইল। সেই সঙ্গে রেডিকেল লর্ড হাউস উঠাইবার বায়না ধরিল; তাণ্ডব নাচে নাচিল। বায়না কোথায় নাই? কোমলার কোমল জুয়ে, প্রবলের বিশাল বন্ধে—তরুতলে, পৃথকুটরে, অটালিকায়, বেলভিডিয়া—বায়না কোথায় নাই? বড়লাটের বায়না শৈলাবাস, ‘ছোট’র বায়না ‘জুখী’ নাশ।

তবে আমাদের কাননিকার বায়না থাকিবে না কেন? বয়নের সঙ্গে কাননিকার বায়নার পরিসর বাড়িতে লাগিল। ক্রমে এমন বেয়াড়া হইয়া উঠিল যে, সকলে ঐকমত্যে বালিকার বায়নাবিকারের প্রতি-কার-নিদ্ধারণে সচেষ্ট হইলেন। যে সকল চিকিৎসক বীজাণু সকল রোগের কারণ বলিয়া, মাথাধরা হইতে কলেরা পর্য্যন্ত টীকা দিয়া আরোগ্য করিতে চান, তাঁহারা কোন বায়নাবীরের দেহরক্তে বালিকার টীকা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কেহ বা চোখকে, কেহ বা তাড়িতে বালিকার বায়না কাঁট ধরস করারে চাহিলেন। এ সকল প্রতিকার পরীক্ষা করা হইয়াছিল কি না, ইতিহাস বলে না, তবে কবিতায় যে জয় হইয়াছিল, তাহাই আমরা জানিতে পারিয়াছি।

এক দিন মাতামহের হাত ধরিয়া, গৃহসমিহিত প্রান্তরে পরিক্রমবিরতা কাননিকা একটি বগাযুক্ত, নৃতানীল, সুশ্রবণ বোড়া দেখিয়া বোঁকা হইল। বালিকাকে ভুলাইবার জন্ত চারিদিক হইতে লোক জটিল। বালিকা ভুলিল না। মাতামহ বড় কাকরে পড়িলেন। কোলে করিয়া নাচাইলেন, অকুজিম ক্রোধ করিলেন। আহা! আহা! বালিকার কোমল অঙ্গে কঠিন করের প্রহার করিলেন। বালিকা মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি খাইল। ক্ষুদ্র তরুণমুখানিতে কথার কথায় টঙ্কার দিল। তখন মাতামহ অপ্রস্তুত হইয়া, উপারান্তর না দেখিয়া, মুখে চাদর জড়াইয়া বোঁড়া

হইলেন। নাভিনীর হাতে চাদর দিলেন। নাভিনী চোখে চুলিদেশেরা বেটো ঝোড়ায় চড়িল না। উপায় ? তবে কি বায়না-তরঙ্গিণী বাধাবিপত্তি না মানিয়া, সকলের আশা-ভরসা মাথায় লইয়া অকলে বাইয়া বিশিবে ? তাহা হইলে যে সৃষ্টি যায়।

কৃত্ত জল-স্রোত জলে বিশায়। কৃপনামিনী কল্পো-লিনীর মুখেই বদীপ হইয়া থাকে। সেই বদীপই আবার ফলে-ফুলে শোভা পায়। সেখান ফুলাদী প্রিয়মু-লতা অশোকবেষ্টনে আকাশে উঠে ; প্রান্তরচাষী সমীরণ-অঙ্গে বুক দিয়া লুঙ্গু কন্মর ফলে-ফুলে মধু লুটে। সেখান সকল ভাবের ব্যতিক্রম। গৃহে গৃহে, পথে পথে, কুঞ্জে কুঞ্জে মধুক্রম।

কাননিকার বাঘনা-স্রোতোমুখে বদীপ তইল। তাহাতে কবিতা-কুহুম ফুটিল। দূরে প্রান্তরপারে ঝাঁপারে অঙ্গ ঢাকিয়া কে যেন গাহিল—“লড়বড়ি খোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে।” বালিকার খোড়া চড়িবার সাধ মিটিল। তখন সকলেই বৃথিল—কবিতা-রসই কাননিকার বাঘনা-স্রোতের মূণ। সকলেই বৃথিল, বালিকা রসিকা হইতেছে !

উপক্রমণিকা।

কাননিকার মাতামহ নিরঞ্জন সেন, শস্তর বিশ্বপাবন রায় কর্তৃক পদ্মানদীর তীর হইতে কলিকাতায় আনীত হইয়া, গৃহজামাত-পদে বসিত হইয়াছিলেন। তিনিও শস্তরের দেখাদেখি, কিন্তু তাঁহাকে ডিঙাইয়া, বছরদিন পূর্বে হইতে বায়না দিয়া তিনটি জামাত-শাদ্দুল ক্রয় করেন। তাহাদের মধ্যে একটি ছিল, ব্রহ্মপুত্রের তীরে, দ্বিতীয়টি মেঘনার ধারে, তৃতীয়টি ধলনার চরে। আমাদের কাননিকা, নিরঞ্জনের কনিষ্ঠা কন্যা ভামিনীমণির স্ত্রীধন—রমণীচরণ বাগতটের একমাত্র সখল। নিরঞ্জনের গৃহ রমণী-তন্ত্র সংসার-রাজত্ব। কস্তার কস্তা তস্তা কস্তা—এইরূপ কস্তালগ্নায়ে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ। জামাতা, প্রজামাতা, অতিবৃদ্ধ ততোহদিক এইরূপ জামাতাবলী হইয়া তাঁহার সংসার। আগমে জামাতা নিগমে জামাতা। উছট খাইলে জামাতার ঘাড় পড়িতে হয়। পড়িয়া গেলে জামাতা ঘটিতে ভর করিয়া উঠিতে হয়। এক কথার জামাতার জামাতার ধূল-পরিমাণ।

কিন্তু নিরঞ্জনের গৃহ রমণীসঙ্কুল হইল কেন ? কস্তার বিবাহ হইলেও ত সে শস্তরগৃহে যায়। নিরঞ্জনের গৃহের জলস্রোত পাঠাড়ে উঠিল কেন ? সে কথা বলিতে পুঁথি বাড়িয়া যায়। কিন্তু কাননিকা-কাব্য-পল্লয়ে, নিরঞ্জনের সংসার-কথা যে জাকরাণ ! কাজেই অগ্রে পলায়ের প্রধান উপকরণ মন্থনা পিষিতে হইল।

কাব্যময়ী কাননিকার অনন্ত লীলা। ছই চারি স্তবকে লীলা সাঙ্গ হয় কি ? পাঠক, বোধ হয়, ইহাতেই বিরক্ত। কাননিকার কাব্যকথা, কাননিকার ব্যয়োগির সহিত বায়না-বিবর্তনের কথা ঢলে ঢলে বর্ণে বর্ণে রসপ্রবাহে পরিপূর্ণ। সে রসতরঙ্গে তরঙ্গায়িত লীলা-ললিত কাননিকার কথা শ্রবণে ধৈর্য চাই। পাঠক, ধৈর্য ধরন। সেল কিটের আবেশময় কল্পনা কক্ষে যে তৃপ্তি না পাইয়াছেন, ব্রাউনিজের ভাব-মাগরে ডুব দিয়া যে রস সংগ্রহ করিতে না পারিয়া-ছেন, পাঠক, কাননিকার কাব্যকথায় আপনার সে তৃপ্তির সাধ যুচিবে ; ততোহদিকতর মূল্যবান রত্নের সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তাই বলি, পাঠক ধৈর্য ধরন। আর ধৈর্য ধরিয়া শ্রবণ করুন, ঊনবিংশ শতা-ব্দীর এক বৎসরের এক দিবসের এক সময়, ভামিনী-মণির সাত রাজার ধন রমণীচরণের শস্তর নয়নরঞ্জন নিরঞ্জন কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন।

কলিকাতায় আগিয়া, নাগরিক-মধুকরের রহস্ত-দংশনভরে নিরঞ্জনের কথা কমলিনী দিবসে ফুটিতে ফুটিতে ফুটত না। যখন ধরণী, কুমারকুলের পাটরাণী ‘ম্যালেদ’ ঠাকুরাণীর মত কোমল বক্ষের রসভরঙ্গ গোপন করিবার জ্ঞাত, সর্বজ্ঞ তাম্রবসনাকলে আবৃত করিত, যখন চটের কলের শ্রবণভেদী কোলাহল, গৃহ-প্রাচীরস্থ চটকুলের তরঙ্গমধুর কণকল, দিবালোকে আধারদর্শী ক্রিয়াহীন, অমহীন, লম্বশাটপটাবৃত নবা-বস্ত্রের হা হা, আর সমগ্রাণতায় দলে দলে সমাগত বায়স-কুলের ঐতিমধুর ঝা ঝা—একত্র মিলিয়া, পেচকের কমকণ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করিত, সেই সময় সমীরণে সাতার দিতে ছই একটি কথা-কুহুম নিরঞ্জনের মুখ দিয়া বাতায়ন-ছিন্নপথে বাহির হইয়া আসিত।

ক্রমে সভাবের অভাব হইল। নিরঞ্জনের কঠ-মৃণালে কমল না ফুটিয়া উগর হাসিল। বলাদপি বজ-সন্তানের মুখে বালুলা বাহির না হইয়া ইংরাজী ছুটিল ; ত্রিভুবন চমকিত হইল। ডারউইনের প্রোতাম্বা এই আকস্মিক বিকাশের কারণ নির্দ্ধারণের জ্ঞাত তিন দিবস

তাহার গৃহের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ছিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, হতাশ হইয়া রুদ্ধাশ্রয়ের তালতরুবাসী বামাতুরগণের সহিত করমর্দন করিয়া, আফ্রিকার গরিলাবাসে দ্রিগিয়া গেলেন। প্রতীবেশিগণ অবাক হইয়া রহিল।

কারণ নির্ধারণ আশি করিয়াছি। নানা কারণে নিরঞ্জন বঙ্গভাষা ও বঙ্গনর-কুলের উপর বিরক্ত। ভাষাশাস্ত্রী নিরঞ্জনর মাথা খাইয়াছিল। বিশ্বাস-যান্ত্রিক বঙ্গভাষা পথার পায়ে বলে ‘লবণ’ কলিকাতায় বলে ‘মুণ’। সেখানে বলে ‘হেতা’, এখানে বলে ‘গুন’। আর পাশ্চাত্য নর, ভাষার বিশ্বাসহনে ভ্রান্তিত না হইয়া নিরঞ্জনর কথা শুনিয়া হাসিত। নিরঞ্জন মনে মনে প্রতিক্রিয়া করিলেন, বাঙ্গালী ভাষা আর মুখে আনিব না; বাঙ্গালীর মুখ আর চোখে দেখিব না; কিন্তু হয়। এ কি ক্রমগতপ্রাণা রাখার প্রতিজ্ঞা,— “কাল মেঘ আর দেখব না, কাল চোখের তারা আর রাখব না সখি”, যে কথার অর্থ উলটাইয়া রাগের কথা প্রেমের অর্থ প্রকাশ করিবে। ‘আমার কানাই ভাল’ দৃষ্টিহীনতার পরিবর্তে বগাট-অঞ্জুর প্রাতিপ্রগাঢ় প্রীতির ভাব বহুইবে। এ যে উনবিংশতি শতাব্দীর বঙ্গ-মুগ্ধকের প্রতিজ্ঞা।

প্রতিক্রিয়া অটল। কলিকাতার আসিয়া, মাইসেক-মধ্যে নিরঞ্জন যুক হইলেন। বঙ্গেরক পরে চোখে চসমা দিয়া, বাটীর বাহিরে আসিয়া, ইংরেজীতে মুখ খুলিলেন। অল্পকাল মধ্যেই নিরঞ্জনমুখে ইংরাজী-শব্দ ফুটিতে লাগিল। কখন কখন বা ভূতাবগের মধ্যে কেহ কোনও অত্মীয় করিলে মুখ ছুটিতে আরম্ভ করিল।

আসন কথা, নিরঞ্জন বাঙ্গালী ভাষা ত্যাগ করিলেন। তবে এক দিন বিহার দংশনে ‘বাবা পো’ বলিয়াছিলেন, আর এক দিন সোপান হইতে পদজলিত হইয়া পড়িয়া ‘গেছি রে’ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন। আবার বৈয়াকরণ ইহাকে আর্থ প্রয়োগ বলিয়া থাকি।

নরের উপর দাক্ষিণ্য ঘৃণা রমণীপ্রিয়তায় পর্য্যবসিত হইল। প্রথমেই নিঃস্বার্থ শ্রেমিক নিজের ঘর আদর্শ করিবার অন্ত গৃহীণীর করে পাচনবাড়া দিয়া, আপনি ভেড়া হইতে চাহিলেন। বিশ্বপাবননন্দিনী সেকালের হিন্দুরমণী স্বামিদত্ত সেই মহামূল্য ধন গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু মুঘল যখন জাম্মাছে, তখন কি অমন অমনি মিলাইয়া যাইবে। যাদব পরিত্যক্ত মুঘলকণায়

শর গজাইয়াছিল। কালে মাতৃপরিত্যক্ত বষ্টি ভগ্নাংশ হইতে, নন্দিনীজয় জননমননে স্বাধীনতার চাকা জমিল। কালে সেই কল্পরন্ধের একটিতে কাননিকা ফল ফলিল। শরঙ্গী মুঘল বহুকুল ধ্বংস করিল, ফলরূপী মুঘল কুলনাশন হইবে না কেন!

যন্ত্রের কলাগে নিরঞ্জন হাকিম হইয়াছিলেন। হাকিম হইয়া অলি-গলি, বন-বাদাড় মাঠ-পাণ্ডা ঘুরিয়া আইনবাগে বঙ্গীয় মাংসাশী মেঘগুলোকে তাহার জঙ্করিত করিবার প্রয়োজন হইত। নিরঞ্জন সেই স্ত্রীক্ষরনিকর ইংরাজী ভাষা শরণনে জুড়িয়া ছুড়িতেন। বিচারাসনদ্রাবিষ্ট ভাষাঃমুখাঃদের পক্ষশরে এক সময় মৃত্যুঞ্জয়কে পর্য্যন্ত কাপিতে হইয়াছিল। হতভাগ্য বাঙ্গালী-নরকুল নাশ করিবার জন্য নিরঞ্জন সংহারমুর্তি ধারণ করেন। কিন্তু কিছুতেই সে বক্তবীজ-বংশ ধ্বংস হইল না।

আম্মার দোহাই দিয়া অর্থগাভে ভায়া আমার দিন দিন কত অকার্য্য করিলেন। মানীর মান, বংশের সম্রম, দুর্ব্বলের প্রাণ, অনাথের আশ্রয়, কুলবতীর লজ্জা-ধর্ম্ম, অপরাধী হইতে যত আঘাত না পাটয়াছিল—তাঁহা হইতে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল, আমাদিগের ডেপুটীরাপী নিরঞ্জন হইতে। কিন্তু ভ্রান্তিত হয় কে? তুমি না আমি? আমি ত চীন-জাপানের বুদ্ধ শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছি। আত্মাভিমানে অন্ধ রাজার আজ্ঞার কত নারী স্বামিহারা, কত পুত্র পিতৃহারা হইতেছে। কত লোক অনাহারে মরিতেছে। তুমি আমার মাথায় হাত দেওয়ার কথা শুনিয়া চক্ষে বাসনাঞ্চল দিয়াছ। তাতে কার কি?

“তথা বাসনে বাসনে বাসনে দূতী।

গেলে কথা কবে না সে নব-ভূপতি।

যাবি তোরা মানে মানে,

কিরে আদর্শ অপমান

আমরা স্তনে মরব প্রাণে,

তাতে শ্রামের কি ক্ষতি?

কি ক্ষতি? তুমি আমি কাঁদিয়া মরিলে নিরঞ্জনের কি ক্ষতি? কিন্তু এখন? এখনকার অবস্থা আর কি বলিব? কেবল যাহার উপর আরোহণ করিয়া কৃষকপুত্রেরও মুখে তত্ত্বকথা বাহির হয়, সেই বিক্রমাদিত্যর বক্রিশিংহাসন—মাতীর ধন মাটীতে মিশিয়াছে। শার্দূলীকৃত মুখিক আবার মুখিক হইয়াছে। সেই দরিদ্রদলন প্রভুরঞ্জন নিরঞ্জন কর্ম্ম হইতে অবসর

গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। যৌবনসুখস্বস্তি আকাশে আঁকিয়া, গৃহপর্ষ্যকে গা ঢালিয়া, পুলিশপ্রহরণ নিরঞ্জন এখন যন্তিতে দণ্ডকরনা করিতেছেন। সকলই গিয়াছে। ঋকিবার মধ্যে আছে পুনর্দৌবন-লোলুপা মালিনী মাসীর কাঠহাসির মত, সেই হাকিমী আড়ার বেশটি, আর ক্রুর তলায় স্টোটার ডগায়, বিলাতী রক্তের বসটি।

সেই রসটি নিরঞ্জন গৃহে আসিয়া নাতিনীকুলের হৃদয়ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলেন। সেই রসরসিতা কাননিকা বদনকমলে প্রথর রবিব কর দরিলেন। বুদ্ধা মাতামহী কত্তা ও দৌহিত্রীগণের তেজ্জ্বল জর্জরিত হইয়া কানীতে বিশ্বনাথের শরণাপন্ন হইলেন। আর দরিলেন না।

সেই দিন “রুটি পড়ে টাপুর টপুর নদীতে বাণ আসিল”, যেই দিন “রাই জাগো রাই জাগো” তারকাম-মণ্ডলপর্ষী মধুর শুকশারীর বেগে, ভারতের বাদিকাকুলে কল কল কোলাহল উঠিল, যেই দিন বোম্বাই রাই ‘পতিত স্বামী’ পরিত্যাগ করিয়া, রমণীর কুল ঢকলে বাদিয়া, বদবিক্রান্ত্রম খলিল, সেই শুভ দিনে সেনগৃহ হইতে জামাতুকুল অকুলে ঘাইয়া বাঁপ খাইল; আর কবিতারসে আদি কাননিকা চতুর্দিশে পা দিল।

কারিকা

কাননিকা চতুর্দিশে পা দিল; কিন্তু তাহার দশম একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এই কয় বৎসর কোণায় গেল? সকলেই বলিবে, প্রেতিজীবনে যেমন বৎসরের পর বৎসর উড়িয়া যায়, বোড়শের মোহিনী অশীতির প্রেতিনী হয়, বিলসিনী সন্ন্যাসিনী হয়, কাননিকারও তাই হইল। স্মৃতিকা গৃহ হইতে একটি করিয়া জীবনের গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া, কাননিকা, রোদ, স্নীত, তিম, বর্ষা, বেগু, শোক, পরিতাপ, বন্ধন, বাসনা—নানা বাধা বিপত্তির সহিত বুদ্ধ করিয়া, চতুর্দশ বৎসরে উপনীত হইল—স্মৃতিকাসরসী পঙ্কজকলিক কাননিকা দীপ্ত দীপ্ত পত্রপ্রসারে বিভ্রালয়গামিনী ফুল কমলিনী বিচরী রমণী হইল। সকলেই মনে করিয়াছে, কাননিকার স্নাতকমহকে একটি একটি করিয়া বৎসর গণনা করিতে হইয়াছে। ভাবুক পাঠক, তাহা হয় নাই।

পাঠকের আত্মমুগ্ধতা বয়োবর্ধন হইলে, নায়ক-নারিকা লইয়া আর আদর-আবদার চলে না, কাঁবা মহাকাব্য লেখা হয় না। দশম বর্ষে পা দিয়া জীবনের পক্ষে অগ্রদূত হইতে হইতে সহসা কাননিকা একদিন থামিয়া গেল। তাহার পর তিন তিন খানা বড় বড় নতুন পঞ্জিকার সৃষ্টি হইল, পাঁচটা সূর্যগ্রহণ ঘটিল, দশটা অকলঙ্ক শশী রাহুগ্রাসে পড়িল, তবু কাননিকার বয়োবৃদ্ধি হইল না। ভাবিতে ভাবিতে কত ভাবুক্য চুল পাকিয়া গেল, তবু কাননিকার বয়সের এক চুলও ওফাৎ হইল না। লোবোর বাগু কত পণ, কত গলি, কত ঘুঁজি ঘুলিল, তবু কাননিকার কত্তা-কাল এক ইঞ্চিও সরিল না। কি হইল,—এমন অদৃষ্ট ব্যাপার কেন হইল? সরিল না, কালের গর্ব খর্ব হইল? যে—

“কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়,

শোভাপার পূর্ণশশী রাহুগ্রস্ত হয়,—

সেই কাল ‘আজ’ই রহিয়া গেল! ভূত না হয় ছাড়িয়াই গিয়াছে, ভবিষ্যৎ গেল কোণায়?—কাজেই আমাদের কারিকা করিতে হইল।

কাননিকা যে দিন দশম মধ্যে পড়িলেন, সেই দিন জামাতা রমণীচরণ ও শব্দের নিরঞ্জে বিবাহ বাদিয়া গেল। জামাতা বলিলেন, “কাননিকার কত্তা-কাল উপস্থিত হইয়াছে, বিবাহ দিব।”

শব্দের বলিলেন, “বালিকা বিভ্রান্ত্যাস করিতেছে, স্তব্রাঃ কত্তাকাল উত্তীর্ণ হইতে পারে না, বিবাহ দিব না।”

জামাতা। আমরা দেশ মান-সম্মত আছে, পিতা আছে, সনাহ আছে,—নিন্দা হইবে। কত্তার বিবাহ না দিলে মুখ দেখাইতে পারিব না। কাজেই ইচ্ছা করিতেছি, কত্তার বিবাহ দিব।

শব্দ। তোমার মুখ দেখাইবার প্রয়োজন নাই। তোমাকে মুখ দেখাইতে হইবে বলিয়া মলনার তীর হইতে আমি নাই। অস্বপ্নপঙ্খ করিব বলিয়া শব্দে পূরিয়াছি। কাজেই ইচ্ছা করিয়াছি, বিবাহ দিব না।

জামাতা। আমার পিতা বড় হুংস করিবেন। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। বহুদিন পিতার মর্শাশা রাখ নাই, আজ রাখিব। শাস্ত্রমতে কত্তাকালে কত্তাকে সংপাত্রে গুস্ত করিব, অরথগীরা করিব না।

শব্দ। বে ব্যক্তি দশমবর্ষীয়া শিশুকে বিবাহ

করিতে পারে, সে কখনই সং হইতে পারে না, সে পাষাণ, মর্যাদা, পশু। আমি সেই গুণের হস্তে কাননিকাকে সমর্পণ করিব ?—কখনই করিব না। মূর্থ! আমার আদরের নাতিনী অরক্ষণীয়। রহিবে ? আমি নিজে রক্ষা করিব,—যাবজ্জীবন বাঁচিয়া থাকিব, আমি নিজে তাহাকে রক্ষা করিব।

কথা কহিতে কহিতে ঠই পাঁচ কথার সহায়তায় বিবাহ-সমীরণ প্রভঞ্জনমুষ্টি ধারণ করিল। চারি দিক হইতে নিরঞ্জনের কড়া, নাতিনী প্রনাতিনিগণ ব্যাপার কি দেখিতে ঝড়ে পড়িয়া গেল উড়িয়া আসিল। নরোত্তম দূর হইতে দেখিলেন, যেন বিরাতের গোগৃহ অধিকার কালে গোধনপুরিবেষ্টিত ভীষ্ম-বৃহন্নলার লড়াই বাধিয়াছে। কিন্তু মৎস্যদেশের বৃহন্নলা গঙ্গানন্দনকে পরাভূত করিয়াছিল, বাঙ্গালা দেশের বৃহন্নলা শ্বশু-মোহনের তীব্র বাচনে গায়ের জালায় মৎস্য-দেশে বাঁপ দিল। নরোত্তম জলে হাবুডুবু খাইয়া ভাবিলেন, প্রাণান্তেও আর কতক উপমায়ে ফেলিব না।

জামাতা ভূমে করাঘাত করিয়া বলিল, “আমার কড়া, আমি তাহার যশাসময়ে বিবাহ দিবই দিব।”

শুভ্র জামাতাকার হস্ত ভূমে পড়াঘাত করিয়া বলিল, ‘আমার কড়ার কড়া। আজীবন তোমার সহিত আমার কোষতরঙ্গিণীর প্রবাহ চলিবে, তথাপি কাননিকার বিবাহ চলিবে না।’

“আমার জন্মদাতা পিতা, যাহার তুলা বড় আর পৃথিবীতে নাই, তাহার কথা না রাখিয়া আপনার কথা রাখিতে হইবে ? জামাতা এই কথা বলিয়া একবার নবাগতা ভাগিনীমণির মুখপানে চাহিলেন। দেখিলেন, প্রাণাধিকা ভাগিনীর মুখখানা যেন হাঁড়ির মতন হইয়াছে, পদ্মপাশলোচনস্থ লম্বা চুটা সেই হাঁড়িতে বন-বন করিয়া ঘুরিতেছে। রমণীচরণ হস্ততল হইয়া ফেল-ফেল করিয়া সেই “কি জানি কেমন কেমন” মুখখানির পানে চাহিয়া রহিল। যখন চব্বক ভাজিল, তখন দেখিল, পদ্মপাশ শব্দরহস্যর তাহার কেশকর্ষণ করিতেছেন, আর বলিতেছেন, “কি বলিলি যে পায়ণ্ড, অক্লান্ত, নবাগম! উদ্ধাৎকনে আবদ্ধ করিয়া, এই বিশ্বজনীন প্রেম-কাটগড়ায় তোরে আসামী করিয়া-ছিল। কিনা জামিনে তোরে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে শেষে এই গুনিতে হইল ? তোরে বাবা আমা হইতে বড় হইল ? তুই কোণাকার কে ? ধনদাতারের বানর! তোরে আমি কলিকাতায় আনিয়া আবার

নয়নমণি ভাগিনীকে সমর্পণ করিলাম, একবার তোরে পাতকের কথা ভাবিলাম না। সেই আমা হইতে তোরে বাপ বড় হইল। ক্ষুদ্র আমি, হীন আমি, কীটামু-কীট আমি তোরে কড়া সমর্পণ করিলাম। কই, তোরে বরষ বর বাপ তোরে কড়া সমর্পণ করিতে পারিল না ? তবে ধনদাতা পারাইয়া, ত্রিশ্রোতা ছাড়াইয়া, পদ্ম ডিকাইয়া এত দূরে আসিলি কেন ?”

জামাতা অপমানিত বোধ করিয়া, বোধকর্ষায়িত লোচনে একবার শ্বশুরের মুখপানে চাহিল। শ্বশুরও চমকবিভ্রাবী প্রথর দৃষ্টিতে জামাতার মুখপানে চাহিল। কড়াকুত্তরাগণ মনস্রাবী বিশ্বয়বিস্মারিত লোচনে একবার রমণীচরণের শ্বশুরের মুখে চাহিল, আর বার নিরঞ্জন জামাতার মুখে চাহিল। তার পর চারি দিকে কড়ারুলের মধ্যে গভীর দীর্ঘশ্বাস ও ঘন ঘন হাতপাখা চলিতে লাগিল। বইএর তাড়া হাতে করিয়া স্কল হইতে কাননিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুর-জামাইকে তববশ্ব দেখিয়া তাহার দিবা চক্ষু খুলিয়া গেল! কাননিকা দেখিল, যেন অসিতেও-পলে এবং শ্বেত শতদলে সংকমণ হয় হয় হইয়াছে। শ্বশুরের ধূসর কেশরাশি, জামাতার নিবিড় কৃষ্ণ কেশ-দামে জড়াইবার উপক্রম করিয়াছে। কাননিকা দেখিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—

কামের পিরীতি, জলে দিবারাতি—

অমনই সমুখস্থ বাতায়ন-সমীরণ ভেদ করিয়া কোন দ্রবস্থ প্রাচীর হইতে কে যেন গাহিল—

—কণে কণে দেয় তঙ্গ।

কণে কিলোকিলি কণে চুলোচুলি,

এই ত পিরীতের রঙ্গ।

চমকিত নিরঞ্জন জামাতার চুল ছাড়িয়া দিল, পরাভূত রমণীচরণ ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বিশ্বয়-চকিত ভাগিনী কড়িকাঠের পানে চাহিয়া রহিল, ভীত ভগিনীকুল কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঠক্ঠক্ জুতা ঠিকিল। বিশোহিতা কাননিকা কুরঙ্গিণীর মত চারি ধারে দৃষ্টি-নিষ্ক্ষেপ করিল! সকলে আবার গুনিল, এ কি গো এ কি গো এ কি কি দেখি গো এ চায় উহার পানে।

পিরীতি কাহিনী বাতাসে ছুটিল,

বধির করিল কানে।

সকলে লজ্জার বসিয়া পড়িল।

তারপর কি হইল, কেহই বড় ভাল বুঝিতে পারিল না। প্রোতা কান পাতিয়া ঠাড়াইয়া রহিল, দর্শক হাঁ করিয়া চাহিল, লেখক কলম কানে শুঁজিল, পাঠক বালিশে ঠেঁশ দিল, নরোত্তম খানিকটা আক্কেল গালে দিয়া খুব হইয়া বসিয়া রহিল।

পরদিন প্রতিবেশিগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া স্তনিল, কাননিকা মাতারহের অপর আদেশ (until further orders) ব্যতীত, আর দশ বৎসরের বেশী হইবে না। প্রতিবেশিগণ এ কথাই বুঝিতে না পারিয়া পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। অকণ দেব তাহাদের বেয়াদবী দেখিয়া চোখ ঝাড়াইয়া উদয়াচলের উপর উঠিয়া বসিল। ভয়ে আর কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

পাঠিকা

অবতারে কি কখনও লেখাপড়া শিখিয়া থাকে! ভগবানের ভক্তগুলাকেই ত লেখাপড়া শিখাতে কত মারামারি কাটাকাটি করিতে হইয়াছিল। ভক্তকুল-চুড়ামণি দৈতাকুলের প্রহ্লাদ ‘ক’ নাম প্রবণ-মাত্রেরেই কাদিয়া ভুবন ভাসাইয়াছিল। সুনীতি-নন্দন আজীবন বনে বনে ঘুরিল, তাহাকে ‘ক’ শিখাইল কে? জড়ভরত ‘ক’ কহিবার ভয়ে কথা কহিত না। অবতার কি রাহুঘের কাছে শিখিতে চায়? নীন বরাহ কৃষ্ণকে দশ বৎসর ধরিয়া অক্লুশ-প্রহার করিলেও কি ‘ক’ বলিত? বৃসিংহ ক্রান্তের ভিতর হইতে বাহির হইয়াই হিরণ্যকশিপু সঙ্গ লড়াই লাগাইয়া দিল, কথা কহিবারও অবকাশ পাইল না। বামন বলিকে ছলিবার জন্ত সকাল সকাল উপনয়ন-সংস্কার সারিয়া লইল, বাড়িতেই পাইল না। ভৃগুনন্দন গৌরার-গোবিন্দ, পরশু-প্রহারে গর্ভ-ধারিণীকেই শমন-সদনবাসিনী করিল, বাথাদিনী এমন কি সাহসিনী ভৃগু মুনির পাড়ায় আসিয়া পা বাড়ায়? শিশুবাধ হইতে প্রমাণ, কৃষ্ণচন্দ্র একবার পাঠশালে গিয়াছিলেন। ননী-চুরীর নজীর হইতেও আমরা এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু সেখানে তাহার বিভ্রান্তি হইয়াছিল, প্রমাণ কই। ‘মহাজনো যেন গতঃ স পত্নী।’ নল-নন্দন পাঁচনবাড়ী ছাড়িয়া কলম ধরিলে দেশ হইতে ছানা-রাখশের পাট উঠিয়া

বাইত। আর বলদেব যদি লেখাপড়া শিখিত, তাহা হইলে বলদেও হাথায় ছাড়িয়া পাঁচখানা গ্রন্থ লিখিতে পারিত। বাকী রহিল রাম আর বুদ্ধ। কবির কথা ছাড়িয়া লাও, মাতৃভাবার বৈরাগ্য দ্রব্যা, যখন কবি অবতার হইবে, তখন কি আর দেশে ভাবা থাকিবে! রাম, বুদ্ধ রাজার সন্তান, তাহাদের বিদ্যার্জন বড় একটা তসত্ত্ব নয়। কিন্তু লেখাপড়া শিখিলে কি রাম দ্বৈপ্য পিতার এক কথায় রাজ্য ছাড়িয়া বনে যায়? লেখাপড়া শিখিলে, অন্ততঃ তাহার মনে এ গুরুও ত উঠিতে পারিত, এ সংসারে কে কার? কে কার পিতা, কে কার পুত্র, কে কার গুরু কে কার শিষ্য? অনিত্য অনিত্য অনিত্য। এই দেহ অনিত্য, এই দেহ যার দেহাংশমত, সেও অনিত্য, সুতরাং তাহার আদেশ, অনিত্যের অনিত্য।

পুত্রাদপি ধনভাজা ভীতিঃ

সর্বত্রৈবা কথিতা নীতিঃ।

তবে আমি সেই অকস্মাৎ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, বিনাপ-রাপে পুত্রকে বন্ড করিতে কৃতসঙ্কল্প পিতাকে অপদহ না করিয়া, কারাগারে নিক্ষেপ না করিয়া, কিংবা অজ্ঞ কোন শাস্তি না দিয়া, বাঘ-ভালুকের সঙ্গী হইব কেন? তবে যাও রামচন্দ্র, তোমারও বিদ্যা বুঝা গিয়াছে। মূর্খ! কার কথাই তুমি কোথায় গেলে? পিতা তাহার প্রিয়তমার মন যোগাইতে তোমাকে বনে দিল, তুমি কেন তোমার প্রিয়তমার মন রাখিতে ঘরে রহিলে না? তোমারই মূর্খতার ফলে তুমি সীতাহারা, বানরের দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছ। এই সভাজগতের পণ্ডিতমণ্ডলী তোমাকে পাইলে তুড়ুঙ্গে ঠুকিয়া দিত। তুমি মহিলার মর্যাদা রাখিতে জান না। নরোত্তম শর্ম্মা পৃথিবীর জন্ত কত পাঠকের গাল খাইল, মানসদ্রম দব খোয়াইল। সে পৃথিবীর জন্ত পৃথিবী পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে, আর তুমি প্রজারঞ্জনের জন্ত পত্নী ত্যাগ করিলে? তুমি অজ্ঞের পোত্র জড়মূর্খ। তোমার বংশে কখনও সরস্বতীর চাষ হয় নাই। আর সেই কপিলাবস্তুর অকাল-ব্যমাণ, স পাণ্ডিত্যভেদে হৃদয়ঃ? সেটা ছাগাদি হীন জন্তর ছুঁতে দূর করিবার জন্ত স্বামিগতপ্রাণা সজ-প্রসূতা স্ত্রীকে ছুঁতে দিয়াছে তাই হইল। নিরাশ্রম খাওয়া-ইয়া নরোত্তমের চেলাগণের উদ্বোধন জঙ্গলে পরিণত করিতে উদ্যত হইল। বুঝা গেল, অবতার মাত্রের মূর্খ।

বদ্ধ দিনের কথা, কাননিকার হাতে তুলিও

পেঙ্গিল হইয়াছিল। তাহার সাহায্যে ও শিককের উপদেশে কাননিকা কত বন উপবন, লতা পাতা, দ্বিধা সরোবর, এমন কি, চতুর্দশ ভুবনই আঁকিয়াছিল! কাগজে কত লোকের সুগুপাত করিয়াছিল, কিন্তু এ যাবৎ ‘ক’ লিখে নাই, তবে কি কাননিকা অজ্ঞাত অবতারের জ্ঞান মূর্থ হইবে ?

আমরা দর্শায়ক মানব, আমরা অন্তরের লীলার সার্থকি বুঝিব ? বহু দিন ধরিয়া কাননিকার ‘ক’য়ের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কালে সেই কাননিকাই পণ্ডিত্যগ্রগণ্য হইল। ‘ক’য়ের সহিত যুদ্ধ হইবার কারণ নির্দিষ্ট করিতে নরোত্তমের সাত দিন বেশী ছুটিয়া গেল। অষ্টম দিনের নিশিগে শরী দেখিলেন, দাদা মহাশয়ট বালিকাকে বাঙ্গালা পড়াইবার অন্তরায়।

একদিন ভামিনী টক টক করিয়া চলিয়া, চুফট-বদন বর্ণিনোমায় নিরঞ্জনর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিরঞ্জন বলিলেন,—“কোথায় ভামিনী ?”

ভামিনী। আপনাইট কাছে। আপনি কি কাননিকাকে পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। কাননিকা ‘ক’ বলিতে চায় না, উপায় কি ?

নিরঞ্জন। ‘ক’ বলিতে চায় না বলিস্ কি ভায় ! কাননি সেই অদলোর ভাষায় আতঙ্কর মুখে তুলিতে চায় না ! ভামিনী, কাননি আমাদের চলিতে আসিয়াছে। হে বহান গুণের কাণ ! যাহাকে অসত্য শৌভলিকে পক্ষানন্দ বলে, সভ্য মুখের ঈশ্বর বলে, সেই তুমি বিজ্ঞানবিদ্যাদান, বৈজ্ঞানিকেরা আনন্দবর্দ্ধন, বস্তুর গতির অগ্নি কারণ হে বাধ্য-কর্ষণ ! তুমি কেমিক্যাল কোম্পানিতে কাননির জীবন দেহপঞ্জরে আবদ্ধ রাখ। নহিলে আত্মারাম বাঁচা ছাড়িয়া হাইই হইয়া উড়িয়া যাইবে। কাননি বাঁচিতে আইসে নাই। হে আমার প্রিয় ভায় ! কাননি অন্তর্গাহিনী। যতপূরক কাননিকাকে রক্ষা কর। বাধা দিও না, তিরস্কার করিও না, পড়ার জ্ঞাত তড়া করিও না !

নিরঞ্জনের বাঞ্ছনিক্তে ভামিনীশরণী তাক্ লগিয়া গেল। বলিল, “হে বাধা ! তবে কি কাননি পড়িবে না ?”

“না, পড়িবে না—যে ভাষার আতঙ্কর ‘ক’, বাধা

কালিনীকুলের কলাকার কুণ্ডলের গোড়ায় আছে, বাধা অশ্লীলভাষায় কালীর আবর্জনারয় ঘাটের গোড়ায় আছে, কাদালী-বাসালীপূর্ণ কলিকাতার ঘাড়েগদানে আছে, এমন কি, কপালকুণ্ডলার কাপালিকের আগা-পাশতলায় আছে, সেই পাপীয়সী বঙ্গভাষা আমার প্রেমসী নাতিনী পড়িবে ?”

“Stars hide your fires ;
Let not night see my black and
deep desires.”

নিরঞ্জনের ভাবাবেশ হইল। পূর্বকালের সেই প্রতিবেশিগণের তীর রহস্য একটি একটি করিয়া মনে পড়িল, মন তাহা সহ্য করিতে পারিল না। বঙ্গভাষার অস্তিত্ব লোপ, অথবা তাহার জ্বলোপ। নিরঞ্জন যেন দেখিতে পাইলেন, তাহার প্রাণপ্রতিমা তনয়ানন্দিনী বঙ্গভাষার অঙ্গ হইতে একটি একটি করিয়া প্রত্যঙ্গ ছি ডিয়া লইতেছে। বঙ্গভাষা মরণোন্মুখী, টেঁচাইয়া ঢরল হইয়া এক্ষণে গোয়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেবকগণ অবাধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তখন মুক্তকণ্ঠে নন্দিনীকে সঞ্চেদন করিয়া বলিলেন, “কাননিকে যত করিয়া কেবল বাঁচাইয়া রাখ। আমার আদরে মূল্য-ইয়া তুল, বাগাইও না। কাননি করলী হইবে, কিন্তু ওপেটা হইবে, তবু ‘ক’ বলিবে না।”

তনয়ার স্থখাতি শুনিয়া ভামিনী আত্মহারা হইয়া পড়িল। কি করিতে কি বলিতে আসিয়াছিল, সব ভুলিয়া গেল। কেবল একটি মাত্র দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “আমার অদৃষ্টে কাননি বাঁচিবে কি ?”

ঘরের বাহিরে ফৌস ফৌস শব্দ শ্রুত হইল। ভামিনী ছুটিয়া গেল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ফৌকুপায়ানা কাননিকাকে কোলে করিয়া কিংবা আসিল। “এই দেখ, কাননি আমার কিসের বায়না ধরিয়াছে।”

“কি হইয়াছে দিদিমা ?” বলিয়া দাদা মহাশয় ছুটিয়া গিয়া নাতিনীকে ভামিনীর কোলে হইতে কাড়িয়া লইল, বালিকা দাদার কোলে তেউড়িয়া উঠিল। দাদা মহাশয় নাতিনীকে আদর করিতে করিতে কোলে করিয়া নিজে নাচিয়া কত নাচাইলেন, বালিকা প্রবোধ মানিল না।

তখন আবার ভামিনীর কোলে দিয়া নিরঞ্জন ডাকিলেন—“নাট্য !”

পুরুষদ্বয় মাষ্টার উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিল ! নিরঞ্জন। তুমি কি বালিকাকে মারিয়াছ ?

মাষ্টার। আজ্ঞে আমার এমন কি সাহস, আমি বালিকাকে প্রহার করি ?

নিরঞ্জন। তবে কাদিতেছে কেন ?

নিরঞ্জনর মুখের ভাব দেখিয়া মাষ্টার কাঁপিয়া উঠিল। সে নিরঞ্জনের মুখে শুধু বিভীষিকা দেখিল না। দেখিল, বিভীষিকার সঙ্গে সেই মুখে একটি পল্লীচৈত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে। সেই পল্লীতে এক সময় নিরঞ্জন হাকিমি করিয়াছিলেন। হাকিমি করিয়া বাখে-গরুতে জল খাওয়াইয়াছিলেন। বুদ্ধ যখন তখন স্তমিত, হাকিমের কাঠগড়ায় যে এক বার পা দিতেছে, সে আর ঘরে ফিরিতেছে না। কোতুলপূরবশ হইয়া সে একবার বহু দূরের গাছের আড়াল হইতে তাকে দেখিতে গিয়াছিল। দেখিয়া ঘরে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় একটি বজ্র-হস্ত কোথা হইতে আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। ধরিয়া কটগড়ায় লইয়া তুলিল। চোরের মতন লুকাইয়া চারি ধারে চাহিবার সম্ভাব্যজনক উত্তর দিতে পারিল না। বলিয়া, কাঠগড়া হইতে বুদ্ধ কিছু দিনের জন্ত কোথায় গিয়াছিল, অত্যাধি বুদ্ধ ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। আজ বহুকাল পরে বুদ্ধ দেখিল, সেই ভীম ভৈরব মুষ্টি। বুদ্ধ চক্ষু মুদ্রিয়া একবার ভগবানকে ডাকিল, “দয়াময়! আবার কি এক সপ্তাহের জন্ত সেই অনিশ্চিত দেশে যাইতে হইবে ?”

নিরঞ্জন তার ভগবন্তক্তিস্রোতে বাধা দিয়া, মাটীতে পা ঠুকিয়া হাকিমিরবে আবার বলিলেন,—“তবে কাদিল কেন ?”

সে স্বরন্তরঙ্গে পৃথিবীর কাক ছাতারগুলা পূর্ণাস্ত নারব হইয়া গেল।

নিরঞ্জন। শীঘ্র বল।

মাষ্টার। আজ্ঞে হুজুর খাইবার জন্ত।

নিরঞ্জন। খাইবার জন্ত!—আমার নাতিনী কাদিতেছে খাইবার জন্ত!

ভামিনী। মাঝখান হইতে একটা কথা কহিল।—আমার মেয়ে সোনার সামগ্রীও দিলে ফেলিয়া দেয়!—এ কি কথা মাষ্টার মহাশয় ?

নিরঞ্জন বলিলেন, “কি খাইবার জন্ত ?”

মাষ্টার দেখিল, সন্দেশ রসগোল্লাদি খাণ্ডজবোর নাম করিলে ইহার বিশ্বাস করিবে না। আশ্চর্য্যকার উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিল, “রিপুকর্ষ খাইবার জন্ত।”

যেমন এই কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, অমনই তাহা স্তমিত কাননিকা বলিয়া উঠিল, “না, আমি রিপুকর্ষ খাব।”

তখন মাষ্টার দেখিল, ভগবান সকল বিপদের মূল এই সর্ব্বদেশে নেয়েটার মুখ দিয়াই অভয়-বাণী পাঠাইয়াছেন। তার সাহস ফিরিল। সেই সাহসে ভর করিয়া আবার বলিল, “আমি পড়াইতেছিলাম, আর ঘরের পাশ দিয়া এক রিপুকর্ষ যাইতেছিল। সেই রিপুকর্ষ কাননিকা খাইতে চাইল।”

নিরঞ্জন। তুমি বলিলে না কেন, রিপুকর্ষ খাইতে নাই ?

মাষ্টার। হুজুর, আমি এক বার কেন, দুই বার, তিন বার, বার বার বলিয়াছি, রিপুকর্ষ খাইতে নাই, খাইলেই পেটের অস্থখ হইবে।

ভামিনী। তুমি কেন বলিলে না রিপুকর্ষ পদার্থ নয় ?

মাষ্টার। সে কথাও কি বলিতে ছাড়িয়াছি! আমি বলিয়াছি, রিপুকর্ষ চেননও নয়, অচেতনও নয়, উদ্ভিদও নয়,—অপদার্থ। আমি বোধোদয়ের সমস্ত হুজ একটী একটী করিয়া বুঝাইয়াছি।

নিরঞ্জন। তোমার মুণ্ড করিয়াছ। ফের যদি তুমি বালিকাকে পড়াইবার বেয়াদবী করিবে, তোমাকে পুলিশে দিব।

মাষ্টার। আজ্ঞে আমার—

নিরঞ্জন। (মাষ্টারের দিকে ঝুঁকিয়া) চোপ।

মাষ্টার। আজ্ঞে আমার—

নিরঞ্জন। (লাঠি তুলিয়া) আবার—

মাষ্টার। আমার মাহিনা ?

নিরঞ্জন। কৈ হয়—

ভামিনী নিরঞ্জনের হাত ধরিয়া ফেলিল, আর মাষ্টারকে বলিল, “পালাও, মাহিনার কথা আর মুখে আনিও না।” মাষ্টার ভামিনীর আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালন করিল, এক দোড়ে ঘর হইতে পলাইল। আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না।

এ সংবাদ ঝড়ের আগে পাড়ায় আসিল। সকলেই স্তমিল, নিরঞ্জনের বাড়ীর মাষ্টার পুলিশে যাইতে যাইতে এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে। মাষ্টারের দল ভয়ে আর নিরঞ্জনের বাড়ীর কাছ দিয়া যাইত না। কাজেই নিরঞ্জনের বনঝাননা সিদ্ধ হইল, কাননিকার পাঠের কাল বায়নার কাটিয়া গেল। কাননিকা বায়না

ধরিলেই, সেই কোণাকার দূর হইতে সজীত উঠিত।
বাণী রিপুসর্গের বাঘনার—

তার রে রিপুসর্গ
তোয় এ কেশবন ধর্ম ?
নিত্য নিত্য ছিঁড়া দিল জোড়া,
তবে কেন এ সংসারে
মাঝবের পরে পরে
ভুতায় যার রে কুলের তোড়া ?

দেহ কাটে যড়রিপু
তাতে ত চালাও রিপু
তবে কেন শিশু হয় বুড়া ?
হাসি কেন কান্না হয়
জয় কেন পরাজয়

আগা কেন হ'য়ে যায় গোড়া ?

দূরের সঙ্গীতের জ্বালায় আস্থর হইয়া নরোত্তম দিন
কতক আশ্রম ছাড়িয়া দিল। কস্তুর পীড়াপিড়িতে
আস্থর হইয়া নিরঞ্জন কাননিকাকে শেষে বিজালায়ে
পাঠাইল।

লোকশিক্ষার জন্ত অবতারের জন্ম। অবতারের
মনে যাহা আছে সে করিবে, মাঝবে বাধা দিয়া তার
কি করিতে পারে ? অথবা বাধা দিয়াই মানব বুদ্ধি
ধর্মপ্রসারের পথ পরিষ্কার করে ! প্যাণ্ডিষ্টাইনের
পুণ্ড্রগণের উৎপীড়ন হইতেই রোমরাজ্যের পতনের
মূহপাত, আর রোমরাজ্যের পতনের সঙ্গেই ইউরোপে
খৃষ্ট-ধর্মের প্রাদুর্ভাব। মুসলমান সম্রাট আরঞ্জীব
উৎপীড়নেই শিখ সম্প্রদায়কে সশস্ত্র হইবার সহায়তা
করিয়াছিলেন। কাজীসাহেব হরিনাসের যেই পীড়ন
করিল, বাইশ রাজারে কোড়া খাওয়াইল, অমনই না
বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রসার-প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল !

মাজমহ কাননিকাকে বাঙ্গালা পড়াইবেন না
স্থির করিলেন। কাননিকার মাপ্টারকে বাড়ী
হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সেই জন্তই না কাননিকার
আর মাপ্টার জুটিল না, আর সেই জন্তই না ভামিনী-
মণির মাপ্টারকুলের উপর অভিমান হইল, কাননিকাকে
পড়াইবার জেদ হইল ! আবার সেই জন্তই না
কাননিকা স্কুলে পড়িতে চলিল ! তবে সে স্থানে
ইংরাজী পড়াটাই অধিক হইল, বাঙ্গালাটা লোক
দেখান। তা যা হউক, একটা কিছু হইল ত। সংস্কৃতজ্ঞ
পণ্ডিতগণ বলেন, স্বেচ্ছ শাস্ত্র ওটা বিজ্ঞা নয়—অবিজ্ঞা।
জ্ঞতরাং কাননিকা অবতারেরের ধর্মাদা রক্ষা করিয়া,

অর্থাৎ ধর্ম হইয়াও কাব্যিক পণ্ডিতকুলধুরুর
হইলেন। কাননিকা এখন পাঠিকা, জ্ঞতরাং নয়
বৎসর যাবৎ তাহার সহিত আর পাঠকের দেখা
হইবে না। নরোত্তম এক বার দেখা করিতে
গিয়াছিল; কিন্তু দরোয়ানের ছই কাননিকা খাইয়া
পালাইয়া আসিয়াছে।

প্রবেশিকা

নয় বৎসর পরে ১৮—খৃঃ আকের বাসন্তী
পূর্ণিমার প্রাতঃকালে ধর্ম্য উঠিল। কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রাটের এক পুস্তকালয়ের সম্মুখে একটা রুমোৎসর্গ
ব্যাপার সজ্জাটিত হইল। চারিদিক হইতে কাতারে
কাতারে লোক ছুটিল, দেখিতে দেখিতে পথ লোকে
পুরিয়া গেল। গাড়ী-বোড়ার চলাচল বন্ধ হইল
নিকটস্থ অট্টালিকা সকলের সীমন্তিনীকুল ব্যাপার বি
দেখিবার জন্য ছাদে উঠিল। চারি দিকে কেবল “ও
হে রৈ রৈ”! ব্যাপার কি ? মাঝবে বোড়ার গরু
গাধায়, স্থানটা দেখিতে দেখিতে যেন হরিহরছদ্মে
ঝেলা হইয়া পড়িল। ব্যাপার কি ? দেয়ালে ঠো
দিয়া হাঁটুতে মুখ লুকাইয়া যে সকল পুলিশ-প্রহরী
শাস্তিরক্ষাকার্যের অশাস্তির বিষয় চিন্তা করিতেছিল
শেষে তাহারও আর স্থির থাকিতে পারিল না, চ
মুহিতে মুহিতে উঠিয়া আসিল।—ব্যাপার কি ? না
দিকে কেবল মার রে—ধর রে—কাট রে—গোল রে—
গেছি রে শব্দ ! আকাশে কড় কড় শব্দ ; মাটি
গাড়ীগাড়ী-সংঘর্ষণে মড় মড় শব্দ ; জনতার সীম
প্রাত্যাগমনোন্মুখ শব্দচক্রের গড় গড় শব্দ ; জনতাদর্শ
ভীতা, গৃহছাড়গতা কোমলাকুলের জ্বরয়ের অবির
উত্থান পতনে, হিষ্টিরিয়ার সংকরণে, বমন বেগের
হড় শব্দ। কেবল ছিল না শিলাবৃষ্টির চড় চড় শব্দ
আর ছিল না সমীরতাড়নে তরুণজের পর পর শব্দ
তার পরিবর্তে ছিল, উন্মত্ত যুবকদের উল্লফনে কম্পি
ধরণীর পৃষ্ঠশোভাকারী অট্টালিকার ঝলিত বা
কাষের ঝর ঝর শব্দ। কেবল শব্দ—কেবল শব্দ !
ব্যাপার কি ?

পৌরাণিক ভাবিল, বুদ্ধি আবার সমুদ্র
হইয়াছে। সে অমৃত পাইবার আশায় চক্কু মা
হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আধুনিক ভা

বুঝি আমার পলায়ন বৃদ্ধ বাড়িয়াছে। সে সিরাজদৌলার ধনাগারের টাকা আকাশে উড়িতে দেখিয়া ধরিবার জন্ত লুকাইতে লাগিল। ভাটে হির করিল; প্রাচ পাড়িয়াছে। শত্ননি হির করিল, মড়া পড়িয়াছে। কলিকালের পরশুরাম মনে করিল; বুঝি নারীর কথার মাতৃহত্যা হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে বলিল, সংসার হইতে মাতৃকুলের উচ্ছেদ কর, কিংবা আমহাউনে পাঠাইয়া দাও। বর্তমান নরনালাবিভূষণা, বিনিক্রাস্তাসিপা-শিনী কপালিনী ভাবিল, কোন রমণী বুঝি বামীর বুকে পা দিয়াছে। বীণাবিনিমিত্ত কণ্ঠে বলিল, গলার কাছে চাপিয়া ধর। অহিংসেন্দ্রী ভাবিল, বুঝি আফিসের নিলাম হইয়াছে। সে দীন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, বাবুরা কত দর?

ব্যাপার কি? ব্যাপার আর অজ্ঞ কিছুই নয়। তিন দিবস পূর্বে ‘কই’ বলিয়া একখানা বই বাত্মির হইয়াছিল। তাহার নয় শো নিরেনবই কপি দুই দিনের মধ্যেই উঠিয়া যায়। তৃতীয় দিবসে একখানি পুস্তক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। সেই পুস্তক ক্রয় করিতে দুই জন লোক যুগপৎ পুস্তকবিক্রেতার কাছে উপস্থিত হইল। দুই জনেই পুস্তকের জ্ঞান লালায়িত, বিক্রেতা কাহাকে দিবে? সে অর্থলোভে পুস্তকের মূল্য দশগুণ চড়াইয়া দিল। এই স্থানেই সর্বনাশের স্বত্রপাত হইল, পুস্তক নিলামে চড়িল।

এক জন ক্রেতা বলিল—“তাল আমি দশ টাকাই দিব।” অপর বলিল—“সে কি, আমি থাকিতে তুমি এই পুস্তক লইবে? আমি দ্বিগুণ দশ টাকা দিব।” এই বলিয়া বন বন করিয়া কুড়িটা টাকা পুস্তক-বিক্রেতার পাদমূলে ফেলিয়া দিল। পুস্তকবিক্রেতা ‘প্রাতঃকালে কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি’ ভাবিতে ভাবিতে যেমন সেই ক্রেতার পরিত্যক্ত মুদ্রাগুলিতে হস্তক্ষেপ করিল, অমনি প্রথম ক্রেতা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—“সে কি, এরই মধ্যে লইবে কি? এই লও ক্রিশ টাকার নোট।” ক্রেতা বিক্রেতার অপর হস্তে নোট ছইখানা শু জিয়া দিল। বিক্রেতা উত্তর দৃষ্টিতে পড়িল, টাকা হইতেও হাত তুলিতে পারিল না, নোটের মুদ্রাও খুলিতে সাহস করিল না। বসিয়া চক্ষু মুদ্রিয়া ভাবিল, ‘হায় রে প্রেস! তুই কেন এক হাজার একখানা পুস্তক প্রেস করিলি না। সগর-বহিরা চক্ষের নিম্নে বাট হাজার পুস্তক প্রেস করিয়াছে, আর তুই একখানা বেশী প্রেস করিতে পারিলি না?’

বিক্রেতার বেশী ভাবা হইল না। দ্বিতীয় ক্রেতা একখানা পকাশ টাকার নোট তাহার কানে শু জিয়া দিল।

১ম ক্রেতা। আমিও কি অমনি ছাড়িব? এই লও কর্তা এক শো টাকা।

নোট বিক্রেতার মুখের ভিতর প্রবেশ হইল।

২য় ক্রেতা। এই লও পাঁচ শো!

৩য় ক্রেতা। এই লও হাজার!

২য় ক্রেতা। এই লও পাঁচ হাজার!

বিক্রেতার নাকে মুখে চোখে কানে নোট প্রবেশ করিল। মাথায় রাশি রাশি নোটের আচ্ছাদন হইল। বিক্রেতা কালা হইল, কানা হইল, দম আটকাইয়া মরিবার উপক্রম হইল। মাথায় নোটের ভার, গলার নোটের হার, কপালে নোটের টিপ। বিক্রেতা জীষনে প্রথম বুঝিল, অর্থাগর সকল সময়ে সুখকর নয়। চীৎকার করিয়া উঠিল, “ওরে বাবা রে দম আটকাইয়া মরি, আমি পয়সা লইয়া পুস্তক বেচিব না।”

১ম ক্রেতা। তাল, আমি তোমাকে ডিপ্লোমা দিব।

২য় ক্রেতা। আমি তোমাকে রায় বাহাদুর টাইটেল দিব।

৩য় ক্রেতা। আমি তালুক দিব।

২য় ক্রেতা। আমি মুলুক দিব।

১ম ক্রেতা। আমি অন্ধ্রের রাজ্য ও এক রাজ-কন্যা দিব।

বিক্রেতা। আমার কিছু দিতে হবে না, আমার ছেড়ে যে রে বাবুরা! আমি একটু জল খাই।

ক্রেতৃদ্বয় বিক্রেতাকে ছাড়িয়া হাতাহাতি আরম্ভ করিল। হোল্ড-অপ-আরম্ভ, রাইটটর্ন, লেফটটর্ন, প্লো-মার্চ, কুইক-মার্চ, স্টোকাটাণ্ট্যাণ্টো—নানাবিধ সরলকোণ প্রদর্শিত হইল। টানাটানিতে বই ছিড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে লোক জড় হইল। বিক্রেতা ভিত্তি গেল। চারি দিক হইতে গ্রন্থকার আসিয়া বাতাল করিতে লাগিল।

শেষে দর্শকগণের কিলোকিলি, দর্শিকাগণের চুলো-চুলি, পুলিশের ঠেলাঠেলি। অহিংসেন্দ্রী বাপে যেন স্থানটা পূর্ণ হইয়া গেল। যে আসিল, সেই উন্নতবৎ আচরণ করিল। ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া যে বার ঘরে গেল। কেবল কতকগুলি বুঝ জনতাভঙ্গের পরও সেই স্থানে অবস্থিত ছিল। সকলে এক একখানি ছিন্ন পুস্তিকার পত্র ছুড়াইয়া পাঠ করিতে লাগিল।

এক জন পড়িল—

বিবর নামেতে জন্ম অতি বলবান !
সর্ব্ব অন্ধ আছে তার ছোটো কান ।
চলিতে হইলে সে যে পারে দেয় ভর ।
ঠক ঠক কাঁপে তার হয় যবে জর ॥
মরে গেলে মড়া মত নাহি নড়ে চড়ে ।
এত ক্রোধ তবু কিন্তু আছে সে রগড়ে ।
হেসে হেসে কথা কয় তুমি ভাব গাথা ।
বিবরে খুঁজিতে পার কিছু নাহি বাধা ॥
তার মত বল দেখি আর কেবা আছে ।
(হার হার এর পর পাতা ছিড়ে গেছে)

শেবোক্ত পংক্তিটি নরোত্তম শর্ম্মার রচিত । পত্রের
শেষাংশ করাল কাল ছিড়িয়া লইয়াছে । সেইটুকু
অবেষণ করিতে যুবক চারি ধারে চাহিল । জুতার
তলায়, চোখের পাতায়, নাসিকার বিবরে, ওষ্ঠাধরে
সর্ব্বত্র সন্ধান করিল, মিলিল না । পেনসিল দিয়া
দশইঞ্চি মাটাই খুঁড়িয়া ফেলিল, তবু সে ছিন্নাংশের
সন্ধান হইল না । তখন বাহজ্ঞানহীন, দশদিক শূন্য
দেখিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ছুটিল । চোরদ্বী পৌছিতে
দয়দয় হায়া উপস্থিত হইল । দ্বিতীয় পড়িল—

(তোটক)

লাকে লাকে বাঁকে বাঁকে পথে পথে ।
বেগুনে দোলায় কাঁধে বাস্পরথে ॥
চলেছে অভাগা কত দৃষ্টিহীনে ।
ভুবন অঁাধার সেই এক বিনে ॥
সে কোথা সে কোথা সে কোথা সে কোথা ।
কাহারে বলি রে এ কথা এ কথা ॥

... (ছেঁড়া) ... কোছনা বাড়িয়া ।

(ছেঁড়া) ... লব রে কাড়িয়া ॥
জীবনে তাহারে আদরে ধরিয়া ।
মরমে মরমে যাবরে মরিয়া ॥
সরস বসন্তে ... (ছেঁড়া) ... নিছনি ।
(ছেঁড়া) ... কোথা রে বাছনি ॥

তার পর বরাবর ছেঁড়া । শেষাংশ পাইবার জন্য
কত হতভাগা বাচা বোঁড়া-খুঁড়ি আরম্ভ করিল ।
চারিদিক হইতে কাগজের টুকরা জুড়িয়া পড়িতে
লাগিল । কিন্তু হায় জোড়াই সার হইল, তেলে জলে
বিসিল না । এ কবিতার টুকরা তার সঙ্গে, তার
টুকরা এর সঙ্গে খোঁয়ে খোঁয়ে ছুখে ডালে, কটু তিক্ত

কবায় অবলে, রোঁজ বাঁতংস করণা আনি, ইত্যাদি
বিসদৃশ রসের সংমিশ্রণে সে কেমন এক বোকাহা
খিচুড়ী হইয়া পড়িল । যথা—

নাচি বলে বলে কারি দিবানিচি ।
দূর হয়ে বাঙ...বধু...বেহুতু

তোমার ভালবাসি

মুকুতার পাতি যথা...কাল কুচকুচে ।
স্বতিকা ঘরের শিশু...চড়ে গাছে গাছে ।
বার মাস পাইনি তোমা...পাকা আর ।
সখি রে সে কেন...ঝিম ঝিম ঝিম ।

পাঠকের মনোরঞ্জনার্থ নরোত্তম শর্ম্মা ছই এ
স্থানে প্রেফ্রেপ করিয়া দিল । নিকুপায়, নহি
পাঠকপ্রবরেরা যে দম আটকাইয়া মায়া বার ! প্রেক্ষ
অংশগুলি কোটেশনে দিলাম ।

উড়ে যায় 'হাতি' তার 'লম্বা ছোটো টাঙা' ।
'মাকড়সার' জালে পড়ে 'চড়ক ডাকাঙ ডাঙা' ॥
বন ইতে এল 'সজারু' অহা কি মুরতি চাক ।
যুগ 'নারতে' কাদ পেতেছি পড়ল কি না 'বাঙ'
নরোত্তমের কবিতারসে নবা পাঠকের তৃষা মিটি
না । তাহার 'কই' 'কই' করিতে করিতে ছুটিল
এক জন লোক তাহাদিগকে যশোরের দিক দেখাই
বলিল, "যশোরে বাও ; সেখানে বড় বড় কা
মিগিবে ।"

কই যে কবিরাজের প্রিয় সামগ্রী !

তৃতীয় পড়িল ।—

একদা প্রদোষকালে নিশীথসময়ে
জলদগর্জন ঘোর, শ্রাবল প্রান্তর
নব জলধরে যেন পটলসংযোগ ।
এমন সময় মরি, মালিনী সুন্দরী
চান মুখে মধু হাসি বিজরী ছাকিয়া
পূর্ণ প্রেমে বাতোয়ারা, কোথা নাথ বলি
প্রবেশিল গভীর কাননে । কেহ সেথা
নাহি ছিল—ছিল শুধু তারা, আর ছিল
বহুজন্ত জনজন্ত শাদীল কুন্তীর
মুখিক বিবরে, পক্ষী গাছের উপরে,
ওকতলে কাঠুরিয়া, কুজ মধুকর,
মধুলোভে অন্ধ এক রাখাল বালক ।
আর কেহ নাহি ছিল । সে নির্জন বেশে
নয় প্রেমে মুখখানি চাকিয়া মালিনী
দেবিল, চলেছে নয়া অমিয়া তটনী ।

তটিনীর বক্ষে এক তরঙ্গী স্নানর,
হাল ধ'রে ছিল তার বসন্তকুমার।
সে যে কি বসন্ত কিবা নীথর আকাশে।
হাসিতেছে ছায়া-মাখা গ্রামখানি পাশে।
জগো তুমি কেন যাও যোরে কেলে তীরে।
সোনার তরঙ্গীখানি কুলে আন ধীরে।
এই ব'লে ডুব দিল, মালিনী নলিনী।
দিল কবি হাল ছেড়ে বসন্তের সনে।
করিল শোকের গান। অশ্রুবিদু দেখা
দিল কঠোর-নয়নে। কাদিল আকাশে
শশী, কাদিল কানন, কাদিল জননী
কত পুত্রশোকাভুরা। বসন্তকুমার
গও ভাঙ্গাইল তার রোদনের জলে।
নয় আলসের সেই নয় আঁখিজল।
নয় প্রকৃতির বৃষ্টি নয়তা সঞ্চল—
নয় প্রাণে বাঁপ দিল নদী-বক্ষে বুবা।
সমীর বলিনমুখে মধুর নিশ্বনে
বলিল, কোথায় তুমি মালিনী স্নানরী ?
কোকিলের কলকণ্ঠ জোরে হিনাইয়া
বলিল মালিনী, হায় মরে আছি আমি।
কোথা তুমি বসন্তকুমার ? সুধামাখা
হাসিমুখে কেঁদে কেঁদে বুবা, মধুরের
পাঠকে ডাকিয়া বলে, বুধা অযেবণ—
হে প্রিয় পাবে না তুমি আমার সন্ধান।”

পড়িতে পড়িতে পাঠকের পুলক, বেপথু অশ্রুজল একে
একে দেখা দিল। শেষে গলদঘন্য হইয়া লোকটা তন্ময়
হইয়া পড়িল। সর্বশেষে পুলিশে তাহাকে ধরিয়া
লইয়া গেল। দর্শক জিজ্ঞাসা করিল, “ধরিয়া লইয়া
যাইতেছে কেন ? লোকটা কি করিয়াছে ?” পুলিশ
বলিল, “কবিভারস বলিয়া কি একটা নুতন মদ
উঠিয়াছে, এ লোকটা তাই খাইয়া মাতোয়ারা হই-
য়াছে। ঠোট ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চক্ষু লাল হইয়াছে।
এই দেখ, সাত ডাকে সাড়া দিতেছে না, এই দেখ
কল বারিলেও সাড় হইতেছে না।” এক জন যোগী
দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ছিল। সে বলিল, “পাতারাওয়াল
গাছেব ! লোকটার যে নির্বিকল্প সমাধি হইয়াছে।”

যে এত লোককে উন্মত্ত করিল, সে কবিটিকে
হাতিতে পারিয়াছে কি ?

কার বনোমোহিনী পুস্তিকা তিন দিন আগে বাহির
হইয়াছে ? কে সেই বস্ত্র অথবা বস্ত্রা, নরের অগ্রগণ্য

অথবা নারীর অগ্রগণ্য ? কে সেই বদনমোহন অথবা
রতিমোহিনী, যে নীরব বংশীধ্বনে গো-কুলে তুয়ল
ঝড়-তুলিয়া দিল। তার জন্ত রক্তকে কাচে না, দোকাণী
বেচে না, বালক নাচে না ; তার জন্ত গায়ক গায় না,
পেটুক খায় না, তিথারী চায় না ; তার জন্ত পাঠক
পড়ে না, সাদী চড়ে না, ঘুড়ী ওড়ে না ; এমন কি
গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে না ! কে সে ? এমন
অসময়ে, দেশের এই দুর্দিনে কোন মহাত্মার আবির্ভাব
হইল ? যদি না জানিয়া থাক, পর দিনের সংবাদপত্র
পাঠ কর ! ওই দেখ কি লেখা রহিয়াছে !—

আজ ভারতের কি শুভদিন। বাহা বাঙ্গালী
কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাহাই ঘটিল। এবার হইতে
গ্রন্থকর্তাদের প্রেমের দেনায় জেলে যাইবার ভয় ঘুচি-
য়াছে। বাঙ্গালী পড়িতে শিখিয়াছে। বাঙ্গালী মহি-
লার এক পুস্তক লইয়া বিশ সহস্র লোকে গত কল্যা
দালা-হালাসা করিয়াছে। দশ জন মরিয়াছে, পঞ্চাশ
জন মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছে, এক শত মরিব
মরিব করিতেছে, বাকি মরে নাই, অবশিষ্ট বাঁচিয়া
আছে। পুস্তকের নাম “কই”—কবি কাননিকা
বাগ্‌ভট্ট ইহার রচয়িত্রী। এইখানি তাঁহার প্রথম
পুস্তক। এই সবেমাত্র তাঁহার সাহিত্য-ক্ষেত্রে
প্রবেশিকা !

প্রহেলিকা

গুপ্তের সহিত বিবাদ করিয়া যে দিন রমণীচরণ
আত্মনির্যাসন দিল, সেই দিনই পতিবিরোগিনী
ভারিনী অকুলে বদন বাঁপিরা, কি হইল কি হইল
স্মরিয়া ক্রিতলে উঠিয়া, হারমোনিয়মের তিন গ্রাম
সপ্তস্বরে সুর মিলাইয়া, চতুর্দিকের নীল গগনে, কাল
মেঘে হরিপূর্ণ তরুলতায়, ধবধবে অট্টালিকার শোক-
সঙ্গীত ঢালিয়া দিল :—

কহ ত কহ ত সখি বোল ত বোল ত রে
হারামি পিয়া কোন দেশ রে।

সোঙরি সোঙরি লেহ এ তহু জরজর
কুলল স্তনিতে সন্দেশ রে ॥

আর ভগিনীও সঙ্গিনীগণের প্রবোধবচনে অধিকতর
সন্তপ্ত হইয়া—

বলর কর চুর বসন কর দূর
তোড়ত গজমতি হার রে।

পিয়া বসি তেজল

কি কাজ ভূষণে

যামুন সলিলে সব ডার রে।

শিখায় সিন্দুর

মুছিয়া কর দূর

পিয়া বিহু সহই না পার রে।

জীউ উপেখিয়া

গাউন পরিয়া

হইল বাড়ীর বার রে।

বলিতে বলিতে ক্রমাশে মুখ মুছিতে মুছিতে
তানিনী কাননিকাকে লইয়া অগমনঃ হইবার জন্ত
আলিপুরের পত্তশালায় চলিয়া গেল। তার পর দিন
জেনবশে কাননিকার বালিকার বজায় রাখিবার জন্ত
নিরঞ্জন গৃহস্বামীর প্রজ্ঞাপনের উপর এই আদেশ
জারী করিয়াছিলেন যে, কাননিকা আজ হইতে আর
বাটীতে পা বিবে না। আদেশ সর্বতোভাবে প্রতি-
পালিত হইতে লাগিল। দশ বৎসর পর্য্যন্ত কাননিকা
এর তার কোলে কোলেই বেড়াইয়াছিল; তবে মধ্যে
মধ্যে সে সময় তার ছই এক দিন পরচারণও ছিল।
একাদশ বৎসরের পর হইতে দশশালা বন্দাবন্ত চির-
স্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইল। কাননিকা ঘোড়ায়
চড়িল, মাথায় উঠিল, পাখীর মাথায় আকাশেও
উড়িল, কিন্তু এক দিনের এক দণ্ডের জন্তও ধরণীবন্ধ
মাড়াইল না। যানাবস্থিত কাননিকা মাতামহের
আদরিণী, ঘোড়ার গল্গতায়, মাখার মন্ততায়, পাখীর
চক্লতায় এক দিনের এক দণ্ডের এক পল্লর জন্ত
আছাড়ও খাইল না। অশপুষ্টি, গন্তব্যকে, কখন বা
নরবাহনে বিভ্রাটে ঘাইতে লাগিল, সেখানে বেঞ্চে
বসিয়া রহিল, মুক্তিকা স্পর্শ করিল না।

মাতামহ বিভ্রাটের কড়পক্ষকে পত্ন লিখিলেন,
—কাননিকা কেবল ইংরাজী পড়িবে। দ্বিতীয় ভাষা
বাঙ্গালা না হইয়া, হয় লাতিন, না হয় গ্রীক, না হয়
জার্মান ফ্রেঙ্কের মধ্যে যাহা হউক একটা, কিছুই না
হয়, আরবী পারস্যী উদ্দু, এমন কি অসভ্য উড়িয়ার
ভাষা হইবে, তথাপি বাঙ্গালা হইবে না। মাতামহের
কঠোর আদেশে অভিমানিনী কাননিকা, পুরোক্ত সমস্ত
ভাষাই শিক্ষা করিল। বাঙ্গালা ভাষা একেবারে ভুলিতে
পারিল না, তাই উল্টা করিয়া কহিতে লাগিল। যথা, ‘কি
ব’লব পরিবর্তে ‘ইক লবব’ ‘আম বা’ব-র স্থলে ‘মিয়া
আজব’ ইত্যাদি। মাতামহের কাছেই ওই রকমের কথা
বলিত। এক দিন কাননিকা বিভ্রাটের হইতে ফিরিয়া
যেই কার্গসোপানে পা দিয়া টকাস করিয়া শব্দ করিল,
অমনি নিরঞ্জন প্রত্যুলাসন করিয়া লইতে আসিলেন।

কাননিকার ফ্রোংপলসদৃশ মুখখানি সোপানায়োরণ-
পরিশ্রমে শ্বেব নিখিক্ত হইয়াছিল। রক্তিম অধর দশনে
চাপিয়া ক্রমগুলের ক্রমেনে বালিকা শ্রমবেদনা প্রকাশ
করিতেছিল। নিরঞ্জন দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল,
না, ছুটিয়া আসিয়া নাতিনীর হাত ধরিয়া করকম্পনে
সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল,—You are
labouring under weakness I see.

কাননিকা। Speak Bengali please, I
don't understand your idiom.

নিরঞ্জন। তুমি দুর্বলতার তলায় পড়িয়া পরিশ্রম
করিতেছ, আমি দেখিতেছি।

কাননিকা। ইক লবলে? (১)

নিরঞ্জন বুঝিতে পারিলেন না, ভাবিলেন বুঝি
শুনিতে পাই নাই। কান বাড়াইয়া বলিলেন,—“কি
বলিলি?”

কাননিকা। কিছু আন। (২)

বিস্মিত নিরঞ্জন মাথা চুলকাইতে লাগিলেন,
ভাবিলেন, এইবারে যেমন করিয়া হউক বুঝিব।
বলিলেন, “আবার বল।”

কাননিকা। মুতি ঢুকা, মুতি কিছু বুঝবে
আন। (৩)

নিরঞ্জন ভাবিলেন, কাননিকা বুঝি জাপানী শিখি-
তেছে।—

উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—“ভামু!”—“কেন গা’
বলিয়াই ভামু নেপথ্য হইতে ছুটিয়া আসিল। নিরঞ্জন
বলিলেন,—এই তোর জাপানী রেয়েকে ঘরে লইয়া
যা। কাননিকার দিকে মুখ ফিরাইয়া বাধান দস্তপংক্তি
বিকাশ করিয়া বলিলেন, “নাতনী, নিকাডোকে বে
করিবি?”

কাননিকাও দাদার প্রত্যুত্তরে মুক্তাপাতি বাহির
করিয়া বলিল,—“আন।” (৪)

নিরঞ্জন। হা কি না বল, ও সব কাঁইচু মাইচু
বুঝিতে পারি না। বে করিস ত বল, আমি তারে
চিঠি লিখি। যেখানে জেডের রাজত্ব করিবি, মিশা-
কোয় চা খাইবি, হঙকঙে গান গাইবি, চুকিয়াঃ

(১) কি বললে?

(২) কিছু না।

(৩) তুমি বুড়া, তুমি কিছু বুঝবে না।

(৪) না।

সাতার কাটিবি! আর লাইফংএর সঙ্গে আলাপ করিবি।

কাননিকা হাতামহের কথার আর কোন উত্তর দিল না, মাকে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া কোলে উঠিল, আর বলিল, “শা একটা হাম্।” মাতা কস্তার মুখচুষন করিল, সকল লেঠা চুকিয়া গেল।

বেশ হইল, কাননিকা সব শিখিল; কিন্তু কবিতা লিখিল কে? যদি বাজালাই শিখিতে পাইল না, যদি আজীবন ইংরাজী লইয়াই কাননিকা দিন কাটাইল, তবে কেনন করিয়া কবি কাননিকা কান্তগিরের আবির্ভাব হইল? অথবা এ কি সেই কাননিকা? না কাননিকা একটা প্রহেলিকা?

কাননিকা বিজ্ঞানলয়ে পড়িতেছে, নিরঞ্জন রিপোর্ট পড়িতেছেন। আজ মিল্টনের “স্বর্গবিচ্যুতি” গ্রন্থের শয়তানের সহিত কাননিকার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। কাননিকার শয়তানচরিত্র বড় মধুর লাগিয়াছে। বালিকা এক শয়তান সৃষ্টির জন্তই সেই অন্ধ কবির ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে। আর কেবল বলিতেছে, ‘হে শয়তান, আমি কায়মনোবাক্যে তোমার জয় কামনা করিতেছি, তুমি বজ্রধারী দীর্ঘাশ্রয়ায়ণ বর্ণেচ্ছাচার স্বর্গাধিপকে পরাভূত করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ কর।’ আমরা তাহাকে বুঝিয়া বলিলাম, ‘ও কথা বলিতে নাই, শয়তান জরী হইলে পৃথিবীতে পাপের অবাধ প্রসার হইবে, ছুই দিনের মধ্যেই পাপভারে পৃথিবী ডুবিয়া যাইবে। কাননিকা এ কথায় ভুট্ট হইল না, বলিল, ‘ডুবিয়া যাইবে কোথায়? আর যদিই ডুবিয়া যায়, আমরা সকলে জাহাজে করিয়া বেড়াইব।’ —আমরা তর্কে তাহাকে ধরাইতে পারিলাম না।

এমন বুদ্ধিমতী বালিকা পৃথিবীর আর কোন স্থলে কোন কালে ভর্তি হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কাননিকাকে বাতাস খাইতে, হিম লাগাইতে, বেশী বেড়াইতে, কথা কহিতে, কিছুই করিতে দিবেন না। একটি প্রাসক্ষেপে পুরিয়া রাখিবেন।

আজ কাননিকা দাস্তের প্রেতপুরীতে প্রবেশ করিল। সেখানে প্রেতগণের সহিত কথা কহিতে তাহার কিছু আগ্রহ দেখিলাম। প্রেতপুরীতে হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার কয়না কিছু ক্লিষ্ট হইয়াছে। স্তন্য বাড়াইল তাহাকে একটু বেশী করিয়া চা খাইতে দিবেন।

আজ কুমারী বাগ্‌ডট কাউপারের ‘সোফার’ চড়িল। সোকার জন্মকথা শুনিয়া কাননিকা একটু

হাসিয়া বলিল, আগেকার লোকগুলা এত মূর্খ, এই সোফা প্রস্তুত করিতে এত কাল কাটাইল। ছ টাকার স্থানে দশ টাকা করিলে এক দিনের মধ্যে শুধু সোফা কেন, কত কোচ, কত শ্রীংএর গদী পর্যন্ত তৈয়ারী হইয়া যায়। কাননিকাকে কি আপনি পূর্বে সোফা পড়াইয়া ছিলেন? সে এমন হুন্দর সমালোচনা শিখিল কোথায়?

আজ কান্তগির আর একটু হইলেই বিজ্ঞানলয়ে হলুৎল বীদায়াছিল। টেম্পেটের এরিয়েল চরিত্র পাঠ করিতে করিতে এমনি তরয়ী হইয়াছিল বে, এরিয়েলের মত উড়িতে বাইরা বেঞ্চ হইতে পড়িয়া, পায়ে একটু আঘাত লাগিয়াছে। অতি সামান্য, বাড়ী যাইতে যাইতে সারিয়া যাইবে, আপনি অহুভব করিতে পারিবেন না! কাননিকা রমণীরক, আজ তাহাকে বাড়ীতে পড়িতে দিবেন না! বরং আপনার উত্তান হইতে একটি আধফুটস্থ ‘প্যানসী’ তুলিয়া দিবেন।

আজ আপনার নাতিস রাজকবি টেনিসনের কবি উপাদি কাড়িয়া লইয়াছে। টেনিসনের “হুন্দরী রমণীর স্বপ্ন” হইতে সকল বালিকাকে প্রশংসা দিয়াছিলাম। সকলে প্রশংসার উত্তর করিয়াছিল; কেবল স্মিয়মালা কাননিকা ডেবডেবে চক্ষু ছাটিতে এক অঙ্গলি জল পুরিয়া কপোলে করবিভাস করত টেবিলছিদ্রস্থ একটি ছারপোকাব চতুরতা নিরীক্ষণ করিতেছিল। দেখিয়া সন্মুখে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কুমারী বাগ্‌ডট! তুমি কি আজ বাড়ীতে পড়িতে পার নাই?” উত্তর পাইলাম—“ইচ্ছা করিয়া পড়ি নাই। যে কবির সৌন্দর্য্যজ্ঞান নাই, তাহার কবিতা পড়িতে অভিলাষিনী নহি। আর তাহাকে কবি বলিয়া কবি-নাসের মর্যাদা নষ্ট করিতে চাহি না। বঙ্গহুন্দরীর—শ্রীমদ্রত্নক্ষেত্র-চারিণী, সরদাশোভিনী, বকুলতলবাসিনী, অন্তঃপুর-বিলাসিনী, যেন পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী বঙ্গসৌমিত্রিনীর স্বপ্ন আগে তাহার দেখা উচিত ছিল।” কাননিকা হুন্দরী; কাননিকা মুহুহাসিনী, মধুরভাবিনী, গজগামিনী কাননিকা আনন্ডে উৎসাহে, ভাষণে, মৌনে, অভিমানে সর্বদাই নেত্রে জল পুরিয়া রাখিয়াছে। তাহার টেনিসনের উপর দোষারোপ করবার অধিকার আছে! টেনিসনকে এ সম্বন্ধে একথানা পত্র লিখিতে হইবে (১) রাজকবি যদি প্রতিবাদ করেন,

(১) হার! টেনিসন আর ইহজগতে নাই।

তাহা হইলে পয়ের মেলে তাঁহার কাছে নাইট ব্রিগে-
ডের চার্জ পাঠাইয়া দিব! দেখিব, টেনিসন কত
শক্তিধর! কিন্তু কাননিকা?—কুদ্দ স্বপ্নধ্যানিতে
এত অল্পভবশক্তি কোথা হইতে আসিল? টুলটুলে
বুধধানিতে এত কথা-কুহুমরাশি কেন্দ্র করিয়া ধরিল।
কি কঠিনতা! বুদ্ধ মরণোশুণ টেনিসনের একমাত্র
আশ্রয়স্থল কবিপদ—তাই কি না অগ্নিবন্দনে কাড়িয়া
লইল। কি কোমলতা! বঙ্গনারীর জন্ম অকাতরে
প্রাণত্যাগারে রাশি রাশি দীর্ঘশ্বাস ও সাগরপ্রমাণ চক্ষু-
জল পুরিল। কাননিকা নারী-কোলরিজ আভ্যন্তরিক
কবি, কাব্যস্তরা প্রাণ—স্বত সেকপীরয়, সহস্র ওয়ার্ডস-
ওয়ার্থ, অমৃত বায়রণ, লক্ষ শেলীর প্রতিভা লইয়া এই
কুদ্দ পাখীর প্রাণ রচিত হইয়াছে। সে প্রাণের মুখ
ফুটাইতে ভাষা কথা নাষ্ট। কাজেই কবি নীরব—
এ কুল ফুটিতে ফুটিতে ফুটিবে না।

পেন্সন্ডোগী নিরঞ্জন, দিন দিন এই রকম রিপোর্ট-
সুখা পান করিতে লাগিলেন এবং বাঁড়াবাড়ীর বাণের
জায় জামিতিক বুদ্ধিতে ফুলিতে লাগিলেন। তাঁহার
মুখ চক্ চক্, বুক ঠক্ ঠক্, জিহ্বা লক্ লক্ করিতে
লাগিল। তাঁহার দাঁত কড় কড়, হাত সড় সড়, গলা
ঘড় ঘড়, প্রাণ ধড় ধড় করিতে লাগিল। তিনি
থাকিয়া থাকিয়া কাঁকারিয়া উঠিতে লাগিলেন, আর
বলিতে লাগিলেন, রে বজ্র, মূর্খ, অসত্য সমাজ, সমাজ-
কুলকলঙ্ক, তোম নিরঞ্জন একে আমি মিনাভার (১)
অভিনয় দেখাইব। দেখাইয়া সমাজে আমেরিকার
ডেমাস্ট্রেন্ট হইব।

এক দিন গৃহসংস্রম উত্থানপ্রান্তরে কতাকুলপরি-
বেষ্টিত নিরঞ্জন টেনিস খেলিতেছিলেন। কাননিকা
কিঞ্চিত অসুস্থ, একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া থেলা
দেখিতেছিলেন ও একটি গোলাপ ফুলের বস্ত্র ধরিয়া
ঘুরাইতেছিলেন। বহুল গাছের ফুল আপনা-আপনি
কমিতেছিল, জোটনের পাতা আপনা-আপনি নড়িতে-
ছিল, ফুলের চারিদিকে উড়িতেছিল, টেনিস বল ব্যাট
হইতে ব্যাটান্তরে বাটতেছিল, কখন বা জালে আবদ্ধ
হইতেছিল, কখন মাটিতে গড়াগড়ি খাইতেছিল।
এমন সময় কোথা হঠাৎ কপোত কপোতী উড়িয়া
আসিয়া নিরঞ্জনের পদমূলে পড়িত হইল। সকলে
চমকিত হইল, আর ঠিক সেই সময়ে বিশ্বমোহিতা কোন

এক রমণীর করনিকিণ্ট টেনিস বল, কপোতের ঘাড়ে
পড়িয়া তার প্রাণ বাহির করিল। মশক পক্ষপুটে
কুমরের কাড়তলা জানাইয়া কপোতী নিকটের উইলো
তরুণিরে উঠিয়া বসিল। নিরঞ্জন উইলো এমন সময়ে
তারে স্থান দিল না। শাখা নত করিয়া ছলিয়া ছলিয়া
তাহাকে দূর করিয়া দিল। রমণীকুলমধ্যে একটা
চুংখের হাসির আবেশকর শব্দ উঠিল। আর কাননিকা
ইজিচেয়ারে আনমনে কি একটা হিজিবিজি লিখিল।
চেয়ার পড়িয়া সেই কথা সকলকে গুনাইল :—

আর রে টেনিস বল কি কাজ করিল রে
কপোতে বধিয়া!

আরে রে উইলো মধি, একি তোম কাজ দেখি?
কোন্না হইয়া,

পতি-হার্য কপোতীরে, দিলি কি না দূর করে।
গোরস্থানে তাই বৃষ্টি থাকিস পড়িয়া?

টেনিসের বল সনে চলে যা লো লন্ডনে
বেধা হ'তে তো ছুটারে এনেছে ধরিয়া।

বস্ক তোরে নাহি চায়, যা লো সেন্ট-হেলেনায়,
অথবা চলিয়া যালো একেবারে কোরিয়া!

প্রজ্বলিত খণ্ড যেন আকাশবাণে হ্রস্ব করিয়া
উঠিয়া যায়, সনিরঞ্জন বোহিন্তরী প্রাণ তেরনি সেই
কবিতানলম্পর্শে মুহূর্তমধ্যে অন্তরের দিকে ছুটিয়া
গেল! কে রে?—এ প্রাণোন্মাদিনী কাব্যকথা কে
কহিল রে? কঠিনার পাথর প্রাণ জব কে করিল
রে? বস্ এই পর্বাশু! তার পর দীপনির্বাণ—
যেন কোথাও কিছু হয় নাই! নিরঞ্জন ডাকিল, কান-
নিকে! ভামিনী বলিল, কাননি! মাতৃস্বয়ং
উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিল, কাননি। নিকুঞ্জবন প্রতি-
ধ্বনি পাঠাইয়া তব্ব লইল কাহু। কই কোথায়
কাননি?

সকলে দেখিল, ইজিচেয়ার শুধু পড়িয়া আছে।
নিরঞ্জন ভাবিল, এ কবিতা কি কাননিকার? অসম্ভব,
অসম্ভব। কাননিকা বে বাজালা লিখিতে পড়িতে
জানে না। সে বাজালা কহিবার ভয়ে জাপানী-
লিখিয়াছে। তবে কি ইজিচেয়ার কবিতা আগুড়াইল?
দূর হক্, আর ভাবিতে পারি না। ভাবিয়া এ প্রহে-
লিকার নীচাসে হইবে না।

পরদিন প্রভাতে বিতালয় হইতে রিপোর্ট আসিল।
“সর্বনাশ, কাননিকা আর পড়িতে চায় না। সে বলে,

(১) মিনাভা—গ্রীকদিগের বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

‘যে ভাবার নিখার প্রশ্নর দেওয়া হয়, সে ভাষা আরি আর পড়িব না, যেমন করিয়া পারি, ভুলিয়া যাইব।’ রসনামুলে ইচ্ছাপ্রহরণীকে বসাইয়া রাখিব, সে আর একটুও ইংরাজী কথা মুখে আসিতে দিবে না। বাহা মূর্খে বলে, অসভ্য বর্বরেও বলিতে পারে, এমন সর্জ-জনবিদিত ইংরাজীও উচ্চারণ করিব না। হাঁসপাতাল, বেড়াতি, চেহারা, টারামাই বলিব, তবু হাসপাতাল, বেক, চেয়ার, টামণ্ডে বলিব না।’—কারণ নির্দ্বারিত করিতে পারি নাই। অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াছি, অনেক বুঝাইয়াছি। বলে নাই, পড়ে নাই, একবিন্দু অশ্রুজল ফেলে নাই। দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, যেন পাষণ-প্রতিমা।”

নিরঞ্জন তখন নারী কেন বিচার-পত্নী হইবে না, এই বলিয় গবর্ণমেন্টকে কারণ নির্দেশ করিবার আত্মা প্রচার করিতেছিলেন। কাননিকার ছই দিন বাসে “বিয়ে এসেছে” শেষ হইয়া রাঙলায় লাভ হইবে। তখন তাহাকে একটা আধটা হাকিরি না দিয়া ভেরন করিয়া ঠাণ্ডা রাখিবেন, এই বিষয়ই ভাবিতেছিলেন। এমন সময় এই হৃদয়দারক রিপোর্ট পাঠ করিয়া তাহার হৃদয়-কষাট ঝড় ঝড় করিয়া ভাঙিয়া গেল। আশ্চর্যগিরির অমৃত্যুপাতের পূর্বকণ্ঠে যেমন পুঞ্জ পুঞ্জ ধূম নির্গত হইয়া চারিদিক আঁধার করিয়া ফেলে, নিরঞ্জন সেইরূপ একটি বাহ্যের চুরটে গোটাকতক ফাঁকা টান টানিয়া ধরটাকে অন্ধকার করিয়া কেলিলেন, তার পর একটা হুকার গজ্জন। ভূত বটু কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া আসিল। করজোড়ে সমুখে দাঁড়াইল, কথা কহিল না। দেখিল প্রভু ছড়ি লইতেছেন, লইয়া তাহার দিকে আসিতেছেন। ঐ ছড়ি উঠিল, তাহার পৃষ্ঠে পড়িল, আবার উঠিল আবার পড়িল। বারকতক তাহার পৃষ্ঠে উঠাপড়া করিল। সে কেবল নীরবে হাত বুলাইল, আর নিরঞ্জনের প্রহারবশিষ্ট অঙ্গুলা হাত বুলাইবার ছলে দেখাইয়া দিল। সেইগুলোতে আর প্রহার না করিয়া, নিরঞ্জন কেবলমাত্র ক্রোধ-বিকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—“দিদিবাবু কোথা?” ভূত বাঁচিল, ছুটিয়া গেল। মুহূর্ত্তবধৌ কাননিকাকে আনিয়া হাজির করিল। দেখে দেখে আজ কাননিকা বিচার-বন্দিরে যেন গুরু অপরাধের আসানী। বটু চাকর, যেন চাপরাশী। কাননিকাকে এক হস্তে ধরিয়া, অঙ্গ হস্ত নিরঞ্জনের মুখের কাছে নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, “এই দেখ, তোমার জন্ত প্রাণত্যাগে

আমাকে প্রহার খাইতে হইল। আমার হাত-মুখ বাত-পিত টিট হইয়া গেল। আবার যে তুমি “হার রে নীল গগন হার রে নব ঘন” করিবে, সেটি হইতেছে না। আবার যে তুমি ঘরের ভিতর বসিয়া নৈমিষারণ্য, দেখিবে, ইজি চেয়ারে বসিয়া সাগরতরঙ্গের ক্রুদ্ধে কম্পিত হইবে, হাবুড়বু বাইবে, সেটি হইতেছে না। আবার যে তুমি ছবিতে আঁকা পাহাড়ে উঠিয়া, তাহা হইতে পড়িয়া পা ভাঙিবে, কন্তুরী হরিণ ধরিরার জন্ত ছুটাছুটি করিবে, আর আমাদের কৈফিয়ত দেওয়াইতে দেওয়াইতে প্রাণ ওঠাগত করিবে, সেটি কোনরূপেই—আর—হই—তে—ছে—না!”

নিরঞ্জন ভাবিলেন, এ কি! ভূত বটু বলে কি? এ কি গাঙ্গা খাইয়াছে, অথবা কাননিকা কন্দনাশানদীর জলে গা ঢালিয়াছে? ভূতাকে চলিয়া যাঁহাতে আদেশ করিলেন। “চলিয়া” বলিয়া “যা” বলিতে না বলিতে দেখিলেন, বটু নাই। তখন ক্রুদ্ধস্বরে কাননিকাকে কহিলেন,—“হ্যাঁ রে কাননি?”

কাননিকা উত্তর দিল না। অবনতমুখী নথ দিয়া কেবল গালিচা খুঁটিতে লাগিল। অবশ্য নথ পাতকার ভিতরে ছিল। মাতামহ—মাতামহ কেন, নরোত্তম ছাড়া আর কেহ দেখিতে পাইল না। নিরঞ্জন আবার সুধাইলেন, “হ্যাঁ কাননিকা?”

কাননিকার মস্তক কথাকথণ্ডে আরও যেন নমিত হইয়া পড়িল। তখন নিরঞ্জন নিরুপার, মৌনবতীর মুখ ফুটাইতে না পারিয়া হাত ধরিয়া সোহাগকম্পিত ভাবে আবার জিজ্ঞাসিলেন, “প্রিয় কাহু?” কাহু ঘেনী টাঙথার মত তিড়িভিড় করিয়া হাত টানিয়া বলিল, “যাও।”

নিরঞ্জন। কেন, তোর হইল কি?

কাননিকা। আমার কিছু হয় নাই।

নিরঞ্জন আর নাতিনীকে রহস্ত করিলেন না। রিপোর্ট পড়িয়া তাহার হৃদয়ে শেল বিধিতেছিল। কর্তব্যের অমুরোখে গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, “তোর নিশ্চয় কিছু হইয়াছে। তা নাহলে কেন তুই বাল-সুলত চাপলা ছাড়িয়া প্রবীণার বত গম্ভীরা হইতেছিল? আর তোর রহস্ত ভাল লাগে না, পাঁচ জনের সহিত বিশিতে সাধ যায় না, পড়িতে ক্রটি হয় না।—ভাল কথা, ইংরাজী পড়িতে তোর আবার অনিচ্ছা জন্মিল কেন?”

কাননিকার মুখেও চঞ্চল হাসির পরিবর্তে গাভী-
ঘের একটা স্থায়ী আবরণ আসিয়া পড়িল। মাতা-
মহের কথাই ভাবে বকিল, স্থল হইতে রিপোর্ট
আসিয়াছে।—প্রজ্ঞাসা করিল, “রিপোর্ট পড়িয়াছ ?”
নিরঞ্জন। তবে কি ভূতের কথা শুনিলাম।

কাননিকা। যাহা শুনিয়াছ, সমুদয় সভ্য; ইহার
একবর্ণও মিথ্যা নয়। আমি ইংরাজী পড়িব না। বল
দেখি, ‘ব্যাচিলরের’ ফেরিনাইন কি ‘মেড’ নয়? তবে
পুরুষে যে সময়ে বিখ্যাতালয়ের ‘ব্যাচিলার অব আর্টস’
হয়, নারী সে সময়ে ‘মেড অব আর্টস’ হয় না কেন?
অর্থাৎ পুরুষে যখন বি, এ, হটবে, স্ত্রীলোকে তখন
এম, এ, হটবে না কেন? যে ভাষায় মিথ্যার প্রশ্রয়,
সে ভাষা আমি আর পড়িব না।

কাননিকার কথা শুনিয়া নিরঞ্জনের চক্ষু কপালে
উঠিয়া গেল, মুখ বিরাট হী করিল, বাধান দাঁত ঝরিয়া
পড়িল। সত্যই ত, কান্না এম, এ, না হটয়া বিএ হইল
কেন?

কাননিকা দাদার উত্তরের অপেক্ষা করিল না,
ফিরিয়াও চাহিল না, চলিয়া গেল। রাশি রাশি সমী-
রণ কাননিকার ভয়ে দাদামহাশয়ের হৃদয়-প্রকোষ্ঠে
লুকাইয়াছিল, যেই কাননিকা চক্ষের অন্তরাল হইল,
অমনই হুঁশ করিয়া পলাইয়া বন্ধুসংযোগক্ষে সংবাদ
দিল। সমীরণ বাবের ব্যাপারবানি কি, মীমাংসা
করিবার জন্ত কোণাল আরম্ভ করিল! পোর্ট কমি-
শনারগণ ধুচুনী নিশান উড়াইয়া দিল—বঙ্গোপদাগরে
সাইক্লোন চলিয়াছে।

নিরঞ্জনের হৃদয়ে কিন্তু আগুন জ্বলিল। নিরঞ্জনকে
ক্ষার করিবার জন্য সেই অনলকে দ্বিগুণ জ্বালাইতে
চার দিক হইতে দুঃকার আসিল। ভামিনী আসিয়া
বলিল,—“বাবা বাবু, সে দিনকার কবিতা কাননি
করিয়াছে। ক্রোধের মৃত্যু দেখিয়া কে এক বাম্বীক
মুনি না কি কবিতা আঙড়াইয়াছিল, কাননীও কপো-
তের মৃত্যু দেখিয়া তাই করিয়াছে।”

নিরঞ্জন আর একটুও কথা কহিলেন না। কেবল
“হুম্” বলিয়া আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ভাগ
করিলেন। ভামিনী বাবা বাবুর ভাব দেখিয়া আর
কিছু বলিল না, পা-টিপিয়া পা-টিপিয়া পলাইয়া গেল।

নিরঞ্জন মনে মনে ভাবিলেন, “হয় ত কাননিকা
আর কোথাও গিয়া শিখিয়াছে।—নহে কি এই
অসম্ভব ব্যাপার নাস্তিক নিরঞ্জন বিশ্বাস করিবে?

বাতায়নপথে বেগে সমীরণ প্রবর্তি হইয়া বলিল,
“হী হী!” দেয়ালে টকটকি বলিল, “ঠিক ঠিক?”
পদবর্ণন-মুখরিতা গালিচা বলিল, “ইয়েস ইয়েস!”

কিন্তু অন্তরের অন্তর হইতে কে যেন বলিল, “তা নয়
—এ যে প্রাণেলিকা!” নিরঞ্জন হাই তুলিয়া তুড়ী
দিলেন।

দূরে কে যেন গাহিল—

বিধাতা নির্মিত ঘর নাহিক ছয়,
যোগেন্দ্র পুরুষ তার আছে নিরাহার।

যখন পুরুষের হয় বলবান,
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে থান থান।

নিরঞ্জন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কাননিকার অত্যধিক শ্রমের নিরঞ্জনের অপর কল্যা-
ণের দর্শনা জন্মিয়াছিল,—পিতার মনোগত ভাব
কতক কতক বুঝিয়া তাহার সেই বুদ্ধকে বাস্তব্যাণে
বিন্দু কদ্বিবার এই এক উপযুক্ত অবসর বিবেচনা
করিল। জোষ্ঠা ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—“বাবা!
কাননিকা না কি একটা শ্রুতি শিখিয়াছে? “বটে
বটে” বলিয়াই নিরঞ্জন আর না শুনিতে হয়, এই জন্ত
ঘর ছাড়িয়া বারাগার আসিলেন। মধ্যম কল্যাণ রায়-
বাধিনীর মত বাপের সম্মুখে একথানা কাগজ লইয়া
উপস্থিত হইল। নিরঞ্জনের বোধ হইল, যেন বহু দিন
ধরিয়া পেনসন খাইতে দেখিয়া, কোম্পানী বিরক্ত
হইয়া, তাহাকে জীবন্তে গ্রাস করিবার জন্ত তিন
তিনটা মায়াক্রপিলী ‘হী’ পাঠাইয়া দিয়াছে। হঠাৎ
হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছি, এটা বুঝি আর ছাড়িল
না,—খাইল, ওই ধরিল—নিরঞ্জন একেবারে দোশানে
পা চাপাইয়া দিলেন।

“বাবা বাবু যাও কোথায়? কাননির একটা
কবিতা শুনিয়া যাও।” “আসছি আসছি”, বলিতে
বলিতে নিরঞ্জন একেবারে উঠানে।

কোথায় পান-পান্থাল আর একটা নাতিনী
দাঁড়াইয়াছিল, সেটা টপ করিয়া দাদার হাত ধরিয়া
ফেলিল। নিরঞ্জন দেখিলেন, তাহার হাতে কবিতা লেখা
একখানা কাগজ।—“ও কি, ও কি”—বলিয়াই হাত
ছাড়াইয়া পলাইবার জন্ত চারি দিকে পথ দেখিতে
লাগিলেন। বালিকা পড়িতে লাগিল :—

কি জানি কি সাধ নিয়ে কেন এ মরম সহি
কেন মর্মে বেদনার রাশি।

কেন নিবীলিত চোখে আকাশেতে চেয়ে রই
কেন গো কানিত্তে গিয়ে হাসি।

“বেশ বেশ,” বলিতে বলিতে নিরঞ্জন একেবারে
দরজায়। সেখানে দারবানের স্বন্ধে জটনিকা নাতিনী
বসিয়াছিল। দাদাকে দেখিয়াই খাঁশাইয়া তার গলা
ধরিল—“কে তুই?”—নিরঞ্জন আর দেখিতে সাহস
করিলেন না।

বালিকা বাহুমুণ্ডালে দাদামহাশয়ের গলা জড়াইয়া,
কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল :—

“আমি কে আমি কে বলে নিতুই স্থাণ্ডে তায়
আমি কি গো নারিক্সা চিস্তায় ?
আমার হৃদয় কি গো তোমার হৃদয় নয়,
আনিই কি একা আপনার ?”

মরাঁচিকা

বাটীর বাহির হইয়া নিরঞ্জন ভাবিলেন,—“বাটী,
গঙ্গায় কাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরি। কি করিতে যাইলাম,
কি হইল ? সমস্ত কার্য্যই যদি পথ হইল, কাননিকা
এম, এ পড়া যদি ছাড়িয়া দিল, তবে আর জীবনধারণে
লাভ কি ? নিরঞ্জন সঙ্কল্প স্থির করিবার পূর্বে শাস্তির
আশায় চারি ধারে চাছিল। শাস্তি কই ? আজ
রবিবর এত প্রথর কেন ? সমীপে এত কাঠিভ
কেন ? পথ ধূলরূপে অনল-কণা গায়ে নিক্ষেপ
করিতেছে, প্রান্তরের আঁশল তৃণরাজি পাতকা
উপেক্ষা করিয়া স্তম্ভীর হ্রাস চরণে বিধিতেছে। আর
ভাগীরথী !—তোমার জল এমন টগবগ করিয়া কুটিতেছে
কেন ? এমন গরম জলে ডুবিয়া মরিলে যে গাত্রদাহ
হইবে !

নিরঞ্জন ভাগীরথীতীরে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর একটা
সুগম পন্থা অবলম্বন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন,
এমন সময়ে—

“———মনজিস জিনিয়া মুরতি।

পদ্মপত্র-মুগ্ধনেত্র পরশয়ে শ্রুতি,

অনুপম তনু শ্রীম নীলোৎপল আভা।

মুখকুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥

সিংহগ্রীব বজ্জীব অধরে তুল।

খগরাজ পায়-লাজ নারিকা অতুল ॥

দেখ চাক বুঝ ভুল লগাট এসর।

কি সানন্দ গতি মন্দ মন্দ করিবর ॥

ভুল্মুগে নিন্দে নাগে আক্রান্তগাধিত।

করিকর সুগবর জাহ্নু স্থললিত ॥

বুক পাটা দস্তচুটা জিনিয়া দামিনী।

দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে কোথা কে কারিনী ॥

মহাবীৰ্য্য যেন সূর্য্য মেঘেতে আবৃত।

অগ্নি-মন্ত্র যেন পাণ্ডুলে আচ্ছাদিত ॥”

এ হেন অপকৃপ রূপলাবণ্যময় যুবক রতন—

তার হাতে ছড়ি মুখে দাড়ী চোখে পরকোলা।

করে তুচ্ছ কেশশুদ্ধি বাড়ি পিঠে ফেলা ॥

সব ছিল না কেবল সৌন্দর্য্যে সিদ্ধ।

দিল দেখা মেঘ-মাথা লাবণ্য ইন্দুর ॥

সেই সুন্দর, অতিসুন্দর, অতি হইতেও এককটি
বেশী সুন্দর যুবা, সেই পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে
নিরঞ্জনের দৃষ্টির ধারে পাদচারণ করিবার জন্ত আসিয়া
উপস্থিত হইল ! কিন্তু হায় ! পুরুষ-সৌন্দর্য্যের
দিকে চায় কে ? পুরুষ ? না, পুরুষ শুধু সৌন্দর্য্যের
কথা লিখিতে পারে, দেখিতে পারে না। তবে তুমি
যদি আকর্ণবিশ্রাস্তবদনা, মৃগমুখী শশিচোখী কঠোর
রসিকা বয়োধিকার গ্রস্থিতে গ্রস্থিতে সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ
কর, আর তার প্রেমে বিধবৎসারকে তুচ্ছ জ্ঞান কর,
তাহা হইলে শুধু পুরুষ কেন, কাফ্রিনীর মুখেও তুমি
হেলেনের হাসি দেখিতে পাও। এমন তোমাকে আমার
দূর হইতে নমস্কার। পুরুষ-সৌন্দর্য্যের দিকে চায় কে ?
নারী ? না, কপটসঙ্গম-পার্শ্বদাভিজ্ঞা বিভ্রমী বলিয়াছেন,
“পুরুষের গুণই সুন্দর, সৌন্দর্য্য সুন্দর নয়। রমণীর
চক্ষে সুন্দর পুরুষ হইতে সুন্দর নারী দেখায় ভাল।”
পুরুষের রূপ দেখে কেবল উপভাসের নারিকা। এ
কথা সম্পূর্ণ সত্য ; কেন না, নিরঞ্জন যুবকের রূপ
দেখিলেন না। কিছুক্ষণ ধরিয়া নিরঞ্জনের সম্মুখে
আগন্তুক বৃন্দ, নিরঞ্জন ভাগীরথীর দিকেই চাট্টিয়া
রহিলেন, একবারও মুখ ফিরাইলেন না। আগন্তুক
গলা খাঁকাহিল, লাঠি ঠিকিল, জুতা ঘষিল, চশমা
খুলিল, আবার পরিল—নিরঞ্জন পূর্ববৎ। ৩৭পথগামী
হই এক জন পথিকে চেনো চেনো করিয়া বার দুই
হালু হালু (hallo) করিল, তথাপি নীরঞ্জন মর্ম্মর
পাথর। তখন নিরুপায় হইয়া মাথা চুলকাইতে
চুলকাইতে নিরঞ্জন ও ভাগীরথীর মধ্যে বিবর্ত প্রমাণ

হান ছিল, সেই হানে দাঁড়ইয়া জিজ্ঞাসা করিল,
“বহাশয়কে কিঞ্চিৎ কাহিল কাহিল দেখিতেছি না ?

নিরঞ্জন শুধাণি যে নিরঞ্জন, সে নিরঞ্জন—একবার
নড়িলেনও না চড়িলেনও না, ভীনের একটু চিহ্নও
দেখাইলেন না। নিরঞ্জনের প্রাণ শাস্তির আশায়
ঘুরিতে ছিল। কিন্তু হায়! কোথা হঠাতে এ কি নূতন
অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হইল ? নিরঞ্জন মনে মনে
স্থির করিলেন যে, এ বর্ষারের সঙ্গে কোনও ক্রমে কথা
কওয়া হইবে না। ও তোষামোদের ভাণ্ডার খুলিয়া
দিক,—“কিঞ্চিৎ কাহিল কাহিল দেখিতেছি, কেমন
আছেন, বাড়ীর সংবাদ ভাল”,—ইত্যাদি যা মনে
আসে বলুক, আমি কথা কহিব না। ও বলুক, “আপ-
নাকে দেখিয়া আমার প্রাণে ভক্তি আসিয়াছে, আপ-
নার তুল্য মহৎ জগতে আর নাই, আপনি ডেপুটীকুল-
চুড়ামণি, আপনি ধর্মাবতার”—আমি কথা কহিব না।
ও বলুক, “আপনিই কেবল বাঙ্গালীর মধ্যে পূণ্য পে-
ন পাইয়াছেন, আপনার অবসর গ্রহণের পর হঠাতে
দেশে চুরী ডাকাতি বাড়িয়াছে, গ্রামবাসিগণ আবার
মাথা তুলিয়াছে”,—আমি কথা কহিব না।

নিরঞ্জন স্থিরপ্রতিজ্ঞ, যুবকও স্থিরপ্রতিজ্ঞ। অথবা
তার অন্তরে এমন কোন শক্তি সঞ্চারিতা যে, বুকের
সহিত চুই একটা কথা না কহাইয়া তাহাকে নড়ায়
কার সাধ্য ? নিরঞ্জন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, যুবকও
ঘুরিয়া ঘুরিয়া সম্মুখে আসিল। নিরঞ্জন আবার ফিরি-
লেন, যুবকও আবার ঘুরিল। নিরঞ্জনের জ্ঞান-
বান্ধকপিষ্ট কোষ একবার দময় মাঝে গাঙ্গাড়া দিল।
পদাভিমান নিরঞ্জনের অঙ্গমনস্ততার অবকাশে, সেই
কোষকে মুক্ত করিবার সাহায্য করিতে টান দিল।
কোষ মুক্তি পাইয়া কণ্ঠে আসিল, নিরঞ্জনের প্রতিজ্ঞা
টলিল। নদীতটোখিতা প্রাতঃস্নাতা গৃহপ্রতিগমনশীলা
ললনাকুলের ক্ষত পাদবিক্ষেপজ, সিন্ধু বস্ত্রের ঝপ-
ঝপ শব্দ, শান্ত শৈবলিনীর তরঙ্গজননী বাঙ্গীয়
স্তরগীর চাপলাছাতক বাঁস খাঁস শব্দ, আর পোট-
কমিশনারকীর্তি কর্ণে তাবাসাতী হুসুলবাদিনী লোকো-
মোটর (locomotive) ভস্ ভস্ শব্দ—এই ত্রিগুণা-
ঙ্ক শব্দের পেষণে নিরঞ্জনের গলা আলুগা হইয়া গেল।
হাররক্ষী দম্পত্যভক্তি কণ্ঠনির্মুক্ত রিপূরাজকে বহির্গমনে
বাধা দিবার জন্ত পরম্পর সংগ্রহ হইয়া তাহার সহিত
কুস্তি আরম্ভ করিল। কিন্তু ধারকরা (mercenary)
সৈন্য কতক্ষণ বীর শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে ?

বাধান দাঁত চুই এক বার বড় বড় করিল এই মাত্র,
তার পর সব কঁাক। দম্পত্যভক্তি হস্তাগ্রে, কোষ
একেবারে রসনাগ্রে। বলিলেন, “তোমাকে সত্যজ্ঞেয়ার
জ্ঞায় দেখিতেছি, কিন্তু তোমার অচরণ দেখিয়া
আমার বিপরীত বোধ হইয়াছে।”

যুবক। আজ্ঞে, আপনার বাধা বোধ হইয়াছে,
তাহা অনেকটা সত্য। অনেকটা কেন পোনে পোনের
আনা সত্য, তাই বা কেন, একেবারে পুরা বোল
আনাই সত্য।

যুবক সরল প্রাণে কহিল কি না, যুবকই জানে ;
আর জানে তার স্রষ্টা। কিন্তু সে কথা নিরঞ্জনকে
আদৌ ভাল লাগিল না। নিরঞ্জনের বোধ হইল,
যেন কথাটা রহস্তের ছলেই বলা হইয়াছে। স্তরগীর
তাঁহারও রহস্য করিবার একটু ইচ্ছা হইল এবং
পুলিসের রহস্যময় হস্তে সেই রহস্য বুঝাইবার ভার
স্বস্ত করিবার অভিলাষটাও সেই সঙ্গে জাগিয়া
উঠিল।

কল্পনা ইচ্ছাসহচরী। নিরঞ্জন যেই মনে করিলেন,
বিরক্তিকর যুবকটাকে পুলিসে দিব, অমনই তিনি যেন
একটা লাল পাগড়ী দেখিতে পাইলেন। যেমন লাল
পাগড়ী দেখা, অমনই লাল পাগড়ীর সেই ভীষণ
লোকাণয়ের হৃদয়বন, অশ্বখটসহকারেবেষ্টিত, রক্তিম,
মহাকুমার কাছারীটিও চোখের উপর আসিয়া পড়িল।
রাঘব-বোয়ালই বহি দৃষ্টিজালে পড়িল, তবে
তার উদরগত রোহিত শফরী, এরাই বা বাকি
থাকে কেন ? আশ্রয়স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে
একে একে তাঁহারও আসিয়া উপস্থিত হইল।
নিরঞ্জন দেখিলেন, বামে দক্ষিণে শামলা, সম্মুখে
কাঠগড়া, তন্মধ্যে বিচারপ্রমাদক বেষপথ্যান আসামী,
উপরে পাখা, নীচে মঞ্চ, হস্তে অশনিরূপিনী লেখনী,
তৎপার্শ্বে বিষভরা মসীপাত্র, আর চারি ধারে কেবল
বন্ধাজলি। মঞ্চের উপরে রামমরী, বিভীষিকামরী,
পদ্যোমুখী গরালোদরী নিজের হাকিমশ্রী! সেটাও
সময় পাইয়া নিরঞ্জনের কল্পনাপথে চোলডিগ্ ডিগ্
খেলিতে লাগিল। ভাবাবেশে নিরঞ্জন বিচার আরম্ভ
করিলেন;—“তোমার নাম ?”

যুবক। আমার নাম নয়।

নিরঞ্জন। পিতার নাম ?

যুবক। আজ্ঞে, বিধ,—মাতার নাম বিজ্ঞ।

নিরঞ্জন। জাতি।

যুবক। আজ্ঞে, কি এক সামান্ত অপরাধে আমার পিতার জাতি গিয়াছে।

নিরঞ্জন। এখন বল তুমি দোষী কি না!

যুবক। দোষী!—আমি!—আমি কেন দোষী হব? আমি সকলের আগে গিয়াছিলাম।

নিরঞ্জন। সকলের আগে গিয়াছিলাম!—এ কথার অর্থ কি?

যুবক। আজ্ঞে, এ কথার অর্থ এই, আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন সেখানে আর কেহ ছিল না।

“কেহ ছিল না—কেহ ছিল না?”—বলিতে বলিতে আর এক যুবক কোথা হঠাৎ যেন কেমন করিয়া ছুটিয়া আসিল; আদিয়া নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিয়া আবার বলিল, “তুমি এর কথা শুনিয়া আপনি রায় দিবেন না। আমি সাক্ষী আনিতেছি। এই গিল্টি, আমি নট্ গিল্টি—(not guilty) আমি সকলের আগে বাড়ী হঠাৎ বাহির হইয়াছিলাম। তখন কাক পর্যন্ত ডাকে নাই, চোর পর্যন্ত জাগে নাই পুলিশ পর্যন্ত ভাগে নাই, সাহেব পর্যন্ত রাগে নাই! এমন কি, বাঙ্গালা সংবাদপত্র তখনও পর্যন্ত পরনিন্দা ভাড়ে নাই। এমনই ঘোর রাত্রিতে আমি বাহির হইয়াছিলাম। তা হইলে বলুন দেখি, আমি দোষী কি এই দোষী। মহাশয় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বিচার করিয়া আসিয়াছেন। সাহেবে আপনাকে ‘গ্যাসকোইন’ বলিয়াছে, বাঙ্গালীতে বলিয়াছে ‘কালাপাহাড়’। আপনার ভ্রায় মহাশয়ার কাছে এই ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহিয়া নিস্তার পাইবে?—এই আমার সাক্ষী আসিতেছে।” হেলিতে হেলিতে, হুটিতে হুটিতে সাক্ষিপ্রবর আদিয়া উপস্থিত হইল।

নিরঞ্জন ভাবিলেন, এ ক্ষয়টা লোকট পাপল হইয়াছে। ইহাদিগকে যেমন করিয়াই হউক গরাদে পুরিতে হইবেই হইবে। ক্রোধ-বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—“দেখ, তোমাদের সকলকেই আমি উপযুক্ত শাস্তি দিব, তোমরা পথে অবৈধ জনতা করিয়া আমার বিশ্রাম-স্থল নষ্ট করিতেছ। বেলা হইয়া গেল, তথাপি আমাকে বাড়ী যাইতে দিতেছ না।”

সাক্ষী। বেশ, বাড়ীই চলুন, সেই স্থানেই ইহাদের বিবাদের একটা হেতু নষ্ট করুন। সেই স্থানে বিশ্রামস্থলও ভোগ করিবেন, আর বিচারও করিবেন। আমাদের আপনি চিনিতে পারিতেছেন না। আমরা সকলেই আপনার আদায়ী। ওই যে আপনার ফ্রেণ্ড

আসিতেছেন, উনি আমাদের এ বোকদর্শনার বিচার করিতে অক্ষর হইয়া আপনার কাছে পাঠাইয়াছেন।

নিরঞ্জন দেখিলেন, যথার্থই তাঁহার বালা-বন্ধু সম্মুখী চোখদার সাহেবও ডায়ালিটিস জীর্ণ করিবার জন্য প্রান্তর্ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন! কিন্তু এখনও ত বন্ধুবর বহু দূরে লিল করিতেছেন! এতক্ষণ কি করিয়া নীরব থাকিবেন! তাই বলিলেন, “তোমাদের বক্তব্য কি? তোমাদের কথা আমি এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছি না।

সাক্ষী। আমি বুঝাইয়া দিতেছি!

নিরঞ্জন। তুমি কে?

সাক্ষী। আজ্ঞে, আমি প্রাণ্ডলভো ফলে লোভাচ্ছাদিহর বাননঃ। আপনি হাকিম জাতির ডানিয়েল। সুতরাং আমি—আপনি বুঝিয়া লউন আমরা ককেসিয়ান জাতির ইগ্জো-এরিয়ান শাখা। আমাদের পেশার কথা শুনিলে আপনার চক্ষে জল আসিবে। আমাদের এক প্রস্তুত পুরাণে পিথিয়াছে, এক প্রস্তুত ইতিহাসে পিথিয়াছে, শেষে প্রকৃতকথিবে পিথিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা জীবদ্দশায় সাহেবের লাঞ্চিত পিঠে হইতেছি, মরিলেই খ্যাতি-রস পান করিয়া সংবাদপত্রের কলেবর পৃষ্ঠ করিব।

নিরঞ্জন। তুমি আমার সমুখ হইতে দূর হইয়া যাও। না যাও ত, পাহারাওয়ালা ডাকাইয়া দূর করিয়া দিব।

সাক্ষী। আজ্ঞে, তাই দিন। নহিলে আমি নিজে যে যাই, সেরূপ একটা চেষ্টা দেখিতে পাইতেছি না। আমাকে গ্রাহার করুন, অথবা পাহারাওয়ালার সেই চর্কল-নাশন বেটন দিয়া আমার অস্থিগঞ্জ ভাঙ্গিয়া দিন। আপনাকে দেখিয়া আমার প্রাণে একটা প্রবলা ভক্তি আসিয়াছে। আমি সেই ভক্তিভরঙ্গ ঠেলিয়া পলায়ন-নদীতীরে পৌছিতে পারিতেছি না।

নিরঞ্জন দেখিলেন—সাক্ষীর হাতনাড়া, মুখনাড়া, মুহ হাসি—সব দেখিলেন। আর ভাবিলেন, এ কি বিষয় বিপদ উপস্থিত! কেমন করিয়া এর হাত হইতে নিস্তার পাই?

সাক্ষী চই একটা ঢোক গিলিয়া গিলিয়া আবার আরম্ভ করিল—“তবে এইমাত্র ভক্ত্যরোধ, আমার উপর ক্রোধ করিবেন না। আমি কেবল সাক্ষী, ‘আদারীও নই, করিমারীও নই। শুধু সাক্ষী—

হতভাগ্য সাকী। আমি বারন, আর তিনি আটগাঁছের কল। আমি বোরলা, আর তিনি বড় কানকোয়ী 'কই'। কাজেই এ ভাগ্যহীন পাঁচী গল্প হইতে আপনি নিরুদ্বেগের সন্দেহ পাঠিতে পারেন। তাহার উপরে আপনার ও আমার ভিতরে একটা বন্ধনীর আনির্ভাব হইয়াছে। কবি কালিদাস বলিয়াছেন "

নিরঞ্জন। "কি পায়ণ্ড। আমার কবিতা ?" এত বলিয়াই তাহার মস্তকে প্রহার করিবার জন্য হাটি টেলোহন করিলেন।

সাকী। আরে কবিতা—এখন প্রহার করিবেন না। আর একটু অপেক্ষা করুন। কবিতা শুনিলে ও তাহার অর্থ বুঝিলে আপনি আমারই প্রহার করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। তখন আপনি যতটুকু মারিবেন। ততটুকু আপনার আনন্দ বাড়বে। মারজীবন এত পৃষ্ঠ ছাড়া পড়িলেও আপনার হাতে বাণা হইবে না। কবিতাটি এই :- "সমুদ্রালাপনপূর্ণহাস্যঃ।" অর্থাৎ আলাপ কবিবার পরেই সমুদ্র। আপনি যে সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, তাহা পরক্ষণেই সমুদ্রী হইয়াছেন। সত্যবাঃ কোন দিকেই আমা হইতে আপনার অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। তবে ইচ্ছামত যথোপযুক্ত এত বাবুটি দেয়া। কেন না, ইনিই প্রথমে "কই" খালি ছিঁড়িয়া পথে খই ছড়াইয়াছেন।

"কি—আমি দোষী ?" এই বলিয়াই পঞ্চম যুবক সাকীর পৃষ্ঠে একটা মুঠাঘাত করিল।

তখন সাকী সম্মতমানে নিরঞ্জনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—“এই দেখুন, ভূর্ভাগাবশতঃ আমি উহার দুর্য্যবের প্রতি দুটি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, উনি সেই অপরাধে আমার পৃষ্ঠে দুটি নিক্ষেপ করিলেন। আতা! ওর ননী মাখন-মাখা হাত কতটুকোয়ল, আর কোড়ায় কোড়ায় কত পড়িয়া আশাব পিঠ কতটুকু কঠিন! ওর হাতে কতটুকু না আঘাত লাগিল।”

দ্বিতীয় যুবক তাহা দেখিয়া নিরঞ্জনকে সম্বোধন করিয়া বলিল—“দেখুন বাহাদুর, লোকটা কত বড় বোয়ামব দেখুন।”

নিরঞ্জন। জীবনে প্রথম দেখিলেন, পঞ্চমধ্যে সর্বসমক্ষে নিরপরাধে অপমানিত হইয়া প্রতিকার সামর্থ্য-সম্বন্ধে এক জন লোকে হাসিল। নিরঞ্জন তার মুখে ক্রোধের চিহ্নও দেখিলেন না।

একটা লোক হাসিল। আর খাইয়া চোখ রাঙাইল

না, পালাগালি দিল না, উকিল ডাকিল না, সয়বাহির করিল না, আমি হাকির দাঁড়াইয়া আছি, আমার কাছেও প্রতিকার চাহিল না—ওধু মুখ মুচকিয়া হাসিল।—নিরঞ্জন তখন তাহার মুখখানা যেন কেমন কেমন দেখিলেন। দেখিলেন, তার সৌম্য শাস্ত বদন, দেখিলেন তার সরলতা-মাথা নয়ন, আর দেখিলেন চক্ষুহার ভেদ করিয়া তাহার বিশাল বকের আবরণে ঢাকা সেই রমণীকোমল হৃদয়। আতা, সে হৃদয় কি সুন্দর! নিরঞ্জন প্রথমে স্থিলেন, কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া তখন কখন আসামীও হাকিমের বিচার করিতে পারে।

নিরঞ্জন চিন্তাসংগম না শিথিলে তত তাহার গলা জড়াইয়া বলিয়া ফেলিলেন,—

“বধু! কি আর বলিব আমি ?

জনমে জনমে মরণে মরণে

প্রাণনাথ হইও তুমি।”

তাহা না করিয়া সেট উদ্ধত প্রহারকারী যুবকটাকে তিরস্কার করিলেন। তাহার তিরস্কারে প্রশ্রয় পাওয়া দ্বিতীয় যুবক সাকীর হইয়া প্রথমকে প্রহার করিত উজ্জত হইল। তখন দুই জনে আবার লড়াই বাধিয়া গেল। নিরঞ্জন প্রাণপণ চাঁৎকারে পাহারা-ওয়ালাকে ডাকিলেন। এক দিক্ হইতে পাহারা-ওয়ালা, অল্প দিক্ হইতে মিঠার চোঙদার আসিয়া পড়িলেন। চোঙদার আসিয়াই নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মিঠার সেন, ব্যাপার কি ?”

নিরঞ্জন তাহার উত্তর দিতে অবকাশ পাইলেন না। পাহারাওয়ালাকে বলিলেন—“এই দো আদমিকো পাকোড়ো।”

পাহারাওয়ালা আসিয়া যোদ্ধা যুগলকে দেখিয়া গতমত খাইয়া গেল। নিরঞ্জন তার আচরণ প্রদীপ্ত চম্পানের আয় সঙ্গন করিয়া বলিলেন—“ক্যা দেখতা হায় পাধা! হলদি পাকড় কর।”

পাহারাওয়ালা কিছুটা না করিয়া কেবল সেলাম চুঁকিতে লাগিল। আর বলিল,—“হজুর, উতো অনাধারী হজুরকো লেড়কা হয়।”

নিরঞ্জন সে কথাই কান দিলেন না; কক্ষতর স্বরে বলিলেন—“জলদি পাকড় কর।”

চোঙদার বলিলেন—“আরে তাই, রাগ করিও না, থামো থামো।” তখন নিরঞ্জন বেশন, পাকোড়ো পাকোড়ো; চোঙদার বলে, থামো থামো; হোবুধর বগে,

চাম্‌ডাম, সাক্ষী বলে, কর কি, কর কি; পাহারাওয়াল বলে, আর বাবু আরে বাবু জখম হোয়া।

দেখিতে দেখিতে লোক জমিয়া গেল। তাহার বলে লাগাও লাগাও! চোঙদার মাঝে পড়িয়া, “বেতে দাও যেতে দাও” বলিতে বলিতে উভয়ের বিবাদ জিটাইয়া দিলেন। বাহিরের বিবাদ থামিয়া গেল। তবে যা একটু আধটু গোলমাল রহিল, তাহা কেবল পাহারাওয়ালার জনতাভঙ্গের জন্ত! কিন্তু নিরঞ্জনর অভ্যস্তর নানাজাতীয় চিন্তা আসিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল।

সাক্ষী তখন বলিল, “আপনি আর দাঁড়াইয়া কি করিবেন, ঘরে যান, ইচ্ছাদের বিবাদ মিটিবে না।”

চোঙদার বলিলেন “না ভাই, এ বিবাদ মিটিবার নয়। তুমি ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর।”

নিরঞ্জন বলিলেন, “কিসের বিবাদ?—কিসের দোষ?”

চোঙদার। এই ত দাদা, তুমিও সময় বুঝিবে নেকা হইলে!

নিরঞ্জন। সত্য চোঙদার, আমি কিছুই জানি না। আমি এই নবা যুবকদের আচরণ দেখিয়া অবাক হইয়াছি।

চোঙ। এ ছ’টি যুবক তোমারই ছ’টি বন্ধু বপুল। এই বলিয়া চোঙদার নিরঞ্জনের কানে কানে কি বলিল। নিরঞ্জন সেই নীরব কথা শুনিয়া কেবল একটু সশঙ্ক হই করিলেন। তার পর বলিলেন—“তা’জ্ঞে পরস্পরে বিবাদ বরিতেছে কেন?”

চোঙ। এক বিষয় “কই” বাহির হইয়াই ইচ্ছাদের মাঝার দই ঢালিয়া দিয়াছে। এরা আগে ছিল দুই বন্ধু। মাঝার দই পড়িবার পর হইতেই, ইচ্ছাদের মধুর প্রেম টুকিয়া গিয়াছে। এ বিবাদ হইত না, ইচ্ছার ঝগড়ার আগে যদি আমার কাছে আসিত। যাও ভাই, বেলা চইয়াছে। উচ্ছাদের বিবাদ সহজে মিটিবে না। তবে যদি এই তোমার আত্মীয়—

নিরু। আত্মীয়!

চোঙ। আত্মীয় কেন; একরকম ঘরের লোক—চোঙদার আরও বলিতে বাইতেছিল, সাক্ষীর ইচ্ছাতে চূপ করিল এবং নিরঞ্জনের হস্তকম্পন করিয়া চলিয়া গেল। যুবকদ্বয়ও অভিযান করিয়া প্রস্থান করিল। সাক্ষী গল্পাভীরে বসিয়া একটা জেটীর উপর উঠিয়া গান গুলিতে লাগিল,—

“ওরে আমার কই।

বাইয়েরে তুমি উঠলে ভেঙ্গে,

চলে গেলে কোন্ সোনার দেশে,

খুঁজতে গেলে বেজার ফুলে ঢোলের মত হই।

খাশি খাওয়া হয় না তরম কর বোদের জল সই ॥

সাক্ষী সেই গান শুনিয়াই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল।

নিরঞ্জন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বাড়ী ফিরিতে-ছিলেন, তাহার গান শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

“এ কণ্ঠস্বর যে শুনিয়াছি! দূরের সঙ্গীত-যুগ্মিতে মাঝে মাঝে এই গান আমাদের অন্তর করিয়া তুলে।—সে কি এই সাক্ষী? সাক্ষী কি অন্তর্গামী? না, হইল না,—গৃহে যাওয়া হইল না। সাক্ষীকে গ্রেপ্তার না করিয়া, গৃহে ফিরিব না। “সাক্ষী সাক্ষী”—জেটীর কাছে গিয়া নিরঞ্জন চীৎকার করিলেন। কিন্তু কই সাক্ষী, কোথা সাক্ষী—কোথা হইতে আসিল—কোথায় গেল!

নিরঞ্জন তাহার আচরণে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন, এমন কি যষ্টি পর্যাস্ত তুলিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সেই যষ্টি তাঁহার কোম্বের উপর এমন প্রহার করিয়াছে যে, তাঁহার দ্বয় এখন “মলিনীদলগতজলমিব তরলং।” নিরঞ্জন এখন সাক্ষীর প্রেমে আকৃষ্ট। নিরঞ্জন এখন নদী, সাক্ষী সাগর; নিরঞ্জন রাধা, সাক্ষী কৃষ্ণ। “সাক্ষী সাক্ষী” করিয়া নিরঞ্জন জেটীরে কত ঘুরলেন, দেখা পাইলেন না। শেষে মান করিয়া ঘরে ফিরিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, সাক্ষী যাইবে কোথায়? সে যে আমার বালাসখা চোঙদারের পরিচিত।

তা যাউক, এ কি! চোঙদারই বা কি বলিল? সেই দুই জন যুবকই বা আমার সম্মুখে কি নাটকের অভিনয় করিল? তাহাদের এক কথাও যে বুঝিতে পারিলাম না। তাহারা কি কাননিকাকে বিয়ে করিবার জন্তই খুঁনাখুনি করিতেছে! কি, আমার কাননীর বিয়ে পাশ দিয়া এম, এ হইবার দাবী করিতেছে, আর আমি কি না সেই মদীয়সী বিজয়ীকে ছোট করিয়া বিয়ে করিব। দেশ জলিয়া পুড়িয়া আর এইয়া বাক, কাননীকে আমি সখা হইতে দিব না। কিন্তু হায়! সেই ‘কই’। সে ‘কই’ কোন্ সর্বোবদে সঁতার কাটিতেছে?

ও কি! ওই বট-ফিরিওয়াল কি বলিতেছে!

“হায় কলির এ কি গুল, এক কবিতায় পাঁচটা থুন।

—এক এক পরমা।”—নিরঞ্জনের অন্তঃমনের হায়

পকেটে হাত পড়িল। তাহা হইতে একটা পয়সা বাহিৰ হইল। আৰ তাত বিনিময়ে তাহাৰ হাতে সেই এক পয়সাৰ বইখানি আসিল। প্ৰথম পাত খুলিয়া দেখেন, লেখা ৰহিয়াছে—কি লেখা ৰহিয়াছে? অৰুণ জ্যোতি বিকীৰ্ণ কৰিয়া নিৰঞ্জনৰ দৃষ্টি অবয়োধ কৰিতে বইয়েৰ প্ৰথম পাত্ৰেই প্ৰথম চিত্ৰেই ও কি লেখা ৰহিয়াছে? “ডেপুটীকুল-ধুওন্ধৰ নিৰঞ্জন সোনেৰ জগদ্ধাত্ৰী দৌহিত্ৰী কৰি কাননিকা বাগ্‌ডট কই—”

মহাকোণে নিৰঞ্জন বইখানা দূৰে নিক্ষেপ কৰিতে বাইতেচেন, সচসা চাতখানা একটা নৱন্তস্তে আহত হইল।

নিৰঞ্জন। কে তুমি?

তন্তু। আজ্ঞে আমি সম্পাদক।

নিৰঞ্জন। ইংৰাজী?

তন্তু। বিজ্ঞাতীয় ভাষায় কে কবে মনোভাব প্ৰকাশ কৰিতে সমৰ্থ হইয়াছে? আমৰা অৰ্থলোভ, পদলোভ, আশালোভ, সমস্ত ভাগ কৰিয়া দুঃখিনী, কিন্তু চৰিত্ৰৰ ঘটাই আনন্দদায়িনী শতগ্ৰন্থবাসা স্বাভাৱ্যৰ সেৱা কৰিতেছি।

নিৰঞ্জন। কাগজ গাল পাড়িয়া ৰাগ মৰে নাই, তাই কি সুমুখে গালাগালি দিতে আসা হইয়াছে?

তন্তু। আজ্ঞে, আড়ালে যা কৰিয়াছি তা কৰিয়াছি। আপনাৰ সুমুখে যশোগান কৰিতে আসিয়াছি।

নিৰঞ্জন। বাও বাও, আমাৰ সুমুখ হইতে দূৰ হইয়া যাও।

তন্তু। আজ্ঞে ৰাগ কৰিবেন না। এই দেখুন, দোখৰা ৰাখিতে হয় মাকন, পায়ে ৰাখিতে হয় ৰাখুন। এই বলিয়া তন্তু একখনা পুস্তক নিৰঞ্জনৰ মুখৰ কাছে ধাৰল।

নিৰঞ্জন। এ কি?

তন্তু। কাননিকা দেৱীৰ পুস্তকৰ সমালোচনা।

নিৰঞ্জন। বই কই?

তন্তু। আজ্ঞে!

নিৰঞ্জন। আজ্ঞে কি? বই কই?

তন্তু। আজ্ঞে—

নিৰঞ্জন। কি বিশদ! তুমি কোথাৰ গওমুখ! সমালোচনা ত দেখিতেছ, কিন্তু বই কই?

তন্তু। আজ্ঞে, বই ত আপনাৰ ঘৰ! বইএৰ নাম কই! কেন, আপনি কি তাহা পঢ়েন

নাই? এক ৰাসে তাৰ ত্ৰিশ সংস্কৰণ হইয়া গিয়াছে। সেই যে ডুই জন বাবু সৰ্বপ্ৰথমে আপনাৰ সহিত সাক্ষাৎ কৰিল, তাহাৰাই একখনা বই লইয়া ৰাৱাৰি কৰিয়াছিল। কিন্তু আমি তেনেৰ অসভা নই। আমি দূৰ হইতে দেখিতেছিলাম, আৰ তাহাৰে গালাগালি “নোট” কৰিতেছিলাম।

নিৰঞ্জন তখন ব্যাপাৰটো একটু একটু বৃদ্ধিতে পাবলেন। তিনি গম্ভাৰ ভাবে কিছুকণ দাঁড়াইয়া ৰহিলেন।

সম্পাদক ইভাবসঃ তঁহাৰ পা চুটা জড়াইয়া ধৰিল। “হাঁ হাঁ—কৰ কি কৰ কি!”—বলিতে বলিতে মুখ ফিৰাইয়া যেমন তিনি চলিয়া বাইবেন, অমনি আৰ এক জনেৰ ঘাড়ে পড়িলেন।

নিৰঞ্জন। তুমি আবার কে?

জন। আজ্ঞে আমি।

নিৰঞ্জন। আজ্ঞে আমি!—আমি কি?

জন। আজ্ঞে আমি একমেবাদ্বিতীয়ম, নিবিল সাৰ্ভিস দিতে বিলাত গিয়াছিলাম। তাৰ পৰ ফেল হইয়া বাৰে জয়েন কৰিয়াছি।

নিৰঞ্জন। তাতে আমাৰ কি?

জন। আপনাৰ যথেষ্ট। আমি উচ্চবংশোদ্ভব।

নিৰঞ্জন। আমি না হয় নীচবংশোদ্ভব—আমাকে কি দেখনে দিতে হইবে?

জন। আজ্ঞে, অমন কথা বলিবেন না, আপনি দেবতা। আমি অতি পৰিশ্ৰমী, আৰ আমাৰ চৰিত্ৰেৰ বিৰুদ্ধে কেহ কখন কিছু আনে না।

নিৰঞ্জন। বটে! তব ত তুমি সেন্টপল হে। কিন্তু সেন্টপলেৰ এমন অসমৰ পবলিক প্লেসে (public place) আবিৰ্ভাব হইল কেন? আমাকে কি কনভৰ্ট (convert) কৰিতে হইবে?

জন। আজ্ঞে আমি ভাল ক্ৰিকেটপাৰ, ভালতৰ সগ্ৰাৰ, ভালতৰ বেবুনিষ্ট। আমি উত্তম গাহিতে পাৰি, ভাল ‘পলকা’ নাচ নাচিতে পাৰি। আৰ ‘বলে’ৰ কথা ত বুঝিয়াছেন—আপনি পড়িতে পড়িতে আমি ধৰিয়া ফেলিয়াছি।

নিৰঞ্জন হতাশ চক্ৰে চাৰি ধাৰে চাহিলেন। তঁহাৰ প্ৰাণ নীৰব হইয়া আসিতেছে। কে তঁহাৰ হইয়া এ পাগলেৰ কথাত উত্তৰ কৰিবে?

দূৰে একটিনবীন সম্ৰাসী দাঁড়াইয়া ছিল। সেই অস্বাভাৱী-সম্ৰাসী তঁহাৰ মনোভাব বুজিয়াই যেন বলিল,

“ওর কথা বিশ্বাস করিবেন না : ওর একটি বিবাহ আছে।”

জন। আমি সেই অপর্ণীয়া অশিক্ষিতাকে ডাইভোর্স (divorce) করিব।

সন্ন্যাসী। আমার একবার দেখুন, আমি ঘর বাড়ী সব ত্যাগ করিয়াছি, গেরুয়া ধরিয়াছি। কে আজ এ দশা করিয়াছে ? দেখুন, একবার দেখুন, একবার দেখুন, আমার কি চেহারা হইয়াছে ! আমার বাড়ী, আমার ঘর—কিন্তু হার। আমি আজ কোথার ?

বুদ্ধিমান্ নিরঞ্জন এক্ষণে সমস্ত বুঝিলেন। বুঝিয়াই হনহন করিয়া বাড়ী চলিলেন। চারি দিকে—আহা উহু হায় হায়, রে রে, গেলাম বলাম, কিচির মিচির, ডাম ভিলেন, চিপচাপ শব্দ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু আর কোনও দিকে তিনি মুখ ফিরাইলেন না।—ঘরে গিয়া একেবারে সোফায় শুইয়া চাকরকে বলিলেন, ‘জল দে।’ কিন্তু জল কই ? এ সংসার যে মরীচিকা। নিরঞ্জন জল বিনা টা টা করিতে লাগিলেন।

পত্রিকা।

জল আসিল না, রাশি রাশি পত্রিকা কোথা হইতে যেন আসিয়া খুর খুর করিয়া নিরঞ্জনের সম্মুখে পড়িতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন, নিরঞ্জনের লজ্জার “হরিণবাড়ীর” মধ্যে কয়েদ করিয়া রাখিবার জন্ত দেবকম্মাগণ নীল গগন হইতে লাজবর্ণ করিতেছে।

নিরঞ্জন সেই গুলি কুড়াইয়া লইলেন। দেখিলেন, তাহারও উপরে কবি-কুমারী। ছন্দোবন্ধননিপুণ কোন লেখক পত্রের শিরোনামে লিখিয়াছেন, উদ্ভট কবি বাগ্‌ভট। চটুলচাটুপটু কোন প্রেমিকার হাত হইতে বাহির হইয়াছে, রমণীকুলতিলক কবি-কাননিকা। কেবল খান কয়েক পত্র ভারিনীর, আর এক পত্র তাঁহার নিজের।

নিরঞ্জন অগ্রে নিজের পত্রখানি পড়িলেন।

১ম পত্র

নবদ্বার নিবেদনঃ

নীরবতাই প্রাণের কথা। ভালবাসা আপনাকে চুপে না, আপনাকে চিনাইবারও কৌশল জানে না,

আপনি বুঝিয়া বুঝিয়া কাজ করিবেন। আজ প্রাতঃকালে বোধ হয়, সহস্র পত্রকুন্ডল আপনার পাদমূলে পতিত হইবে ! তাহারের প্রাণোন্মাদক গন্ধে হয় ত আপনাকে উন্মত্ত করিবে। সাবধান, বিচলিত হইবেন না। অনেক “আপনার লোক” চারি দার হইতে আসিয়া আপনাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে। চক্রবাহ ভেদ করিতে আপনি সমর্থ হইবেন কি ?—“আপনার লোক” খুঁজিতে হয়। আপনি হইতে আপনার, সেই ভালবাসাময় পরম প্রেমিক পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে খুঁজিতে পৃথিবীর মানব সৃষ্টিকাল হইতে আজীবন পরিশ্রম করিতেছে। অধিক আর কি বলিব ? এইখানে আমার চক্ষে জল আসিল। কাগজ ভিজিল, আপনি বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত, সেই জন্য এই অজ্ঞাত-কুলশীল আজি হইতে নীরব হইল।

অনুগ্রহভিখারিণঃ

কন্যাচিৎ অজ্ঞাতভাগ্য

নিরঞ্জনের বিষয়ের নেশা কাটিয়া গিয়াছে। অনেক বার বিম্বিত হইয়াছেন, আবার বিম্বিত হইলে ভাষা হইতে সমস্ত বিষয়ের খরচ হইয়া অভিধান হইতেও যে কথাটা উঠিয়া যাইবে ! বিষয়ের পরিবর্তে তাঁহার কৌতূহল হইল। কৌতূহলপরশ হইয়া ভাবিলেন, অদৃষ্টে যা থাকে, আজ সমস্ত চিঠি পাঠ করিব।

এই ভাবিয়া ভামিনীমণির চিঠি খুলিলেন। চাকর বটু চা লইয়া উপস্থিত হইল। নিরঞ্জন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এত চিঠি আজ কে পাঠাইল, বলিতে পারিস ?

চাকর বলিল, “কতকগুলো, ডাকহরকরা দিয়া গিয়াছে, কতকগুলো বেয়াগার আনিয়াছে, কতকগুলো বাবুরা আমার কাছে গুচ্ছিত রাখিয়াছে, আর কতকগুলো স্ক্রমেন করিয়া পাইয়াছি যেন নাই, আর কতকগুলার কথা যেন আসিতে আসিতে আসিতেছে না।

নিরঞ্জন। আর কতকগুলো ?

চাকর। আজ্ঞে, সেগুলো এখনও আসে নাই।

নিরঞ্জন। আর কতকগুলো ?

চাকর। আজ্ঞে, সেগুলার মধ্যে কতকগুলো লেখা হইতেছে, কতকগুলার এখনও কাটাছুটি চলিতেছে, আর কতকগুলার কাগজের জন্য বালির কলে চিঠি গিয়াছে !

নিরঞ্জন। আর তোমার মৃতপাত হইতে যে এখনও বাকী রহিয়াছে।

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নিরঞ্জন দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

বটু মস্তক অবনত করিল, আর বলিল,—“চা তাঁতা হইয়া যায়।”

নিরঞ্জন কি বুঝিয়া আবার বসিলেন,—চাকরকে আর প্রহার করিলেন না। বলিলেন, “চা রাখিয়া চলিয়া যা।”

বটু আদেশ পাগন করিল। নিরঞ্জন আবার পত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন।

(২য় পত্র)

প্রিয় সখী ভামু!

এই অভাগিনী লেখিকাকে চিনিতে পার কি? আর কেমন করিয়াই বা চিনিবে!—সেই সেকাল আর একাল। ত্রিশ বৎসর আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ভাই, মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি, সেই তোমার আমার মানস-রচিত অচ্ছাদ-সময়বর! যে সময়বরের তাঁরে নবগতযৌবনা দুইটি সখী, হাতধরাধরি—উপরে আকাশ, নীচে বহুমতী। আকাশে নক্ষত্র যিথোজ্জ্বল, অগণ্য অনন্ত—ভূমে তৃণ-ক্ষেত্র—সুদূরবিস্তৃত শ্রামল সুন্দর। মনে পড়ে কি, অচ্ছাদের সে চল চল নীলজল? নীলায়নী প্রকৃতির গায়ে সোহাগ করিয়া, জলের উপর জল, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ দিয়া, সেই অর্দ্ধ-প্রাকৃতিক কুমুদ-কল্লারকে বলিতেছে, চাঁদ আসিতে এখনও দেরী আছে। চারি ধারে সুন্দরে সুন্দরে মেশামিশি। দুইটি ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণে আশার রাশি। তাহাদের চক্ষু এখন সকলি সুন্দর—চাঁদ সুন্দর, আঁধার সুন্দর, ধরণী সুন্দর, শূন্য সুন্দর। এই সকল সুন্দরের মধ্যে দুইটি সুন্দর বালিকা আরও কি সুন্দরের আকাজক্ষা করিয়াছিল, মনে পড়ে কি? ভাই! সেই আচ্ছাদ-তাঁরে কার সঙ্গে কবে কার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল? মহাশ্বতে! কোথায় সেই পুণ্ডরীক? আর আমি অভাগিনী কামধরী—কোথায় আমার চন্দ্রাপীড়? তুমি চাহিতে সরসীজলে, আমি চাহিতাম নভোমণ্ডলে। প্রিয়সখী ভামু! আর একবার ভিজ্জাসা করি, মনে পড়ে কি?—ভাই, মানব-জীবন চোখ বুজিয়া দেখিতে বড়ই সুন্দর, কিন্তু একবার আঁধি হেলিয়া চাহিয়া দেখিলে কি তাই? তুমি কোথায়—আমি কোথায়? তোমার দাস্তিক

পিতা (ভাই রাগ করিও না) তোমার কোথায় রাখিয়াছে, আমার মূর্খ পিতা আবার কোথায় কেলিয়া দিয়াছে! বা হইবার তা হইয়া গিয়াছে। এখনও একটি কথা আনিতে ইচ্ছা করি। তোমার নাকি একটি ভুবনমোহিনী কল্যা হইয়াছে! তার রূপগুণে নাকি সমস্ত বঙ্গ পাগল! ভাই তোমারও একটি ভুবনমোহন পুত্র আছে। তার রূপগুণে সমস্ত বাল্লা না হউক, অন্ততঃ আধাআধি পাগল—বিশেষতঃ শিক্ষিত-শিক্ষিতামণ্ডলের ভিতর পাগলদুটা কিছু বেশী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভাই, আবার কি তোমার অভাগিনী সখীকে তোমার আশ্রয়ের ঘরের এক কোণে স্থান দিবে? আমার পুত্র ও তোমার কল্যা দুইটি সুন্দর একসঙ্গে ফরিয়া, সুন্দর দেখিবার সাধ মিটাইবে?—প্রিয় সখী, আমাদের ভাগ্যে যাহা ঘটয়া উঠিল না, এস না আমরা সেই অমূল্য সামগ্রীটি দুইটি সুবন্ধ-যুবতীকে দিয়া, কঠোর বিধাতার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করি। ভাই, বিধাতা আমাদের যে চুখ দিয়াছে, ভূমি না হইলে আর কেহ তাহাকে জব্দ করিতে পারিবে না। তোমার পিতা বিধাতার উকীল হইয়া এবারেও যদি এ বিবাদে প্রতিবন্ধক হন, তাহাকে বলিও, আমার পুত্র উচ্চবাংশোদ্ভব,—অর্থাৎ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে। আমার রাশি রাশি ভালবাসা পাঠাইলাম। তুমি যত পার দিও। অবশিষ্ট যাহা থাকে, তোমার ভগিনীদ্বয় ও তাহাদের কল্যাণলিকে দিও। তোমার প্রিয় পিতাকে একটু আধটু দিলেও দিতে পারে। কেন না, তিনি তোমার মত প্রেমময়ী পিতা।

পুরাতন প্রণয়ে নতুন করিয়া ভিখারিণী

অভাগিনী নিবরিণী।

পত্র পাঠ করিয়া নিরঞ্জন হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। রাগের মাথায় আর একখানা পত্রছদের মুণ্ড ছিঁড়িয়া কেলিলেন। অক্ষরগুলি অতি ভয়ে যেন এ তার ষাড়ে চলিয়া পড়িল। কোনগুলো বা জড়াজড়ি করিয়া নিরঞ্জন যাহাতে চিনিতে না পাবে, এমন ভাবে মুখের উপর মসীর আবরণ দিল যে, আব কেহ হইলে তাহাদিগকে এসিয়াটিক সোসাইটির অশ্লোকরণ যন্ত্রমুখে কেলিয়া দিত, সেখানে তাহারা অণুবীক্ষণে পঠি হইয়া বিজ্ঞানবটিকা বড়ীর মত একটি একটি করিয়া কল হইতে বাহির হইত। কিন্তু নিরঞ্জন কি ছাড়িবার পাত্র! তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি

কাঠ-লৌকিকতার, তাহার হাসিতে হাসিতে সরিয়া
বসিল। নিরঞ্জন দেখিলেন :—

(৩য় পত্র)

প্রিয়া ভামু !

করছিস কি ? আমার লেখা দেখে বুঝতে পেরে-
ছিস কি আমি কে ? পাঁচ বৎসর নিউইয়র্কে ছিলুম,
তিন বৎসর লণ্ডনে, দুই বৎসর প্যারিসে। তবু দেখ-
আমি কেমন ভাষা বাঙ্গলা লিখতে পারি ? আর
আমার গুণধর আমাকে আনতে গিয়ে, মাস দুয়ের জ্ঞাত
সেখানে থেকে সব বাঙ্গলা ভুলে গেছে। তোর অল্পবু-
বাপ তোকে যদি একটা সিভিলিয়ান দেখে বে-
দিত, তা হ'লে আমার মতন তার হৃদয় চাপিয়া
কত দেশ-বিদেশ দেখতিস। বিলেতফেরত পুরুষ-
গুলো পরিবারকে এ দেশে রাখতে বড় নারাজ।
আমার গুণধর বলে, তুমি সেইখানেই আজীবন বাস
কর, আমি কেবল মনের সাথে চিঠি লিখি। আচ্ছা ভাই
রে! বিলেত কি সুন্দর! ক' বৎসর ছিলুম, কিন্তু মনে
হচ্ছে যেন আমি একেবারেই ছিলুম না। এই ক'
বৎসর ভুলের ভেতর বাস ক'রে, আমার গ্রাণটা যেন
ভুলময় হয়ে গেছে। ভাই, আমার সঙ্গে বিলেত
যাবি ? সেখানে দুই দিন বাস করিলে, পোড়া ভার-
তের কথা আর মনেই থাকে না। বেশী আর কি
বলিব সই, সোয়ামী ব'লে যে একটা জিনিষ আছে,
এ-ও আমি এক দিন ভুলে গিছলুম। সেই দিন
ভাগ্যে চিঠি পেয়েছিলুম ?—

“তোর বিলেতের কাঁথায় অশ্বিন” বলিয়াই নিরঞ্জন
চিঠিখানা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পড়িতে পড়িতে
পত্রখানা উল্টাইয়া গেল। নিরঞ্জন দেখিলেন অপর,
পৃষ্ঠায় একটি ছবি আঁকা। “আরে মর এ আবার
কি!” বলিয়া তিনি আবার কুড়াইলেন। আবার
সেই ছবির ধারের ধারের লেখাগুলো পড়িতে লাগি-
লেন। “এইটিই সেই প্রিয়তম বন্ধুর একমাত্র পুত্রের
ছবি। ছবির স্মৃতি, আর সেই সঙ্গে এই গুণহীনা
চিত্রকরী গুণ-বাহানা এর পর যত পারিস করিস।
এখন বল দেখি, এ ছেলে কি সুন্দর নয় ? ভাই,
আমার বিবেচনায় এই ছেলেই মিস বাগ্‌ডেটের বোয়া
পাত্র। সে বরাবর বিলেতেই ছিল। এক লর্ডের মেয়ে
তাকে বে করতেও চেয়েছিল। কিন্তু তোর মেয়ের
কবিতা প'ড়ে সে পাগল হয়েছে। বলে, তারে না
পেলে আমি এক ডুব দিয়ে 'আটলান্টিক' মহাসাগর

পার হয়ে যাব। সে যে ছেলে, তা সে করতে পারে।
কিন্তু ভাই, পার হ'তে গিয়ে যদি আটলান্টিক কেবলে
(cable) আটকে যায় ! তা হ'লে আমার প্রিয়তম
বন্ধু পুত্রশোকে কি করবে ! সে যে ভাবতে গেলে
বুক ফেটে যায় ভাই ! আমার অনুরোধ, কাননিকাকে
ভারজিনিয়াসোহনের হাতে সমর্পণ কর। তোর মেয়ে
খুব সুখে থাকবে। বিলেতে থাকবার এমন সুবিধে
আর পাবি না।

তোমারই চম্ভা কেলকার।

নিরঞ্জন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই দুই-
খানা পত্রই অনলমুখে সমর্পণ করিবেন। এত বড়
‘পদ্ম’, ক্ষুদ্রা জ্ঞানহীনী অবলা নারী আমাকে দাস্তিক
অজবুক বনে ? নিরঞ্জন প্রতিজ্ঞা করিলেন বাটে, কিন্তু
প্রাপটা তাঁহার কেমন এক রকম লইয়া গেল। রমণী-
কুলের জ্ঞাত নিরঞ্জন না করিয়াছেন কি ? সেই রমণীই
কিনা তাহাকে পারগামে এই কটুরসাধার স্যাটিকিটে
উপটোকন দিল। অথবা এই দুইটা পত্রলেখিকাই
রমণীত হারাহাচ্ছে! আশা আসিয়া তাহার প্রাণের
দাব দিয়া বার দুই গুণগুণ করিয়া চলিয়া গেল।
নিরঞ্জন ভাবলেন, সকল নারীই এক এই দুইটার মত।
দেখি দেখি আর একখানা পত্র খুলিয়া।

(৪র্থ পত্র)

আর কেন ভামিনি ! এখনও কি তোর জ্ঞান
জন্মিল না। কাননিকার দিকে যে আর চাওয়া যায়
না ! তোর বাপ বৃদ্ধ বয়সে মতি হারাইয়াছে বলিয়া কি
তুইও সেই সঙ্গে পাগল হইলি। ক্ষুদ্র বালিকার চোখের
উপর বটকালির ভার দিয়া তুই ও তোর অহঙ্কৃত পিতা
নিশ্চিন্ত রহিয়াছে। কত কি ভবিষ্যতে স্মৃতি হইবে
মনে করিয়াছিস ! লাবণ্যময়ী ও আমার এক সঙ্গেই
না বিবাহ হইয়াছিল ? লাবণ্যময়ী ঘোড়শী—পতি
বাছিয়া লইল, আর আমি বালিকা—পিতৃহীনা, অতি-
ভাবকহীনা, দয়াবান্ প্রতিবেশিগণের সাহায্যে পাত্রস্থা
হইলাম। হায় ! আমার স্নুথের একটিমাত্র কণাও যদি
সে হতভাগিনী পাইত, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহাকে
আফিং খাইয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে
হইত না। আমার স্বামী বলেন, অনেক হতভাগ্য
উন্নত মনে মনে অহিংসের মাঠ পর্যন্ত গিলিয়া বসিয়া
আছে। নিজেরাই পথপ্রদর্শক, কাজেই কাঠহাসির
বাক্সের মধ্যে প্রাণটি পুরিয়া রাখিয়াছে, লাইসেন দিবার
ভায় বাতির করে না। বাক, আমি আর বলিয়া করি

কি ? তোরাও ত বুদ্ধির সাগর ! দুই জনে পড়িয়া
অমন শব্দ পরল রবীন্দ্রচরণকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া
দিয়াছিল। তোর বাপ পণ্ডিত, তোর বাপ হাকিম,
সে কত লোকের মাথা তোপে উড়াইয়া দিয়াছে।
উপদেশ দিতে বাইরা কি আমার মাথাটাও উড়িয়া
বাইবে ? আমার গুণধর স্বামী আমার শত দোষেও ত
আমাকে ত্যাগ করিবে না। শেষে কতকাটা মাগ
লইয়া শেষ জীবনটা কি কাটিয়া কাটাইবে !—আমিও
তার কাহা দেখিতে পারিব না, কাজেই আমাকেও
চোখের জলে বুক ভাসাইতে হইবে। তোরে বড় ভাল
বাসি বলিয়া এতগুলো কথা লিখিলাম। তোর সেই
চাপকা পণ্ডিত বাপকে আমার অসুখা অসুখা প্রণাম
জানাইয়া বলিস্ যে, হরিদাসী বলিয়াছে, এই বেলা সময়
ধাক্কিতে ধাক্কিতে তিনি যেন নিজে দেখিয়া কাননীর
বর আনিয়া দেন। তাই, আর লেখা হইল না,
বোমা রাগ করিয়া ছেলেটাকে আমার কাছে ফেলিয়া
সংসারের কাক দেখিতে গেল।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীমতী হরিদাসী দেবী।

গাল খাইয়া জীবনে এই সর্বপ্রথম নিরঞ্জন প্রাণ
জল হইয়া গেল। পাঠান্তে নিরঞ্জন এই তীর সমা-
লোচিকার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। মনে মনে
বলিলেন, যে হৃদয় বিধিতে জানে, তার ভাষার আর
ভীততা কোমলতা কি !—ইংরাজী বাঙ্গালা কি !—
তাহা হইলে কাননিকার লেখার সমস্ত বাঙ্গালার মুখ
হওন বিচিত্র ত নয় ! রাঙ্গসি ! তোর মাথা কাটি আর
নাই কাটি, সেই পাণীয়সী হটর মাথা কাটিব।

ভাল, কাননিকার বরকুলের মধ্যে পাত্র মিলে
কি না, দেখা যাউক।

(এম পত্র)

প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে
সোনার চিবুকে হাত কে তুমি ব'সে ?
নীথর নিরালা কোলে,
কে যেন দিয়াছে কোলে
মুকুতা নিবর কেন ব'রে উরসে ?
প্রাণে কি করিছে খেলা
বল না গো এই বেলা ?
সব স্তবী তুমি কেন মুখ বিরসে ?
প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে ?

রাজা রাজা মেঘগুলি তাহে হ' পাশে।

সোনার সোনার খেলা সোনার দেশে।

কেউ আসে বায় চ'লে

কেউ গারে পড়ে চ'লে,

কেউ ব'রে ব'রে বায় কেশ-পরশে।

কেউ বা অলক ধ'রে,

কেউ দূরে মান ক'রে,

গলিয়া গলিয়া যায় নীলায় মিশে।

প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে।

প্রভাতের সন্মীরে শীত-পরশে।

ওই ছোট পাখী-মণি শাখার ব'সে।

মাথা নাড়ে, পাখা বাড়ে,

থাকে থাকে প্রাণ কাড়ে,

এ ডাল ও ডাল হ'তে স্না বরষে।

সে যে কিছু বুঝে না গো,

সে যে কত ভাবে না গো,

কোথা হ'তে কেন প্রাণে যাতনা আসে,

কেন তুমি মান মুখে দূর আকাশে।

প্রভাতের হাসিভরা দূর আকাশে।

চলেছে অচল-কোলে নিশি আসলে।

হয়ে পাগলের পারা,

ডুবে গেছে যত তারা,

একা তোমা ফেলে গেছে পথের পাশে।

আর কেন এস সহ,

এ হৃদয়ে তুলে লই

ব'সে বোর হৃদয়ের লুকান দেশে

পক্ষ্মে তুলিয়া তান গাও বিভাষে।"

নিরঞ্জন একটি একটি করিয়া অক্ষর গণিয়া
কবিতাটি পড়িলেন। দেখিলেন, আট তের, তের
আট অক্ষর-কুহুমে মালা-গাঁথনি। ভাবিলেন, এ
আবার কি ছন্দ ! পয়ার ত্রিপদী চৌপদী এ সকল ত
নয়ই, চম্পক, ভোটক, তুণক নয়, আরোহিনী, আরোহিণী,
অমৃত লহরী, তাও নয়। তবে কি উদ্ভাষিনী ? বাংলা-
কালে নিরঞ্জন ছাত্ররুতি পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন সেই
সময় তাহাকে নানাবিধ ছন্দের লক্ষণ ও উদ্ভাষণ
মুখস্থ করিতে হইয়াছিল। যত দিন না তাহার মনে
বাঙ্গালার উপর স্থপা জন্মিয়াছিল, যত দিন তিনি দেশে
ছিলেন, তত দিন সেইগুলি থাকিয়া থাকিয়া আবৃত্তি
করিতেন। করিতার দুই এক ছত্র পড়িতে না পড়িতে
কোণে তাহার মনের দ্বার খুলিয়া গেল, আর কবাব

লাগিল না। অগতঃ নিরঞ্নের মুখ হইতে যেন ছন্দ-
বোধ-শব্দসাগর হুড়হুড় করিয়া বাহির হইতে লাগিল।

নিরঞ্জন ভাবিলেন, তবে কি উন্মাদিনী? কই
একবার মিলাই দেখি!—

“বুক কেটে রক্ত উঠে মরুক মরুক মরুক,
মুখে রক্ত উঠে মরুক।

এখনই ওলাউঠা ধরুক ধরুক ধরুক,
এসে ওলাউঠা ধরুক।”

না তাও ত নয়, এ যে কোনও ছত্রের অক্ষরের সঙ্গে
মিলিল না!—তবে কি কুঞ্জলিতিকা?—

“আর ত বাঁচি না প্রাণে বাপ বাপ বাপ।

বাপ বাপ বাপ এ কি গুন্টের বাপ।”

তাই বা হইল কই? তবে বুঝি প্রকারান্তর
মালতী!—

“রমণীজনম আর কেহ যেন লয় না।

বদি লয় তবু যেন কুলবধু হয় না।”

আহা হা! হঠল না! প্রথমটা তের, দ্বিতীয়টা আট
হইলেই যে হইত রে! তা হ’লে নিশ্চয়ই মালতীলতা।

প্রিয়ে গুনলে ত গুনলে ত গুনলে!

তবে না কি মিলবে না! এই যে তের গো!—
কিন্তু আট কই?

প্রিয়ে গুনলে ত গুনলে ত গুনলে!

হ্যাঁদে বটু পাগে পটু কত কটু বলছে।

কি বলছে কি বলছে?”

আট পাইয়া নিরঞ্জন উৎসাহে মালসাট মারিয়া
আবার বলিলেন,

“অনাচারে একেবারে অহঙ্কারে জ্বলেছে,

ঐ জ্বলেছে ঐ জ্বলেছে ঐ জ্বলেছে।”

যা—আবার গোল বাঁধিয়া গেল। আট আট! হইয়া
সমস্ত অক্ষর জড়াইয়া ফেলিল। তখন কাজেই
নিরঞ্জনের সকল আশা বিবাহিনী। মুখ হইতে বাহিরও
হইল বিবাহিনী।

“প্রাণে আর সর না

প্রাণে আর সর না রে প্রাণে আর সর না।

খোঁপা বেঁধে পেটো পেড়ে, চোপা ক’রে নত নেড়ে
ঠেকারে বাঁচে না আর গারে দিগে গরনা।”

যখন কিছুতেই মিলিল না, তখন ক্রোধোন্মত্ত
নিরঞ্জনের মুখ হইতে শাসক ছন্দ বাহির হইল।

তিনি ভূমিতে পড়াঘাট করিয়া বলিলেন,—

“কোথাকার কেটা তুই কোথাকার কেটা?

কি তোর বাপের নাম তুই কার বেটা।”

বলিয়াই শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। তখন
কবিতার ভাব আসিয়া তাহার চোখের পলক চাশিয়া
তাহার উপর একটা ছবি তুলিয়া ধরিল। নিরঞ্জন
বুঝাইতে বুঝাইতে দেখিলেন, কে যেন সোনার চিবুকে
হাত দিয়া প্রভাত-আকাশের হাসির ভিতর বসিয়া
আছে। চোখে জল বরিতেছে, যেন এক একটি
মুকুতা পৃথিবীর কমল-শোভনা সরসীর স্থির জলে টুপ
টুপ করিয়া পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে কোথা
হইতে কে যেন আসিয়া সেই মুকুতা ধরিতে জলে কাঁপ
দিল। এক হাতে কাগজ, আর এক হাতে লেখনী।
সরোবরে জল, জলে কমল, কমলে মৃগাল, মৃগালে
কটেক, আর মৃগালের ষটক গড়া বিধি—সকলে এক
সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভাবুক কবিকে ধরিয়া রাখিল।
কবি আর তাহাদের আদর ছাড়াইয়া উঠিতে পারিল
না; জয়ের মত ডুবি! পাখীর কি? সে পূর্ববৎ
গাছে বসিয়া পাখা নাড়িতেছে, আর গান গাহিতেছে।
চাষার কি? সে হল কাঁদে যুগবাণী বলদকে খুন্তর-
কুলের বংশরক্ষক ভার দিয়া, দ্রুত চালাইয়া মাঠ
পানে চলিতেছে। নলিনীর কি? সে প্রতিদিন বেবন
সরসীর জলে মুহু-হিল্লোলে দুলে, আজিও তেমনই
দুলিতেছে। কে জলময় কবির হৃৎ দেখিল? কে
তোর জন্ত নিঞ্জের কাজ বন্ধ দিল? তুমাতুর পখিক
সেই জল পান করিল, বালকে সাতার কাটিল, রমণী
কলসী কলসী সতরঙ্গ জল তুলিল, তাহাতে গলাশব্দ
বাঞ্জন সমেত অঙ্গ রাঁধিল, গৃহস্থের পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত
আশ্বাদ সাথে বাদ দাইল না। এ সংসারে বে গেল,
দেই গেল।

নিরঞ্জনও কবিকে জলের ভিতর বাস করিবার
অনন্তকালের মত ভার দিয়া, আকাশপানে চাহিলেন।
আর মনে মনে বলিলেন, “হে আকাশচারিণি, জল
হইতে উনিশ গুণ ভারী সোনা! তোমাকে আমি মনে
মনে শত সহস্র ধন্যবাদ দিই। কেন না, তুমি সেই
একবেগে জীবন-বস্ত্র পরিচালক বাঙ্গালীর ভিতরে এক
অভিনব নৃতনত্ব দেখাইয়াছ। তুমি ঘর হইতে আকস্মিক
আর আকস্মিক হইতে ঘর না করিয়া একেবারে মাটি
ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছ।—তুমি কে? কত লোক
তোমাকে দেখিয়া চলিতে চলিতে কূপে পড়িল, কত
লোকে অজুতকার কোমল কোলে কাঁপ খাইল। কত

লোকে ওই নীল সাগরের এ পারে বসিয়া—নীরব একেলা, শুধু চাহিয়া চাহিয়া, কাদিয়া কাদিয়া কত নীলাশ্বনির্মিহী না গড়িয়া ফেলিল! আর তুমি হে বাঞ্ছিতে, হে ভ্রুপ্তি প্রদে, নীল নীরবে শৈশ দিয়া, আপনার মনে মাটি পানে চাহিয়া, যোনার চিবুকে হাত দিয়া, সকলকে কদলীর ফের সেই সাহেবপ্রিয় ফলটি দেখাইতেছ, আর কাদিতেছ! হে তুমি, হে নীলনলিনাভনয়নে! তুমি কে? কেবল কাদিতেছ!—একবারও ভাবিতেছ না, ওই সংক্রামক জন্দন-রোগে সমস্ত দেশটা অকালে কালগ্রাসে পড়িতে চলিল! একবারও ভাবিলে না, সহস্র নয়নের আকাজক্ষার টানে, তোমার ওই সম্ভব-নীরব-সেবিত দেশ কালে জলশূন্য হইয়া একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি হইয়া পড়িল! একবারও ভাবিলে না, যেখানে একটা অশ্রাবল্লভ মুহূর্তের জন্ম স্থির থাকতে পারে না, যেখানে সাম্মিলিত দুইটি মাত্র জলধরুণও দেহভারে স্থানচ্যুত হয়, সেখানে—সেই শূন্য হে ভয়ানক, সে জল হইতে উনিশ গুণ ভারী সোনা, তুমি কেমন করিয়া থাকিবে। তুমি যেই হও, তুমি-হে 'ইনি', তাহাতে সংশয় নাই। না হইলে তোমার পানে এত লোক চাহিবে কেন? তাই বলি, হে কিসলয়-কোমলে পরাভরকার কুমারি, তুমি "সোনার তরী"তে চাপিয়া ওই সোনার সাগরের জল কাটিয়া, টেউগুলি ছই পাশে রাখিয়া, কাহাকেও কিছু বুঝিতে না দিয়া, সূর্য্য না উঠিতে উঠিতে, মানে মানে বিসহস্র নয়নে শুধু আকাজক্ষা ঢালিয়া চলিয়া যাও! কিন্তু একটি বার আশ্রয় বাগিয়া যাও, তুমি কে? আর বলিয়া যাও, কেমন করিয়া উপরে উঠিলে,—সস্তরণে, না সোপানে, না বেলানে?

আকাশের সুন্দরী যেন নিরঞ্জনের কাতরতা আর দেখিতে পারিল না, তাই মাথা তুলিল, মুহূর্ত হাসিল, আর তাহার স্বপ্রাণিট প্রাণকে আকুল করিয়া বলিল—
“সস্তরণে।”

প্রশ্ন। সস্তরণে?

উত্তর। হাঁ সস্তরণে!

প্রশ্ন। সস্তরণে! কি বলিল অসমসাহসিনি? পাড়িয়া যাইবার ভয়ে আঁ ছাদে উঠি না, আর তুই এত সুন্দর এত কোমল, কোন্ সাহসে দুইখানি বাহুবলীকে পাখা করিয়া, কঠিন সমীরণ ঠেলিয়া, তরতর করিয়া উপরে উঠিলি!—ওখান হইতে পড়িলে কি তুই বাচিবি?—ওখানে কেন উঠিয়া ছিলি?

উত্তর।—তারা খুলে চুলে পরিবার জন্ত আর চাঁদের হাসি ছিনাইয়া অষ্ট প্রহর চিবুক ছুটিতে মাখিয়া রাখিবার জন্ত।

প্রশ্ন। বটে বটে! তবে ত তুই বড় দৌধীন। তাই ভাই জলদজালিকে! এই দস্তহীন শক্তিরীন প্রবীণ লোকটিকে বিবাহ করিবি?

উত্তর। কতি কি।

প্রশ্ন। কতি কি! তবে কি এ তোয় রহস্য নয়?

উত্তর। রহস্য করিব কেন, সত্যই আমি তোমাকে বিবাহ করিব। আমি দিন স্থির করিতে আসিয়াছি।

নিরঞ্জনের প্রাণটা স্বপ্রাণে যেন থোকা হইয়া গেল। যৌবনের স্মৃতিগুলি তাঁহার যুবজনযোগ্য প্রশস্ত সদয়-প্রান্তরে, এখার হইতে ওখার, ওখার হইতে সেখার গড়াগড়ি খাইতে লাগিল। নিরঞ্জন পাশ ফিরিলেন, দীঘনিদ্রাস ফেলিলেন, ডুকরিয়া কাদিলেন। তাঁহার দৃষ্টি ফিরিল, দাঁও উঠিল, চক্ষু আঁটিল, চুল কাঁচিল। তাঁহার মনে নব নব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু আজীবন হাকিমি করিয়া, মিথ্যা-সাক্ষীর জ্বানবন্ধি গুনিয়া গুনিয়া তাঁহার উদয় সদয়-দৌধের মাথাব উপর যে নরজাতির উপর অবিখ্যাসের চারি জন্মিয়াছিল, বয়োধর্মে সে এখন আকাশভেদী হইয়াছে, সে ত আর অট্টালিকা ভূমিসাৎ না করিয়া পড়িবে না। নিরঞ্জন ভাবিল, যে ভীষণ পতনের ভয় না করিয়া আকাশে উঠিতে পারে, নারী হইয়া উপযাচিকা, পর-প্রেমের জন্ত তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে বিশ্বাস কি? অবিবাদ-শাদীলগ্রস্ত নিরঞ্জন বলিলেন,—“সুন্দরী! তুমি কে?”

সুন্দরী। আমি।

নিরঞ্জন। আমি!—কে তুমি?

সুন্দরী। আমি আমি।

নিরঞ্জন। কি আলা?—আমি কথার অর্থ কি?

সুন্দরী। অর্থ—আমি অস্বদ শব্দের উত্তম পুরুষের এক বচন!

অভিমানই নিরঞ্জনের এক মাত্র সম্বল। সর্ব্বশ্ব ভাগ করিতে পারেন, ধর্ম, অর্থ, প্রেম—এ সকলের অস্তিত্বও বিসর্জন দিতে পারেন, যদি কেহ তাঁর অভিমানের ঘরে অধিকার প্রবেশ করে।

নিরঞ্জন বলিলেন—“উত্তম পুরুষের এক বচন আমি

জানি। কিন্তু এ জগতে উত্তম পুরুষ কই? সব অধম, সব পাষাণ, সব ভণ্ড, কিন্তু তুমি ত পুরুষ নও। সুন্দরী, তুমি যে নারী! তোমার এক বচনে আমি বিশ্বাস করি না। সত্য করিয়া বল তুমি কে?”

সুন্দরী। আমি মুর্তিমতী বিষাদ।

সমীরণ অতি ধীরে ধীরে বীণার সুর-মাথা এই “বিবাদ” কথাটি নিরঞ্জনকে শ্রবণ-পথ দিয়া তন্ত্রার কাছে লইয়া চলিল। তার কোমল স্পর্শে তন্ত্রা ঘুমাইল! নিরঞ্জন চোখ মেলিয়া দেখিলেন,—কাননিকা। চোখ মুছিলেন। মুছিয়া দেখিলেন কাননিকা। আবার মুছিলেন। আবার দেখিলেন, কাননিকা। তখন মুখ ফিরাইয়া চারি ধারে চাহিলেন—দেখিলেন, কাননিকার পত্রিকা।

অনানিকা

কাননিকা নিরঞ্জনকে নিদ্রোপস্থিত দেখিয়া একটু মধুর স্বর কণ্ঠ-ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া বলিল, “দাদা আহারের সমস্ত উল্লাস। চাকরেরা আপনাকে ঘুমাইতে দেখিয়া উঠাইতে সাহস করে নাই। মা, মাসী ইহারও ডাকিয়া ডাকিয়া হার মানিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাই আমি ঘুম ভাঙাইতে আসিয়াছি। এমন অসময়ে ঘুমাইলে কেন দাদা?”

নিরঞ্জন নিদ্রা-জনয়িত্রী পাত্রের কথা উল্লেখ করিলেন না। বললেন, “চল্ ঘাই! কিন্তু—”

কাননিকা। কিন্তু বলিয়া থামিলে কেন?

নিরঞ্জন। কিছু নয়, চল্ ঘাই।

কাননিকা। না দাদা, তুমি যেন কিছু বলিতে ছিলে।

নিরঞ্জন। কিছু নয়—চল্—বেলা হইয়া গেল।

কাননিকা। নিশ্চয়ই কিছু।

নিরঞ্জন। কখনই না।

কাননিকা। অতি অবশ্যই কিছু। কিন্তু পূর্বের ক্রিয়া সমাপিকা হয় না।

নিরঞ্জন। ওরে আমার ক্ষুধায় পেট জলিতেছে। আর আর ঝাঁড়াইতে পারি না। তোর ক্রিয়ার হউক না-হউক, এখনই আমার প্রাণের সমাপিকা হইবে।

কাননিকা দাদার হাত ধরিল। দাদা দেখিলেন—

সর্বনাশী কানি বুদ্ধি আবার বাধনা ধরে। তাহা হইলেই ত দেখিতেছি ব্যাপার বিষম হইল! “কিন্তু আমার ক্ষুধা নাই”—সেই কথাটি বলিতে বাইতে ছিলেন। “কিন্তু পর এত বাদ-প্রতিবাদ হইয়া গেল। এখন ক্ষুধা নাই বলিলে কি আর বালিকা বিশ্বাস করিবে!—তাই যে কোন প্রকারে হউক বালিকাকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন—“কিন্তু একটি কথা না বলিলে, আমি কিছুই আহার করিব না।”

কাননিকা। ক কথা বল!

নিরঞ্জন। তুই এতক্ষণ ছিল কোথায়?

কাননিকা। আকাশে—বলিয়াই কাননিকা হাসিয়া কেলিল! সে এতক্ষণ যে ঘুমন্ত দাদার সঙ্গে কথা কাহতেছিল!

জাগ্রত দাদার কিন্তু মুখ গম্ভীর হইল।—স্বপ্নদৃষ্ট ছবিতে যেন আবার তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল! সে ছবিব সঙ্গে কাননিকার সম্বন্ধ কি?—নিরঞ্জন দেখিলেন, সেই বিশ্বাসঘাতিকা ছবি কাননিকার সৌন্দর্যটুকু অবিকল নকল করিয়াছে। সেই মুখ, সেই নাক, সেই কপোলস্পর্শী ঋকগুচ্ছ, সেই নিতম্বাবলম্বী কুন্তলভার সেই হৃদয়দেশে আকাজকের রাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লবকারিণী চিবুকরঞ্জিনী হাসি! নিরঞ্জন ভাবিলেন, এখনও কি আমার স্বপ্ন? অথবা সে সময়ই আমি জাগ্রত!—তখন সমস্ত সংসার তাহার চোখে স্বপ্নময় চৈকিল। সেই চক্ষু—সেই স্বপ্নজালাবৃত নয়নতারকায় স্বপ্নময়ীর একটা ফুটে উঠিল। সমীরণে ভাসমান ছায়াময়ী স্বপ্নময়ীর গায়ে লাগিয়া ধীরে ধীরে মিশাইল। যেন মালতী মাধবী জড়াইল। “দূর ছাই, আর আমি এখানে থাকিব না।” বলিয়াই নিরঞ্জন মুখ ফিরাইলেন। কাননিকার হাত ছাড়াইয়া বলিলেন—“তুই কি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিলি?”

কাননিকা। তোমার কি বিশ্বাস হয়?

নিরঞ্জন। হাঁ কাননি!—

কাননিকা। কি—

নিরঞ্জন। দেখ কাননি।

কাননিকা। কি দেখব?

নিরঞ্জন। শোন কাননি দ্বিধাশি।

কাননিকা। কি শুনব?

“না কিছু নয়” বলিয়া নিরঞ্জন চলিলেন। কাননিকা দাদার মনোভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া কিছুক্ষণ গমনোন্মুখ দাদাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল,

দ্বারা ভেঁষনপুঁহে না গিয়া অতঃ চলিল। তখন
জিজ্ঞাসা করিল—“কোথা যাও?”

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন না। আপনার মনেই
চলিলেন। কাননিকা বিস্মিত। দাধার ভাব দেখিয়া
সে বড় একটা কিছু বুঝিতে পারিল না। মুখ তার
কাঁদ কাঁদ হইল, চোখ দুটি ছল ছল করিল, কণ্ঠ বাষ্প-
গন্ধ-গন্ধ হইল—কথা কহিতে কহিতে পারিল
না। তখন আপনার মনে অস্ত্র দিকে চলিয়া বারান্তায়
গিয়া দাঁড়াইল।

নিম্নে চাহিয়া দেখিল, দাধা-ভৃত্য বটুকঠেরবকে
মারিতেছে। ভৃত্য কপালে করাঘাত করিতেছে আর
আকাশ দেখাইতেছে।

নিরঞ্জন বরাবর বাঁহকাটাতে আসিয়াছিলেন।
আসিয়া দেখিলেন বটুকঠেরব আপনার মনে একটি
ধামের ধারে বাসিয়া মাথা নাড়িতেছে। আর বিড়
বিড় করিয়া কি বলিতেছে। নিরঞ্জন নিঃশব্দ পদ-
সঞ্চারে তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। বটুকঠেরব
নিরঞ্জনের স্বপ্নের আশ্রয়ের চাকর। সে ভামিনীর না।
ভামিনী ও ভামিনীর মেয়ে,—এই তিন পুরুষকে মানুষ
করিয়াছে। এখন সেই মেয়ের একটি মেয়ে মানুষ
করিবার আশায় বাসিয়া আছে। মরিয়া মুখ পাইবে
না বলিয়া বৃদ্ধ বটুক মারিতে পারিতেছে না। এক-
ক্রমে চারি কুড়ি বৎসর অতিক্রম করিয়াও বৃদ্ধ কান-
নিকার কস্তা দেখিবার প্রত্যাশার আজও পর্যন্ত তিন
জনের ভাত খায়। কিন্তু এত করিয়াও বুঝি তাহার
আশা পূরিল না। বৃদ্ধের বুঝি শেষে স্বর্গে বাতি
দেওয়া দেখা হইল না। তাহার বিশ্বাস ছিল, নাতিনীর
নাতিনী দেখিতে পাইলেই, তাহার জন্ম স্বর্গ হইতে
পুষ্পক রথ আসিবে। বৃদ্ধ তাহাতে চাপিয়া কলি-
কাতার গ্যাসের আলোর মত, স্বর্গে বাইবার পথে কেবল
চারি ধারে সারি সারি ব্যক্তির আলো দেখিবে। কিন্তু
তাহা আর হইল কই? কাল যে বৃদ্ধ কেবল মাত্র
দুই জনের অন্ন খাইয়াছে। তাহার কমিলে আর কেমন
করিয়া বাঁচিবে!

সেনকুলের মঙ্গলাধী বটুকঠের উপর এ শত্রুতা
কে সাধিল? আর কে?—সে নিরঞ্জন। কোথা
হইতে সর্ব্বেনশে নিরঞ্জন আসিয়া এমন সোনার বাড়ীতে
আশ্রয় লাগাইল। মেয়েগুলোকে নিরঞ্জন করিল,
তাহারা ঘোমটা ছাড়িল, গাউন ধরিল। জামাইগুলো
সলজ্জ হইল, কান মগিল, আর ঘর যেখানে ছোটক

বায়, চলিয়া গেল। কিন্তু হায়! এ আশ্রয় কি
রক্ষা হইল। সোনার চাঁপা পুষায় লাগিল না, ঘরে
পড়িয়া শুকাইল। ‘ন বেবার ন স্বর্গায়!’—নিরঞ্জন
করিলে কি? মনের দুঃখে মেয়েটা কাহারও সঙ্গে
ভাল করিয়া কথা কর না। তাহার কাছে আর আসে
না। আসে ত বসে না, বসে ত হাসে না। বটু-দাদা
বলিয়া ডাকে না, কেবল আকাশ পানে চাহিয়া থাকে,
আর কাগজে কি হিজি বিজি লেখে। নিরঞ্জন তোমার
মনে এই ছিল!

বটুকঠেরব বাসিয়া বাসিয়া মাথা নাড়িতেছিল,
আর কেবল নিরঞ্জনকে গালি পাড়িতেছিল। নিরঞ্জন
পশ্চাৎ হইতে তার দুই একটি বাক্য শুনিলেন, আর
জ্বলিলেন। কিন্তু বাহকালের চাকর বলিয়া তাহাকে
কিছুই না বলিয়া কেবল কাছে গিয়া তাহার পৃষ্ঠে
একটি ঠেলা দিলেন। বলিলেন, “বুড়া কি বলিতে-
ছিস?”

বটুক মুখ ফিরাইয়া দেখিল—নিরঞ্জন। দেখিবা-
মাত্রই, তাহার সকল দুঃখ একেবারে জাগিয়া উঠিল।
কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিল আকাশ দেখাইয়া
বলিল, “অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছি, আর মরণ-কামনা
করিতেছি।”

মিথ্যা কথায় নিরঞ্জনের ক্রোধ-সাগরে বাণ ডাকিল।
বলিলেন—“রে পাষাণ বটা, আমি আজ চলিষ বৎসর
কাল মানুষের জবানবন্দি লইয়া আসিতেছি, তুই
আমাকে মিথ্যা বলিয়া পার পাইবি! এই বলিগাই
যাহা কখন করেন নাই, তাই করিলেন। তাহার কাছে
রাসা দাদা হরে শঙ্কর চাকরের প্রহার খাইয়াছে, কিন্তু
বৃদ্ধ বটুক একটি ক্রোধের ইজিত পর্যন্ত পায় নাই।
তিনি জীবনে আজ প্রথম বটুককে প্রহার করিলেন।

আজ মানবচরিত্রের এই আকস্মিক পরিবর্তন
দেখিয়া সে একেবারেই ভাবিল, তার মাথা ধারাপ
হইয়া গিয়াছে। নিজের জন্ম তার কোনও দুঃখ ছিল
না, দুঃখ হইল মনিষের জন্ম। তাই মনিষের মুখপানে
চাহিয়া একটিও কথা না কহিয়া, আবার কপালে
করাঘাত করিল, আর আকাশ দেখাইল। মনে মনে
যেন বলিল, “ভগবান! মনিষকে শেবকালে পাগল
করিলে।”

কাননিকা উপর হইতে দাধার আচরণ দেখিয়া,
ছুটিয়া বাড়ীতে বলিতে গেল। বটুকঠেরব ধাবমান
বালিকাকে দেখিয়া বুঝিল, মেয়েটাও বুঝি তাহারা

ভাবিয়া পাগল হইল! বুঝিয়া উঠে:বরে বলিল—
“কানু! ভয় নাই, ভাবিসু না, আমি নিজে তোর
পাত্র আনিয়া দিতেছি। তোর দামার বুদ্ধি-লোপ
হইয়াছে।” কাননিকা ভাল শুনিতে পাইল না।
মনে করিল, বটুক বুঝি প্রহারযান্ত্রিক আত্মনাশ
করিতেছে। প্রত্যন্তরে বলিল—“ভয় নাই! আমি
দামার মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্ত জল আনিতেছি।”

নিরঞ্জন এ সকল কথাই কান দিলেন না। বজ্র-
গম্ভীরনাদে বটুককে বলিলেন—“বা—বাড়ী হইতে দূর
হইয়া যা। অসভ্য মূর্থ নীচ, আদর পাইয়া মাথায়
উঠিয়াছি। জানিস, এখনই আমি তোরে জেল
খাটাইতে পারি। তুই আমার খাইয়া আমাকেই
গালাগালি দিতেছিস।”

বটুকও তেজস্বী। সে আজীবন প্রভুপরিবারের
জন্ত প্রাণ চাליয়া আসিতেছে। সে চাই একটা তীব্র
কথার আব্বাহারী হইবে কেন?—সেও উত্তর দিল,—
“হইয়াছে কি—আরও গালি দিব। যতই কানু বড়
হইবে, আমার গালাগালের মাত্রা ততই চড়িবে।”

নিরঞ্জন বটুককে প্রহার করিয়া কিছু অপ্রস্তুত
হইয়াছিলেন। এখনও আবার তেজোগর্ভ প্রত্যন্তরে
শুনিয়া ও রক্তের মনোগত ভাব কতক কতক বুঝিয়া
নবম হইয়া গেলেন। বলিলেন—“আমি যদি কাননির
বিবাহ না দিই?”

বটুক। কেন দিবে না। তুমি বাবু বিবাহ
করিয়াছ কেন?

নিরঞ্জন। সে আমি ভাল বুঝিয়াছি, করিয়াছি।
ভাল বুঝিয়াছি, কাননিকাকে কুমারী রাখিয়াছি।
হতভাগা মূর্থ, চুপ রহ। আর যদি কথা কস ত হইলে
একেবারে কঁাদী-কাটে লটকাইয়া দিব।

নিরঞ্জন আর দাঁড়াইলেন না।—কেবল যাইতে
যাইতে একবার মাত্র ফিরিয়া বটুককে বলিলেন,
“ধবরদার।”

নিরঞ্জনের মস্তিষ্ক-বিকার সম্বন্ধে বটুকের আর
কোনও সন্দেহ রহিল না।

নিরঞ্জন চলিতে চলিতে আবার ফিরিলেন।
দেখিলেন, বটুক আবার বসিয়া গালে হাত দিয়াছে।
তবে ত নিশ্চয় সে আবার তাঁহাকে গালাগালি দিবার
গৌরচন্দ্রিকা উজ্জ্বলিত। তা হইলে ত রীতিমত শিক্ষা
দেওয়া চাই-ই চাই! কিন্তু এবারে আর প্রহার কি?
তারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের আদেশ মত কার্যে বুদ্ধ

ভৃত্যকে শিক্ষা দেওয়া নয়। এবারে সহপদেপ দানে
তাহার অজ্ঞানান্দকারাচ্ছন্ন দুর্বল বুদ্ধিকে সবল করিতে
হইবে। নিরঞ্জন কর্তব্য স্থির করিয়া আবার বটুকের
কাছে আসিতে লাগিলেন। বটুক বুঝিল, এবারেও
তাহার অদৃষ্টে প্রহার আছে। সে পিঠ পাতিয়া মাথা
শুঁ জিয়া বসিয়া রহিল।

নিরঞ্জন নিকটে আসিয়া ব্যাকরণ-তত্ত্ব গালাগালির
সাহায্যে প্রথমে তাহার মুখ তুলিবার চেষ্টা করিলেন।
—“ওরে যৌবন-দীয়ার পারগামী হতভাগা বটা!”—
বটা মুখ তুলিল না। “ওরে লোলাঙ্গ, শক্তিহীন,
বুদ্ধিহীন, শুভাভূত অবধারণে অক্ষম বটা!”—বটা
হাঁটুর ভিতরে মুখ লুকাইল। “ওরে পাণ্ডু, নির্যম,
একশুঁয়ে, অপদার্থ, অচেতন, অনর্থকারণ বটা!” বটা
মুখ খুঁড়িয়া শুইয়া পড়িল। তখন নিকৃপায় হইয়া
নিরঞ্জন, তাহার পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে হাতটি রাখিলেন,
মুখ নামাইয়া তাহার মুখটির কাছে লইয়া বলিলেন—
“দেখ বটু!” বটু চক্ষু মুদিল। “দেখ প্রভুর
মঙ্গলাধুমাণী, কাননিকার তিন পুরুষের শরীর-রক্ষী,
কিন্তু বিনাপদাধীন, স্তব্ধ, লজ্জায় অর্দ্ধমুত বটুক-
ভৈরব! আমাকে ক্ষমা কর। আমি না বুঝিয়া ক্রোধের
বশে তোমাকে প্রহার করিয়াছি। তুমি ক্ষমা কর।
ক্ষমা করিয়া বল, বালিকাবয়সে বিবাহ দিয়া কি
কাননিকার জীবনটা অশান্তিময় করিয়া তুলিব?”
বটুকভৈরবের চক্ষু কপালে উঠিল।

“বালাবিবাহে ভারতবর্ষ ছাড়ে খারে গিয়াছে ও
যাইতেছে। বাগ্যবিবাহে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটয়াছে,
লঙ্কায় বানরের উৎপাত হইয়াছে। বালাবিবাহে দেশ
দরিদ্র হইতেছে। বৎসর বৎসর বজ্রায় দেশ ভাসিয়া
যাইতেছে, বৎসর বৎসর অনার্যুষ্টিতে শস্তশ্রাবল বহুক্ষয়
অজিয়া ছাই হইতেছে, বৎসর বৎসর স্বর্ণ-গর্ভা ভাঙতের
শস্ত বিদেশে রপ্তানী হইতেছে।” বটুকের গলা ধড়
ধড় করিতে লাগিল।

নিরঞ্জনের হৃদ ক্রমে তারা উল্লারা মুদারায়—গ্রামে
গ্রামে উঠা নামা করিতে লাগিল। “শোন বটুক-
ভৈরব! বিশেষ প্রয়োজন না দেখিলে, সহজে
আমি কাননিকার বিবাহ দিতেছি না।” বটুকের
শিব-চক্ষু হইল।

“কাননিকা শুদ্ধ আকাশে উঠিয়াছে। আকাশে
ত আজকাল অনেকে উঠিতেছে! কিন্তু সেখানে
ধাক্কিবার স্থান কই? কত লোকে যে বেসুনে করিয়া

উপরে উঠিল, ঝাঁকিতে পারিল কি ? নারিতে হইল।
পারাতট ধরিয়া পাবী হইল, কিন্তু হুড় হুড় করিয়া
সকলকেই নারিতে হইল। তবে যে দিন কাননিকা
তার হইয়া নীলাকাশে চাঁদের পাশে বর বাধিবে,
আর সেখানে মৌরী বন্ধাবস্ত করিয়া আমাকে দেখিয়া
হাসিবে, সেট দিন তাকে বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া
নানাইয়া আনিব। নতুবা তাহার কখনই বিবাহ দিব
না। বালিকাযয়ণে বিবাহ দিয়া তাহার সর্বনাশ,
—তার দেশের সর্বনাশ করিব না। ভয় ? কিন্তু কারে
ভয়—চন্দ্রসমাজকে ? সমাজ ত এখন বেতবন।
তাহার ভিতর বড় বড় বাব লুকাইয়া আছে, গারে
কেবল কাটা। কিন্তু যে দিকে নোয়াইবে, সেই দিকে
ছুইবে, যে দিকে ফিরাইবে, সেই দিকে ফিরিবে।
তবে কাননিকে কুশারী রাখিতে ভয় করিব কেন ?
তাই বটুকটেরব !”—বটুক তিনটি খাপি খাইল।

তবু নিরঞ্জন তাহাকে উপদেশ দিতে ছাড়িলেন
না। “বালিকার এখনও যে তরল শ্রাণ। সে শ্রাণের
একটাও বাঁধা ভাব নাই, স্থিরতা নাই। সে কি
করিতেছে, নিজেই জানে না। হাসিতে হয় হাসে,
কান্নিতে হয় কান্নে, অভিমান করিতে হয়, অভিমান
করে, লোকের পানে চাহিতে হয়, চাহিয়া থাকে।
তাহাকে বিবাহ করিতে বলিলে বিবাহ করিবে।”

পশ্চাৎ হইতে মাথার উপর হুড় হুড় করিয়া
জল পড়িল। সমুখে বটুকটেরব মরিয়া আড়ষ্ট
হইল। নিরঞ্জন তবু জুকেপ করিলেন না। বলিলেন,
“বিবাহ করিতে বলিলে তখনই বিবাহ করিবে !
কিন্তু কেন বিবাহ করিবে, কারে বিবাহ করিবে,
কত দিনের জন্ত বিবাহ করিবে, জানিবে কি ?
তাই যে, কাননি যে আজ আমাকেই বিবাহ করিতে
চাহিয়াছে। বিবাহ ব্যাপারটা কি জানিলে কি সে
আর আমাকে অমন কথা কহিতে পারিত ! আহা !
সে যে সরলা বালিকা, কোবল কলিকা, তাহাকে
এখনও না পাওয়াইয়া দিলে সে যে খাইতে পারে না
যে বটুকটেরব !”

পশ্চাৎ হইতে কাননিকা তার হাত ধরিল। বলিল,
“দাদা ! খাইবে চল।” নিরঞ্জন ফিরিলেন। দেখিলেন,
পাটে পাটে পাড়ে পাড়ে ষোড়া-কাপড়-পরা, মাথার
আলবার্চকাটা চুলকেরা, মুখে-হাসিকরা, পায়ে-বটু,
পায়ে-বটু, কিন্তু কড় কড়গী আহা আহা কি কুন্দর,
কবির চোখের রাঙা ছবি কাননী। নিরঞ্জন তখন

দেখিলেন, তাহার সর্বাক্ষে প্রথময় জল বরিতেছে।
বলিলেন, “এ কি ভাব দিদিবণি ?”

কাননিকা। আর এ কি ভাব। কার সঙ্গে কথা
কহিতেছ ? সে কি আর আছে ? দাদা সর্বনাশ
করিলে,—বড়তাজে আমার বটুকটেরব দাদাকে
মারিয়া ফেলিলে !

নিরঞ্জন। কি, বটুক মরিয়া গেল ! হাঁরে বটুক
তুই মরিল !

বটুক নাসিকা কুঞ্চিত করিল, কিন্তু উত্তর করিল না।
নিরঞ্জন এইবারে বটুককে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন,
বটুক ! কি অপরাধে তুই মরিল ! বটুক তথাপি
কথা কহিল না। তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, সে
পড়িয়া গড়াইয়া গেল।

কাননিকা দাদাকে অপ্রকৃতিস্থ বুঝিয়া, তাহাকে
লইয়া চলিল। লইয়া নান করাইয়া, গা মুছাইয়া,
বেশপরিবর্তন করাইয়া, কাছে বসিয়া আহার করাইয়া
ক্রমে বটুকটেরবের মৃত্যুসংবাদ বাড়ীর মধ্যে
প্রচারিত হইল। ভামিনী ও তাগর ভগিনীগণ
বটুকটেরবের জন্ত কান্দিল। সহসা মধ্যাহ্ন-গণ
কাপাইয়া দূরের সঙ্গীতের ডেউ উঠিল—

বিছা এ রোদন বাছা, বিছা এ রোদন !

মরণ ত নয় ও যে জীবনধারণ !

জন্মে জন্মে কতবার এসেছ ধরণী !

তোমরা ত জাননাক, আমি সব জানি !

ওই যে পড়িয়া আছে বটুকটেরব,—

হয় ত আছিল এক কুলের গোরব !

হয় ত তাহার ছিল গোলা-পোরা ধান,

হয় ত তাহার ছিল শ্রাণ-তরা গান ;

হয় ত সে পরজন্মে হয়ে বাবে হাতী,

ঘুরিবে সে বনে বনে মদগন্ধে মাতি।

হয় ত তাহার পর হবে জমীদার ;

হয় ত জন্মিবে প্রাণে ভালবাসা তার ;

কাহুর মতন এক কুশারী তখন,

হয় ত করিতে পারে তাহারে বরণ ;

যেই সেই কুশারীকে বিবাহ করিবে,

অনি আনন্দমালা আকাশ পুরিবে।

ওই দেখ হাসে তারা, ওই হাসে রবি ;

ওই দেখ হাসিতেছে প্রকৃতির ছবি ;

মেঘ হাসে, শিশু হাসে, আর হাসে শশী ;

তুখু কান্দে কাননীর বা আর মাসী !

দেই সঙ্গীত গুনিবামাত্র কাননিকার ভাবাবেশ
হইল। ভাবাবেশে কাননী গাহিল—

মধুঞ্চু রজনী দূরত সঙ্গীত
আনল সন্ন্যাস বন্ধ।
কাহ্ন আশোয়াসে চপল মনোভব
মনহি বিথারল হৃদয় ॥
সজ্জনি পুন বাই সবাদহ কান।
কালিন্দীকূলে অবহ্ন বিরহানলে
তেজব দগধ পরাণ ॥

সকলেই চমকি চাহিল। কিন্তু বাতাস ভারী হইয়া
তাহাদের চোক চাপিয়া ধরিল। দূরের সঙ্গীত সময়
বুঝিয়া ইঙ্গিত করিল—

এ ঘোর রজনী মেঘ গরজন
কেমনে আওব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহলো বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া।
নিরঞ্জন এই ফাঁকে আসিয়া কাননির মুখের দিকে
চাহিলেন। দেখিলেন—

অনেকবক্তৃদয়নামনেকাঙ্ক্ষিতদর্শনাম্।
অনেকদিব্যাতরণাং দিব্যানেকোত্তমায়ুধাম্ ॥
দিব্যমালাধরধরাং দিব্যগন্ধাভূষণনাম্।
সর্বাশ্চর্য্যময়ীং দেবীমনন্তাং বিশ্বতোমুখীম্ ॥
তখন তাহার মুখে বাগ্‌দেবী আসিয়া বসিল। দেই
মুখ হইতে মুখাধিকারীর অজ্ঞাতসারে বাহির হইল;—
গোনার নাতিনী এমন যে কেনি
হইলি বাউরী পারা।

সদাই রোমন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা।

অপরাজু মুদাকরাস আসিল। বটুকের দেহ
মাথায় করিয়া কলুটোলায় লইয়া বাইতে দেখিল, বটুক
নাই! তাহার পরিবর্তে মৃত্তিকাশয্যায় বটুক গুইয়া
আছে। সে হাত নাড়িতেছে, পা ছুড়িতেছে, আর আঃ
উঃ করিতেছে। বটুক ভূত হইয়াছে, মনে করিয়া
ডোবেরা হৈ চৈ করিয়া উঠিল। তখন বটুক উঠিয়া
তাহাদের প্রহার করিতে লাগিল। ডোবেরা পলাইল।
সকলে সন্ধান করিতে গিয়া জানিল, নিরঞ্জনের বক্তৃতার
প্রহারে বটুকের বারো আনা বরস উড়িয়া গিয়াছে।
বুড় বটুক এক দিনে বুবা বটুক হইয়াছে। নিরঞ্জন
তাঁহা দেখিয়া নিজের শক্তিতে নিজেই মুগ্ধ হইলেন ও

আপনাকে বিশ্বকর্মা মনে করিলেন। মনের উজ্জ্বলে
বলিয়া উঠিলেন,—“থাক্, বটুক থাক্।” কত্যাগণ
বলিল—“থাক্, বটুক থাক্।” সন্ধ্যার ডাক্তার আসিয়া
কাননিকার হাত দেখিয়া বলিলেন—“কান-
নিকার একটা অস্থত্ব হইয়াছে। সে অস্থত্বের জন্ত
তাহার কিছুমাত্র সুখ নাই।” সকলে বিস্মিত হইয়া
জিজ্ঞাসিল—“বটুক যদি মরিয়া বটুক হইল, তবে
কাননীর অস্থত্বের সুখ হইল না কেন? এ অস্থত্বের
নাম কি?” ডাক্তার বলিলেন, “অন্যান্যনিকা।”

অভিসারকা।

রজনীর প্রথম প্রহর বহিয়া গেল। কত্যা-কৃত্যার
চাঁদ ধীরে ধীরে আধার আবরণ ভেদ করিয়া উপরে
উঠিল। হিমশীতলবাহী সমীরণ ছোট ছোট ঝেঁত
কুহুরের তবক চারি ধারে উড়াইল। তাহার চাঁদ ধরিতে
নীলশাগরে সাতার দিয়া ছুটিয়াছে। কিন্তু চাঁদ ত
ধরা দেয় না। তাহার যে দিকে যায়, চাঁদ যে তার
বিপরীত দিকে সাতার দেয়। শেষে নীলারঙ্গে মাতিয়া
তাহারা কখন বা একটু একটু তারা ধরিয়া মাথায়
পরিণ। কখনও বা আপনা আপনি জড়াইল। কেহ
বালিকাবেশে অস্ত্র বালিকার চিবুক ধরিল। কেহ
মালিনী সাজিয়া আনন্তব্রতী—সখীর প্রবেশবচনে মুগ্ধ
ফিরাইয়া অতি রাগে বাণিনী হইল। সখীও তখন
ফিরিয়া ফিরিয়া উপেক্ষিত সাক্ষাৎ নায়কের পাশে
গিয়া হৃৎকের কথা জানাইল। যধু অত্যাধে
গুড়ং—এই জায়ন্ত্রাবলম্বী নায়ক-নায়িকার আশা
ছাড়িয়া সখীর সহিত নিলিল। কেহ মালা
সাজিয়া উড়িয়া উড়িয়া একটা বানরের গলায়
জড়াইল। বানর ছই এক বার তাকে সোহাগ
করিয়া পরিল, তার পর দাঁতে ছিঁড়িল। ছিন্ন, দলিত
কুলরাশি বরিয়া বরিয়া মনের হৃৎকে মিলাইল।

রজনী সুন্দরী। তাঁদের শোভায় চক্রিকাধিপতি
অটালিকার অস্পষ্ট কিন্তু সুন্দর আভার রজনী লাগ্যা-
ময়ী। শশিকর কোরলম্পর্শে মিত্রালসা বিরলতারকার
তাকাতারণা রজনী চাঁদ-গরবিনী! ফুলে ফুলে সন্ন্যাস-
সন্ধ্যায়, বিধ্ব নীলাধরে শতদল গুড় জলধবণ্ডের ইত-
স্ততঃ সঙ্করণে রজনী নীলাময়ী।

এমন রজনীতে নিরঞ্জনের নিজা নাই। চিন্তা ভায়ে

আজ্ঞাত নিরঞ্নের চোখ হইতে তারার "বোধকল্যাণ ধরিতার" ভায় নিজ্ঞা বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। তিনি পলক দিয়া নিজ্ঞাকে চাপিয়া ধরিবেন স্থির করিলেন, তবুও নিজ্ঞা ধরা দিল না। রাশি রাশি চিন্তা বৃত্তধারার বৃত্ত তাঁহার আলোকে হ্রসবে করিল। হ্রস্ব সহস্র গুণ জলিল। তিনি বারকতক শয্যা এ পাশ ও পাশ করিলেন। কিন্তু শয্যা তাঁহাকে রাখিতে চাহিল না। সহস্র সহস্র কণ্টক প্রসব করিয়া নিরঞ্জনকে বিধিতে লাগিল। নিরঞ্জন শয্যা ছাড়িয়া চেয়ারে বসিলেন। টেবিলে আলো জলিতেছিল। একখানা বই লইয়া পড়িতে বসিলেন। কিয়ৎকণ পাঠ করিয়া বুকিলেন, সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়াছে। যে চুই পাতা তিনি পড়িয়াছেন, তাহাতে অক্ষর নাই। তখন পুস্তক রাখিয়া, মাথার হাত দিয়া, আলোর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

একটা প্রজাপতি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া নিরঞ্জনের হাতের উপর পড়িল। সেখানে কিয়ৎকণ নিশ্চল রহিয়া একমনে মনে কি ভাবিতে লাগিল। তার পর সেখান হইতে দীপশিখার আত্মবিসর্জন দিবার জন্ত লঠনের চারিধারে ঘুরিল। দীপের চারিধারে চূর্ডেজ কাচের আবরণ। ক্ষুদ্রপ্রাণ প্রজাপতির সাধা কি, তাহা ভেদ করিয়া দীপের অঙ্গস্পর্শ করে। তবুও নিরন্ত হইল না। সে কাচ ডাঙ্গিবার জন্ত ক্ষুদ্র বলটুকু সেই ক্ষুদ্র দেহের প্রতি আঁজ বোধিয়া কাচের উপর পড়িল। কাচের কিছু হইল না, কিন্তু তাহার একটা হৃদোপম চরণ ভাঙিয়া গেল।

নিরঞ্জন বসিয়া বসিয়া নিশাচরীর এই অলীকসাহস নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি হাত দিয়া ধীরে ধীরে তারে সরাইয়া দিলেন। প্রজাপতি সরিল না! সে আবার ফিরিল। কাচের উপর উঠিল, লঠনে প্রবেশ করিবার পথ খুঁজিতে চারিধারে ঘুরিল।

নিরঞ্জন ভাবিলেন, হইল কি? অতি ক্ষুদ্র, অতি চূর্নল, কিন্তু কেবল-হৃদয় প্রজাপতির আজ হইল কি! সকলের শ্রিয় প্রজাপতি! প্রকৃতির সাত রাজার ধন মাণিক রতন! তোর শ্রোণে এমন বৈরাগ্য আসিল কেন? কবি অক্ষরে, বিলাসী আলপিনে, শিল্পী তুলিতে পাঁখিবার জন্ত পাগল। ওই অতটুকু অঙ্গ—রামধনু ছাঁকিয়া প্রকৃতি হুমকী নির্জনে বসিয়া তোর যে আঁজ রঙ ফলাইয়াছে—সেই অঙ্গ আঙনে সঁপিতে কেন প্রজাপতি, তুই উন্মাদের বৃত্ত ঘুরিতেছিল? রবি হারা মাথিয়া তোর

গারে কিরণ দেখ, পাছে তোর সোনার অঙ্গ গলিয়া যায়। সধীরণ ভয়ে ভয়ে নাচায়, পাছে রামধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্যে আঁকা পুশ্পরেণু মাথা পাঁখা হুঁখানি জোর বাতাসে ভাঙিয়া যায়। ফুল তোর দেখিলে ফুলে। সধীরসকারী জীবন কুহর! সে যে তোরে দেখিলে, তার যথাসর্ব্ব্ব বিনা মূল্যে তোর পায় ঢালিয়া দেয়। তোর মত উড়িতে পায় না, তাই না সে তোর "অদর্শনে সকল হাসি সকল সাধ পবন-মাগরে" ঢালিয়া মলিন হইয়া লতাধনেই ঝরিয়া যায়। সরলী তোরে দেখিলে তরঙ্গকর দোলাইয়া দোলাইয়া ধরিতে আসে। তার হ্রদয়শোভাকরী মুণালিনী পাভায় যে তোরে ঢাকিয়া রাখে, আকাশের মুখ যে দেখিতে দেখে না। নিশায় তোরে পায় না, তাই না সে মনের ছুঁখে কমলিনীর মুখ খুলিতে দেয় না। এমন তুই—সবার আদরের প্রজাপতি—তুই আঙনের মুখে মরিতে আসিলি কেন? তোর যদি মরিবার এত সাধ, তবে এ সংসারে আরো কি করিব—কার মুখ দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিব? তোরও যদি হৃদয় নাই, তবে এ সংসারে হৃদয় কোথায়?

প্রজাপতি বৃদ্ধের কথার কান দিল না—আপন মনেই ঘুরিতে লাগিল। নিরঞ্জন তখন তাহাকে ধরিলেন, আর লঠন খুলিয়া "তবে মর!" বলিয়া দীপশিখার সমর্পণ করিলেন। তার মরিবার সাধ মিটাইলেন।—তার পর বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, চাঁদ। দেখিলেন, তার পাশে অনন্ত আকাশ। আকাশের গাধ নক্ষত্র, নক্ষত্রের পাশে আবার আকাশ। আর দেখিলেন, চাঁদের পাশে, তারার পাশে, নীল আকাশে ভাসমান অসংখ্য ক্ষুদ্র জলদধু দেখিয়া নিরঞ্জনের তৃপ্তি হইল না। এ নিশায় নিরঞ্জনের জাগিয়া লাভ কি! সে কেন জাগিবে, যে আজীবন অন্ধনয়নে দিব্যরাত্রি সমান দেখিয়া কেবল কাদিয়া কাদিয়া মরিতেছে। সে জাগুক—আজ প্রথম বার চোখ ফুটিয়াছে। সে কেন জাগিবে, —আজীবন প্রবাসে কাল কাটাওয়া জীবন-বরণকে যে সমান করিয়াছে। সে জাগুক—বে বহুদিনব্যাপী বিয়হের পর আজ সর্ব্বপ্রথম জীবনে সব পাইয়াছে। সে কেন জাগিবে, বার চাঁদের সহিত ফুলনা করিবার কিছু নাই। বার কোয়ূরী ধরিবার ভাণ নাই, চাঁদ ধরিবার কান নাই, দিবানিশি অন্তরে অন্তরে অন্তর্-স্পর্শ দলের ভিতর ডুবিতেছে, তার অপ্রবন কেবল

গভীর হইতে গভীরতর হলে আত্মনির্যাস ! দেখানে চাঁদ কোথায় ?

সৌন্দর্যে নিরঞ্জনকে টানিতে পারিল না। নিরঞ্জন কণপূর্বেই যে অতি সুন্দর প্রজ্ঞাপতিকে অনলে নির্যাস করিয়াছেন। চাঁদ দূর হইতে সুন্দর। বিজ্ঞানে বলে, চাঁদের হাসি বিভীষিকার তুলিতে অন্ধিত। চাঁদে হাসি নাই—প্রাণ নাই। মরুভূমির মত দিবা-নিশি ধূ ধূ করিয়া পড়িতেছে। আমরা চাঁদের কেবল এক দিক দেখিতেছি। অপর দিক আজীবন আমাদের নয়নের অন্তরালে। শুধু মুখের হাসি দেখিয়া তার অন্তরের সাধকতা না বুঝিয়া, তাহাকে ভাল বাসিতে যাইব কেন ?

নিরঞ্জন মাথা নামাইলেন। ছাদের উপর অবনত-মস্তকে কিছুক্ষণ পাদচারণ করিলেন। মনে মনে বলিলেন—নিরীহ প্রজ্ঞাপতিই যখন আমার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে নাই, তখন আমার হৃদয় আমার কাছে রাখিব। কাহারও প্রেরণায় হৃদয়টাকে হাত-ছাড়া করিব না। প্রজ্ঞাপতি ! তোরে যে মারিয়াছি, সে অনেক হুখে। তুই এত রাত্রে আমার গৃহে আসিলি কেন ? “বিবাহে চ প্রজ্ঞাপতি !” আমার ঘরে অনুচর কাননী রাখিয়াছে। সে নাবালাকা কি নাবালাকা, চারি দিকে তর্ক উঠিয়াছে। সেই তর্কের আঘাতে বৃদ্ধ বটুক মরিয়াছে। তাহার পরি-বর্তে যুবক মটুক আসিয়াছে। কামুর হাত হু’খানি পাইবার জন্ত চারি দিক হইতে আমার গৃহে পত্রপুটি হইতেছে। আমি কোনও রকমে তাহাকে মিষ্ট বচনে, আদর্শে, যত্নে, বিশ্বস্তির কোলে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছি। সে একবার জাগিলে কি আর রক্ষা থাকিবে ? যখন সে বুঝিবে, তার নাবালাকায় বুটিয়াছে, তখন তাহাকে কেমন করিয়া ভুলাইয়া রাখিব ? সে যে তখন ভাবিয়া ভাবিয়া কেমন একরকম হইয়া যাইবে। তখন এ দেশের চুঃখ দূর করিব কেমন করিয়া ! পাপিষ্ঠ প্রজ্ঞাপতি ! তুই আমার ঘরে না আসিয়া যদি কাননীরই ঘরে প্রবেশ করিতিস ? যদি সে তোরে দেখিতে পাইত, আর বৃত্তি, বিবাহের সম্বন্ধের সঙ্গেই প্রজ্ঞাপতির সম্বন্ধ, তা হইলে কি সর্বনাশ হইত বলু হেঁথি ! বেশ করিয়াছি, তোরে মারিয়া ফেলিয়াছি। এই বলিয়া নিরঞ্জন বিশ পঁচিশ বার ছাড়ের এ ধার ও ধার করিলেন। তার পর ভাবিলেন—আহা, আমার

নাতিসীর এতক্ষণ এক ঘুম হইয়া গেল। হয়ত একবার পার্শ্বপরিবর্তন করিয়া এতক্ষণ আবার নৃতন ঘুমের বন্দোবস্ত করিল। ঘুমন্ত কাননিকাকে একবার দেখিয়া আসিব কি ? বাই, ঘুমাইলে সে কেনন সুন্দর দেখায়, একবার দেখিয়া আসি।

কাননিকার গৃহপার্শ্বে গিয়া, জানালা দিয়া দেখেন, কাননীর দুইফেননিভ শয্যা ঝালি পড়িয়া রহিয়াছে। তবে বৃষ্টি কাননীর দুইফেননিভ অঙ্গ শয্যার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নিরঞ্জন শয্যার উপর শাঙ্গলুদুটি নির্যাস করিলেন। দেখিলেন, চাঁদের কিরণ জানালা দিয়া পশিয়া শয্যার উপর ঢেউ খেলিতেছে। কিন্তু কোথায় কাননিকা ? ওই যে দুইটা মলক, কামু যেখানে চরণ রাখে, সেই ঝালিশে গুণগুণ করিয়া কাদিতে কাদিতে আছাড় খাইতেছে, আর উড়িতেছে। ওই যে দুইটা ছারপোকা, যেন কামুর অদর্শনে পাগলের মত শয্যা এ পাশ ও পাশ করিতেছে ! ওই যে দুইটা কামুকবরীপরিভ্রান্ত দুলা কাননের দুলা হইবার জন্ত কাননীর শ্রবণশর্পসুখালস ঝালিশের পানে চাহিয়া আছে। সব আছে—কাননিকা কোথায় ? ঘর আছে, পাগল আছে, কাননীর কোথায় ? আমার চক্ষু আছে, চক্ষের জ্যোতি আছে, বাহিরে আলো আছে, ঘরের আলো কামু কোথায় ? নিরঞ্জন অগ্রসর হইলেন।

দ্বারের কাছে গিয়া দেখিলেন, দ্বার খোলা। ঘরে প্রবেশ করিলেন, টেবিলের উপর চারি ধারে সুশৃঙ্খলবিভক্ত পুস্তক। সেই পুস্তক-প্রাচীর মধ্যে শ্রাবণ-প্রান্তরব্যব সুন্দর টেবিলদ্বয়ের শুভ্রচূড় শ্রাবণসুন্দর ল্যাম্পতন্ত্র ; তৎপার্শ্বে কুমুদাধার, লতারূপিনী ভেস (vase) ; ভেসের পার্শ্বে টবরূপী দোয়াত। দোয়াতে কালি, কালিতে ফলম। যেন কালীদেবীর কপাধর কৃষ্ণের আগমন প্রতীকায় মাথা তুলিয়া দিব্য হুলিতেছে।

সেই ক্ষুদ্র, কিন্তু সুন্দর টেবিলটি নিরঞ্জনের চক্ষে একটা প্রকাণ্ড প্রান্তরের মত বোধ হইল। নিরঞ্জন তাহাতে যেন গাছ পান্না লতা জঙ্গল দীপ্য সম্রোবর সব দেখিলেন ;—কিন্তু বায়ব দেখিলেন না। তাহার পলে পলে নেশা হইতে লাগিল, পলে পলে নেশা ভাঙিতে লাগিল। একবার ভাবিলেন, কামু বৃষ্টি এই প্রকাণ্ড প্রান্তরের কোন এক নিভৃত নিকুঞ্জ বসিয়া, পুষ্পরেণু গায়ে মাখিয়া বেণু বাজাইয়া বেণু চরাইতেছে। আবার ভাবিলেন, না, কাননীর যে আমার নাতিনী !

কিন্তু কাননী কোথায়? কোমুদী গালিচার উপর গড়াগড়ি খাইতেছে, কাননীর রাঙা পা ছুখানি স্পর্শ করিবে বলিয়া। কিন্তু সে চরণ কই? ফুলমালা রেকাশে পড়িয়া শুকাইতেছে, এ মালায় গলা কই? আহা হা! ক্ষুর মনে কুণ্ডলী পাকাইয়া ওই বে কানুর মেহ রহিয়াছে। কিন্তু সেহুর কাছ কই?

নিরঞ্জন ভাবিলেন, আর কিছু নয়, মেয়েকে 'নিশি'তে লইয়া গিয়াছে। কি করেন, ঘরে ফিরিয়া শয়ন করিলেন। কানুর কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাবেশে দেখিতে পাইলেন, যেন আরব্য উপন্যাসের একটা দৈত্য বন্দু করিয়া তাঁহার বাড়ীর মাথার উপর উড়িতেছে। উড়িতে উড়িতে ছৌ মারিল, আর "ছৌ"-এর সঙ্গে তাঁহার কাননিকা উড়িয়া গেল। নিরঞ্জন ভাবিলেন, দৈত্যটাকে গ্রেপ্তার করিতে পুলিশকে হুকুম দিই। তাহারায় শৃঙ্খলার্গে ওয়ারেন্ট উড়াইয়া দিখ। পুলিশের ওয়ারেন্টের কাছে কার নিস্তার আছে? সে জলে ডুবিয়া মাছ ধরিতে পারে, আর আকাশে উড়িয়া দৈত্য ধরিতে পারে না!

দৈত্যরাজ কাননীকে ধরিয়া ঈগল পক্ষীর ভায় ঘুরিতে ঘুরিতে উপরে উঠিল। তার বাহু-অর্গলাবদ্ধ হৃদয়গ্রহাশ্রিতা কাননিকা এখনও ঘুমঘোরে অচেতনা। কমলপত্রাঙ্গীর বিম্বীলিত নয়নদুগলে গুঞ্জে গুঞ্জে অলক পড়িয়াছে। গ্রীবা ঈষৎ হেলিয়া আধ-জাঁথার আধ-কোমুদী মাথা চাঁদমুখখানি দৈত্যের বাহির উপর ভর দিয়া রাখিয়াছে। সঞ্চারকম্পনে শিথিলীকৃত কবরীর কেশরাশি, ধীর চুপিত হইয়া উড়িতেছে। কখন বা গণ্ডে পড়িতেছে, কখন বা দৈত্যের শ্রম-স্বৈদনিবিক্ত মুখখানাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। দেখিতে দেখিতে একটি তারা ধসিয়া তার কপালে লাগিয়া টিপ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে হুই একটা ষ্ঠে খণ্ড-মেঘ তার কাঁধে পড়িয়া ওড়না হইল। দেখিতে দেখিতে রাশি রাশি চাঁদের কর তার চিবুকে পড়িয়া জড়াইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দৈত্যের সমীরণের সঙ্গীত তৈলিয়া মেঘের আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া বহু দূর চলিল। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, ধূসর গিরিশ্রেণী, শ্রাব কান্তার, নীল জল, খেত সৌখমালা, দিগন্তবিস্তৃত আরবাবদেশের বরুণাঙ্কুর, গগনস্পর্শী হৈমচূড় প্রাসাদভরা কালিফের জুবনমোহিনী বেগমকুল-নিবেষিত বোগদাদ—সকলের উপরের আকাশ দিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া দৈত্যরাজ

তাঁহার আঁবরের কাননীকে কোন বুমদেশের অচল উদ্দেশ্যে লইয়া চলিল। নিরঞ্জন কানুর আদর্শ সহিতে পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন ও উঠেঃবরে বলিয়া উঠিলেন, "ওরে পাষাণ দৈত্যধর! দে, আমার কানখন কিরাইয়া দে।" দৈত্য কি বৃদ্ধ, দুর্বল, তুচ্ছ নিরঞ্জনের কথা শুনে! সে হ হ করিয়া উড়িয়া বাইতে লাগিল। কিন্তু এ দৈত্যটাকে যেন কেমন কেমন বোধ হইতেছে! রে দৈত্য! কে তুই—মটুক? বটুকের দেহ হইতে বাহির হইয়া, ভূতা সাজিয়া তুই-ই আমার কাননিকাকে হরণ করিতে আসিয়াছিস?

তখন নিরঞ্জন দৈত্যকে ধরিবার জন্ত নিজে উড়িবার চেষ্টা করিলেন। হুই একবার গা কাঁকারিয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে শরীরটা পতঙ্গদেহবৎ লঘু হইয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। ঘর ছাড়িয়া নিরঞ্জন বিতল জিতলে উঠিয়া অত্র তেদ্বিয়া ধূমকেতু হইতে বাইতেছেন, এমন সময় ধরণীপৃষ্ঠ হইতে কে যেন ডাকিল,—“দাদা!” নিরঞ্জন মুখ নাড়াইয়া দেখিলেন, একটি শৈলকন্দরে, একটি প্রকাণ্ড বনের ধারে, একটি শৈবলিনীর জলকল্লোলকোলাহলের আবরণে বলিয়া, রাহুভয়ে ভূতলাবতীর্ণ নিশামণির মত কাননী আপনার মনে গান গাহিতেছে;—

“আমার মন ভুলালে যে কোথায় থাকে সে।

সে দেখে আমি দেখি না রয়েছে আশে পাশে।

বল রে তরু বল রে লতা,

আমার স্বপ্নমোহন আছে কোথা,

তোরা পেয়ে বুঝি কসনে কথা,

তাই তোমের কুহর হাসে?”

নিরঞ্জন, “ভয় নাই, ভয় নাই,” বলিয়া উর্দ্ধ্বাশে নামিয়া আসিলেন। কাননিকা দাদাকে সেই নিভৃত-দেশে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল;— “দাদা!”

নিরঞ্জন চক্ষু বেলিয়া দেখেন, যথার্থই কাননিকা শয্যাশার্ধে বলিয়া, দাদা বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে! স্বপ্নে তাহাকে যেমনটি দেখিয়াছিলেন, বৃন্দবিজড়িত-চক্ষে তিনি সেই কাননীকে সহস্র গুণ সুন্দর দেখিলেন! বলিলেন, “কি দিদিবণি!”

কাননিকা। আর দিদিবণি!—ভূরি স্বপ্নে বে চাঁৎকার করিয়া উঠিয়াছে, তুমি আমার গা ধর ধর

করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে। হাঁ দাদা, তুমি অত বয়স দেখ কেন ?

নিরঞ্জন। আর তাই, কারণে কিছু দেখিতে পাই না, কাজেই স্বপ্নে দেখিতে হয়। দেখিতে না পাইলে কেনন করিয়া বাঁচিব বল।

কাননিকা। তা দেখ। কিন্তু ভোরার দেখার দোরাত্তো আমাদের প্রাণ যায়।—এই দেখ, এখনও আমার ছৎপিণ্ড ছুঁ ছুঁ করিতেছে।

নিরঞ্জন, যেন কাননিকার বিষয় কিছুই জানেন না, এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বলি কি! ঘুমন্তে এমন চাঁৎকার করিয়াছি যে, তোর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল?”

কাননিকার হাত দুখানি ছুটি স্বরচিত কাঁবতা ধরিয়া আবদ্ধ ছিল। অব্যবহিত কেশরাশি তাহার মুখে পড়িয়াছিল। সমীরণ তাহার অধরোষ্ঠের সুরতি ঘণ লাভের জন্ত চোরের মত গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। কেশের এ ঘেরাঘাও তাহার সহ হইল না। তাই সে তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিবার জন্ত বলপ্রয়োগ আরম্ভ করিল। তাহার ভয়ে তাহার তিলফুল নাসায় জড়াইল। কাননিকা ঐযাত্তবে তাহাদিগকে পৃষ্ঠে সংলগ্ন করিতে গেল। বিপরীত ফল হইল! পৃষ্ঠদেশ হইতে আরও কতকগুলি কেশ আসিয়া তার মুখ চোখ কপোল গণ্ড একেবারে ঢাকিয়া ফেলিল। কাননিকা বলিল, “দাদা, চুলগুলি মুখ হইতে সরাইয়া দাও ত।”

আগে শশী পিছে আঁধার ছিল। এখন আঁধার শশীর সঙ্গে পড়িয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিল! অগণ্য তড়িত-লতার দ্বিগুণোন্মত্তি সেই গৃহটাকে অপূর্ণ সৌন্দর্য্যে ভরাইয়া দিল। নিরঞ্জন কাননিকার সে মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৃপ্তি পাইলেন না। তিনি আরও অধিকক্ষণ দেখিবেন বলিয়া নাতিনীকে বলিলেন, “নাতিনী! জলধর-অস্ত্রে শতধা বিভক্ত চাঁদ দামিনী হইয়া জলদে ভাসিয়া পলকে পলকে চক্ষিয়া যায়। তোর মুখে যে তাহার স্মৃতি হইয়া বসিয়া আছে! আমি তোর মুখের চুল সরাইব না।”

কাননিকা তখন বহুলতা দিয়া কোনও রকমে কেশপাশ পৃষ্ঠে ফেলিয়া বলিল, “তুমি কি বলিতেছিলে?”

নিরঞ্জন। আমার চাঁৎকারে তোর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

কাননিকা। সে ত বুঝিতেই পারিতেছ!—দেখ

দেখি, আমার মুখে এখনও কি ঘুম জড়াইয়া আছে?

নিরঞ্জন। তোর মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, ঘুম আজ তিন দিন তোর চোখের ধার দিয়া যায় নাই।

কাননিকা দাদার কথার সাত স্তরে বুগপৎ বন্ধার মারিয়া হাসিল। আর বাঁজল, “এত বোধশক্তি না থাকলে তোমাকে হাকিম বলিবে কেন? কিন্তু তোমাদের হাকিম জাত যে চোখ মোলিয়া ঘুমায়ে! আমি চাহিয়া আছি বলিয়া, আমার নিজের তোমার বিশ্বাস হইল না?”

নিরঞ্জন। কি রাক্ষসি! সমাজের মহোপকারী দেশের প্রকৃত হিতৈষী হাকিমকে তুই অপস্মারিত রক্তভারবাহী একটা অপকৃষ্ট জীবের সঙ্গে তুলনা করিল!—আমি তোর শূভ ঘরে ঘুরিয়া আসিয়াছি। তুই কোথায় ছিলি? আর সেথায় কি করিতেছিলি?

কাননিকা। আমি বাগানে গিয়াছিলাম। সেখানে পুরুষগীর সাম-বাঁধা ঘাটে বসিয়া ছুড়ি চাঁদ দেখিতেছিলাম। তার একটা ছিল নভঃস্থলে, অপরটি সরসী-জলে। একটা চ’লতেছিল, অপরটি কাঁপতেছিল। আমি সেই দুই চাঁদের দুই প্রকার অবস্থা দেখিতেছিলাম আর ঘুমাতেছিলাম!

নিরঞ্জন দেখিলেন, সেই অচ্ছোদস-প্রবর্তিতের পঙ্কলৈখিকা আর কাননীর জননী ভাসিনী, দুয়ে মিলিয়া কাননী হইয়াছে। তাহার দুই জনে দুই দিকে চাহিয়াছে, কাননী একাই হু কাজ সারিয়াছে। তা হ’লে ত প্রজাপতি আঙুনে পুড়িয়া দেহ দহনজাত গন্ধটা কাননীর নাকের কাছে ধরিয়াছে! কাননীর বিবাহ ত না দিলে চলে না।

অন্তর্যামিনী কাননী নিরঞ্জনের মনের কথা সব শুনিла। উত্তরে বলিল—“দাদা! এমন পোনার চাঁদ থাকিতে, নাতিনী মাঝে বিবাহ করিয়া মরে কেন?

নিরঞ্জন বলিলেন, “চাঁদকে বিবাহ।”—

কাননিকা। হাঁ চাঁদকে বিবাহ। চাঁদ যদি নারী পাইত, তাহা হইলে কখন রাজগ্রস্ত হইত না, কুমুদিনীর রক্তস্থলে জলের হিজোলে আছড়াপিছড়ি খাইত না! অধিক আর কি বলিব, তাহা হইলে নিশায় অমাবস্তা হইত না।

কাননিকার কথা নিরঞ্জনের কানে কেনন কেনন ঠেকিল। তাহিলেন, সত্যসহকে দেখিয়া নাতিনীর

হৃদয়-সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে। তাই লক্ষ্যের বেলাতুমি ছাড়াইরা রহতট। কিছু বেশীদূর উঠিয়া পড়িয়াছে। নাতিমীর রহস্ত-স্রোতে বাধা দিবার জন্য বলিলেন “রাত্রি অধিক হইয়াছে। এখন একটু ঘুমুগে।”

কাননিকা। নিজা আমি চাঁদকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি। আমি আজ হইতে আর ঘুমাইব না। কেবল জাগিব। সংসারের সকল নারীর সহিত চাঁদের মিলন ঘটাইয়া, সকলকে কুহারী রাখিয়া কিছুদিন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিব। তারপর চাঁদের ঘূর কাড়িয়া অনন্ত নিজার কোলে মাথা রাখিব।

নিরঞ্জন দেখিলেন, কাননিকার চক্ষু জলে ভরিয়াছে। ভাবিলেন, এ কি, মেয়েটা পাগল হইল না কি! তখন ভাবিলেন, নারীর হৃদয় না বৃথিতে পারিয়া, যথেষ্ট-চারীর মত কঠোর আদেশে তাহাকে অনুচা রাখিয়া বৃথি পাগল করিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, কালই নাতিমীর বর খুঁজিব।

তখন তিনি কাননিকার হাত ধরিয়া বলিলেন, “চল—রাত্রি শেষ হইতে চলিল। নিশিঙ্গাগরণে তত্ত্ব হইবে।” একটু ক্রোধ দেখাইয়া কহিলেন, “কাকন-ময়ি! শ্রীহীন হইতে তোর এত সাধ কেন! এ কমলনয়ন চাঁদ দেখিবার জন্য নয়।”

এই বলিয়া কাননিকার হাত ধরিয়া নিরঞ্জন তাহাকে ঘরে লইয়া চলিলেন। কাননিকা কথা কহিল না।

চলিতে চলিতে নিরঞ্জন কি বুঝিয়া মটুককে ডাকিলেন।

কাননিকা বলিল, “দাদা! মটুককে ডাকিও না।”

নিরঞ্জন। কেন?

কাননিকা। সে আমার হইরা চাঁদ দেখিতেছে।

নিরঞ্জন। মটুক তোর হয়ে চাঁদ দেখিতেছে কি?

কাননিকা উত্তর না দিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। আর বলিল—“হায় মটুক, তুমি মরিয়া মটুক হইলে কেন? আমার দাদার তাদা খাইলে তোমার নবীন প্রাণ আমার না জানি কোন্ ঘোষে উড়িয়া যাইবে।”

নিরঞ্জন প্রেমে প্রেমে আর তাহাকে উত্তেজিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিবা ভামিনী ও অজ্ঞাত কল্পাগণকে ডাকিয়া, তাহারিগের কাছে কাননিকার বর্তমান অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া, ভেড়ার গোমোলে আশ্রয় দিয়া সেনগৃহের নিজাকে বনবাসিনী করিতে

সাহস করিলেন না। তাহার মনের কথা মনেই রহিল। কাল প্রাতঃকালে তিনি ঘটক ডাকিয়া, অথবা মহত পত্রলেখকের দ্বাৰাহক হ’ক এক জনকে ডাকিয়া কাননিকার বর নির্দেশ করিবেন।

কাননিকাকে গৃহপ্রবীষ্ট দেখিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। কিন্তু সে নিজা যার কি না, দেখিবার জন্য ঘরের কানোচে কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুনি-লেন, কাননিকা গান ধরিবার ভাঁজ করিতেছে। তার পর শুনিলেন, অতিমধুর অম্লচকণের গীত :—

সখা! এ নয় কমল-আঁখি।

মুখ-সরোবরে ফুটিতে ফুটিতে মুদিবে চাঁদের দেখি।

আমি নিশায় কুমুদী হৃদয়ের নদী

শশীর কিরণে ধরে সে টান।

প্রভাত অকণে পাখীগণ সনে

গাই-আগমন ললিত গান।

আমি সাজের গগন তারা।

আগনার ভাবে আপনি বিভোরা

নীরব আপন-হারা;

কহু ফুটিতে ফুটিতে ফুট না।

কহু চলিতে চলিতে চলে যাই দূরে

কারে ফিরে চেয়ে দেখি না।

কহু মেঘের আড়ালে থাকি;

দারিনী লতায় পরিয়া গলায়,

তার সনে মারি উঁকি খুঁকি।

চির-প্রবাসীর সহস্রোদীপ্তা স্বপ্নে-স্মৃতি, পুলিন্দুত নিরপরাধের কাঠমজ্জীতি, কৃতপরাধের অনুতাপ, বিয়োগীর স্বপ্নে, চির লাঞ্ছিতা জীবনে মৃতকল্পা, অকালমরণে উজ্জীবিভা প্রিয়ার সঙ্কল্প তিরস্কার, আর স্বপ্নাবিষ্ট কোরল শিশুর “দেয়ালা”—সকলে মিলিয়া পরস্পরের হাতে হাতে ধরিয়া নিরঞ্জনের হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ করিল। প্রাণটা তাঁর ফোপাইয়া ফোপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাশি রাশি চক্ষুজলে তিনি সেই নবা-গত অতিথিগণের পাত্তর ব্যবস্থা করিলেন।

এমন সময় দূর হইতে মজীত উঠিল।—

উষাও প্রাণের ঢেউ,

দূর হ’তে দেখো, কাছে মাছি থাক,

ধারিতে বেও না কেউ,

যাক সে সাগর পার।

যাক ফুলে ফুলে অনন্তের ফুলে,

বখা অভিশাপ তার।

দলের উপরে

কুল করে করে

মিনি পাখিরি বালা।

হুয়ো না হুয়ো না

নিকটে যেও না

কথা রাখ এই বেলা।

নিরঞ্জন তখন বুঝিলেন, এই দূরের সঙ্গীত যেটাই কাননিকাকে পাগল করিয়াছে। মৈশগগন ভেদ করিয়া তিনি উচ্চগম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—“দূরের সঙ্গীত!”—উত্তর পাইলেন না। কেবল প্রতিধ্বনি উত্তর আনিল, ইং। (*) নিরঞ্জন আবার বলিলেন, “এখনও কোথায় আছিস্ বল।” প্রতিধ্বনি থল থল হাসিল।

রণরংগিকা।

পরদিন সেনগৃহে হলহুল বাধিয়াছে। কাননিকার বিবাহের কথা উঠিয়াছে। নিরঞ্জন বঙ্গ সর্ভজের খাতা খুলিয়া বিবুবা কুমারীর আর-ব্যয়ের তালিকা দেখিয়া বুঝিয়াছেন, বালাগার কুমারী নাই। অনেকেই প্রথম বয়সে বিশ্ববিদ্যার নবোৎসাহে কুমারীর খাতায় নাম লিখাইয়াছিল। কিন্তু কেহ তারুণ্য শ্রোতে অকূলে পড়িবার ভয়ে, সাঁতার কাটিতে কাটিতে, নর-কাঠে ভর দিয়াছে। কেহ বা কোনও প্রকারে পরপারে পৌছিয়াই, সমুখে বার্ককোর প্রকাণ্ড জলা দেখিয়া, জীবন-পথে একলা চলিতে সাহস না করিয়া সঙ্গী লইয়াছে। খাতার এক কোণে ছ’ একটি নাম পড়িয়া আছে; কিন্তু কাননিকা ছাড়া, আর সবার বিবাহ হয় হয়—রর না। কুমারী আছে, খুটানী কুমারী আছে বিলাতী রমণী।

কাননিকার বরে বরে বালাগা ভরিয়া রহিয়াছে। একটা চিল ছুড়িলে দুই দশটা বরের মাথা কাটিয়া যায়। এমন কাননী, বিভূজা, হেমগোরাঙ্গী, বিভা-ভরণভূষণা স্তম্ভরশনা হরিণরশনা—বিবাহ বিনা তার

(*) ইং—লোপ সংস্কৃত ব্যাকরণে যাহাদের অস্তিত্ব আছে, তাহাদিগকে আর ইতের কথা বলিতে হইবে না। কৃত প্রকরণের কিপ প্রত্যয়ের সমস্তই ইং সঙ্গীত যায়, কিছুই থাকে না। স্তম্ভরং সঙ্গীতেরও সম ইং হইল। কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

+ রণরংগিকা—উৎকর্ষা, দুর্ভাবনা।

মন ভাল থাকিবে কেন? নিরঞ্জনের জান কিরিয়াছে। রাজে ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি কর্তব্য স্থির করিয়াছেন! তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাকে মরিতে হইবে। মরিতে হইলে, সংসারের উপর প্রভুত্ব রাখিতে পারিবেন না। প্রভুত্ব যাইলে কেহ তাঁহার কথা রাখিবে না। কথা না থাকিলে, যার বা ইচ্ছা তাই করিবে। বা ইচ্ছা তাই করিলে, দেশটা ছার খার হইয়া যাইবে। ভাবিয়া দেখিয়াছেন, কাননিকার কুমারিতে দেশের বস্তুকু অপকার, অত্র দিকে কুমারকুলের মনোভঞ্জন চার গুণ অপকার। ব্যারিষ্টার আইনজ্ঞানে আপনাকে জড়াইবে, ইন্জিনিয়ার বন্ধ-ক্ষেত্র দিয়া খাল চালাইবে, ডাক্তার নিজের গলাই অস্ত্র বসাইবে, প্রোফেসর আয়হত্যার লেকচার দিবে, ইঞ্জিনিয়ার ছার হইতে বাঁপ খাইবে। কাজেই কাননিকার বিবাহ দেওয়া স্থির।

ভামিনী দৌহিত্রের মুখ দেখিতে লালায়িতা বাপের কাছে আসিয়া কাদিল। বাপ আশ্বাস দিলেন, কাননীর বিবাহ দিব।

নিরঞ্জন প্রথমে দূরের সঙ্গীতের অনুসন্ধান করিলেন। চোড়দারের কাছে লোক পাঠাইলেন। চোড়দার লিখিল—“তাহাকে সেইদিন তোমার সঙ্গে গঙ্গাতীরে দেখিয়াছিলাম। তার পর আর দেখি নাই। শুনিলাম, কি জানি কি মনের দুঃখে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সেই যুবকদ্বয়ের মধ্যে এক জন বোধ হয় তাহার খবর জানে।” নিরঞ্জন তাহাদিগের পরিচয় ও ঠিকানা জানিয়া তাহাদিগকে পত্র লিখিলেন। তাহারাও উত্তর দিল, “জানি না।” দ্বৈর্বাণ বলিল, কি যথার্থই বলিল, নিরঞ্জন পত্র পড়িয়া ভাল বুঝিতে পারিলেন না। “জানি না”র পরে তাহারা কি মাথা খুণ্ড লিখিয়াছে! লিখিতে হাত কাঁপিয়াছে বোধ হইল। অক্ষরগুলি জড়াইয়া জড়াইয়া হাড়-কলসী সাপ বাঙের আকার ধরিয়াছে। নিরঞ্জন বাড়ীতে সন্ধান করিলেন। মটুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হা রে, দূরের সঙ্গীত চিনিন্স?” মটুক বলিল, “হা হজুয় চিনি।”

নিরঞ্জন। বেশ, তবে এই চিঠি তাহাকে দিয়া জবানি লইয়া আয়।

মটুক চিঠি হাতে ছুটিল। নিরঞ্জন অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

চাকর কিছুক্ষণ পরেই ফিরিল। হাঁপাইতে

হাঁপাইতে মনিবের হাতে একটা জিনিষ দিল। নিরঞ্জন বলিলেন, “এ কি?”

মটুক। আজ্ঞে হজুর! যবানি। বেপের দোকান হইতে কিনিয়া আনিলাম।

নিরঞ্জন অগ্ধ হইয়া তার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন, “চিঠিখানা কি করিল?”

মটুক। চিঠিখানা বেনের হাতে দিলাম। সে ইংরাজালেখা পড়িতে পারিল না। এক বাবু-খদ্দরকে দিয়া পড়াইল। বাবু বলিল, “হজুর তোমাকে পত্র পাঠমাত্র যাইতে লিখিয়াছেন।” দোকানী বলিল, “এখন আমার চের খদ্দর—এখন যাইতে পারিব না, বৈকালে যাইব।” আমি বলিলাম, “তবে জবানি দাও।” সে বলিল, “কয় পরসার?” হজুর কিছু বলিয়া দেন নাই বলিয়া, আমি ধার করিয়া এক পরসার যবানি আনিলাম।

নিরঞ্জন। যবানি ফিরাইয়া দিয়া আমার চিঠি লইয়া আয়। আগিয়া এইখানে এক পায়ে এক খণ্টা দাঁড়াইয়া থুখ।

মটুক চাকর যবানি লইয়া আবার ছুটিল। নিরঞ্জন বুঝিলেন, মটুক বটুকউত্তরবের দ্বিতীয় সংস্করণ। তাহারই মত বোকা বুঝিয়া তিনি নিশ্চয় হইলেন। স্বপ্নের মটুকরূপী দৈত্যের ভয়টা তাহার দূর হইয়া গেল। তিনি তখন দ্বারবানকে দূরের সজীতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বারবান বলিল, “চৈতন্য লাইব্রেরীতে আছে। সে দিদিবাবুর জন্ত অনেক বার তাহা আনিয়াছে।”

নিরঞ্জন মুখ ফিরাইতেছেন, এমন সময় বেগেকে সঙ্গে করিয়া মটুক ফিরিল। বেগে আসিয়া জোড়করে নিরঞ্জনের সমুখে দাঁড়াইয়া বলিল—“হজুর! কহুর মাক হয়। আমি বুঝিতে না পারিয়া সেই চিঠিতে মশলা বাঁধয়া খদ্দরকে দিয়াছি।”—নিরঞ্জন কথা কহিলেন না। বেগে কপালে হাত দিল; মটুক একপায়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

নিরঞ্জন তাহাদের আর কিছু না বলিয়া বরাবর ভামিনীর কাছে গেলেন। বলিলেন, “ভামু! উপায়—দূরের সজীতের ত সম্মান পাইলাম না। তাহাকেই আমার পছন্দ। তুই একবার কাননীরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিস?”

ভামিনী। কেন পারিব না। কিন্তু দূরের সজীত পদার্থটা কি?

নিরঞ্জন। সে একটি হাতময় উদারবর তেজস্বী মানুষ।

ভামিনী। ও বাবা, বল কি—দূরের সজীত মানুষ!—মাহুষের কথা আমি কেমন করিয়া কাননীর কাছে পাড়িব। সে মাহুষের নাম শুনিলেই কানিয়া ফেলিবে। কানিলেই তার মাথা ধরিবে। মাথা ধরিলেই হাত পা ছুড়িবে।

নিরঞ্জন। কাল রাত জাগিয়াছে। তার খবর রাখিস? সে রোগের চেয়ে কি মাথা ধরা বড়? যা নীগগির যা। দূরের সজীতের সংবাদ লইয়া আয়। আমি কালই কাননীর বিবাহ দিব।

ভামিনীর চক্ষু দেখিতে দেখিতে জলে ভরিয়া গেল। নিরাস দেখিতে দেখিতে নম্র নম্র বাহির হইতে লাগিল। সে দেখিতে দেখিতে বসিয়া পড়িল, বসিতে না বসিতে পা ছুড়িল।

নিরঞ্জন দেখিলেন, এক নূতন বিপদ উপস্থিত। বলিলেন, “করিস কি?”

ভামিনী উত্তর দিল না। জননীর উদ্দেশে কানিতে বসিল। “মা গো! আমার কি দুর্দশা হয়েছে দেখে যাও। তোমার কাছ অনাথার মত রাত্তিরে রাত্তিরে ঘুরে বেড়ায়। ওগো! তারে দেখে, এমন লোক কেউ নেই।”

নিরঞ্জন। আরে গেল, কানিতে লাগিল কেন? আমি তোরে এমন কি কষ্ট কথা বলিয়াছি!

ভামিনী উত্তর দিল না, কেবল কানিতেই লাগিল। —“যে আমার ছিল, যার হাতে তুমি দিয়ে গেল, সে যে মনের দুঃখে আমাকে কেলে চলে গেছে গো! মা-গো!”

নিরঞ্জন। আমি তাকে তড়িৎ দিয়েছি?

ভামিনী। (কানিতে কানিতে) তুমি তারে তড়িৎ দিলে না ত সে গেল কেন?

নিরঞ্জন। সে ত আপনি চলিয়া গেল, তুই দেখিলি

ভামিনী। সে আপনি চলিয়া গেল!—আমি তারে দূর দূর করিয়া তাড়াইলে সে নড়িত না—রাগ করিয়া হৃদয় বাহিরে থাকিতে পারিত না।—সে চলিয়া গেল! তুমি যে তার গলা-কাটা ধরিলে!—ওগো! মা গো!—আমার সে যে বড় অভিমানে চলে গেছে!

—সে যে মশ বৎসরে কাছের বে দিতে চেয়েছিল!—তখন যে দিলে ত, এখন আর দূরের সজীত খুঁজিতে

হইত না। আর যদিই বা খুঁজিতে হইত, তাহা হইলে দূর—দূর—কত দূর—একেশ্বরে হয় ত কামরাটকা হইতে সজীত ধরিত্রী আসিত। মা গো! তোর অভিমাত্রী জানাই আজ কোথায় গো।—

নিরঞ্জন। আমার মাথার গো! কেন তুই ত ছিল। তুই তখন তাকে ধ'রে রাখতে পরিনি। তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাখী খেতে লাগিল।

ভামিনী। আমার হাত জোড়া ছিল, তাই পারলেম না। আর আমি জানতের, সে কিরে আসবে। ওগো! মা গো!—

নিরঞ্জন। আবার মা গো? কেন, সে কি তোর তাকে ধ'রে এনে দেবে না কি?

বলিতে বলিতে নিরঞ্জনের গলায় করুণরস জমিয়া গেল। সেই রসগদগদকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—“আমি সকলের জন্ত এত করিলাম, তবু যদি আমার এ লাঞ্ছনা, তবে আমিই বা আর ঘরে থাকি কেন?”

দেখিতে দেখিতে চারি ধার হইতে, রঙ্গিনী, হোগিনী—কঙ্কাদয়, আর চারগী, বারগী, যামিনী, দামিনী, বেনি, পেনি, টুনি,—নাতিনীগণ ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। আসিয়া নিরঞ্জন ও ভামিনীকে কাদিতে দেখিয়া, একেবারেই যেন সব বুঝিল। বুঝিল, কাননীর মরিয়াছে! তখন যে যেখানে স্থান পাইল, বসিল; আর গা ছড়াইয়া কাদিতে লাগিল। দিবসেই যেন ‘কেদারপাল কেউ কেউ গভীর কুকারিল।’—ওগো, মাগো, বাবা গো, দিদি গো,—অ্যা অ্যা চ্যা—তৈরব নিনাদে নিরঞ্জনের বাড়ী যেন এক মুহূর্ত্তে শ্মশান হইয়া গেল।—“ওগো! কাহু গো! তুই আমাদের কেলে কোথা গেলি গো!”

মটুক ছুটিয়া আসিয়া সকলের মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল।

কাননিকা তত বেলা পর্য্যন্ত বুসাইতেছিল। সেই চীৎকারে তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শব্দ্য উঠিয়া বসিল। প্রথমে তাহার বোধ হইল, যেন আবেরি-কার সেন্ট লরেন্স নদীতীরে সে বসিয়া আছে। নারেন্দ্রার জলপ্রপাত হইতে রাশি রাশি জল পড়িতেছে। বাপে চারিধিক আচ্ছন্ন করিয়াছে! কিছুই দেখা বাইতেছে না, কেবল জীবন গর্জনের শব্দ শুনিতেছে।—না, তা ত নয়! এ বে কাহার বাহ-গো কাহু গো করিতেছে! তখন বলিল,

“না তাই জলপ্রপাত! এখন আমি দেখু চরাইতে পারিব না। আগে আমি কালীর দমন করিব।” এই বলিয়া আবার শয়ন করিল।

এ দিকে ভামিনীর ভগিনীসম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে বুঝিল, কাননীর মরে নাই। তখন কানরাটা বুঝা হইল দেখিয়া, সকলে “ঘাট ঘাট—কাহু নীরোগ হইয়া, অখণ্ড পরমায়ু লইয়া বাঁচিয়া থাক” বলিতে বলিতে কুণ্ড মনে চলিয়া গেল। ভামিনী তাহাদের ব্যবহারে বড়ই বিরক্ত হইল—বলিল, “বাবা, যেমন করিয়া পার, আমার একটা উপায় কর।”

নিরঞ্জন বলিলেন—“আমি তবে—দেখি তোর কি উপায় করিতে পারি।”

ভামিনী অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। নিরঞ্জন মনে মনে বলিলেন,—এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই শ্মশানগরী কলিকাতায় আমি সত্য জ্রেতা দ্বাপরের অবতারণা করিব। কাননিকাকে স্বয়ম্বর করিব। বাহা কোনও সংস্কারক আজিও দেখাইতে সাহস করে নাই, আমি তাই দেখাইব।

চিন্তের আবেগে নিরঞ্জনের মনের শেষ কথাটি টোটে আসিয়া পড়িল। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মটুক নিরঞ্জনের পৃষ্ঠে পাঁথার বাতাসের জের মিটাইতেছিল। স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়াই একটা উল্লাসধ্বনির সহিত সে বলিয়া উঠিল—“কবে!”

নিরঞ্জন পশ্চাতে ফিরিয়া, মটুককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুই কে?” মটুক উত্তর না করিয়া, অঙ্গুলীর পূর্ব গণিতে লাগিল।

নিরঞ্জন। ও কি করিতেছিস?

মটুক। আজ্ঞে, আমি কে হিসাব করিয়া দেখিতেছি।

নিরঞ্জন তাহাকে অনেক কথা বলিবেন মনে করিলেন, কিন্তু মটুকের মুখের পানে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ ছাড়া একটিও বাক্য প্রক্ষেপ করিতে পারিলেন না।

ভাণিকা।*

হে প্রিয় পাঠক!—কি ভ্রম! পাঠক কোথায়? তাহাকে যে কাননিকা কাব্য-কাননে বহুদিন হইল

* ভাণিকা—এক অঙ্কে সবাগ্ন হাস্যরসপ্রধান দৃষ্টকাব্য।

কেন্দ্রীয়া আসিয়াছি! সেখানে ধরবেগী কবিতা-স্রীর কিনারায় আসিয়া, 'খেয়ার কড়ি দিরা ডুবে পার' হইতে হইবে দেখিবার, মনের চুপে পাঠক-প্রবর মানে মানে পা চাকা বিরাছেন। কোথায় সম্পাদক? বক্তৃতাভার উন্নতি-করে 'গ্রাহক ও অগ্র-গ্রাহকের প্রতি' নিবেদনাদি প্রবন্ধ লিখিয়া, বাধার দ্বারে পাপল হইয়া শয্যা আড়—বাঙ্গালা বই পড়িবার তার সময় কই? কোথায় দেশ-হিতব্রতে ব্রতী? দেশবাসীর ঘুম ভাঙাইতে, তরেবর্তারের গ্রিহ হাজার পদ যোজনায় বাক্য গড়িয়া জিহবার আনিতে, তার মনের গলাও যে ভাজিয়া গিয়াছে! বাঙ্গালা পড়িবার তবে উপায় কই? বাকি আছে হস্তশাস্ত্র লেখক। সে ত আপনার কথার আপনি ভয়। গৃহশাস্ত্রাকরী তাহার স্বরচিত বোহনমালা, কীট সুধিকের অজাচারে দিন দিন শ্রীহীন, তাই দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু মূদ্র। পুরের পুস্তকের বলাটের ভিতর অক্ষর থাকে, সে অক্ষরে আবার চোখ বুলাইতে হয়, একথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। রাজা মহারাজার কথা ছাড়িয়া দিই—তারা ত জ্ঞান-জটীকলাপ ত্রুটিভুলিমুখ হুঁসার পিতামহ—হুঁসার 'ভয় হও' বলিলে অভিশপ্ত ভয় হইত, ইহাদের নারী গুলি সেই সরস্বতী জায়া যায়। পাঠক হইতে বহুদিন আবার ছাড়াছাড়ি। তাহার বন্ধাবনে মাঠের পোস্তুর কাঁটার পা বিধিতেই পলাইয়াছে।

তবে আমার কাননিকার কথা কনিতোছে কে?

কনিতোছে সে, বাহার অস্তিত্বে বাঙ্গালার অস্তিত্ব, যাহার উন্নতিতে বাঙ্গালার উন্নতি; যে আছে বলিয়া বাঙ্গালার লেখক আছে; বাহার প্রয়োজনায় গুণধর বই কিনেন, বাহার উৎসাহে পাঠকের এ অবসর হাত হইতে বাঙ্গালা বই পড়িতে পড়িতে রহিয়া যায়, কাল আসিতে আসিতে চোখের কোণেই মরিয়া যায়। বন্ধের গৃহলক্ষি। কবে তুমি তোমার অজাগিনী ভগিনীকে তোমার গুণধরের স্নানরনে আনিতে চেষ্টা করিবে? প্রভুর স্বদেশি হৈতবীর আমাদের বিন্দুস্রাবও বিধাৎ নাই, তার গগনভেদী চাঁৎকারে শব্দ নাই, তার সামরলজী উন্নতনে স্পন্দন নাই। তার উৎসাহে কার্য নাই, পরোপকারে প্রাণ নাই, ভালবাসার প্রেম নাই। তাহা হইতে এখনও পর্যন্ত কোন উপকার হয় নাই, কবে যে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। অগ্নি প্রকৃষ্টি, মুহুর্ভাসিনি, আত্মভাষিণি মহিমায় পাঠিকে! তোমার করুণা ভিন্ন এ ভাষার উন্নতি হইতেই পারে

না। বাঙ্গালার কিসকোট হাত আছে, কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালা বই ধরিবার শক্তি নাই। মৃত্যুকোট হস্ত আছে, কিন্তু হার, তার অধিকাংশের ক্ষিতরেই বাঙ্গালা ভাব প্রবেশ করিবার স্থান নাই।

তাই তোমাকেই সোধেধন করিলাম বলি—ওগো! পাঠিকে। কাননিকা কাব্য-ক্ষেত্রে চলিতে চলিতে যখন এতদূর আসিয়াছ, তখন আর একটু চল। তাহার পর তোমাগত প্রাণ, তোমরা তাহার কাছে বস পার, কাননিকার নিন্দা করিও—সাধন, সুখ্যাতি করিও না। নিন্দা করিলে অন্ততঃ আমাকে গালি দিবার ক্ষমতা তোমার প্রভু সমস্ত বইখানি পড়িবেন। পড়িয়া যেন 'ছি ছি' করিয়েন, অমনি সেই 'ছি ছি' কনিতো দলে দলে লোক ছুটাই আসিবে। সুখ্যাতি করিলে আমার এত আগরের কাননিকার মুখপানে কেহ ভুলিয়াও চাহিবে না।

এই গেল আমার ভাগিকার নান্দী। তার পর, নান্দন্তে স্তত্রধারঃ। বলি ওগো রত্নময়ী করনে!—সভাটী সৌন্দর্য্যে প্রতিভার উৎসাহে আকাজ্জার তরিয়া গিয়াছে। এমন সময় মহাকবি মরোত্তরভট্টার-রচিত কাননিকা-স্বরধর নামক নতন নাটক লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে একবার উপস্থিত হইলে হয় না।

অগ্নি পাঠিকে! চতুর্দিশের পর আরও দুই চারি বৎসর অতীত মনে করিয়া লও। কল্পক্ষেত্রে মানব-ভাগ্যের অনিশ্চিত পথে চই চারি বৎসরের জীৱনবাণী। কষ্টকর সত্য—আমি মনে করিতে বলি না। সে কাজটা আমারও পক্ষে গঠিত, আর তোমারও পক্ষে বড় সুখকর নয়। আর আমি বলিলেই বা তুমি মনে করিতে যাইবে কেন? চারি বৎসরের আগে হয় ত তুমি প্রকৃতির আগরের ধন, সন্ধ্যার কিরণ-মাখা ভটিনীর তীরটিতে একা বসিয়া—চারি দিকে শান্তি, চারি দিকে আশা—বীরে বীরে রাজা পা ছটি দোলাইয়া, তাহাতে কোমল তরঙ্গের ঈষৎ ঈষৎ চুম্বক বাধাইয়া, অতি যত্নে, অতি আগরে কলনাদিনীর সোহাগস্ট্রু বৃকে লইতেছিলে। আর আজ হয় ত তুমি সেই তরঙ্গদীপ বৃকে। কত সোহাগ, কত আদর, তুমি কলনার হাত ছুটির সাহায্যে হস্তে ধরিয়াছিলে, কিনা আরাসে সম্রাটের সিংহাসনের বামে আপনাকে বসাইয়াছিলে। আজ হয় ত সে আসন ভক্ষিয়া ওড়া হইয়া গিয়াছে। ভটিনী-তরঙ্গের জীবন-বাৎপ্রতিভাতে, তার ব্রোভের ভীতভাষ হয় ত আজ তোমারও প্রাণে ব্যাকুলতা

আসিরাছে। কেন তবে চারি বৎসরের দুঃখী জাহায়া, আকাশটাকে মেঘনিমুক্ত করিয়া, হাজারি আলোর কিরণগুলোকে শতশ্রেণী প্রখর করিয়া তুলিব? তুমিও সুখী হইবে না, আর তোমাকে অসুখী করিয়া আবারও বড় সুখী হইবে না। তুমি অসুখী হইলে, বিবাহরাজ নয়ন মুদিয়া সেই চারি বৎসরের আসের কথা ভাবিতে বসিলে, আবার কাননিকার কথা শুনিবে কে? তাই বলি, একেবারে একটি উচ্চ দীর্ঘনিশ্বাসে কাননিকার জীবনের চারি বৎসর উড়িয়া নাও। দেখিতে পাইবে, নিরঞ্জনের গৃহে মহা সমারোহ বাপার উপস্থিত হইয়াছে।

বহু কাল হইতে প্রতিবেশিনীগণ কাননিকার ব্যোমকির সজ্ঞে আশার উৎফুল্লা হইয়া ছাদে ছাদে বেড়াইতেছিল। কিন্তু চিরদশনী কাননিকার বিবাহের কোন সম্ভাবনা দেখিল না। তখন বিধাতাকে অজ্ঞপ্ত গালি দিয়া, নিজ নিজ বিবাহিত অবস্থাকে ধিকার দিয়া, অবশুষ্ঠনবতী হইয়া, গৃহকর্ণে মন দিয়াছিল।

কিছু দিন এই ভাবেই ছিল। সহসা এক দিন সকল সৌমভিনীর নিদ্রাঘনিশীথের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। নিরঞ্জনের গৃহস্থিত একটা কুনো বিড়ালের তীব্র চীৎকারে সকলেই জাগিল। জাগিয়া বুঝিল, ‘আজ নাতিনীর অধিবাস, কাল নাতিনীর বিয়ে।’

অধিবাস-সভায় চারি দিক্ হইতে লোক আসিতেছিল। নিরঞ্জনের গৃহসমুখস্থ পথ লোকপূর্ণ, আশপাশের গলি স্থানশূন্ত, পিক, পাপিয়া, দোয়েল টিয়া—নানাজাতীয় পক্ষীতে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল। গানে গানে গগন ভরিয়া ফেলিয়াছিল। মুখর তহল-তরঙ্গ সরলী ছাড়িয়া ছাদে উঠিয়াছিল। এক সখী এক ছাদ হইতে অস্ত্র ছাদের আর এক সখীকে জিজ্ঞাসা করিল “হী! তাই গজাজল! সেনেদের বাড়ী আজ কি?”

২য় সখী। সেন বুড়ো বৃদ্ধি মরিয়াছে। তাই বৃদ্ধি তার চতুর্ভী।

১ম সখী। আহা, বুকের কি হইয়াছিল?

২য় সখী। আমাদের বাবু বলিয়াছিলেন, সে যোগের নাম নিদানে নাই।

১ম সখী। আহা, তবে ত বৃদ্ধ বড় কষ্টই পাইয়াছে!

২য় সখী। সে কথা তাই আর বলিতে? জালা যোগেই কত কষ্ট, তা এ ত না-জানা!

১ম সখী। ডাকারে রোগটা চিনিতে পারিল

না? সেই যে কি কানে বিয়ে, বললে দিবে যোগ করে, তাতেও ধরা পড়িল না? বলিস কি তাই গজাজল! তা কখন মরিয়া?

২য় সখী। বুড়ো কোন্ কৰ্ম্ম কবে পাড়ার জানাইয়াছে, তা এত বড় একটা মহৎ কৰ্ম্ম জানাইবে?

১ম সখী। তা তাই, সকল কৰ্ম্মই আমরা সেনেদের নিমন্ত্রণ করি। তার মেয়েরা এত সমারোহ করিতেছে, পাড়ার হুঁ চারি জন মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিল না? আমরা তাদের না হয় কিছু খাইতাম না।

এই সময় ঘরের গন্ধ তাহার নাকে আসিল, আর লোককোলাহল ছাপাইয়া লুচিভাজার কল কল শব্দও তাহার কানে পশিল। চক্ষুই বা শুধু থাকিবে কেন? সে জলে ভরিয়া গেল। গলাট কি চোর? সে কতকগুলো অর্ধফুট ফরুণ শর ধরিয়া রাখিল এবং অপর ছাদের দ্বিতীয়া সখীর দিকে একটি একটি করিয়া ছাড়িতে লাগিল।

করণরস-রোগটা নারীকূলে বড় সঞ্চারক। প্রথনের দেখাদেখি দ্বিতীয় সখীরও গলাটা দেখিতে দেখিতে ধরিয়া গেল। কথাগুলো অসুনারিক হইয়া পড়িল। তখন পরস্পরকে নিজ নিজ গৃহের বড় বড় সমারোহের কথা শুনাইতে লাগিল। কত লুচি, কত সন্দেশ, কত অগণ্য মাছের মুড়াভরা তরকারি, তাহার গাছকোষের বাঁধিয়া পরিবেশন করিয়াছিল; কত মিমসিতা, পেটুকশিরোভূষণা নাসিকার গহ্বর পর্যন্ত আহাৰ্য্যে পুরাইয়া, হতবাকশক্তি, সবল-প্রকোষ্ঠ কর হুটি নাড়িয়া নাড়িয়া দূর হইতে পরিবেশিনীকে ফিরাইয়াছিল; সেই সমস্ত যেন তাহাদের তখনকার কথা মনে হইতে লাগিল। এত করিয়াও কিন্তু তাহাদের শ্রোণে তৃপ্তি আসিল না। তখন নিরঞ্জনের কস্তাকুলের নানাবিধ নিন্দা করিয়া, লুচিগন্ধবিকোভিত হৃদয়-প্রোতস্থিনীকে কতকটা আশ্বস্ত করিল। সর্বশেষে নিরঞ্জনের প্রোতস্থার অধোগতি বিবাচকে দেখিতে দেখিতে, তাহার গৃহে ভোজনের অযৌক্তিকতা এবং নিমন্ত্রিতা হইলেও যাইবার অনিশ্চয়তা, অর্থাৎ যাইলে জাতিপাতের সম্ভাবিতা অন্তহান করিয়া, স্নানমুখে আবার নিরঞ্জনের গৃহপানে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় আর এক সখী, আর এক ছাদে উঠিল। তাহাকে সমস্ত খবরাগিনি দেখিয়া, দুই জনেরই মনে একটু আনন্দ কিরিয়া আসিল।

তৃতীয়ায় নিরঞ্জনর বাড়ীর কোলাহলের কারণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া, ব্যাপার কি দেখিবার জন্ত ছাড়ে উঠিয়াছিল। প্রথমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—“কি ভাই মকর! খাইলে কেনন?” তৃতীয়া শুনিতে পাইল না। তখন দ্বিতীয়া একটু রহস্য করিল—“মকরের এখন বড় লোকের সঙ্গে ভাব, সে কি আর আমাদের কথা কানে তুলিবে—মানহানি হইবে না!” মকর এতক্ষণে বুঝিল, তাহার মত অজ্ঞাত ছাড়ে ব্যাপার কি দেখিবার জন্ত লোক উঠিয়াছে।—সে আর তাহাদের কথার উত্তর দিবার অবকাশ পাইল না। একেবারেই জিজ্ঞাসা করিল,—“সেনেদের বাড়ী আজ কি?”

১ম সখী। কেন ভাই! তুমি কি জান না?

৩য় সখী। জানিলে আর জিজ্ঞাসা করি?

১ম সখী। কেন, তোদের কি নিমন্ত্রণ করে নি?

২য় সখী। কিসের নিমন্ত্রণ?

২য় সখী। শুনি সু নি!—সেন বুড়ো যে মরিয়াছে।

৩য় সখী। আচ্ছা, কবে?

২য় সখী। আজ চতুর্থী।

৩য় সখী। কি জালা! সেন বুড়ো মরিছে যাঠিবে কেন? ওই যে গো, রক্তে দ্বিতীর মত পোষাক পরিয়া, সেন বুড়ো কতকগুলো ভটচাষির সঙ্গে বগড়া করি-
জেছে। ওই যে চার পাঁচজন লোক সেন বুড়োকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাঠিতেছে। ওই দেখ, সেন বুড়ো নাপিত দিয়া গোঁক কামাইতে বসিল। তখন প্রথমা ও দ্বিতীয়া, “বলিস্ কি, বলিস্ কি” বলিতে বলিতে, বুড়োকে ভর দিয়া দাড়াইল। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। সন্ধ্যাগবে আকাশ খোর হইয়া আদিতেছিল।

তৃতীয়া তখন নবোৎসাহে বলিয়া উঠিল, “ওই দেখ, বাসুনগুলো আপনা-আপনি ভিতর বগড়া আরম্ভ করিয়াছে।”

সহসা এক প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী, আর একট ছাদের উপর উঠিয়া, পিতা ভাতার উদ্দেশে কতকগুলো সঙ্কল্প বিলাপ সন্ধ্যার যুগ বাতাসের উপর চাপাইয়া দিতে আরম্ভ করিল।

সকলে উৎকর্ষাসহিত জিজ্ঞাসা করিল, “কি হই-
য়াছে?”

“আমার মাখার বজ্রাঘাত হইয়াছে। আমি যে
নিষ্ঠুরের জন্ত এতক্ষণ ধরিয়া রামায়ণের ধোঁয়া

খাইতেছিলাম, সে আমাকে অনাখিনী করিয়া চলিয়া
গিয়াছে।”

১ম সখী। হার হার, কি বলিলি বাছা! অনা-
খিনী করিল, তাতেও তুষ্ট হইল না, তার উপর আবার
চলিয়া গেল! হতভাগা নিষ্ঠুর! অনাখিনী করিল
করিলি, ঘরে রহিলি না কেন?

২য় সখী। কোথায় গেল বলিয়া গেল কি?

৩য় সখী। তোর সঙ্গে কি বগড়া করিয়া চলিয়া
গেল?

প্রৌঢ়া। ওগো, ঝগড়া নয় গো বাছা—ঝগড়া
নয়; কোনও কথা হয় নি! আমি কি বগড়ার
লোক গো? আকিস থেকে এল, আমি পা ধোবার
জল রেখে খাবার আনতে গেছি। এসে দেখি গাড়ু
পড়ে, গামছা পড়ে—সে নেই। তার পর জলখাবার
হাতে ক’রে কত খুঁজলুম—কোথাও নেই। রাত্তির
হয়ে গেল—এখনও এল না। তার পর শুনি, সে
সেনেদের বাড়ী গেছে,—ওগো, আমার কি হ’ল গো!

২য় সখী। সেনেদের বাড়ী গেছে এখন জানতে
পেরেছ, তখন আবার কঁাদছ কেন বাছা? বেশ ত,
তোমার জন্ত তোমার কর্তা লুটি আনবে।

প্রৌঢ়া। আমার পিণ্ডি আনবে। সেনেদের
বাড়ীতে কি এক স্বয়ম্বর হচ্ছে, সেখানে অঙ্গ বঙ্গ
কলিদের লোক আসছে। যদি ভুলে আমাদের কর্তার
গলায় মালা দেয়, তা হ’লে এই বরসে আমি আবার
কার শরণাপন্ন হব গো?

সকলে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“স্বয়ম্বর!
স্বয়ম্বর কি গো?”

প্রৌঢ়া বলিল—“স্বয়ম্বর কি জান না! ত্রোতা
যুগে স্বয়ম্বর হ’ত, দ্বাপর যুগে হ’ত, কত দেশের
রাজপুত্র রাজকন্যাকে বিয়ে করতে আসত! কলিযুগে
কি স্বয়ম্বর ছিল! এই হ’ল। কলির ভূমুণ্ডি সেন,
সেই যে নাটনীটেকে পাশ করিয়ে বড় ক’রে রেখেছে
গো, তার আজ স্বয়ম্বর হচ্ছে। দেশ বিদেশ থেকে রাজা
রাজড়া, জমিদার, উকীল, মোক্তার, খবরের কাগজ-
ওয়াল, ডাক্তার—সব সেন-বাড়ীতে জড় হয়েছ।

‘স্বয়ম্বর’ কথাষাতে তিনটি সখীর কদম-স্তম্ভী একে-
বারে একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। সকলেই তখন সেনে-
দের বাড়ীর কোলাহলটার স্বর্থ বেশ করিয়া বুঝিয়া
ফেলিল। তাহার আর প্রৌঢ়ার বিপদে সহ্যহুত
দেখাইতে সমর্থ পাইল না। তার দিকে আর ফিরিয়াও

দেখিল না। “বলিস কি গো?—সে কি কথা গো?” বলিতে বলিতে তরতর করিয়া ছাদ হইতে নামিতে লাগিল। গজগামিনী সোদামিনী টুহইল এবং দেখিতে দেখিতে মিলাইল।

এ দিকে নিরঞ্জন গৃহসংলগ্ন উঠানে মহা ধূম। বাগানের ভিতরে একটি সুন্দর সভামণ্ডপ নির্মিত হইয়াছে। তাহার ভিতরে চারিদিকে সুসজ্জিত সুশুভ্রিত মঞ্চাবলি। মঞ্চগুলির আশে পাশে সমুখে উপরে মঞ্চ-মলের ঝালর। উপরে একটি সুন্দর চাঁদোয়া। মাঝে একটি কৃত্রিম কোয়ারা। কোয়ারাকে স্টেটন করিয়া চীনের টবে ছোট গাছ। চারিদিকে বস্ত্রমণ্ডিত বংশ-বস্ত্রে সুন্দর সুন্দর ছবি। একটিও বিলাতী নয়।

এইখানেই সকলের বসিত হইবার কথা। কিন্তু বসিত হইবার কারণ নাই। কেন না, এটা কান-নিকার স্বরস্বর-সভা। সভাটা সেই পৌরাণিক প্রথার অবলম্বনে খাঁটি হিন্দুমতে ময়দানবের বংশধর কর্তৃক রচিত হইয়াছে। খাঁটি পৌরাণিক প্রথার অঙ্গকরণে চৌলো পণ্ডিতের বিধান, এখানে সেই পুরুষদের ভারতীয় নাটকের অভিনয় হইবে। কাজেই এখানে সব দেশী, বিলাতী গন্ধও নাই। দেশী মাছুষ, দেশী পণ্ড, দেশী দাস, দেশী দাসী। দেশী গোল, দেশী বোল, দেশী চাহনি, দেশী হাসি। বিলাতী গন্ধও ছিল না। বরকুল কেনন এক রকম জাতীয় ভাবে বিভোর হইয়া এসেল মাথিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছে। পথে আসিতে আসিতে যে যার বাড়ীর লোকে ধরিয়া তাহারিগকে গন্ধকুসুম কল্লুরী দিয়া সুবাসিত করিয়াছে।—বিলাতী গন্ধ ছিল না; কিন্তু নার ছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না। কেন না, অনেকেই পারে বিলাতী জুতা ও বোজা ছিল, গায়ে বিলাতী রেশম পশমের পোষাক ছিল। চোখে বিলাতী চশমা, বুকে বিলাতী বড়ী, হাতে বিলাতী ছড়ি। আর কি ছিল না ছিল, ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। তবে এটা আমরা বেশ বলিতে পারি যে, সে সকল পদার্থের গন্ধ ছিল না।

সন্ধ্যার পর সভার কার্যারম্ভ হইবার কথা। কিন্তু সকাল হইতেই লোকের ভীড় আরম্ভ হইয়াছিল। বিপ্রহরের সময় দেখা গেল, নিরঞ্জনের গৃহের সন্নীপস্থ পঞ্চ, অলি গলি, ছাদ প্রাচীর, খোলা চাল—দেয়ালের কাটল পর্যন্ত লোকে পুরিয়া গিয়াছে। ড্রেনের ভিতর লোক ঢুকিয়াছে। বাগানের গাছে গাছে, ডালে ডালে,

পাতার পাতায়, শিরায় শিরায়, লোক বাড়ুক-ঝোলা ঝুলিতেছে। নিরঞ্জন নিরুপায় হইয়া, পুলিশের শরণাপন্ন হইলেন। পুলিশ, রমণীর প্রেমে বঙ্গবাসীর এই অনাদারণ উৎসাহ দেখিয়া প্রথমে হতভম্ব হইয়া গেল। স্বদেশপ্রেমে ইহা হইতে আরও কত অধিক উৎসাহ দেখাইতে পারে, বিবেচনা করিয়া চিন্তিত হইল। সে উৎসাহে বাধা দেওয়া সহজ হইবে না ভাবিয়া শঙ্কিত হইল। আর বাঙ্গালী একবার উৎসাহিত হইলে ইংরাজের রাজ্য থাকা তার হইবে ভাবিয়া, কেনন একরকম হইয়া গেল। শেষে হিষ্টি-রিয়াগ্রন্থ রোগীর মত কুলসংযুক্ত হাত ও জুতাসংযুক্ত পা চারিদিকে ছুড়িতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, লোক সরিল না। তখন পুলিশের বড় কর্তা কেবলমাত্র খবর দিল। কেবল হইতে ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে কোজ আসিল।

মৌজ আসিয়া লোক তাড়াইবে কি তাহার স্বরস্বরের অর্থ বুঝিয়া, সভার চুকিবার জন্ত “টগ অব ওয়াব” আরম্ভ করিল ও হাইজাম্প করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার একটু পূর্বে সকল গোলমাল থামিল। কিন্তু গোল থামিতে থামিতে মোড়া লেনেনেডেব দশবিশলক বোতল খালি হইয়া গেল। নাগরদাশা দশ বিশ কোটি বার ঘুরিয়া ফেলিল, এমন কি, এক এক থানা পাঁচরভাজা এক এক টাকা মারে বিক্রীত হইল। এমন সমারোহ যে রাজস্বর যজ্ঞও হয় নাই, আমরা সে সংবাদ লইয়াছি।

বেগতিক দেখিয়া কাণ্ডে নপ্টন ফিরাইয়া দিলেন। তখন তখন পুলিশের সাহায্যে লোক বাহিবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু ঠক বাহিতে যে গাঁ উলোড় হয়। তার উপায়? তখন অনেকগুলি দেশের বড় বড় মাথা একত্র হইয়া দুই চারিটি বিলাতী মাথার সাহায্যে স্থির করিল, সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবার টিকিট করা হউক। তাহাতে যে অর্থাগম হইবে, তাহার কতক বেশে ‘স্বরস্বরের উপকারিতা’ নামক প্রবন্ধে পারিতোষিক দিবার ব্যবস্থা হউক, কতক লোক তৈজাইয়া পুলিশের হাতে যে বেদনা হইয়াছে, সেই বেদনা মারিতে ডারলিংটনের “পেন কিওয়ার” কিনিয়া দেওয়া হউক।

সন্ধ্যার পর রীতিমত প্রবেশিক মূল্য দিয়া বরকুল আহ্বানমণ্ডপে প্রবেশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত মঞ্চ পুরিয়া গেল। যে সকল মহাত্মা

সন্তানকে সোনার সঙ্গে ওজন করিয়া, কতাকর্তা-
গণের নিকট হইতে পণ লইবার প্রত্যাশায়, ছেলেদের
পাঁচ ছয়টা পান করাইয়া জাওয়া দিরা রাখিয়াছিল,
তাহাদের মাথায় সহসা বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। কেহ
কেহ সভারপু-দ্বারে আসিয়া হত্যা করিল। কেহ
কেহ বুদ্ধিমান প্রবেশিকা মূল্য দিয়া, মাথা ওঁজিয়া
চুকিয়া পড়িল। পুরুষের ভাগা দেবতাও জানে না।
যদি কত্বে ভুল করিয়া, পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া, বাপের
গলার বরমালা ধের, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা
হয়। পিতারও একটি জীবন লাভ হয়, আর পুত্রের
বিবাহে জমিদারি-সংগ্রহও কেহ রক্ষা করিতে পারে
না।

কিছুকণ পরে ভিতরের গোল বিটরিয়া গেল।
টিকিটবিজ্ঞেতা নিরঞ্জনকে সংবাদ দিল, সভাস্থলে আর
সন্নিধা ধরিবার স্থান নাই। মধ্যে মধ্যে মানুষ
ভরিয়াছে, মাছের ঝড়ে মাছ চাপিয়াছে। কেহ
কেহ বা কাহারও কাহারও কোলে উঠিয়াছে।

সঙ্গো বাহিরে আবার একটা গোল উঠিল।
নিরঞ্জন স্বয়ং কার্যটা শাসনমন্ত করিবার জন্য বড়
বড় অধ্যাপক আনাইয়া, ব্যবস্থা লইতেছিলেন।
তাহারা এখন তৈলবটের পরিবর্তে সভাগৃহে প্রবেশ
লাভের জন্য নিরঞ্জনকে বেরিয়া ধরিয়ছেন।
নিরঞ্জনকে স্বর্ণের চুড়ার তুলিয়ার জন্য নানাজাতীয়
শ্রোক-সোপানে উঠাইয়া দিতেছেন। দেবতাবা
সংস্কৃতির এনি সাহায্য যে, তাহার সাহায্যে চাটুবা
প্ররোগ করিলে, অতি বড় বুদ্ধিমান পণ্ডিতেও
আপনাকে হারাইয়া কেলে। নিরঞ্জনেরও তাহাই
হইয়াছিল। তাহার জরা বিনা বাক্তকা, অধ্যয়ন বিনা
পাতিভা, রূপ বিনা সৌন্দর্য, অর্থ বিনা ঐশ্বর্য, ভূমি
বিনা রাজত্ব ও শক্তি বিনা ইজ্জত—এইরূপ নানাজাতীয়
রূপকের ভিতর পড়িয়া, নিরঞ্জন কিয়ৎকালের জন্য,
আমি কে, কোথায় আছি, কি করিতেছি, কি করিতে
হইবে, সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বথার্থই যেন
নন্দনকাননটা চোখের উপর দেখিতেছিলেন। হুই
চারিটা পারিজাতের ফুল তাহার নাকের উপর যেন
ঝরিতে লাগিল। হুই চারিটা কমলবকের কল তাহার
মুখের ভিতর ঢুকিতে লাগিল। ঐরাবত তাহাকে
দেখিয়া যেন মাথা নামাইয়া শুও হুইতে লাগিল।
উচ্চৈশ্রব্য তড়াক তড়াক করিয়া লাকাইতে আরম্ভ
করিল।

নিরঞ্জন তখন অতিনয় ভাবে ব্রাহ্মণগণের নিকট
সভাপ্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

চারিদিক্ হইতে অধ্যাপকমণ্ডলী সম্বরে গাহিয়া
উঠিল,—“জয়ন্তী সেনরাজকুতুবনবিজয়ী ধার্মিক:
সত্যবাদী!”

১ম অধ্য। হে মহামহিমায়িত সেনকুলভাষক!

২য় অধ্য। হে সুখীর অগ্রগণ্য শ্রেষ্ঠ বর্গসদস্য!

৩য় অধ্য। হে কন্দর্পগর্জধরকারী চাক্ৰসুন্দর!

৪র্থ অধ্য। হে নরদেবতাসিদ্ধ গুণবিশোক্তকর!

নিরঞ্জন। আপনারা এখন আশীর্বাদ করুন, যাঁতে
সুশ্রুতায় কার্য সম্পন্ন হয়।

১ম অধ্য। আপনার এই তৈলবট প্রতিগ্রহণ
কার্য সমাধা করে—

২য় অধ্য। আন্তে—তৈলবটের পরিবর্তে অস্ত্র
কোন আদেশ বিধান করে—

নিরঞ্জন। অস্ত্র কোন আদেশ আবার কি?

৩য় অধ্য। মহাশয়! আজ্ঞাশ্রুতঃ আফলোদয়কর্ম।

৪র্থ অধ্য। আদ্যমুদ্রকোতীশঃ—

১ম অধ্য। আজ্ঞামূলধিতঃ—

২য় অধ্য। আকর্ণবিশ্রান্তঃ, আনাকরন্থবয়ঃ—

নিরঞ্জন। আপনাদের বক্তব্য কি?

১ম অধ্য। হা হা—বক্তব্য কি?—কি জানেন,
কাকুৎস্থ-গোহিনী জনকনন্দিনী ত্রেতাযুগে, রক্ষসং-
ধ্বংসান্তিলাধিনী হয়ে, গুণনিধি রাবকে রাবণার
করবার জন্য, হরদ্বর্জকারী সেই দয়াময় হৃদিকে
স্বয়ং মালা প্রদান করেছিলেন।

২য় অধ্য। ঠিক, ঠিক—

লজ্জাকীর্তির্জনকতনয়াঃ শৈবকোদণ্ডভজে,
ত্রিভ্রঃ কস্তা নিরুপমতয়া ভেজিরে রাববস্ত্রঃ।

অর্থাৎ, রাবকের মধ্যে ইজ্জ হাছেন যে রাম—সেই
রামকে তিনকস্তা ভজনা করেছিলেন।

নিরঞ্জন। করেছিলেন, তাতে আমার কি?
ঠাকুর! আর আমার অপেক্ষা করিবার সময় নাট।
আমি চাই।

৩য় অধ্য। বেশ বেশ, চতুন চতুন—

নিরঞ্জন। আপনারা কোথায় যাবেন? সেখানে
আপনাদের স্থান নাই।

৪র্থ অধ্য। কি জানেন, বাপের কুকুল নিম্নুল
করতে কর্পনকিনী স্বয়ং—তাতে কি জানেন—

ব্রাহ্মণ কবির বৈষ্ণৱ শূত্র,—এই চতুর্ভুজেরই শুভাগমনে
সেই ব্রহ্ম-সভা—কি জানেন ?

১ম অধ্যা। কি জানেন—বাঁধা কাশীনাথে—বিজ
হোক, ক্ষত্র হোক, বৈষ্ণৱ শূত্র আদি—

নিরঞ্জন। কি জালা !—আপনারা বলতে চান
কি ? আরও কিছু অর্থের কি প্রার্থনা করেন ?

২ম অধ্যা। আজ্ঞে অর্থমর্থ ভাষ্য নিত্যঃ—

নিরঞ্জন। ঠাকুর ! পরমা নাও ত নাও ; না নাও,
যের যাও।

ব্রাহ্মণগণ আবার তাঁহাকে বিশেষ করিয়া ঘেরিল।
নিরঞ্জন এককণ কতকটা ভাবাবিষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মণ-
গণের বারংবার বাধায়, তাঁর ভাব ভাঙিয়া গেল।
একটু রুদ্ধভাবে বলিলেন “তোমরা কি চাও ?”

সকলে। জুজো মা ভব, জুজো মা ভব।

নিরঞ্জন। তবে কি বলতে চাও, শীগ্গির বল। আরি
তোমাদের ক্ষম্ম বিহে সময় নষ্ট করতে পারি না।

সকলে। জোথং মা কুক, জোথং মা কুক !

নিরঞ্জন। আরে ম'ল। এ ত ভাল বিপদেই পড়া
গেল।—দেখ ঠাকুরমা, তোমরা বড় বাড়াবাড়ি করচ।

২য় অধ্যা। মা কুক ধনজনবোমনগরুণং।

সকলে। হরতি নিমেষাং কালঃ সর্বং।

নিরঞ্জন। কে আছে, এখানে এস ত হে। এই
বামুনগুলোকে গলা টিপে এখান হ'তে বার ক'রে
দাও ত।

২য় অধ্যা। কি—সামান্য তৈলবটের লোভে আমরা
ধাঙ্গড়ের গলায় পৈতে দেবার ব্যবস্থা দিচ্ছি, আমাদের
গলায় হস্তপ্রক্ষেপ করতে তোমার বাছবন্দী ভগ্ন
হবে না ?

৩য় অধ্যা। তোমার করকরলিনী এত সাহসিনী।—
এই সময়ে এক জন বলটিরার (১) আসিয়া
নিরঞ্জনকে সংসাদ দিল, কুমারী একা সভামণ্ডপে প্রবেশ
করিতে অনিচ্ছুক।

৪র্থ অধ্যা। একা !—অনিচ্ছুক !—

১ম অধ্যা। অহো ! তর্জনারিকার একা ব্রহ্মের
থাকা কোন্ বর্করে বিধান দিলেক ?

৩য় অধ্যা। কোন্ প্রজাপুত্র, বাগাড়ম্বরপ্রিয়
শাল্লকর্মানভিজ্ঞ অজ্ঞাতকুলশীল অধ্যাপক এমন অশাস্ত্রীর
বিধানটা প্রবল করিলেক ?

(১) উপযাচক হইয়া পরসেবার নিযুক্ত বীর।

নিরঞ্জন। সে ত তোমরাই। বিটলে বামন !
দাও আমার টাকা ফিরিয়ে।

৩য় অধ্যা। হা হা হা। ভ্রমপ্রমাদবশতঃ তাদৃশী
ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪র্থ অধ্যা। তাই বা কেন ?—শাজ্জঘকৃষ্টিতা
বুদ্ধিঃ—কি বল সার্কভোম ?

২য় অধ্যা। সে ত বিধান আছে। কলৌ নাত্যোব
নাত্যোব নাত্যোব গতিরন্তথা।

নিরঞ্জন। নাও, এখন বেড়র বেড়র রেখে, কি
করতে হবে বল ?

১ম অধ্যা। এক জন বেত্রধারিণী সখীর প্রয়োজন।
তিনি তর্জনারিকাকে অর্থাৎ কুমারীকে সহচরী করত,
প্রতিমকের সম্মুখে যাওত বরপাত্রের কুলশীল বিশোভিত
করিবেন।

নিরঞ্জন। বেত্রধারিণী আবার কি ?

২য় অধ্যা। বেত্রধারিণী বললেও হয়—বেত্রধরা
বললেও হয়।

৩য় অধ্যা। শুদ্ধরাত্রি বেত্রধর বললেও হয়।

৪র্থ অধ্যা। বেত্রগ্রহণে নিযুক্তা বললেই ভাল হয়।

নিরঞ্জন। আর তোমাদের বেত্রাধাতে অর্জ্জবিত
করলে আরও ভাল হয়। কি আপদেই পড়া গেছে
—বলি সে জিনিসটে কি ?

১ম অধ্যা। আজ্ঞে, তিনি বস্ত্র নহেন, ব্যক্তি।
বলটিরার। তা ত বোঝা গেছে—তিনি পুরুষ কি

স্ত্রী ?

২য় অধ্যা। আরে বাপু ! তিনি ত্রিষু—অর্থাৎ
তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত—ত্রিবিধ, ব্যবহৃত হইতে
পারেন।

নিরঞ্জন। সব হইতে পারেন, আর তোমাদের
যুগচর্কেণ করিতে পারেন না ?

এই সময় আর এক জন বলটিরার আসিয়া বলিল,
“ব্রহ্মাণ্ড, আর স্থা সমর নষ্ট করিতেছেন কেন ? এ
দিকে সাতটা বাজিতে আর বিলম্ব নাই।” নিরঞ্জন
তখন নিরুপায় হইয়া আবার একটু নরম হইলেন।
হাতজোড় করিয়া বলিলেন—“কি করিতে হইবে,
অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র বলুন। বাজে কথা আর আমার সমস্ত
আয়োজন পণ্ড করাইবেন না।”

বলটিরার। বেত্রধারিণী কি সহচরী ?

১ম অধ্যা। হী—কিন্তু অমুক্তজ্ঞা।

বলটিরার। পুরুষ হইলে হয় না ?

২য় অধ্যায়। কেন হবে না? অবশ্য হবে। তবে তিনি হবেন, শ্রদ্ধাশ্রদ্ধাবিরহিত।

৩য় অধ্যায়। শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! কি বললে হে সার্বভৌম, কথাটা যে ব্যাকরণগত।

বলটির। আপনারা হইলে চলিবে কি?

সকলে। হা হা হা!—(উচ্ছ্বাস) চলিবে চলিবে—বিশিষ্টভাবেই চলিবে।

৪র্থ অধ্যায়। কীরোর হুজুলাদি।

নিরঞ্জন। কি! এই কটা পাগলকে সত্য প্রবেশ করিয়ে সব মাটা করে বসব? নাও, ওদের চাঁচা চাকা দিয়ে বিদেহ করে দাও। এখন আর মেয়ে কোথাই পাই, আমি নিজেই না হয় তারে সঙ্গে করে আনি।

১ম অধ্যায়। কিন্তু মহোদয়! যে শ্রদ্ধাশ্রদ্ধাবিরহিত।

নিরঞ্জন। পরামাণিক!—

প্রামাণিক ছুটিয়া আসিল। নিরঞ্জন বলিলেন,—“দে, আমার গোস্বামী বাড়ী কামাইয়া দে।” প্রামাণিক ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

নিরঞ্জন। দে না বেটা! আমি যে আর দাঁড়াতে পারি না।

ব্রাহ্মণগণ বাধা দিল,—“হাঁ হাঁ—রাত্রিকালে কীরকার্য্য ন বিচারা মত।” নিরঞ্জন এইবারে একটা লাঠী লইয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। লোকে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। অধ্যাপকগণ “অকর্তব্য অকর্তব্য” বলিয়া হাত তুলিল এবং নিজ নিজ মত লইয়া প্রমাণপ্রয়োগাদি করিতে ব্যস্ত হইল। ইত্যবসরে নিরঞ্জন কীরকার্য্য সমাপন করিলেন।

তার পর দর্পণে মুখ দেখিলেন, আপনাকে চিনিতে পারিলেন না। কোথায় দর্পণে মুষ্ঠাঘাত করিলেন। “কে তুই, কে তুই” বলিয়া প্রতিঘর্ষের দিকে মুখভঙ্গী করিলেন! মুখভঙ্গীতে সে নিরঞ্জনকে উত্তর দিল। দর্পণ দূরে ফেলিয়া নিরঞ্জন সত্তাপ্রবিষ্ট হইতে বাইতে-ছেস, দ্বারবান চিনিতে পারিল না, বাধা দিল। তখন অতিক্রোধে, তাঁহার এই ছরস্বার কারণ সেই তর্ক-নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে মারিতে গেলেন। বেগতিক দেখিয়া বলটিরারগণ তাঁহাকে চ্যাঙদোলা করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল।

অসমাপিকা

যে দিন সন্ধ্যায় নিরঞ্জন গৌর বাড়ী মুড়াইয়া দূতী সারিলেন, সেই দিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া যুগ্ম চোখেই কাননিকা একটি কবিতা লিখিয়াছিল।

আমি একা একা ঘরে ব'সে আছি,
কিছুই নাহি কাজ।

ওধু ব'সে থাক। ওধু বিভবনা,
বা' হোক করিব আজ।

টেবিলের পর সারি সারি সারি
ছিল যত বাধা বই—

ওধু মুখপানে চাহিয়া রহিল—
“অবাক করিলে সই!

এতগুলি সখী আছি চারি ধারে
লগ্নে এতগুলি হিয়া;

ভাঙে না কি সই আলস তোমার
তাহার একটী নিয়া?”

“ভাঙে না কি সই আলস তোমার?”
কহিল দেয়ালে ছবি—

শিরি-উপবন, সাগর-গগন,
অত্র ভেদিয়া রবি,

কোকিল-কুজিত কুর-কুটার,
ভ্রমর-সেবিত ফুল,

সলিল-সেবিতা জামল প্রান্তর
বহু নদীর কুল,

সমীর-সেবিতা সমীরী তীরে
তরুলতা নানা জাতি,

ভারা-নিষেবিত স্থির শশাঙ্ক,
চান্দিনী-সেবিতা রাত।

“ভাঙে না কি সই! আলস তোমার?”
কহিল দেয়ালে ছবি—

চির-জাগত মর-বিজয়ী,
চির-যুগ্ম কবি,

জল-ভরা আঁধি, প্রথম মিলন,
মুখ ভরা ভরা হাসি,

বন্ধ ভরা ঘন কল্পন
দীর্ঘ-নিবাস-রাশি।

যুগ-শিঙ-ধরা হৃদয়ের বালক
যে-শিঙ-ধরা ঘরে,

নব বিরহীর শিলায় পরন
 নৈশশব্দে চেরে ।
 "ভাঙে নাকি সই ! আলস তোমার ?
 বোরা বরি কথা বলি,
 বোরা যদি ভাই, ভুলায়ে তোমার
 হাতে তুলে দিই তুলি ?
 নিরাশার বসে থাকিবে আলসে ?
 বিবর তোমার তুল ।"
 সাজিতে বসিরা কহিল হাসিরা
 ফুটে-ওঠা-ওঠা ফুল ।
 সনীর-চুড়িত চক্রে-কিরণ
 কুসুম-গন্ধে ভরা,
 বাতায়ন-পথে পশিরা পশিরা
 আমারে করিল ঘেরা ।
 আমারে ঘেরিল সুধার ধারার
 দূর কোকিলের গান,
 আমারে দেখিল দূর মরশনে
 একটি নিভৃত স্থান ।
 আমারে ডাকিল মধুর মর্মরে
 শ্রাম-হৃদয় বট,
 আর তার সেই ছায়া সোহাগিনী
 শ্রাম-সরসীর তট ।
 আমি একা একা ঘরে বসে আছি,
 কিছুই নাহিক কাজ,
 শুধু ব'সে থাকি শুধু বিড়ম্বনা,
 বা হোক করিব আজ ;
 ভাবিব আলস, এমন সময়
 ফুল-গন্ধ-প্রোতে
 ভাসিরা আসিল মধুর কণ্ঠ
 মধুর চাঁদনী রাতে ।
 খুলে দিল কত তন্ন তন্ন
 জীবনের ইতিহাস,
 ঢেলে দিল কত অশ্রুগর্ভ
 বছরের বার মাস !
 এনে দিল কত আমার সোহাগ,
 এনে দিল কত আলা,
 ধরে দিল কত পাশ অর্ঘ,
 খুলে দিল কত মালা ।
 উচ্ছে উচ্ছে উঠিল কণ্ঠ,
 আকাশে ডাকিল বান ;

কি করি কি করি ভাবিতে ভাবিতে
 ভাসিরা বাইল প্রাণ ।
 শুধু ব'সে থাকি শুধু বিড়ম্বনা
 কি আর করিব কাজ ?
 হে অজাত ! তোমার সঙ্গে
 আমিও গাইব আজ ।
 হে অজাত ! হে অলিঙ্গিত !
 হে নিষ্ঠুর ! শুধু স্বর ।
 জীবনের পথে করিতে সন্ধান
 হবে কি আমার বর ?
 জীবনের পথে করিতে সন্ধান
 কাণিরা কণ্ঠ গায়,
 লইবে কি ঘোরে হে চাক্র নিষ্ঠুরে !
 রাখিবে কি রাঙা পাখি ?
 আমি বলি তুমি আমার রাজা,
 সে বলে আমার রাণী ;
 আমি বলি তুমি বড়ই পাগল
 সে বলে পাগলিনী ।
 আমি বলি তুমি এস না নিকটে,
 সে বলে কেন হে দূরে ?
 আমি বলি তুমি জানশূন্য,
 সে বলে তোমার তরে ।
 আমি বলি তুমি চূপ ক'রে রও,
 সে বলে করো না কথা ;
 তোমার উপর রাগটি আমার
 মর্মে মর্মে গাঁথা ।
 আমি বলি তুমি ঠুসেই সে পক্ষরে
 একবার দেখা দিলে !
 সে বলে তুমি এই এত কাল
 কেননে রয়েছ ভুলে ?
 সে কি বোর দোষ ? তবে কি আমার ?
 তবে হে সে দোষ কার ?
 সুখ কণ্ঠে গাইরা উঠিল
 দোষ শুধু বিধাতার !
 আমার কণ্ঠ ধরিয়া আসিল,
 ও দিকে ধামিল গান ;
 কথা হ'ল শুধু— হ'ল নাক দান,
 হ'ল নাক প্রাণদান ।
 এর পর আর লিখিবার কিছু ছিল কি না, জানি
 না ; কিন্তু কাননিকার আর লেখা হইল না । লিখিতে

লিখিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। দুই এক ফোঁটা জল পত্রের উপর পড় পড় হইল। কান-নিকা চেঁচা করিয়া বোতঃ নিবারণ করিতে গেল; হাত দিয়া দ্বার দ্বার চোব মুছিল। কিন্তু স্রোতঃ থাকিল না। আপনা-আপনি বলিল—“বাকু, আর লিখিব না। হৃদয়ের সকল কথা অক্ষরে কেলিবার খুঁত আঁর করিব না। অশ্রুজলের অক্ষর কই? লিখিয়া কি এ মহাকাব্যের শেষ করিতে পারিব? তবে এ অতুল উন্নত হৃদয় লইয়া আকাঙ্ক্ষার পারে বাইবার এ বিড়ম্বনা কেন? যেখানে কামনার অপূর্ণ-তাঁই তৃপ্তি, যেখানে ভাবের উন্মেষেই তাবশুত্বতা, আলস্যই যেখানে কার্য্য, সেখানে কাজ করিরাছি বলি! এ অহঙ্কার কেন? কাজ নাই কবিতা লিখিয়া। হে দৈবিত! হে স্রম্ব! একবার কি দেখা দিবে? নিষ্ঠুর! আমার এ ক্ষুদ্র দুর্বল হৃদয় লইয়া এত ছল কোশল কেন? তোমার স্বরতরঙ্গ বকে ধরিয়াই কি জীবন কাটাঁইব? তোমার সৌন্দর্য্যগগরে কি এক দণ্ডের তরেও দ্রবিত্তে পাইব না? কাল সায়ানিশি তোমার দেখিবার জন্ত আকাশ পানে চাহিয়া রহিলাম। পৃথিবী পানে চাহিতে সাহস হইল না। হয় তুমি চাঁদ, কিংবা তোমাকে পাইয়া চাঁদ এত স্রম্ব! তুমি কি পৃথিবীর কণ্টকময় বকে কোষল চরণ ছাট, ভ্রমেও কখনও রাধিরাছ? হে আমার প্রভু! যুগ-যুগান্তের বিরহ আনিয়া একবার দাসীর পার ঢালিয়া দাও। হে চাঁদের ধন! দাসীর হৃদয়-বহি নিবাইতে চাঁদের সঙ্গে গলিয়া যাও।”

প্রথম রিলস কি শুধু একবার? দুই বার দশ বার নয়, শত বার সহস্র বার নয়, দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে নয়? মিছে কথা। সমীরণ-স্পর্শ পলে পলে নৃতন! প্রেম অনন্ত! তাহার বিরাট অঙ্গের যেখানে হাত দিবে, সেইখানেই নৃতন স্পর্শ-হুহুভব। যেখানে দেখিবে, সেইখানেই নৃতন। বধন মিলিবে, তখনই প্রথম। সে মিলনে পলের সহিত পর-পলের সন্ধন নাই, দণ্ড-হইলে দণ্ডান্তর বহুদূর, রাস হইতে রাসান্তর জ্ঞানান্তরবিস্তৃত, বৎসর হইতে বৎসর প্রায়।

কাননিকা বলিল, “হে আমার প্রভু! যুগযুগান্তের বিরহ আনিয়া দাসীর পার ঢালিয়া দাও।” প্রিয় সঙ্গে শুধু বুকের কথা কহিয়া কাননিকার তৃপ্তি নাই। বুঝি দেখিলে, কাছে রাখিলে সকল তৃপ্তি মিলিবে। স্রম

বম—পরম্পরলিঙ্গ দুইটি হৃদয়ের অস্থিপঞ্জরের যে দ্ব্যবধান আছে।

কবিতা লিখিয়া কাননিকার আকাঙ্ক্ষা খিটল না; ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার মীমাংসা হইল না; কাঁদিয়া চোখের জল ফুটাইল না। কাননিকা স্থির করিল, আর ভাবিব না, আর কবিতা লিখিব না। বা লিখিরাছি, এ-ও রাখিব না। এই বলিয়া কবিতাটি ছিঁড়িতে বাইতেছে, অরনি পশ্চাৎ হইতে একটি কোষল কর, তাহার কোষলতর কর ধরিয়া ফেলিল। কাননিকা কিরিয়া দেখিল, হরিদাসী ঠান্দিদি।

তাহাকে দেখিয়া লজ্জাভরে কাননিকার মুখ শুকাইয়া গেল।

জন্মলম্পাপক। *

হরিদাসী কাননিকার বাতাবহীর দূরসম্পর্কীয়া ভ্রাতৃজারা, নিরুজনের শ্রালকপত্রী, কিন্তু ভামিনীর সম-বয়সী সখী। ভামিনী তাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারিত না, হরিদাসীও দুই দিন ভামিনীর সংবাদ না পাইলে নিরুজনের বাটীতে ছুটিয়া আসিত। স্নেহস্রয়া নিরুজন-পত্রী তাহাকে আপনার কজার জায় দেখিতেন। নিরুজনও হরিদাসীকে বড় ভালবাসিতেন। নিরুজন ননম্পতি, কাজেই হরিদাসী তাহার সম্মুখে প্রগম্ভা হইতে কুণ্ঠিতা হইত না। হরিদাসীর স্বামী সত্যপ্রিয় রায় একজন বর্দ্ধিফু লোক ছিলেন। তিনি সেকালের আচারনিষ্ঠ হিন্দু। নিরুজনের সাহেবদারানা তিনি বড় তুষ্ট ছিলেন না। বড় আত্মীয় বলিয়া তিনি অনিচ্ছাসবেও সেনপরিবারের সহিত সংসর্গ রাখিতেন। আর সেই জন্ত তাকে সেনদের বাড়ী বাতায়ত করিতে বড় নিষেধ করিতেন না। তাহার উপর তিনি হরিদাসীকে অতি দরিত্রের ঘর হইতে আনিয়া ছিলেন। পাছে কোন কথা বলিলে নিজের পৈতৃক অবস্থার স্মরণ করিয়া হরিদাসী দুঃখিতা হয়, এই ভয়ে তিনি তাহার উপর বড় একটা হুকুম চালাইতেন না। পরন্তু গৃহকার্যের সমস্ত কর্তব্য তাহার হাতেই জন্ত করিয়া সত্যপ্রিয় কতকটা তাহার অধীন হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। অভ্যাসবোধে সে অধীনতাটা তাহার প্রাণের সঙ্গে গাঁথিয়া গিয়াছিল। এই জন্ত কেহ কেহ তাহাকে জ্ঞেয় বলিত। স্বাধীনতার সুব্যবহারে হরিদাসী

* বরপক্ষীর জীর্ণগণের পরিহাস বাক্যপরম্পরা।

• এইবারে একটি পুরস্কারাদায়ী স্বয়ংস্বাক্ষরকারী
বর্ণনা করিবে। রমণীচরণ নিরঞ্জনর গৃহ পরিভ্রমণ
করিয়া প্রথমে হরিদাসীর আশ্রয় গ্রহণ করে। অপূর্ণ-
কৃষ্ণ বলিয়া হরিদাসীর এক ভাই ছিল। অপূর্ণ-
কৃষ্ণ শিক্ষিত যুবক। ভগিনীপতির সাহায্যে তাহার
বিদ্যাশিক্ষা হইয়াছিল। নিজের অবস্থা সচ্ছল নহে
বলিয়া তাহার বিবাহে অতিব্রতী ছিল না। ভগিনী ও
ভগিনীপতি তাহাকে যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিল,
অপূর্ণ তাহাদের অনুরোধে রক্ষা করে নাই। বারংবার
অনুরোধে অপূর্ণকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া গৃহভ্রমণের সম্বন্ধ

করিল। এক দিন সন্ধ্যার সন্ধ্যাপনে সে বাটী হইতে বাহির হইতেছে, এমন সময় সে শুনিল যে, রমণীচরণ বড়গৃহ হইতে ভাঙিয়া ছইয়াছে। কারণ জানিবালা লজ্জা সে তিনীকে তৎক্ষণে প্রেরণ করিল। হরিদাসী তাহাকে সবজ বটনা শুনাইয়া, রমণীচরণের বধ্যাদা রক্ষার লজ্জা তাহার শরণাপন্ন হইল। বটনা শুনিয়া অপূর্ণরূপের অপূর্ণ কল্লী কাননিকা-হরণে অভিলাষ হইল। তদবধি দুয়ের সন্ধ্যা রূপে ক্রমের বাকী ব্যক্তি উঠিল। কখন বাকী বাজাইয়া, কখন বাকী নাজিয়া, কখন সাকী হইয়া, অপূর্ণরূপ কাননিকার মনোহরণের চেষ্টা করিল। সর্বশেষে বটুকের সঙ্গে বড়বস্ত্র করিয়া বটুক নাম ধরিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। সর্বশেষে হরিদাসী সন্ধ্যারের সাহায্য করিতে সেনগৃহে প্রবেশ করিল।

সেনগুহের সবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও কথাবার্তা
কহিয়া হরিদাসীর আবার পূর্ণপ্রাণে খুলিয়া গিয়াছে।
তবে ভাবিনীকে দেখিয়াই সে একটু কাঁদিয়াছে।
আর রমণীচরণের কথার উল্লেখ করিয়া একটু মিষ্ট
তিরসারও করিয়াছে। দুইট সখীর বহনিনের পর
পুনরিলনে দুই জনেরই উপর কিছু কার্য্য করিল।
হরিদাসী আফ্রাদে গিয়া গেল, আর ভাবিনীর উপর
বা একটু আঘাত ঘণা ছিল, সব জুলিয়া গেল। আর
পতিসোহাগিনী : হিন্দু সাখীর অশ্রুপূর্ণ তরল নরন-
জ্যোতিঃ পতিভ্যাগিনীর চোখে পড়িয়া তাহাকে কিছু
অমৃতপ্তা করিল। ভাবিনী বুঝিল,—

“সুখ, অতি আকাঙ্ক্ষায় সরলা ললনা প্রায়
লজ্জায় বসনে ঢাকে মুখ;
হেদায় যে মুখ ক’রে, সদা কাল ঘুরে মরে,
তাহার কপালে নাই সুখ।”

আর বুলিল, হিন্দু রমণীর পতি ভিন্ন গতি নাই। তাহার পিতৃভিন্নকারে ও তাহার নিজের অসচ্ছাদ্য স্বামীর গৃহত্যাগের ছবি জীবন্ত হইয়া তাহার মনে আশ্রয় উঠিল। অগমানিত স্বামী আর কিরিল না, তাহার তেজোগর্ভের মূলে কুঠারাবাত করিতে, সে আর তাহার সংবাদ গেল না। আর একটি বিশেষ দুঃখ, তাহার “সবে খন নীলগণি” কথা কাননিকাকে আর কেহ তাহার মত করিয়া ভালবাসিল না। এইটাই তাহার বিশেষ দুঃখ। নিরঞ্জন কাননিকাকে যথেষ্ট ভালবাসে। কিন্তু তবুও কেমন তাহাতে তারি-
নীর তৃপ্তি হয় না। সে ভালবাসার ভরসা নাই।

কাননিকার মুখে পড়িয়া প্রতিকলিত হইয়া সে ভাল-বাসা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। এই অভাবটি সে বিশেষ করিয়া অনুভব করিয়াছিল। তামিনী হরিদাসীর কাছে প্রতীকার প্রার্থনা করিল। হরিদাসী প্রতীকারের আশ্বাস দিল। বলিল, “রোস্, আগে তোমার মেয়ের বয়সের ব্যাপার মিটিয়া বাক্, তোর বাপের তেজ জ্বালা বাক্, তার পর যা হ'ক একটা উপায় করিব।”

হরিদাসী তাহাকে কাননিকার বর দেখাইয়া দিতে বলিল। তামিনী নিজে সঙ্গে করিয়া কাননিকার কাছে লইয়া বাইতে চাহিল। হরিদাসী নিষেধ করিল, —বলিল,—“আমি একা বাইব।”

হরিদাসী কাননিকার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কাননিকা কি করিতেছে। পা-টিপিয়া পা-টিপিয়া তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। কাননিকা জানিতে পারিল না, আপনায় মনেই লিখিতে লাগিল। লেখা শেষ করিয়া কানিনী আপনায় মনে যে কথাগুলি কহিতে লাগিল, হরিদাসী সব শুনিла। তার পর বেই কাননিকা কবিতাটি ছিঁড়িতে উদ্বৃত্ত হইল, অমনি তার হাত ধরিয়া ফেলিল। কাননিকা পাছু ফিরিয়া দেখে—হরিদাসী ঠান্দিদি। সমস্ত কথা শুনিয়াছে তাহা লজ্জায় ও ভয়ে বালিকার মুখ শুকাইয়া গেল।

হরিদাসী কাননিকার ভাবান্তর বুঝিতে পারিল এবং সেই জন্ত তাহাকে আবার পূর্বভাবে আনিবার জন্ত বলিল,—“দেখি দিখি, সংসার-সাগরে কাঁপ দিবার বল তোর আছে কি না। আমার হাত ছাড়াইতে পারিলে বুঝিব, ভূই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবি, বয়ের কাঁক হইতে মনোমত্ত আমিটি বাছিয়া লইবি। তুই জনে লাভারিয়া কুলে উঠিবি।” কাননিকা হাসিয়া কেলিল। বলিল, “আমি যে হার মানিলাম ঠান্দিদি! তোমার হাত ত ছাড়াইতে পারিলাম না।”

হরিদাসী। তবে আর স্বয়ম্বর সভার যাইয়া কি করিবি? সেখানে স্বামীটিকে ত পাঠাইবি না, শেষে কার গলায় মালা দিতে কার গলায় মালা দিবি। আমার বরটিও বে তোকে বে করিবার জন্ত আসিয়াছে।

কাননিকা। ঠান্দিদির দায় আসিয়াছে পাণিগ্রহণ করিতে, ঠান্দিদি হাত ধরিল কেন?

হরিদাসী। তোর হাতে আর কেহ হাত দিয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্ত।

কাননিকা। আর কেহ এ হাতে হাত দিলে,

ঠান্দিদির বর কি আমার লইবে না? ভাল, পরীক্ষার বুঝিলে কি!

হরিদাসী। বুঝিলাম, কাননিকার হাত ঘুর হইতে কে ধরিয়াছে। কাননিকা তার ঠান্দিদির কাছে সে হাতের বালিকাকে পোপন করিবার জন্ত মন-ভুলান হাসি হাসিয়া, তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। আর বুঝিলাম, একটি বিদ্রুপী, জ্ঞানগর্ভী বালিকা পুরুষোচিত কদম্বল ধরিয়াও, স্বাভাবিক অঙ্গসাহসিনী হইয়াও, কোন একটি বিশেষ কারণে, ভয়নাশিনী ঠান্দিদিকে দেখিয়া ভীতা হইয়াছে। তার বায়ুভাঙিত নাকী দ্রুতগামিনী, লজ্জা-ভয়ে মুখ আরক্তিম, হস্তকম্পনে পত্রিকা পতনোদ্ভবী।

হরিদাসী পত্রিকাখানি কাননিকার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, আত্মোপাত্ত পাঠ করিল। কাননিকা চিত্তপুস্তকিকার মত ঠাকুরাণী দিদির পানে চাহিয়া রহিল, একটিও কথা কহিল না।

হরিদাসী পত্রপাঠান্তে কাননিকার মুখের দিকে চাহিল। কাননিকা হাসিয়া বলিল,—“মুখের দিকে দেখিতেছ কি?—তুমি বা ভাবিতেছ, তার কিছুই নয়। আমি মাসিক পত্রে দিবার জন্ত কবিতাটি লিখিয়াছি। পত্রিকাসম্পাদককে পাঠাইবার জন্ত নোড়কে পুরিতে-ছিলাম।

হরিদাসী। অসম্পূর্ণ কবিতা পাঠাইলে সম্পাদক ছাপাইবে কেন? তাহার সঙ্গে হাতের কম্পন, বক্ষের তরঙ্গ, আর চোখের লজ্জাসংকোচগুলো পাঠাইয়া দে। নইলে সম্পাদক যে বুঝিতে পারিবে না, ছাপাইতে ক্ষতি পাইবে না।

কাননিকা। সেগুলো এর পর মজিনাথ ঠান্দিদির টাকা-টিপ্তানীর সহিত টেলিগ্রামে পাঠাইয়া দিব। রহস্তের কথা ছাড়িয়া বাড়ীর কে কেমন আছে বল।

হরিদাসী। বাড়ীর সবাই ভাল, কেবল একটি মুক্তিমান গান, কাননিকার স্বয়ম্বর-কথা শুনিয়া শযায় গা ঢালিয়া দিয়াছে। তারই রোগের চিকিৎসা করিবার জন্ত আমি তোদের বাড়ী আসিয়াছি। নহিলে তোদের সাহেব বিবির বাড়ী আমাকে আর কবে আসিতে দেখিয়াছিস?—এই বলিয়া কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া হরিদাসী গমনোত্ততা হইল। কাননিকা পাছু হইতে ডাকিল, “ঠান্দিদি!”

হরিদাসী বলিল, “বাড়ী চলিয়াছি, আবার পাছু ডাকিল কেন?”

কাননিকা। বহুকালের পরে নাভিনীর গৃহে যদি পদযুগল পড়িল ত সে খুলি একটু মাখার না লইয়া ছাড়িব কি ?—

হরিনাসী। কিরিল। কাননিকার মুখ দেখিয়া বুলিল, সে তাহার মনোভাব বুঝিয়াছে।—বলিল, “কি বলিস্ ? থাকিব কি যাইব ?”

কাননিকা। হরিনাসীর হাত ধরিল। তারপর বলিব বলিব করিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। কেবলমাত্র একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। হরিনাসী তখন আর রহস্ত করিল না, রহস্ত করিবার সময়ও ছিল না, বাহির হইতে ভাবিনী তাহাকে ডাকিতেছিল। বলিল, “আর ত আমি দাঁড়াইতে পারি না। আমি এক কথা বলি। বুঝিয়াছি, এ স্বয়ম্বরে তোর বিলুপ্তাও মত নাই।

কাননিকা তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, “আমাকে এই স্বয়ম্বরের হাত হইতে রক্ষা কর। ঠান-দিদি ! সহস্র লোকের সম্মুখে নির্গজ হইয়া কেমন করিয়া দাঁড়াইব ?”

হরিনাসী। স্বয়ম্বরের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারি না। তবে তোর গানকে আমি ধরিয়া আনিতে পারি। আর সেই সঙ্গে তোর দাদাকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারি। এত লেখা পড়া শিরিয়াছিস্, বই লিখিয়াছিস্, উপদেশ দিতে পারিস্, আর প্রোৎসর্হ এমন হতভম্ব হইয়া গেলি যে, আমারও কাছে সাহস করিয়া মনের কথা খুলিতে পারিতেছিস্ না ?

কাননিকা। গানকে তুমি দেখিয়াছ ?

হরিনাসী। গানকে বিবাহ করিব ?

কাননিকা। দূঃ! গান শুনিব, বিবাহ করিতে যাইব কেন ?

হরিনাসী। তবে তোর দাদাকে একটা তান-সেনের বাচ্ছা ধরিয়া আনিতে বলি। তবে আর এ স্বয়ম্বরের কথায় রত দিলি কেন ?

কাননিকা। দাদা কি কারও রত শোনে ? প্রতিবাদ করিতে গেলে বিপরীত হয়।

হরিনাসী। তোর সে যদি না আসে, স্বয়ম্বর সম্ভার বাটয়া কি করিব ?

কাননিকা। তা হইলে কদাকার, কুরূপ, মূর্খ, বৃদ্ধ, বাহ্যকে দেখিলে বিশ্বপ্রোক্ষিকেরও মনে স্থগার উদয় হয়, তাহার গলায় মালা দিব।

হরিনাসী। এত অভিমান লইয়া কেমন করিয়া নীরবে বসিয়াছিলি ?

এই বলিয়া হরিনাসী কাননিকার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। বাইতে বাইতে বলিল, “এখন আর অন্ত কথা নয়। এর পর যাথা যাগ করিতে বলিব, করিবি। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি, তোর পূর্ব-জন্মের বড় স্মৃতি যে, এমন ঘরের হাতে পড়বি।— কিন্তু যা, বড় ভুল হইয়া গিয়াছে।”

কাননিকা হাসিয়া বলিল,—“একবারে বড়ই ভুল নাকি ঠানদিদি ?”

হরিনাসী। অত দূর নয়, তবে কাছাকাছি বটে। সেখানে জুতা খুলিয়া মল পরিতে হইবে, চেয়ার ছাড়িয়া পিড়িতে বসিতে হইবে, উল ছাড়িয়া ফুল ধরিতে হইবে।

কাননিকা। আর ঠাকুরদাদার পাকচুলের মুলোৎপাটন করিতে হইবে। ঠানদিদি ! বল, ত এখন হইতেই গেরুয়া ধরি।

চারি দিক্ হইতে কোলাহল উঠিল। বাড়ীর বাহিরে চারি দিক্ হইতে শোক আসিতে লাগিল। বাটার ভিতরে কুঁই বনৌকুল দলে দলে প্রবেশ করিতে লাগিল। হুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া হাসিতে হাসিতে সেই লোকতরঙ্গে ডুবেল।

এ সময়ে আপনার সামগ্রীর আর দ্বিতীয় নিশিল না। আপনার সামগ্রী যেমন সুলভ, পৃথিবীতে তেমন ধার সুলভ আর কই ? আমার ছেলেটি যেন চাঁদের শিশুটি, খায় এত ক’টি, ঘুরে বেড়ায় যেন লাট-মটি। ওর ছেলেটা, যেন কোকিলের হাঁ-টা, গিলে এতটা, লাফিয়ে বেড়ায় যেন বাদরটা। আমার সামগ্রীর তুলনা নাই। তার গালাগালি ও বিকট টাংকার অন্তর হৃদয়যোগের গীত হইতেও মধুর। তাহার নখাগ্রতাগের কোমলতার তুলনার অন্তর অধর-প্রান্তও কঠিন !

ললনাকুল সেন গৃহে আসিয়া যে বার, পুত্রের প্রশংসা করিতে লাগিল। আর কাননিকা সধকে আটনমত আপন আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে বসিয়া গেল। অর্থাৎ যে আসিল, সেই ভাবিনীর সঙ্গে বেয়ান সম্বন্ধ পাড়াইয়া লইল। এক দণ্ডে কাননিকা সহস্র শাশুড়ীর পুত্রবধূ হইল। অমৃত নন্দীর বউদিদি হইল। কেহ “বা আমার গৃহলক্ষ্মী” বলিয়া বালিকার মুখচুষন করিল। কেহ চাতের রাপ লইল—স্বর্ণকারকে রতন-চুড় গড়িতে দিবার জন্ত। কেহ কর্ণের ছিত্র শুণ্ডিতে গেল—কয়টি মাকড়ী ধরে দেখিবার জন্ত। কেহ নিজের গলার চিক কাননিকার গলায় পরাইয়া দিল।

পুত্রবৃট্টকে এই অলঙ্কারখানি বৌদ্ধ দ্বারা তার যুগ দেখিবে।

এ সকল পৌরাণিক। ইহাদের বারণা, বেশী গহনা পরিত পাইলেই কাননিকা সন্তুষ্ট হইবে। অগ্নরে আধুনিকা—তাহারা জানে, অলঙ্কার এখন হোয়াইটাঙয়ে গেলড ও যুর কোম্পানীর দোকানে। আর কারুকার্য এখন হামিলটনে। তুষ্টি এখন পিয়ানো অরগানে।

তাহারা কেহ পায়ের পাজার মাপ লইল। কেহ বা কেমন পশমী মোজা কাননিকার পছন্দ হয় জানিবার জন্য পায়ের একটু কাগড় শুটাইয়া চরণবেষ্টনী নীল-ব্লুর বর্ণের মোজা দেখাইল। কেহ বা কালিকর্ষিয়ার সোনার গড়া রাটল সর্বের অঙ্গুরী ও তাহার মাথার ব্রেজিলের হীরকখনির সেগা মশি কাননীর চোখের উপর ধরিল। কেহ বিস্তাপতির রূপবর্ণনায় ডুল আছে কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য—

“গিরিবর গুরুদ্বা পরোথর-পরশিত

গীম গজবতি হারা,

কাম কবু ভরি কনয়া লজু পরি

চায়ত সুরধুনীধারা।”—

এই মহাবাক্যের সার্থকতা দেখিবার জন্য কাননিকার গলায় মুক্তাহার পরাইয়া দিল। কেহ বা স্পার্ড-চেনটা খুলাইয়া দিল।

সমবয়সী সহপাঠিনী সখীগণ কাননিকাকে নানা রাজনীতি, সমাজনীতি সবধে নানা কথা শুনাইতে লাগিল;—যথা,—

১ম। কাননিকার বিস্তারিত ছাড়িবার পর আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের মনোবিবাহ চলিয়াছে। দুই ভগিনীতে আর মুখ-দেখাদেখি নাই। প্রতিবেশিনী ফ্রান্স জর্জীয় তাহাতে বড়ই আনন্দ। ইংলণ্ডের উন্নতিতে তাহারা হিংসার মরিয়া গেল।

২য়। বড় ভাবনার কথা। ক্রিস্টা ও জর্জীয়র সম্রাটধর, এক ঘরে দুই দিন ধরিয়া চুপি চুপি কি পরামর্শ করিয়াছেন। স্থলতান বেচারীর শ্রাণ বুঝি আর থাকে না। তবে একটু ভরসা, রোজবেরি পার্লামেন্টে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন, ইউরোপে শান্তিভঙ্গের কোনও সম্ভাবনা নাই।

৩য়। বাঁচাইলি তাই! নহিলে হাত্রে আমার যুগ হইত না। রোজবেরি একটু আশ্বাস না দিলে, তুরস্কের স্থলতানকে বাঁচাইবার কোনও উপায় পাই

না। আহা! বেচারী বড় ভালবাহু। যে বা বলিতেছে, তাই করিতেছে। তবুও কোন রাজার মন পাইতেছে না।

৪র্থ। ভালবাহুদের কাল সেই যে তাই। যে ভালবাহু, তারই উপরে যত লোকের অভ্যাচার। ম্যাডাগাস্কারের রাণী, ভালবাহুদের মেরে রাজ্য করিয়া বাইতেছিল। ফ্রান্সের তাহা সহ হইল না, রাজ্যটি কাড়িয়া গেল।

৫ম। বলিস কি? ম্যাডাগাস্কারের রাণীর আর রাজ্য নাই? আহা কবে কাড়িয়া গেল? কি সর্বনাশের কথা বলিলি সখি। না, ফ্রান্স দিন দিন বড় অভয়ায় আরম্ভ করিয়াছে। কালিই টাউনহলে একটা দ্বিরাট সভা করিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক বুড়ি রাগ পাঠাইয়া দাও।

৬ষ্ঠ। শুধু কি তাই! সে দিন শ্রাবরাজ্যে কি উৎপাতই না করিল। ভাগ্যে আমাদের শিখসৈন্য ঠিক সময়ে গিয়া বাধা দিয়াছিল।

৭ম। আমাদের শিখ না হইলে ফ্রান্সকে আর কেহ দমন করিতে পারিবে না। আমাদের শিখ না হইলে কাহাদেরই বা চলে?

৪র্থ। কিন্তু তাই! শ্রামকে বড়ই বাতনা দিয়াছে। আমরা ছিলাম, তাই বাঁচোরা। নহিলে শ্রামের কি হইত বল দেখি?

ইহাদের মধ্যে এক জন অশিক্ষিতা ছিল। সে ইহাদের কথা শুনিতেছিল। কিন্তু বাপারখান কি, ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। শ্রামের কথা পড়িতেই তার মনে খটকা লাগিয়া গেল। শুনি, শ্রামকে কি এক জন—নার বুথে আসে না, এমন এক জন কে না কি বড়ই বাতনা দিয়াছে।

শ্রাম বলিয়া হয় ত তার পুত্র কিংবা অন্য কোন নিকট আত্মীয় ছিল। তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, “শ্রামকে কে বাতনা দিয়াছে গো?”

রমণীগণ এক কথাতেই তাকে নিরুৎসাহ বুঝিয়া ফেলিল। স্তব্ধতার তার উত্তর দেওয়া একটা অসম্মান মনে করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তৃতীয়া সে কথার কান না দিয়া বলিল, “কিন্তু ইতিমধ্যে যে আঘাত দিয়াছে, তার যা ওকাতো অনেক কাল লাগিবে।”

অশিক্ষিতা। কোন সর্বনাশীর বেটা! কোন হতভাগা আমার শ্রামের গায়ে হাত দিয়াছে।

তার পর আবুল হটকাইয়া সেই অভ্যাচারীর নৃত্য

কামনা করিল। তাহার হস্তে পক্ষাবর্তের আধাহন করিল। তার পর ভ্রাম ভ্রাম করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বিহ্বলীর্ণ পরম্পর দুখ চাওয়া-চাওরি করিয়া হাসিল। আর ভাবিল, দেশের কি এতই অধঃপতন হইয়াছে? বাড়ীর দোরের কাছে শ্রাম, তাহাকেও চিনে না?

এইরূপ হাসি-ভাষাসার, কথাবার্তার, পান-তোজ-নাড়ি ক্রিয়ার সারা দিনটা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাকালে হরি শশী, কাননিকাকে মনের মত করিয়া সাজাইল।

সন্ধ্যা সমাগতা। কাননিকা মৃদুজিহ্বা। রমণীগণ উৎকর্ষা-কবলিতা। কলিকাতা স্তম্ভিতা। আজ ললিতা লবঙ্গলতা সেনগুহ হইতে উৎপাটিতা হইয়া কোম এক অনিশ্চিত উত্তানে রোপিতা হইবে!

পরিচায়িকা

দাড়ীগোফ কামান নিরঞ্জন ইন্ড্রিয়-আগোচর হইয়া, দারবানের কাছে তাড়া খাইয়া, বাড়ীর ভিতর হইতে কাননিকাকে লইতে আসিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে প্রথমে চিনিতে পারিল না। প্রিয়কন্ডা ভাষিনীই একবার কেয়া কেয়া বলিয়া ছুটিয়া আসিল। তার পর জিব কাটিয়া পলাইল। কেহ তাহাকে বৈরাগী ঠাকুর মনে করিয়া একটা গান করিতে বলিল। কেহ বদন অধিকারীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি, পরিচয় জানিতে চাহিল। কেহ বুড়োর বিবাহ করিতে সাধ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিল।

নিরঞ্জন কাহারও কথার উত্তর দিলেন না। বরাবর কাননিকার ঘরের দিকে চলিলেন। মনে মনে কিন্তু বড় বিরক্ত হইলেন। আর ভাবিলেন, শিশুর প্রসারের সঙ্গে, পোষাকে পরিচ্ছদে, হাসিতে গানে, আহ্বারে ব্যবহারে,—আজকালকার নারীশুলা অনেক উন্নত হইয়াছে বটে, কিন্তু অবাধ্যতা, আর বাচালতা, আর স্বাধীনতা আর কঠিনতা, কিছু অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। আজ আমি নিরঞ্জন না হইয়া যদি আর এক জন বৃদ্ধ হইতাম, তাহা হইলে এই অন্ত্যায় ব্যবহারে আমায় মনে যে কষ্ট হইত, সেটা ত ইহারা বুঝিও বুঝিল না।

নিরঞ্জন বরাবর কাননিকার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন, “কাননিকে!” অনেকগুলি ঘরে

কাননিকাকে ঘেরিয়া বসিয়াছিল। ঘেরিয়া এমন কলকল করিতেছিল যে, সে কথা তাহার কানে পেল না। তাহার বলাবলি করিতেছিল, কাননিকাকে লইয়া বাইবে কে? হরিদাসীর ধারণা, কাননীর দ্বারা লোক বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। নিরঞ্জন সেন এমন বোকা নয়, কাননিকার স্বরস্বরের এত বড় একটা প্রকাণ্ড উত্তোপ করিয়া, এই সামান্য কাজটা করিতে তুলিয়া গিয়াছে। এই দেখ না, কাননিকাকে লইতে লোক আসে।

কাননিকাকে কেমন দ্বারা লোকে লইয়া বাইবে? কাননিকা যেমন সুন্দরী, তেমনি একটি সুন্দর চাকর। আর যদি দাদা নিজেই লইয়া যার? তাও কি কখন হইতে পারে? দাদা কি একটা হেজি-পেজি লোক? সে কি জানে না, নাতিনীকে নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে লোকে হাততালি দিয়া উড়াইয়া দিবে! যদি তার মত একটা বুড়ো লইতে আসে? হরিদাসী সেই বুদ্ধকে আর ঠাকুরজামাইকে এক দড়ীতে বাঁধিয়া, মাথা মুড়াইয়া বোল চালিয়া গঙ্গাপার করিয়া দিবে। নিরঞ্জন বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিলেন। কথার মর্ম্ম বুঝিয়া কাননিকাকে ডাকিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, থাকিব কি পুণাইব? কিন্তু এখন অল্প লোক কোথা পাই? যে হরিদাসী, সে ত আমাকে দেখিলে টাট-কারিতে অস্থির করিবে।

নিরঞ্জন কি কষ্টব্য চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একটি সুন্দরী জানালায় ফাঁক-দিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাষ্টল। অমনি হরিদাসীকে বলিল, “কাননিকাকে লইতে এক জন বুড়োই আসিবে। আমি গণিয়া দেখিলাম।” হরিদাসী বলিল, “মিথ্যা কথা!” সমুদায় জীগণ হরিদাসীর কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিল, “মিথ্যা কথা।” কাননিকা বলিল, “মিথ্যা-কথা! আমি বুড়োর সঙ্গে সত্যম বাইব না।

রমণী বলিল, “বাজী?”
হরিদাসী বলিল “বাজী?”
সমুদায় জীগণ বলিয়া উঠিল, “বাজী?”
হরিদাসী বলিল,—“তাহা হইলে কাননিকাকে সেই বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিব।”

রমণী বলিল, “দিবে?”
হরিদাসী বলিল, “নিশ্চয় দিব। কি বলিল কাননী?”

কাননিকা। সে যদি ঠাকুরদাদা হয়?

রমণী। কখন নয়। তোর দ্বারার ত দাড়ী
গৌক আছে ?

হরিনাথী। আছে বলে আছে ? ঠাকুরজামাই
মুখে উল্লবনের ক্তে করিয়াছে।

রমণী। এ বজের গৌক দাড়ী কামান। মুখ-
খানা বাসীলা পাঁচের মতন।

হরিনাথী। তবে ত সে ঠাকুরজামাই নয়ই।
তারে দেখিলে নারদগুণি বলিয়া ভ্রম হয়।

তখন সকলে মিলিয়া বাহিরে আসিল। কই,
কে কোথায় ? কেউ তো নাই। রমণী বলিল, “আমি
দেখিয়াছি। এইখানে এক জন বৃদ্ধ দাঁড়িয়া ছিল।”
সকলে, তাহাকে হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত বলিয়া, কণ্ঠা হাসিয়া
উড়াইয়া দিল।

বেগতিক দেখিয়া নিরঞ্জন ছুটিয়া পলাইলেন।
হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাহিরে গিয়া বলশ্চিরগণকে
ডাকাইলেন। তাহার ছুটিয়া আসিল। নিরঞ্জন
কাননিকাকে সভায় লইয়া যাইবার জন্ত, তাহাদের মধ্যে
এক জনকে অমরোধ করিলেন। সকলে এ উচাকে,
সে তাহাকে, বাইতে অমরোধ করিল। কেহই নিজে
পরিচর্য্যাকার্য্যে স্বীকৃত হইল না। তাহার বিনা
পর্যায় শুদ্ধমাত্র সহনমতা-প্রণোদিত হইয়া, সভায়
কার্য্য করিতেছে বলিয়া কি কাননিকার আশ্রাটি
পর্যন্তও ভাগ্য করিয়াছে ? পরিচায়ক হইলে ত
আর সে আশা নাই। নিরঞ্জন দেখিলেন, নিরুপায় ;
কে যায় ! এই মাথায় মাথায় করে পাই ?
এক জন বলশ্চিরার বলিল, “বাগানের” প্রান্তভাগে
একটি চাকরজাতীর ছোকরা বসিয়া আছে। তাহাকে
দেখিতে বন্দ নয়। তাহাকে দেখিব কি ?”

নিরঞ্জন। দেখ দেখ, শীঘ্র দেখ ! তাহাকে কিছু
বক্শিশ দিবার নাম করিয়া লইয়া আইস। সর্বনাশ
হইল, আমার মান-সম্মত সব গেল। বৃদ্ধি লোক
হাসাইলাম।

বলশ্চিরার ছুটিল। নিরঞ্জন অজ্ঞ বলশ্চিরার-
গণকে বলিলেন, “তোমরা না হয় সেই বায়ুনগুলার
সন্ধান কর।”—তাহারাও চারিদিকে ছুটিল। প্রথম
বলশ্চিরার ফিরিল ; নিরঞ্জন বলিলেন, “খবর কি ?”

বল। আমি তাহাকে আট আনা পর্যন্ত কবুল করি-
লাম। সে বোল আনা না পাইলে আসিতে রাজি হয় না।

নিরঞ্জন। আরে তাই দ্বিধ বল না ছাই ! এখন
কি আর টাকার ব্যায়া করিলে চলে

বলশ্চিরার ছুটিল এবং একটু পরেই চাকরকে
ধরিয়া আনি। নিরঞ্জন দেখিলেন, চাকর আর অজ্ঞ
কেহ নহে, স্বয়ং মটুক শর্মা তাহার আর বিশ্রিত হই-
বার সময় নাই। তিনি একেবারে বলিয়া উঠিলেন—
“রে চাকর ! বোল আনাই পাইবি। এই বেলা
বা বলি, তাই কর।” চাকর মন্তক অবনত করিয়া
সম্মতি জানাইল।

নিরঞ্জন বলশ্চিরারকে বলিলেন, “ইহাকে লিভারি
(livery)’ পরাইয়া দাও।” রাগাক্ত নিরঞ্জন আর
কিছু দেখিতে পাইতেছিলেন না।

সেই ক্রোধের ভরে চক্ষু মুদ্রিয়া বলশ্চিরারের দলকে
বলিতে লাগিলেন—“তোমরা বাহা করিতে হয়, কর।
তোমাদের উপর সম্পূর্ণ ভর দিলাম। আমার অমুখ
করিতেছে। আমি শয়ন করিতে চলিলাম।”

অতি উল্লাসে বলশ্চিরারগণ কার্য্য করিতে ছুটিল।

আটটাও বাজিল, অমনি একাতান আরম্ভ হইল।
বায়নও ধারিল, অমনি ববনিকা উত্তোলিত হইল।
ববনিকাও উঠিল, অমনি ভর্ত্তমারিকারপিণী কাননিকা,
চাকর মটকের হাত ধরিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিল।

কাননিকাও প্রতিষ্টা হইল, অমনি চারি দিক্ হইতে
প্রবেশভেদী চড় চড় শব্দ হইল।

ভূবনমোহিনীর লশনমাত্রাই সভায়গুলীর জয়
মুগ্ধপং হ্রক হ্রক করিয়া উঠিল। করতালির শব্দ ছাপা-
ইয়া সে হ্রক হ্রক ধ্বনি ভাবুকের কানে গেল। পরি-
চায়কের করে করভার জন্ত করিয়া হৃদয়ের লাজবহর
গমন প্রতিপাদবিক্ষেপে জয় কাঁপাইয়া সভাস্থলে
একটা অপূর্ণ ভাব-তরঙ্গের সৃষ্টি করিল। প্রতিপ্রাণ
নীরব চাঁৎকারে বলিয়া উঠিল ;—

“মদিরলোচনে ! লজ্জানত বদন তুলিয়া একবার
আমার পানে চাহিবে কি ?”

পরিচায়কও অবনতবদন। মৃত্তিকার দিকে
চাহিয়া চাহিয়া, কাননিকার হাত ধরিয়া তাহাকে সভা-
মধ্যস্থলে সেই কৃত্রিম প্রবেশপথীতে লইয়া চলিল।
বেন-লজ্জা লজ্জাকে টানিতেছিল, অজ্ঞ পক্ষকে পথ
দেখাইতেছিল।

বাইতে বাইতে কাননিকা শতবার দাঁড়াইল। শত
স্থানে রূপ স্মরিয়া যেন শত মুখ্যগণীর সৃষ্টি করিল।
দেহবস্তির কোমলতার বালিকার প্রতি পক্ষক্ষেপে বিলাস-
চাপলা, সেই সহস্র বর্ণকের প্রাণে সহস্র আকাঙ্ক্ষার
সৃষ্টি করিল। প্রত্যেকেই মনে করিল, স্বন্দরী তাহারই

দ্রুত এইরূপ করিতেছে। “অহো কানী স্বভাঃ
পত্ততি।”

কানিনাপরবশ বরকুল বরাননার নয়ন ছুটি নিজ
নিজ সৌন্দর্যে গাঁথিয়া রাখিবার জন্য নানা-
বিধ অকতর্কী ও ইচ্ছিতের সাহায্য গ্রহণ করিল।
কেহ এক গাছি ছড়ির যুগযুগপ্রাপ্ত অধরে লাগাইয়া
ঈষৎ ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল। কেহ বা দশনপংক্তির
সৌন্দর্য্যে কাননিকার স্বরূপ ধওন করিবার জন্য অকুলি-
মংশনহুলে দাঁত বাহির করিল। কেহ বা বিশাল
নয়নে বিধাতার শিল্পকৌশল বুঝিবার জন্য হাত দিয়া
মুখখানি ঢাকিয়া শুধু চক্ষু দুটি বাহির করিয়া রাখিল।
কেহ বা আলোক ও ছায়া মাধ্যমাধি হইলে সৌন্দর্য্যের
পরাকাষ্ঠা হয় বুঝিয়া, চাঁদ মুখখানি মলিন করিয়া,
কাননিকার অঙ্গে অশ্লীল রাখিয়া, যেন কোন এক
দিকে চাহিয়া রহিল; কেহ লজ্জা সঙ্গে করিয়া আনিয়া-
ছিল, কাননিকাকে দেখিয়াই সে চোখে লজ্জা দিল।
চক্ষু দিয়া বর বর জল ঝরিতে লাগিল; যদি কবিতা-
রসাদ্রী কল্পনাময়ী তাহাকে দেখিয়া কঁাদিয়া ফেলে।
আর এক বাহুবলীতে অঞ্চল ধরিয়া, অপর বাহুলতার
ভাচার গলদেশে বেষ্টন করিয়া, “আর কেঁদ না, আর
কেঁদ না”, বলিয়া চোখ মুছায়। সাহেবের ঘুসিতে
কাহারও নাক খেঁড়াইয়া গিয়াছিল। সে কমলসদৃশ
পূর্ণ-মুখশ্রীটি কাননিকাকে দেখাইবার জন্য একহস্তে
একখানি ফটো তুলিয়া ধরিল এবং সাহেব অকৃতপ্ত
হইয়া আদালতে স্বেচ্ছা প্রার্থনা করিয়া যে পত্র লিখিয়া-
ছিল, সেখানি অল্প হস্তে ধরিয়া নাড়িতে লাগিল।
সহসা সভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পরিচারক
জ্ঞপ্তি কহিল।—হে বাবু-বরো! কুমারী আপনাদের
নমস্কার করিতেছেন।” বরগণ প্রত্যতিবাসন
করিল।

তখন পরিচারক মটর একখানি খাড়া ও পেন্সিল
হাতে করিয়া, প্রত্যেক লোকের কাছে গিয়া পরিচয়
লইতে লাগিল।

সেই কৃত্রিম প্রস্রবণের ধারে, কচু, কোটন, ঝাউ-
শিঙ, তাল-শিঙ, নানা জাতীয় বিলাতী গুল্মবনের
মাঝারে, একটি বিচিত্র বস্ত্রবস্ত্রিত চেয়ারে রচিত-
বিবাহবেশ্য পতিব্রতা বসিয়া রহিল। সকলের পরিচয়
লইয়া পরিচারক কাননিকার কাছে ফিরিল এবং
একটি বেত্র হস্তে করিয়া কুমারীকে চেয়ার হইতে
উঠাইল। তখন :—

আগে চলে বেত্রধর পিছে চলে বালা,
এক হস্তে গন্ধশাভি অল্প হস্তে বালা।
টোরা গাল হুপি ডুঁড়ি বসে এক বর,
তার কাছে কত্না লয়ে গেল বেত্রধর।
বেত্রধর কুমারীকে দের পরিচয়,
বাজ্যেধরে মালা দিতে বতি যদি হয়,
দেখ এই বঁসে আছে পুণ্ড্রপ্রধান,
ইহারে বর ক’রে রাখ নিজ মান।
হোবরাও চোবরাও ইটলির রাজা,
বিবাহ-বন্ধনে বেঁধে দাও এরে সাজা।
হরিশঙ্কর দান ক’রে হয়েছে চণ্ডাল,
বলি রাজা দান ক’রে চুকেছে পাতাল;
ইনি কিন্তু বড় বড় কণ্ডে ক’রে দান,
রাতারাতি মহারাজা ইন্ডের সমান।
দান ক’রে ধন বাড়ি শুনেছি কি ধনি ?
দান করে পুটে তেলি হয় নরমণি !
ইহারে বরণ যদি কর বরাননি !
একদিনে হয়ে যাবে ইটালীর রাণী !
“ইটালীর রাণী হব ইটালীর রাণী !”
উৎফুল্ল হইয়া কথা কহিয়া কাননী।
“ভূমধ্যসাগরে কেই পায়কানপিণী,
মেদিনীর অলঙ্কার রোমের জননী;
বাহার গৌরবরবি সিংগতে বিকাশ,
সেই রোমে আসি কি গো রব বারবাস ?”
অত দূর নয় তবে কাছাকাছি বটে,
টাইবার * নয়, পদ্মপুকুরের তটে।
তার তীরে এ ইটালী, নাই সেথা রোম,
চারি ধার বেড়ে তার আছে মুচি ডোম।
যেমন ডোমের নাম শুনে কাননিকা,
কবিত-কাঞ্চন কাস্তি হয়ে গেল ফিকা।
তাব বুঝি বেত্রধর অল্প দিকে যায়,
ছল ছল চোখে রাজা কেল ফেল চার।
অল্প বক পাশে তবে লইয়া কুমারী,
বেত্রধর বলে তাকে সম্বোধন করি,—
এই যে দেখিছ বালা পুরুষপূজব,
পা হইতে রাখা এ’র উচ্চশিক্ষা সব।

*টাইবার—ইটালী দেশের নদী। ইহার তীরে
রোম নগর অবস্থিত।

উচ্চশিক্ষা চাই মুখে, উচ্চশিক্ষা হাতে,
উচ্চশিক্ষা হাতে, আর উচ্চশিক্ষা পাতে।
ক'রে লাগে বড়ি এর গলে মালা,
ভুগিতে হবে না কতু বিরহের আলা।
কি ভোজন কি শয়নে কি ভ্রমণে পথে,
সকল সমর তুমি হবে সাথে সাথে।
প্রাণেশ বিদেশে যদি যায় কাননিকা,
তথাপি হবে না তুমি প্রোষিতভর্জিকা।
সত্যের সন্নিতি-পথে বিজন কাননে,
নৈনিভাল সিন্নলায় অথবা লণ্ডনে,
মাল্যাজ বোঝাই কিয়া ইলোরা-গহ্বরে,
প্যারিসে প্রান্তরে কিয়া মনুবেট-শিরে,
যেথা হবে গুণমণি, তুমি হবে ধনি,—
প্রফুল্ল নলিনী হবে দিবস-রজনী।
“স্বামী সঙ্গে রব যদি নিশি দিন মান
কখন করিব আমি বিরহের গান ?
কখন লিখিব পত্র প্রাণেশ বসিয়া,
অবসাদে ‘প্রয়া’পূরে পড়িব চলিয়া ?
কবিভা ভুলিয়া যাব, ভুলে যাব গান,
ভুলে যাব দীর্ঘকাল, ভুলে যাব মান।”
এই ব'লে অতি মুহু শির নোয়াইয়া
গজেন্দ্রগমনে বালা চলিল চলিয়া।
বেত্রধর নিরুপায় পাছু পাছু যায়,
আর এক বরষেরে তখন দেখায়।
দুঃখিনী এ ভারতের দরিদ্রসন্তান,
উৎসর্গ তাদের তরে করেছে যে প্রাণ,
নৈতিক এ সন্ন্যাসীর হ'তে সন্ন্যাসিনী,
ইহার গলায় মালা দিবে কি কাননি ?
সন্ন্যাসীর নাম শুনে ক'রনাক মনে,
সাদাটি বছর ইনি ভ্রমেন কাননে।
সন্ন্যাসিনী নাম বটে করিবে ধারণ,
হবে না গো পন্থাজে করিতে ভ্রমণ,
বাশিতে হবে না নিশি নীলাকাশজলে,
ভিত্তিতে হবে না না কতু বরষার জলে,
বনে বনে পথে পথে অনাহারে থাকি
থাইতে হবে না কতু কবা আলকী !
গান পেয়ে ভিক্ষাবুলি কহণ্ডল করে
কিরিতে হবে না কতু গৃহস্থের ঘারে।
পাবে তুমি বড় বাড়ী, বড় ছুড়ী গাড়ী,
পরিতে পাইবে তুমি রাঙা রঙা শাড়ী।

বরণানে অন্ন চেয়ে মুহু হাসি হাসি
বেত্রধরে সখোদিয়া কহিলা রূপসী—
“বড়ই বিস্মিতা আমি তোমার কথা,
উপার্জন কিসে হয় দরিদ্রসেবার ?
গাড়ী ছুড়ী বাড়ী কোথা গেলে বল দ্বারা,
বন্ধের কি ধন ঘরে আছে তারা তারা ?
নতুবা তিথারী ভজি' কার ভরে পেট ?”
কথা শুনে লাজে বর মাথা করে হেট।
এই বরষের কথা অমৃত-সমান,
বিজ নরোত্তম গায় দেখে গুণাবান।
হাতে বনোহর মালা উদাও চলিল মালা,
কত বার পার হয়ে যায়।
কালেক্টার মেজেষ্টার কত জজ ব্যারিষ্টার
কেহ সে হৃদয় নাহি পায়।
জীবনযাতিনী মালা কারো না পরশে গলা,
সরীরে উড়িয়া যেন চলে ;
কত যে প্রভাত রবি মহার্ঘবে গেল ডুবি,
জলধর ব্যোমে গেল গলে।
কত হীরা চুপি রতি নিখিল সমাজ-পতি
শৈল নৈত্র দেবের কুমার ;
হেমেন্দ্র নীলেন বিজ শশধর রসসিজ
কড়ি দিয়া ডুবে হ'ল পার।
রাজা বাহাদুর রায় মহা মহা উপাধায়
দত্ত বিজ চৌধুরী ঠাকুর ;
নভেল নাটক গাথা ইতিহাস উপকথা
নারীকণ্ঠ বাজাই ছর।
কুমারীর অবজায় মুখ ভুলে নাহি চার
চুপ ক'রে ভেউ ভেউ কঁাদে,
রূপে গুণে অমুপমা তবু না চাহিল রামা
পড়িল না রোমনের ফাঁদে।
আগে আগে উজলিয়া পাছুতে আধার দিয়া
ধীরে চলে পূর্ণশিক্ষিকা,
শেষ হ'ল বরকুল বরষেরে হ'ল তুল,
কর হ'তে খসিল না মালা !

এ কি ! হইল কি ! এই সহস্র বরের মধ্যে এক
জনও কাননিকার পছন্দ হইল না।

পরিচারক কাননিকাকে সঙ্গে করিয়া চেয়ারে লইয়া
বসাইল। তার পর সত্যায় সকলকে প্রণাম করিয়া
হাত জোড় করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, “বাবু,

তোমরা আপনারা হুকুম কর ত, আমি একটা কথা বলি।” কেহ কেহ চুপ করিয়া রহিল। কেহ বলিল, “বল।” কেহ বা বলিল, “তুই আবার কি বলবি?”

পরিচারক এবারে জুনিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল। তার পর বলিল, “আমি সব্বের দাস, সব্বের কল বড় মিষ্ট, আমি তার লোভে আপনাদের সঙ্গে এসেছি। আমি আর কি বলিব? তবে নিজগুণে রূপা করে আপনারা এই দাসের কথা শুুন। সকল দেশের বিবাহপ্রথাও সঙ্গে তারতের প্রথাও আলোচনা কর্তব্য। কোন দেশের বিবাহে নারীনিগের পূর্ণস্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তারতের স্বরস্বর-প্রথাও কতটুকু আগে কি স্বাধীনতাই না দেওয়া হইয়াছিল। কত বাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিত। আপনারা এখন সেই স্বাধীনতা পাইবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। খানিক স্বাধীনতা মার্কিন হইতে, খানিকটা ইংরাজী, ফরাসী, চীনা, জাপানী হইতে, এই রকম পাঁচটা জাতি হইতে স্বাধীনতা-ফুল তুলিয়া আমাদের দেশে বিবাহ-প্রথাও তোড়া তৈয়ারী করিতে প্রস্তুত। তবুও যেন কেমন একটা বাধা-বিপত্তি তাহার সহিত জড়ান আছে। আজ কিন্তু সেটি নাই। বরকুলের মধ্যে চারিঘণ্টা বিস্তর। সকলেরই না কাননিকালোভের আশা ছিল।—কিন্তু কেহই কাননিকার মনোমত হইলেন না। বাকী আছে শুধু দাস। এখনও আশা আছে সেই দাসের। দাস একবার এই রূপসী ললনাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিবে কি?”

সকলেই কাননিকার উপর চট্টা ছিল। কাননিকাকে অপমানিত করিবার জন্য সকলে একবাক্যে অসম্মত ছিল। কে ভাবিয়াছিল, রাজার ভাগ্যে যে ধন মিলিল না, সে ধন দাসের ভাগ্যে মিলিবে?

অসম্মতি পাইয়া বেত্রধর বেত গাছটি ছুঁতে গিয়া, গলগরীকৃতবাসে কাননিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দিল, “গুপ্তো রাজকন্তে। দাসকুলে আমার জন্ম। আমি এই সমাজবাগানের এক কোণে গুপ্তভাবে হইলাম। এই রানী মহাপ্রভুরের জলসেচনে আমি মাটি ফুঁড়িয়া ব্যক্ত হইয়াছি।” অন্তর সুখের তাব দেখিবার জন্য নটুক একবার মকপানে চাহিল। অমনি অনেকে অজুলি দেখাইয়া উৎকোচের ইঙ্গিত করিল।

কাননিকার দাসের সুখপানে কুহিয়া মুহ হাসিল। বরকুল ছিন্ন করিল, কত পতি বাছাই করিবার

পর্যায় আঁটিতেছে। হুই এক জন বলিল,—“বেশ বেশ, তবে চিত্তে রাবী বাছিয়া লও। তাহারি করিবার প্রয়োজন নাই।”

নটুক বলিতে লাগিল—“আমি দাস। শুধু হইল কেন, বাহারি বিনু সমাজের বাধা তামিরা তাকে তাক করিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি তাহার দাসের দাস।”

এই বলিয়া নটুক জনান্তিকে বলিল, “তবে প্রস্তুত হও।”

কাননিকা। প্রস্তুত হইয়াছি।

প্রেমিকের নির্জনতা কি শুধু নিরুত্তে? শুধু কি অগণ্যতারকাশোভিনী রজনীর বন্যাকার-নিবেদিত আছে? হে প্রেমিক, কত দিন তোমার বিফারিত চক্ষের সম্মুখ দিয়া কত জীব কত বার বাতায়ত করিয়াছে, তুমি বুঝিতে পারিয়াছিলে কি? আজও সেই-রূপ প্রেমাবৃতলোচনা কাননিকার দৃষ্টিপথ হইতে দেখিতে দেখিতে সহস্র লোক অন্তর্হিত হইয়া গেল। কাননিকা দেখিল, শুধু এক জন।—সেই এক জনকে নির্জনে পাইয়া বলিল। তাহার গলায়—আ হি ছি।—হাঁ হাঁ।—কর কি কর কি।—রানী পরাইয়া দিল।—অমনি সকলে “এই ও, এই ও।”—করিয়া একটা ভীষণ কোলাহল করিয়া উঠিল। সে শব্দ কাননিকার কানে গেল। সে সেই শব্দকে তন্ত্রিত করিতে সাহসে বুক ঝাঝিয়া বলিল, “এই দাসই আজি হইতে আমার প্রাণেশ্বর। হে চন্দ্র সূর্য, হে সত্য শোকগণ। তুমিরা রাখ, আজ হইতে আমি এই পরিচারকের পত্নিচারিত্রিকা।

বিশ্বাসঘাতক, জ্যাচুরি, ডাকাতি, বার রে ধর রে প্রভৃতি শব্দ চারিদিক হইতে যুগপৎ উত্থিত হইল।—নটুক সেই গোলমালের ভিতরে কাননিকাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল। অমনি ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। বাহিরে “জারমন্ড” শব্দ হইল। গোলমাল হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া শাস্ত্রিরক্ষক সারবন্দি দাঁড়াইল। দাসদাসী চক্ষের নিবেবে কোথায় চলিয়া গেল।

সেই রাতে কলিকাতার পথে কেবল শব্দ হইল, রূপ রূপ—কাননিকার সন্ধানে এত লোক ছুটিয়াছিল। ভাগীরথীর জলে কেবল শব্দ হইল, রূপ রূপ—এত লোক বনের হৃদয়ে জলে কাঁপ খাইয়াছিল। কাননিকা নিজের স্বর্গে সমাজের সমস্ত কলঙ্করাশি বহন করিয়া সমাজের পূর্ণ সংস্কারসাধন করিতে

কান কান বেশে চলিয়া গেল। কিররে কঠ
কি কঠ। বাবা খাড়িল, জিননাট বায়ে হুগিল,
তবু পুনরিকা কিরিল না কবি-কুরক কত লাফাইল;
— de to lark লিখিল, সনেটে কাগজ পুরাইল,
কাতরে করুণা ভিক্ষা করিল, তবু কাননিকা যুথ
ভুলিয়া চাহিল না, গন্তশালতরুর ম্লোচ্ছন হইল,
পমার, ত্রিপদী, কুজলশ্রোত, শাধী লবিক্রীড়িত, ললিত
বাল্যভীতে কাব্যকানন ভরিয়া গেল, তবু কাননিকা
তাহাতে পা বাড়াইল না। ভ্রান্তিমান, বিভাবনা,
উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা—ভাল ভাল ফুল-অলঙ্কার ও ফুল-
মালা হতে কত তাবুক কত পত্রিকা-রাজ্যে কত ঘুরিল,
তবু কাননিকার সন্ধান মিলিল না। কত পসারিণী
কত মধুর সন্ধ্যার কাকন দিগলয়-বেষ্টিত কাননকূলে
কত দীপ জালিল, কিন্তু একটি দীপও কাননিকার
যুথ দেখাইল না।

শোকে দুখে কাগরণে, কোন দিন অনশনে,
কোন দিন অতি ভোজনে, নিরঞ্জনের জীবাত্মা তাঁহার
বক্ষে বিসর্জনের বাজনা বাজাইতে লাগিল। তাহার

যাতনায় অস্থির হইয়া তিনি নিত্য কাঁদিতে লাগিলেন;
আর বলিতে লাগিলেন, “হে ঋষি, শান্তি-কমণ্ডলুটি
সঙ্গে দিয়া তোমার সেই পূর্বযুগের কানন হইতে
আশ্রম-ধর্মটি ফিরাইরা দাও। আর কাননিকা, কোথায়
আহিস, আর। পাশ্চাত্য সভ্যতার দারিদ্র্যে আমার
ঘরের শ্রী নষ্ট হইয়াছে। আমার অসভ্যতার ঐশ্বর্য্যে
গৃহপূর্ণ করিতে, আর কাননী, কিরিয়া আর। পতিপুত্র
সাথে হইয়া, সীমন্তের সিন্দূরের উজ্জলতার স্বগৃহ
পুনরালোকিত করিতে, এক নব প্রত্যতে কাননিকা
অমৃতপুত্র নিরঞ্জনকে বলিল, “দাদা, আমি আসিয়াছি।”

নিরঞ্জন দেখিলেন, বর্ধাধি কাননী আসিয়াছে।
পাশ্চাত্য সভ্যতার গ্যচারিণী হিন্দুর শান্তির গৃহের
গৃহিণী হইয়াছে। দাস মটুক জামাতা অপূর্বকৃত্তকে
পরিণত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরাতন ভৃত্য মৃত
বটুকভৈরব পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। ভাস্কিনী রমণী-
চরণের পার্শ্বমূলে মস্তক অধনত করিয়াছে। দেখিতে
দেখিতে আত্মীয়-সম্পদে তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ
হইয়াছে।

সম্পূর্ণ।

